গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

জয়পুরহাট পৌরসভা
মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

জুন, ২০১৯

তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

জয়পুরহাট পৌরসভা
মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

জুন, ২০১৯

তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জয়পুরহাট পৌরসভা মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

প্রকাশনায়ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থায়নেঃ

পরামর্শকঃ

ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেড
ডিডিসি সেন্টার, ৪৭, মহাখালী বা/ এ, ঢাকা-১২১২

কপিরাইটসঃ

জয়পুরহাট পৌরসভা

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি),

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১ম প্রকাশনাঃ জুন, ২০১৯

প্রাপ্তি স্বীকার

জয়পুরহাট পৌরসভার মহাপরিকল্পনা, তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিরণ (সেক্টর) ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কারিগরী সহায়তায় এবং বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), ওএফআইডি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় সম্পাদিত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনাটি একটি নথি আকারে বিভিন্ন নীতি, উপ-আইন, নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কার্যবিধিসমূহের একটি লিখিত দলিল প্রণয়নের একটি প্রয়াস। সংক্ষেপে, এই মহাপরিকল্পনাটি একটি নির্দিষ্ট পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের ধাপসমূহ লিখিতভাবে নথিভূক্ত করে যা পৌরসভার টেকসই, সমন্বিত এবং পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের রুপরেখা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে, দেশের সার্বিক লক্ষ্য বা গড় জাতীয় সুখ' (Gross National Happiness) অর্জনে সহায়তা হবে।

সর্বপ্রথমে, প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে এলজিইডির সার্বিক সহায়তা ছাড়া প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সম্ভবপর হত না। প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের মূল্যবান মন্তব্য প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন। তাই প্রকল্পের সাফল্যের অনেকাংশ তাদের প্রাপ্য।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার মাননীয় মেয়র, কাউন্সিলর, পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মূল্যবান মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ অনেক সাহায্য করেছে। পরামর্শক দল, পৌর কর্তৃপক্ষ ও পৌর অধিবাসীদের তাদের মূল্যবান মন্তব্য ও সুপারিশ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিকল্পনা তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পরামর্শ সভা ও অংশগ্রহণমূলক সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দলের কারিগরী সহায়তা এই পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তাই, এই প্রকল্পের সার্বিক সাফল্যে তাদের ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয় এবং পরামর্শ দল তাদেরকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করছে। তাদের উৎসাহ প্রদান ও সাহায্যের জন্য পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপে পরামর্শক দল অনেক সহকর্মীদের প্রতি ঋনী হয়ে আছে। বিশেষত, দলটি সে সকল লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ যাদের গবেষনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য, তাদের গবেষনার ফলাফল চিত্রায়নে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ পরামর্শক দলের উপর ন্যস্ত হবে।

সর্বশেষে এই মহাপরিকল্পনাটি মোঃ আব্দুস সালাম (নগর পরিকল্পনাবিদ), মোঃ ইশরাক সাদমানি (জুনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ), মোঃ মইন খান এলিস (জুনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ), নাজমা খাতুন (জুনিয়র জিআইএস এনালিষ্ট), এটি.এম. নিয়ামুল (জুনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ), এর কারিগরী সহায়তা এবং মোঃ মোক্তার আলীর পরিচালনা সংক্রান্ত সহযোগীতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভবপর হত না। তাদের এই সহযোগীতা ও গবেষনার ফসল এই মহাপরিকল্পনা। তাই তাদেরকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. মহসিন উদ্দীন আহমেদ
টিম লীডার
ইউজিআইআইপি-৩, প্যাকেজ-৩

প্রধান প্রকৌশলীর বাণী

আমি জয়পুরহাট পৌরসভাকে "মহাপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩৭" প্রণয়নের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। এটি এডিবি ও ওএফআইডি'র আর্থিক সহায়তায় "তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)" এর অধীনে অংশগ্রহণমূলক এবং ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমি পরিকল্পনা প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপে এর উন্নয়নের জন্য পৌরসভা ও জাতীয় পর্যায়ের সকল অংশীদারদের তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন ও বিশেষভাবে নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকগুলোতে তাদের সহায়তার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশাবাদি, এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জয়পুরহাট পৌরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG- 11) "সকলের জন্য নিরাপদ, সহিষ্ণু এবং টেকসই নগর নির্মাণ" অর্জিত হবে।

(মোঃ খলিলুর রহমান)

প্রধান প্রকৌশলী,

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(এলজিইডি)

প্রকল্প পরিচালকের বাণী

জয়পুরহাট পৌরসভার মহাপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩৭ প্রণয়ন সম্পন্ন হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে পৌরসভাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মহাপরিকল্পনা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে, তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো জরিপ, মত বিনিময়, কর্মশালা, সেমিনার ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীদার যেমন নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, টিএলসিসি, ডব্লিউসি, এনজিও, শিক্ষক সমাজ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ নাগরিকবৃন্দদের সাথে আলোচনা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে।

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এলজিইডি'র উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে তাদের সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সদস্যদেরকে তাদের যথাযথ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেভলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেড এর যারা কঠোর পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছে। পরিশেষে, জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল পৌরবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাদের অঙ্গীকার ও সহযোগীতার জন্য।

আমি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এই কার্যক্রমটি সহ UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় ৩৬ টি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণের কাজে আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য।

আমি বিশ্বাস করি এই মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার যথেষ্ট সামর্থ্য ও নিষ্ঠা রয়েছে। পৌরসভা তাদের নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগীতা গ্রহণ করে এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

আশা করি প্রণীত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জয়পুরহাট পৌরসভা নাগরিকবৃন্দদের আরও উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে এবং সর্বোপরি নগরের পরিবেশ, জীবন-মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এ.কে.এম. রেজাউল ইসলাম

প্রকল্প পরিচালক,

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ

(সেক্টর) প্রকল্প

(ইউজিআইআইপি-৩)

মুখবন্ধ

দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পৌরসভায় নাগরিকদের উন্নত সেবার জন্য দাবী বাংলাদেশের সমস্ত পৌরসভার একটি সাধারণ দৃশ্য। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য, নাগরিককে আরও উন্নততর পরিষেবা প্রদানের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রয়োজন রয়েছে যা একটি পৌরসভার মূল চাবিকাঠি। সুতরাং, জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি ছিল এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি-৩) সমর্থিত একটি অপরিহার্য ও সময়োচিত উদ্যোগ। পৌরসভা কাউন্সিল এবং এর নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমরা এই বিষয়ে প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও পরিচালনা সহায়তার জন্য এলজিইডি'র ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭) প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাদের বিশাল সহায়তার জন্য আমি ডেভলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস (ডিডিসি) লিমিটেডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সমন্বিত উপায়ে মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পরামর্শক দল পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের মতামত যাচাই, বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের সাথে বিভিন্ন সমীক্ষা, ধারাবাহিক আলোচনা, এফজিডি এবং কর্মশালা পরিচালনা করেছে। আমরা ডিডিসির এই ভালো কাজের অত্যন্ত প্রশংসা করি।

আমি এই বাস্তববাদী মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে পৌর কর্মকর্তা, স্টেকহোল্ডার, সিভিল সোসাইটির সদস্যগণ, টিএলসিসি, ওয়ার্ড কমিটি এবং দরিদ্র সম্প্রদায়দের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয়পুরহাট পৌরসভা ইউজিআইআইপি-৩ এর আওতায় আরবান গভর্নমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিচালনা ও পরিকল্পনা সক্ষমতা অর্জন করেছে। তদুপরি, পৌরসভাও এর সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সক্ষমতা অর্জনের দিকে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। তবুও, এই মহাপরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে, পৌরসভা পরিকল্পনার সরঞ্জামগুলি ব্যবহার এবং বিভিন্ন মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত নাগরিকদের সমর্থন বিষয়ক অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ।

আমার পৌরবাসীদের পক্ষ থেকে, আমি ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে এই মহাপরিকল্পনা উন্নয়নের নিমিত্তে তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি বিশ্বাস করি, আমার নাগরিক, কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন অংশীদারদের সহায়তায় জয়পুরহাট পৌরবাসীর জন্য উন্নত ও টেকসই পরিষেবাদি নিশ্চিত করতে এই মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব।

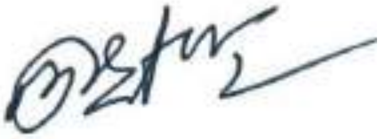

(মো: মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক)
মেয়র,
জয়পুরহাট পৌরসভা

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যবৃন্দ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউজিআইআইপি-৩, এলজিইডি)

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১	এ.কে.এম রেজাউল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক
২	আবদুল বাসেত	প্রকল্প ব্যবস্থাপক - ১
৩	মোঃ সামসুল ইসলাম	প্রকল্প ব্যবস্থাপক - ২
৪	মোঃ নাজমুল হাসান চৌধুরী	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (পূর্ববর্তী)
৫	মোঃ দেলোয়ার হোঁসাইন	টিম লীডার ও সিনিয়র BME বিশেষজ্ঞ
৬	নাজমুল আহসান খাঁন	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
৭	মোঃ আবদুল আলিম	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
৮	খোন্দকার ফকরুল আহমেদ	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
৯	এস.এম আবদুল্লাহ আল-মামুন	শহর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ
১০	মোঃ আবদুল্লাহ আল-কাফি	সহকারী প্রকৌশলী
১১	আবু সুফিয়ান ফারহাদুন নবী	নগর বিশেষজ্ঞ
১২	এ.বি.এম আশরাফুজ্জামান খান	নগর বিশেষজ্ঞ

জয়পুরহাট পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক	মেয়র
২	মোঃ নজরুল ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী
৩	এ.টি.এম মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী
৪	মোঃ আব্দুর রউফ	সার্ভেয়ার
৫	মোঃ হাসানুজ্জামান	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা

পরামর্শক দল

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
KEY EXPERTS		
কে-১	ডঃ মহসিন উদ্দিন আহমেদ	টিম লীডার/ সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ
কে-২	তানজিমা আক্তার চৌধুরী	নগর পরিকল্পনাবিদ
কে-৩	কবির আহমেদ	জরিপ বিশেষজ্ঞ
কে-৪	নাজমা খাতুন	জিআইএস ও ইমেজ বিশেষজ্ঞ
কে-৫	লিপিকা খাঁন	পরিবহন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ
কে-৬	এ.জি.এম আলমগীর / মোঃ মজিবুর রহমান	পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ
কে-৭	গোলাম মোরশেদ	ভূ-তত্ত্ববিদ
কে-৮	প্রবীর কুমার দে	নগর অর্থনীতিবিদ
কে-৯	মোঃ আতিকুর রহমান	
কে-১০	নাইমা জেরিন বাশার	অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ
NON-KEY EXPERTS		
এন-১	মোক্তার আলী খাঁন	টেকনিক্যাল অফিসার
এন-২	মোঃ আব্দুস সালাম	জুনিয়র নগর পরিকল্পনা - ১
এন-৩	এ.টি.এম নিয়ামুল	জুনিয়র নগর পরিকল্পনা - ২
এন-৪	আহমাদুর রহমান	সার্ভেয়ার - ১
এন-৫	মোঃ আবদুল হাসিব	সার্ভেয়ার - ২
এন-৬	মোঃ ইসতিয়াক হোসাইন	অফিস ম্যানেজার / হিসাবরক্ষক
এন-৭	শিরিনা খাতুন	কম্পিউটার অপারেটর
এন-৮	মোঃ আবু বক্কার	অফিস সহকারী

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মহাপরিকল্পনাকে সাধারনভাবে একটি এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নির্দেশনা হিসাবে ধরা হয়। বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি পৌরসভার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বসবাসের উপযোগী করার লক্ষ্যে পৌরসভা পর্যায়ে মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান উন্নয়নের ধরণ অনেকটা অপরিকল্পিত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নিষ্কাশন ড্রেনের অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শহরের সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিক ভাবে কাজ করছে না। নিষ্কাশন খালের অবৈধ দখলের ফলে ভারী বর্ষনের সময় বাড়ী, রাস্তাসহ বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পৌরসভা জুড়ে সড়কের উভয় পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন নিষ্কাশন ড্রেনের অভাব রয়েছে। অন্যদিকে, যেসকল রাস্তার একদিকে ড্রেন রয়েছে সেসকল ড্রেন একটি পূর্ণ ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের অভাবে তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে।

চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে নতুন রাস্তা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরী না করায় জয়পুরহাট পৌরসভায় যোগাযোগ ও নিষ্কাশন সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাগুলির মধ্যে যানজট, দূর্ঘটনা, পার্কিং ও পথচারী চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, বায়ু ও শব্দ দূষণ অন্যতম। পৌরসভার প্রধান দুটি মোড়ে রিক্সা, বিদ্যুৎচালিত রিক্সা, অটো, সিএনজি ইত্যাদি যানবাহনের যত্রতত্র অবস্থান যানজটের সৃষ্টি করে থাকে। এই সমস্যা পরিবহন চাহিদা ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও বাড়ছে। যদি একইভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ কার্যক্রম চলতে থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবেশ ভবিষ্যতে বসবাসের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়বে।

জয়পুরহাট পৌরসভা ২০১৮ সালে একটি নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই পরিকল্পনার আলোকে মহাপরিকল্পনায় প্রণীত নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু রেলওয়ে লাইন পৌরসভাটিকে দুটি অংশে (পূর্ব ও পশ্চিম) বিভক্ত করেছে, সুতরাং নিষ্কাশন সংক্রান্ত কোন ধরণের প্রতিকার / পরিকল্পনা করার সময় দুটি অংশ আলাদাভাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

বর্তমানে, পৌরসভাটিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহাপরিকল্পনা না থাকায় পৌরসভায় যত্রতত্রভাবে অবকাঠামো বিশেষ করে ভবন, রাস্তা, নিষ্কাশন নালা, বাজার ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে শহরের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ২০ বছরের প্রাক্কলনে এই মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পৃথকভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পনা, পরিবেশগত ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নগর পরিষেবা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রশাসনিক কাঠামো পুনঃগঠনের সাথে সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে পৌরসভার পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। পরিশেষে, মহাপরিকল্পনায় ব্রীজ / কালভার্ট ও রাস্তা নির্মাণ, নিষ্কাশন সুবিধাদি, সড়কবাতি, বাণিজ্যিক এলাকা, বাসস্ট্যান্ড, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবারহসহ বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এলজিইডি'র তত্ত্বাবধানে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় এই মহাপরিকল্পনা জয়পুরহাট পৌরসভার পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নগর উন্নয়নের সাথে সাথে পৌরবাসীদের উন্নত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।

জয়পুরহাট পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে রাজশাহী বিভাগের অধীনে অবস্থিত। পৌরসভার উত্তরে পাঁচবিবি উপজেলা দক্ষিনে আক্কেলপুর উপজেলা, পূর্বে কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলা ও পশ্চিমে নওগাঁ জেলা অবস্থিত যার অবস্থান ২৫^{0}০১' থেকে ২৫^{0}১৩^{0} উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮^{0}৫৫' থেকে ৮৯^{0}১০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

জয়পুরহাট পৌরসভা ৮ই জানুয়ারী ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে পৌরসভার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯ শে জুন ১৯৯১ সালে জয়পুরহাট পৌরসভা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পৌরসভায় ৯ টি ওয়ার্ড, ১০ টি মৌজা ও ৭৫ টি মহল্লার সমন্বয়ে গঠিত। জয়পুরহাট পৌরসভার মোট আয়তন ১৮.৬০ বর্গ কিঃমিঃ (৪৫৯৬.২৬ একর) যার মধ্যে ২৪.৩১ একর পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সম্পত্তি। প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানে পৌরসভার মোট আয়তন ১৮.৬০ বর্গ কিঃমিঃ কেই পরিকল্পনা এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জয়পুরহাট পৌরসভার জনসংখ্যা ২০১১ সালে ছিল ৬৯,০৩৩ জন (আদমশুমারী, ২০১১) এবং প্রতি একরে গড় ঘনত্ব ছিল ১৫ জন। ২০৩৭ সাল নাগাদ পৌরসভার জনসংখ্যা হবে ৯২,৫৬০ জন এবং প্রতি একরে গড় ঘনত্ব হবে ২০ জন।

পৌরসভায় বর্তমান কৃষিজ জমির পরিমাণ ২৩৮৫.০৮ একর এবং আবাসিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৩২.৩৯ ও ১৫১.৩৪ একর। এছাড়াও, পৌরসভায় জলাশয় রয়েছে ২৯১.৪২ একর।

জয়পুরহাট পৌরসভা গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। এজন্য পৌরসভা জুড়ে ভূমির মিশ্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পৌরসভার বেশিরভাগ ভূমি তুলনামূলকভাবে সমুদ্রতল থেকে উঁচু তাই এখানে অধিক ঘনত্বের উন্নয়ন কর্মকান্ড উৎসাহিত করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, পৌরসভায় পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা অসন্তোষজনক এবং অধিকাংশ টয়লেট সক পিট দ্বারা নির্মিত। পৌরসভায় পরিকল্পিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় অধিকাংশ কঠিন বর্জ্য সড়কের পাশে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। কয়েকটি এনজিওর মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হলেও তা খুব একটা কার্যকরী নয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন বিবেচনায়, পরিকল্পনার প্রস্তুতিকালে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় অনুসরণ করা হয়েছে। এই ধারণাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. জলবায়ু সহনশীল উপাদানসমূহঃ ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, খরা, আর্সেনিক দূষণ (ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ), সাইক্লোন ও অগ্নি সহনশীলতা।

২. জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের সাথে পৌরসভার সহজ যোগাযোগ নিশ্চিত করা। পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরাপদ, সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে। যানবাহন প্রবাহের সময় কমানো, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহনের পার্কিং সুবিধা, গোলচত্ত্বর, বাস-বে ও টি-জংশন প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. মূল এলাকা ও তার আশেপাশের এলাকায় জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে উন্মুক্ত স্থান প্রস্তাব করা হয়েছে যা বিনোদন সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৪. শিশু ও নারীবান্ধব নগর পরিকল্পনার ধারণা থেকে প্রস্তাবনাগুলো দেয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত ফুটপাথ, নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধাদি, জলাধার কেন্দ্রিক চিত্তবিনোদনের স্থান ও পার্ক এবং প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ইত্যাদি প্রস্তাব করা হয়েছে। এমনকি প্রস্তাবনার সময় যাতে বিদ্যালয়টি শিশুর বাসস্থান থেকে হাঁটা দূরত্বে হয় তাও খেয়াল রাখা হয়েছে।

৫. ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, বাজার ও কমিউনিটি সেন্টারে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. শিল্পাঞ্চল একত্রীকরণ, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যমান পাবলিক ও প্রাইভেট অফিসসমূহের জন্য নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. পরিকল্পনায় সকল অবকাঠামোসহ নিষ্কাশন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮. পরিকল্পনায় টেকসই অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।

নগর উন্নয়ন ও শহরের সমগ্র এলাকার পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার প্রণয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী (২০১৭-২০৩৭) কাঠামো পরিকল্পনায় বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। 'পৌরসভার উন্নয়ন' এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখে কাঠামো পরিকল্পনায় বিভিন্ন নীতি কৌশল প্রনয়ন করা হয়েছে।

কাঠামো পরিকল্পনায় বর্ণিত এসকল নীতি কৌশলকে সহজে ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে আরও পাঁচ ধরনের ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এসকল পরিকল্পনা বর্তমান নগর এলাকা ও এর নিকটবর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও, এগুলো কাঠামো পরিকল্পনায় বর্ণিত নির্দেশনাগুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করার পাশাপাশি সকল নীতি কৌশলের সুস্পষ্ট ভৌত অবয়ব প্রদান করে। এই পাঁচটি পরিকল্পনা হলঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিষেবা ব্যবস্থা পরিকল্পনা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিষেবা পরিকল্পনা।

এছাড়াও, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যেসব এলাকায় অদূর ভবিষ্যতে (০৫ বছর) বড় ধরনের পরিবর্তন বা কাজ হবে সেই সব এলাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায়, ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রস্তাবিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য পৃথক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্দেশনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রগতি সমন্বয় করা সম্ভব হবে।

কাঠামো পরিকল্পনা উন্নয়ন রূপকল্প, কৌশল এবং স্থানিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নীতি, সময়সীমা, পরিকল্পনা সংশোধন/আপডেট এবং পরিকল্পনা তৈরীর অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কাঠামো পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ নগর এলাকা সম্পর্কিত বিস্তারিত কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি (কাঠামো পরিকল্পনা), পৌরসভা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী (২০১৭-২০৩৭) কৌশল প্রদান করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। পৌরসভার ২০ বছর মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনার রূপকল্প হচ্ছে "প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তিকে ব্যবহার করে প্রযুক্তিগতভাবে মানসম্পন্ন পৌরসভা হিসেবে পরিকল্পিত উন্নয়ন (দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প)"। আবার, পৌরসভায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করে উন্নয়ন সাধিত করার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী রূপকল্প (৫ বছর মেয়াদী) হচ্ছে "অর্থনৈতিক খাতে শিক্ষিত মানুষের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি"।

পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ মানুষ এবং ভিন্নভাবে সাবলম্বী মানুষের চাহিদা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও দেশের প্রায় অর্ধেক নারী, তবে বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের মতামত এবং তাদের চাহিদা উপেক্ষা করা হয়ে থাকে বা একেবারে অনুপস্থিত থাকে। সুতরাং, সমগ্র নাগরিককে সমানভাবে সেবা প্রদান করার জন্য একটি সমন্বিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরী। ভবিষ্যতে, এই সমন্বিত উদ্যোগ জেন্ডার সেনসিটিভ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। জেন্ডার সেনসিটিভ মহাপরিকল্পনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, এই পরিকল্পনা নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করেছে-

- আলোচনা সভা ও পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপে (উঠান বৈঠক, এফজিডি, মতবিনিময় সভা ইত্যাদি) নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় নারীদের চাহিদা ও মতামত বিবেচনায় নেয়া (অবকাঠামো নির্মাণ ও স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত আমলে নেয়া);
- নারী ও প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো/পরিষেবার বিধান রাখা;
- অবকাঠামো নির্মাণের সময় নারীবান্ধব স্থান নির্বাচন।

এটা উল্লেখ থাকে যে, এই মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় নারী, শিশু ও ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের চাহিদা ও তাদের মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে যাতে, মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন জেন্ডার সেনসিটিভ হতে পারে।

ভূসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাঠামো পরিকল্পনায় কিছু কৌশল ব্যবহার করার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। যেমন- বিদ্যমান নগর এলাকার জনঘনত্ব বৃদ্ধিকরণ এবং গ্রামীণ বসতি স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে যত্রতত্র উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।

নতুন এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু কৌশল রয়েছে, যেমন- অবকাঠামো দ্বারা পরিচালিত উন্নয়ন উদ্যোগ (আইএলডিআই) কার্যক্রম যার আওতায় পাবলিক সেক্টর ডেভেলপার হিসেবে এবং পিপিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে উন্নয়ন সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু এলাকা সংরক্ষণ করার জন্য পরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সময়সীমার (২০১৭-২০২৭) মধ্যে অধিকাংশ জনগণ বিদ্যমান উন্নত এলাকায় বসবাস করবে। কাঠামো পরিকল্পনার অধীনে মোট পরিকল্পনা এলাকা ৪৫৯৬.২৬ একর। কাঠামো পরিকল্পনা (অংশ-ক) এলাকাটি কৃষি, রোড নেটওয়ার্ক, নতুন নগর এলাকা, নগর প্রান্তীয় এলাকা, গ্রামীণ আবাসন, মূল নগর এলাকা এবং জলাধার ইত্যাদি জোন নিয়ে গঠিত। কৃষি এলাকা সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থিত (প্রায় ৩৮%), এর পরে নগর প্রান্তীয় এলাকা (১৮.০৫%), মূল নগর এলাকা (১৩.৭৮%) ও গ্রামীণ বাসস্থান (১০.৩৫%) ।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অধীনে বিষদ ভূমি ব্যবহারের ধরণকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যা পৌরবাসিদের ভূমি ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ পদ্ধতি সহজতর করবে। প্রস্তাবিত আবাসিক এলাকা মোট এলাকার ৩২.৪৭%। বিদ্যমান মিশ্র-ব্যবহার এলাকার পরিমাণ (৭.৯৯ একর) অপরিবর্তিত থাকবে। বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যে মূলত রাস্তা সংলগ্ন বাণিজ্যিক এলাকা, বাণিজ্যিক এবং আবাসিক মিশ্র-ব্যবহার এলাকা, পাইকারি, খুচরা এবং স্থলবন্দর সমর্থিত বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত। শিল্পকারখানার জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৩.৬৮%। পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে হাই-টেক পার্ক, ফিশ প্রসেসিং এরিয়া, রাইস প্রসেসিং এরিয়া ইত্যাদি প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট এলাকার ১.৩৬% জমি প্রশাসনিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ-যোগাযোগ, ইউটিলিটি সার্ভিস, প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তা ও কমিউনিটি সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক ও রেললাইনের পাশে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ দুইদিকে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ মিটার। অতএব, পৌরসভার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া মহাসড়ক ও রেলওয়ে লাইনের দুইদিকে ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বাফার দেওয়া হয়েছে। এসকল জমিতে কোনো সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করতে হলে অবশ্যই ওই দুই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দ্বিপক্ষীয় অনুমোদন নিতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় এসব জমিতে তিন ধরনের উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন -

১. সহজ প্রবেশগম্যতার জন্য, ঐসকল জমিতে যথেষ্ট বাফার এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী প্রদান করতে হবে। এতে মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজ হবে।
২. বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে ওই জমিগুলো ব্যবহার করবে অথবা পার্শ্ববর্তী ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের আয় বৃদ্ধি কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।
৩. এলাকাটি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পৌরবাসীদের জন্য উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে।

পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনায় সব ধরনের পরিবহন নেটওয়ার্ক, পরিবহন অবকাঠামো, দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা, যানবাহন প্রবাহ এবং প্রধান সড়কে যানবাহনের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। জয়পুরহাট পৌরসভা, রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান নগরকেন্দ্রগুলোর সাথে ভালোভাবে সংযুক্ত। বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবহন অবকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য এই পরিকল্পনায় কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় নতুন সড়ক এবং নির্দিষ্ট বিদ্যমান সড়কগুলো চওড়া করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাথ, সাইকেল ও রিকশা লেন, অটোরিক্সা স্টপেজ, রাস্তার উপরে পার্কিং স্পেস, বিদ্যমান বাস টার্মিনাল ও ট্রাক টার্মিনালের উন্নতির প্রস্তাবনাও নকশা ও মানদন্ড সহ পরিকল্পনায় যুক্ত করা হয়েছে ।

ড্রেনেজ ও ইউটিলিটি সেবা পরিকল্পনায় বিদ্যমান নিষ্কাশন সুবিধা এবং খাল, নদী এবং পুকুরের মত প্রাকৃতিক নিষ্কাশন উপাদান, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিদ্যমান ভূমিরূপ ও ঢালের অভিমুখকে ড্রেনেজ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পৌরসভার জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্যও মহাপরিকল্পনায় কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩১.৬৭ কিলোমিটার মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেন, ৫.৫৯ একর খাল ও ৩৭.৮৮ একর নদী বর্তমানে পৌরসভায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় আগামী ১০ বছরের জন্য ৮০.৫৫ কি.মি. প্রাকৃতিক ও

মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে ভূমির উচ্চতা, জলাবদ্ধতা, রানঅফসহ বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ও চাহিদা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি ড্রেনের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও পরিকল্পনায় অন্যান্য অবকাঠামো নিষ্কাশন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, জয়পুরহাট পৌরসভায় একটি কার্যকর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করার জন্য আরো ২৬টি কালভার্ট প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবেশগত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি, খরা ও বন্যা কবলিত এলাকা, সাইক্লোন ফানেল এবং দুর্যোগ, মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়, নদীভাঙ্গন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, ভূ-তত্ত্ব, ফিজিওগ্রাফি; মাটি, বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ সৃষ্টির কারণ, ভূপৃষ্ঠ ও ভূ-গভিরস্থ আর্সেনিক দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মতো বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ।

১৯৮৮-এর বন্যা ব্যতীত, পৌরসভার কোন এলাকা বন্যা কবলিত ছিল না। পৌর-এলাকায় কোনো স্বাভাবিক বন্যা কবলিত অঞ্চল বিদ্যমান নেই। তবে পৌরসভার দক্ষিণ অংশ অপেক্ষাকৃত নিচে হওয়ায় এবং ছোট নদী উপচে গিয়ে বর্ষাকালে এই অংশে বন্যার সৃষ্টি করে থাকে।

জয়পুরহাট পৌর এলাকায় মানদন্ড হিসাবে কঠিন বর্জ্য উৎপাদন প্রতি দিন প্রতি জনে ০.২৫ কেজি ধরা হয়েছে এবং পৌরসভায় মোট উৎপাদিত বর্জ্যের সর্বনিম্ন মান ২৫ মে.টন/দিন। পৌরসভাসহ জয়পুরহাট জেলা ২য় ক্যাটাগরির ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। তিস্তা লাইনমেন্ট ফল্ট-লাইন লালমনিরহাটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে যা জয়পুরহাট পৌরসভা থেকে মাত্র ১৩৮ কি.মি. দূরে। তাই উচ্চ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। পৌরসভা সাধারণত সাইক্লোন ঝুঁকির মধ্যে নেই।

এই পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি, ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে আর্সেনিক প্রভাবের ঝুঁকি কমাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের উন্নতি, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির অধিক ব্যবহারের পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠের পানির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঝুঁকি কমাতে ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-এর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে পৌরসভা কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (সিবিডিএম) প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়াও পরিকল্পনায় পরিবেশগত অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ নীতি, নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগের পদ্ধতি বিষয়ক বিষদ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নগর পরিষেবা পরিকল্পনা বিদ্যমান নগর পরিষেবা, চাহিদার হিসাব এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে। পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিনোদন এবং সামাজিক সেবাসমূহ এই পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান। পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার কভারেজ ৯৭% এবং পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকায় ১১ টি গণশৌচাগার রয়েছে। ৮ টি গভীর নলকূপ এবং ৫ টি উৎপাদন নলকূপ প্রায় প্রতিদিন পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌরসভায় ৬ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করছে। পৌরসভায় সর্বমোট ১৪১৪ টি হস্তচালিত নলকূপ ও ৬০ কি.মি. পাইপ লাইন অবস্থিত।

নয়টি ওয়ার্ড সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এই সেন্টারগুলোতে একাধিক পরিষেবা থাকবে। একাধিক পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে কাউন্সিলর অফিস (স্টাফ অফিস, সনদ প্রদান, নকশা অনুমতি বিভাগ ইত্যাদি), সুপার মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, শিশুদের খেলার জায়গা, আইটি সেন্টার, কনফারেন্স রুম, কমিউনিটি ক্লিনিক, পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদি। এছাড়াও, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এলাকা, পার্কিং এলাকা, পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থানের চাহিদা ও সম্ভাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আবাসিক হোটেল, বাণিজ্যিক স্থান ইত্যাদি প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন দক্ষ লোকের জন্য একটি প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং একটি আইটি পার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি সেন্ট্রাল পার্ক দুটি নেবারহুড পার্ক, একটি শিশু পার্ক এবং একটি নারী বান্ধব পার্ক প্রস্তাবনায় রাখা হয়েছে। একটি বর্জ্য নিস্পত্তি এলাকা; বিভিন্ন ওয়ার্ডে নয়টি পাবলিক টয়লেট, চারটি বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন এবং একটি কসাইখানার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিস্তারিত পাশের সারণীতে দেখানো হয়েছে:

নগর পরিষেবা	বিদ্যমান, ২০১৭	প্রয়োজন, ২০৩৭
কিন্ডারগার্টেন	৯	২২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১	৪০
উচ্চ বিদ্যালয়	২৩	৩৪
কলেজ	৫	৮
ভোকেশনাল/ ট্রেনিং সেন্টার	২	৬
বিশ্বদ্যিালয়	০	৩
মাদ্রাসা	২২	২৮
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	৪	১৩
মাতৃসদন	১০	১৮
হাসপাতাল	৮	১২
খেলার মাঠ	৮	১৫
পার্ক	১	১০
নেইবারহুড পার্ক	১	১২
স্টেডিয়াম	১	১
সিনেমা/ থিয়েটার	১	৮
অডিটরিয়াম/ ক্লাব	২	১৩
মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জা	১১৬	১২০
ঈদগাহ	২	৫
কবরস্থান	১৫	১৮
কমিউনিটি সেন্টার	২	৭
পুলিশ স্টেশন	১	২
অগ্নি নির্বাপণ	১	২
ডাকঘর	১	১
গণশৌচাগার	৪	১৫
কসাইখানা	০	৬
গণপাঠাগার	১	৮
ডে-কেয়ার সেন্টার	০	৬
বৃদ্ধাশ্রম	০	৩
নারী, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের আয়ের উৎস	০	৫
সর্বমোট	২৬০	৪৪০

মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রস্তাবনা দ্রুত ভিত্তিতে ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে **আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা** তৈরি করা হয়েছে। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে: পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা, পর্যায় ভিত্তিক উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ, আইনগত ব্যবস্থা, কার্যকর সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে অর্থায়ন এবং নগর উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যৎ পন্থা। বাস্তবায়ন কাঠামোর মধ্যে রয়েছে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি, জোনাল কমিটির সহায়তায় একটি অ্যাপেক্স বডি ও ওয়ার্ড কমিটি।

কর্ম পরিকল্পনা		
সেক্টর	পরিকল্পনার ধরণ	পরিমাণ
আবাসিক এলাকা	বসতি পুন:উন্নয়ন	২ টি
বাণিজ্যিক এলাকা	সুপার মার্কেট	১ টি
	নতুনহাট সম্প্রসারণ	১ টি

কর্ম পরিকল্পনা		
সেক্টর	পরিকল্পনার ধরণ	পরিমাণ
ড্রেন	সিমেন্ট ফ্যাক্টরির খাল ও ছোট নদীর পুন:খনন	২ টি
	নতুন ড্রেন	৩৪.৪৫ কি.মি.
	ড্রেন প্রশস্থকরণ (বিদ্যমান ড্রেন)	২২.২৭ কি.মি.
সড়ক	নতুন সড়ক	১৪.১৭ কি.মি.
	সড়ক মেরামত ও প্রশস্থকরণ	৫৭.৫৯ কি.মি.
ফুটপাথ	নতুন	১০.০০ কি.মি.
বাই-সাইকেল	নতুন	৫ শস
ফুটওভার ব্রীজ	নতুন (বাটার মোড় রেলক্রসিং এর সামনে)	১ টি
পার্ক	চকগোপালে নারী ও শিশুদের জন্য পার্ক এবং একটি কেন্দ্রীয় পার্ক	২ টি
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	জয়পুর মৌজা	১ টি
বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন	নতুন (মৌজা- হাতিল ও বামনপুর)	২ টি
ভূ-পৃষ্ঠের পানিশোধনাগার প্লান্ট	নতুন (খঞ্জনপুর)	১ টি
কসাইখানা	নতুন (মৌজা - জয়পুরহাট)	১ টি
ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে	৯ টি
পানি সরবরাহ লাইন	নতুন	২০.০০ কি.মি.
বৃষ্টির পানি সংগ্রহ কেন্দ্র	নতুন	১ টি
গণশৌচাগার	নতুন	৩ টি
কমিউনিটি টয়লেট	প্রতিটি বসতিতে একটি করে	২ টি

মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির সময়ে এলজিইডি ও পৌরসভা কর্মকর্তারা তাদের পরামর্শ, মতামত ও ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন উপায়ে সহযোগীতা করেছেন। পরিকল্পনা দল অত্যন্ত নিবেদিত পেশাদার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল যারা নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে এই মহাপরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করেছেন।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং.
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	i
সূচীপত্র	viii
সারণীর তালিকা	xvi
চিত্রের তালিকা	xix
মানচিত্রের তালিকা	xx
সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা	xxii

খন্ড-ক : অবকাঠামো পরিকল্পনা

			পৃষ্ঠা নং.
অধ্যায় - ০১	:	**ভূমিকা**	
১.১	:	**ভূমিকা**	**১-১**
১.২	:	**মহাপরিকল্পনার দর্শন ও রূপকল্প**	**২-১**
১.২.১	:	মহাপরিকল্পনার দর্শন	২-১
১.২.২	:	মহাপরিকল্পনার রূপকল্প	৩-১
১.৩	:	**অবকাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য**	**৪-১**
১.৪	:	**পৌরসভা গঠনের উৎস ও ইতিহাস**	**৫-১**
১.৫	:	**অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ**	**৬-১**
১.৬	:	**কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা এবং পরিকল্পনার সময়কাল**	**১০-১**
অধ্যায়-০২	:	**পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ**	
২.১	:	**পৌরসভার জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ**	**১-২**
২.১.১	:	জনসংখ্যা	১-২
২.১.২	:	পরিবার	১-২
২.১.৩	:	ঘনত্ব	১-২
২.১.৪	:	ধর্ম	২-২
২.১.৫	:	বয়স-লিঙ্গ কাঠামো	২-২
২.১.৬	:	বৈবাহিক অবস্থা	২-২
২.১.৭	:	সাক্ষরতা	২-২
২.১.৮	:	পেশা এবং আয়	২-২
২.১.৯	:	পরবর্তী ২০ বছরের জনসংখ্যার অভিক্ষেপ	৩-২
২.২	:	**বর্তমান উন্নয়নের ধারা**	**৩-২**
২.২.১	:	জাতীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা	৫-২
২.২.১.১	:	পৌরসভার প্রশাসনিক বিবরণ	৬-২
২.২.১.২	:	অর্থনৈতিক অবস্থা	৮-২
২.২.১.৩	:	সামাজিক অবস্থা	৮-২
২.২.১.৪	:	ভৌত বৃদ্ধি	৮-২
২.২.২	:	প্রভাব বলয় এবং ক্যাচমেন্ট এলাকা	৯-২
২.২.৩	:	প্রতিটি বিভাগীয় কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা সমূহ	৯-২
২.৩	:	**নগর বৃদ্ধি এলাকা সনাক্তকরণ**	**১০-২**
২.৪	:	**উন্নয়নের সমস্যা সমূহ**	**১১-২**
২.৪.১	:	ভৌত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর বর্ণনা	১১-২
২.৪.২	:	সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সনাক্তকরণ ও বর্ণনা	১৭-২
২.৪.৩	:	পরিবেশগত সমস্যা সনাক্তকরণ ও বর্ণনা	১৮-২
২.৪.৪	:	সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশিকা	১৯-২
২.৪.৫	:	নির্ধারিত বাঁধা এবং ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যবস্থা	২০-২
অধ্যায়- ০৩	:	**প্রবিধান ও নীতি**	
৩.১	:	**প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতি এবং প্রবিধানসমূহ**	**১-৩**
৩.১.১	:	প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতিসমূহ	১-৩

৩.১.২	:	সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রবিধানসমূহ	১৪-৩
৩.২	:	**সম্ভাব্য কর্ম পরিধি**	**১৯-৩**
৩.৩	:	**বর্তমান নীতিসমূহের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ**	**১৯-৩**
৩.৪	:	**পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় নীতি ও আইন সমূহের প্রয়োগ**	**২১-৩**
অধ্যায়- ০৪	:	**ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল**	
৪.১	:	**ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ**	**১-৪**
৪.২	:	**বিদ্যমান ভূমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রস্তাবনা**	**৪-৪**
৪.৩	:	**নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা**	**৪-৪**
৪.৪	:	**সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকাসমূহ**	**৭-৪**
অধ্যায়- ০৫	:	**প্রতিটি বিভাগীয় উন্নয়নের জন্য কৌশল, নীতি এবং বিশেষ কর্মসূচি নির্ধারণ**	
৫.১	:	**আর্থ-সামাজিক খাত**	**১-৫**
৫.১.১	:	জনসংখ্যা	১-৫
৫.১.২	:	অর্থনৈতিক কর্মকান্ড	১-৫
৫.১.৩	:	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২-৫
৫.১.৪	:	আবাসন	৩-৫
৫.১.৫	:	বসতি উন্নয়ন	৪-৫
৫.১.৬	:	কমিউনিটি সুবিধাদি	৮-৫
৫.১.৭	:	পর্যটন	৮-৫
৫.১.৮	:	বিনোদন সুবিধা	১০-৫
৫.২	:	**ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ**	**১০-৫**
৫.২.১	:	পরিবহন	১০-৫
৫.২.২	:	পরিসেবা	১১-৫
৫.২.৩	:	বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১৪-৫
৫.২.৪	:	নিষ্কাশন	১৪-৫
৫.৩	:	**পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়**	**১৬-৫**
৫.৩.১	:	প্রাকৃতিক সম্পদ	১৬-৫
৫.৩.২	:	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৭-৫
৫.৩.৩	:	স্বাস্থ্যব্যবস্থা	১৮-৫
৫.৩.৪	:	নারী, শিশু এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নীতি	১৯-৫
অধ্যায়- ০৬	:	**বাস্তবায়নের বিষয়াবলী**	
৬.১	:	**পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি**	**১-৬**
৬.২	:	**পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ**	**৮-৬**
৬.৩	:	**পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি**	**১১-৬**
৬.৪	:	**সম্পদ একীভূতকরণ**	**১৩-৬**
অধ্যায়- ০৭	:	**জনগণের অংশগ্রহণ**	
৭.১	:	**পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং প্রস্তাবনাসমূহ**	**১-৭**
৭.১.১	:	মহিলাদের অংশগ্রহণ	১-৭
৭.১.২	:	মহিলাদের অংশগ্রহণমূলক সভা থেকে প্রস্তাবসমূহ	১-৭
৭.২	:	**প্রথম মতবিনিময় সভা**	**২-৭**
৭.২.১	:	অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত পৌরসভার প্রধান সমস্যাসমূহ	২-৭
৭.৩	:	**দ্বিতীয় মতবিনিময় সভা**	**৩-৭**
৭.৪	:	**তৃতীয় মতবিনিময় সভা**	**৩-৭**
৭.৫	:	**চতুর্থ মতবিনিময় সভা**	**৪-৭**

খন্ড-খ: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা নং.

অধ্যায়- ০১	:	**ভূমিকা**	
১.১	:	**ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা**	**১-১**
১.২	:	**পরিকল্পনা অঞ্চল এবং ভূমি ব্যবহার**	**১-১**
১.৩	:	**ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য**	**২-১**

১.৪	:	**কাঠামো পরিকল্পনা সঙ্গে সম্পর্ক**	**২-১**
১.৫	:	**পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি এবং প্রণালি**	**২-১**
১.৫.১	:	ভূমি পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি	২-১
১.৫.২	:	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিধি এবং এর উপ-শ্রেণীবিভাগ	২-১
১.৫.৩	:	জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব	৩-১
১.৫.৪	:	প্রস্তাবিত মানদণ্ড	৩-১
১.৫.৫	:	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৪-১
অধ্যায়- ০২	:	**বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার**	
২.১	:	**বর্তমান ভূমি ব্যবহার**	**১-২**
২.২	:	**বর্তমান ভূমি মূল্য**	**৬-২**
২.৩	:	**আবাসন এবং আবাসিক ভূমি উন্নয়ন**	**৬-২**
২.৪	:	**প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সুবিধাদি ও সরকারি সেবা**	**৭-২**
২.৪.১	:	প্রতিষ্ঠান	৭-২
২.৪.২	:	সামাজিক / কমিউনিটি সুবিধাসমূহ	৭-২
২.৪.৩	:	স্বাস্থ্য	৮-২
২.৫	:	**উপযোগ সেবাসমূহ**	**১২-২**
২.৫.১	:	পানি সরবরাহ	১২-২
২.৫.২	:	বিদ্যুৎ	১২-২
২.৫.৩	:	টেলিফোন	১২-২
২.৫.৪	:	রাস্তা সহ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১২-২
২.৬	:	**অন্যান্য ভূমি ব্যবহার**	**১৩-২**
২.৬.১	:	কৃষি	১৩-২
২.৬.২	:	গ্রামীণ আবাসন	১৩-২
২.৬.৩	:	জলাশয়	১৩-২
অধ্যায়- ০৩	:	**ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবসমূহ**	
৩.১	:	**ভূমি ব্যবহারের নামকরণ**	**১-৩**
৩.২	:	**জোনিং বিধান**	**৫-৩**
৩.৩	:	**ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা**	**১২-৩**
অধ্যায়-০৪	:	**ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল**	
৪.১	:	**ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ**	**১-৪**
৪.২	:	**সমসাময়িক নিয়ন্ত্রক সহায়তা**	**২-৪**
৪.২.১	:	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	**২-৪**
৪.২.২	:	খাল ও ড্রেনেজ অ্যাক্ট, ১৮৭৩	**৩-৪**
৪.২.৩	:	মেডিকেল প্র্যাকটিস, প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অধ্যাদেশ, ১৯৪২	**৪-৪**
৪.২.৪	:	চাষযোগ্য বর্জ্য ভূমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯	**৫-৪**
৪.২.৫	:	ট্যাংক উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯	**৫-৪**
৪.২.৬	:	হাটবাজার (প্রতিষ্ঠা ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯/ বাংলাদেশ হাট এবং বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ, ১৯৭৩	**৫-৪**
৪.২.৭	:	স্টেজ ক্যারিয়ারস অ্যাকট, ১৮৬১	**৬-৪**
৪.২.৮	:	পরিবেশ সংক্ষণ আইন, ১৯৯৫	**৭-৪**
৪.২.৯	:	বাংলাদেশ হোটেল অ্যান্ড রেষ্টুরেন্ট অর্ডিনেন্স, ১৯৮২	**৭-৪**
৪.২.১০	:	ইট বার্নিং কন্ট্রোল অধ্যাদেশ, ১৯৮৯	**৮-৪**
৪.২.১১	:	নগর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত জায়গা বাগান এবং প্রাকৃতিক ট্যাস্ক সংরক্ণ আইন. ২০০০	**৮-৪**
৪.২.১২	:	দোকান ও স্থাপনা আইন, ১৯৬৫	৮-৪
৪.১.১৩	:	পুরাতাত্ত্বিক নির্দেশনাসমূহ সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪	৯-৪
৪.১.১৪	:	অশ্লীল বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ আইন, ১৯৬৩	১০-৪
৪.১.১৫	:	অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫২	১০-৪
৪.১.১৬	:	বন আইন, ১৯২৭	১০-৪
৪.১.১৭	:	বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩	১১-৪
৪.১.১৮	:	কারখানা আইন, ১৯৬৫	১১-৪
৪.১.১৯	:	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২	১১-৪

৪.১.২০	:	বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন আইন ২০০৪	১২-৪
৪.১.২১	:	জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪	১২-৪
৪.১.২২	:	ইস্ট বেঙ্গল বেটারমেন্ট ফি অ্যাক্ট, ১৯৫৩	১২-৪
৪.৩	:	**ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি**	**১৩-৪**
৪.৩.১	:	উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার	১৩-৪
৪.৩.২	:	ভূমি উন্নয়ন অনুমোদন পদ্ধতি	১৪-৪

খন্ড-গঃ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

			পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়- ০১	:	**ভূমিকা**	
১.১	:	**লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য**	**১-১**
১.২	:	**পরিকল্পনা পদ্ধতি**	**২-১**
অধ্যায়- ০২	:	**বর্তমান অবস্থা ও ত্রুটিসমূহ**	
২.১	:	**পৌরসভায় বিদ্যমান পরিবহণ অবকাঠামো ও সুবিধাদি**	**১-২**
২.২	:	**যানবাহনের পরিমাণ**	**৬-২**
২.৩	:	**সেবামান (যানজট এবং বিলম্বের তীব্রতা)**	**৮-২**
২.৩.১	:	**পথচারীদের জন্য সুবিধাদি**	**১১-২**
২.৪	:	**বর্তমান ঘাটতি**	**১১-২**
২.৪.১	:	রাস্তার ঘাটতি	১১-২
২.৪.২	:	অপর্যাপ্ত রাস্তা ঘাট	১১-২
২.৪.৩	:	প্রশস্ত রাস্তার অভাব	১১-২
২.৪.৪	:	রাস্তার বিন্যাসে (জড়ধফ অষরমহবসবহঃ)অসংগতি	১১-২
২.৫	:	**রাস্তার ধারন ক্ষমতা বিষয়ক অসংগতি সমূহ**	
২.৫.১	:	অকার্যকর মোড়	১২-২
২.৫.২	:	সংযোগের অনুপস্থিতি	**১২-২**
২.৫.৩	:	প্রধান সড়কে যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ	১২-২
২.৬	:	**যাতায়াত, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমস্যাবলি**	**১২-২**
২.৬.১	:	মানব পরিচালিত যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	১২-২
২.৬.২	:	অপর্যাপ্ত সংকেত ব্যবস্থা	**১২-২**
২.৬.৩	:	গার্ড রেল ও রাস্তার মধ্যমায় বেড়ার অনুপস্থিতি	১২-২
২.৬.৪	:	অপর্যাপ্ত ফুটপাত সুবিধাদি	১৩-২
২.৬.৫	:	রেলক্রসিং এ দুর্বল নজরদারি	১৩-২
অধ্যায়- ০৩	:	**ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ**	
৩.১	:	**পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদা প্রক্ষেপণ**	**১-৩**
৩.২	:	**পরিবহন নেটওয়ার্ক বিবেচনা**	**১-৩**
৩.৩	:	**ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণএবং সেবা মান**	**২-৩**
৩.৩.১	:	ভবিষ্যত যানবাহনের পরিমাণ প্রক্ষেপণ	২-৩
৩.৩.২	:	সেবামান (প্রক্ষেপিত)	৩-৩
অধ্যায়- ০৪	:	**পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা**	
৪.১	:	**সড়ক উন্নয়ন প্রক্রিয়া**	**১-৪**
৪.১.১	:	সড়কের শ্রেণীর ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া	১-৪
৪.১.২	:	সড়ক প্রশস্তকরণের মানদণ্ড	৫-৪
৪.১.৩	:	প্রশস্তকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক	৫-৪
৪.১.৪	:	সড়কের পৃষ্ঠতল (সারফেস) উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১০-৪
৪.১.৫	:	সড়ক রিসার্ভের (RoW) জন্য নকশার মান	১২-৪
৪.২	:	**প্রস্তাবিত নতুন সড়ক এবং অনুপস্থিত সংযোগ সমূহ**	**১৩-৪**
৪.৩	:	**পথচারী, বাইসাইকেল এবং রিকশার জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন**	**১৬-৪**
৪.৩.১	:	পথচারী	**১৬-৪**
৪.৪	:	**পার্কিং এবং টার্মিনাল সুবিধা**	**২৬-৪**

৪.৪.১	:	পার্কিং সুবিধা	২৬-৪
৪.৪.২	:	পরিবহন টার্মিনাল	২৮-৪
অধ্যায়- ০৫	:	**পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল**	
৫.১	:	**সুবিধাদি পরিচালনার কৌশল**	**১-৫**
৫.২	:	**যান চলাচলের অবাধ প্রবাহ এবং নিরাপত্তা কৌশল**	**২-৫**
৫.২.১	:	যান চলাচলের অবাধ প্রবাহের কৌশল	২-৫
৫.২.২	:	পরিবহন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৩-৫
অধ্যায়- ০৬	:	**পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা কৌশল (টিডিএম)**	
৬.১	:	**পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা**	**১-৬**
৬.২	:	**পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল**	**১-৬**
অধ্যায়- ০৭	:	**পরিবহন গতি হ্রাস (ট্রাফিক কামিং)**	
৭.১	:	**পরিবহন গতি হ্রাসের উদ্দেশ্য**	**১-৭**
৭.২	:	**যান চলাচলেরগতি ও সংখ্যা হ্রাস**	**১-৭**
অধ্যায়- ০৮	:	**সড়ক পরিবহন সুবিধা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান**	
৮.১	:	**মোটর-চালিত এবং মোটর-বিহীন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইন**	**১-৮**
৮.২	:	**মোটর-চালিত এবং মোটর-বিহীন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা সমূহ**	**২-৮**
৮.২.১	:	মোটর-চালিত যান	২-৮
৮.২.২	:	রেলপথ পরিবহন ব্যবস্থা	৩-৮
৮.২.৩	:	মোটর-বিহীন যান	৩-৮
৮.২.৪	:	জলপথ উন্নয়ন	৪-৮
৮.৩	:	**সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়াবলী**	**৪-৮**
৮.৪	:	**পরিবহন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**	**৫-৮**

খন্ড- ঘ: নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা নং.

অধ্যায় - ০১	:	**ভূমিকা**	
১.১	:	**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**	**১-১**
১.২	:	**প্রণালী ও পরিকল্পনা পদ্ধতি**	**১-১**
অধ্যায়- ০২	:	**নিষ্কাশন পরিকল্পনা**	
২.১	:	**বিদ্যমান প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি ড্রেনের অবস্থান**	**১-২**
২.১.১	:	নদী ও খাল (প্রাথমিক নিষ্কাশন)	১-২
২.১.২	:	মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেন (মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি নিষ্কাশন)	৩-২
২.২	:	**নিষ্কাশন অবকাঠামোগুলির বর্তমান ক্ষমতা এবং ঘাটতি**	**৫-২**
২.২.১	:	ব্যস্ততম ঘন্টায় (পিক আওয়ার) প্রবাহের হার এবং নির্গমন পথ চিহ্নিতকরণ	৫-২
২.২.২	:	নিষ্কাশন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা	৬-২
২.২.৩	:	ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ উপর সন্তুষ্টির মাত্রা	৬-২
২.৩	:	**অনুপস্থিত লিঙ্ক**	**৬-২**
২.৪	:	**বিদ্যমান খাল ও নদী এবং তাদের সংযোগ**	**৬-২**
২.৫	:	**ভূমি উচ্চতা এবং ঢাল**	**৭-২**
২.৬	:	**বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরস্পরবিরোধী সমস্যাসমূহ**	**৯-২**
২.৭	:	**নিষ্কাশন চ্যানেল এবং খাল সম্পর্কিত নতুন চাহিদা**	**৯-২**
২.৮	:	**বিদ্যমান ও নতুন ড্রেনগুলির উন্নয়ন / উন্নতির জন্য প্রস্তাবসমূহ**	**১৩-২**
২.৮.১	:	বর্তমান ড্রেন নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনাসমূহ	১৭-২
২.৮.২	:	প্রস্তাবিত নতুন ড্রেন তালিকা	১৭-২
২.৮.৩	:	নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংযোগ ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো গত পদক্ষেপের তালিকা	১৯-২
অধ্যায়- ০৩	:	**পানি সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা**	
৩.১	:	**বিদ্যমান সেবা প্রধান, গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক, ইত্যাদি**	**১-৩**

৩.২	:	পানির মান, ভূগর্ভস্থ এবং ভূপৃষ্ঠের জলাধার	১-৩
৩.৩	:	পানি সরবরাহের অবকাঠামোগুলির বিদ্যমান ক্ষমতা এবং ঘাটতি	২-৩
৩.৪	:	অনুপস্থিত লিঙ্ক	২-৩
৩.৫	:	সরবরাহ লাইন, পাম্পিং স্টেশন এবং স্টোরেজ রিজার্ভরের নতুন চাহিদা সমূহ	৩-৩
৩.৬	:	পানি সরবরাহ সুবিধা উন্নয়নের প্রস্তাব	৪-৩
অধ্যায়- ০৪	:	**বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা**	
৪.১	:	বিদ্যমান সেবা লাইন এবং বিদ্যুৎ সাব স্টেশন	১-৪
৪.২	:	বিদ্যুৎ অবকাঠামোগুলোর বর্তমান ক্ষমতা এবং ঘাটতি	১-৪
৪.৩	:	অনুপস্থিত লিঙ্ক	১-৪
অধ্যায়- ০৫	:	**বিদ্যুৎ সেবা নিয়ন্ত্রণ**	
৫.১	:	প্রস্তাব সম্বলিত আইন	১-৫
৫.২	:	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	১-৫
৫.৩	:	বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি	১-৫
৫.৩.১	:	পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	২-৫
৫.৩.২	:	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	২-৫
অধ্যায়- ০৬	:	**কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া**	
৬.১	:	বর্তমান কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	১-৬
৬.২	:	কঠিন বর্জ্য উৎপাদন ও প্রক্ষেপণ	১-৬
৬.৩	:	প্রস্তাবিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	৪-৬

খন্ড-ঙঃ পরিবেশগত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা নং.

অধ্যায়- ০১	:	**প্রাকৃতিক সম্পদ**	
১.১	:	বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা	১-১
১.১.১	:	তাপমাত্রা	১-১
১.১.২	:	বৃষ্টিপাত	১-১
১.১.৩	:	ভূতত্ত্ব	১-১
১.১.৪	:	ভৌগলিক গঠন	৩-১
১.১.৫	:	মাটি	৩-১
১.২	:	পৌরসভার বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ	৬-১
অধ্যায়- ০২	:	**ঝুঁকি সনাক্তকরণ**	
২.১	:	ঝুঁকি সনাক্তকরণ	১-২
২.২	:	কঠিন বর্জ্য: বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তাবনা	১-২
২.২.১	:	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যাবস্থা	২-২
২.৩	:	ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নগর উন্নয়নে তার প্রভাব	২-২
২.৩.১	:	ভূমিকম্প এবং চ্যুতি রেখা	২-২
২.৩.২	:	বন্যা এবং আকস্মিক ঢল	৫-২
২.৩.৩	:	নদীভাঙ্গন	৬-২
২.৩.৪	:	খরা	৬-২
২.৩.৫	:	স্বাস্থ্য বিপত্তি	৯-২
২.৪	:	পৌরসভা শক্তিশালী করার জন্য	৯-২
২.৪.১	:	সমস্যা প্রশমনের ব্যবস্থা	১০-২
২.৪.২	:	ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রস্তুতি	১০-২
২.৪.৩	:	ওয়ার্ড ভিত্তিক দুর্বলতা গণনা	১১-২
অধ্যায়-০৩	:	**পরিবেশ বিধান এবং অভিযুক্তকরণ**	
৩.১	:	বায়ু, পানি এবং শব্দ দূষণের কারণ	১-৩
৩.১.১	:	বায়ু দূষণ	১-৩
৩.১.২	:	পানি দূষণ	১-৩
৩.১.৩	:	শব্দ দূষণ	২-৩
৩.১.৪	:	আর্সেনিক	২-৩
৩.২	:	পরিবেশ দূষণ নিরসনের ব্যবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা	২-৩

অধ্যায়-০৪	:	**পরিবেশগত উপাদান এর উপর নিয়ন্ত্রণ**	
৪.১	:	**কৃষিকাজে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি**	**১-৪**
৪.১.১	:	ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার	১-৪
৪.১.২	:	ফসল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহার	২-৪
৪.১.৩	:	প্রয়োগ পদ্ধতি	২-৪
৪.১.৪	:	কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহার	২-৪
৪.১.৫	:	নিয়ন্ত্রণ এবং আইন পদ্ধতি	৩-৪
৪.২	:	**বায়ু, পানি এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি**	**৪-৪**
৪.৩	:	**মানব সৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি**	**৬-৪**
অধ্যায়-০৫	:	**ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**	
৫.১	:	**পৌরসভার সংকটপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ সনাক্তকরণ**	**১-৫**
৫.২	:	**ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ব্যবস্থা**	**১-৫**
৫.৩	:	**বন্যা প্রভাবিত এলাকা**	**২-৫**
৫.৪	:	**গুরুতর সম্পদ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা**	**২-৫**
৫.৫	:	**নীতি বিধান এবং বাস্তবায়ন**	**৩-৫**
৫.৬	:	**বিপর্যয় প্রশমনের উপায়**	**৪-৫**

খন্ড- চ: নগর পরিসেবা পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা নং.

অধ্যায়- ০১	:	**ভূমিকা**	
১.১	:	**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**	**১-১**
১.২	:	**পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার অগ্রসরতা**	**১-১**
অধ্যায়- ০২	:	**বিদ্যমান শর্তাবলী এবং ঘাটতি**	
২.১	:	**সামাজিক ও নগর পরিসেবা সনাক্তকরণ**	**১-২**
২.১.১	:	**অবস্থান**	**১-২**
২.২	:	**সামাজিক ও নগর পরিসেবায় ঘাটতি**	**১০-২**
২.২.১	:	বর্তমান জনসংখ্যা অনুযায়ী	১০-২
২.২.২	:	বর্তমান জনসংখ্যার অনুযায়ী ঘাটতি	১১-২
২.২.৩	:	ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা অনুযায়ী ঘাটতি	১১-২
অধ্যায়- ০৩	:	**নগর পরিসেবাগুলির জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকা**	
৩.১	:	**নগর পরিষেবা সমূহের চাহিদা বিশ্লেষণ**	**১-৩**
৩.২	:	**নগর পরিসেবার জন্য বিবেচিত মানদন্ড**	**২-৩**
৩.৩	:	**স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করার পদ্ধতি**	**২-৩**
অধ্যায়- ০৪	:	**নগর পরিসেবা পরিকল্পনা**	
৪.১	:	**নগর পরিসেবা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা**	**১-৪**
৪.১.১	:	আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	১-৪
৪.১.২	:	বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান	২-৪
৪.১.৩	:	নেবারহুড কমপ্লেক্স সেন্টার (ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস)	৩-৪
৪.১.৪	:	স্যানিটেশন উন্নয়নের প্রস্তাবনা	৭-৪
৪.১.৫	:	সামাজিক সেবা	৮-৪
৪.১.৬	:	সামাজিক নিরাপত্তা	৯-৪
৪.১.৭	:	পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ক্লাব, ইত্যাদি	৯-৪
৪.১.৮	:	টেলিফোন	৯-৪
৪.১.৯	:	উন্মুক্ত এবং বিনোদনমূলক সুবিধা	৯-৪
৪.১.১০	:	উপাসনাগার	১৩-৪
৪.১.১১	:	স্বাস্থ্য	১৩-৪
৪.২	:	**নগর পরিসেবার প্রয়োজনীয় সংখ্যা এবং প্রস্তাবনা**	**১৫-৪**
৪.৩	:	**বাস্তবায়ন কৌশল**	**১৭-৪**
অধ্যায়-০৫	:	**নগর পরিসেবার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা**	
৫.১	:	**প্রস্তাবনা সমন্বয় এর প্রবিধান**	**১-৫**
৫.২	:	**নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা**	**৩-৫**

৫.৩ : বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ৪-৫

খন্ড- ছ: আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা

পৃষ্ঠা নং.

অধ্যায়- ০১ : ভূমিকা
১.১ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১-১
১.২ : পরিকল্পনা পদ্ধতি ১-১
অধ্যায়- ০২ : পৌরসভার অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ঘাটতি
২.১ : প্রাতিষ্ঠানিক (পৌরসভার) ঘাটতি (লোকবল, সক্ষমতা, তহবিল ইত্যাদি) ১-২
২.২ : গত তিন অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ ৩-২
২.৩ : আর্থিক উৎসসমূহ এবং আর্থিক সহযোগী ৪-২
২.৪ : অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ঘাটতি ৬-২
অধ্যায়- ০৩ : পৌরসভার পরবর্তী ৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনার আর্থিক বিশ্লেষণ
৩.১ : বর্তমান বিনিয়োগ প্রোগ্রাম ১-৩
৩.২ : আগামী ৫ বছরের জন্য পৌরসভার আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা ১-৩
অধ্যায়- ০৪ : পৌরসভার পরবর্তী ৫ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা
৪.১ : অগ্রাধিকার পরিকল্পনার তালিকা ১-৪
৪.২ : অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর খরচের ও উৎসের হিসাব তালিকা ২-৪

পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা নং.

পরিশিষ্ট - ক : নগর পরিসেবার বিস্তারিত তালিকা ১
পরিশিষ্ট - খ : রোড নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তালিকা ৩
পরিশিষ্ট - গ : ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তালিকা ৫১
পরিশিষ্ট - ঘ : জয়পুরহাট পৌরসভার প্রত্যায়ন পত্র ৬৯

ফোল্ডার মানচিত্র

ফোল্ডার মানচিত্র-১ : জয়পুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো (স্ট্রাকচার প্ল্যান) পরিকল্পনা
ফোল্ডার মানচিত্র-২ : জয়পুরহাট পৌরসভার ভূমির ব্যবহার (ল্যান্ডউজ প্ল্যান) পরিকল্পনা
ফোল্ডার মানচিত্র-৩ : জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবহন ও ট্রাফিক পরিচালনা পরিকল্পনা
ফোল্ডার মানচিত্র-৪ : জয়পুরহাট পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ফোল্ডার মানচিত্র-৫ : জয়পুরহাট পৌরসভার উপযোগ (ইউটিলিটি প্ল্যান) পরিকল্পনা
ফোল্ডার মানচিত্র-৬ : জয়পুরহাট পৌরসভার নগর পরিসেবা পরিকল্পনা

সারণীর তালিকা

খন্ড- ক

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী-১.১	:	পৌরসভার শিল্প কারখানাসমূহ	৬-১
সারণী-১.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার মার্কেট/বাজার	৭-১
সারণী-১.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভার দোকানসমূহ	৭-১
সারণী-১.৪	:	জয়পুরহাট পৌরসভার নির্ধারিত ব্যাংক সমূহ	৮-১
সারণী-১.৫	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বিভিন্ন এনজিওসমূহের তালিকা	৮-১
সারণী-১.৬	:	জয়পুরহাট পৌরসভার কৃষি ভিত্তিক শিল্পকারখানার তালিকা	৯-১
সারণী-১.৭	:	পৌরসভার অবকাঠামো পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত এলাকার সাধারণ তথ্যাবলী	১০-১
সারণী-১.৮	:	জয়পুরহাট পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা এলাকা	১০-১
সারণী-১.৯	:	পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত মৌজাসমূহ	১১-১
সারণী-২.১	:	জনসংখ্যার বিন্যাস, ২০১১	১-২
সারণী-২.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার জনসংখ্যার অভিক্ষেপ (বৃদ্ধির হার = ১.১৮%)	৩-২
সারণী-২.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভায় বিদ্যমান জনশক্তি	৬-২
সারণী-২.৪	:	বিভাগীয় কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা সমূহ	১০-২
সারণী-৩.১	:	গ্রামীণ সড়কের জন্য প্যাসেঞ্জার কার ইউনিট (পিসিইউ) এর মান	৭-৩
সারণী-৩.২	:	নকশার প্রয়োগ	৭-৩
সারণী-৩.৩	:	বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত নকশার জীবনকাল	৭-৩
সারণী-৩.৪	:	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৬-৩
সারণী-৪.১	:	প্রস্তাবিত জোনিং এলাকা	২-৪
সারণী- ৫.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বসতি	৫-৫
সারণী-৫.২	:	ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাটে বসতি উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা	৬-৫
সারণী-৫.৩	:	জয়পুরহাট জেলার পর্যটন আকর্ষণ স্থান	৯-৫
সারণী-৫.৪	:	জয়পুরহাট জেলার বাইরে পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ	৯-৫
সারণী-৫.৫	:	সংরক্ষণ উপযোগী কাঠামোসমূহ	১০-৫
সারণী-৬.১	:	প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব এবং তহবিলের সম্ভাব্য উৎস	৬-৬
সারণী-৬.২	:	পরিকল্পনা পর্যালোচনা / অনুমোদনের ক্ষেত্রে পৌরসভার পুর:প্রকৌশলীর দায়িত্ব	৯-৬
সারণী-৬.৩	:	পরিকল্পনা পর্যালোচনা/অনুমোদন অনুযায়ী পৌরসভার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব	৯-৬
সারণী-৬.৪	:	পরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়া (ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী নির্ধারিত সংবিধান পূরণের লক্ষ্যে)	১০-৬
সারণী-৬.৫	:	পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ অথবা পরিকল্পনা না মেনে ভবন নির্মিত হলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা	১০-৬
সারণী-৬.৬	:	গত তিন বছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট	১২-৬
সারণী-৬.৭	:	মোট নিজস্ব রাজস্ব উৎস (মিলিয়ন টাকা)	১৩-৬
সারণী-৬.৮	:	গৃহকর সংগ্রহ পরিস্থিতি (টাকা)	১৩-৬

খন্ড- খ

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী-১.১	:	পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার	১-১
সারণী-১.২	:	ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এলাকা এবং জনসংখ্যা	২-১
সারণী-১.৩	:	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা এবং ঘনত্ব	৩-১
সারণী- ১.৪	:	বিভিন্ন ধরণের ভূমি ব্যবহারের সুপারিশকৃত মানদন্ড	৩-১
সারণী- ২.১	:	শতক প্রতি ভূমির মূল্য তালিকা	৬-২
সারণী- ২.২	:	গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের নাম ও অবস্থান	৮-২
সারণী- ২.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভাতে পানি সরবরাহের উপাদানসমূহ	১২-২
সারণী- ৩.১		পরিকল্পনা মানদন্ডসহ জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার	২-৩
সারণী- ৩.২	:	ভূমি ব্যবহারের ধরণ (জোন) অনুযায়ী ভূমি বরাদ্দ	৭-৩
সারণী- ৩.৩	:	সংরক্ষিত এলাকাসমূহ	১১-৩

সারণী- ৩.৪	:	সংরক্ষিত নতুন বিএম পিলারসমূহের তালিকা	১১-৩

খন্ড-গ

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী-১.১	:	জরিপ স্টেশনের বর্ণনা	২-১
সারণী-২.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার সড়কের বিবরণ (দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে প্রকাশিত)	১-২
সারণী-২.২	:	পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাসমূহ	১-২
সারণী-২.৩	:	জয়পুরহাট থেকে আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচী	৪-২
সারণী-২.৪	:	জয়পুরহাট থেকে মেইল এক্সপ্রেস ট্রেন	৪-২
সারণী-২.৫	:	পৌরসভায় রেল অবকাঠামোর অবস্থা	৪-২
সারণী-২.৬	:	পৌরসভায় সেতু এবং কালভার্ট এর অবস্থা	৬-২
সারণী- ২.৭	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বিভিন্ন লিংক ও মোড়ে সেবামান	৯-২
সারণী-২.৮	:	রুট অনুযায়ী ভ্রমণের বিভিন্নতা	৯-২
সারণী-৩.১	:	আনুমানিক ভবিষ্যত দৈনিক যানবাহনের পরিমাণ	২-৩
সারণী-৩.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভারমধ্যে সংযোগ ও মোড়গুলোর ভবিষ্যৎ সেবামান (যদি বিদ্যমান লেনটি অপরিবর্তিত থাকে)	৩-৩
সারণী-৪.১	:	এলজিইডি দ্বারা ব্যবহৃত সড়ক প্রশস্থকরণের মানদণ্ড	৫-৪
সারণী-৪.২	:	প্রশস্তকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়কের তালিকা	৬-৪
সারণী-৪.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভার সড়ক পৃষ্ঠ (সারফেস) উনড়বয়ন প্রস্তাবনা	১০-৪
সারণী-৪.৪	:	প্রস্তাবিত নতুন সড়ক	১৪-৪
সারণী-৪.৫	:	পথচারীদের জন্যে নির্ধারিত অঞ্চলের উদ্দেশ্য	১৭-৪
সারণী-৪.৬	:	স্থান অনুযায়ী ফুটপাথের সর্বনিম্ন মাত্রাসমূহ	১৯-৪
সারণী-৪.৭	:	ওভারহেড ক্লিয়ারেন্স	২০-৪
সারণী-৪.৮	:	থরো রুটের গ্র্যাডিয়েন্ট	২০-৪
সারণী-৪.৯	:	প্রস্তাবিত ফুটপাথ	২০-৪
সারণী-৪.১০	:	প্রস্তাবিত পথচারী সড়ক	২১-৪
সারণী-৪.১১	:	এনএমভি লেনের ক্ষমতা	২৪-৪
সারণী-৫.১	:	পথচারী সুবিধা বৃদ্ধি কর্মসূচি	৪-৫
সারণী-৮.১	:	পরিবহন ও যোগাযোগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৫-৮

খন্ড- ঘ

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী- ২.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার জলাশয়সমূহ	১-২
সারণী- ২.২	:	বিদ্যমান মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেন (মিটার দৈর্ঘ্য)	৩-২
সারণী- ২.৩	:	জয়পুরহাটের গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা, ২০১৫	৫-২
সারণী - ২.৪	:	জয়পুরহাট পৌরসভা ওয়ার্ড-ভিত্তিক ভূমি স্তর	৭-২
সারণী- ২.৫	:	বিভিন্ন ধরণের নর্দমা/প্রবাহ পথের জন্য ম্যানিং এর "এন" মান	১১-২
সারণী- ২.৬	:	সমতল ভূমির জন্য মজুদ গুণাঙ্ক (স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্টস)	১১-২
সারণী- ২.৭	:	সংশোধিত যৌক্তিক পদ্ধতি অনুযায়ী মজুদ গুণাঙ্ক (স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্টস)	১২-২
সারণী- ২.৮	:	ঢাকার ও জয়পুরহাট এর সর্বোচ্চ দৈনিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	১২-২
সারণী - ২.৯	:	প্রস্তাবিত নতুন ড্রেনের সংক্ষিপ্তসার	১৮-২
সারণী- ২.১০	:	প্রস্তাবিত ড্রেনগুলির তালিকা	১৮-২
সারণী- ২.১১	:	নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত অবকাঠামো	১৯-২
সারণী- ২.১২	:	প্রস্তাবিত নতুন ড্রেনেজ অবকাঠামো সমুহ	২০-২
সারণী- ৩.১	:	প্রতি দিন পানি সরবরাহের চাহিদা (পরিবার সংখ্যায় এবং পানির পরিমাণ লিটার এ)	১-৩
সারণী- ৩.২	:	প্রস্তাবিত কুয়া এবং ওভারহেড ট্যাংক	৪-৩
সারণী-৬.১	:	কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের প্রক্ষেপণ (বার্ষিক)	২-৬
সারণী-৬.২	:	১০ (দশ) বছরের জয়পুরহাট পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এর পরিমান গননা	৩-৬
সারণী-৬.৩	:	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবনা	৫-৬

খন্ড- ঙ

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী- ১.১	:	২০০৮-২০১১ বছরগুলিতে বৃষ্টিপাত	১-১
সারণী- ২.১	:	বাংলাদেশের প্রধান পধান ভূমিকম্প সমূহ	৩-২
সারণী- ২.২	:	গত ছয় মাসের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা	৯-২
সারণী- ৩.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থা	২-৩

খন্ড- চ

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী- ২.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভায় পানি সরবরাহের উপাদানসমূহ	১-২
সারণী- ২.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার টয়লেট সুবিধার সংখ্যা	২-২
সারণী- ২.৩	:	ডাম্পিং স্থান এবং ডাস্টবিন	২-২
সারণী- ২.৪	:	বিদ্যমান এলাকা এবং সামাজিক ও শহুরে সেবাগুলির জন্য বর্তমান জনসংখ্যা	১১-২
সারণী- ২.৫	:	বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগর পরিসেবাগুলির ঘাটতি	১১-২
সারণী- ২.৬	:	সামাজিক ও শহুরে সেবাগুলির জন্য বিদ্যমান এলাকা এবং ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা	১২-২
সারণী- ২.৭	:	ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার ভিত্তিতে সামাজিক ও নগর পরিসেবাগুলির ঘাটতি	১২-২
সারণী- ৩.১	:	ইউটিলিটি সেবা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় মান	২-৩
সারণী- ৪.১	:	প্রস্তাবিত নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্স (ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস)	৩-৪
সারণী- ৪.২	:	WCOএর বিভিন্ন ব্যবহার (ফ্লোর ভিত্তিক)	৩-৪
সারণী- ৪.৩	:	প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের অবস্থান এবং আয়তন	৭-৪
সারণী- ৪.৪	:	প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক সুবিধাদির অবস্থান এবং আয়তন	৯-৪
সারণী- ৪.৫	:	নগর পরিসেবার প্রয়োজনীয় সংখ্যা ও ঘাটতির পরিমাণ	১৫-৪
সারণী- ৪.৬	:	পৌরসভার প্রস্তাবিত নগর পরিসেবার অবস্থান	১৭-৪

খন্ড- ছ

			পৃষ্ঠা নং.
সারণী- ২.১	:	গত তিন অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ	৩-২
সারণী- ২.২	:	নিজস্ব রাজস্ব উৎসের আয় (বিগত তিন বছরের হিসাব লক্ষ টাকায়)	৩-২
সারণী- ২.৩	:	উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিস ও প্রতিষ্ঠান	৪-২
সারণী- ২.৪	:	স্থানীয় শাসন: একটি মাল্টি এজেন্ট বাস্তবতা	৫-২
সারণী- ২.৫	:	পৌরসভার আয়ের উৎস	৬-২
সারণী- ২.৬	:	রাজস্ব আয় (গত তিন বছরের)	৬-২
সারণী- ২.৭	:	পৌরসভার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৭-২
সারণী- ২.৮	:	পৌরসভা তহবিলের অন্যান্য উৎসের বিন্যাস	৭-২
সারণী- ৩.১	:	ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্সের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ	২-৩
সারণী- ৩.২	:	ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্সের আর্থিক বিশ্লেষণ	২-৩
সারণী- ৩.৩	:	সেনিটেশন (পাবলিক টয়লেট) প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ	২-৩
সারণী- ৩.৪	:	সেনিটেশন (পাবলিক টয়লেট) প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ	২-৩
সারণী- ৪.১	:	অগ্রাধিকার পরিকল্পনা তালিকা	১-৪
সারণী- ৪.২	:	অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (১ম পর্যায়ের উন্নয়ন)	২-৪
সারণী- ৪.৩	:	অগ্রাধিকার প্রকল্প বাবদ প্রথম পর্যায়ের খরচের হিসাব (বিস্তারিত)	৭-৪

চিত্রের তালিকা

খন্ড- ক

			পৃষ্ঠা নং.
চিত্র-২.১	:	সহনশীলতার পরিমাপ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি অপসারণের পদ্ধতি	২১-২
চিত্র-৪.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভায় নতুন শহরের বিন্যাস (লে-আউট) পরিকল্পনা, ২০১৭*	৮-৪
চিত্র-৬.১	:	পৌরসভার পরিকল্পনা ইউনিটের উচ্চক্রম	৯-৬

খন্ড- খ

		পৃষ্ঠা নং.
চিত্র- ৪.১	ভূমি ব্যবহার অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ	১৫-৪
চিত্র-৪.২	ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া	১৯-৪

খন্ড-গ

			পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১.১	:	টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার অনুক্রম	১-১
চিত্র- ২.১	:	বাটার মোড়ে যানবাহনের পরিমাণ (পিসিইউ /ঘণ্টা)	৭-২
চিত্র-২.২	:	পাঁচুর মোড়ে যান চলাচলের হার (পিসিইউ /ঘণ্টা)	৭-২
চিত্র-২.৩	:	জরিপ অবস্থানে যানবাহন প্রকারভেদ	৮-২
চিত্র- ৪.১	:	প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের নকশা	২-৪
চিত্র- ৪.২		শাখা এবং সংগ্রাহক সড়ক	৩-৪
চিত্র- ৪.৩	:	পৌরসভার বিভিন্ন সড়কের নকশা প্রস্তাবনা	১২-৪
চিত্র- ৪.৪		প্রস্তাবিত ফুটপাথ ও বাইসাইকেল লেন	১৭-৪
চিত্র- ৪.৫	:	বিভিন্ন অঞ্চলে পথচারী সুবিধাদির বিন্যাস	১৮-৪
চিত্র- ৪.৬	:	হুইল চেয়ার পাসিং প্লেসের মান সমূহ	১৯-৪
চিত্র- ৪.৭	:	বাইসাইকেল লেন ও পার্কিং সুবিধাদির সীমানা	২৩-৪
চিত্র- ৪.৮	:	সাধারণ এনএমভি ব্যবস্থা এবং নকশা মান	২৫-৪
চিত্র- ৪.৯	:	পার্কিং কোণ এবং সর্বনিম্ন খাঁড়ির (aisle) প্রস্থ	২৭-৪
চিত্র- ৪.১০	:	বিভিন্ন পার্কিং অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত অন স্ট্রিট স্পেস	২৮-৪
চিত্র- ৪.১১	:	বাস স্টপেজ ডিজাইন	২৯-৪
চিত্র- ৪.১২	:	বাস-বে এর চিত্র ও যুক্তরাজ্যের প্রকৃত বাস-বে	৩০-৪
চিত্র- ৪.১৩	:	একটিট্রাক টার্মিনালের সাধারণ লে-আউট	৩১-৪
চিত্র- ৬.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা	১-৬

খন্ড- ঘ

			পৃষ্ঠা নং.
চিত্র- ৬.১	:	পৌরসভা এলাকার জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	১-৬
চিত্র- ৬.২	:	স্যানিটারি ল্যান্ডফিল স্থানের লে-আউট প্ল্যান	৫-৬
চিত্র- ৬.৩	:	এফএসটিপির নমুনা প্ল্যান	৬-৬

খন্ড- চ

			পৃষ্ঠা নং.
চিত্র- ৪.১	:	নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্সের একটি নমুনা নকশা (ফ্লোর ভিত্তিক ব্যবহারসহ)	৪-৪
চিত্র- ৪.২	:	নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্সের একটি নমুনা নকশা (৩-ডি নকশাসহ)	৫-৪
চিত্র- ৪.৩	:	একটি গণশৌচাগারের ফ্লোর প্ল্যান এবং ৩-ডি নকশার নমুনা	৮-৪
চিত্র- ৪.৪	:	যমুনা নদীর পাড় উন্নয়ন	১০-৪
চিত্র- ৪.৫ (ক)	:	যমুনা নদীর পাড় উন্নয়ন (পাড়ের প্রস্থচ্ছেদ)	১১-৪
চিত্র- ৪.৫ (খ)	:	যমুনা নদীর পাড় উন্নয়ন (পাখির চোখে)	১১-৪

মানচিত্রের তালিকা

খন্ড-ক

			পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র-১.১	:	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জয়পুরহাট পৌরসভার অবস্থান	১২-১
মানচিত্র-২.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার উন্নয়নের ধারা, ২০১৭	৪-২
মানচিত্র- ২.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার ডিজিটাল উচ্চতা মডেল (ডিইএম)	১৩-২
মানচিত্র-২.৩	:	জয়পুরহাট জেলার মাটির গঠন	১৪-২
মানচিত্র-২.৪	:	জয়পুরহাট জেলার মাটির সক্রিয়তা	১৫-২
মানচিত্র- ২.৫	:	জয়পুরহাট জেলার কৃষি-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য	১৬-২
মানচিত্র-২.৬	:	জয়পুরহাট জেলার নিকটবর্তী ফাটল লাইনের অবস্থান	১৭-২
মানচিত্র-৪.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনা	৯-৪
মানচিত্র- ৫.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বসতিসমূহ	৭-৫

খন্ড- খ

			পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র- ১.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভা বর্তমান ভূমি ব্যবহার	৬-১
মানচিত্র- ২.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার আবাসিক ব্যবহার	২-২
মানচিত্র- ২.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বাণিজ্যিক ব্যাবহার	৩-২
মানচিত্র- ২.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভার শিল্প এলাকাসমূহ	৪-২
মানচিত্র-২.৪	:	জয়পুরহাট পৌরসভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৯-২
মানচিত্র- ২.৫	:	জয়পুরহাট পৌরসভাতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	১০-২
মানচিত্র- ২.৬	:	জয়পুরহাট পৌরসভাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান	১১-২
মানচিত্র- ২.৭	:	জয়পুরহাট পৌরসভাতে কৃষিজ এলাকা	১৪-২
মানচিত্র- ৩.১		জয়পুরহাট পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবসমুহ	১৪-৩

খন্ড-গ

			পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র-১.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভায় পরিবহণ জরিপ স্টেশনের অবস্থান	৪-১
মানচিত্র-২.১	:	জয়পুরহাট পৌরসভার সড়কপথ ও রেলপথ	৩-২
মানচিত্র-২.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার সেতু এবং কালভার্ট	৫-২
মানচিত্র- ২.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বাস টার্মিনাল ও রেলওয়ে স্টেশন	১০-২
মানচিত্র- ২.৪	:	জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান পথচারী ও অন্যান্য সুবিধাদি	১৪-২
মানচিত্র-৪.১	:	পৌরসভার বর্তমান ও প্রস্তাবিত সড়কের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৪-৪
মানচিত্র- ৪.২	:	প্রসস্থকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক	৯-৪
মানচিত্র- ৪.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভার সড়কের পৃষ্ঠতল (সারফেস) উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১১-৪
মানচিত্র- ৪.৪	:	প্রস্তাবিত নতুন সড়ক	১৫-৪
মানচিত্র- ৪.৫	:	পৌরসভার প্রস্তাবিত ফুটপাথ নেটওয়ার্ক	২১-৪

খন্ড- ঘ

		পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র-২.১	জয়পুরহাট পৌরসভার জলাশয় সমুহ	২-২
মানচিত্র-২.২	জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৪-২
মানচিত্র-২.৩	জয়পুরহাট পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূ-তল বিন্দুর উচ্চতা (মি)	৮-২
মানচিত্র- ২.৪	জয়পুরহাট পৌরসভার প্রস্তাবিত নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	২১-২
মানচিত্র- ৩.১	জয়পুরহাট পৌরসভার প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ পরিকল্পনা	৫-৩
মানচিত্র -৪.১	জয়পুরহাট পৌরসভার বৈদ্যুতিক খুঁটির অবস্থান	২-৪

খন্ড- ঙ

		পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র- ১.১	বাংলাদেশের আবহাওয়া অঞ্চল ও তাপমাত্রা	২-১
মানচিত্র- ১.২	বাংলাদেশের ভৌগলিক গঠন	৪-১
মানচিত্র- ১.৩	বাংলাদেশের কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল	৫-১
মানচিত্র- ২.১	বাংলাদেশে বন্যা ও আকস্মিক ঢল	৬-২
মানচিত্র- ২.২	নদীভাঙ্গন উৎস	৭-২
মানচিত্র- ২.৩	খরা দ্বারা প্রভাবিত এলাকা	৮-২
মানচিত্র -২.৪	ওয়ার্ড অনুযায়ী ঝুঁকির অবস্থা	১২-২
মানচিত্র- ৩.১	বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ	৩-৩

খন্ড- চ

		পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র- ২.১	জয়পুরহাট পৌরসভার বিদ্যুতিক খুটির সংখ্যা	৪-২
মানচিত্র- ২.২	জয়পুরহাট পৌরসভাতে নিষ্কাশন ড্রেন ও অন্যান্য ড্রেনেজ কম্পোনেন্টস	৫-২
মানচিত্র- ২.৩	জয়পুরহাট পৌরসভাতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	৬-২
মানচিত্র -২.৪	জয়পুরহাট পৌরসভার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	৭-২
মানচিত্র -২.৫	জয়পুরহাট পৌরসভার শিক্ষা প্রহিষ্ঠানসমূহ	৮-২
মানচিত্র -২.৬	জয়পুরহাট পৌরসভার বিনোদনমূলক সুবিধা	৯-২
মানচিত্র -৪.১	পৌরসভার প্রস্তাবিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসের অবস্থান	৬-৪
মানচিত্র -৪.২	প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক সেবাদির অবস্থান	১২-৪
মানচিত্র -৪.৩	প্রস্তাবিত কমিউনিটি সেবাদির অবস্থান	১৪-৪
মানচিত্র -৪.৪	প্রস্তাবিত নগর পরিসেবাদির অবস্থান	১৬-৪

খন্ড- ছ

		পৃষ্ঠা নং.
মানচিত্র- ৪.১	প্রস্তাবিত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়	৬-৪
মানচিত্র- ৪.২	প্রস্তাবিত ড্রেনেজ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়	৬-৪
মানচিত্র- ৪.৩	প্রস্তাবিত নগর পরিসেবার প্রথম পর্যায়	৬-৪

আলোকচিত্রের তালিকা

খন্ড-ক

			পৃষ্ঠা নং.
আলোকচিত্র- ৭.১	:	পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ	১-৭
আলোকচিত্র- ৭.২	:	জয়পুরহাট পৌরসভার প্রথম মতবিনিময় সভা	২-৭
আলোকচিত্র- ৭.৩	:	জয়পুরহাট পৌরসভার দ্বিতীয় মতবিনিময় সভা	৩-৭
আলোকচিত্র- ৭.৪	:	এলজিইডিতে অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ মতবিনিময় সভা	৪-৭

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
ইউজিআইআইপি-৩	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
টিওআর	টার্মস অব রেফারেন্স
এফজিডি	দলগত আলোচনা
জিআইএস	জিওগ্রাফিক ইসফরমেশন সিস্টেম
জিপিএস	গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম
পিএমইউ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
ও-ডি	উৎস-গন্তব্য জরিপ
টিএলসিসি	শহর ভিত্তিক উন্নয়ন কমিটি
ডব্লিউসি	ওয়ার্ড কমিটি
জিআইসিডি	পরিচালন উন্নয়ন ও সামর্থ উন্নয়ন
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
এসএসসি	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
এইচএসসি	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
এইচএইচ	পরিবার সংখ্যা
বিডিটি	বাংলাদেশী টাকা
এইচআইইএস	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ
পিএস	পৌরসভা
ডিপিএইচই	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ডব্লিউটিপি	পরিশোধ করার ইচ্ছা
এমটি	যান্ত্রিক যানবাহন
এসডব্লিউএম	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
আইজি	আয় বৃদ্ধিকারক
এসআইসি	বসতি উন্নয়ন কমিটি
বিএসসিআইসি	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
ডিটিএম	ডিজিটাল টেরেইন মডেল
এমএসএল	সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা
এসওবি	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
আরটিকে-জিপিএস	রিয়াল টাইম কাইনেম্যাটিক গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা
টিএস	টোটাল স্টেশন
ডিজিপিএস	ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম
এসসিপি	সেকান্ডারী কন্ট্রোল পয়েন্ট
ডব্লিউজিএস৮৪	ওয়ার্ল্ড জিও-ডেটিক সিস্টেম ১৯৮৪
ইউটিএম	ইউনিভার্সাল ট্রান্সভার্স মার্কেটর
বিএম	বেঞ্চমার্ক
ডিবিএমএস	তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
টিভি	টেলিভিশন
ডিএলআরএস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ডিসি	জেলা প্রশাসক
এসকিউএল	স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ
পিডিবি	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
বিটিসিএল	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানী লিমিটেড
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
আরএইচডি	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
ব্র্যাক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
বিডব্লিউডিবি	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এলপি	তরলিত পেট্রলিয়াম
এইচবিবি	হেরিং-বন বোন্ড
সিএনজি	কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস
পিসিইউ	পেসেঞ্জার কার ইউনিট

এনএমভি	অ-যান্ত্রিক যানবাহন
এমভি	যান্ত্রিক যানবাহন
টিভিএস	ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে
ইউজিআইএপি	নগর পরিচালন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা
ডিডিসিএল	ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেড
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
এইচওয়াইভি	উচ্চ উৎপাদনশীল বিভিন্নতা
এইজেড	কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল
এসপিএম	স্থগিত কণার পরিমান
ইএসএ	ঈরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ
পিএইচ	অম্লত্ব
সিএস	ক্যাডেস্টাল সার্ভে
আরএস	রাজস্ব সার্ভে
জিসি	মহিলা বিষয়ক কমিটি
সিবিও	কমিউনিটি-বেসড্ অর্গানাইজেশন
এলসিজি	স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ
জিডিপি	মোট দেশীয় পণ্য
এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
ওএফআইডি	ওপেক ফান্ড- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন
ডব্লিউবি	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
পিডিপি	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা
ওএন্ডএম	অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট
এমসিসি	গণযোগাযোগ সেল
পিআরএপি	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র
এসডব্লিউডিওটি	শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি
জিএফআরআইডিপি	বৃহৎ ফরিদপুর গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প
আরসিসি	আঞ্চলিক সমন্বয় কাউন্সিল
এসএসডব্লিউআরডিএসপি	ক্ষুদ্র স্কেলে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প
ইউআরজিএফপি	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
আরইআরএমপি	গ্রামীণ কর্ম ও সড়ক মেরামতকরণ প্রকল্প
সিএসএসইডি	ডিজিটাল তথ্যের জন্য উপজেলা ও আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশন তৈরিকরণ
ইডিডিআরপি	জরুরি অবস্থায় দুর্যোগের ক্ষতি সেক্টর পুনর্বাসন প্রকল্প
আইআরআইডিপি	প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এফওয়াই	অর্থবছর
এনআরডব্লিউ	অ-রাজস্ব পানি
পিইউ	পরিকল্পনা ইউনিট

খন্ড- কঃ কাঠামো পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

অধ্যায় - ০১ : ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ : পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি
অধ্যায় - ০৩ : প্রবিধান ও নীতি
অধ্যায় - ০৪ : ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় - ০৫ : প্রতিটি বিভাগীয় উন্নয়নের জন্য কৌশল, নীতি এবং বিশেষ কর্মসূচি নির্ধারণ
অধ্যায় - ০৬ : বাস্তবায়নের বিষয়াবলী
অধ্যায় - ০৭ : জনগণের অংশগ্রহণ

অধ্যায়- ০১: ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

নগরায়ন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক বিকাশের জন্য পরিকল্পিতভাবে নগর এলাকাগুলোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন। নগর এলাকা হল সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড- উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থানের কেন্দ্রস্থল এবং অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির মূল উৎস। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে নগর কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

সীমিত কৃষি জমির বিপরীতে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য অ-কৃষিজ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর জোর দিতে হবে। এর ফলে শুধু শ্রমশক্তি বৃদ্ধি নয় বরং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভবপর হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নগরের ভূমিকা হল-

- বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদন কার্যক্রমের ভিত্তি তৈরি।
- বর্ধিত জনসংখ্যাকে শ্রমশক্তিতে রুপান্তর।
- অবকাঠামো এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিপণন ও রপ্তানির উন্নয়ন।

কৃষি নির্ভর শিল্পের তুলনায় প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানা এবং সেবা খাতে শ্রম দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানা জিডিপিতে অবদান রেখে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নগরের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও মানব সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন এবং দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নগর এলাকায় এ ধরনের কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এসব এলাকায় কাঠামো পরিকল্পনা, নগর উন্নয়নে বিভিন্ন কৌশল ও নীতির সুষম সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করে থাকে। সুষ্ঠু আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতির সাথে একটি সুসংগঠিত কাঠামো পরিকল্পনা একটি নগরের কার্যকর উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এলজিইডির (LGED) এই প্রকল্পের অধীনে আরোপিত শর্তানুযায়ী জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩৭- বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা সমন্বয়ে গঠিত।

জয়পুরহাট পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদানে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রকল্পটিতে তিন মেয়াদের বিভিন্ন পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মূলত: মহাপরিকল্পনাটি নিম্নোক্ত সাতটি পরিকল্পনার সমন্বিত দলিল। পরিকল্পনাগুলো হল-

- কাঠামো পরিকল্পনা (২০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)
- পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা (১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)
- নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পনা (১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)
- পরিবেশগত ও দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা (১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)
- নগর পরিষেবা পরিকল্পনা (১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা)

মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নীতি থাকবে। নগর সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পনা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ওয়ার্ড-ভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত আর্থিক বিনিয়োগ, অর্থের উৎস এবং প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

১.২ মহাপরিকল্পনার দর্শন ও রূপকল্প

১.২.১ মহাপরিকল্পনার দর্শন

মহাপরিকল্পনা একটি সার্বজনীন নথি: একটি পদ্ধতিগত নথি ব্যবস্থা মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে সহায়তা করে। মাধ্যমিক ও বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ের জরিপের উপর ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে এই নথি তৈরি করা হয়। এই প্রতিবেদনটি নির্দিষ্ট স্থান (পৌরসভার আওতাধীন এলাকাসমূহ) এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য (পৌরসভা অধিবাসীদের) প্রযোজ্য হবে।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ (যাদের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত), প্রাসঙ্গিক অংশীদার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রযুক্তিগত ব্যক্তিদের একটি দল পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে জড়িত। পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে এই নথি সার্বজনীন হয়ে যাবে এবং সরকার এটিকে গেজেট হিসাবে সূচিত করবে।

পরিকল্পনা প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনা মেয়াদভিত্তিক: পরিকল্পনা প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্তিগত ব্যবহার আবশ্যক। তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়।

'**বাস্তবায়ন**' শব্দটি একটি পদ্ধতি যা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কীভাবে করা হবে, বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত থাকবে এবং পরিকল্পনার প্রস্তাবনা কবে বাস্তবায়িত হবে তা ব্যাখ্যা করে। পরিকল্পনার পর্যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক বিনিয়োগ বাস্তবায়ন পদ্ধতির অন্যতম উপাদান। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা থাকে (যেমন এই মহাপরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০ বছর)। এই নির্দিষ্ট সময়সীমা সমাপ্তির পর সাধারণত উক্ত মহাপরিকল্পনার পর্যালোচনা করা হয়।

পরিকল্পনা জনগণের চাহিদার প্রতিফলন: পৌরসভার প্রতিটি অধিবাসীর মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত ভবিষ্যৎ নির্দেশিকা সম্পর্কে জানার অধিকার আছে। তারা এখানে তাদের চাহিদাগুলো তুলে ধরে। এসব চাহিদার মূল্যায়ন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যদিও অধিবাসীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বৃদ্ধির প্রবণতা, জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, তবুও তারা আশা করে পরিকল্পনায় যেন তাদের ইচ্ছার যথাযথ মূল্যায়ন হয়। এজন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাথে পৌর নাগরিকবৃন্দের মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মহাপরিকল্পনা ভৌত উন্নয়নের নির্দেশিকা: মহাপরিকল্পনা অপরিবর্তনীয় নয়, এটি পরিবর্তনযোগ্য। এটি বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ অভিক্ষেপের নির্দেশিকা। এটা মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। মহাপরিকল্পনার যেকোন পরিবর্তন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবে। সরকার ও পৌরসভার অধিবাসী পরিকল্পনায় উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করবে এবং একে একটি গেজেট (আইনবদ্ধ) আকারে প্রকাশ করবে।

মহাপরিকল্পনার মূল উপাদান হল বিদ্যমান সমস্যাগুলি অপসারণে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: বিদ্যমান সমস্যা এবং সেগুলো অপসারণের জন্য উপযুক্ত নির্দেশিকা হল মহাপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সমস্যা সমাধানে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যাটির বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য মাত্রা, সৃষ্টির কারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। পৌরসভার বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে বিভিন্ন ধরনের জরিপ এবং মাধ্যমিক উপকরণ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরণের প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে সমস্যা দূরীকরণ, ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভৌত উপাদানের

(পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত) উপর নির্ভর করে। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি এবং জনগণের অংশগ্রহণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বৈধকরণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনার সুরক্ষা নিশ্চিত করা: মহাপরিকল্পনার প্রস্তুতি পর্যায় থেকে বাস্তবায়নের শুরু পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। পৌরসভার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ হল পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রক। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ এবং আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। পরিকল্পনা সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মহাপরিকল্পনাকে বৈধতা প্রদান করে।

যৌক্তিকতা মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির ভিত্তি: পরিকল্পনা হতে হবে যৌক্তিক, যাতে এলাকার সকল মানুষ ও জাতি উপকৃত হবে। 'সুবিধা' কথাটির সাথে দুটি মাত্রা সম্পর্কিত- সংক্ষিপ্ত সময় ও দীর্ঘ সময়। কর্ম পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এবং কাঠামো পরিকল্পনা দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

প্রস্তুতি পর্যায়ে কোন পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত অগ্রহণযোগ্য। এই পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত বলতে ধনী ও দরিদ্র, ধর্মীয়, প্রশাসনিক প্রভাবশালী মানুষ, ঘুষ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। প্রস্তুতি পর্যায়ে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত, বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সমস্যা, সন্দেহজনক রায় এবং পরিকল্পনা নীতির বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে মেয়রের ভূমিকা: পৌরসভা একটি সরকারি অফিস, সাথে জনগণের বিশ্বাসেরও জায়গা। অতএব, পৌর নাগরিকগণ এই আশা করেন যে, মহাপরিকল্পনা অনুসারে, মাননীয় মেয়র নীতিগতভাবে সততা, ন্যায্যতা, দায়বদ্ধতা, দায়িত্বশীল এবং জনস্বার্থে যথাযথ সম্মানের সাথে কাজ করবেন। মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে মেয়রের ভূমিকাসমূহ নিম্নরূপঃ

- মেয়র নিশ্চিতভাবে সততার সাথে মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাবেন।
- পৌরসভার নিমিত্তে মহাপরিকল্পনার অন্তর্গত অথবা বাইরের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মেয়র মহোদয়কে ন্যায্যতা পালন করতে হবে।
- মেয়র মহোদয় তার ক্ষমতা ও কর্মকান্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।
- সরকারি ক্ষমতা বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, মেয়র মহোদয়কে অবশ্যই জনস্বার্থে হিতকর এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।
- মেয়র হিসাবে সেবা করার বিশেষ সুযোগের পাশাপাশি, সময় এবং শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তিগত আত্মত্যাগও করতে হবে।

১.২.২ মহাপরিকল্পনার রূপকল্প

একটি মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে এর রূপকল্প ঠিক করা। মহাপরিকল্পনার রূপকল্প বিভিন্ন উপাদান, ধারনা এবং সময় বিবেচনা করে তৈরি করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমিকভাবে রূপকল্প নির্ধারণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলঃ

গণনা পদ্ধতিঃ চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ইত্যাদি রূপকল্পের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিসম্মত নয়। মতবিনিময় সভায়, পৌর-কর্মকর্তা এবং বাসিন্দারা তাদের প্রত্যাশা উপস্থাপন করেন এবং কিছু ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা, যানজট, অপরাধ ও অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা দূর করে আরও উপযুক্ত জীবনযাপনের পরিবেশ তৈরি করার দাবি জানান। তাদের দাবী ও প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট জীবনমানের বাসিন্দা চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন উপাদান বিবেচনা করে একটি গবেষণার মাধ্যমে রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়। উপাদানগুলো হচ্ছে-

- নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট জীবনমানের বাসিন্দাদের সাথে প্রথম মতবিনিময় সভা [SD]
- বাসিন্দাদের প্রধান অর্থনৈতিক উপার্জন [EE]
- এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড [EA]

- এলাকার নির্দিষ্ট / গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (বর্তমানে সামান্য হতে পারে তবে ভবিষ্যত উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে) [SEA]
- এলাকার বিদ্যমান এবং প্রাক্কলিত জনসংখ্যার ঘনত্ব [EPD]
- বাসিন্দাদের বিদ্যমান সাক্ষরতার হার [LR]
- এলাকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব [HB]
- জাতির প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নকরণসহ এলাকার বাসিন্দাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান [TKN]
- প্রধান জলবায়ু বিপর্যয় (অঞ্চলটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে কিনা) [CD]
- জমির উপযুক্ততা [SL]

অতএব, রূপকল্প= SD+ EE+EA+SEA+EPD+LR+HB+TKN+CD+SL

অন্তত তিনটি রূপকল্প গণনা ও তৈরি করে, তৃতীয় মতবিনিময় সভায় তা এলাকাবাসীদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। এই সভায় একটি রূপকল্প যা সবার কাছে গ্রহনযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত তা চূড়ান্ত করা হয়। রূপকল্প সবসময়ের জন্য একটি পরিবর্তনশীল শব্দ। এর পরিবর্তন নিম্নোক্ত কারণে হয়ে থাকে-

১. যদি বাসিন্দাদের প্রধান অর্থনৈতিক উপার্জন বৃদ্ধি পায়, রূপকল্প পরিবর্তন হতে পারে (কারণ, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সর্বদা পরিবর্তনশীল)
২. উপরে উল্লেখিত EA, SEA ও EPD সর্বদা অপরিবর্তনযোগ্য
৩. যদি বাসিন্দাদের বিদ্যমান সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়, রূপকল্প পরিবর্তন হবে (কারণ, শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের জীবনযাত্রা এক নয়)
৪. উপরে উল্লেখিত HB সর্বদা অপরিবর্তনযোগ্য
৫. যদি এলাকার বাসিন্দাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, রূপকল্প পরিবর্তন হতে পারে (কারণ, প্রযুক্তিগত দিক থেকে উৎকর্ষ লোকেরা রেমিট্যান্স অর্জন করে এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে এটি শিল্পকে আরও বাড়িয়ে তোলে)
৬. উপরে উল্লেখিত CD ও SL সর্বদা অপরিবর্তনযোগ্য

এখন, EA + SEA + EPD + HB + CD + SL = 50% (অপরিবর্তনীয় রূপকল্প)
EE + LR + TKN = 50% (পরিবর্তনশীল রূপকল্প)

এখানে, EE ২০% পরিবর্তনশীল
LR ২০% পরিবর্তনশীল
TKN ১০% পরিবর্তনশীল

সরকারী নীতি, আর্থিক বিনিয়োগ ইত্যাদি বাহ্যিক প্রভাব রূপকল্প নির্ধারনের সাথে যুক্ত। উপরের পরিবর্তনশীলতার শতাংশ বাহ্যিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা হয়েছে। বূপকল্প প্রস্তুতির জন্য SWOT (শক্তি, সুযোগ, দুর্বলতা ও ঝুঁকি) বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমস্ত বিষয়াদি বিবেচনার পরে, পৌরসভার জন্য নিম্নলিখিত রূপকল্প বিবেচনা করা হয়েছেঃ

জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য প্রস্তাবিত রূপকল্প

রূপকল্প (অপরিবর্তনীয়)ঃ পৌরসভায় প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন লোকদের সহায়তায় প্রযুক্তির উৎকর্ষে একটি পরিকল্পিত পরিবেশ তৈরি।
রূপকল্প (পরিবর্তনশীল)ঃ অর্থনৈতিক সেক্টরে শিক্ষিত জনগণের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি।

অর্থনৈতিক খাতে অশিক্ষিত লোকদের উপস্থিতি পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সচ্ছতার প্রধান অন্তরায়। এই সমস্যা থেকে পরিত্রানের জন্য পৌরসভার শিক্ষিত জনগণের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১.৩ কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

কাঠামো পরিকল্পনা হলো মহাপরিকল্পনা পর্যায়ের প্রথম উপাদান। এটি একটি পৌরসভা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে ২০ বছর মেয়াদী ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কাঠামো ও নীতি নির্ধারণ করে। মহাপরিকল্পনা পদ্ধতির প্রচলিত ও অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য কাঠামো পরিকল্পনা গ্রহণে প্রভাবিত করেছে, যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল।

কাঠামো পরিকল্পনা একটি প্রতিবেদন, একটি বিস্তৃত নীতি নির্দেশিকা এবং প্রস্তাবনাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিবেদনে ১:৩৯৬০ স্কেলে পৌরসভার বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্বলিত কয়েকটি মানচিত্র থাকে। কাঠামো পরিকল্পনা সামগ্রিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের লক্ষ্যে নীতি নির্দেশিকাগুলির একটি তালিকা প্রদান করে এবং আগামী ২০ বছরের মধ্যে নগর উন্নয়নের ধারা এবং পরিমাণ নির্দেশ করে। কাঠামো পরিকল্পনায় যেসকল বিষয়ের নীতি নির্দেশিকা বর্ণিত আছে তা হল:

- জনসংখ্যা
- অর্থনীতি
- পরিবহন
- ভূমি এবং আবাসন
- ভৌত অবকাঠামো এবং পরিষেবা
- কমিউনিটি সুবিধা
- খোলা জায়গা এবং বিনোদন
- পরিবেশ
- শিল্প
- নগর ঐতিহ্য এবং কৃষি জমি সংরক্ষণ
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সম্পদের সমাবেশ এবং নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন
- আইনগত দিক

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে নগর উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সরকার নগর অবকাঠামো সমূহ (পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি), কমিউনিটি সুবিধা (বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি) এবং ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কোন পরিকল্পনা ছাড়া নগর উন্নয়ন কর্মসূচি অকার্যকর এবং অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এসব অন্তরায় মোকাবিলা করে সরকারের নীতি নির্ধারণ করাই হচ্ছে পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য।

কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জয়পুরহাট পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পরিকল্পিত কৌশলগুলির উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা করা। অবকাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের ভিত্তি হল স্থানীক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্যসমূহ এবং চুক্তির শর্তাবলী। এগুলো নিম্নরূপ-

ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জাতীয় নগর পরিকল্পনা কৌশল এবং নীতি সমূহের ব্যাখ্যা করা।
খ) নগরের স্থানিক উন্নয়নের জন্য আন্তঃবিভাগীয় লক্ষ্য, নীতি এবং সাধারণ প্রস্তাব সমূহের প্রতিষ্ঠা করা।
গ) এলাকার মানুষ যেন সর্বাধিক সুবিধা পায় এরূপ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
ঘ) নগর উন্নয়নের মানদণ্ডসমূহ এমনভাবে প্রস্তাব করা যাতে সরকারি অবকাঠামো উন্নয়নের খরচ কমে যায়।
ঙ) পরিকল্পনার পরবর্তী অনুক্রমঃ- নগর পরিষেবাদি পরিকল্পনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার কাঠামো প্রদান করা।
চ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি এবং পদ্ধতি নির্ধারণ এবং প্রধান সুবিধাভোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
ছ) নগর উন্নয়নের নীতি এবং প্রস্তাবসমূহের যথার্থতা যাচাই করা।
জ) পরিকল্পনার প্রধান সমস্যা ও সিদ্ধান্তগুলো যেন জনগণকে জানানো হয় তা নিশ্চিত করা।

১.৪ পৌরসভা গঠনের উৎস ও ইতিহাস

জয়পুরহাট পৌরসভা রাজশাহী বিভাগের অধীনে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে দিনাজপুর, দক্ষিণে ক্ষেতলাল, পূর্বে কলাই ও গোবিন্দগঞ্জ এবং পশ্চিমে নওগা অবস্থিত। পৌরসভাটি ২৫°০১' ও ২৫°১৩' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৫' ও ৮৯°১০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

এটি ৯টি ওয়ার্ড, ১০টি মৌজা এবং ৭৫টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। জয়পুরহাট পৌরসভা ৮ জানুয়ারী ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯ জুন ১৯৯১ সালে 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে উন্নীত হয়। এর প্রশাসনিক আয়তন ১৮.৬০ বর্গকিলোমিটার। পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমির পরিমান ২৪.৩১ একর।

১.৫ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ

পরিকল্পনা এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর বিস্তীর্ণ এলাকা এখনো গ্রামীণ আবহ বিশিষ্ট এবং পৌরসভা শহর হিসাবে ছোট্ট একটি কেন্দ্রীয় নগর এলাকা রয়েছে।

রেলপথটি পৌরসভার মাঝে দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে এবং একে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। উভয় অংশ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে ভালভাবে সংযুক্ত। জয়পুরহাটে চুনাপাথরের খনি আছে যা স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যমুনা নদীটি পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত হচ্ছে যা উত্তর অংশে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

পৌরসভার ভেতর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে ধামইরহাট-জয়পুরহাট সড়ক চলে গেছে। সড়কের উভয় পাশ জুড়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি এবং বিক্ষিপ্ত বসতবাড়ি; একইসাথে বিভিন্ন স্থানে হাট-বাজারসহ উন্নয়ন তৎপরতার চিহ্ন কৃষির প্রাধান্যকে নির্দেশ করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিকল্পনা এলাকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামীণ ও আধা-শহুরে প্রকৃতির সংমিশ্রণ যা ক্রমাগত পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা পৌরসভার অধিবাসীদের জন্য সুফল বয়ে এনেছে। এখানে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের কোন ঝুঁকি নেই। পৌরসভার অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনায় এসকল অবস্থার কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

শিল্প

যদিও এই পৌরসভার ভিতর দিয়ে ধামইরহাট-জয়পুরহাট সড়ক এবং নওগাঁ-জয়পুরহাট সড়ক চলে গেছে, তবুও এখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পায়ন ঘটেনি। কিন্তু এখানে রেলওয়ে স্টেশন এবং চুনাপাথরের খনি আছে যা শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

এই পৌরসভায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা রয়েছে। যেমন- সিমেন্ট কারখানা, রাসায়নিক শিল্প, কুটির শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ধাতু শিল্প, তেলের কল, চালের কল, করাত কল এবং গুদামঘর। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে ১১৬.৪৪ একর ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রায় ৪০০০ মানুষ এসবে কাজ করছে। প্রতি একরে শ্রমিকের সংখ্যা ৪৪ জন যা জাতীয় পর্যায়ে গড় ঘনত্বের প্রায় কাছাকাছি। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রকল্পের হিসাব অনুযায়ী জয়পুরহাট পৌরসভার মতো ছোট নগর এলাকায় প্রতি একরে শ্রমিকের সংখ্যা হতে হবে ৪০ জনের বেশি।

এই পৌরসভায় মোট ১৩০ টি শিল্প কারখানা রয়েছে। বেশিরভাগই এক তলা কাঠামো। কাঠামোগুলির ধরন কাঁচা থেকে পাকা। ৫০% শিল্প কাঠামো আধা-পাকা, ৮% কাঁচা এবং ৪২% পাকা।

সারণী- ১.১: পৌরসভার শিল্প কারখানাসমূহ

শিল্পের ধরন	সংখ্যা	শিল্পের ধরন	সংখ্যা
কৃষি ভিত্তিক শিল্প	৪২	বেসরকারি গুদাম	১৪
সিমেন্ট শিল্প	১	ধাতু শিল্প (তার)	১
রাসায়নিক শিল্প (সার)	১	তেলের কল	৭
কুটির শিল্প	৩	বরফ শিল্প	১
আটা কল	২	অন্যান্য শিল্প	২৩
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	১২	চালের কল	১৪
সরকারি খাদ্য গুদাম	৭	বয়লার (চাল)	৬
অন্যান্য গুদাম	৩৪	করাত কল	৩
সরকারি গুদাম	২	**মোট**	**১৩০**

সূত্র: ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

ওয়ার্ড নং ৭ এ সর্বাধিক এবং ওয়ার্ড নং ৫ ছাড়া আর সব ওয়ার্ডে কৃষি ভিত্তিক শিল্প রয়েছে। অন্যান্য শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং ৮ এবং ৯ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। সকল ওয়ার্ডেই চাতাল, চালের কল ও অন্যান্য শিল্প কারখানা রয়েছে।

বাণিজ্য

জয়পুরহাট পৌরসভায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান যার ফলে দেশব্যাপী প্রায় সকল অঞ্চলের সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম গড়ে উঠেছে। এখানে ২৭ টি বাজার আছে যা ব্যবসা ক্ষেত্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; তাদের মধ্যে ৪ টি কাঁচাবাজার, ২১ টি সুপার মার্কেট, ১ টি নতুন বাজার এবং ১ টি হাটে যথারিতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। পৌরসভাতে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য হল সবজি ও চালের ব্যবসা।

সারণী- ১.২: জয়পুরহাট পৌরসভার মার্কেট/বাজার

মার্কেট/বাজার এর ধরণ	সংখ্যা	অবস্থান (ওয়ার্ড নং)	আয়তন (একর)
নতুন বাজার	১ টি	০১	০.৪০
সুপার মার্কেট	১ টি	০১	০.০৭
	১১ টি	০৫	০.৯
	২ টি	০৬	০.৪৫
	২ টি	০৮	০.০৯
	৬ টি	০৯	১.২১
গ্রামীণ হাট	১ টি	০৮	০.০৩
কাঁচাবাজার	১ টি	০২	০.১০
	২ টি	০৫	০.৪০
	১ টি	০৮	০.৬৭
মোট	**২৭ টি**		**৪.৩২**

সূত্র: ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

পৌরসভায় দুই ধরনের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে- খুচরা দোকান এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সব ওয়ার্ডে এই দুই ধরনের বাণিজ্যিক কাঠামো রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন প্রমাণ করে যে এটি একটি গ্রাম ভিত্তিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং এর অর্থনৈতিক পণ্যগুলি আশেপাশের উপজেলাগুলিকে প্রভাবিত করে। মোট ৬৮.২৩ একর জমি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারণী- ১.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার দোকানসমূহ

দোকানের ধরণ	সংখ্যা	অবস্থান (ওয়ার্ড নং)	আয়তন (একর)
খুচরা দোকান	২৭৮	সকল ওয়ার্ডে ন্যূনতম একটি অবস্থিত	৪.৮০
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	৩৩		০.৬৫
পাইকারি বাজার	৫৯৯		১৪.২০
মোট	**৯১০**		**১৯.৬৫**

সূত্র: ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

ব্যাংক ও এনজিও:

পৌরসভাতে ছয়টি ভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং ২৫ টি এনজিও কাজ করছে। ব্যাংকগুলির প্রধান বিনিয়োগ ব্যাংকিং সুবিধা ছাড়াও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য চলমান মূলধন এবং মূলধন ঋণ রূপে নগদ অর্থে সম্পন্ন হয়। কিছু এনজিও কৃষি ঋণ প্রদান করে।

সারণী- ১.৪: জয়পুরহাট পৌরসভার নির্ধারিত ব্যাংক সমূহ

ব্যাংকের নাম	অবস্থান (ওয়ার্ড নং)	অবকাঠামোর আয়তন (একরে)
পূবালী ব্যাংক	ওয়ার্ড-০৮	০.১২২
ব্র্যাক ব্যাংক	ওয়ার্ড-০৯	০.০৩৬
অগ্রণী ব্যাংক	ওয়ার্ড-০৪	০.০৮৩
	ওয়ার্ড-০৬	০.০৩৩
সোনালী ব্যাংক	ওয়ার্ড-০৩	০.০৬
কৃষি ব্যাংক	ওয়ার্ড-০১	০.০৪
মোট ভূমির পরিমাণ		**০.৩৭৪**

সূত্র: ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

এনজিওগুলি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ঋণ এবং দক্ষতা বিকাশসহ আয় উৎপাদনের কার্যক্রমগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের কাছে তাদের সেবা পৌছে দিচ্ছে। এনজিওগুলো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সামাজিক সেবায় উৎসাহিত করা, চলমান ব্যবসায়ের জন্য মূলধন ঋণ, হাঁস-মুরগি, মৎস্য, গবাদি পশু, কৃষি, ঘর নির্মাণ, ভূমি ক্রয়ে আগাম ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যেমন পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে অংশ নেয়। প্রায় সব স্তরের মানুষ বিশেষ করে নারী ও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে এনজিওগুলির বিভিন্ন ধরণের সেবা পেয়ে আসছে। নিম্নে পৌরসভায় কার্যরত এনজিওগুলোর তালিকা দেয়া হল-

সারণী- ১.৫: জয়পুরহাট পৌরসভার বিভিন্ন এনজিওসমূহের তালিকা

এনজিওর নাম	অবস্থান (ওয়ার্ড)	আয়তন (একর)
এডিপি	হাতিল, ওয়ার্ড -০১	-
সায়া অফিস (নারী উন্নয়ন)	সবুজনগর, ওয়ার্ড -০৮	০.০০৬
বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২	প্রামাণিক পাড়া, ওয়ার্ড -০৬	০.০৮০
এসডিএ মিশন	পালিবারী, খঞ্জনপুর, ওয়ার্ড -০২	-
লেপ্রোসি মিশন	প্রফেসর পাড়া, ওয়ার্ড -০৬	-
গড গীর্জা মিশন	খঞ্জনপুর, ওয়ার্ড -০২	-
ডিএমএসএস	সদর রোড, খঞ্জনপুর, ওয়ার্ড -০২	-
জাকস ফাউন্ডেশন	সবুজনগর, ওয়ার্ড -০৭	-
জেআরডিএম	প্রফেসর পাড়া, ওয়ার্ড -০৬	-
ইএসও	মাদ্রাসা রোড, ওয়ার্ড -০৬	-
এমজিইউপি	জামালগঞ্জ রোড, ওয়ার্ড -০৬	-
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ	পাহাড়পুর রোড, খঞ্জনপুর, ওয়ার্ড -০২	-

এনডিআরএস	মাস্টার পাড়া, ওয়ার্ড -০১	-
এসডিএম	প্রফেসর পাড়া, ওয়ার্ড -০৬	-
ব্র্যাক অফিস	হানাইল, ওয়ার্ড -০৭	০.০৮
ব্র্যাক আঞ্চলিক অফিস	ওয়ার্ড-০৩	০.০৪৩
আশা	জামালগঞ্জ রোড, ওয়ার্ড -০৬	-
টিএমএসএস	পাঁচবিবি রোড, ওয়ার্ড -০৯	-
ইউডিপিএস	সদর রোড, ওয়ার্ড -০৯	-
এসকেএস	হাতিল, ওয়ার্ড -০১	-
স্বনির্ভর বাংলাদেশ	বিশ্বাসপাড়া, ওয়ার্ড -০৮	০.০৫৫
প্রশিকা	সবুজনগর, ওয়ার্ড -০৭	-
গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (জিওকে)	ওয়ার্ড-০৯	০.০৬০
অর্ক	সুইপার কলোনী, সুগারমিল, ওয়ার্ড -০১	-
মোট অধিকৃত জমির পরিমাণ		**০.৩২৪**

সূত্রঃ ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

কৃষিঃ

পৌরসভার অর্থনীতিতে কৃষির আধিপত্য অনেক বেশি। কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ধান ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হল- সবজি, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, দুগ্ধজাত পণ্য, আখ ও সরিষা। কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, আখ, সরিষা এবং সবজি স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ৩২%) পার্শ্ববর্তী উপজেলার বাসিন্দারা ব্যবহার করে। পৌরসভা থেকে প্রতিদিন বাণিজ্যের জন্য হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, দুগ্ধজাত পণ্য ঢাকা শহরে নেয়া হয়। সামগ্রিকভাবে ১৮০ টি কাঠামো কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে ৬ টি কাঠামো দোতলা এবং বাকিগুলি এক তলা। প্রায় ২৮% কাঠামো হাঁস-মুরগির খামার, ১১% গবাদি পশু এবং ৬ টি দুগ্ধ খামার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই অবস্থা পৌরসভায় এসব কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।

কৃষি ভিত্তিক শিল্পকারখানাঃ

মোট ৭০ টি কৃষি ভিত্তিক শিল্পকারখানা পৌরসভাতে বিদ্যমান। এদের মধ্যে ১৩ টি চালকল, চাতালসহ ৩৮ টি চালকল, ৫ টি চালের বয়লার, ২ টি আটা কল, ৩ টি মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য শিল্প এবং ৯ টি রুটির কারখানা রয়েছে। চাল কলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান ব্যবহৃত হয়। আটা কলের কাঁচামাল হল স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন গম। পৌরসভা জুড়ে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেখা যায়। এইসব শিল্প কারখানার অবস্থান পুনর্বিন্যাস করে এদেরকে কিছু নির্বাচিত এলাকায় পুনঃস্থাপন করতে হবে। ধারণা করা যায়, মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পরে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

সারণী- ১.৬: জয়পুরহাট পৌরসভার কৃষি ভিত্তিক শিল্পকারখানার তালিকা

শিল্প কারখানার ধরণ	সংখ্যা	অবস্থান (ওয়ার্ড)	আয়তন (একর)
বয়লার (চাল)	২	ওয়ার্ড-০১	০.২২০
	১	ওয়ার্ড-০৭	০.১০৪
	১	ওয়ার্ড-০৮	০.১০০
	১	ওয়ার্ড-০৯	০.০২০
আটা কল	২	ওয়ার্ড-০৭ এবং ওয়ার্ড-০৪	০.২৯০
মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য	১	ওয়ার্ড-০৭	০.১২৫
	১	ওয়ার্ড-০৮	০.০০৮
	১	ওয়ার্ড-০৯	০.০৫২
রুটি জাত পণ্য	১	ওয়ার্ড-০৪	০.০২৪
	৪	ওয়ার্ড-০৬	০.০৫৫
	১	ওয়ার্ড-০৭	০.৪৭১
	১	ওয়ার্ড-০৮	০.০৬০
	২	ওয়ার্ড-০৯	০.০৮০

চালকল	১	ওয়ার্ড-০১	০.০২৩
	২	ওয়ার্ড-০২	০.১০৯
	১	ওয়ার্ড-০৩	০.০০৯
	১	ওয়ার্ড-০৪	০.০২৫
	১	ওয়ার্ড-০৬	০.১৪৩
	৪	ওয়ার্ড-০৭	০.২৫০
	৩	ওয়ার্ড-০৮	০.২০০
চাতাল	৩৮	সকল ওয়ার্ডে	১১.৩৪০
মোট	৭০		**১৩.৭০৮**

সূত্র: ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আওতায় পড়ে এমন অনেক কর্মকান্ডকে ব্যবসা এবং সেবা হিসেবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। অনেক ধরনের ভ্রাম্যমান ও নির্দিষ্ট বিক্রয়যোগ্য পণ্য যেমন খাদ্য, মাছ, বাদাম, নারকেল, সবজি, দৈনিক গৃহস্থালি পণ্য, পুরোনো পোষাক/কাপড়, গৃহস্থালি উপকরণ/যন্ত্র ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী মেরামত, চুল কাটা, জুতা কালি করা ইত্যাদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পৌরসভার অর্থনৈতিক খাতের উল্লেখযোগ্য অংশ চা এবং বিস্কুট বিক্রি (৪৩%), ফল বিক্রি (১২%), মুচি (৬%) এবং সবজি বিক্রির (১৮%) মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। প্রায় ৯৫% ক্রেতা অস্থায়ী, সর্বস্তরের আয়ের মানুষ এদের ক্রেতা। প্রায় ৫২% অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা স্থায়ী এবং ১৬% ঋতুভিত্তিক। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে, ৪০% ফল বিক্রেতারা ঋতু ভিত্তিক ব্যবসায়ে জড়িত।

প্রায় ৩৩% বিক্রেতার মাসিক আয় ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং ৫২% এর আয় ৬০০০ টাকার নিচে। বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়ের পেশা ফল বিক্রি। সব উত্তরদাতাদের মধ্যে যাদের মাসিক উপার্জন ১০,০০০ টাকার বেশী তারা ফল বিক্রেতা। সিদ্ধ ডিম এবং ঝালমুড়ি বিক্রি থেকে সবচেয়ে কম আয় হয়। তাদের সবাই প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকার নিচে আয় করে। পৌরসভাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম সুসংগঠিত নয়।

১.৬ কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা এবং পরিকল্পনার সময়কাল

মৌজা ম্যাপের (ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র) পাশাপাশি পৌরসভা কর্মকর্তাদের পরামর্শের সাহায্যে এর সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা ৪৫৯৬.২৬ একর বা ১৮.৬০ বর্গকিলোমিটার। একে পরিকল্পনা এলাকাও বলা হয়।

সারণী- ১.৭: পৌরসভার অবকাঠামো পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত এলাকার সাধারণ তথ্যাবলী

পৌরসভা	আয়তন (একর)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	২০১১ সাল		২০৩৭ সাল	
			জনসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি একর)	জনসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি একর)
জয়পুরহাট পৌরসভা	৪৫৯৬.২৬	১৮.৬০	৬৯,০৩৩	১৫	৯২,৫৬০	২০

সূত্র: বাংলাদেশ আদমশুমারি, ২০১১ এবং পরামর্শক দ্বারা প্রস্তাবিত।

বিদ্যমান এলাকাকে কাঠামো পরিকল্পনা এলাকার সীমানা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আয়তন অনুযায়ী ওয়ার্ড নং ২ সবচেয়ে বড় ও ওয়ার্ড নং ৯ সবচেয়ে ছোট।

সারণী- ১.৮: জয়পুরহাট পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা এলাকা

ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)
১	৬৫২.২৬	২.৬৪
২	৮৯২.১৩	৩.৬১
৩	৬০৬.৭০	২.৪৬
৪	২৩১.৬৬	০.৯৪
৫	২২৭.৫২	০.৯২
৬	৩৫৪.৫২	১.৪৩
৭	৮৬৫.৩৬	৩.৫০
৮	৫৬০.৯৬	২.২৭
৯	২০৫.১৫	০.৮৩
মোট	**৪৫৯৬.২৬**	**১৮.৬০**

সূত্র: ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭

উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে এমন অঞ্চলগুলো কাঠামো পরিকল্পনা এলাকার (SPA) মধ্যে অবস্থিত। পরিকল্পনা অঞ্চলে ১০ টি মৌজা এবং ২৬ টি দাগ রয়েছে। এদের মধ্যে জয়পুরহাট এবং হারাইল সবচেয়ে বড় মৌজা।

সারণী- ১.৯: পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত মৌজাসমূহ

সংখ্যা	মৌজার নাম	জে.এল নং	দাগ সংখ্যা	পৌরসভা	জেলা	পরিমাপ (স্কেল)
১	বামনপুর	১১৪	৩	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	১৬"=১ মাইল
২	বলুপাড়া	১৪৯	৩			
৩	চক গোপাল	১০০	২			
৪	দেবীপুর	১৫১	২			
৫	হারাইল	১৬৮	৫			
৬	হাতিল	১০৪	৩			
৭	জয়পুর	৫৮	১			
৮	জয়পুরহাট	১৬২	৫			
৯	কাশিয়াবাড়ি	১১৩	১			
১০	খঞ্জনপুর	১০৩	১			

সুত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

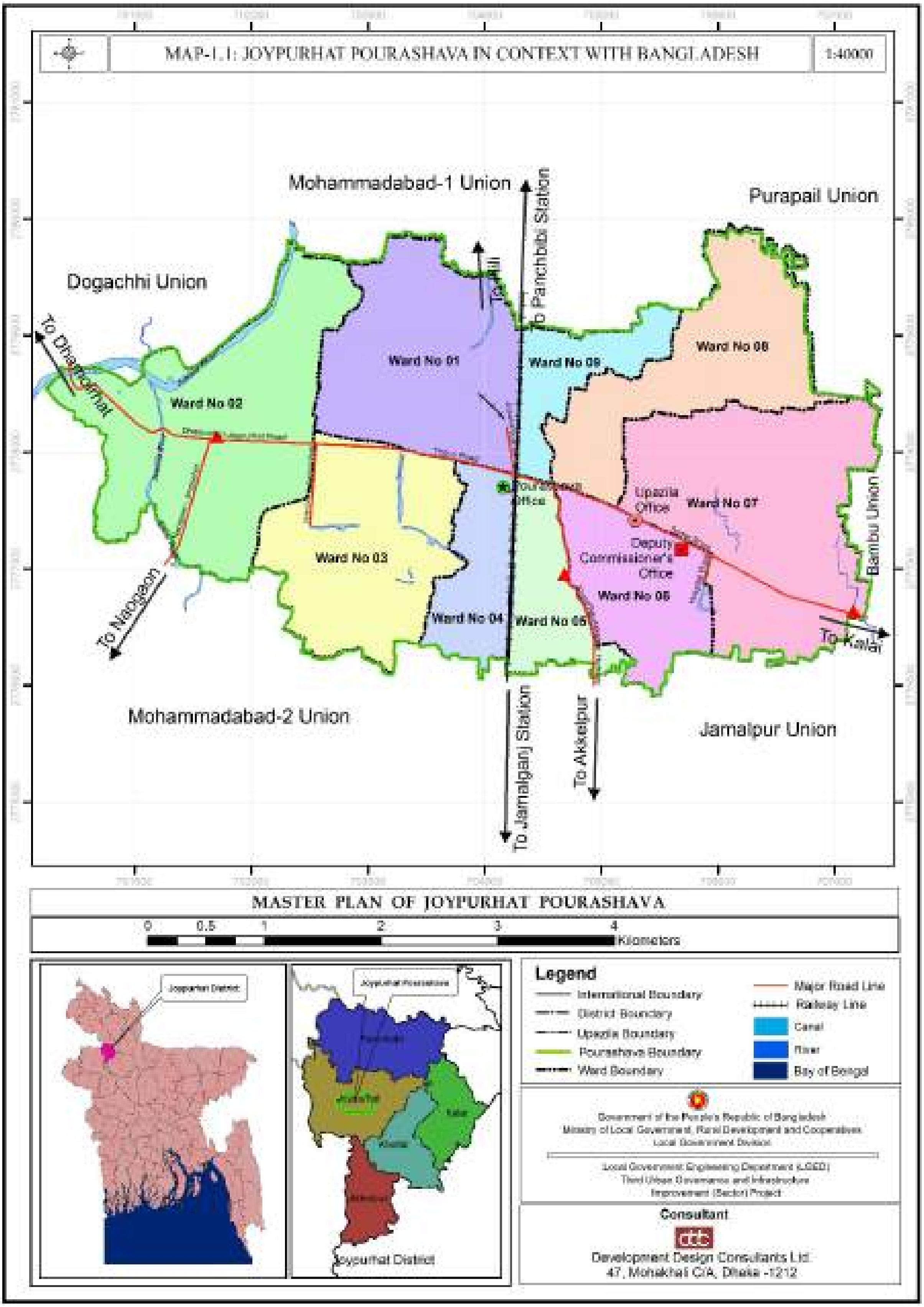

মানচিত্র- ১.১: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জয়পুরহাট পৌরসভার অবস্থান

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক তৈরিকৃত, ২০১৮

অধ্যায়- ০২: পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

২.১ পৌরসভার জনসংখ্যা এবং প্রক্কলন

২.১.১ জনসংখ্যা

২০১১ সালে জয়পুরহাট পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৯,০৩৩ জন। ওয়ার্ড নং ৫ এ সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ৯,০৮৮ জন এবং ওয়ার্ড নং ২ এ সর্বনিম্ন জনসংখ্যা ৬,১০৭ জন। ২, ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। পৌরসভায় পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০: ১০৫; যা ওয়ার্ড নং ৬ (১০০: ১২১) এ সর্বোচ্চ এবং ওয়ার্ড নং ২ (১০০: ৯১) এ সর্বনিম্ন।

সারণী- ২.১: জনসংখ্যার বিন্যাস, ২০১১

ওয়ার্ড নং	জনসংখ্যা	আয়তন (একর)	ঘনত্ব (প্রতি একর)	পুরুষের সংখ্যা	নারীর সংখ্যা	অনুপাত
০১	৮,৮০৬	৬৫২.২৬	১৩	৪,৪১৬	৪,৩৯০	১০১
০২	৬,১০৭	৮৯২.১৩	৬	২,৯১৪	৩,১৯৩	৯১
০৩	৬,৬৬৮	৬০৬.৭০	১১	৩,২৫২	৩,৪১৬	৯৫
০৪	৭,৮৭৬	২৩১.৬৬	৩৪	৪,১২৮	৩,৭৪৮	১১০
০৫	৯,০৮৮	২২৭.৫২	৩৯	৪,৭৬৩	৪,৩২৫	১১০
০৬	৮,০৮৬	৩৫৪.৫২	২২	৪,৪২৭	৩,৬৫৯	১২১
০৭	৮,৭৫৯	৮৬৫.৩৬	১০	৪,৫০৫	৪,২৫৪	১০৬
০৮	৬,৭০৯	৫৬০.৯৬	১২	৩,৩১৭	৩,৩৯২	৯৮
০৯	৬,৯৩৪	২০৫.১৫	৩৩	৩,৫৫৬	৩,৩৭৮	১০৫
মোট	**৬৯,০৩৩**	**৪,৫৯৬.২৬**	**১৫**	**৩৫,২৭৮**	**৩৩,৭৫৫**	**১০৫**

সূত্রঃ বিবিএস (কমিউনিটি সিরিজ, ২০১১)।

পৌরসভার প্রায় ২৯% জনসংখ্যার বয়স ৩০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে এবং এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা সর্বোচ্চ (প্রায় ৭০%)। এই পুরুষ জনসংখ্যা পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য। মুসলিম ছাড়াও হিন্দু ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী এই উপার্জনকারীর অংশ। ধর্মীয় সম্প্রীতির কারণে এই জনসংখ্যা সমস্ত ধরণের আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে।

২.১.২ পরিবার

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই পৌরসভাতে ১৬,৮৪৩টি পরিবার রয়েছে। ওয়ার্ড নং ১ এ সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবার থাকে (২,২৯১ টি) এবং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বোচ্চ। ওয়ার্ড নং ২, ৩ ও ৮ প্রধানত কৃষিভিত্তিক গ্রাম; জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য ওয়ার্ডের চেয়ে কম। ওয়ার্ড নং ৪, ৫ এবং ৯ ব্যতীত অন্য সকল ওয়ার্ডে আবাসিক ছাড়াও অন্য জমি পাওয়া যায়। এইসব ওয়ার্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি একরে ২২ থেকে ৩৯ জন।

২.১.৩ জনঘনত্ব

এই পৌরসভাতে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি একরে ১৫ জন। ওয়ার্ড নং ৫ (প্রতি একরে ৩৯ জন), ওয়ার্ড নং ৪ (প্রতি একরে ৩৪ জন) এবং ওয়ার্ড নং ৯ (প্রতি একরে ৩৩ জন) এ জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বোচ্চ। জনসংখ্যার সর্বনিম্ন ঘনত্ব ওয়ার্ড নং ২ (প্রতি একরে ৬ জন) এ এবং ওয়ার্ড নং ৬ (প্রতি একরে ২২ জন) এ মাঝারি। ওয়ার্ড নং ৪, ৫ এবং ৯ এর মতো সর্বোচ্চ ঘনত্বের ওয়ার্ডগুলি প্রমাণ করে যে, এগুলি পৌরসভার মূল অংশে অবস্থিত এবং বেশীরভাগ নগর পরিষেবা এখানে অবস্থিত।

২.১.৪ ধর্ম

জয়পুরহাট পৌরসভায় প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী হল মুসলিম (৮৭%), দ্বিতীয় হিন্দু। অল্প কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এখানে বাস করে। এখানে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিদ্যমান।

২.১.৫ বয়স-লিঙ্গ কাঠামো

জয়পুরহাট পৌরসভার অধিকাংশ জনসংখ্যা ৩০ থেকে ৪৯ বছর বয়সের (২৯.৩০ শতাংশ) মধ্যে পড়ে যার বেশিরভাগই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। পৌরসভার জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও বেশি ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে যারা তারুণ্যের প্রতীক এবং যাদেরকে ভবিষ্যৎ জাতিগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.১.৬ বৈবাহিক অবস্থা

পৌরসভার বেশিরভাগ পুরুষ এবং নারী সদস্য বিবাহিত (৬৪% পুরুষ এবং ৬৬% নারী)। বিধবা ও তালাকের শতকরা হার পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি। পুরুষ ও নারী জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত (৩৮% পুরুষ এবং ২৫% নারী)। অবিবাহিত পুরুষের হার আর্থিক অক্ষমতা এবং অবিবাহিত নারীর হার ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক অনিরাপত্তার ইঙ্গিত দেয়।

২.১.৭ সাক্ষরতা

জাতীয় হারের (৫১.৮%) তুলনায় জয়পুরহাট পৌরসভার সাক্ষরতার হার (৭৪%) তুলনামূলকভাবে ভাল। সাক্ষরতার হার ওয়ার্ড নং ৬ (৮৭%) এ সর্বোচ্চ এবং ওয়ার্ড নং ২ (৭০.৬%) তে সর্বনিম্ন। সকল ওয়ার্ডে নারীর চেয়ে পুরুষের সাক্ষরতার হার বেশি।

২.১.৮ পেশা এবং আয়

পিডি অফিসের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী, জরীপকৃত পরিবারে ২৮.৮৪% শিক্ষার্থী রয়েছে, এদের মধ্যে ৫২% পুরুষ এবং ৪৮% নারী। এতে প্রমাণিত হয় যে, ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ রয়েছে। নগর অধিবাসিরা তাদের ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান সম্পর্কে সচেতন। জরিপকৃত পরিবারের মধ্যে ২.৪১% নির্ভরশীল, ০.৯৯% পোশাক শ্রমিক, ০.৭৪% রিকশাচালক, ৩.৮৯% অদক্ষ শ্রমিক, ২.৬৬% দক্ষ শ্রমিক, ৩.৬৪% কৃষক, ১১.৩৭% সেবাদানকারী এবং ১.৭৯% বড় ব্যবসায়ী। কোন নারী কৃষিকাজের সাথে জড়িত নয় এবং ৯.৫% ক্ষুদ্র (ছোট) ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

জরিপকৃত পরিবারের মাসিক গড় আয় ১৬,০৪৪ টাকা যা জাতীয় গড়ের (১১,৪৭৯ টাকা) তুলনায় অনেক বেশী। ৪৮% পরিবারের মাসিক আয় ১৪,০০১ টাকার বেশী, ১৬.৫% পরিবারের আয় ৮,০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং গড়ে ৬৪% পরিবারের আয়ের সীমা ১০,০০০ টাকা থেকে ১৪,০০০ টাকা ও তার উর্ধে। এই অবস্থাটি পৌরসভার জনগণের উচ্চ ক্রয় ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। জনগণকে আধুনিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (সরকারি বা বেসরকারি) গড়ে তোলায় উৎসাহিত করতে হবে।

পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ১০,৪৭৮ টাকা। ১০,০০১ থেকে ১৪,০০০ টাকা আয় গোষ্ঠীর ৩৩% পরিবার প্রতি মাসে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে, ১৪,০০১ টাকার বেশি আয় গোষ্ঠীর ২২.৩% পরিবার সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে। সবচেয়ে কম ব্যয় গোষ্ঠী হল ১৫.৫% যারা ৮,০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা সীমার মধ্যে আয় করে, যা প্রমাণ করে এই গোষ্ঠীর ৮৪.৫% পরিবার সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে।

২.১.৯ পরবর্তী ২০ বছরের জনসংখ্যার অভিক্ষেপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হার এবং অভিবাসনের হার দ্বারা নির্ধারিত হয়। গ্রামের মানুষ অধিক আয়ের লক্ষ্যে শহর এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। জয়পুরহাট পৌরসভার স্থানান্তরের হার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ৯৮% অধিবাসী স্থায়ী এবং ২% অভিবাসী। এই পৌরসভায় প্রাকৃতিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১.১৮%।

২০১১ সালে পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৯,০৩৩ এবং ২০১৭ সালে ৭৩,২০৩। ১.১৮% ধারাবাহিক হারের ভিত্তিতে এর জনসংখ্যা ২০২৭ সালে ৮২,৩১৫ এবং ২০৩৭ সালে ৯২,৫৬০ তে পৌঁছাবে। জাতীয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় পৌরসভাতে বৃদ্ধির হার কম, যা পৌরসভাতে জীবনধারার একটি ভালো পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

সারণী- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভার জনসংখ্যার অভিক্ষেপ (বৃদ্ধির হার = ১.১৮%)

ওয়ার্ড নং	২০১১	২০১৭	২০২২	২০২৭	২০৩২	২০৩৭
১	৮,৮০৬	৯,৩৩৮	৯,৯০২	১০,৫০০	১১,১৩৫	১১,৮০৭
২	৬,১০৭	৬,৪৭৬	৬,৮৬৭	৭,২৮২	৭,৭২২	৮,১৮৮
৩	৬,৬৬৮	৭,০৭১	৭,৪৯৮	৭,৯৫১	৮,৪৩১	৮,৯৪১
৪	৭,৮৭৬	৮,৩৫২	৮,৮৫৬	৯,৩৯১	৯,৯৫৯	১০,৫৬০
৫	৯,০৮৮	৯,৬৩৭	১০,২১৯	১০,৮৩৬	১১,৪৯১	১২,১৮৫
৬	৮,০৮৬	৮,৫৭৪	৯,০৯২	৯,৬৪২	১০,২২৪	১০,৮৪২
৭	৮,৭৫৯	৯,২৮৮	৯,৮৪৯	১০,৪৪৪	১১,০৭৫	১১,৭৪৪
৮	৬,৭০৯	৭,১১৪	৭,৫৪৪	৮,০০০	৮,৪৮৩	৮,৯৯৫
৯	৬,৯৩৪	৭,৩৫৩	৭,৭৯৭	৮,২৬৮	৮,৭৬৮	৯,২৯৭
মোট	**৬৯,০৩৩**	**৭৩,২০৩**	**৭৭,৬২৫**	**৮২,৩১৫**	**৮৭,২৮৭**	**৯২,৫৬০**

সুত্রঃ বিবিএস, ২০১১ এবং পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত।

২.২ বর্তমান উন্নয়নের ধারা

রেল যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল, যেখানে প্রধানত কৃষি পণ্য বেচাকেনা চলত। ব্যবসায়ীরা বিপণনের জন্য রেল ব্যবহার করে তাদের পণ্য নিয়ে আসতো এবং পৌরসভা সেই পণ্যগুলি খালাস করার পরে এগুলোর বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতো। রেল স্টেশনের চারপাশে কিছু বেসরকারি গুদাম ও খাদ্য গুদাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তখন থেকে রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন শুরু হয়। প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের বিবেচনায় সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৯৮০ সালের উপজেলা ব্যবস্থার পর কিছু অভ্যন্তরীণ সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছিল এবং এইসব রাস্তার আশেপাশে মিশ্র উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে পৌরসভাটি বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠে।

কিছু জায়গায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং আবাসিক প্রতিষ্ঠান একই অঞ্চলে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানাধীন জমির উপর গড়ে উঠলে এগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যাবেনা। ভবিষ্যতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধরণ এবং পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা করে এগুলো আলাদাভাবে স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশের অন্যান্য পৌরসভার মতই জয়পুরহাট পৌরসভায়ও প্রধান সড়কের আশেপাশে নগরায়ণ ঘটেছে। রেলওয়ে স্টেশনের কারণে কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন ঘটেছে। যমুনা নদীর অস্তিত্ব শুধু সেচকাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতীয় রাজপথকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও পশ্চিমাংশের দিকে সাধারণভাবে পৌরসভার উন্নয়ন ঘটছে। পৌরসভা জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠছে যার ফলে এসব অঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। রেলপথটি পৌরসভাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। পূর্ব অংশটি পশ্চিমের তুলনায় অধিক উন্নত কিন্তু এখানে কোন নিষ্কাশন খাল (আউটফল) নেই।

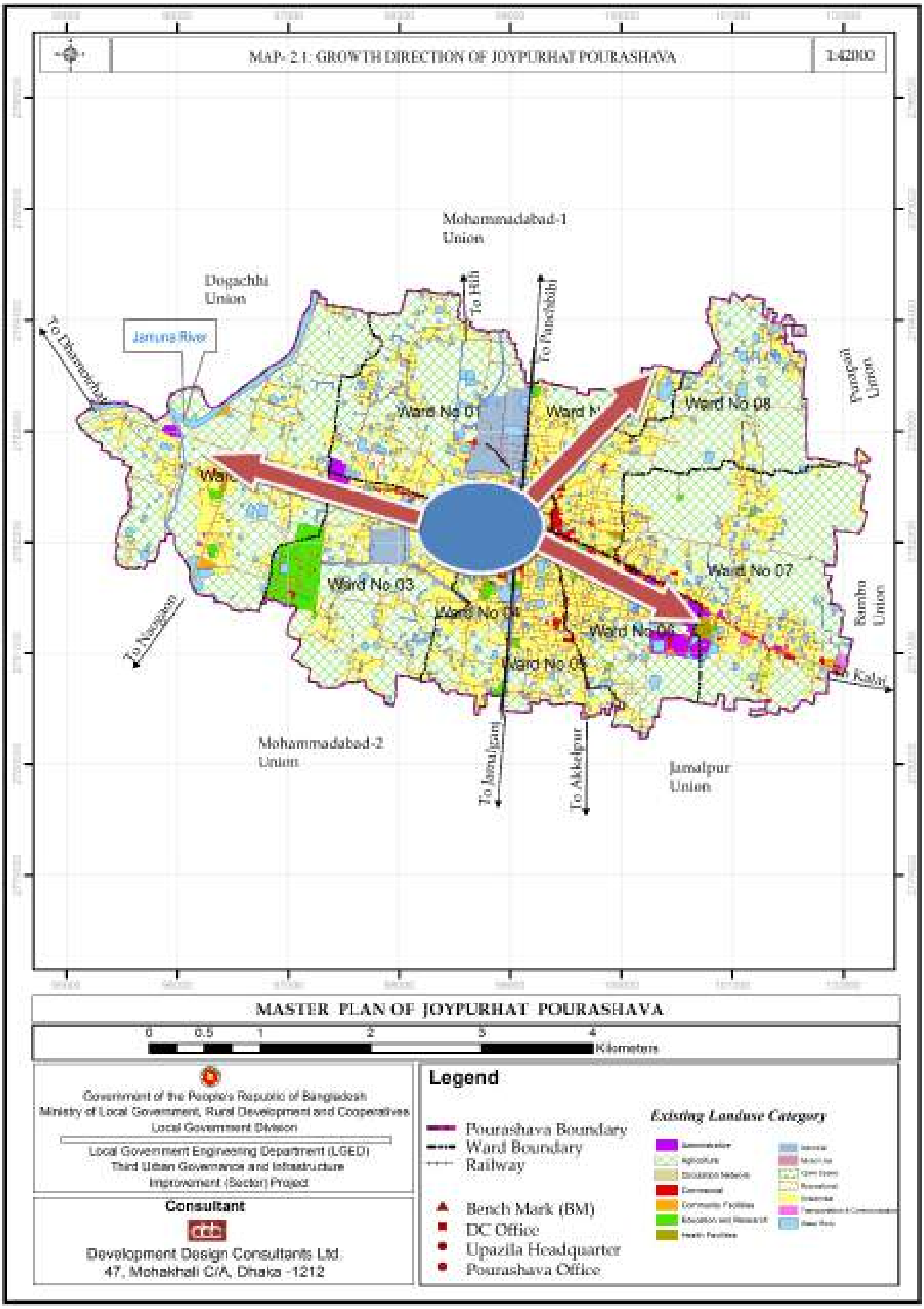

মানচিত্র- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার উন্নয়নের ধারা, ২০১৭

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক তৈরিকৃত, ২০১৮

২.২.১ জাতীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা

জাতীয় সম্পৃক্ততা

উন্নয়নের নীতি, কৌশল ও উদ্দেশ্যসমূহের বিভিন্ন খাতের সাথে দেশের সামগ্রিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়। বিভাগীয় বাজেট আবার প্রতিটি বিভাগের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে বিভক্ত করা হয়। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে যৌথতা ও সমন্বয়তা অর্জনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে যেকোনো উন্নয়ন উদ্যোগ জাতীয় স্তরের পরিকল্পনাগুলির সাথে সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। অতএব, জয়পুরহাট পৌরসভার মহাপরিকল্পনাটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অত্র মহাপরিকল্পনার সম্পৃক্ততাগুলি নিম্নরূপঃ

১. **বিভাগীয় নীতিমালা প্রণয়নঃ** জনসংখ্যা নীতি, কৃষি নীতি, শিল্প নীতি, পরিবহন নীতি, পরিবেশ নীতি, নগর উন্নয়ন নীতি ইত্যাদি নীতি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এসকল নীতির উপর ভিত্তি করে মহাপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কৃষি নীতিতে নির্ধারিত কৃষি জমি সংরক্ষণের জন্য উল্লম্ব বিকাশকে উৎসাহিত করা, এই ধারণাটি নতুন নগর উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ভবন আরেকটি উদাহরণ।

২. **উচ্চক্রম বাজেট বরাদ্দঃ** জাতীয় প্রেক্ষাপটে, উচ্চক্রম বাজেট বরাদ্দ আয় বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। মহাপরিকল্পনায় সেবামান এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার আয় বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনায় পৌরসভার অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপরও জোর দেয়া হয়েছে যা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর প্রধান লক্ষ্য।

৩. **মানব সম্পদ উন্নয়ন উৎসাহিত করাঃ** জাতীয় নীতির উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে সারা দেশে মানব সম্পদের বিকাশ সাধন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত মানুষ দেশের সম্পদ। মহাপরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য মহাপরিকল্পনায় নতুন বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

৪. **দক্ষ পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থাঃ** দক্ষ এবং সহজ পরিবহন ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক ভৌত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জাতীয় সড়ক পরিবহন নীতি বহুবিধ কৌশল নির্ধারণ করেছে যেমন মাল্টিমোডাল পরিবহন, প্রতিটি শহরে বাই-পাস, জাতীয় মহাসড়কগুলির বিস্তৃতি, বিস্তৃত বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং নদী বন্দরের কার্যকরী উন্নয়ন, নতুন রেলপথ তৈরি প্রভৃতি। এসকল উপাদান মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনা। এছাড়াও মহাপরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ সংযোগ ব্যবস্থা বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

৫. **ওয়ার্ড অনুযায়ী পরিমিত উন্নয়নঃ** পৌরসভায় ওয়ার্ড ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার একটি মৌলিক নীতি। সরকার এই ধারণার ভিত্তিতে দেশের অন্যান্য অংশের উন্নয়ন পরিচালনা করতে আগ্রহী। এই ধারণা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বিভাগীয় তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। মহাপরিকল্পনার ভৌত উপাদানসমূহ এই সুষম উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত।

৬. **বিশেষ অঞ্চল প্রতিষ্ঠাঃ** সরকার এলাকার বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে কিছু জায়গাকে বিশেষ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে এগুলোর কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সম্পৃক্ততা

রাজশাহী বিভাগের অধীনে জয়পুরহাট জেলায় পাঁচটি উপজেলা রয়েছে- পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, কালাই ও জয়পুরহাট। ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেলার মোট আয়তন ৯৬৫.৪৪ বর্গ কি.মি. এবং মোট জনসংখ্যা ৯,৫০,৪৪১ জন। জয়পুরহাট জেলার উত্তর দিকে দিনাজপুর, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগা, পশ্চিমে নওগা এবং পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া।

জয়পুরহাট জেলার প্রধান নদীগুলো হল যমুনা, হারাবতী এবং তুলসী গঙ্গা। যমুনা নদীটি হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে জয়পুরহাট জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রবাহিত হচ্ছে। যমুনা নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে, এ ধারণা করা যায় যে জয়পুরহাট জেলার ঢাল উত্তরপূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে। মাছ ধরা ব্যতীত এই জেলায় নদীগুলির উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবহার নেই।

একটি জাতীয় মহাসড়ক রাজশাহী জেলা থেকে জয়পুরহাট জেলা অতিক্রম করে পৌরসভার পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। রাজশাহী থেকে একটি আঞ্চলিক সড়ক জয়পুরহাট পৌরসভার পশ্চিম অংশে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জের দিকে চলে গেছে। এছাড়া, পৌরসভার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে রাজধানী শহর এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলির সাথে শক্তিশালী রেল সংযোগ রয়েছে, যা পৌরসভার সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্দেশনা দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র সংযোগ ব্যবস্থা পৌরসভার উন্নয়নের মূল হতে পারেনা। একটি অঞ্চলের অবশ্যই ভৌত, যৌক্তিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সম্পদ ইত্যাদি উপাদানের সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্ক থাকতে হবে। যদি সমস্ত মানদণ্ড সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে তবে এই অঞ্চলটিকে ভাল অঞ্চল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। পৌর এলাকায় মানদন্ড অনুযায়ী নির্দিষ্ট উপাদানসমূহের অভাব রয়েছে।

জয়পুরহাট সদর উপজেলার আয়তন ২৩৬.৭৯ বর্গ কিমি এবং ২০১১ সালে জনসংখ্যা ২,৮৯,০৫৮। এটি ২৫°১০' থেকে ২৪°১৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫' থেকে ৮৯°১০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তর দিকে পাঁচবিবি, দক্ষিণে ক্ষেতলাল, পূর্বে কালাই এবং পশ্চিমে খঞ্জনপুর। আঞ্চলিক মহাসড়কটি পাঁচবিবি, খঞ্জনপুর, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর ও বাদলগাছির সাথে জয়পুরহাটকে সংযুক্ত করে। জয়পুরহাট পৌরসভা অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠেছে। ঢাকা-হিলি হাইওয়ে পৌরসভার মধ্য দিয়ে চলে গেছে যা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার নিদর্শন। অধিকাংশ উন্নয়ন রাস্তা বরাবর কেন্দ্রীভূত যা অধিবাসীদের ইচ্ছা মতো সংঘটিত হয়েছে।

২.২.১.১ পৌরসভার প্রশাসনিক বিবরণ

পৌরসভার প্রশাসনিক কাজ ছাড়াও তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান, বস্তির উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, মোটরবিহীন যানবাহনগুলির অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের দায়িত্ব পৌরসভার উপর ন্যস্ত। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ দক্ষতার সাথে পালন করার জন্য পৌরসভা প্রশাসনের বিদ্যমান ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। দায়িত্বসমূহ দুটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়- রাজস্ব সংগ্রহ তথা বাজেট প্রস্তুতি এবং পরিষেবা সরবরাহ। দুটি দায়িত্বের সাথে তিন ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জড়িত- শীর্ষ ব্যবস্থাপনা, মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা। এই তিন শ্রেণীর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে একটি সাধারণ দৃশ্য দেখা যায় তা হল দক্ষ জনবলের অভাব। পৌরসভাতে কারিগরী জনশক্তির অভাবও একটি প্রশাসনিক সমস্যা।

বরাদ্দকৃত জনশক্তি

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বাজেট বরাদ্দের উপর একটি পৌরসভার দক্ষতা নির্ভর করে। পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় দুর্বলতা রয়েছে। যেমন- বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি রয়েছে এবং নগর পরিকল্পনা বিভাগের অনুপস্থিতির কারণে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রায় বন্ধ রয়েছে। জয়পুরহাট পৌরসভায় মেয়র এবং ৯ জন কাউন্সিলর ব্যতীত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আরও যেসব পদ রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ।

সারণী- ২.৩: জয়পুরহাট পৌরসভায় বিদ্যমান জনশক্তি

বিভাগ	শাখা/ পদ	অনুমোদিত	পূর্ণ পদ	খালি পদ
প্রশাসন	পৌরসভা সচিব	১	১	০
	সাধারন শাখা	২০	৬	১৪
	হিসাব শাখা	৬	৪	২
	অ্যাসেসমেন্ট শাখা	৬	৪	২
	কর এবং অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) শাখা	১৬	১	১৫
	বাজার শাখা	৫	১	৪

বিভাগ	শাখা/ পদ	অনুমোদিত	পূর্ণ পদ	খালি পদ
প্রকৌশল	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১	০
	শহর পরিকল্পনাবিদ	০	০	০
	পানি সরবরাহ ও নর্দমা ব্যবস্থা শাখা	১৬	৬	১০
	নির্মাণ, বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক শাখা	৫১	২০	৩১
স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১	০	১
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	২	৩
	এফপি ও স্যানিটেশন কর্মী	২৭	১১	১৬
মোট		**১৫৫**	**৫৭**	**৯৮**
মাস্টার রোল		-	৬৪	-
সর্বমোট		**১৫৫**	**১২১**	**৯৮**

সূত্রঃ জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

পৌরসভার প্রতিটি বিভাগে জনশক্তির স্বল্পতা রয়েছে। ১৫৫ টি অনুমোদিত পদে পৌরসভায় মাত্র ৫৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন (৬৪ টি নিয়ন্ত্রক পদ ব্যতীত)। প্রশাসন বিভাগে ৫৪ জন কর্মকর্তার বিপরীতে রয়েছেন ১৬ জন। এখানে কোন নগর পরিকল্পনাবিদ এবং পরিকল্পনা বিভাগ নেই ফলে নগর পরিকল্পনার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ৩৩টি পদে ১৩ জন এবং প্রকৌশল বিভাগে ৬৮ টি পদে ২৭ জন কর্মকর্তা কাজ করছেন।

বর্তমান কমিটি

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী, প্রতিটি পৌরসভাতে কিছু কমিটি থাকতে হবে। সে অনুযায়ী, নেত্রকোনা পৌরসভা নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করেছে। প্রতিটি কমিটি পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং একজন কাউন্সিলর এর সভাপতি। একটি কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩% নারী সদস্য থাকতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি কমিটিতে ২ জন নারী সদস্য থাকবেন। মেয়র মহোদয় 'আইন-শৃঙ্খলা ও গণ নিরাপত্তা কমিটি' এর সভাপতি এবং প্রতিটি কমিটির সদস্য। প্রতিটি কমিটি নির্দিষ্ট বিষয় পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। জয়পুরহাট পৌরসভা ও এর প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য বিদ্যমান কমিটিগুলি হল-

১. প্রতিষ্ঠান ও অর্থ বিষয়ক কমিটি
২. কর মূল্যায়ন ও সংগ্রহ কমিটি
৩. হিসাব ও নিরীক্ষণ কমিটি
৪. নগর পরিকল্পনা, জনসেবা ও উন্নয়ন কমিটি
৫. আইন-শৃঙ্খলা ও গণ নিরাপত্তা কমিটি
৬. যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি
৭. নারী ও শিশুবিষয়ক কমিটি
৮. মাছ ও গবাদি পশু বিষয়ক কমিটি
৯. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি
১০. পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি
১১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১২. বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি
১৩. দারিদ্র বিমোচন ও বসতি উন্নয়ন কমিটি

পৌরসভা কার্যালয়

পৌরসভা ভবনটি ৮০ এর দশকের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছে। এই প্রশাসনিক ভবনটি দুই-তলা বিশিষ্ট এবং এল আকৃতির। প্রায় ১.৫ একর জমির উপরে পৌরসভা কমপ্লেক্সটি অবস্থিত। ভবনটি পৌরসভা অফিস নামে পরিচিত এবং ঢাকা-জয়পুরহাট

মহাসড়কের পাশে অবস্থিত যা পৌরসভার মধ্য দিয়ে গেছে। পৌর ভবন সংলগ্ন বাণিজ্যিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানে, ভবন সম্প্রসারনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। পুরাতন পৌর ভবনে কমিউনিটি সেন্টারের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।

পণ্য/সরঞ্জাম সুবিধা

পৌরসভা নির্দেশিকা অনুসারে এখানে নিম্নলিখিত পণ্য/সরঞ্জাম রয়েছে। সড়ক নির্মাণের জন্য ৭ টি রোড রোলার এবং আবর্জনা বহন করার জন্য ৪ টি ট্রাক রয়েছে। পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অফিস সরঞ্জাম হিসেবে ১ টি ফটোকপি মেশিন এবং ১২ টি কম্পিউটার রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের জন্য ৯ টি মোটর সাইকেল রয়েছে।

২.২.১.২ অর্থনৈতিক অবস্থা

জয়পুরহাটের অর্থনীতি মূলত পার্শ্ববর্তী জেলার অনুরূপ। বিভিন্ন ফসল এই জেলায় উৎপাদিত হয়। চালের মধ্যে আউস এবং বোরো ধানের পরে সবচেয়ে বেশি ফলন হয় আমনের (কৃষি অনুষদ, ২০১৫)। বর্তমানে, এখানে গমের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুটিপোকা উৎপাদনের জন্য তুঁতগাছের চাষ হচ্ছে। মাশকলাই, সরিষা, বার্লি, মটরশুটি, মসুর, খেসারি, মোটর, তিল, পেঁয়াজ, রসুন, ভুট্টা, শাকসবজি ইত্যাদি রবিশস্য এখানে উৎপাদিত হচ্ছে। এখানে আম গাছের পাশাপাশি কাঁঠাল, লিচু ও পেয়ারাও রয়েছে। তাছাড়া এখানে বাঁশঝাড় ও দেখতে পাওয়া যায়।

২.২.১.৩ সামাজিক অবস্থা

যদিও এখানে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি তবুও সকল ধর্মের মানুষ এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এ চার ধর্মীয় গোষ্ঠী পৌরসভাতে বসবাস করছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ না থাকায় সকল ধর্মের লোকই সমানভাবে পৌরসেবাদি ভোগ করে থাকেন। রাজনৈতিক অসন্তোষ বাদে পৌরসভাতে সামাজিক কোন অস্থিরতা নেই।

২.২.১.৪ ভৌত বৃদ্ধি

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জয়পুরহাট পৌরসভার আঞ্চলিক এলাকা ১৮.৬০ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ৬৯,০৩৩, যা নগরায়ন এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের কারণে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার একটি অনুমান করা যেতে পারে যেহেতু নিকটবর্তী এলাকায় আরও উন্নয়নের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ২০১১ সালে মোট ঘনত্ব ছিল প্রতি একরে ১৫ জন এবং ২০৩৭ সালে তা বেড়ে প্রতি একরে ২০ জন হবে।

জয়পুরহাট পৌরসভা অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে গড়ে উঠেছে। ঢাকা-জয়পুরহাট মহাসড়কটি পৌরসভার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। সমস্ত ভৌত উন্নয়ন এই রাস্তার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত, যা এখানকার বাসিন্দাদের ইচ্ছামত সংঘটিত হয়েছে। যমুনা নদীটি পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে চলে গেছে। তবে মাছ ধরা ব্যতীত পৌরসভার অধিবাসীরা এই নদীটি আর কোন কাজে ব্যবহার করেনা। নদীর উভয় পাশে বৃক্ষরোপণসহ রাস্তার উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও পৌরসভাটি বন্যা প্রবণ এলাকায় নেই, তবুও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে পৌরসভাকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা যায়।

পরিকল্পনার প্রস্তুতির সময়ে নগর নকশায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভূমি ব্যবহার বিভাজন করা হয়েছে, যার ফলে পৌরসভার নান্দনিক দৃশ্য বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ওয়ার্ড নং ৫; ফলে এখানে বিভিন্ন সেবার পুনর্বিন্যাসের উপর জোর দিতে হবে। পৌরসভার কেন্দ্রে বিশাল এলাকা জুড়ে খোলা জায়গা আছে, যা বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। শহরতলী এলাকায় কৃষি জমির আধিপত্য দেখা যায় যা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

জয়পুরহাট পৌরসভার ভৌত বৃদ্ধি রাস্তার আকৃতির উপর নির্ভর করে। সদর রোডের মাধ্যমে পৌরসভাটি কালিয়া ও ধামইরহাটের সাথে যুক্ত রয়েছে। এছাড়া নওগা- জয়পুরহাট মহাসড়ক দ্বারা পৌরসভা নওগার সাথে যুক্ত রয়েছে। জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি স্থল বন্দর প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন এই পৌরসভার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পৌরসভার

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল রেলওয়ে স্টেশন, বাটার মোড় ও পাঁচুর মোড় এলাকা। এগুলোকে কেন্দ্র করে নগর পরিষেবাগুলো নির্মাণ করা হয়েছে।

জয়পুরহাট পৌরসভা জাতীয় মহাসড়ক ও রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পানি সরবরাহ, রাস্তা পরিষ্কার, রাস্তার আলো, ডাস্টবিন সুবিধা এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ (পৌরসভা, এলজিইডি ও আরএইচডি দ্বারা নির্মিত) প্রভৃতি নগর সুবিধাগুলি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে। একটি নগর উন্নয়নে সব ধরণের নগর সুবিধা প্রয়োজন। পৌরসভাটি বৃদ্ধি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠার সময় অধিকাংশ নাগরিক সেবার উন্নয়ন করা হয়।

পৌরসভার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ নিম্নভূমি। প্রতি বছর যমুনা নদীর কারণে সেসব অঞ্চলের কিছু অংশ ডুবে যায়। এইসব জমিতে কৃষি ব্যতীত কোন নগর সুবিধা প্রদান করা সম্ভব নয়।

জয়পুরহাট পৌরসভার বৃদ্ধির দিক পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এবং সদর রোডের উভয় পাশে। এই রাস্তা বরাবর জমি তুলনামূলকভাবে উঁচু। পৌরসভার ভৌত বৈশিষ্ট্য ঢাকা-জয়পুরহাট সড়কের অনুরূপ। প্রশাসনিক সদর দপ্তর এবং সমস্ত বিপণন সুবিধা রেলওয়ে লাইনের পূর্ব অংশে অবস্থিত।

রেলওয়ে স্টেশনসহ রেলপথটি পৌরসভাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। পূর্ব অংশটির সাথে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ ভালো। পশ্চিম অংশে যমুনা ও ছোট নদী অবস্থিত এবং পূর্ব অংশে নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য কোনও আউটফল নেই। সদর রোড পৌরসভার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং পৌরসভাকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। ফলস্বরূপ, পৌরসভাটির চারটি পৃথক অংশ তৈরি হয়েছে যার জন্য একটি যৌথ পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।

পৌরসভাতে ভৌত উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। উন্নয়নের জন্য প্রথম এবং সবচেয়ে দরকারী হল এর প্রধান কার্যক্রম সমূহ এবং বিপণন স্থান বিকেন্দ্রীকরণ। একক কেন্দ্রের কারণে ঢাকা-জয়পুরহাট সড়কের আশেপাশে উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্ড নং ১ এবং ৩ এ সকল কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। সদর রোডের উভয় পাশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় স্থানান্তর করলে এলাকাটির দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে। ওয়ার্ড নং ২ এবং ৭ এর কিছু অংশ উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু কার্যক্রম, বিশেষ করে বাণিজ্যিক এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক কর্মকান্ড যদি বিকেন্দ্রীভূত করা যায় তবে পৌরসভার দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে।

ভৌত বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

একটি এলাকার ভৌত বৃদ্ধির সাথে জড়িত চারটি প্রধান কারণ হল:

- জমির মূল্য
- রাস্তার প্রবেশযোগ্যতা (অ্যাক্সেসিবিলিটি)
- আবাসিক বাসস্থান
- জমির উচ্চতা

জিআইএস স্পেসিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন পদ্ধতির সাহায্যে পরামর্শদাতা প্রকল্প এলাকার সম্ভাব্য ভৌত বৃদ্ধির দিক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রাসঙ্গিক মানচিত্র এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে উচ্চ এবং নিম্ন বৃদ্ধি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.২.২ প্রভাব বলয় এবং ক্যাচমেন্ট এলাকা

জয়পুরহাট পৌরসভার প্রভাব এলাকা, কৃষি সামগ্রী এবং পরিষেবা সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে অধিবাসীদের স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে। জয়পুরহাট পৌরসভা থেকে কৃষি পণ্য রংপুর জেলা, রাজশাহী জেলা, দিনাজপুর জেলা এবং ঢাকা জেলায় বাজারজাত করা হয়, যার মধ্যে পোল্ট্রি, চাল এবং সরিষা প্রধান কৃষি পণ্য। এসব ছাড়াও রাজশাহী ও ঢাকা শহরের

বাজারে মাছ বিপণন করা হয়। পৌরসভার অধিবাসীরা এসকল পণ্য বিক্রির জন্য রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা শহরে যাতায়াত করে থাকে।

২.২.৩ প্রতিটি বিভাগীয় কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা সমূহ

ইউটিলিটি সুবিধা এবং পৌরসভার পরিষেবার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলি একটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইউটিলিটি সেবাগুলিতে পানি সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, নর্দমা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপণ সেবা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ইউটিলিটি পরিষেবাদি পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংগঠনগুলি নিম্নলিখিত সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী- ২.৪ বিভাগীয় কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা সমূহ

ক্রমিক নং	বিভাগ	দায়িত্বশীল সংস্থা
১.	বিদ্যুৎ সরবরাহ	গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
২.	পানি সরবরাহ	ডিপিএইচই/পৌরসভা/ব্যক্তিগত
৩.	টেলিযোগাযোগ	বিটিসিএল/মোবাইল ফোন কোম্পানি
৪.	নিষ্কাশন এবং স্যানিটেশন	ডিপিএইচই/পৌরসভা/ব্যক্তিগত
৫.	কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি	পৌরসভা/ব্যক্তিগত
৬.	অগ্নি নির্বাপণ সেবা	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
৭.	ডাক ঘর	ডাক বিভাগ

সূত্রঃ ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ, ২০১৭।

কর্তৃপক্ষ (সারণী ২.৪ এ উপস্থাপিত) প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলির সহায়তা ও সমর্থনে অন্যান্য ভূমিকা পালন করবে। এগুলো হলঃ

- পরিষেবাগুলি যেন যথাযথভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এলাকায় সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা প্রদান।
- প্রতিটি ওয়ার্ডে অনুন্নত এলাকা চিহ্নিত করে এসব এলাকার বাসিন্দাদের পরিষেবা সুবিধা সরবরাহ।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (প্রকল্পের মেয়াদ বা ব্যক্তিগত সংস্থা জড়িত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং তাদের জন্য একটি নির্দেশিকা কাঠামো) অধিবাসীদের চাহিদা অনুসারে পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- বিদ্যমান পদ্ধতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় সেগুলো সমাধান করা।

২.৩ নগর বৃদ্ধি এলাকা সনাক্তকরণ

<u>ভৌত উন্নয়নের প্রকার ও ধারা</u>

এই অনুচ্ছেদটি জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী পৌরসভার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি বিষয়ে অনুসন্ধান করে। ভৌত বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত উপাদানগুলির সময়সীমা বিবেচনা করা হয়েছে ২০১৭ থেকে ২০৩৭ সাল। জনসংখ্যা ও ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিক্ষেপ দেখানো হলেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর নয়। জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য সরকারি নীতি প্রধান অর্থনৈতিক সুবিধা যা এখানে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান স্থানীয় অর্থনীতির প্রভাব বিবেচনা করা হয়েছে। কৃষি, মাছ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি, স্থানীয় ফল এবং শ্রমশক্তির প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

অধিক উন্নত এলাকাঃ ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩ এবং ৭ এর জমি তুলনামূলকভাবে উঁচু (উচ্চতা ২৩ মিটার থেকে ২৫ মিটার)। প্রায় সব সরকারি প্রতিষ্ঠান এসব ওয়ার্ডে অবস্থিত। বর্তমান ভূমি ব্যবহার প্রমাণ করে যে এই এলাকা এবং সংলগ্ন এলাকাগুলি অত্যন্ত

উন্নত। এই এলাকার মধ্য দিয়ে রেলওয়ে লাইন এবং পশ্চিমে যমুনা নদী চলে গেছে, যার আশেপাশে প্রায় সব জমি উঁচু। ওয়ার্ড নং ৩ এর দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ওয়ার্ড নং ৬ এর কেন্দ্রীয় অংশটি অত্যন্ত উন্নত।

মাঝারি উন্নত এলাকা: অধিক উন্নত এলাকা (পূর্বে যেমন বলা হয়েছে) ঘিরে মাঝারি উন্নত এলাকা গড়ে উঠেছে। এগুলোর বেশিরভাগ মূলত ওয়ার্ড নং ৪ এবং ৫ এ রেলওয়ে লাইনের উভয় পাশে গড়ে উঠেছে। মাঝারি উন্নত এলাকার উচ্চতা **১৭** মিটার থেকে **২২** মিটার পর্যন্ত। সদর রোডের উভয় পাশেও এসব এলাকা দেখা যায়।

নিম্ন উন্নত এলাকা: ওয়ার্ড নং ৬, ৭ ও ৮ এর মধ্যে (উচ্চতা **১৫** মিটার থেকে **১৬** মিটারের মধ্যে) রেলপথের পূর্ব দিকে জয়পুরহাট থেকে ঢাকা সড়কের পাশে নিম্ন উন্নত এলাকা বিদ্যমান।

বিচ্ছিন্নভাবে উন্নত এলাকা: নিম্ন উন্নত এলাকার আশেপাশে কিছু বিচ্ছিন্নভাবে উন্নত এলাকা আছে। জয়পুরহাট পৌরসভার অধিকাংশ জমিই উঁচু। এসব এলাকা ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এ পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক উপাদান সমূহ

- পৌরসভার ভূমির উচ্চস্তর এবং খালি জমির প্রাপ্যতা মহাপরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার বিভাজনে সহায়তা করবে। বৃহৎ আবাসিক এলাকায় গ্রামীণ বসতি স্থাপনের চিত্র এবং বাণিজ্যিক এলাকা সহ অন্যান্য এলাকায় অনুচ্চ ভবন নির্মাণ জনসংখ্যার ঘনত্বের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির নির্দেশনা দেয়।
- পৌরসভায় পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা ৪.৪৫, যা জাতীয় গড় ৪.৩৬ এর থেকে বেশি। এটা পৌরসভার উন্নয়নের অন্তরায়, যার কারণে এখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে সহজ হবে না।
- দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা এবং সহজলভ্য জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
- এই পৌরসভায় তালাকপ্রাপ্ত পরিবারের শতকরা হার অধিক। সামাজিক অখণ্ডতা এবং সমন্বয় রক্ষায় পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত জরুরি। তালাকের অধিক হারের ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে সামাজিক পরিবেশ দুর্বল হয়ে যাবে।
- কৃষি জমির প্রাপ্যতা কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এই পণ্যগুলি কৃষি ভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। রাজশাহী শহর, রংপুর শহর ও বগুড়ার নিকটবর্তী হওয়ায় পৌরসভাটি শহরতলী এলাকা হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এইসব এলাকা কৃষি পণ্যের বিপণন সুবিধা প্রদান করবে।
- পৌরসভাটি উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর আশেপাশে কিছু গুচ্ছাকারে উন্নয়নশীল এলাকা দেখা যায়। মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে এই এলাকার সুষম পদ্ধতিতে পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধিত হবে। একই সাথে, ভৌত ও সামাজিক উন্নয়নের সমান্তরাল অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে।
- জয়পুরহাটে ৮০% কৃষি কাঠামো চালকল এবং ২০% অন্যান্য শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যা কৃষিজ শিল্প খাতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝায়। এখানে ৫৮ টি চালকল, ৩টি কুটিরশিল্প কারখানা, ১২ টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৭ টি তেল কল, ১ টি সিমেন্ট কারখানা, ১ টি রাসায়নিক কারখানা, ১ টি ধাতু কারখানা, ১ টি বরফের কারখানা, ৪৩ টি খাদ্য গুদাম এবং ১৪ টি বেসরকারি গুদাম রয়েছে; যা পৌরসভাতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখায়।

২.৪ উন্নয়নের সমস্যা সমূহ

২.৪.১ ভৌত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর বর্ণনা

পৌরসভা গঠন: পৌরসভার ভৌত উন্নয়নে অবকাঠামো তৈরিতে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। রেলওয়ে লাইন এবং জাতীয় মহাসড়ক পৌরসভাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে। রেলওয়ে লাইন পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি অংশ এবং জাতীয় মহাসড়ক উত্তর ও দক্ষিণে দুটি অংশ তৈরি করে। রেলওয়ে লাইন দ্বারা বিভক্ত পূর্ব অংশটি পশ্চিম অংশের চেয়ে নিচু।

পরিবহন: মহাসড়কে স্বাচ্ছন্দভাবে যান চলাচলের জন্য এতে পৃথক লেন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আরও সংযোগকারী সড়কের প্রয়োজন হবে। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে বাস পরিবহনের জন্য রাস্তাগুলি প্রশস্ত করতে হবে। বিদ্যমান সড়কের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ তুলনামূলকভাবে সহজ হবে কারণ কাঁচা কাঠামোগুলি সর্বনিম্ন ক্ষতিপূরণ দিয়ে সহজে স্থানান্তর করা যেতে পারে। বর্তমানে সংকীর্ণ রাস্তা বরাবর অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে খুব কম সংখ্যক পরিবারের জন্য সড়ক ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ঘটছে। দীর্ঘতর রাস্তা নিষ্কাশন সমস্যার সৃষ্টি করে। পানির অবাধ প্রবাহের জন্য সেতু ও কালভার্ট তৈরি করতে হবে।

নিষ্কাশন ব্যবস্থা: জয়পুরহাটে নিষ্কাশন সমস্যা ক্রমবর্ধনশীল। প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা খাল ও নদী দ্বারা গঠিত। মূল কেন্দ্রীয় এলাকাটি বৃষ্টির মৌসুমে পানির নিচে থাকে যা মানুষের প্রতিদিনের কার্যক্রম পরিচালনায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক দুর্যোগ থেকে এলাকাটি বাঁচানোর জন্য পুরো নিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। নিষ্কাশন পদ্ধতির একটি বাস্তবধর্মী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অতএব, নিষ্কাশন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বিডব্লিউডিবির কার্যক্রমগুলি শক্তিশালী হবে এবং সরকারি বা বেসকারি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মাটি ও ভূমিবৃত্তি: জয়পুরহাট বাংলাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি জেলা। এটি নওগা জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এর উত্তরে গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা, পূর্বে বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা এবং পশ্চিমে নওগাঁ জেলা ও ভারত। যমুনা নদী জয়পুরহাট সদর উপজেলা ও পাঁচবিবি উপজেলার মধ্য দিয়ে চলে গেছে।

মাটির প্রতিক্রিয়া বা মাটির পিএইচ হল মাটির অম্লতা বা ক্ষারীয়তার ইঙ্গিত যা পিএইচ ইউনিটে পরিমাপ করা হয়। মাটির গঠনবিন্যাস কাঁদামাটি ও বেলেমাটি ধরণের। মানচিত্র অনুযায়ী, জয়পুরহাট জেলার পিএইচ ১.৫ থেকে ৩.৫ পর্যন্ত হয়ে থাকে। জেলার মাটি মাঝারিভাবে উর্বর, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ফসফেট এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ।

জেলার মাটি প্রধানত যমুনা নদীর বন্যা সমতল দ্বারা গঠিত এবং উত্তর ও পূর্ব অংশ ধুসর কাদামাটি দ্বারা গঠিত। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ অংশগুলি প্রধানত বাদামী শিলালিপির সমন্বয়ে তৈরি। পৌরসভার উত্তর অংশটি কম উর্বর। জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদী হল যমুনা।

জয়পুরহাট পৌরসভার প্রধান মাটি কাদা, কাদামাটি এবং লোম মাটি (৯৮% এলাকা) এবং বেলেমাটি (২% এলাকা)। উপরের এবং মধ্যম অংশের মাটি সাধারণভাবে কাদা ও বেলে মাটির সমন্বয়ে এবং এর নিচের অংশ কাদামাটির। মাটির অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন বৈশিষ্ট্য সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ, মৃত্তিকা থেকে ধীরে ধীরে পানি ভূগর্ভে যায় এবং পানি ১৫ দিনের বেশি সময় উপরিভাগে থাকে না কিন্তু বর্ষাকালে ভেজা থাকে। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ভূ-পৃষ্ঠের পানি নিষ্কাশিত করা হয় এবং রবি ফসল চাষের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

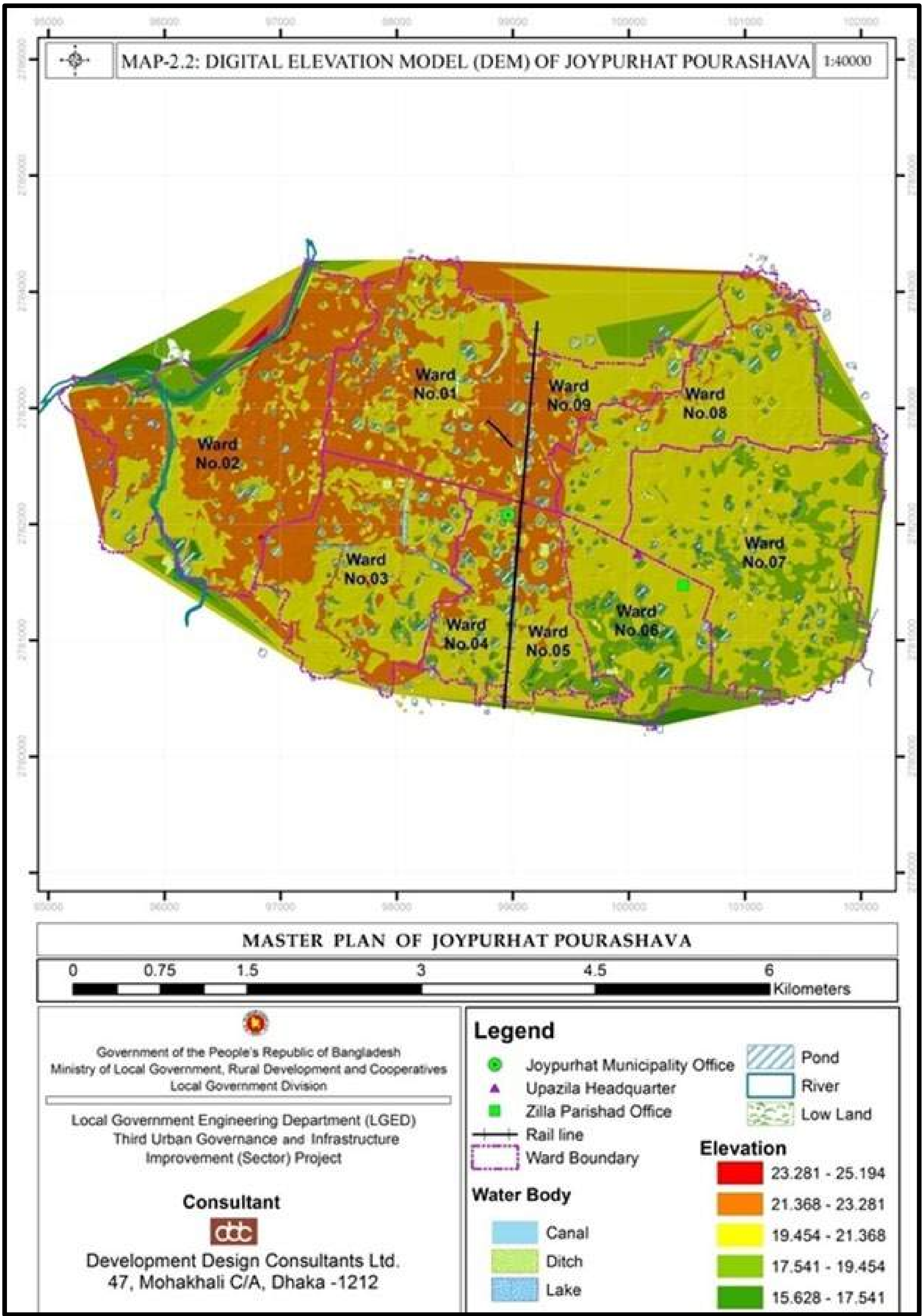

মানচিত্র- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভার ডিজিটাল উচ্চতা মডেল (ডিইএম)

সূত্রঃ পরামর্শক দ্বারা প্রস্তাবিত, ২০১৭

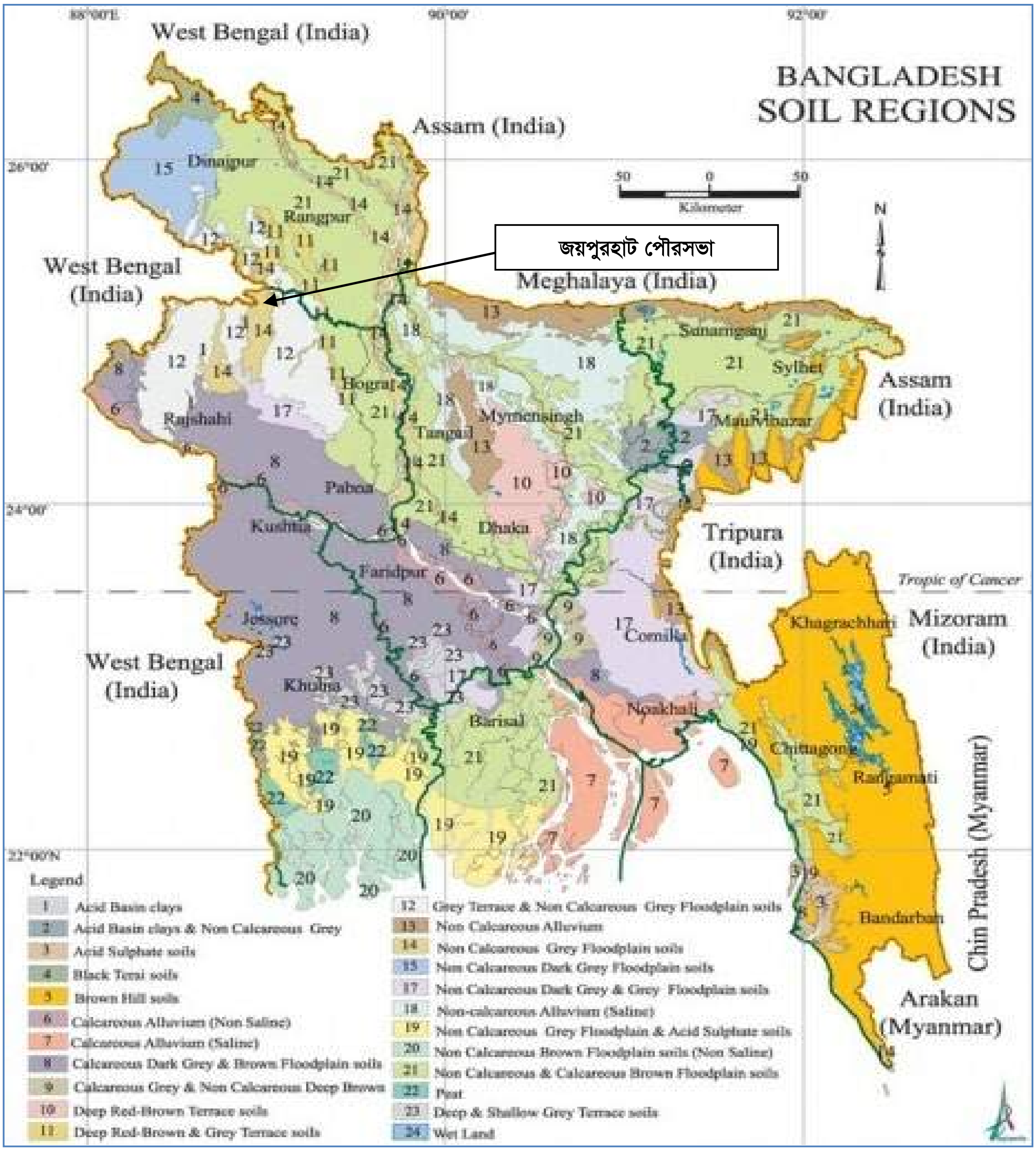

মানচিত্র- ২.৩: জয়পুরহাট জেলার মাটির গঠন

সূত্র: বাংলাদেশ ভূমি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

মাটির সক্রিয়তা

মাটির সক্রিয়তা বা মাটির পিএইচ (PH) হল এর অম্লতা বা ক্ষারীয়তার ইঙ্গিত যা পিএইচ (PH) এককে পরিমাপ করা হয়। মানচিত্র ২.৪ এ বাংলাদেশের মাটির সক্রিয়তা অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

জয়পুরহাট পৌরসভার মাটি বেলেমাটি ও কাদামাটির সমন্বয়ে গঠিত। মানচিত্র অনুযায়ী জেলার কিছু অংশের পিএইচ অনেক বেশি দেখা যায়।

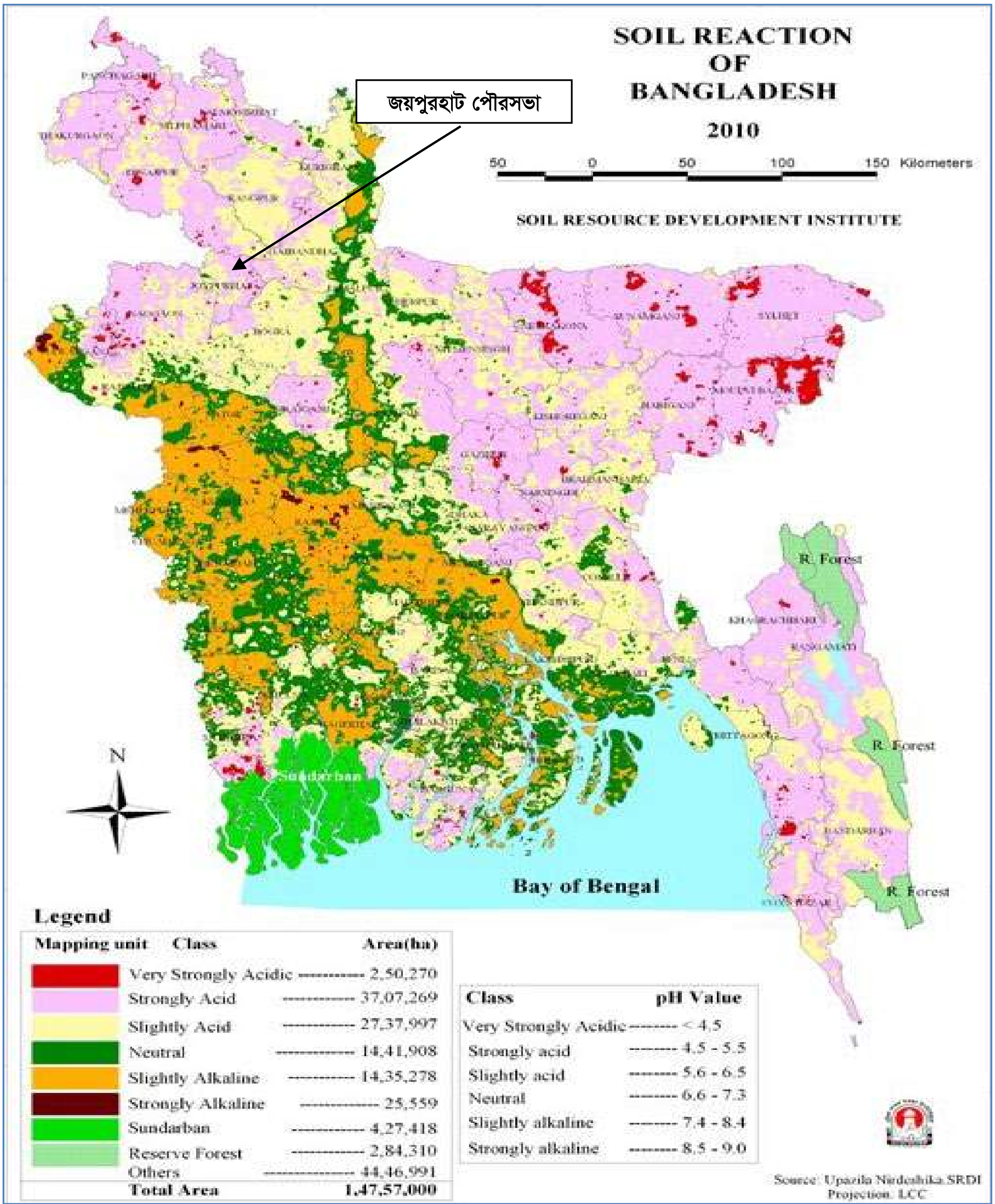

মানচিত্র- ২.৪: জয়পুরহাট জেলার মাটির সক্রিয়তা

সূত্র: বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল হচ্ছে জলবিজ্ঞান, ভূমিবৃত্তি, মাটির ধরণ, জোয়ার-ভাটা, ফসলের প্রকারভেদ এবং ঋতু ভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল একই ধরনের কৃষি এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত এলাকা নির্দেশ করে। এই সমতাটি উপ-অঞ্চলে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আরও লক্ষণীয়। বাংলাদেশের কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চলগুলিতে ভূমিবৃত্তি, মৃত্তিকা, বন্যা প্রবণতা ভেদে ভূমির স্তর ও কৃষি-আবহাওয়া সম্পর্কিত চারটি উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে। মানচিত্র- ২.৫ অনুযায়ী, জয়পুরহাট অঞ্চল-২৮ এর মধ্যে পড়েছে, এতে জৈব এবং অজৈব পদার্থ থাকে এবং তরল এবং গ্যাসীয় পর্যায়ে যথাক্রমে পানি

ও বায়ু থাকে। এখানকার মাটি গাঢ় ধূসর কাদামাটি ও পিট মিশ্রিত। উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোর (Criteria) ভিত্তিতে মাটির গড় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হয়। এ অনুযায়ী সমস্ত জমি মাঝারি উচ্চ ভূমি।

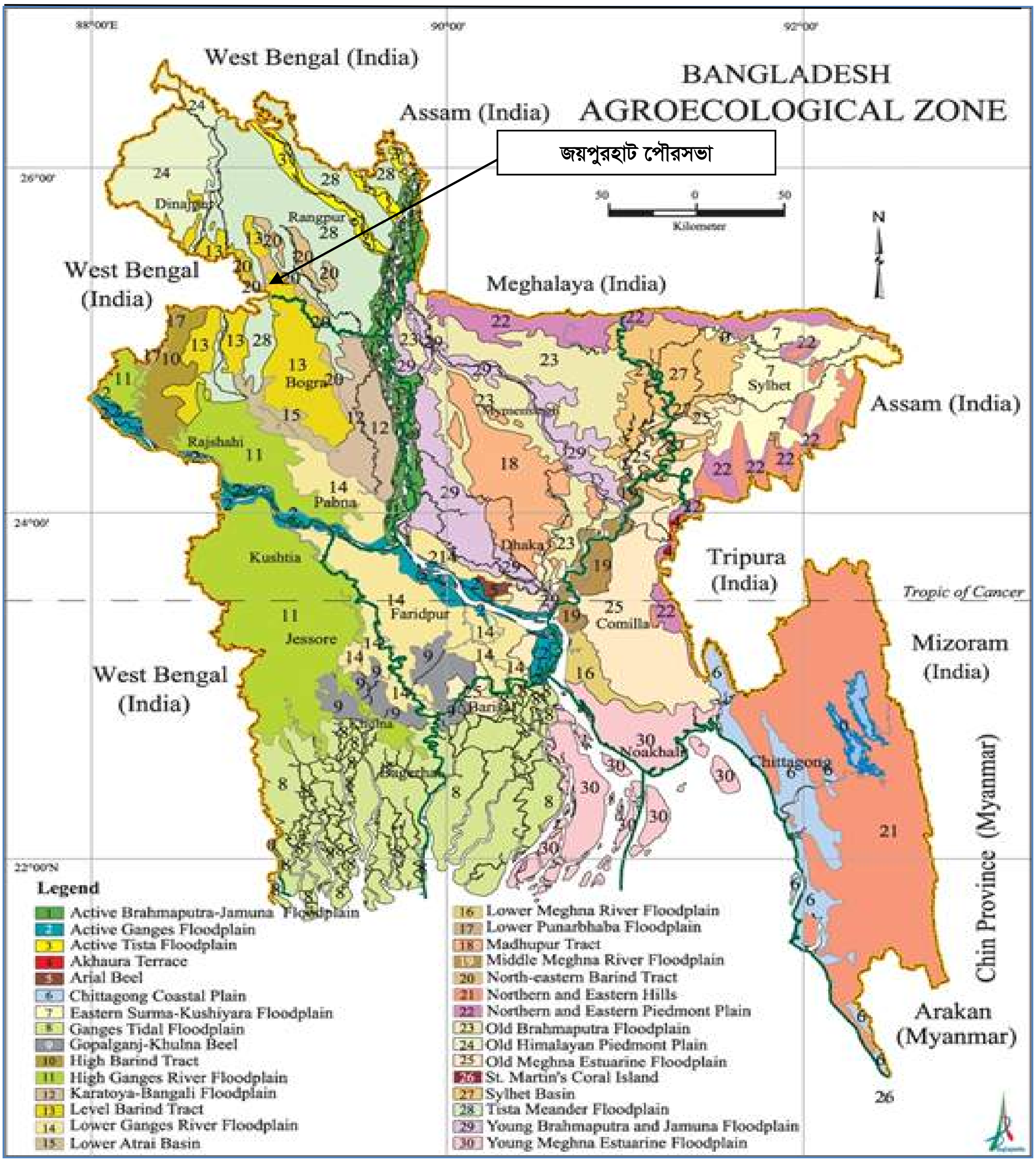

মানচিত্র- ২.৫: জয়পুরহাট জেলার কৃষি-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২০১৭।

<u>বিচ্যুতি রেখা (ফল্ট লাইন):</u> বাংলাদেশের উত্তরে তিস্তা লাইনামেন্ট এবং ডাউকি ফল্ট লাইন নামে দুটি ফাটল রেখা রয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উত্তর অংশটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলগুলির চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। মানচিত্র- ২.৬ অনুযায়ী, জয়পুরহাট ভূমিকম্পের জন্য মধ্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। জয়পুরহাট বা রাজশাহী বিভাগে কোন ফাটল রেখা নেই। তিস্তা লাইনামেন্ট নামক ফল্ট লাইনটি ডাউকি ফল্ট লাইনের তুলনায় জয়পুরহাটের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। পৌরসভাটি মধ্যম ঝুঁকি অঞ্চলে অবস্থিত।

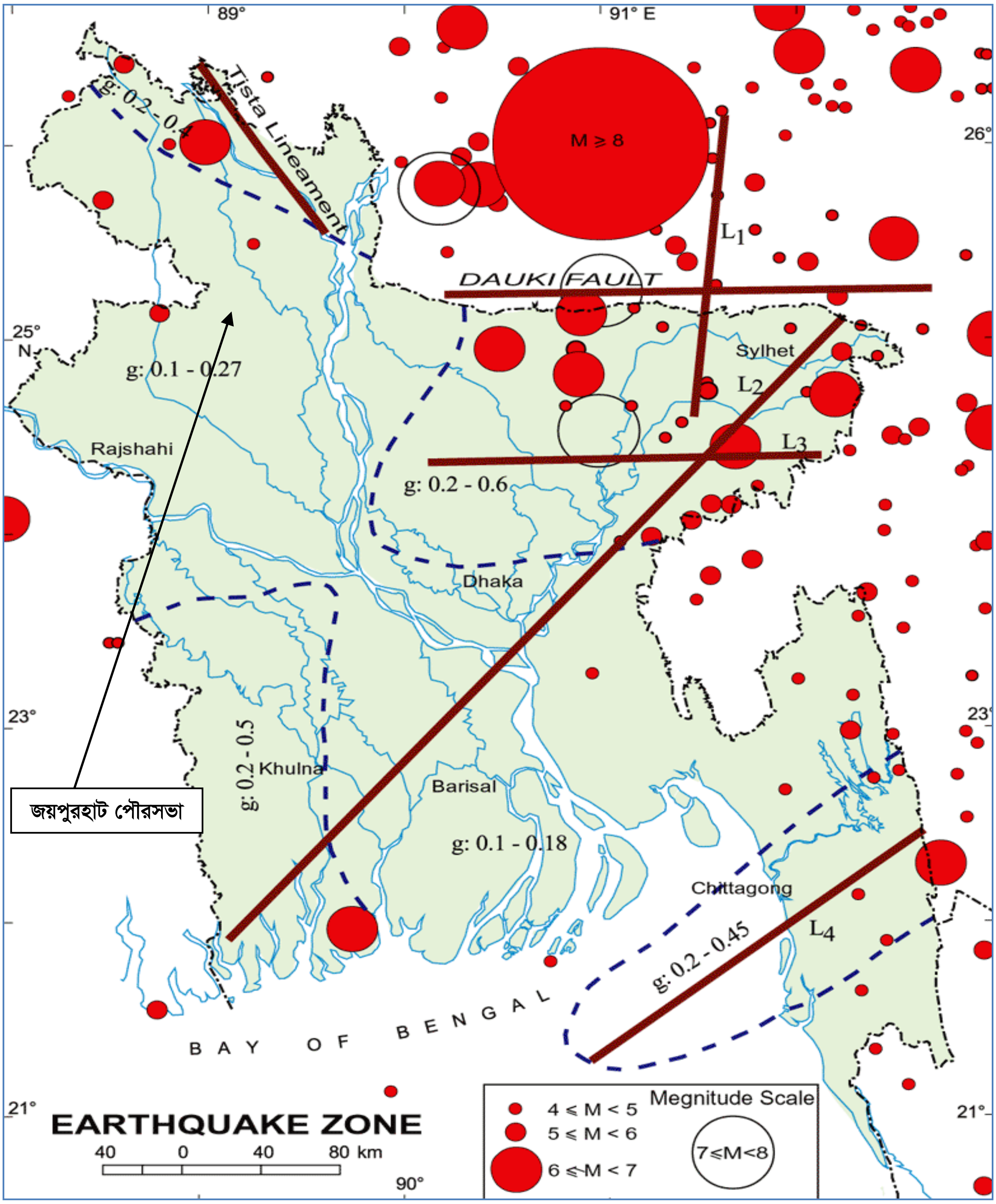

মানচিত্র- ২.৬: জয়পুরহাট জেলার নিকটবর্তী ফাটল লাইনের অবস্থান

সূত্র: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ২০১৭।

২.৪.২ সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সনাক্তকরণ ও বর্ণনা

সামাজিক-অর্থনৈতিক জরিপে উত্তরদাতাদের দ্বারা সনাক্ত করা বেশ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে যা সমাধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শহরের নিষ্কাশন সমস্যাগুলি অতিদ্রুত প্রতিরোধ ও সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এটি নগরায়ণের ফলে অনিশ্চিতভাবে বেড়ে যাবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় প্রশস্ত রাস্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে কারণ সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলি যান চলাচলের জন্য অপ্রতুল। যান চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতে বিঘ্ন এড়াতেট্রাক টার্মিনাল সুবিধা ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

বর্তমানে পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিপদজনক নয়। তবে যমুনা নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য এবং কারখানার তরল বর্জ্য নিক্ষেপণ মানুষের জন্য হুমকির সৃষ্টি করবে। এর ফলে পরিবেশ বিপর্যয়, বার্ষিক আকস্মিক বন্যা সহ জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসের জন্য শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সকল সমস্যা এবং অন্যান্য যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়নি তা পৌরসভার প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। উৎপাদন খাতে পুঁজির বিনিয়োগ হচ্ছেনা। এ সমস্যা সমাধানে পরামর্শকগণ স্থানীয় অর্থনীতিতে নিম্নবর্ণিত কিছু মৌলিক বাধা চিহ্নিত করেছেন।

প্রথমত, স্থানীয় ধনী শ্রেণীর মধ্যে কম সংখ্যক উদ্যোক্তা রয়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে, পরিকল্পনা এলাকাটি রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরে এবং দেশের মধ্য-পশ্চিম অংশে হওয়ায় কাঁচামাল এবং পণ্য পরিবহন খরচ অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের কোন সরকারি উদ্যোগ বা পদ্ধতি নেই। ব্যাংকের সুদ খুবই কম, তাই ধনী ব্যক্তি ব্যাংকে বিনিয়োগের আগ্রহ বোধ করেন না, যা মূলধন গঠনে বাধা দেয়।

তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক কাঠামো ইঙ্গিত দেয় যে, পরিকল্পনা এলাকায় পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার প্রচারের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রসারের নীতি নির্দেশিকাগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

চতুর্থত, পৌরসভায় শিক্ষাগত এবং বিনোদন সুবিধা অপ্রতুল। অধিবাসীদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদনমূলক সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সরকারি খাতে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রয়োজন।

জরিপকৃত পরিবারগুলির আয়ের উৎস সম্পর্কে জানা যায় যে বেশিরভাগ উত্তরদাতারা বাড়ি ভাড়া (৪.২৫%), সেবা (৪০.৫%), ব্যবসা (৩৯.৭৫%), রেমিটেন্স (১%), শ্রম (১৯.৭৫%) এবং অন্যান্য (ফিরতি তহবিল ইত্যাদি) (২১.৫০%) মাধ্যমে জীবনধারণ করে। জয়পুরহাট পৌরসভায় বেকারত্ব একটি বড় আর্থ-সামাজিক সমস্যা। পেশাদার/কর্মসংস্থান দক্ষতার অভাবে অনেকেই অন্য বিকল্প কম বেতনের অথবা মৌসুমী চাকরি করে। তবে এটি দেখা যায় যে, জয়পুরহাটে চুনাপাথর শিল্পে মানুষের কাজের সবচেয়ে বড় সুযোগ আছে। যেহেতু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি বড় সমস্যা, নিম্ন আয়ের মানুষ এসব কারখানায় কাজ করে উপার্জন করতে পারে।

২.৪.৩ পরিবেশগত সমস্যা সনাক্তকরণ ও বর্ণনা

জয়পুরহাট পৌরসভায় পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কম। কিছু পরিবেশগত সমস্যা দেখা দেয় যা নিচে আলোচনা করা হল।

জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবেশ গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিক এবং শীতকালে অনেক ঠান্ডা, বৃষ্টিপাত বেশী। পৌরসভায় তিনটি প্রাকৃতিক খাল এবং একটি নদী রয়েছে যা প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রধান উৎস। এগুলো নিষ্কাশন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য পর্যাপ্ত মনুষ্য সৃষ্ট নর্দমার প্রয়োজন। পরিকল্পনা এলাকায় **১৬** টি লাল শ্রেণীর শিল্প কারখানা রয়েছে। এদের কারণে বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে যাবে, যা এই পৌরসভার জন্য একটি সমস্যা। যমুনা নদী জনগণের জন্য কোনো হুমকির সৃষ্টি করে না।

প্রাকৃতিক নিষ্কাশন: ড্রেনেজ জরিপের সময় স্থানীয় জনগণ, মেয়র, পৌরসভা কর্মী ও কাউন্সিলরদের সহায়তায় জয়পুরহাট পৌরসভার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে যমুনা নদী, ছোট নদী এবং কিছু খাল চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পৌরসভার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা খাল ও নদীর সমন্বয়ে গঠিত। সামগ্রিকভাবে, খাল ও নদী যথাক্রমে ৪.৭৫ একর এবং ৩৭.৮৮ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত।

মনুষ্য সৃষ্ট নর্দমা: পাকা নর্দমা এবং কাঁচা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৯.৮১ কিলোমিটার এবং ১.১৮ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৯৯% এর উপরে পাকা নর্দমা। ঢাকনাযুক্ত নর্দমাগুলির অবস্থা করুণ। মনুষ্যসৃষ্ট নর্দমা দুই ভাগে বিভক্ত- মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি। জরিপে দেখা যায়, ৮৮% পাকা নর্দমা টারশিয়ারি পর্যায়ের এবং অবশিষ্ট ১২% মাধ্যমিক পর্যায়ের।

কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি: জয়পুরহাট পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খুবই অপ্রতুল। চারটি বর্জ্য সংগ্রাহক ট্রাক এবং ২২ টি বর্জ্য সংগ্রাহক ভ্যান প্রতিদিন ২২.৫ মেট্রিক টন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়। হাসপাতালের বর্জ্য তাদের নিজস্ব ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে। কাঁচাবাজারের বর্জ্যগুলি কাছাকাছি ডাস্টবিনে বা খালি জায়গায় ফেলা হয়। পৌরসভায় ২.৯০ একর বর্জ্য নিষ্পত্তির জায়গা আছে। ১০৪ টি ডাস্টবিনের মধ্যে ৯৪টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী, যার মধ্যে ২৪ টি নষ্ট এবং ৮০ টি ভাল অবস্থায় রয়েছে। পৌরসভা তার বর্জ্য নিষ্পত্তি কার্যক্রম দ্রুততর করার জন্য কিছু নতুন নিষ্পত্তি ট্রাক এবং ভ্যান কেনার পরিকল্পনা করছে।

পৌরসভায় ৪১.২৫% পরিবার পৌরসভা দ্বারা সরবরাহকৃত কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তিকরণ সেবা ব্যবহার করে, এদের মধ্যে ৮৯.০৯% পরিবার সন্তুষ্ট, ১০.৯১% পরিবার সন্তুষ্ট নয়।

পানি দূষণ: বেশিরভাগ পরিবার বাড়ির নিয়মিত ব্যবহার যেমন পান, রান্না, স্নান এবং ধোওয়ার কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করে। অনেকে একই উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত পাইপের পানি ব্যবহার করে। উত্তরদাতাদের মধ্যে যেসব পরিবারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে, তাদের মধ্যে ৪৮.২৮% উল্লেখ করে যে, পানির সরবরাহ দিনে দুইবার, ৪১.৮৭% প্রতিদিন তিনবার উল্লেখ করেছে। প্রায় ৪০% পরিবার লোহার উপস্থিতির কারণে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট নয়।

২.৪.৪ সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশিকা

সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) হল বিপর্যয় দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি থেকে প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশ্লেষণে ব্যবহৃত ধারণাটি স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে এটিকে বিপর্যয়ের প্রতিকূল প্রভাবগুলি থেকে সময়সম্মত ভাবে 'ফিরিয়ে আনতে' সক্রিয় ক্ষমতা ও অবস্থার পরিবর্তনগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে, এবং এর ফলে এটি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। সহনশীলতা প্রাকৃতিক বিপদের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়গুলির গতিশীলতা বোঝার একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নগর এলাকায় সহনশীলতার ধারণা প্রয়োগ করার জন্য প্রথমে এটি স্বীকৃত হতে হবে যে শহর এলাকাগুলি বিকাশ এবং বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী গতিশীল ব্যবস্থা যা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় বা চাপের মুখেও বৃদ্ধি পায়। অতএব নগর সহনশীলতা, নগরের বিপর্যয় ও চাপের মুখে অপরিহার্য নগর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য নগর ভিত্তিক অবকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থাগুলির ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে পরিবর্তিত হয়। এটি বিপর্যয় ও চাপের প্রস্তুতি এবং বিপর্যয় পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৌরসভা ও এর অধিবাসীদের সক্ষমতাকে বুঝায়।

পরিবেশের পরিবর্তনে পৌরসভার ঝুঁকির মাত্রা জলবায়ু সম্পর্কিত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি এবং তীব্রতা, সেইসাথে স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাব এবং দুর্যোগের পূর্বাভাস ও মোকাবিলায় স্থানীয় দক্ষতার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো, পাশাপাশি যথাযথ অবকাঠামোর কার্যকারিতা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর প্রভাবে সম্প্রদায়ের সহনশীলতা কতটুকু তা জানতে স্থানীয় অভিযোজন ক্ষমতা বুঝতে হবে। এগুলো হল-

- পৌরসভার অবস্থান;
- পৌরসভার অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক তাৎপর্য;
- নগরায়নের গতিবিধি;
- জলবায়ুর প্রভাব এবং বিপর্যয়ের ঝুঁকি;
- জনসংখ্যার গতিবিধি এবং বৈশিষ্ট্য;
- মৌলিক অবকাঠামো এবং সেবার মাত্রা;

- কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা;
- সম্পদের প্রাপ্যতা।

অভিযোজন একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া যা সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কৌশলগত অভিযোজন প্রতিক্রিয়ার একটি প্রাথমিক ধাপ সৃষ্টি হয়। নগর এলাকার পরস্পর নির্ভরশীল অবকাঠামো ও পরিষেবাসহ এর অভিযোজন কৌশলের দুটি দিক জড়িত। এগুলো হল-

১. কাঠামোগত হস্তক্ষেপ যা সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকে সীমিত করে, যেমন নদীতে বাঁধ উন্নয়ন বা একটি সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
২. জনসংখ্যার নতুন ঝুঁকি ও চাপের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘবে বিদ্যমান নগর ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে ব্যবহৃত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা কাঠামো এবং বিল্ডিং কোড জনগণ কর্তৃক বর্তমান অবকাঠামো ব্যবহারের মাত্রা ও অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা যা জনসংখ্যার ঝুঁকির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখে।

সহনশীলতার পরিমাপ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি অপসারণের পদ্ধতি চিত্র- ২.১ এ দেখানো হয়েছে।

২.৪.৫ নির্ধারিত বাঁধা এবং ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যবস্থা

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভারী বৃষ্টিপাত, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রভৃতি জয়পুরহাট পৌরসভার কেন্দ্রীয় নগর এলাকায় প্রভাব ফেলতে পারে। এসব প্রভাবের ফলাফল প্রধানত বর্ধিত বৃষ্টিপাত, বন্যা, বৃষ্টিবাহিত জলাবদ্ধতা এবং অত্যধিক তাপমাত্রা। বর্ষা মৌসুমে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যার আশংকা থাকে। এটি মৎস্য ও পানি সরবরাহে প্রভাব ফেলবে এবং নগর পরিবহন অবকাঠামো, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জলাবদ্ধতা, কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং শক্তি সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত বাঁধাগুলিকে আরও বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া, জয়পুরহাটের বাস্তুতন্ত্র (জলাশয়, পানির উৎস, জীব বৈচিত্র্য) এবং অবকাঠামো হ্রাস পাবে। এটি জনসংখ্যার উপর ঝুঁকির মাত্রা প্রত্যাশিত স্তরের তুলনায় বাড়িয়ে তুলবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পানির চাহিদা বাড়াবে এবং বিটুমিনাস রাস্তাগুলির ক্ষতি সাধন করবে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি শহরের অধিকাংশ অস্থায়ী ভবনগুলোকে ধ্বংস করবে। যার ফলে পরোক্ষভাবে নিম্ন আয়ের পরিবারে অতিরিক্ত আর্থিক চাপের সৃষ্টি হবে। জলবায়ুর চূড়ান্ত প্রভাবগুলির মাত্রা এবং তীব্রতা, নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট বাস্তুসংস্থানের সংযোগ এবং জনসংখ্যা ও সম্পদের ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুঁকির মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

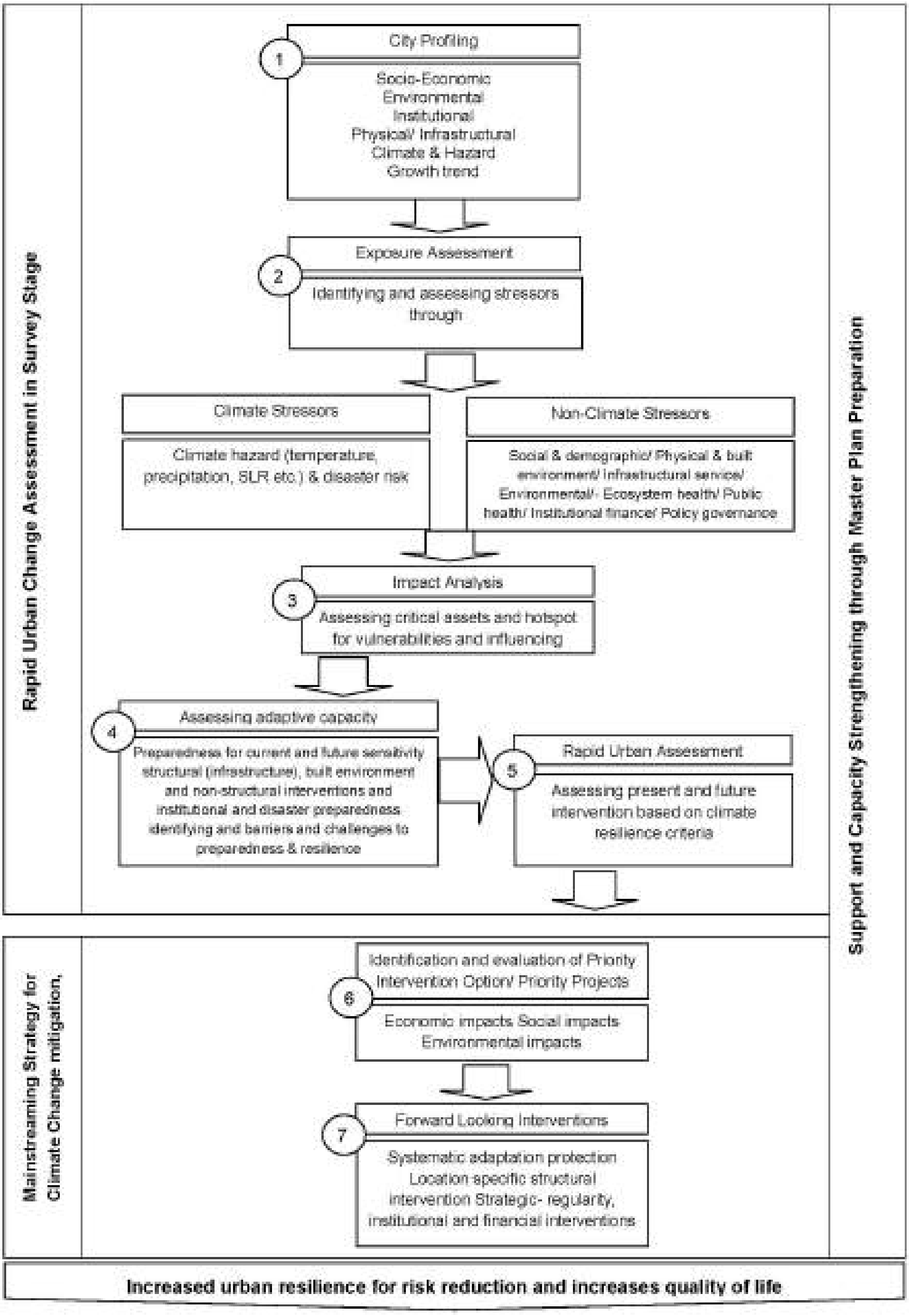

চিত্র- ২.১: সহনশীলতার পরিমাপ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি অপসারণ পদ্ধতি

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক তৈরিকৃত, ২০১৮

অধ্যায়- ০৩: প্রবিধান ও নীতি

৩.১ প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতি এবং প্রবিধানসমূহ

৩.১.১ প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতিসমূহ

জাতীয় নগরায়ণ নীতি

জাতীয় নগরায়ণ নীতির লক্ষ্য হল টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করতে নগরায়ণের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি বিধান করা এবং একইসাথে এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা। এক্ষেত্রে নগরায়ণের বিস্তার এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের সংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরী। জাতীয় নগরায়ণ নীতির মূল্য উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- ব্যাপক উন্নয়ন এবং উচ্চক্রমিক কাঠামোগত নগর ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্চলিক ভারসাম্যমূলক নগরায়ণ নিশ্চিত করা।
- উপযুক্ত আইনী কাঠামো এবং অবকাঠামো প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং গৃহায়ণ ও নাগরিক সেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা।
- নগরের পরিবেশ বিশেষ করে জলাশয়ের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান এবং যথাযথ ক্ষমতা, সম্পদ ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা যাতে তারা পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও সেবা প্রদান এবং আইনী কর্মকান্ড কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের সকল শ্রেণীকে অন্তর্ভূক্ত করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বৈচিত্র্যময় জীবিকার সুযোগ, মালিকানার নিশ্চয়তা এবং ক্রয়ক্ষম মৌলিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের সামাজিক অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পুরুষ, মহিলা, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখা।
- অপরাধ ও সহিংসতা হ্রাসে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- নগরসমূহের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ এবং এগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা।
- নগর ও পল্লী এলাকায় টেকসই উন্নয়নে সহায়কের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরিচালন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন।
- স্বচ্ছতা বাড়িয়ে এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন নিশ্চিত করা।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

বাংলাদেশ ভূমি ব্যবহার নীতি প্রনয়ণ ও জারী করা হয়েছে ২০০১ সালে। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিচারে কৃষি জমির অ-কৃষি ব্যবহার প্রতিরোধ করা, কারণ এতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে পড়তে পারে। আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প ও আর্থ-সামাজিক ব্যবহারের সম্প্রসারণ কৃষি জমি হ্রাস করে। এই নীতির মাধ্যমে সরকার গুচ্ছ নগরায়ণ এবং আনুভুমিকের বদলে ভবনের উলম্ব সম্প্রসারণ উৎসাহিত করেছে।

উদ্দেশ্য

ভূমি ব্যবহার নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জনগনের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি জমির নির্বিচারে অ-কৃষি ব্যবহারের সাম্প্রতিক প্রবণতা নিষিদ্ধ করা।
- বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ভূমির প্রকৃতি অনুসারে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে ভূমি বিভাজন ব্যবস্থা আরোপ করা।
- নদী, হাওড় অথবা সাগরের পলি পড়া জমির উপর ভূমিহীন জনগনকে পুনর্বাসিত করা।
- ভবিষ্যত ভৌত উন্নয়ন কর্মকন্ডের জন্য খাস জমি সংরক্ষণ করা।
- বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভূমিহীনতা ও দারিদ্র বিমোচনের অনুকূলে ভূমি ব্যবহার করা।
- ভূমি দুষণ নিয়ন্ত্রণ করা।
- ভূমির স্বল্প ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনে বহুতল ভবন নির্মান করা।

জয়পুরহাট পৌরসভার প্রায় ৫২% ভূমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। ভূমি ব্যবহার নীতি অনুসারে এসব ভূমি কৃষির জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। এধরনের সংরক্ষণে ভূমি ব্যবহার নীতিতে নির্দেশিত কয়েকটি নির্দেশনা বিবেচিত হবে, এগুলো হচ্ছে– ভূমিহীন জনগনের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিতরণের জন্য খাস জমিকে প্রাধান্য দেওয়া।

জাতীয় গৃহায়ণ নীতি, ১৯৯৩

মানব বসতির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবাসনকে বাংলাদেশ সরকার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৮ সালে গৃহীত “২০০০ সালের মধ্যে বিশ্ব বসতি কৌশল” বাস্তবায়ন ও সফল করার জন্য সংস্থাটি সকল দেশের সরকারকে নিজ নিজ দেশের জন্য জাতীয় গৃহায়ণ নীতি প্রণয়নের আহবান জানায়। উক্ত আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা, ২০০৪ প্রবর্তন করে।

দেশে আবাসন সংকট একটি অন্যতম সমস্যা। বিপুল সংখ্যক গৃহহীন পরিবার ছাড়াও বসতি ও অবৈধ ঝুপড়ি বসতি দ্রুত বাড়ছে, ভূমি ও নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়ি ভাড়া ধারণাতীত বাড়ছে, বিপুল জনসংখ্যার জন্য পানি ও সেনিটেশনসহ মৌলিক নাগরিক সেবার অপ্রতুলতাজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের জন্য ক্রয়যোগ্য ও পর্যাপ্ত আবাসনের ঘাটতি প্রকট হচ্ছে। ১৯৯১ সালের হিসেব অনুযায়ী গৃহায়ণ ঘাটতির পরিমান ছিলো প্রায় ৩১ লক্ষ, যার মধ্যে ২১.৫ লক্ষ পল্লী অঞ্চলে এবং ৯.৫ লক্ষ নগরাঞ্চলে যার অধিকাংশ কাঁচা ও পরিষেবা বিহীন কাঠামো। ২০০০ সালের মধ্যে আবাসন সংকট ৫ মিলিয়ন ইউনিট ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ন বাড়ী, পরিচর্যার অভাব এবং বাসিন্দাদের দারিদ্রতা ও অবহেলার কারণে গৃহায়ণের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

উদ্দেশ্য

জাতীয় গৃহায়ণ নীতির উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে:

- সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য গৃহায়ণ সহজলভ্য করা এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠির জন্য নগর ও পল্লী এলাকাসমূহে গৃহায়ণ ত্বরান্বিত করা। এক্ষেত্রে অনগ্রসর, দু:স্থ ও আশ্রয়হীন দরিদ্র মানুষেরা সর্বোচ্চ অগ্রধিকার পাবে।
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠির জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উপযুক্ত স্থানে ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

- বসতি গড়ে তোলা, অবৈধ নির্মাণ, দখল ও ঝুপড়ির মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস করার লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল গঠন এবং বিদ্যমান গৃহায়ণ ব্যবস্থার পরিবেশগতভাবে উন্নয়ন অথবা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেগুলিকে উপযুক্ত স্থানে পুনঃস্থাপন করা।
- দুর্যোগ পীড়িত এবং অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্বাসন করা।
- ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও অন্যান্য আর্থিক যোগান এবং উপযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে গৃহায়ণের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা।
- গৃহায়ণ কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সামগ্রী ও নির্মাণ কৌশলে উৎসাহী করা এবং কাঠ, বাঁশ ও ঘাসের মতো বনজ নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামাল ভিত্তিক বিকল্প ও টেকসই নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়াস চালানো।
- গৃহায়ণের স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামো গড়ে তোলা।
- বিদ্যমান আবাসিক এলাকার বৈশিষ্ট্য, গুনগতমান এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও বিকাশ।
- দেশের উদ্ভূত গৃহায়ণ চাহিদা ও সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে নিত্য নতুন কৌশল গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সময়ের সাথে নীতির সংস্কার করা।
- গৃহায়ণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কর্মমুখী গবেষণা পরিচালনা করা এবং ব্যয় ও ভাড়া হ্রাসকরণে সহায়তা প্রদান করা।

পল্লী গৃহায়ণ

জয়পুরহাট পৌরসভা হচ্ছে গ্রামভিত্তিক নগর এলাকা। এখানকার পল্লী বৈশিষ্ট্য গৃহায়ণ খাতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। গৃহায়ণ নীতিমালার ৫.৯ ধারায় পল্লী গৃহায়ন উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত পদক্ষেপসমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে:

- উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে পল্লী নিবাসসমূহের অনাবশ্যক অপসারণ পরিহার করা এবং অপরিহার্য ক্ষেত্রে পূর্ণ কমিউনিটি সম্পৃক্ততাসহ নিবাসসমূহের যথাযথ পুন:স্থাপন করা।
- বাস্তুভিটার আগ্রাসনে কৃষিভূমির বিলীন হ্রাস করতে হবে। পল্লীর বাস্তুভিটাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পল্লী এলাকাসমূহে খাস জমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘আদর্শ গ্রাম’ কর্মসূচির মতো অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- বিদ্যমান ও নবগঠিত বসতিতে পানি সরবরাহ, সেনিটেশন, বিদ্যুৎ, সড়ক ও অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামোগত সেবা প্রদানের সমন্বিত প্রয়াস।
- ঋণ প্রদান, যথাযথ প্রযুক্তির প্রসার ও আবাসন উন্নয়নের সেবা সুবিধায় সহায়তা প্রদান।
- যথাযথ ঋণ সুবিধা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বর্ধিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ, যাতে আবাসন খাতে মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠির, বিশেষত নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের চাহিদার প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে এনজিও ও সিবিওসমূহের পূর্ণ সহযোগিতায় পল্লী গৃহায়ণ প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ। জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সংস্থা সমূহের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- গ্রামীণ সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আবাসিক এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও পল্লী গৃহায়ণের উন্নয়ন তৎপরতাকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) কার্যক্রম এবং অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা।

বসতি ও ঝুপড়িসমূহ

গৃহায়ণ নীতিমালার ৫.১০ ধারায় বসতি ও ঝুপড়িসমূহের বিবরণ রয়েছে। বসতি ও ঝুপড়ির পরিবেশের শোচনীয় অবস্থা সেখানকার বাসিন্দাদের ও পার্শ্ববর্তী এলকাসমূহের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি করে থাকে। এসব এলাকা পৌরসভা শহরে

হতে পারে। নগরায়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে উপার্জন সহায়তা ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ নগর এলাকায় নতুন করে বসতি গড়ে ওঠা প্রতিরোধকল্পে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে:

- যথাস্থানে উন্নয়ন, বসতি পুনর্নির্মাণ ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বসবাসের অধিকার প্রদানসহ প্রগতিশীল গৃহায়ণ উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা এবং জনস্বার্থের প্রয়োজনে জমিতে জবরদখলকারী বসতি কাঠামোসমূহের পুন:স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বসতি ও অন্যান্য বসতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য পানি সরবরাহ, সেনিটেশন ও অন্যান্য মৌলিক সেবার সংস্থান বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় বসতি ও ঝুপড়িতে সুবিধাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ সেবা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ বসতি ও দখলীকৃত বসতি কাঠামোসমূহের ভৌত সুবিধার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- গৃহহীন ও ফুটপাথ বাসিন্দাদের জন্য নৈশকালীন আশ্রয় ও সরকারি শৌচাগার সুবিধা প্রদান করা।

অবকাঠামো

গৃহায়ণ নীতিমালার ৫.২ ধারায় গৃহায়ণ সংক্রান্ত অবকাঠামোসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব অবকাঠামোর অধিকাংশই গৃহায়ণ নির্মাণ ও মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আবশ্যক। গৃহায়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করা হয়েছে:

- ক্রমবর্ধমান ভূমি চাহিদা মোকাবেলায় এবং বিভিন্ন বসতি কাঠামোয় সেবাসুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
- অপ্রধান, মধ্যম সারির ও ছোট শহরের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ ও উদ্যোগসমূহ বিকেন্দ্রীকরণের নীতির মাধ্যমে সমন্বিত নগরায়ন গড়ে তোলা যাতে করে মহানগরগুলোর উপর চাপ কমানো যায় এবং গৃহায়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ও বনভূমির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ ও সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় অপ্রধান ও মধ্যম সারির শহরগুলোকে নিকটস্থ পল্লী এলাকাসমূহ ও বাজার কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে এতদ্বঅঞ্চলের সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বৃহত্তর শহরগুলোতে অভিবাসন হ্রাস করা।
- সমগ্র পল্লী ও নগর এলাকার বাসিন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহনযোগ্য পানির সরবরাহ ও মৌলিক সেনিটেশন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ উদ্যোগ গ্রহণ।
- জনগনের বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ উদ্যোগ গ্রহণ।
- সাশ্রয়ী, ক্রমোন্নয়নযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।
- সাধারণ মানুষ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, এনজিও ও সিবিওসমূহের অংশগ্রহণ অথবা অবকাঠামো ইজারার অভিনব ব্যবস্থার ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি সহায়তা প্রদান।
- অবকাঠামো সংক্রান্ত বিনিয়োগের পর্যাপ্ত ব্যয় নির্বাহ, সেবাসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারি সহায়তা প্রদান।
- উন্নয়ন কর্মসূচির কাঠামোর আলোকে সেবাসমূহের ধরণ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনগণের উদ্যোগের স্বীকৃতির সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল

গৃহায়ণ কৌশলাদির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছেঃ

- জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র একটি খাত হিসেবে গৃহায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- গৃহায়নে সরকারের ভূমিকা হচ্ছে মুলতঃ সহায়তা করা অথবা সক্ষমতা প্রদান। সরকার ভূমি প্রাপ্তি, অবকাঠামো, সেবাসমূহ ও ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি, এবং বিশেষত নিম্ন ও মধ্যম আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠির জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নির্মাণ সামগ্রী প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং গৃহায়ন সংক্রান্ত অর্থ প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে অবদান রাখবে; তবে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত মূল কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব বর্তাবে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, সাধারণ জনগণ ও এনজিওসমূহের উপর।
- ব্যক্তিগত সামর্থ্য, সঞ্চয়, স্ব-সাহায্য এবং খরচ কমানোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আয়ের উৎস সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে আবাসন ঋণ, ব্যাবসা, কর্মশালা ও অন্যান্য সুবিধার জন্য স্থান সংকুলান প্রভৃতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- নতুন গৃহায়ণের পাশাপাশি বিদ্যমান আবাসিক গৃহসমূহের উন্নয়ন ও পুন:নির্মাণের উপর সরকার অগ্রাধিকার প্রদান করবে।
- সরকারি জমি দখল এবং অননুমোদিত নির্মাণ কাজ অনুৎসাহিত করা হবে।
- গৃহ নির্মাণে কঠোরতা গ্রহণ এবং নির্মাণ ব্যয় হ্রাস করা, মিতব্যয়ী নির্মাণে উৎসাহ প্রদান, গৃহ নির্মাণে কিস্তি ভিত্তিক সহায়তা দেওয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন ব্যয়ে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- বনজ সম্পদ ভিত্তিক নির্মাণ সামগ্রীর পুন:ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি পরিকল্পনায় রাখতে হবে।
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অগ্নিপ্রবণ এলাকায় আশ্রয়, সুরক্ষা, প্রতিস্থাপন এবং পুনর্বাসনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং নতুন আবাসন প্রকল্পে স্থানীয় স্থাপত্যের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রসমূহকে গৃহায়ণ বিষয়ক গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে।
- জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালাকে অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা, যেমন–জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি, পরিবেশ, জনসংখ্যা, কর্মসংস্থান, সমাজ কল্যান, অর্থ ও মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বিত করা হবে।

জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪

জনসংখ্যা ও উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেছে এবং জনসংখ্যা সমস্যাকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs) ও অন্তর্বর্তী দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল (IPRS) এর প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে কাঙ্খিত ভারসাম্য রক্ষা করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। ১৯৭৬ সালের জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্যতা হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নকে জাতীয় কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় এনজিও ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহন ও দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন, বৃদ্ধ ও দরিদ্রদের জন্য কল্যাণ সেবা, গ্রাম থেকে শহরমুখিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

লক্ষ্যসমূহ

উপস্থাপিত জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- মোট জন্মহার (TFR) কমাতে নারীদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এবং পরিবার পরিকল্পনা উপাদানের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতন করা।

- ২০৬০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখা ও ২০১০ সালের মধ্যে বৃদ্ধির হার ১%-এর বেশী না হতে দেওয়া।
- প্রসবকালীন মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান।
- এইচআইভি/এইডস (HIV/AIDS) ও এর সংক্রমণ সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা।
- সমাজে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করা।
- পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মান বৃদ্ধি এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, গবেষণা ও উপস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- গ্রাম থেকে নগরে অভিগমন নিয়ন্ত্রণ ও এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন।
- নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহসহ পরিবেশগত ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

পরিবহন নীতি, ২০০৫

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্যতা নিরসনকল্পে সকল সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন আবশ্যক। এজন্য পরিবহন খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সাথে সাথে যানবাহন, যাত্রী ও মালামালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে সড়কের জন্য শ্রেণিকরণ, সংজ্ঞায়ন ও দায়িত্ব গ্রহণকারী সংস্থাসমূহ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। এ বিষয়ে দেশের সড়কসমূহের, বিশেষ করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কের মান নির্ধারণ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্ধারণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা (সড়কপথ-রেলপথ–নৌপথ) উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়কসমূহ ও সেতু/কালভার্টসমূহের জন্য এ ধরণের মান নির্ধারণ/যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্ধারণ এখন সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে পরিবহন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্ধারণসহ মান নির্ধারণ সড়ক/সেতু প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নের ভিত্তি রচনা করবে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানসম্মত কোনো নকশা ও ব্যয়ের জাতীয় একক নেই। এর ফলে একই এলাকায় একই ধরণের সড়ক/সেতুর জন্য বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয়ে বেশ তারতম্য লক্ষ্যনীয়।

বিবেচিত বিষয়াদির সার-সংক্ষেপ:

সড়ক প্রকল্পের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন হবে:

- ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সড়কের জন্য কমিটি কর্তৃক নকশার মান পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সকল সড়ক নকশার মানদন্ড হবে সড়কের উপর চলাচলকারী যানবাহন ও এর বহন ক্ষমতার ভিত্তিতে- সড়কের শ্রেণির ভিত্তিতে নয়।
- সড়কের প্রস্থ এবং সড়কের উপরিতলের পুরুত্বের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ছয়টি নকশা মানের সবগুলোই যানবহন চলাচলের বিবেচনায় গৃহীত। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে সড়কের প্রকারভেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।
- অনুমোদিত নকশা মানসমূহ সকল সড়ক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হবে। সড়কের অবস্থার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সংস্থাসমূহ সড়কসমূহের জন্য যথোপযুক্ত মান অনুসরণ করবে।
- পুন:নির্মাণ– বিদ্যমান বাঁধের উপর সম্পূর্ণ সড়কের উপরিতলের পুন:নির্মাণ।
- নতুন সড়ক নির্মাণ– সেতু, কালভার্ট এবং কোনো প্রয়োজনীয় ঢাল রক্ষাসহ সম্পূর্ণ নতুন বাঁধ ও পেভমেন্ট তৈরি। এ জাতীয় তৎপরতা হবে সম্ভবত সড়ক প্রকল্পের এক বিরল দৃষ্টান্ত।
- প্রশস্থকরণ– বিদ্যমান পেভমেন্টের পূর্ণ পুন:নির্মাণসহ সড়ক প্রশস্থকরণ ও উন্নয়ন।
- শক্তিশালীকরণ– বিদ্যমান সড়কের উপরিভাগ অপসারণ করা এবং ভিত্তি শ্রেণী–১ এর নতুন ভিত্তিস্তর স্থাপন ও পৃষ্ঠদেশ নির্মাণ করা।

একটি যাত্রিবাহী গাড়ির পেসেঞ্জার কার ইউনিট (পিসিইউ) এর মান হল ১.০। বড় আকারের গাড়ির পিসিইউ মান বেশি। নিচের সারণিতে বিভিন যানবাহনের জন্য পিসিইউ-এর মান দেখানো হল।

সারণী- ৩.১: গ্রামীণ সড়কের জন্য প্যাসেঞ্জার কার ইউনিট (পিসিইউ) এর মান

যানবাহনের ধরন	পিসিইউ মান	যানবাহনের ধরন	পিসিইউ মান
গাড়ি	১.০	সাইকেল	০.৩
বাস	৩.০	রিকশা	১.০
ট্রাক	৩.০	মোটর সাইকেল	০.৩
অটোরিকশা	০.৫	টেম্পো	১.০
		গরুর গাড়ি	৪.০

সূত্রঃ পরিবহন গবেষণা ল্যাবরেটরি (UK) ওভারসীস রোড নোট ১৩।

এখন থেকে সড়কের নকশা এর শ্রেণির ভিত্তিতে না করে পরিবহন মানদন্ডের ভিত্তিতে করা হবে। একটি রাস্তা তত্ত্বানুযায়ী যে কোন পরিবহন মানদন্ডের উপযোগী করে তৈরি করা যেতে পারে। নকশার প্রয়োগ নিচের তালিকা অনুসারে হবে।

সারণী- ৩.২: নকশার প্রয়োগ

সড়কের শ্রেণি	নকশার প্রয়োগ
জেলা	ধরণ ৫,৪,৩*
উপজেলা	ধরণ ৬,৫,৪*
ইউনিয়ন	ধরণ ৮,৭

*বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরণের সড়ক বিবেচনা করতে হবে।

প্রতিটি বিদ্যমান নকশা ও প্রস্তাবিত নকশায় উপরিতলের পুরুত্বের ভিত্তিতে সড়কের মেয়াদকাল ক্রমবর্ধিত সমতূল্য প্রমাণ অক্ষ (ইএসএ) হিসেবে সারণি ৩.৩-এ দেখানো হল। যানচলাচলের সাধারণ মাত্রা ও এর বার্ষিক ক্রমবৃদ্ধির হার ৫% ধরে বিদ্যমান সকল শ্রেণীর সড়কের নকশার জীবনকাল দেওয়া হল। প্রস্তাবিত প্রতিটি নকশার জন্য নকশার জীবনকাল গণনা করতে এর যানচলাচলের ধারণক্ষমতা অনুসারে নকশা বছরের ইএসএ হিসাব করা হয়েছে। সকল সড়কের জন্য যান চলাচল বৃদ্ধির হার ৫% ধরা হয়েছে।

সারণী- ৩.৩: বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত নকশার জীবনকাল

সড়কের শ্রেণি	বিদ্যমান নকশা			প্রস্তাবিত নকশা		
	ক্রমবর্ধিত মিলিয়ন ইএসএ	সাধারণ প্রত্যাশিত জীবনকাল (বছর)	নতুন শ্রেণি	নকশার ধরণ	নকশার জীবনকাল (মিলিয়ন ইএসএ)	প্রত্যাশিত নকশার জীবনকাল (মিলিয়ন ইএসএ)
গ্রামীণ সড়ক/ ইউনিয়ন সড়ক	০.৫	১০	ইউনিয়ন	৮	১.০	১০
				৭	১.০	১০
ফিডার সড়ক-বি/ উপজেলা সড়ক	১.০	১০	উপজেলা	৬	১.০	১০
				৫	১.৬	১০
ফিডার সড়ক এ/জেলা সড়ক	১.০	১০	জেলা	৪*	২.০	১০
				৫	১.৬	১০
				৪	৫.০	২০
				৩	৬.৫	২০

**৭-৮ বছর পর ২৫-৪০ মিটার আস্তরণ দিতে হবে। *বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরণের সড়ক বিবেচনা করতে হবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২

১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি অনুমোদন ও প্রকাশিত হয়। সেই নীতির মূল উদ্দেশ্যাবলী হল-

- বিভিন্ন খাত রক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক ভৌত উন্নয়ন করা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা।
- পরিবেশ দূষণ ও অবনয়নের যাবতীয় উৎস সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে যথাযথ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবিত খাত

পরিবেশ নীতির প্রতিটি উপাদান পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য এটি ১৫ টি খাতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল- কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, জ্বালানী, পানি সম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, ভূমি, বন, বন্য পশু ও জীব বৈচিত্র্য, মৎস্য ও পশু সম্পদ, খাদ্য, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহায়ন ও নগরায়ণ, জনসংখ্যা, শিক্ষা ও জন সচেতনতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা, আইনি কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

কৌশল

নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য খাত অনুসারে অনেকগুলো কৌশল প্রনয়ন করা হয়েছে। তার কয়েকটি হচ্ছে-

কৃষি: টেকসই খামার পদ্ধতি চালু ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জরিপ পরিচালনা এবং ঐ জরিপের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রন ও কৃষকদের জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান। কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এধরনের কৌশল বাস্তবায়ন করতে পারে।

শিল্প: পরিবেশ অধিদপ্তর দুষণকারী শিল্প হিসেবে যেগুলো চিহ্নিত করেছে, যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক, বৃক্ষ রক্ষা শাখা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনকে এধরনের কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য: নগর ও গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার চালু করতে হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক শিল্প ও কৃষি বর্জ্য নদী, পুকুর, খাল ও ডোবায় ফেলা যাবেনা। যথাযথ বিধান আরোপের মাধ্যমে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে এসব কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ: পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সংক্রান্ত প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য পরিবেশগত নীরিক্ষা প্রয়োজন। নীরিক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগতভাবে নিম্নমানের এলাকা চিহ্নিত হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এসব কৌশল বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

ভূমি: ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার বিধি তৈরী করতে হবে এবং সেগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পূর্ত মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদ এসব কৌশল বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা, ২০০৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা, ২০০৮ হল বাংলাদেশ সরকার (GoB) এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের (MoFDM) ব্যাপক আকারে বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির একটি ফলাফল। পরিকল্পনা উন্নয়নের ভিত্তি হল সরকারের রূপকল্প এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের (MoFDM) কর্মসূচি যা দরিদ্রদের উপর প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের ঝুঁকির প্রভাবকে একটি নিয়ন্ত্রিত ও সহনীয় পর্যায়ে আনতে সচেষ্ট। এগুলো হল- ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি আদর্শ পরিবর্তন যা প্রচলিত পদ্ধতি থেকে আরও ব্যাপক আকারে ঝুঁকি হ্রাসের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং খ) সকল পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি হল-

- জাতীয় অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলির সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির কৌশলগত দিকের সমন্বয় সাধন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রূপকল্প এবং লক্ষ্য নির্ধারণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কর্মসূচি সমূহের নকশা এবং বাস্তবায়ন নির্দেশনা দেওয়ার কৌশলগত দিক এবং অগ্রাধিকারগুলির রূপরেখা তৈরি।
- সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত খাতকে সমন্নয় করে একটি সমন্বিত এবং সুসংগঠিত কর্মসূচি কাঠামো তৈরি।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া সহ একটি বিস্তৃত এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়, এনজিও, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতকে অবহিত করা যাতে তাদের কাজগুলি কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সর্বাত্মক অংশগ্রহণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যেখানে সকল অংশীদারদের সাথে একত্রে কাজ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এনজিও, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত এবং দাতা সংস্থাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সকল প্রাসঙ্গিক সরকারি বিভাগ ও সংস্থার সাথে কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবায়ন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতেও উৎসাহী করা হয়েছে। সরকারের ভূমিকা প্রধানত- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যাপক আকারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় নীতি এবং কর্মসূচির মূল হিসেবে চিহ্নিত করা।

শিল্পনীতি, ২০০৫

সর্বপ্রথম ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার শিল্পনীতি অনুমোদন ও ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে আবার ২০০৫ সালে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পনীতি প্রকাশিত হয়। উভয় নীতিই একে অন্যের পরিপূরক এবং উভয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পিত শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সম্ভাবনা তৈরি করা এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে অপরিকল্পিত শিল্প উন্নয়ন নিরুৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য

শিল্পনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- শিল্প বিনিয়োগের মাত্রা ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি সম্প্রসারণ করা।
- শিল্প উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এগিয়ে নিতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা।
- বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকারকে সহযোগীর ভূমিকা পালন করা।
- ঐ সমস্ত শিল্প খাতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা, যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় এবং যেক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সরকারি খাতের সহযোগিতা অপরিহার্য।

- স্থানীয় বিনিয়োগের ঘাটতি কমাতে, উন্নত প্রযুক্তি অর্জনে ও রপ্তানি বাজারগুলিতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য রপ্তানি ও স্থানীয় বাজার ভিত্তিক উভয় শিল্পে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।
- শিল্প কর্মসংস্থানের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং শ্রম কেন্দ্রিক উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে।
- দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সর্বোচ্চ দক্ষতা স্তরে মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও দক্ষতার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন এবং শিল্প স্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।
- যথাযথ ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন এবং বাজার ভিত্তিক নীতিগুলি অনুসরণের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্ত সরকারি উৎপাদন শিল্পের কার্যকরী দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত পন্যের বহুমুখীকরণ ও দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

কৌশল

স্থানীয় বেসরকারি ও সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে সকল আইনগত বাধা সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারণ করা হবে। সঠিকভাবে বাজার পরিচালনা এবং অত:পর ব্যবসায় ব্যয় কমানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী ও ক্রেতাদের অধিকার সংরক্ষনের জন্য যথোপযুক্ত আইনগত কাঠামো প্রণীত হবে।

- অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবেনা। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে যথোচিত গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
- বর্তমান সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে উত্তরোত্তর বেসরকারি করণ করা হবে এবং সরকারি শিল্প বিনিয়োগ শুধু ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হবে যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়তা প্রদানের বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে অথবা যেখানে সামাজিক ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য মূলধন বাজার গঠন ও শক্তিশালী করা হবে।
- বন্দর সুবিধা, জ্বালানী, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ অবকাঠামো উন্নয়নের উপর উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। "গঠন, পরিচালন ও মালিকানা" (BOO) এবং "গঠন, পরিচালন ও হস্তান্তর" (BOT) পদ্ধতি দুটি বেসরকারি বিনিয়োগ বিশেষত এসব খাতে উৎসাহিত করা হবে।
- ব্যাপক শিল্পাঞ্চল উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং অধিকতর অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধাদি উন্নয়নের প্রয়াসে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার আলোকে এলাকাসমূহের সমন্বিত ভৌগোলিক বিভাজন সৃষ্টি করা হবে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সনদ অনুযায়ী বহির্বিশ্বের প্রতিযোগিতা থেকে অভ্যন্তরীণ শিল্প সংস্থাসমূহকে রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতাকে ধরে রাখার জন্য উৎপাদন ধারার সঙ্গে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত করতে হবে, এবং সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাপোযুক্ত শ্রম আইন কার্যকর করা হবে।
- যথোপযুক্ত শুল্ক ও রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। শিল্পনীতির আনুকূল্যে আমদানি ও রপ্তানি নীতিও প্রণীত হবে।

জয়পুরহাট পৌরসভা হচ্ছে কৃষিভিত্তিক নগর এলাকা। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পনীতি, ২০০৫ এর আলোকে কৃষি নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর প্রয়াস গ্রহন করা আবশ্যক। এই প্রচেষ্টার ফলে বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং কৃষি পণ্যের সুরক্ষা ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে। কৃষি খাত বহির্ভূত কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টির জন্য সারা দেশ জুড়ে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কাঁচা মাল ও শ্রমিক সরবরাহের প্রশ্নে

ঐ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুসংগঠিত সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন হবে। এজাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি পরিকল্পিতভাবে গঠন করা যায়, তাহলে বেকারত্বের হার নিম্নগামী হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে।

জাতীয় পর্যটন নীতি, ১৯৯২

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে সরকারি সংস্থার অধীনে পর্যটন খাতে প্রচারের সূচনা হয়। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রধান আকর্ষণগুলি হল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং অনেক প্রাকৃতিক পর্যটন এলাকা, বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত ইত্যাদি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করে সরকার ১৯৯২ সালে জাতীয় পর্যটন নীতি প্রণয়ন করে। এই পর্যটন নীতিতে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কৌশলগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যটন নীতি ঘোষণা করা হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো:

- জনগণের মধ্যে পর্যটন আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- পর্যটন সম্পদ সংরক্ষণ, রক্ষা, উন্নয়ন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা।
- বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের একটি স্বীকৃত খাত চালু করা।
- প্রমোদ এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- জাতীয় সংহতি এবং একাত্মতা জোরদার করা।

এই নীতিটি পর্যটনকে বহুজাতিক শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করে এবং বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি খাতের অংশীদারদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ সরকার সহায়তা প্রদান করে। উদ্যোগসমূহের মধ্যে কর মৌকুফ দিবস, ঋণ, কর ও শুল্কে ছাড় এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ভূমি বরাদ্দ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি নীতি, ২০০১

সুসংগঠিত ও সুসমন্বিত কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে (কৃষি পদ্ধতিসহ) শস্য খাতকে আধুনিক ও বহুমুখী করাই কৃষি নীতির প্রধান লক্ষ্য। কৃষি নীতির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে শস্য (খাদ্যশস্য) উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ করা এবং সবার জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যসমুহ

দেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে কৃষি নীতির ২ ধারায় লক্ষ্যসমুহ দেওয়া হয়েছে। তার কয়েকটি লক্ষ্য হচ্ছে:

- স্থিতিশীল ও লাভজনক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
- স্থায়ী খাদ্য হিসেবে একটি নির্দিষ্ট শস্যের উপর নির্ভরতা দূর করা।
- কৃষকদের মধ্যে জৈব প্রযুক্তি চালু, এগুলোর ব্যবহার ও সম্প্রসারণ করা।
- খরা মৌসুমে গৌণ উৎস থেকে সেচ চালু করতে কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্থিতিশীল সেচ সুবিধা প্রবর্তন।
- খামার পদ্ধতি ও কৃষি-বনায়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি আয়মূলক খাত হিসেবে খামার পদ্ধতি প্রবর্তন।

- শিল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি পন্য উৎপাদন।
- কৃষি পন্যের অধিক রপ্তানী ও সর্বনিম্ন আমদানির নতুন নতুন সুযোগ সন্ধান।

জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৫

১৯৭৯ সালের বন নীতির সংশোধনের ভিত্তিতে বর্তমান জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ সালে প্রণয়ন করা হয় এবং ৩১ মে ১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় (বাংলাদেশ গেজেট, ৬ জুলাই, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৪১-২৪৪)। এই নীতিটি ২০ বছরের বন মহাপরিকল্পনা (এফএমপি) শুরুর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং জাতিসংঘ উনয়ন কর্মসূচির সহায়তায় জাতীয় বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এই পরিকল্পনাটি পরিবেশগত অবস্থার স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য বন বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির একটি কাঠামো প্রদান করে। যার ফলশ্রুতিতে তিনটি প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়েছে: স্থায়িত্ব, দক্ষতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ (বন মহাপরিকল্পনা, ১৯৯৪)।

উদ্দেশ্য

দেশের মোট এলাকার প্রায় ২০% বন এলাকা তৈরিতে বিভিন্ন বনভূমি, পতিত জমি, কৃষির জন্য উপযোগী নয় এমন জমি, অনুন্নত জমি এবং অন্যান্য সম্ভাব্য এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং অর্থনৈতিক উনয়নে বন বিভাগের অবদান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- পাখি ও প্রাণীদের অবশিষ্ট প্রাকৃতিক আবাস সংরক্ষণ করে বিদ্যমান অবনমিত বনগুলিকে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করা।
- বন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত খাত সমূহ বিশেষ করে ভূমি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রম জোরদার করা।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা, মরুকরণ এবং বন্য পাখি ও প্রাণী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন এবং সরকারি চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে জাতীয় দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি পূরণ।
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রচারের মাধ্যমে বনভূমির অবৈধ দখল, অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং বন্য পশু শিকারে বাধা সৃষ্টি করা।
- প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বনজ পণ্যের কার্যকর ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় জমিতে বন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

নীতির বিবরণ

অংশগ্রহণমূলক বনায়ন সম্পর্কিত নীতির বিবরণ নিম্নরূপ:

- দরিদ্র সম্প্রদায় এবং জনগোষ্ঠীকে ইজারা চুক্তি বরাদ্দকরণে অগ্রাধিকার প্রদান করে কমিউনিটি বনায়ন ও সমাজভিত্তিক ইজারাকৃত বনাঞ্চল তৈরির প্রচার করতে হবে।
- নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের জমিভিত্তিক জীবিকার উৎস নেই তারা নার্সারি, বৃক্ষ রোপণ, বন ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও শিল্প কাজে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করবে।
- এনজিও এবং প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্র সংস্থাগুলির মাধ্যমে রাস্তাঘাট, খাল/নদীর পাড় এবং অন্যান্য সরকারি বা সংরক্ষিত জমিতে সম্প্রদায়, স্থানীয় গোষ্ঠী বা পরিবার ভিত্তিক বৃক্ষ রোপণে সহায়তা প্রদান করা হবে।
- খামার ও বেসরকারি জমিতে মালিক বা যথাযথ অনুমোদিত গাছের চাষিদের দ্বারা নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুযায়ী বৃক্ষ রোপণ পরিচালিত হবে।
- গাছপালা এবং কৃষি-বনায়নে সুরক্ষিত এলাকার সাথে যুক্ত নিরাপদ বলয় অঞ্চল দীর্ঘমেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা যেতে পারে।

- বাসস্থানভিত্তিক বনায়নে রাষ্ট্র কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।
- গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পগুলি, বিশেষ করে শ্রমভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যা স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে এবং কাঠ ও অন্যান্য বনজ কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরনে অবদান রাখে, তাদেরকে রাষ্ট্র সহায়তা প্রদান করবে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল সমূহ বৃক্ষ চাষি এবং বনায়ন ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে জড়িত সংস্থাকে সহায়তা দিবে।
- জাতীয় বনগুলির সুরক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্ব বন বিভাগের উপর ন্যস্ত। তবে যেসব এলাকায় বনায়নের অধিক প্রয়োজন সেসব এলাকায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের চাহিদায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- সংরক্ষিত বনভূমির অভ্যন্তরে ও এর আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের ঐতিহ্যগত অধিকার বজায় রাখা হবে, তাদের বন সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করা হবে।
- বনভূমি ধ্বংসে নিরুৎসাহিত করতে এবং কৃষি বনাঞ্চলের উনয়নে সরকার ভূমি ব্যবহার, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব ও অন্যান্য নীতি ও এর সম্পর্কিত আইন সংশোধন করবে।
- সামাজিক বনায়নে উৎসাহিত করার জন্য বন পরিকল্পনা পুনর্গঠন এবং জোরদার করা হবে।

শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (PWD)

সরকারি নীতিমালা অনুসারে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা বিভাগের শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর (PWD) সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবেলার লক্ষ্যে একটি ব্যপক রূপকল্প ও কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা ও অধিকার আদায়ে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই নীতিমালার বিধান বাস্তবায়নে জাতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে শক্তিশালী এবং স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পদক্ষেপগুলি হল:

- রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নদীবন্দর, স্টিমার বন্দর, বিমানবন্দর এবং বিমান পরিবহণ অফিসে প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক টিকেট কাউন্টার স্থাপন করা যাতে তারা সহজে টিকেট নিতে পারে।
- তাদের জন্য বাস, ট্রেন ও জল পরিবহন ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসন রাখা।
- সরকারি চাকরিতে অনাথ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখা।
- প্রতিবন্ধীদের সহজে চলাচলের জন্য সকল সরকারি অফিসে র‍্যাম্প নির্মাণ করা।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা।
- সকল জাতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের (এনসিবি) মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের সমস্যা মোকাবেলায় সকল সরকারি ও বেসরকারি হস্তক্ষেপের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে। অটিজম বাংলাদেশে নীতি প্রণয়নে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। বিগত বছর ধরে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সাধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির একটি শক্তিশালী কর্মপন্থা রয়েছে যা প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকি এবং দুর্বলতা মোকাবেলা করে।

৩.১.২ সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রবিধানসমূহ

নগর এলাকা সংরক্ষন আইন, ২০০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন মহানগরী, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও পৌরসভায় খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, পার্ক ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য এই আইন (২০০০ এর ৩৬)।

খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, পার্ক ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য নগর এলাকা সংরক্ষণ আইন ২০০০ (২০০০ সালের ৩৬ নং আইন) ২০০০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রণীত হয়। সংক্ষিপ্তভাবে এই আইন জাতীয় জলাধার সংরক্ষণ আইন হিসেবে পরিচিত। মহানগরী, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, পৌরসভা এলাকাসহ দেশের সকল নগর এলাকা এই আইনের অন্তর্ভূক্ত। খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এই আইনের উদ্দেশ্য। পৌরসভার অভ্যন্তরে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এই আইন প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আইনের পঞ্চম ধারা অনুসারে খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার ধরণ পরিবর্তন করা যাবেনা বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। ষষ্ঠ ধারা অনুসারে উল্লিখিত জায়গা বা জায়গার অংশবিশেষের ধরণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে উক্ত জায়গার মালিক, প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ লিপিবদ্ধ করে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করবেন। আইনের অষ্টম ধারাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ভূমি ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তনের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এধরণের কর্মকান্ডের লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ৫ বছরের কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। পৌরসভার অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের জন্য এই আইন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ জাতীয় ভবন কোড (BNBC), ১৯৯৩

বাংলাদেশ জাতীয় ভবন কোড (বিএনবিসি) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ভবনের নকশা, নির্মাণ, উপাদানের গুণগতমান, ব্যবহার ও মালিকানা, অবস্থান এবং রক্ষণাবেক্ষণের সর্বনিম্ন মান স্থাপন করা যাতে অর্জনযোগ্য সীমা, জীবনকাল, অঙ্গ, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি এবং জনকল্যাণের জন্য রক্ষা করা যায়। এটি জনসাধারণের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, এবং সাধারণ কল্যাণে আগুন ও অন্যান্য বিপদ থেকে সুরক্ষা, কাঠামোগত শক্তি, স্থিতিশীলতা, স্যানিটেশন, আলো ও বায়ু চলাচলের মাধ্যমে নির্মাণ, পরিবর্তন, মেরামত, অপসারণ, ধ্বংস, ভবনের ব্যবহার বা মালিকানা, কাঠামো বা প্রাঙ্গনের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

বিএনবিসি ভবন নির্মাণের নিয়মকানুন, অগ্নি সুরক্ষা, ব্যবহৃত ভবন উপকরণ, ভবনগুলির কাঠামোগত নকশা, নির্মাণ অনুশীলন, নিরাপত্তা ও ভবন পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া এই কোডটি ঐতিহাসিক ভবনগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের নীতি নির্ধারণ করে। কোডটি ১৯৯৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল তবে ২০০৮ সালে আইনী অবস্থা দেওয়া হয়।

ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২

ইমারত নির্মাণঃ পৌরসভা এলাকায় যেকোন নির্মাণের জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষই হচ্ছে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ ও ইমারত নির্মাণ বিধি, ১৯৯৬-এর সংরক্ষক ও প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। এই আইনের ৩ (১) ধারায় দেশে ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। বিধিমালায় মুলত ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদনের পদ্ধতি এবং বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অনুমোদন পদ্ধতিটি সময়সাপেক্ষ ও শাস্তির সংখ্যা অতি অল্প।

ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণঃ ইমারত নির্মাণ বিধি ১৯৯৬-এর ১২ (১) ধারায় সম্মুখ সড়কের প্রস্থের ভিত্তিতে ইমারতের উচ্চতা নির্ধারণের নিয়ম রয়েছে। এই আইনে ৭৫ ফুট (২২.৮৭ মিটার) বা তার কম প্রস্থের সম্মুখ সড়কের ক্ষেত্রে ইমারতের উচ্চতার সীমা নির্ধারণ করা

হয়েছে। পরোক্ষভাবে এটি একটি ভবনে পরিবার বা জনসংখ্যার আকার সীমিত রাখে। এই বিধিমালায় ভবন নির্মাণের সেটব্যাক ও ভবন পরিকল্পনার অনুমোদন ব্যবস্থাও নির্ধারণ করা হয়েছে।

পুকুর খনন: এই আইনের ৩(২) ধারায় নগর এলাকায় পুকুর খননের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। পুকুর খননের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করবে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকার বাইরে এই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হবে জেলা প্রশাসক।

পাহাড় কাটা: আইনের ৩(৩) ধারায় পাহাড় কাটার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি পাহাড় কাটতে পারবে না। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসক হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বেসরকারি আবাসিক ভূমি উন্নয়ন আইন, ২০০৪

১ মার্চ, ২০০৪ সালে বেসরকারি আবাসিক ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই বিধি প্রণীত হয়েছে। যেসকল কর্তৃপক্ষের অধীনে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন হয়েছে তাদের এখতিয়ারভূক্ত এলাকাতে এই বিধি কার্যকর হবে। বিধির ধারা ১(২) এ বলা হয়েছে যে, শহর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩ (পূর্বে ১৯৫৩ সালের ১৩ নং আইন) এবং ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (পূর্বে ১৯৫২ সালের ২ নং আইন) এর প্রবিধান অনুসারে প্রণীত মহাপরিকল্পনা এলাকাতে এই বিধি প্রয়োগ করা হবে। উপরোক্ত বিধি অনুসারে পৌরসভা এলাকায় বেসরকারি আবাসিক এলাকার বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৯ এর অধীনে প্রণীত মহাপরিকল্পনা (কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা) এলাকাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২

যেকোন প্রকারের ভৌত উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রথমেই ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়। পৌরসভার অভ্যন্তরে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক বরাবর প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহনের আবেদন করবে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ধারা ৩-এ বলা হয়েছে যে, যখনই জেলা প্রশাসকের নিকট সাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে কোন স্থানে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হবে, তিনি তখন সুবিধাজনক স্থানে বা সম্পত্তির নিকটে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় একটি নোটিশ স্থাপন করবেন যেখানে লিখিত থাকবে যে এই সম্পত্তি অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭

১৯৭৭ সালের ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ পাশ করে। অধ্যাদেশের ৮ ধারাতে বোর্ডের কার্যাবলী বর্ণিত হয়ে। এর মধ্যে দুটি কাজ নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন, রূপান্তর ও বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
২. অর্থনৈতিক কার্যাদি যথা-কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ শিল্প স্থাপন এবং সমাজের অনুন্নত অংশের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জনস্বাস্থ্য (জরুরী ব্যবস্থা) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪

জনস্বাস্থ্য (জরুরী অবস্থা) অধ্যাদেশ ১৯৪৪ এর প্রয়োগকারী সংস্থা হল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পৌরসভা এলাকায় খাবার পানির সরবরাহের দায়িত্ব এই অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। আইনের ৭(১) ধারা তে বলা হয়েছে, “অন্য কোন আইনে যাই বলা

হোকনা কেন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার এখতিয়ারভূক্ত এলাকাতে অন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট পানি সরবরাহ করতে পারবে"। প্রবিধান অনুসারে এই অধিদপ্তর পৌরসভার অভ্যন্তরে পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৫

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর প্রয়োগকারী সংস্থা। এই আইনানুসারে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন এলাকাকে পরিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে (ধারা ৫(১)। এধরণের পরিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা মানবীয় কর্মকান্ড বা পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য সৃষ্টি হতে পারে। আইনের ৬ ধারাতে স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নি:সরণকারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার প্রবিধান দেওয়া হয়েছে। আইনে বর্ণিত যেকোন আদেশের লঙ্ঘনের জন্য ৫ বছরের কারাদন্ড বা ১,০০,০০০ টাকার অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এর প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। এই আইন শুধু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত এবং এখানে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে (৫ নং ধারা) জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি ৬ মাসের কারাদন্ড বা ১০,০০০ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

১৯৭৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ নামে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারি করা হয়। এ আইনজারি করার পর অধ্যাদেশের নাম পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ করা হয়। তবে সাধারণত একে জনগণ পৌরসভা আইন, ২০০৯ বলে।

সকল ভৌত উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনার জন্য অধ্যাদেশের দ্বিতীয় তফসিলে ব্যাপক কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নয়নের দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তিনটি প্রধান কার্যকলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে- শহর পরিকল্পনা, ভবন নির্মাণ এবং উন্নয়ন। দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণি ৩.৪ তে তুলে ধরা হলো।

সারণি- ৩.৪: স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রধান কর্মকান্ড	বিশেষ কার্যাবলী	কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শহর পরিকল্পনা	মহাপরিকল্পনা	পৌরসভা শহরের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যার মধ্যে পৌরসভার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত জরিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শহরের মধ্যে কোনো এলাকার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি; পৌরসভার মধ্যে সাইটসমূহের উন্নয়ন এবং ভবন নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নিষেধাজ্ঞা।
	নির্বাচিত জমি (সাইট) উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ	মহাপরিকল্পনা প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর পরিকল্পনায় বর্ণিত এলাকার কোনো ভূমি মালিক নির্বাচিত জমি উন্নয়ন অথবা ভবন নির্মাণ অথবা কোনো ভূমি খন্ডের উন্নয়ন করবেন না যা নির্দেশিত ব্যবস্থায় নির্বাচিত জমি উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের আওতায় পড়েছে। নির্বাচিত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে- ক) সাইটকে প্লটসমূহে বিভাজন; খ) সড়ক, নর্দমা ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা; গ) জনগণের জন্য ভূমি সংরক্ষণ এবং তা পৌরসভাকে হস্তান্তর করা; ঘ) পৌরসভা কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ; ঙ) প্লটের মূল্য নির্ধারণ;

প্রধান কর্মকান্ড	বিশেষ কার্যাবলী	কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
		চ) সাইট কিংবা সাইটসমূহের মালিক অথবা মালিকগণ কর্তৃক সম্পন্নকৃত কাজ; ছ) এলাকার উন্নয়নের সময়সীমা নির্ধারণ।
	নির্বাচিত জমি (সাইট) উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন	অনুমোদিত এলাকার উন্নয়ন লঙ্ঘন করে যদি কোনো এলাকার উন্নয়ন অথবা অনুরূপ কোনো কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রে পৌরসভা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এ জাতীয় এলাকার মালিক অথবা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লেখিত এমন কিছু পরিবর্তন সাধনের নির্দেশ দিতে পারে এবং যে ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরিবর্তন করা হয়নি অথবা কোনো কারণবশত নির্দেশ পালন করা হয়নি, সেক্ষেত্রে পৌরসভা নিয়ম মাফিক পন্থায় ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজনীয় ও বাধ্যগত বলে মনে করতে পারে; এবং দেশের আইনের কোনো ব্যতিক্রম না করে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না।
ভবন নির্মাণ	ভবন নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ	পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের অবস্থান ও পরিকল্পনা ব্যতিরেকে পৌরসভা এলাকায় কেউ কোনো ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করতে পারবে না। পৌরসভা ৬০ দিনের মধ্যে পরিকল্পনা অনুমোদন করবে অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা ফেরৎ পাঠাবে; অন্যথায় পরিকল্পনাটি অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।
	নির্মাণ সম্পাদন ও পরিবর্তন, ইত্যাদি	অনুমোদিত ভবনটির নির্মান কাজ সমাপ্ত হলে মালিক ১৫ দিনের মধ্যে তা পৌরসভাকে জানাবে। পৌরসভা ভবনটি পরিদর্শন করতে পারে। পৌরসভা যদি দেখে যে ভবনটি নির্মাণে মহাপরিকল্পনা অথবা নির্বাচিত জমি উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের শর্তাদি লঙ্ঘন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে পৌরসভা ভবনটি ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং সে সংক্রান্ত ব্যয়ভার ভবন মালিককে বহন করতে হবে।
	ভবন নিয়ন্ত্রণ	যদি কোনো ভবন অথবা ভবনের উপর নির্মিত কাঠামো পৌরসভা কর্তৃক অনুমিত হয় যে সেটি ধ্বংসাত্মক অবস্থায় রয়েছে অথবা ভেঙ্গে পড়তে পারে অথবা তন্মধ্যে বসবাসকারীদের জন্য বা পার্শ্ববর্তী ভবনের জন্য বা পথচারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে পৌরসভা সেই ভবনের মালিক অথবা দখলদারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নোটিশ প্রদান করতে পারে। এ ব্যপারে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পৌরসভা নিজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং সেজন্য ব্যয়ভার ভবনটির মালিক অথবা দখলদারের উপর কর হিসেবে পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত হতে পারে। যদি কোনো ভবন বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, অথবা মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে পৌরসভা এ ধরণের ভবনে বসবাসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে পারে যতদিন না সন্তোষজনকভাবে তা মেরামত না করা হয় ততদিন পর্যন্ত।
উন্নয়ন	উন্নয়ন পরিকল্পনা	পৌরসভা বিশেষ সময়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে- ক) পৌরসভার জন্য বিশেষ কার্য অথবা কার্যসমূহের সম্প্রসারণ, অগ্রগতি ও উন্নয়ন; খ) পরিকল্পনাসমূহের অর্থায়ন, রূপায়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকির ধরণ; গ) যেসব সংস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনাসমূহ নির্বাহ ও বাস্তবায়ন করা হবে তা নির্ধারণ; এবং ঘ) প্রয়োজন মাফিক এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়াদি।
	কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	পৌরসভা তার নিজের জন্য অথবা তার কোনো অংশের জন্য কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন বা উন্নয়ন করতে পারে এবং এ উদ্দেশ্যে নির্দেশিত কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারে।
	বাণিজ্যিক প্রকল্প সমূহ	সরকারের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে পৌরসভা কোনো বাণিজ্যিক অথবা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের প্রকল্প সমূহ উন্নয়ন, পরিচালন, সম্পাদন ও

প্রধান কর্মকান্ড	বিশেষ কার্যাবলী	কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
		বাস্তবায়ন করতে পারে।
সড়ক	সরকারি সড়ক	পৌরসভার অধীনে বসবাসকারী লোকজন এবং দর্শনার্থীদের আরাম ও সুবিধাদির জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় সরকারি সড়ক ও অপরাপর যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
	সড়কসমূহ	পৌরসভার পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোনো নতুন সড়ক নির্মাণ করা যাবে না। পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সাপেক্ষে সে অনুযায়ী সড়ক নির্মাণ, পাকাকরণ, ড্রেন নির্মাণ, উন্নীতকরণ অথবা বাতিযুক্তকরণ করা যেতে পারে এবং তা যদি লজ্ঘিত হয় তাহলে পৌরসভা তার নিজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারবে এবং সেজন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর কর আরোপের মাধ্যমে পৌরসভা আদায় করবে।
	সড়কসমূহ প্রসঙ্গে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি	পৌরসভা সড়কসমূহের নামকরণ করতে পারে এবং নামাঙ্কণযুক্ত ফলকসমূহ সড়কের নজরকাড়া স্থানে অথবা শেষ প্রান্তে অথবা সড়কের প্রবেশদ্বারে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। সড়কের নামফলক কেউ বিনষ্ট, বিলুপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, অথবা পৌরসভার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে নামফলক অপসারণ করবে না।
	সড়ক বাতি	পৌরসভার আওতায় সরকারি সড়ক সমূহ ও অন্যান্য জনপদসমূহে বাতি ব্যবস্থা বসানোর লক্ষ্যে পৌরসভা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
	সড়কে পানি ছিটানো	জনগণের আয়েশ ও সুবিধার্থে সরকারি সড়কসমূহে পৌরসভা প্রয়োজন মাফিক পানি ছিটাবে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বাহন, কর্মচারী ও অন্যন্য সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ	জনগণের আয়েশ ও সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং বিপদের ঝুঁকি প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও বিধানের জন্য পৌরসভা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
	গণ পরিবহন	পৌরসভা কর্তৃক প্রদানকৃত অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) ব্যতিরেকে পৌরসভার সীমানায় মধ্যে কোনো ব্যক্তি মোটরযান ছাড়া অন্য কোন প্রকার সরকারি বাহন রাখতে অথবা ভাড়া দিতে অথবা চালাতে পারবে না। পৌরসভা কর্তৃক প্রদানকৃত অনুজ্ঞাপত্র ছাড়া পৌরসভার সীমানার মধ্যে কোনো বাহন টানার জন্যে ঘোড়া অথবা অন্য কোনো প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।
পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন	পানি সরবরাহ	সরকারি ও বেসরকারি প্রয়োজনে পৌরসভা পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে পারে। পানি সংরক্ষণ ও বন্টনের লক্ষ্যে নির্মাণকাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।
	পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস	পৌরসভার সীমানার মধ্যে বেসরকারি পর্যায়ে পানি সরবরাহের সকল উৎস পৌরসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, বিধিবদ্ধকরণ ও পরিদর্শন করা হবে। পৌরসভার অনুমোদন ছাড়া পানীয় জলের জন্য নতুন কোনো কূপ, পানির পাম্প অথবা অন্য কোনো উৎস খনন করা যাবে না।
	নিষ্কাশন	পৌরসভা তার এলাকায় পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এসব ড্রেন জনগণের সুস্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার করা হবে। যাবতীয় বেসরকারি ড্রেনসমূহ পৌরসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, বিধিভুক্তকরণ ও পরিদর্শন করা হবে।
	নিষ্কাশন প্রকল্প সমূহ	সরকারি ও বেসরকারি খরচে মানসম্মতভাবে ড্রেন নির্মাণের জন্য পৌরসভা একটি নিষ্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিষ্কাশন প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।
	স্নান ও ধৌতকরণের স্থান	পৌরসভা সময় বিশেষে জনগণের স্নান ও কাপড় ধোলাই অথবা কাপড় শুকানোর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে দিতে পারে। এসব কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া যেতে পারে এবং লিঙ্গ ভেদে কারা কখন সেগুলি ব্যবহার করবে তাও নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে। কোন ব্যক্তি পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীত জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্নানাগার

প্রধান কর্মকান্ড	বিশেষ কার্যাবলী	কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
		স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষণ অথবা পরিচালন করতে পারবেনা।
	ধোবি ঘাট ও ধোপা	ধোপাদের আবেদনের ভিত্তিতে পৌরসভা ধোবিঘাটের ব্যবস্থা করে দিতে পারে এবং ধোবিঘাট ব্যবহারের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ ও ফি আদায় করতে পারে।
	সরকারি জলাধার	পৌরসভার সীমানার মধ্যে পানির উৎস হিসেবে ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর বা ছোটো নদী অথবা সেসবের অংশবিশেষকে, যেগুলি ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি নয়, সেগুলো পৌরসভা সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।
	সরকারি ফেরী	পৌরসভা উপ-বিধি বলে সরকারি জলাধারে যেসব নৌকা ও অন্যান্য বাহন ভাড়ায় চলাচল করে সেগুলিকে সরকারি ফেরী হিসেবে অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করতে পারে এবং তার ব্যবস্থাপনা পৌরসভার উপর ন্যস্ত করতে পারে এবং অত:পর পৌরসভা সেগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং নির্ধারিত টোল আদায় করবে।
	সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র	যে কোন সরকারি জলাধারকে পৌরসভা সরকারি মৎস্যক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করতে পারে এবং অত:পর এই জলাধারে মৎস্য আহরণের অধিকার পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা হবে এবং এ অধিকার তারা অনুমোদিত উপায়ে চর্চা করতে পারে।

৩.২ সম্ভাব্য কর্ম পরিধি

জয়পুরহাট পৌরসভায় সাক্ষরতার হার বেশি। শিক্ষার উচ্চ হারের পরিপ্রেক্ষিতে এই পৌরসভায় একটি আইটি পার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে। জয়পুরহাট জেলা খরা প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। যমুনা নদীর পানি ব্যবহার করে যথাযথ সেচ সুবিধার মাধ্যমে এই সমস্যাটি সমাধান করা যায়। পৌরসভার অধিবাসীদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে এই নদীর পানি সরবরাহ করা যেতে পারে।

খঞ্জনপুরে রাজা জয়পালের রাজবাড়ী ছাড়া এই পৌরসভায় আর কোন পর্যটন আকর্ষণ স্থান নেই। তবে এর আশেপাশে (জয়পুরহাট জেলার বিবেচনায়) অনেক পর্যটন স্থান রয়েছে যা পৌরসভার প্রায় ৫ কিমি থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত। যেহেতু ঐসব জায়গায় পর্যটক আকর্ষক আর কোন সেবা-সুবিধা নেই, তাই পৌরসভার দায়িত্ব হচ্ছে ঐসব সুযোগসুবিধা সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও, পৌরসভাতে একটি পর্যটন গবেষণা কেন্দ্র ও পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রস্তাব করা হয়েছে ।

হিলি স্থলবন্দর জয়পুরহাট পৌরসভার আরেকটি সম্ভাব্য কেন্দ্র যা প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের জন্য এখানে উন্নত কোন থাকার ব্যবস্থা নেই। তাই পৌরসভা এই অঞ্চলে আধুনিক বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৩ বর্তমান নীতিসমূহের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ

মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন নীতিমালার নির্দেশিকা অনুযায়ী দুর্বলতাগুলি খুঁজে বের করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। মহাপরিকল্পনার আলোকে নীতি নির্দেশিকাগুলি পালনে কৌশলাদি গ্রহণ করতে হবে। এই ধারণা মতে, নীতির নিম্নলিখিত দুর্বলতা সমূহ মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির অন্তরায়।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১: এই নীতি ভৌত উন্নয়নের পরিবর্তে খাদ্য নিরাপত্তার উপর জোর দেয়। যেকোন ভৌত উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি জমির অ-কৃষি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে শিল্প উন্নয়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আবাসিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তদুপরি, এই নীতিতে দেশের নগর ও গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারিত হয় না। এই নীতিমালা গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত, পৌরসভার মতো নগর এলাকার জন্য নয়।

<u>জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪:</u> জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধির হার হ্রাস করা এবং এটি ১% এর মধ্যে স্থিতিশীল করা। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে তবে সামাজিক অস্থিরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এটি একটি একক দৃষ্টিকোণমূলক নীতি। সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশের নির্দেশিকা সহ জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

<u>শিল্প নীতি, ২০০৫:</u> দেশীয় চাহিদা পূরণ, পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা এবং পরিকল্পিত শিল্প প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পের উন্নয়ন এই নীতির লক্ষ্য। কিন্তু এই নীতিতে পরিকল্পিত শিল্প উন্নয়নের কোন নির্দেশিকা নেই। বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, কৃষি শিল্প ইত্যাদি পৃথক শিল্পের জন্য পৃথক পরিকল্পনার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের একমাত্র প্রবিধান হল- কারখানা আইন, ১৯৬৫ এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬। সমসাময়িক প্রবিধান অনুযায়ী নীতিমালায় কোন নির্দেশনা দেওয়া নেই।

<u>পরিবহন নীতি, ২০০৫:</u> নীতিতে নির্ধারিত যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য হল- "দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যতা নিরসনের জন্য রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য"। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যানবাহন, যাত্রী ও পণ্যের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, যার ফলে নগর এলাকায় বসবাসের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এর মূল কারণ হল নীতিমালায় নির্ধারিত রাস্তার মানদণ্ড ব্রিটিশ মানদণ্ডের ভিত্তিতে করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য যথাযথ নয়।

<u>জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২:</u> পরিবেশ নীতি অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন আইন প্রয়োজন, যা বিগত ২৫ বছরে সরকারি খাতগুলি (নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত) দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সামগ্রিক ভৌত উন্নয়নের অগ্রগতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যপারে নীতিমালায় কোন নির্দেশনা নেই।

<u>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা, ২০০৮:</u> এটি কোন পরিকল্পনা বা নীতি নয়, এটি বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের (এমওএফডিএম) দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলির ফলাফল মাত্র। রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় নীতি ভিন্ন জিনিস। অতএব, পরিবেশ পরিকল্পনা নীতিগুলি প্রণয়নের উপর এই পরিকল্পনার কোনও প্রভাব নেই।

<u>জাতীয় পর্যটন নীতি, ১৯৯২:</u> দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার জাতীয় পর্যটন নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতিতে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কৌশলগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র কাগজে-কলমে প্রণীত, নীতিমালা অনুসারে বিগত ২০ বছরে ফলস্বরূপ কোন কার্যকরণ হয়নি।

জাতীয় পর্যটন নীতির সুপারিশ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল' এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রীর নেতৃত্বে 'আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, উভয় কমিটি কার্যত অকার্যকর রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত জাতীয় পর্যটন কাউন্সিলের মাত্র দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় পর্যটন নীতি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে পর্যটনের জোরালো প্রচারের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার বেশিরভাগই বাস্তবায়ন হয়নি। এই পশ্চাদপসরণ এবং বেসরকারি খাতে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ১৯৯২ সালের নীতিমালাটির সংশোধন প্রয়োজন।

<u>কৃষি নীতি, ২০০১:</u> সুসংগঠিত ও সুসমন্বিত কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে (কৃষি পদ্ধতিসহ) শস্য খাতকে আধুনিক ও বহুমুখী করাই কৃষি নীতির প্রধান লক্ষ্য। কৃষি নীতির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে শস্য (খাদ্যশস্য) উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ করা এবং সবার জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। একটি সুসংগঠিত কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা চলমান মহাপরিকল্পনা প্রস্তাবে নেই। যার ফলে নীতির লক্ষ্যসমূহ অবাস্তবায়িত থেকে যাবে।

জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৫: এই নীতিটি ২০ বছরের বন মহাপরিকল্পনা (এফএমপি) শুরুর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং জাতিসংঘ উনয়ন কর্মসূচির সহায়তায় জাতীয় বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এই পরিকল্পনাটি পরিবেশগত অবস্থার স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য বন বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির একটি কাঠামো প্রদান করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণের জন্য কোনও নীতি প্রণয়ন হয়নি। পরিকল্পনায় নির্ধারিত কৌশল কার্যকরী না। অনেক এনজিও এসব কৌশল বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কিন্তু এতে কোনও ফলপ্রসূ ফলাফল আসেনি।

৩.৪ পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় নীতি ও আইন সমূহের প্রয়োগ

প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ নগর প্রবৃদ্ধি ধারনের জন্য পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। পৌরসভাকেগ্রামীণ পরিবেশে স্বনির্ভর শহর হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

যমুনা নদীতে রেলওয়ে সেতু নির্মাণের কারণে বৃদ্ধি প্রবণতা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, যাত্রী সংখ্যা, যানবাহন চলাচল ও পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পৌরসভার বাসিন্দাদের সামাজিক পরিবর্তনের মতো অনেক কারণ এতে জড়িত; যা আরও গবেষণার প্রয়োজন।

কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, অধিক কৃষি জমির প্রয়োজন হবে এবং একই সাথে বিদ্যমান কৃষি জমিগুলো বাংলাদেশের কৃষি নীতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে। ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ আবাসিক সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এসকল নীতির উপর ভিত্তি করে, পরিকল্পনায় গুচ্ছ উন্নয়ন ও সামগ্রিক নগরায়ন পদ্ধতির ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৃষি জমি সংরক্ষণে অনুভূমিকের পরিবর্তে উল্লম্ব সম্প্রসারণ উৎসাহিত করা হবে।

অধ্যায়- ০৪: ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল

৪.১ ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ

জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য প্রণীত কাঠামো পরিকল্পনার আওতাধীন মোট এলাকার পরিমান ৪৫৯৬.২৬ একর (১৮.৬০ বর্গ কিমি), মোট জনসংখ্যা ৬৯,০৩৩ জন (বিবিএস, ২০১১) এবং জনঘনত্ব প্রতি একরে ১৫ জন। ২০৩৭ সাল নাগাদ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা হবে ৯২,৫৬০ জন এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে প্রতি একরে ২০ জন। বর্তমানে ভূমির ৫২% এবং ৬.৩৪% যথাক্রমে কৃষিজমি এবং জলাশয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ব্যবহার নির্ধারক যেমন- সরকারি নীতি, শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ এবং সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ আগামী ২০ বছরে কৃষির আধিপত্য পরিবর্তন করতে পারে। গবেষণার বিষয় হচ্ছে যে এই পরিবর্তনটি বর্তমান ভূমি সম্পদ ব্যবহারের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে।

গত দশ বছরে পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন অনেক কম। নদী, রেলপথ ও জনসাধারণের উন্নয়নের কারণে এখানে ভূমি ব্যবহারের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় ভূমি ব্যবহারের দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। এছাড়া বর্তমান জনসংখ্যার অবস্থা ও অভিবাসনসহ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এটি পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে এই এলাকার লক্ষণীয় উন্নয়ন ঘটছে এবং কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টা রয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পর এই পৌরসভার ভৌত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। অবকাঠামোগত ও সামাজিক সেবার উন্নয়ন এসবে পরিবর্তন আনবে। নগর এলাকা পরিকল্পনা অনুসারে আগামী ২০ বছরে পৌরসভার এই পরিবর্তন মোট জমির ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি হবে না। পরিকল্পনায় নির্ধারিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী কৃষি জমির অবকাঠামো উন্নয়নে রূপান্তর হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র বাঁধ ও সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে।

মূল নগর এলাকা ও নগর প্রান্তিক এলাকার জন্য পরিকল্পনার আগে উপযোগ, চলাচল ও নিষ্কাশনের মতো বিষয়গুলোর কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পর্যায়ক্রমিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। পৌরসভা এলাকাকে বাসযোগ্য করার জন্য এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাঠামো পরিকল্পনা অঞ্চল (জোন)

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য ভূমি বিভাজন (জোনিং) একটি কার্যকর নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসারে নির্দিষ্ট এলাকা নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হবে। পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার বিভাজন (ল্যান্ডইউজ জোন) ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মূল এলাকা (কোর এরিয়া), শহরতলী (ফ্রিঞ্জ এরিয়া), প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া) ও নতুন নগর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া) নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও জোনিং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখা হয়েছে। যেমন- সূর্যের আলো ও বাতাসের প্রবাহ সহজে প্রবেশের জন্য উঁচু ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং ইমারতের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্থান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

মূল নগর এলাকা

এই এলাকা উন্নত এলাকা হিসেবেও পরিচিত। নগর পরিষেবার বেশিরভাগ এই এলাকায় অবস্থিত। এখানে জনসংখ্যার পরিমান ও ঘনত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মেয়াদকালে (২০১৭- ২০২৭) এই এলাকায় জনসংখ্যার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে।

নীতিসমূহ: বর্তমান নগরকেন্দ্রকে মূল এলাকা হিসেবে ধরা হবে। এই এলাকাটি ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ এবং ৯ এর সমন্বয়ে গঠিত। মূল এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূলত মিশ্র ব্যবহার এলাকা। মূল এলাকার আয়তন হলো ৬৩৩.২৫ একর। ঘনত্ব বৃদ্ধি করলে মাধ্যমে এই এলাকা বাসযোগ্য পরিবেশ হারাবে। পরিকল্পনায় মূল এলাকার আরও সম্প্রসারণ নিরুৎসাহিত করতে হবে।

কৌশলসমূহ: পরিকল্পনার সময়ে মূল এলাকা পূর্ববিস্থায় থাকবে। পৌরসভা কর্তৃক কোন ভৌত উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকবে না। পৌরসভা উচ্চ হারে কাঠামো অথবা স্থাপনার আনুভুমিক ও উলম্ব সম্প্রসারণ অনুমোদন করবে।

শহরতলী এলাকা

এই এলাকা উন্নয়নশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত, এখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব নগর মূল এলাকার ঘনত্বে পৌঁছাতে আরও কয়েক দশক সময় লাগবে। প্রাথমিকভাবে নিম্ন ঘনত্বের এসব এলাকায় পূর্ণমাত্রার সেবা সংস্থানের যৌক্তিকতা নেই কেননা এগুলো প্রাথমিকপর্যায়ে অব্যবহৃত থাকবে। তবুও জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়লে ও সম্পদের পর্যাপ্ততা বিবেচনায় যেন সেবা সুবিধা বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য অনতিবিলম্বে অন্তত প্রাথমিক যাতায়াত সংযোগ ব্যবস্থার সীমানা (রাইট অফ ওয়ে) পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

নীতি সমূহ: মূল এলাকার পাশেই এই এলাকা (প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে অবস্থিত, দ্রুত নগরায়নের সম্ভাবনার জন্য) শহরতলী এলাকা হিসেবে বিবেচিত। এর মোট আয়তন হচ্ছে ১০০.৫৬ একর। শহরতলী এলাকার মূল উপাদান হবে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেবা, পরিষেবা ও আবাসিক উন্নয়ন। পরিকল্পনার উপাদানে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ সংযোগ, উন্নত পানি সরবরাহ সুবিধা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ নিষ্কাশন সুবিধা থাকতে হবে।

কৌশলসমূহ: নীতিতে বর্ণিত নির্দেশনা বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। পরিকল্পনার উপাদান বাস্তবায়নের সময় ঐসকল কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকতে হবে। পৌর-কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনার যে কোন পরিবর্তন তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান করতে হবে।

সারণী- ৪.১ঃ প্রস্তাবিত বিভাজন এলাকা

বিভাজন এলাকার ধরণ	আয়তন (একর)	হার (%)
কৃষি	১৮৩১.৩৮	৩৯.৮৫
যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩৬৬.৭৪	৭.৯৮
নতুন নগর এলাকা	৯৯.০০	২.১৫
প্রান্তিক এলাকা	৮২৯.৮৪	১৮.০৫
গ্রামীণ বসতি	৪৭৫.৭৫	১০.৩৫
মূল নগর এলাকা	৬৩৩.২৫	১৩.৭৮
শহরতলী এলাকা	১০০.৫৬	২.১৯
জলাশয়	২৫৯.৭৪	৫.৬৫
মোট	**৪৫৯৬.২৬**	**১০০.০০**

সুত্রঃ পরামর্শক দ্বারা প্রস্তাবিত, ২০১৮

প্রান্তিক এলাকা

এটি এমন এলাকা যেখানে ধীর গতিতে ও অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ ঘটছে। কাঠামো পরিকল্পনায় এমনভাবে চিহ্নিত এই এলাকা যেখানে মূল এলাকার বাইরে নতুন নগর উন্নয়নের জন্য নির্ধারণ করা যায়। আদর্শগতভাবে, এই এলাকায় প্রাথমিক অবকাঠামো সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) গড়ে তোলা যুক্তিসংগত হবে যা উন্নয়নকে জোরদার করবে ও পরিকিল্পত উপায়ে দ্রুত নগরায়ণকে উৎসাহিত করবে।

নীতিসমূহ: প্রান্তিক এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে কৃষির প্রাধান্য (সব ওয়ার্ডে মোটামোটিভাবে অবস্থিত)। গ্রামীণ বসতি, নির্ধারিত স্থানে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন যেমন উদ্যান, স্টেডিয়াম এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা, বর্জ্য নিস্পত্তি এলাকা প্রভৃতি হলো এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা উপাদান বা উন্নয়ন প্রস্তাবনা। এর মোট আয়তন হচ্ছে ৮২৯.৮৪ একর। এসব পরিকল্পনা উপাদান/প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কোন বৈপরিত্য অগ্রহণযোগ্য হবে।

কৌশলসমূহ: পর্যায় ভিত্তিক উন্নয়ন উৎসাহিত করতে হবে। কোন একক কর্তৃপক্ষ একক প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করবে। কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাধ্যতামূলক নয়। প্রস্তাবিত উপাদানসমূহের/উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহের অবস্থান পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবেনা।

নতুন নগর এলাকা

প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের জন্য বর্ধিত এলাকা হিসেবে এই এলাকার প্রয়োজন হবে। সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য স্থানান্তর স্থান এবং অন্যান্য নাগরিক সেবার মত নতুন সেবা সুবিধা প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০৩৭ সালের মধ্যে এই এলাকা উন্নয়ন করা হবে। চিত্র- ৪.১ এ বর্ধিত এলাকায় নির্ধারিত নগর উপাদানের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

নীতিসমূহ: নতুন নগর এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে পরিকল্পিত উন্নয়ন (বেশিরভাগই পৌরসভার পশ্চিম অংশে অবস্থিত)। প্রস্তাবিত নতুন শহর পশ্চিম অংশে অবস্থিত। সবুজায়নের মধ্য দিয়ে আবাসন, গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন যেমন উদ্যান, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি কেন্দ্র, ফুটপাতসহ সড়ক, নিষ্কাশন সুবিধা, পানি সরবরাহ ও অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্র প্রভৃতি হবে এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার উপাদান/প্রস্তাবনা। এর মোট আয়তন হচ্ছে ৯৯ একর। এসব পরিকল্পনা প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কোন বৈপরিত্য গ্রহণযোগ্য হবেনা।

কৌশলসমূহ: পর্যায় ভিত্তিক উন্নয়ন উৎসাহিত করতে হবে। কোন একক কর্তৃপক্ষ একক উপাদান/প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করবে। কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাধ্যতামূলক নয়। প্রস্তাবিত উপাদানসমূহের/উন্নয়ন প্রস্তবনাসমূহের অবস্থান পরিবর্তন অগ্রহণযোগ্য। প্রয়োজনভেদে কর্ম পরিকল্পনা পরিবর্তনের মাধ্যমে ৫ বছর পর সর্বসম্মতভাবে কোন প্রস্তাবনার অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে।

কৃষি

কৃষিভূমি (এবং কৃষি এলাকা), কৃষি উৎপাদন তথা শস্য ও প্রাণি উভয় সম্পদ উৎপাদনের জন্য উপযোগী কৃষিভূমিকে নির্দেশ করে থাকে। এটি কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ। খাদ্যশস্য, ফল, সবজি এবং তরমুজের মত বার্ষিক শস্য হয় এমন জমি; সাময়িকভাবে পতিত জমি, এমনকি ফল-ফলাদির মতো স্থায়ী শস্য হয় এমন জমি, প্রাণিসম্পদের জন্য প্রাকৃতিক ঘাস ও চারণ ভূমিও এর অন্তর্ভুক্ত।

নীতিসমূহ: কৃষি এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে কৃষিকাজের আধিপত্য। সব ওয়ার্ডেই কৃষি জমি রয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত কৃষিপণ্য এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মোট আয়তন হচ্ছে ১৭৭৪.৪০ একর। এখানে যে কোন শস্যের সমন্বিত ফলন উৎসাহিত করা হবে।

কৌশলসমূহ: যে কোন কৃষি কাজ উৎসাহিত করা হবে। কোন একক কর্তৃপক্ষ কৃষককে তার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তত্ত্বাবধান ও কৃষি উপকরণ ভর্তুকি দিতে পারে। অন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় বাধ্যতামূলক নয়। পৌরসভা যে কোন ভৌত উন্নয়ন (সেতু, কালভার্ট, নর্দমা ও সড়ক ব্যতিত) নিয়ন্ত্রণ করবে।

জলাশয়

খাল, পুকুর এবং নদী সহ এই পৌরসভায় জলাশয় আছে মোট ২৫৯.৭৪ একর।

নীতিসমূহ: পুকুরসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা ও মৎস্য চাষ। সেচ কাজ ও নৌপথসহ নিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্গমনের জন্য নদী সংরক্ষিত থাকবে। এসব প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বৈপরিত্য উৎসাহিত করা হবে না।

কৌশলসমূহ: কোন একক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কোন একক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে যেমন, পৌরসভা পুকুর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড নদী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে। কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাধ্যতামূলক নয়। প্রস্তাবনার যে কোন পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করা হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়কসহ প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা।

নীতিসমূহ: যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সড়কে সহজে চলাচল। সকল পরিবহন অবকাঠামোকে পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হবে। এজন্য মোট এলাকা রয়েছে ৩৬৬.৭৪ একর। পরিবহন অবকাঠামো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কোন বৈপরিত্য উৎসাহিত করা হবে না।

কৌশলসমূহ: পর্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন উৎসাহিত করা হবে। কোন একক কর্তৃপক্ষ একক প্রস্তাবনা/উপাদান বাস্তবায়ন করবে। কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমন্বয় বাধ্যতামূলক নয়। প্রস্তাবনাসমূহের অবস্থানগত পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করতে হবে। সড়কের জন্য নির্ধারিত স্থান সংরক্ষনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.২ বিদ্যমান ভূমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রস্তাবনা

পৌরসভার বাসিন্দাগণ পৌরসভা এলাকার ভূমির উচ্চতা ও ঢাল সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। এই সম্পর্কিত তথ্য না জেনেই তারা অপরিকল্পিতভাবে ভূমি ভরাট করে স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করছে। এর ফলে গোটা বসতি অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পৌরসভার মূল এলাকা ইতিমধ্যে মিশ্র ব্যবহার এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক, আবাসিক, প্রশাসনিক ব্যবহারের সংমিশ্রণ রয়েছে। এ ধরণের মিশ্র ব্যবহারভিত্তিক মূল এলাকায় ভূমি ব্যবহার বিভাজন ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এই পৌরসভাটি গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে ফলে বর্তমান মিশ্র ব্যবহারের পুনর্বিন্যাস সম্ভব নয়। সড়ক সম্প্রসারনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য) করতে গেলে তা সামাজিক-রাজনৈতিক বিপত্তি সৃষ্টি করবে। ফলে মূল এলাকার সড়কগুলো বর্তমান অবস্থার মতোই থেকে যাবে।

পানি সরবরাহ সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক), পয়:নিষ্কাশন সুবিধা নির্মাণ এবং অগ্নিকান্ডের দূর্যোগ মোকাবেলায় ন্যূনতম ২৪ ফুট প্রশস্ত সড়ক প্রয়োজন। পৌরসভায় আঞ্চলিক মহাসড়ক ছাড়া এ ধরনের অন্য কোন সড়ক নেই। বর্তমান কৃষি জমির উপর নতুন সড়ক নির্মিত হলে এর ফলে নতুন শহর গড়ে উঠবে। কিন্তু এসবের কারণে পৌরসভায় কৃষির প্রাধান্য বিনষ্ট হবে। নতুন উন্নয়ন এলাকার জন্য ঘনবিন্যস্ত নগরায়ন (কমপ্যাক্ট টাউনশিপ) ও গুচ্ছাকার উন্নয়ন (ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট) কার্যকর হবে যা মিশ্র ব্যবহার এলাকায় সম্ভব নয় কারণ সেখানে অধিকাংশ সড়ক ৮ থেকে ১০ ফুট প্রশস্ত।

এই পৌরসভা এখনো অনুন্নত। এলাকার মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহজলভ্য আধুনিক সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই এখানে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশিকা নীতির পাশাপাশি বাসিন্দাদের জন্য আধুনিক সুবিধাগুলির প্রবর্তন অধিকতর সহজ হবে।

৪.৩ নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

কৃষির প্রাধান্যের কারনে এই পৌরসভা আদর্শ শহর নয়। নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক নগরায়ণ উৎসাহিত করতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম এবং একই সাথে কৃষি জমিতে অ-কৃষি ব্যবহারের বিস্তার মানুষের

স্বাভাবিক প্রবণতা। উলম্ব সম্প্রসারণ উৎসাহিত করা এবং ঘনবিন্যস্ত নগরায়ণ (কম্প্যাক্ট টাউনশীপ) ধারণার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সরকারি সেবার ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট একটি ভবনে বিভিন্ন ধরনের কার্যালয়ের সংস্থান করা যেতে পারে।

ভবিষ্যৎ ভূমির ব্যবহার সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ অনুসারে পরিমাপ করতে হবে। সরকারি ও খাস জমির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নির্ধারণের জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের সদিচ্ছা ও অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্রুত পরিবর্তনের চেয়ে নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার প্রক্ষেপণের জন্য জনগণ নিজের জমিতে যা খুশি তাই করতে পারে-এ ধরণের ধারণা বিবেচনায় নেয়া যাবে না। প্রক্ষেপণের তিনটি অংশ: ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমি ব্যবহারে বিধি নিষেধ আরোপ মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে কোন ক্ষেত্রে নদীর তীরবর্তী এলাকায় মানববসতি স্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। এর ফলে নদীর পানি দূষিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

কৃষি নীতি অনুসারে কৃষি জমি রাস্তা এবং নতুন শহর ব্যতীত যে কোন ধরনের ভৌত উন্নয়ন থেকে রক্ষা করতে হবে। আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণ অথবা নতুন বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তা কমিয়ে ফেলা যাবে না। সড়ক, বাঁধ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নতুন নগর এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষি ভূমি ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এধরনের ব্যবহার অবশ্যই পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য সকল পুকুর (০.১৫ একরের চেয়ে ছোট নয়) ও ডোবা সংরক্ষণ করা যেতে পারে, কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক ডোবা ও পুকুর ভৌত উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রক্ষেপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে জনগণের যৌক্তিক ইচ্ছাকে বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ পৌরসভার বাসিন্দাদের জন্যই মহাপরিকল্পনা, তারাই মহাপরিকল্পনার উপকারভোগী। ভূমি ব্যবহার, বরাদ্দ, স্থান চিহ্নিতকরণ, সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বেলায় তাদের যৌক্তিক ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাদের সম্পৃক্ত করা হবে। নতুন এলাকার উন্নয়নের সংঙ্গে অনেক বাঁধা বিপত্তি জড়িত যা নিম্নে দেওয়া হল:

- স্বল্প আয়;
- উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের উপযোগী বাস্তবসম্মত বড় জমির গঠনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির একত্রীকরণে বাঁধাসমূহ;
- মালিকানা বিরোধ;
- বেসরকারি ভূমি উন্নয়নকারীর অনুপস্থিতি;
- দুস্প্রাপ্যতা (অন্যের নিয়ন্ত্রণের অধীনে ভূমির উপর কাজের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন) এবং
- অনেক ক্ষেত্রে জমি উন্নয়নের প্রস্তুতি হিসেবে বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ জমির ক্ষেত্রে ভরাটের মাধ্যমে অথবা অতিরিক্ত ঢালু জমির ক্ষেত্রে মাটি সরানোর মাধ্যমে ভূমি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভূমি উন্নয়ন কাজের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

নতুন এলাকা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নীতি ও কৌশলগুলো হলো-

সরকারি খাতে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা এবং গতি বাড়ানোর উপায়গুলি জানা এবং বাস্তবায়ন: এটা এমন ক্ষেত্র যেখানে সরকার সরাসরি অকৃষি জমি কৃষি জমিতে রূপান্তরের হার ত্বরান্বিত করতে প্রভাব রাখতে পারে।

বেসরকারি খাতে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা এবং গতি বাড়ানোর উপায়গুলি জানা এবং বাস্তবায়ন: উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকার সমর্থনে ও বেসরকারি খাতে সরকারের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভা (প্রবর্তকের বদলে সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখা) নতুন এলাকা উন্নয়নের জন্য বাঁধাসমূহ অপসারনের ব্যাপারে বেসরকারি খাতকে নিয়ে কাজ করবে।

উপরের দুটি কৌশলের আলোকে জাতীয় পর্যায়ে আইন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হতে পারে। নতুন এলাকা উন্নয়ন সম্পর্কিত পৌরসভার অন্য কৌশলগুলো নিম্নে দেওয়া হল।

বর্তমান নগর এলাকার উন্নয়ন জোরদারঃ পৌর এলাকার মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে অবকাঠামোর পর্যাপ্ততা ও গ্রহণযোগ্য বসবাস পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হবে।

পৌরসভার অধিকাংশ এলাকায় কৃষি কাজ চলে এবং অল্প কিছু অংশ মুলত শহর এলাকা যেখানে তেমন উন্নয়ন প্রয়োজন হবে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই পৌরসভা সমগ্র এলাকায় পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে এবং নিজস্ব উদ্যোগ অথবা অন্য কারো উদ্যোগে এটা নিশ্চিত করবে যে, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজন আছে কি-না। সুস্পষ্টভাবে আগাম বিবেচনায় থাকবে বস্তি ও ছিন্নমুল বসতি (স্কোয়ার্টার)। স্থানীয় সম্প্রদায় ও এনজিওসমূহ এসব উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত হতে পারে।

নগরের বর্ধিতাংশ বা শহরতলী এলাকাসমূহে অ-নগর থেকে নাগরিক কর্মকান্ডে পরিবর্তনে সহায়তা প্রদানঃ এখানে মূল অগ্রাধিকার হলো যাতায়াত ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা করা। এরপরে সম্পদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সড়ক, নর্দমা ও অন্যান্য সেবা স্থাপন করা সম্ভব হবে। কিন্তু জায়গা নির্ধারণ ছাড়া এধরনের এলাকায় যৌক্তিক উন্নয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে, পরিবেশগত সমস্যা দেখা দেয় এবং উন্নয়নের ধারা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে (আলোচনার মাধ্যমে অথবা বাধ্যতামূলক ক্রয়ের মাধ্যমে) পৌরসভার ভূমিসম্পদ অর্জিত হলে এবং প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত সেটি খালি থাকবে এমন নিশ্চিত হওয়া গেলে পৌরসভা তার একটি নীতি হিসেবে এটি ক্রয় করবে। যদি তা না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিকল্প কৌশলে কাজ করতে হবে, সেটি হতে পারে নির্দিষ্ট ভূমি মালিকদের সঙ্গে বিদ্যমান ভূমি মালিকানা পুর্নবিন্যাসের মাধ্যমে। এই কাজে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ও প্রমাণিত কার্যকরি বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণের মধ্য দিয়ে পৌরসভা শহরতলী এলাকার উন্নয়নে যৌক্তিক সহায়তা প্রদান করবে।

সকল আর্থিক অবস্থার মানুষের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাঃ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্রে প্রকাশিত দারিদ্র বিমোচনে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় আবাসন নীতির উদ্দেশ্য অনুযায়ী পৌরসভাকে আরেকটি প্রধান যে কাজ করতে হবে, তা হলো সকল আর্থিক অবস্থার মানুষের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

নতুন এলাকার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ যে ভূমিকা পালন করে তা পুনর্বিবেচনা করাঃ যেখানে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত (পর্যাপ্ত আইন, প্রশাসনিক সম্পদ ও প্রায়োগিক ক্ষমতার মাধ্যমে), সেখানে এটি উন্নয়ন উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের ধরণকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটা আরো পর্যাপ্তভাবে ভূমিকা পালন করতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে পারে। অপরদিকে পৌরসভা কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। যেমন পৌরসভার জন্য উপযোগী নতুন সড়ক নির্মাণ বা সড়ক প্রশস্তকরণ করা যাবে এমন এলাকায় অন্য যেকোনো উন্নয়নে বাঁধা দেওয়া অথবা দূষণকারী কিছু শিল্প সংস্থা নির্দিষ্ট এলাকায় রাখা নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন হয়নি এমন প্রয়োজনীয় স্থানকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে পারে।

নতুন এলাকার পরিবর্তে পতিত অথবা কম ব্যবহৃত ভূমির উন্নয়ন উৎসাহিতকরণঃ এই পৌরসভার একটি বেশিষ্ট্য হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থলে পতিত ও কম ব্যবহৃত ভূমির প্রাধান্য। এসব ভূমি সম্পদ অপচয়কে উৎসাহিত করে। যদি অবকাঠামো খাতের বর্তমান বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হয় এবং যাতায়াতের সময় কমিয়ে আনতে হয় তবে এসকল ভূমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পৌরসভাকে তদন্ত করতে হবে কেন এধরনের পতিত অথবা অব্যবহৃত জমি রয়েছে এবং এগুলোর উন্নয়ন বাধা অপসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.৪ সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকাসমূহ

যেসকল এলাকা ও কাঠামোর সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রয়োজন তাদের তালিকা উপস্থাপন করা হল।

- ঐতিহাসিক ভবন, স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্য অথবা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়।
- উদ্যান, খেলার মাঠ অথবা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিনোদনমূলক এলাকা।
- সরকারি ভবন যেমন ডাকবাংলো, আদালত ভবন, সার্কিট হাউজ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয় এবং পৌরসভা মেয়রের সরকারি বাসভবন।
- নদীর তীরবর্তী এলাকা যেখানে মানুষ অবসর সময় কাটায়।
- চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির মত যে কোন সরকারি কাঠামো।
- বিএম স্তম্ভ (বেঞ্চমার্ক পিলার)।

সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকার জন্য নিম্নলিখিত নীতি এবং কৌশল বিবেচনা করা হয়-

ভবিষ্যতে উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্তে পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিবেচনা করা: পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় পৌরসভা পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের কথা বিবেচনা করবে এবং ভবিষ্যতে আরও বিপর্যয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা দূষণের সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে আইন দ্বারা সর্বোত্তমভাবে মোকাবিলা করা যায়। শিল্প কারখানার অবস্থান নির্ধারণ করার জন্য পৌরসভার একটি বৈধ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেখানে বাতাসের মাধ্যমে শহরে দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান আসবেনা এবং যেখানে পানি বাহিত বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য শোধনাগারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে সেখানে একটি নির্ধারিত স্থানে একক বা সংঘবদ্ধভাবে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া যাবে।

দূষণকারী নতুন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ এবং সেগুলো স্থাপনের জন্য উপযোগী স্থান চিহ্নিত করা: বিদ্যমান শিল্প কারখানা থেকে দূষণ নি:সরণ নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষদের সমন্বয়ে ও সহযোহিতায় অতিরিক্ত মাত্রায় দূষণ নি:সরণকারী শিল্প কারখানা সমূহকে বর্তমান স্থান থেকে অপসারণ ও অন্যত্র প্রতিস্থাপনে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ। এসব কার্যকর করতে আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। যেমন- ব্রেক তৈরির কারখানা। এটি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রভাব রয়েছে। এটি পৌরসভা এলাকার দুটি স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

বিদ্যমান প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিবেশগত বিরূপপ্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং এধরনের প্রভাব গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করার ব্যবস্থা নেয়া: বর্জ্য সংগ্রহ ও ফেলা এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি যা বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণ তা উন্নয়নের মাধ্যমে যথাযথভাবে সমাধান করা সম্ভব।

মারাত্মক শব্দদূষণ থেকে দূষণের মাত্রা হ্রাস: যানবাহন থেকে দূষনের বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মারাত্মক রূপ নেবে কেননা দূষণমাত্রা উন্নত হওয়ার আগেই গাড়ীর মালিকের সংখ্যা ও ব্যবহার বাড়বে। পুরাতন গাড়ীর স্থলে নতুন গাড়ি আসায় এবং ধোয়া নি:সরণ নিয়ন্ত্রনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অব্যাহত থাকার ফলে নি:সরনের মাত্রার সামান্য উন্নতি হতে পারে।

প্রতিবেশগত তাৎপর্যমূলক এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সুরক্ষা: এধরনের এলাকা নির্বিচারে ধ্বংস হওয়ার আগে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। বন/জঙ্গল এলাকা ও নদী সংলগ্ন এলাকাকে রক্ষা করা এই নীতিতে থাকবে। প্রথমত এসব রক্ষার উদ্যোগ সফল হলে এরপর এর মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সাংস্কৃতিক, স্থাপত্য এবং ঐতিহাসিক ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ: এধরনের ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভ অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঘটনা প্রভাবের প্রতিফলন ঘটায়। পৌরসভা এধরনের ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভ চিহ্নিত করার ও তালিকার ব্যবস্থা করবে এবং এগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এই কর্মসূচীতে এসব ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহের রক্ষনাবেক্ষন এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

পৌরসভা শহরের মধ্যে উন্মুক্ত স্থান রক্ষা ও এর তাৎপর্য বৃদ্ধি করা: উন্মুক্ত স্থান পৌরসভাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে যা দেশের অন্যান্য পৌরসভা থেকে আলাদা করে। এধরনের উন্মুক্ত স্থান রক্ষা করা না হলে তা ধীরে ধীরে অন্যান্য নগর কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হবে যার ফলে এর উপকারিতা থেকে গোটা সমাজ বঞ্চিত হবে।

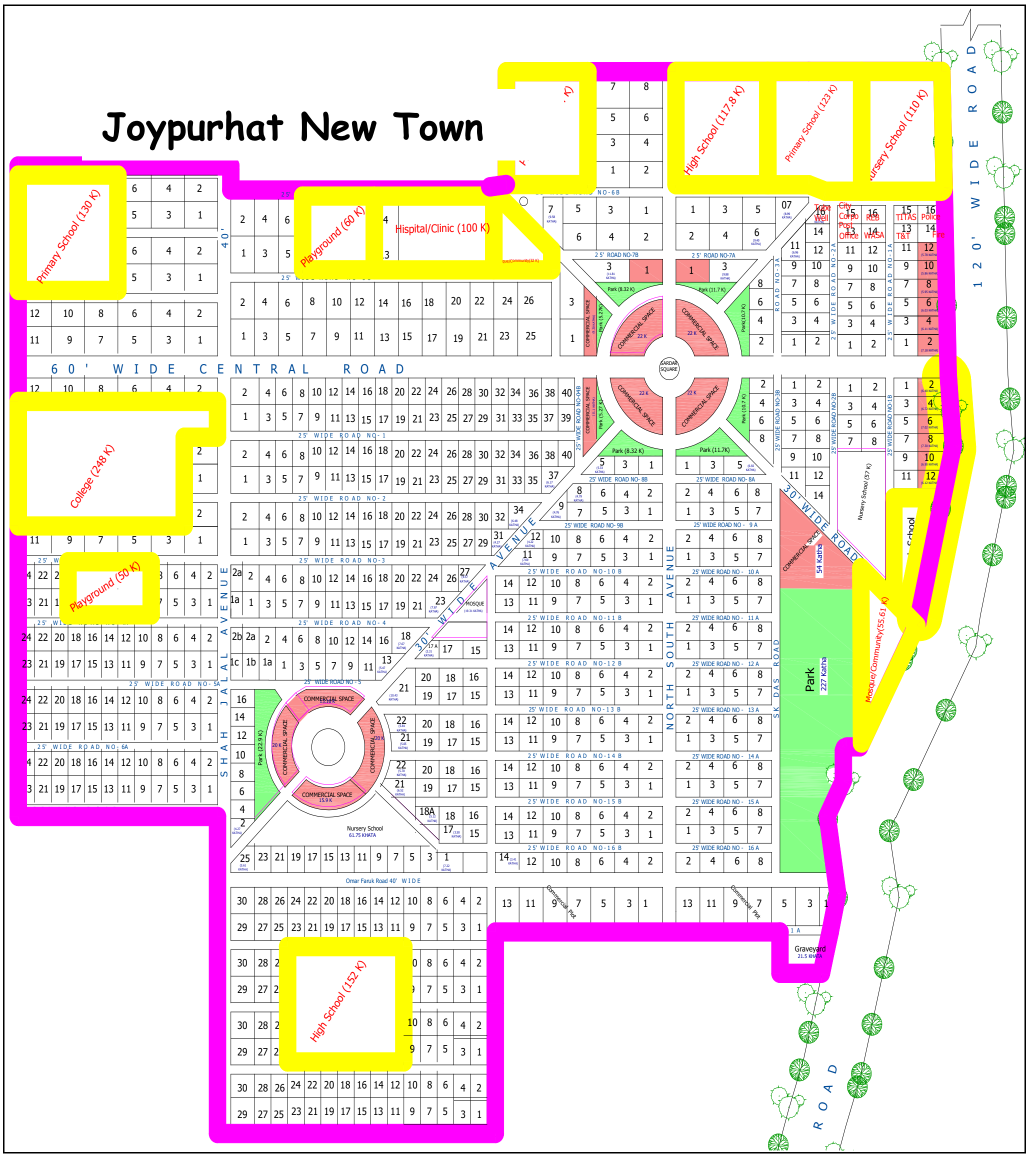

চিত্র- ৪.১: জয়পুরহাট পৌরসভায় জয়পুরহাট নতুন শহরের বিন্যাস (লে-আউট) পরিকল্পনা, ২০১৭*

<u>*পরিকল্পনার মানদণ্ড:</u>

জনসংখ্যার মোট ঘনত্ব - প্রতি একরে ১০০ জন

রাস্তা/যোগাযোগ ব্যবস্থা - মোট এলাকার ১২%

বাণিজ্যিক এলাকা - মোট এলাকার ২% (উল্লম্ব সম্প্রসারণে জোর দিতে হবে)

খোলা জায়গা - মোট এলাকার ৫% (বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য পুকুর খননে জোর দিতে হবে)

শিক্ষা - মোট এলাকার ১.৫%

স্বাস্থ্য - মোট এলাকার ১%

ধর্মীয় - ২ কোণে ২টি জমি (প্রতি জমি ২১৬০ বর্গফুট), কবরস্থান - ১ একর

সরকারি অফিস - ১ টি জমি (৩৬০০ বর্গফুট), কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত (উল্লম্ব সম্প্রসারণে জোর দিতে হবে)

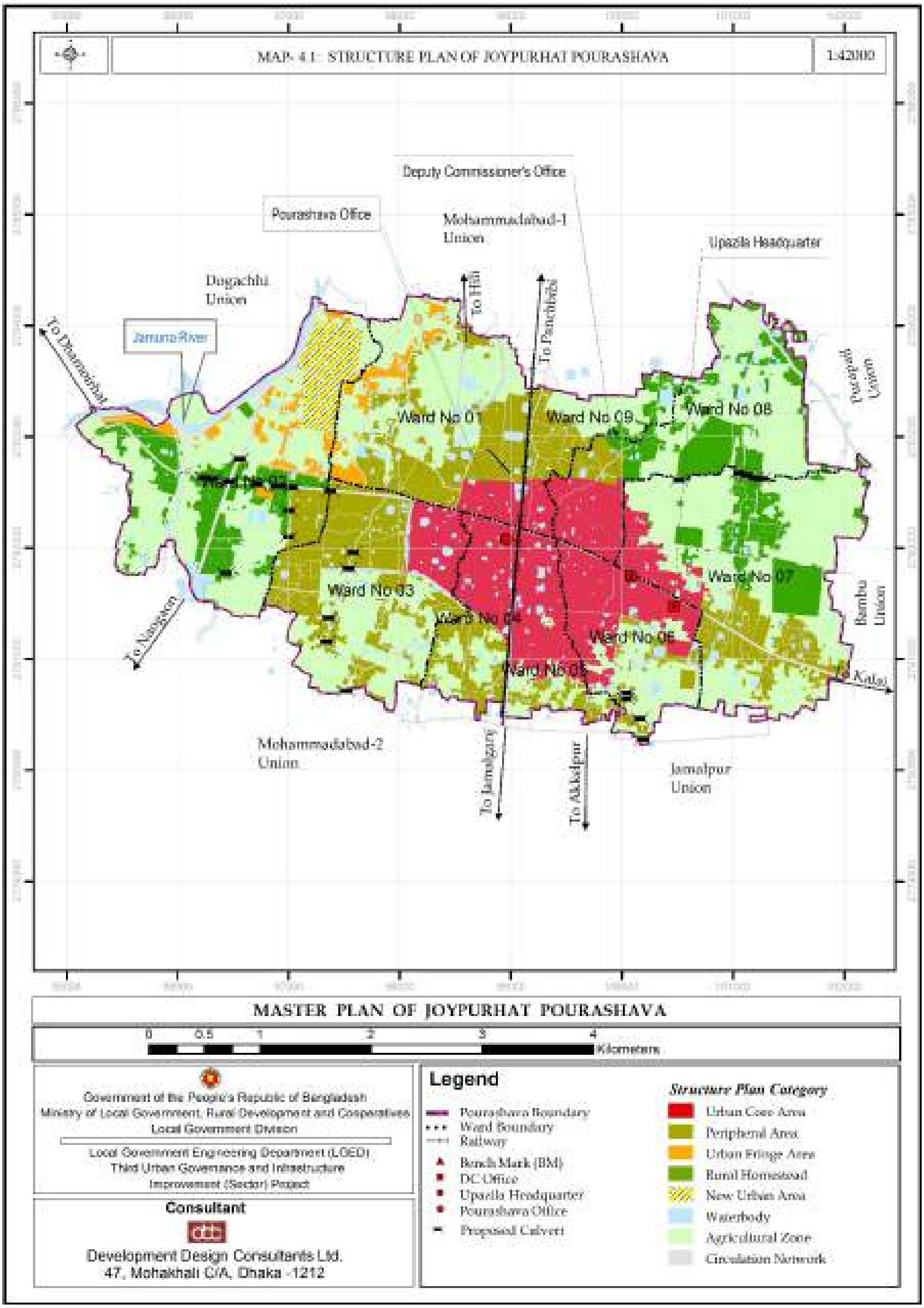

মানচিত্র- ৪.১: জয়পুরহাট পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনা

সূত্রঃ পরামর্শক দ্বারা প্রস্তাবিত, ২০১৮

অধ্যায়- ০৫: প্রতিটি বিভাগীয় উন্নয়নের জন্য কৌশল, নীতি এবং বিশেষ কর্মসূচি নির্ধারণ

৫.১ আর্থ-সামাজিক খাত

৫.১.১ জনসংখ্যা

জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতিসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো।

কাঙ্খিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিবর্তন: নতুন প্রমাণের আলোকে সময়ে সময়ে জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে। আদমশুমারী সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে এটি সর্বনিম্ন ১০ বছর পর পর করার প্রয়োজন হবে। পৌর কর্তৃপক্ষের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হবে-যেমন জন্ম, মৃত্যু ও অন্তর্মুখি (পৌরসভামুখি) অভিবাসন এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ।

পৌরসভার মধ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক/যৌক্তিক বন্টন: মহাপরিকল্পনা/ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন নগর কার্যক্রম ও নগরের বিভিন্ন প্রয়োজনে ভূমির উপযোগিতা অনুযায়ী জনসংখ্যার যৌক্তিক বন্টন করা। পৌরসভা স্থানিক উন্নয়ন কৌশল অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতি প্রদান করবে। এটি প্রদত্ত নীতিসমূহের পরিবর্তন, কার্যকারিতা নিরূপণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে কৌশল পর্যালোচনা করবে।

জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে ভূমি, সেবা ও সুবিধাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ: পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসাবে পৌরসভা জনসংখ্যার ভূমি, সেবা ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে এবং চাহিদাগুলোর পরিবর্তন আনবে। এই কাজ করার জন্য পৌরসভায় নগর উন্নয়নে সম্পৃক্ত বহু সংস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

৫.১.২ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

নিচের আলোচনায় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কিত সম্ভাবনার সারসংক্ষেপ প্রদান করা হল-

জয়পুরহাট পৌরসভার মূল অর্থনৈতিক উৎস হল কৃষি। এখানে কিছু সংখ্যক কৃষি জমি দেখতে পাওয়া যায়। কিছু ছোট আকারের মৎস্য খামারও এখানে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। মৎস্য চাষের সঙ্গে ৬২টি পরিবার যুক্ত। এখানে উৎপাদিত মৎস্য বেশিরভাগ ঢাকা মহানগরীতে চলে যায়। এই খাতে বিনিয়োগ পৌরসভার বিপুল সম্ভাবনা এনে দেবে। অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সারসংক্ষেপ নিম্নে আলোচনা করা হল:

- দক্ষ ও সুলভ শ্রমের সহজলভ্যতা।
- কৃষিজমির সহজলভ্যতা। জমিগুলো বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়, এবং এইসব কৃষিপণ্য কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যাবহৃত হতে পারে।

অধিকাংশ উদ্যোক্তাগন ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদের আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করেছেন। একটি বড় অংশ উল্লেখ করেছেন, তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে তাদের বিনিয়োগ ব্যবসার সম্প্রসারণ (৬৮%) এবং অন্যান্যদের অভিপ্রায় হচ্ছে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা (৩২%)। বিদ্যমান শিল্প এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে ব্যয় করার সামর্থ্য বাড়বে, বহুবিধ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে; যা অর্থনীতিকে সম্প্রসারণ করবে।

যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৌরসভার নাগরিকদের জীবন মানের উন্নয়ন হয়, তবে অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধাপে ধাপে পৌরসভার অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটবে। যে ধরণের নগর সেবা ও সুবিধা জনগণ গ্রহণ করতে চায় তার অর্থ পরিশোধের জন্য

হয় তাদের আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে (কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যের মাধ্যমে), নয়তো তাদের সরকারি ভর্তুকির উপর নির্ভর করতে হবে অথবা সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।

নীতি ও কৌশল

উপরোক্ত পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে নিম্নের নীতিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে; নগর উন্নয়নে সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহে সহায়তা দিতে ভূমি ও অবকাঠামো প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এগুলো হচ্ছে সাধারণ চাহিদার অতিরিক্ত।

জাতীয় বাণিজ্য জয়পুরহাট জেলায় স্থানান্তর উৎসাহিতকরণ: যদি জাতীয় ব্যবসা- বাণিজ্যকে পৌরসভা/উপজেলা/জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর উৎসাহিত করা যায়, সেগুলো শুধু স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত জনশক্তির আয় সক্ষমতা বাড়াবে না বরং ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তাকারী সেবা খাতের সম্ভবনা সৃষ্টি করবে। তদুপরি পৌরসভা এধরনের বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনার স্থান হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

ঢাকা থেকে সুবিধাদির বিকেন্দ্রীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎসাহিতকরণ: কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ধরণের সেবা সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা ঢাকায় অবস্থানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যেমন সরকারি দপ্তর, জাতীয়করণকৃত অথবা সরকারি ব্যাংকের সদরদপ্তর ও আধা-সরকারি সংস্থাসমূহ। কিছু সেবা পৌরসভা/উপজেলা/জেলা পর্যায়ে স্থানান্তরের মাধ্যমে পৌরসভা সুবিধাদির রাজধানী কেন্দ্রিকরণের মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরে আসতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা মোকাবেলা: কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সাথে যেখানে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত, সেখানে পৌরসভা এসকল কর্মকান্ডের সম্প্রসারণে উদ্ভুত বাধা অপসারণে কাজ করবে। যেখানে ভূমির স্বল্পতা, যাতায়াত বা অবকাঠামোর অভাবে সম্পদ সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পাদনে বাঁধাগ্রস্ত হয়, সেসকল ক্ষেত্রে পৌরসভা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গে এসব বাঁধা অপসারণে কাজ করবে।

৫.১.৩ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

পরিকল্পনা এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পৌরসভার একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় অংশ শহর ও বাকী বিস্তীর্ণ এলাকা এখনো পল্লী এলাকার মত রয়ে গিয়েছে। একটি জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং রেলপথ এই পৌরসভাকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করেছে। ধামৈরহাট এবং কালিয়া পৌঁছাতে মাঝের পৌরসভা রাস্তাগুলোতে যানবাহন চলাচল করে। পৌরসভার অধিক্ষেত্র এলাকা বাদে এই মহাসড়কের উভয় পাশেই বিপুল পরিমান কৃষি জমি ও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা বসতবাড়ী রয়েছে। এসকল অঞ্চলে বিভিন্ন হাট বাজারকে কেন্দ্র করে বসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে বোঝা যায়, এখানে এখনো কৃষি, মৎস ও শাকসবজি চাষের প্রাধান্য রয়েছে। জরিপকৃত এলাকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রামীন ও আধা-নগর এলাকা। পরিকল্পনা এলাকার এসব বিশেষ আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা বিরাজিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জরিপ পরিচালনা কালে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, পরিকল্পনা এলাকার শিল্পোদ্যোক্তরা সাধারণত নিচের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়:

- কমদামে ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানী উৎসের অভাব (গ্যাস সরবরাহ)
- অনির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ
- আশপাশের জেলাগুলোর সঙ্গে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি
- আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের অনুপস্থিতি
- যোগাযোগ অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা
- দক্ষ জনবলের অভাব
- নতুন শিল্প স্থাপনে জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া (অবকাঠামো ও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও ভোগান্তিপূণ দীর্ঘ প্রক্রিয়া), বিনিযোগ বান্ধব ব্যাংকিং /ঋন ব্যবস্থার অভাব)

- সরকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব

একসময় এই এলাকা রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং এই এলাকা চুনাপাথরের জন্য বিখ্যাত ছিল। যে সকল ব্যবসায়ী রেলপথে বাজারে পণ্য পরিবহন করতেন তারা পৌরসভাকে পণ্য খালাসের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। সেখান থেকে রেল স্টেশনের আশেপাশে বাণিজ্য ও বসতি গড়ে ওঠে। এই ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পরিবর্তন হয়ে গেছে।

নীতি ও কৌশল

শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন ও সেগুলোর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: পৌরসভার বর্তমান শিল্প এলাকার অবস্থা বিশেষ করে পরিবেশ সংক্রান্ত তথা কারখানাসমূহের নির্গত তরল ও বর্জ্য ফেলার অবস্থা খুবই দূর্বল। পৌরসভার নীতি হচ্ছে এসব অবস্থার উন্নয়ন করা এবং নির্গত তরল ও বর্জ্য দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আনা। নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান কর্মকান্ড স্থগিত করা বা অন্যত্র স্থানান্তরের দরকার হতে পারে।

বর্তমান শিল্প এলাকাসমূহের প্রত্যেকটিতে খালি ও অব্যবহৃত স্থান রয়েছে। পৌরসভার নীতি হচ্ছে এসব অব্যবহৃত স্থানের পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করা। স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে নতুন এলাকা চিহ্নিত করার বদলে এসকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে।

নতুন শিল্পের জন্য এলাকা নির্ধারণ: দীর্ঘ মেয়াদে এটা আশা করা যায় যে, নতুন শিল্প এলাকার প্রয়োজন হবে। পৌরসভা চায় পৌরসভায় বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে। পৌরসভা এধরনের শিল্প এলাকার জন্য উপযোগী স্থান চিহ্নিত করবে, শিল্প ব্যবহারের জন্য সেগুলো সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে পরিকল্পনা করবে।

ক্ষুদ্র আকারের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান: ক্ষুদ্র আকারের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনাযোগ্য। পৌরসভা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এসকল শিল্পের প্রয়োজন মাফিক শিল্প এলাকা গঠনে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করবে। এগুলো সম্ভাব্যভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে হবে এবং আবাসিক এলাকার কাছে অথবা মধ্যে স্থাপিত হবে।

পৌরসভা ক্ষুদ্র আকারের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনায় অন্যান্য চাহিদা বিবেচনা করবে এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে এসব চাহিদা, যেমন ঋণ প্রাপ্তি প্রভৃতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিবে।

৫.১.৪ আবাসন

নগর জীবনে গৃহায়ন একটা প্রধান উপাদান। এটি নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ও দৈনন্দিন আরাম আয়েশের উৎস। পৌরসভায় বড় এলাকা জুড়ে পল্লী গৃহায়ন উপাদান রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য বাণিজ্য কেন্দ্রের (গ্রোথ সেন্টারে) গৃহায়ন পৌরসভার গৃহায়ন সমীক্ষার জন্য উপযুক্ত। আদিম সমাজের প্রবণতার ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ পরিবেশের গৃহায়ণ (গ্রামীণ বসতি হিসেবে পরিচিত) পৌরসভার গৃহায়ণের জন্য উপযুক্ত শব্দ। অধিকাংশ ওয়ার্ডে পাকা, আধা-পাকা বা কাঁচা অথবা আধা-পাকা এবং কাঁচা বাড়ি পরিলক্ষিত হয়।

জয়পুরহাট পৌরসভার আবাসিক কাঠামোর মালিকানা বিস্তৃতভাবে দুই ভাগে বিভক্ত- সরকারি এবং ব্যক্তিগত। মোট কাঠামোর মধ্যে, ৮৮% কাঠামোগুলি বেসরকারি মালিকানাধীন, ৮% রেলওয়ের এবং ৪% সরকারি। জয়পুরহাট পৌরসভার আবাসিক এলাকা বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠলেও কিছু অভিন্ন মাত্রা অনুসরণ করে উন্নতি হয়েছে। ১ ও ৭ নং ওয়ার্ডে আবাসিক ভবনের সংখ্যা সব থেকে বেশী হলেও ওয়ার্ড নং ৪ ও ৫ সবথেকে বেশী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সকল পাকা আবাসিক ভবন ১, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের বাণিজ্যিক এলাকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। জরিপে পাওয়া উপাত্তে দেখা যায়, পৌরসভার প্রায় ২৪% বাসিন্দার

বসতবাড়ি ভাল অবস্থায় রয়েছে। প্রায় **১২%** ভবন জীর্ণ অবস্থার কারনে ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং ০.৮% নতুন নির্মিত ভবন। বাকি ভবন মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে।

নীতি ও কৌশল

জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ২০০৪ পৌরসভার নাগরিকদের জীবনমানের উপর বড় ধরনের প্রভাব সুষ্টি করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে পৌরসভা নিচের চারটি নীতি অনুসরণ করতে পারে। এর সবগুলোই আবাসনের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য কমাতে সহায়তা করবে।

সরকারি আবাসন প্রকল্পের জন্য স্থান চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন: যেখানে সরকার জাতীয় গৃহায়ণ নীতির অংশ হিসেবে উত্তরোত্তর গৃহ নির্মাণ অথবা প্লট উন্নয়নের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, সেরকম ক্ষেত্রে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যথাযথ স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়নে সহায়তা করবে।

বেসরকারি খাতের আবাসন প্রকল্পের জন্য স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়ন: যেখানে বেসরকারি খাতে আবাসন প্রকল্প সম্পন্ন হবে, সেক্ষেত্রে পৌরসভাকে নিজস্ব উদ্যোগে অথবা অন্যদের সহায়তায় নির্বাচিত স্থানে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মাটি ভরাট, নিষ্কাশন সুবিধা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য আইনগত, কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এক্ষেত্রে পৌরসভা বেসরকারি খাতের জন্য পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করবে।

নিম্ন ও নিম্নতর আয়ের মানুষের জন্য এলাকা এবং পরিষেবাদি প্রকল্পের সংস্থান: জাতীয় আবাসন নীতির আলোকে নিম্ন ও নিম্নতর আয়ের মানুষের আবাসন সুবিধা প্রদানে অধিকতর অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে অনুযায়ী, পৌরসভা নিজস্ব অথবা অন্যদের সহায়তায় এসকল মানুষের আবাসনের জন্য এলাকা এবং পরিষেবাদি প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগ নেবে।

৫.১.৫ বসতি উন্নয়ন

বর্তমান অবস্থা: মোট ২২ টি বসতি পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। নিম্নলিখিত সারণীতে এ সমস্ত বসতির বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। রেলস্টেশনের অবস্থানের কারণে ওয়ার্ড নং ৯ এর সর্বাধিক সংখ্যক বসতি রয়েছে। বসতিবাসীদের দ্বারা দখলকৃত জমি বেশিরভাগই সরকারি ভূমি।

বসতিবাসীর মাসিক আয় ৫,৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং তারা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে জড়িত। দেখা গেছে যে বসতিতে শ্রমের হার বেশি। এছাড়া, কাচা রাস্তা, নিম্ন সাক্ষরতার হার এবং বেকার মানুষ বসতিতে বাস করছে এবং তারা বেশিরভাগ দরিদ্র সম্প্রদায়। বসতি এলাকা ৬.৭ একর জমি জুড়ে আবদ্ধ। বসতির মোট জনসংখ্যা প্রায় ২,৫০০ জন।

বসতি ও ঝুপড়ি (স্কুয়াটার) বসতির উন্নয়ন: আবাসন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সমাজের সব থেকে বেশী সুবিধাবঞ্চিত মানুষ মূলত বসতি ও ঝুপড়িতে বসবাস করে। পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন, সেনিটেশন সুবিধা, বিদ্যুৎ ও পাকা সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পরিমিত বিনিয়োগ করে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করার সম্ভব। পৌরসভা নিজস্ব অথবা অন্যদের সহায়তায় বসতি ও ঝুপড়ি এলাকার উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যদিও বসতি ও ঝুপড়ি উন্নয়নের জন্য দেশে কোন প্রবিধান নেই।

কম আয়ের মানুষের জন্য জমি ব্যবহার পরিকল্পনায় একটি আবাসিক এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আলাকার আয়তন ধরা হয়েছে ৫০ একর। বসতি এবং ঝুপড়ি এলাকার মানুষজনকে এই নতুন পরিকল্পিত এলাকায় পুনর্বাসন করা হবে।

সারণী- ৫.১: জয়পুরহাট পৌরসভার বসতি

ক্রমিক নং	বসতির নাম	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	ভূমির মালিকানা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পেশা	মাসিক আয় (টাকা)
১	চিনি কল সুইপার কলোনী	০১	১.০০	জয়পুরহাট চিনি কল	৫১	স্বেচ্ছাসেবক, দিন-মজুর	৫,৫০০-৭,০০০
২	যমুনা বাধপারা	০২	১.৩০	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৭৮	কৃষক, রিকশা ও ভ্যান-চালক, ছোট ব্যবসায়ী	৫,৫০০-৭,০০০
৩	তাঁতিপাড় রেলওয়ে বসতি	০৩ এবং ০৪	১.০০	সিমেন্ট কারখানা	১১৮	রিকশা ও ভ্যান-চালক, অটো ড্রাইভার, দিন-মজুর, দরজী, কৃষক, বিক্রেতা	৫,৫০০-৭,০০০
৪	বিশ্বাসপাড়া রেলওয়ে বসতি	০৯	১.০০	বাংলাদেশ রেলওয়ে (ইজারা)	৮৯	দিন-মজুর, দরজী, কৃষক, বিক্রেতা	৫,৫০০-৭,০০০
৫	রইসপাড়া মোহিত পুকুরপাড় বসতি	০৯	০.৬০	ব্যক্তিগত এবং খাস জমি	৫৭	রিকশা ও ভ্যান-চালক, অটো ড্রাইভার, কৃষক, দিন-মজুর, দরজী	৫,৫০০-৭,০০০
৬	তাজুরমোড় বসতি	০১	২.০০	ব্যক্তিগত জমি	৯৭	ছোট ব্যবসায়ী, রিকশা চালক, অটো ড্রাইভার, দিন-মজুর, দরজী	৫,৫০০-৭,০০০
৭	বঙ্গবন্ধু বসতি	০২	০.৫০	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৪০	রিকশা চালক, অটো ড্রাইভার, দিন-মজুর, ফেরিওয়ালা	৫,৫০০-৭,০০০
৮	সাগরপাড়া রেলওয়ে বসতি	-	১.০০	বাংলাদেশ রেলওয়ে	৫৩	রিকশা চালক, অটো ড্রাইভার, দিন-মজুর, চাকর	৫,৫০০-৭,০০০
৯	বুলুপাড়া বুড়াপুকুর পাড় বসতি	-	১.০০	সরকারি জমি, ইজারা	৫৭	রিকশা চালক, দিন-মজুর, ছুতার, বিক্রেতা	৫,৫০০-১০,০০০
১০	বুলুপাড়া মহারাণী পুকুরপাড় বসতি	-	১.০০	সরকারি জমি, ইজারা	৫৫	রিকশা চালক, দিন-মজুর, ছুতার, বিক্রেতা	৫,৫০০-১০,০০০
১১	মহলি পাড়া	-	০.৯০	ব্যক্তিগত জমি	৫০	কৃষক, হস্তশিল্পী	৫,৫০০-৭,০০০
১২	তুরিপাড়া, শান্তিনগর	-	১.০০	ব্যক্তিগত জমি	৫৫	ছোট ব্যবসায়ী, রিকশা চালক, দিন-মজুর, ফেরিওয়ালা, নাপিত	৫,৫০০-১০,০০০
১৩	চক গোপালাদিবাসি পাড়া	-	২.০০	ব্যক্তিগত জমি	৫৬	কৃষক	৫,৫০০-৭,০০০
১৪	গৌরিপাড়া মুচিপাড়া	-	০.৮৫	ব্যক্তিগত জমি	৫৪	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা	৫,৫০০-৭,০০০
১৫	হরি পুকুরপাড়	-	০.৮০	সরকারি জমি, ইজারা	৫৩	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা, দিন-মজুর	৫,৫০০-৭,০০০
১৬	বনমালিপাড়া	-	০.৯০	ব্যক্তিগত জমি	৬০	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা	৫,৫০০-৭,০০০
১৭	বুলুপাড়া গুচ্ছগ্রাম	-	১.১০	সরকারি জমি, ইজারা	৫৪	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা, দিন-মজুর	৫,৫০০-১০,০০০
১৮	মাদারগঞ্জ	-	০.৮০	ব্যক্তিগত জমি	৫৩	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা	৫,৫০০-১০,০০০
১৯	দেওয়ানপাড়া	-	০.৫০	ব্যক্তিগত জমি	৬০	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা, জেলে	৫,৫০০-১০,০০০
২০	খাদ্য গুদামঘরের	-	০.৬০	সরকারি জমি	৫১	ছোট ব্যবসায়ী, দিন-মজুর,	৫,৫০০-

ক্রমিক নং	বসতির নাম	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	ভূমির মালিকানা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পেশা	মাসিক আয় (টাকা)
	পাশের বসতি					গাড়ি চালক, মিস্ত্রি	৭,০০০
২১	রহমতপুর হঠাৎপাড়া	-	০.৮০	ব্যক্তিগত জমি	৫০	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা, কৃষক, বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি	৫,৫০০-১০,০০০
২২	সদরপাড়া	-	০.৫০	ব্যক্তিগত জমি	৫০	রিকশা ও ভ্যান-চালক, ফেরিওয়ালা	৫,৫০০-১০,০০০
মোট			২১.১৫		১৩৪১		

সূত্রঃ ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, ২০১৭

নীতি

আবাসন ও অন্যান্য নগর চাহিদা পূরণে পৌরসভা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, তা হলো এমন পন্থা উদ্ভাবন ও জোরদার করা যার মাধ্যমে অনুন্নত কৃষি ভূমিকে উন্নত ভূমিতে রুপান্তর, যেন সেখানে ব্যক্তিবিশেষ তার নিজের গৃহ নির্মাণ করতে পারে। নগরের কি পরিমান অংশ আবাসনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং নগরবাসীর জীবন মানের অন্যতম সূচক এই উভয় বিবেচনাতেই আবাসন নগর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ব্যবহার, ফলে আবাসনের জন্য পৌরসভা আরো একটি নীতিমালা প্রবর্তন করতে পারে। বিভিন্ন আবাসন কার্যক্রমের জন্য সহজলভ্য অর্থের যোগান এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করার জন্য সর্বজনীন ও সুদূরপ্রসারী সম্পদ বন্টন কৌশল নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে হবে। আবাসন খাতে অর্থের প্রবাহের সীমাবদ্ধতা অপসারণের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, বিশেষ করে একটা বড় অংশের অর্থ যেন গরিব এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে ঋণদান করা যায়।

সরকারি এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উভয় ক্ষেত্রে বাড়িঘরের জন্য ঋণদান কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এই কার্যক্রমের জন্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারী নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও গুলোতে ঋণ প্রদান করার জন্য সরকার নিম্ন আয়ের আবাসন তহবিল গঠন করতে পারে। তারা এরপর বিভিন্ন ব্যক্তি, সমবায় সমিতি, সমাজ সমিতি, আইনীভাবে নিবন্ধিত সংস্থা, বেসরকারি ডেভেলপার/নির্মাতা, সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকারি সংস্থাসহ যারা ঋণসুবিধাভোগী আছে এদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করবে।

আবাসন খাতে সম্পদের নিশ্চয়তায় ও বন্ধকী বাজারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে বীমা খাত, ইউনিট ট্রাস্ট, বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক এবং বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান সম্পদের পরিমাণ আবাসন খাতে সঞ্চালন করতে হবে। এই সম্পদের গড় উৎপাদনের উপর ঋণের হার প্রতিফলিত হবে। দরিদ্রদের জন্য আবাসন খরচ যেন সাশ্রয়ী মাত্রায় আনা যায় সেজন্য আবাসন তহবিল কর্মসূচি ও আশ্রয় বিতরণ পদ্ধতির উন্নতি করতে হবে

সারণী- ৫.২: ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় জয়পুরহাটে বসতি উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা

ক্রমিক নং	বসতির নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	অগ্রাধিকার
০১	চিনি কল সুইপার কলোনী	৫০	১ম
০২	যমুনা বাধপারা বসতি	৮৬	২য়
০৩	তাঁতিপাড় রেলওয়ে বসতি	১০৮	৩য়
০৪	বিশ্বাসপাড়া রেলওয়ে বসতি	৮১	৪র্থ
০৫	রইসপাড়া মোহিত পুকুরপাড় বসতি	৫৭	৫ম
০৬	তাজুরমোড় বসতি	৯৭	৬ষ্ঠ
০৭	বঙ্গবন্ধু বসতি	৫৪	৭ম

সূত্রঃ এলজিইডি, ২০১৭

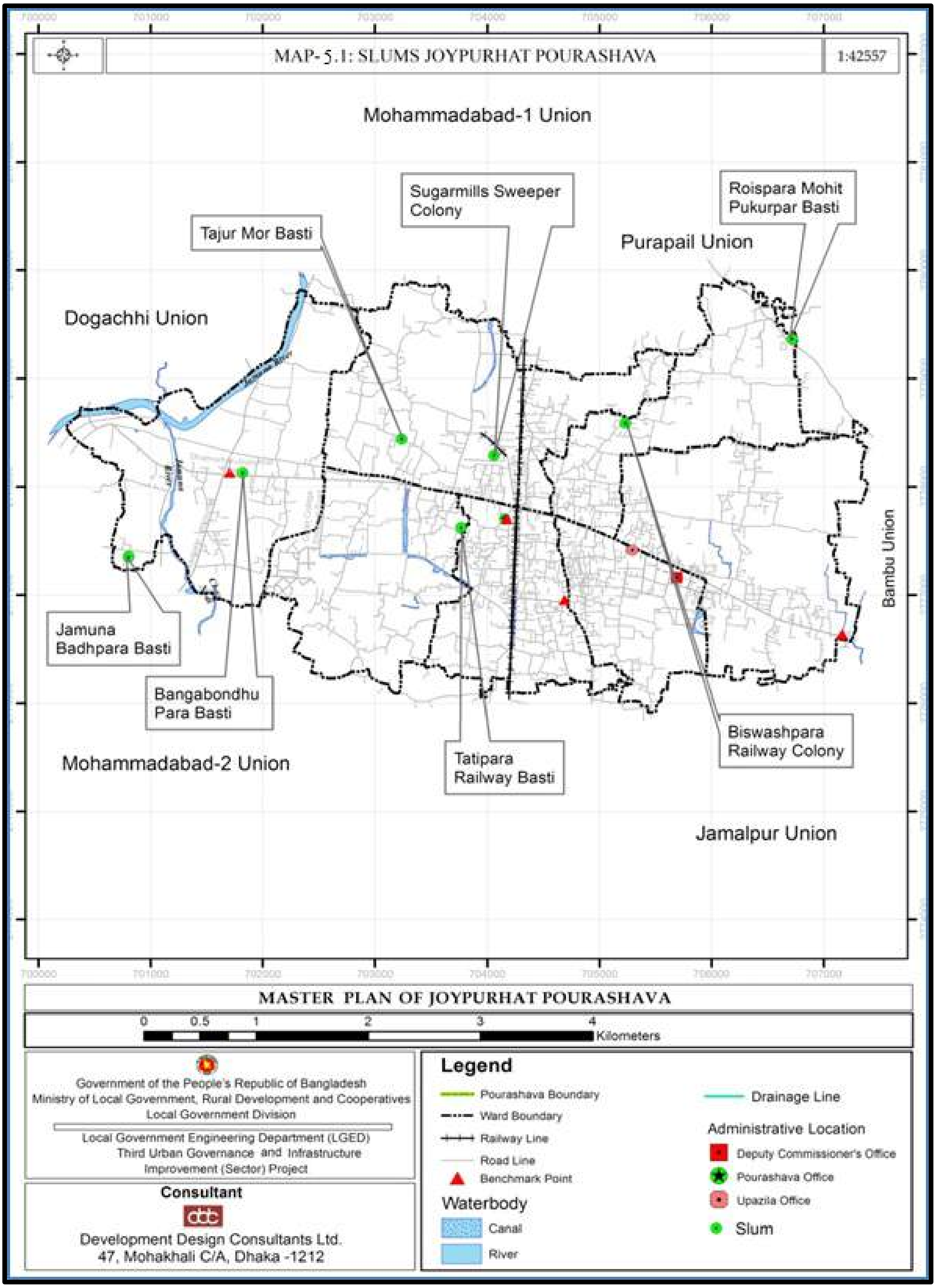

মানচিত্র- ৫.১: জয়পুরহাট পৌরসভার বসতিসমূহ

সূত্রঃ ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, ২০১৭

৫.১.৬ কমিউনিটি সুবিধাদি

কৃষি উৎপাদনের কারণে এই পৌরসভায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উচ্চ সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। একইসাথে, রেলওয়ে স্টেশন, জাতীয় মহাসড়ক এবং যমুনা নদীর অবস্থানের কারনে ব্যবসা খাতেও ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা যায়। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির চারপাশের কার্যক্রম বাণিজ্যিক খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের পরে এই প্রচেষ্টা দ্রুততর হবে। জয়পুরহাটে নতুন বিনিয়োগ সাথে নতুন কর্মসংস্থান জোরদার হবে। এটি স্থানীয় মানুষের আয় বৃদ্ধি করবে এবং তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাবে। পরিবহন, শিল্প, নির্মাণ, বাণিজ্য ও সেবাখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জয়পুরহাটে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্র ও পর্যটন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

নীতি ও কৌশল

পৌরসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ভূমিকা হবে পৌরসভার কমিউনিটি সেবার চাহিদা ও সংস্থান (সরবরাহ) সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা। এগুলো বিবেচনায় রেখে পৌরসভা নিম্নলিখিত নীতিসমূহ গ্রহণ করবে।

পৌরসভায় কমিউনিটি সুবিধা সংস্থানের মূল বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ: পৌরসভায় কমিউনিটি সুবিধা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ নীতি প্রনয়ণে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে পৌরসভাকে সহযোগিতা করবে। পরবর্তী পর্যায়ে, জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে পৌরসভা পরিবর্তিত চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে এই নীতিমালা সম্প্রসারণ করতে পারবে। চাহিদা পূরণ যেমন; অধিক চাহিদাপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, সংস্থানের জন্য যথাযথ লক্ষ্য নির্ধারণ, এলাকা নির্ধারণ এবং উক্ত এলাকার উন্নয়ন সম্পন্ন করতে যে কোন বাঁধা উত্তরণে সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

যতক্ষণ পর্যন্ত পৌরসভা নিজে নীতিমালা প্রণয়ন করতে অক্ষম যা তার এলাকায় কমিউনিটি সুবিধা সরবরাহে সুনিশ্চিত প্রভাব রাখবে ও অধিকাংশ মানুষের চাহিদা পূরণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌরসভাকে নিচের দুটি অতিরিক্ত নীতি অনুসরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

সরকারি কমিউনিটি সুবিধার স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান: পৌরসভা প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়ন করতে কমিউনিটি সুবিধার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি কমিউনিটি সুবিধা স্থাপনে পৌরসভা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। যেমন- স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণে পাইকারী অথবা খুচরা বাজার স্থাপন।

বেসরকারি খাতে কমিউনিটি সুবিধার স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান: কমিউনিটি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে যেখানে বেসরকারি খাত অসুবিধার সম্মুখীন হবে, পৌরসভা সেখানে উপযোগী স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাতের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে।

৫.১.৭ পর্যটন

জয়পুরহাটের সম্ভাবনা এখানে পৌরসভা হিসাবে নয়, জেলা অনুযায়ী বিবেচনা করা হচ্ছে। এখানে বিবেচনা করা হয় যে জেলা স্তরের সকল সম্ভাবনা জেলা জুড়ে সব পৌরসভাকে প্রভাবিত করবে। এটা পর্যটনের সম্ভাব্য উপাদানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যাবস্থা এবং সম্ভাব্য উপাদানের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। জয়পুরহাট জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পর্যটন সম্ভাব্য উপাদান আছে যা নিন্মোক্ত সারণীতে দেখানো যায়।

সারণী- ৫.৩: জয়পুরহাট জেলার পর্যটন আকর্ষণ স্থান

ভ্রমণ আকর্ষণ স্থান	অবস্থান	জয়পুরহাট জেলা থেকে দূরত্ব (কি.মি.)
হিন্দ-কশবা শাহী মসজিদ	খেতলাল, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট জেলার অভ্যন্তরে
লোকমা জমিদারবাড়ি	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	
গোপীনাথপুর মন্দির	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	
পাথরঘাটা চার্চ	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	
বড়শিবালয় মন্দির	আমলা, জয়পুরহাট	
নিমাই পীরের দরগা	পাথরঘাটা, জয়পুরহাট	
পাগলা দেওয়ান গণ গোরস্থান	ধামইরহাট, জয়পুরহাট	
জয়পুরহাট মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ	চাকবরকত বাজার, জয়পুরহাট	
নন্দাইল দীঘি	কালাই, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট জেলার অভ্যন্তরে
আচরঙ্গা দীঘি	খেতলাল, জয়পুরহাট	

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক জরিপকৃত

সারণী- ৫.৪: জয়পুরহাট জেলার বাইরে পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র

বিশেষ আকর্ষণ স্থান	অবস্থান	জয়পুরহাট জেলা থেকে দূরত্ব (কি.মি.)
সোমপুর মহাবিহার	পাহাড়পুর বিহার জাদুঘর, নগরগাছি উপজেলা, নওগাঁ	১৩.৮
সুরা মসজিদ	ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর	২১.১
জগদ্দল বিহার	ধামইরহাট, নওগাঁ	২২.০
বসু বিহার	শিবগঞ্জ, বগুড়া	২৫.০
ভীমের পন্তি	ধামইরহাট, নওগাঁ	২৫.২
মহাস্থানগড়	শিবগঞ্জ, বগুড়া	২৯.১
শাহ সুলতান বলখি মহিশ্বর মাজার	মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, বগুড়া	২৯.১
পরশুরাম প্রাসাদ	মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, বগুড়া	২৯.১
বর্ধন কুঠি	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা	২৯.৮
লক্ষিন্দর বেহুলার বাসর ঘর	বগুড়া	৩০.১
হিলি বন্দর	হিলি, হাকিমপুর উপজেলা, দিনাজপুর	২০.০
প্রাকৃতিক আকর্ষণ স্থান		
আলতা দীঘি জাতীয় উদ্যান	ধামইরহাট, নওগাঁ	২৫.১
ড্রিমল্যান্ড	পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	৩২.৯
বাবা আদমের মাজার ও বিখ্যাত আদমদিঘী	আদমদীঘি, বগুড়া	৩৩.২
দিবর দীঘি	পত্নিতলা, নওগাঁ	৩৬.৮
নওয়াবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩৭.৪
হাপানিয়া খেয়াঘাট	শহরপাড়, নওগাঁ	৫১.১
জবাই বিল	শহরপাড়, নওগাঁ	৫১.১
চলন বিল	শিঙরা, নাটোর	৬৫.১

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক জরিপকৃত

নিচের সারণীতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো জয়পুরহাট পৌরসভার ঐতিহ্য। জয়পুরহাট নগর এলাকা গঠনের সময় ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই কাঠামোগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো দুইটি মাত্রায় শ্রেণীবিভাগ করা যায়- সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় উপাসনা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শহরে একটি ভিন্নধর্মী ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে যাদের নামে এলাকার নামকরণ করা হয়েছে।

সারণী- ৫.৫: সংরক্ষণ উপযোগী কাঠামোসমূহ

কাঠামো	সংখ্যা	অবস্থান	আয়তন (একর)
আনসার ক্যাম্প	১	আনসার ও ভিডিপি অফিস, খঞ্জপুর, ওয়ার্ড- ০২	১.৫০
কেন্দ্রীয় কারাগার	১	জয়পুরহাট কেন্দ্রীয় জেলখানা, ওয়ার্ড- ০৭	৮.৬৩
ক্যান্টনমেন্ট এবং সেনা ক্যাম্প	১	বিশ্বাসপাড়া, ওয়ার্ড- ০৫	৩.৪৫
গির্জা	১	খঞ্জপুর খ্রিষ্টান গির্জা, ওয়ার্ড- ০২	০.৯০
ঈদগাহ	২	ওয়ার্ড- ০৮	০.৩৩
		ওয়ার্ড- ০৫	১.৫৪
পুলিশ লাইন	-	পুলিশ লাইন	১৩.৭৩
মন্দির	৩	ওয়ার্ড- ০১	০.০৫২
	৭	ওয়ার্ড- ০২	০.০৭৬
	৩	ওয়ার্ড- ০৩	০.০২৭
	১	ওয়ার্ড- ০৪	০.০১২
	১	ওয়ার্ড- ০৫	০.০১২
	১	ওয়ার্ড- ০৭	০.০১৪
	২	ওয়ার্ড- ০৮	০.০৫১
	৪	ওয়ার্ড- ০৯	০.০৮৩
মোট	**২৭**		**২৬.৯৫৭**

সূত্রঃ ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, ২০১৭

৫.১.৮ বিনোদন সুবিধা

সিনেমা হল, নাট্যশালা, শিশু পার্ক, বনভোজন এলাকা ইত্যাদির মত বিনোদন সুবিধাগুলো এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই পৌরসভার বিনোদনমূলক সুবিধা হল ১টি স্টেডিয়াম, ২ টি মিলনায়তন, ১টি সিনেমা হল, ২ টি কমিউনিটি কেন্দ্র এবং ৮টি খেলার মাঠ।

বাসিন্দাদের পাশাপাশি এলাকার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্যান এবং খেলার মাঠ প্রয়োজনীয়। একটি উদ্যান বা খেলার মাঠ হল সবুজ খোলা জায়গা যা স্থানীয় পরিবেশকে স্নিগ্ধ রাখে। এটি বাসিন্দাদের একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে সতেজ করে তোলে। এতে তারা ভাল স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে। এই পৌরসভায় উদ্যান ও খেলার মাঠের অভাব রয়েছে। বর্তমানে পৌরসভাতে কোন উদ্যান নেই তাই এলাকার বাসিন্দারা এর সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত। উদ্যান এবং খেলার মাঠের সুবিধা সহজতর করার জন্য এগুলো এলাকাবাসীর হাঁটার দূরত্বের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

৫.২ ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ

৫.২.১ পরিবহন

নগর এলাকা বসবাসযোগ্য করতে পরিবহন অবকাঠামো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু পরিবহনের জন্য কার্যকর সড়ক সংযোগ ব্যবস্থাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা এলাকা কৃষিপণ্য ও ফল-মূল চাষের কেন্দ্র, সেখানে সময়মতো এগুলো পরিবহনের জন্য ভাল পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা দরকার। কৃষিপণ্য ভিত্তিক শিল্পের কারনে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য টেকসই বিনিয়োগসহ উন্নত পরিবহন সুবিধা প্রয়োজন। পরিবহন সংযোগ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃষিসহ সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে-যা আঞ্চলিক ভিত্তিতে চাহিদা পূরণ করবে। আসলে এই এলাকায় একটিমাত্র আঞ্চলিক মহাসড়ক রয়েছে-যা যমুনা রেল সেতু নির্মিত হলে চলাচল কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়তে পারে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠু যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের জন্য কয়েকটি নতুন সড়ক প্রয়োজন হবে।

নীতি ও কৌশল

সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলো নেয়া যেতে পারে-

- সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উচ্চক্রম (হায়ারার্কি) অনুসরণ করে পৌরসভার জন্য একটি সমন্বিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- স্থানীয় সড়কের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তত একটি অংশ উপকারভোগীদের কাছ থেকে নেয়ার জন্য অংশগ্রহণমূলক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এটি ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হ্রাস ও ব্যয় সাশ্রয়ে সহায়ক হবে।
- যেসব এলাকায় বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এমন প্রস্তাবিত সড়ক তাৎক্ষণিক উন্নয়নের জন্য নির্বাচন করতে হবে।
- সড়ক উন্নয়নে (বিশেষত যে সকল সড়ক এখনো পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার হচ্ছে না) অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে পর্যায়ক্রমিক (ইনক্রিমেন্টাল) উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- দীর্ঘ দূরত্বের যানবাহনের চলাচল বিরামহীন করতে প্রধান সড়কের সঙ্গে সহযোগী সড়ক তৈরী করতে হবে।
- কৃষি এলাকার মধ্যদিয়ে যাওয়া প্রাথমিক সড়কসমূহে সংরক্ষিত নিরাপদ বলয়ের (বাফার জোন) প্রস্তাব এবং সড়কের পাশের উন্নয়ন নিরুৎসাহিত করা হবে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ভূমিকা

এই পৌরসভায় কোনও জল পরিবহন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) যমুনার নদী রক্ষাকারী কিন্তু কর্তৃপক্ষ পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত এই নদীর ব্যাপারে কোন দায়িত্ব পালন করছে না।

৫.২.২ পরিষেবা

এই পৌরসভায় পরিষেবা খুবই অপ্রতুল। পৌরসভার ভৌত অবস্থার উন্নয়নে পরিষেবার ব্যাপক উন্নয়ন দরকার। প্রাথমিক বিবেচনায় খাবার পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ও সেনিটেশন সুবিধা এবং বর্জ্য অপসারনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রায় সকল মানুষ খাবার পানির জন্য সরবরাহকৃত পানি (৯১%) এবং হস্তচালিত নলকূপের (১০%) ওপর নির্ভরশীল। এই পৌরসভায় আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত ১৪৩৭টি নলকূপ আছে। ঢাকনাযুক্ত নর্দমা ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এই পৌরসভায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা যথাযথ পরিকল্পনা ও নকশার মাধ্যমে অপসারণ করা উচিত।

নীতিসমূহ

পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহে ভূমির গড় উচ্চতা ২১ মিটার এবং ওয়ার্ড ভেদে ১৫ থেকে ২৫ মিটার। কিন্তু পৌরসভার বাইরে নিচু ভূমিগুলোর উচ্চতা ১৫ মিটারের নিচে। এর অর্থ হচ্ছে পৌরসভা ও এর চার পাশে ১৫ মিটার থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত ঢাল বা নিচু জমি রয়েছে। এধরনের ভূমি নর্দমা ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধা নির্মাণের জন্য উপযোগী।

কৌশলসমূহ

উপরোল্লিখিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিষেবা পরিকল্পনার জন্য নিম্নের কৌশলসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে:

- নির্ধারিত এলাকার জন্য সমন্বিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে স্বল্প ব্যয়ভিত্তিক উন্নয়ন করতে হবে।
- যেখানে নগরায়ন দ্রুত ও উপযোগী হতে পারে শুধু সেসব এলাকায় নতুন নগরের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে হবে।
- বর্জ্য অপসারণ ছাড়া অন্য সকল সেবা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় প্রতিটি পরিষেবার তহবিল সম্পর্কিত সুযোগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে আলোচনা করতে হবে।
- সম্পদ বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে বহু-ক্ষেত্রীয় বিনিয়োগ কর্মসূচি চালু করতে হবে।
- মাঝারি মেয়াদে পরিষেবা অবকাঠামোর অবস্থান সনাক্ত করার জন্য জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অভিক্ষেপ পর্যালোচনা করতে হবে।

- বিদ্যমান পরিষেবা অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে।
- সরবরাহকারী সংস্থার সাথে তাদের কর্মক্ষম জমির অবস্থান সনাক্তকরণে একযোগে কাজ করতে হবে।

পরিষেবা সুবিধাদির আরো নির্দিষ্ট কিছু নীতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

পানি সরবরাহ

নীতি/ পানি সরবরাহ- ১: ভূ-পৃষ্ঠের পানির উপর ভিত্তি করে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার (এসডব্লিউটিপি) ঋতু-ভিত্তিক এবং ধারণকৃত বৃষ্টির পানি হতে পারে।

যৌক্তিকতা

শহরের বর্ধিত নগরায়ণের কারণে সময়রে সাথে সাথে শীঘ্রই পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। মাটির নিচ থেকে পানির অনিয়ন্ত্রিত উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাবে। যমুনা নদীর থেকে ভূপৃষ্ঠের পানি নিষ্কাশন করে সহজ, নিরাপদ এবং টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা যায়। যমুনা নদীর পানি প্রবাহ সারা বছর ধরে সমান হয় না তাই নদী থেকে পানি নিষ্কাশন মৌসুমি হতে পারে। ভূমির পানির স্তর বাড়ানোর জন্য প্রবাহিত বৃষ্টির পানি ধরে রাখা উচিত।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ যমুনা নদীর পাশে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার (এসডব্লিউটিপি) চালু করতে হবে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমবে বিধায় ভূগর্ভস্থ পানির হ্রাস প্রতিরোধ করবে।

নীতি/ পানি সরবরাহ - ২: বাড়িতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

বাড়িঘরে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম স্থাপন করা যায়। এতে পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বৃষ্টির পানির সর্বাধিক ব্যবহার করা যাবে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, বিভিন্ন এনজিও

নীতি/ পানি সরবরাহ - ৩: অগভীর এবং গভীর নলকূপ স্থাপন নিয়ন্ত্রণ

ভূগর্ভস্থ পানির খুব বেশি নিষ্কাশন পানির স্তরকে কমিয়ে দেবে এবং শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি অপ্রতুল হবে। সুতরাং অগভীর বা গভীর নলকূপের স্থাপনা পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদনের নীতি হওয়া উচিত।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, বিভিন্ন এনজিও

নীতি/ পানি সরবরাহ - ৪: গৃহস্থালি কাজের জন্য পুকুর এবং নদীর পানি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা

বাড়িঘরে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, গৃহস্থালি কাজে পুকুর এবং নদীর পানি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, বিভিন্ন এনজিও

নীতি/ পানি সরবরাহ - ৫: ভূগর্ভস্থ জলাধার পানিপূর্ণ করার জন্য বৃহত্তর পরিসরে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নীতি/ কঠিন বর্জ্য- ১: সহায়ক সম্প্রদায় ভিত্তিক কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার প্রবর্তন

যৌক্তিকতা

ঘরের দরজা থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করে তা ট্রান্সফার স্টেশনে স্থানান্তরের জন্য কমিউনিটি উদ্যোগ গ্রহণ।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), বিভিন্ন এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ পুরো ব্যবস্থাটি এনজিওগুলির মাধ্যমে সহায়ক সম্প্রদায় ভিত্তিক কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।

নীতি/ কঠিন বর্জ্য- ২: স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি করার জন্য ডাম্পিং সাইট তৈরি।

যৌক্তিকতা

কঠিন বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করার জন্য উদ্ভাবনী ধারনা তৈরিতে এনজিও/বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্রয়োজন।

বাস্তবান সংস্থাঃ পৌরসভা

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ কঠিন বর্জ্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারেঃ (i) নিয়ন্ত্রিত বর্জ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি (ii) স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি (iii) ভস্মীকরণ (iv) সার তৈরি (v) বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার।

নীতি/ কঠিন বর্জ্য- ৩: কঠিন বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করার জন্য উদ্ভাবনী ধারনা তৈরি।

যৌক্তিকতা

কঠিন বর্জ্য নিরসনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা দরিদ্র টোকাইদের জন্য আয়ের উৎস সৃষ্টি করবে, বর্জ্য থেকে পুনরুদ্ধারযোগ্য/পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু বর্জ্যের পরিমাণ কমাবে এবং বর্জ্য নিষ্পত্তি এলাকার স্থায়িত্ব বাড়াবে, কৃষি সংস্থা এবং উদ্যানের জন্য সার উৎপাদনে কম্পোস্টিং কারখানায় উদ্ভিদ বর্জ্য সংগ্রহ এবং বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জৈব গ্যাস স্থানীয় রান্না এবং উত্তাপের উদ্দেশ্যে ছোট পরিসরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ একটি নিয়ন্ত্রিত বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়া বিশাল পরিমাণ কঠিন বর্জ্যের পরিচালনায় প্রবর্তন করতে হবে। বর্জ্য নিষ্পত্তি এলাকাটি ভরাট হওয়ার পরে এটি খেলার মাঠ, বাজার, উদ্যান বা বিনোদনমূলক এলাকা, গাড়ী পার্কিং এলাকা, বাস/ট্রাক টার্মিনাল বা অন্য কোনও পাবলিক সুবিধা হিসাবে পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

কাঠামো পরিকল্পনার আওতায় অধিকাংশ নগর এলাকায়ই বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ স্বাভাবিকভাবে আরো বিদ্যুৎ সুবিধা পাবে। কোনো নগর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদ্যুৎ অত্যন্ত অপরিহার্য।

নীতি/ বিদ্যুৎ-১: বিদ্যৎ বিতরণ সহজতর করার জন্য পর্যাপ্ত ট্রান্সমিশন লাইন নির্মান

নীতি/ বিদ্যুৎ-২: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত প্রচারমূলক কার্যকলাপের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হিসাবে শক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

যৌক্তিকতা

একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ এক নম্বর অন্তরায়। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের গতি বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রয়োজন।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ,ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

নীতি/ বিদ্যুৎ-৩: বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুত উৎপাদন যেমন জৈব গ্যাস, সৌর শক্তি ইত্যাদি।

যৌক্তিকতা

প্রস্তাবিত নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্রকে জরুরি ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। এই কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বর্তমান বিদ্যুতের চাহিদার যোগান দিবে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, এলজিইডি

৫.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণ

এই পৌরসভা বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নেই তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৫.২.৪ নিষ্কাশন

পৌরসভায় নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য অধিকতর সুযোগ রাখা যেতে পারে। পরিকল্পনায় যেভাবে বলা হয়েছে সে অনুযায়ী দ্রুত মুল এলাকার জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অন্যান্য এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা মেয়াদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল কিন্তু নিষ্কাশন পরিকল্পনার জন্য মৌলিক বিষয়গুলো বিদ্যমান রয়েছে। ভূমির ঢাল, প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের নিকটস্থতা, জনবসতি ও মাটির মান নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনুকুল।

পৌরসভার বর্তমান নর্দমাগুলো কোন পূর্ণাঙ্গ সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) তৈরি করেনি; শুধু বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের জন্য পরিবারভিত্তিক কয়েকটি নর্দমা রয়েছে। বিদ্যমান খাল নিষ্কাশন চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে। খালটি মানব সৃষ্ট নর্দমা ও নদীর সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত নয়। বিদ্যমান নর্দমা/খালের সঙ্গে কোন পুকুর/ডোবার সংযোগ পাওয়া যায়নি। নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে বর্ষা কালে এই পৌরসভায় চার মাসের জন্য জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বর্তমান জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর করতে প্রধান, মাধ্যমিক ও ৩য় পর্যায়ের নর্দমা নির্মাণের মাধ্যমে গোটা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

পরবর্তী পর্যায়ের নর্দমা মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন স্থাপনা ও ঘনবসতি এলাকায় নির্মাণে করতে হবে। জনসংখ্যার ঘনত্ব, সড়কের প্রশস্ততা ও নির্গমন স্থল বিবেচনায় নর্দমার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিবেচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ঢাল ও মৌসুম অনুযায়ী নদীর পানির উচ্চতা বিবেচনায় নর্দমার ঢাল নির্মিত হবে। আরো নির্দিষ্ট কিছু নীতি নিম্নরূপঃ

নীতি/ নিষ্কাশন-১: পানি শোধনাগার সহ ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

যৌক্তিকতা

মানুষ্য বর্জ্য প্রায়ই বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে ফেলা হয় যা স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি করে। নগরের বর্তমান সেপ্টিক ট্যাংক-ভিত্তিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা কোন টেকসই সমাধান নয়।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য বিভাগ

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ সরকার বা বিভিন্ন দাতা সংস্থাগুলো দ্বারা অর্থায়নের মাধ্যমে পৌরসভা নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রকল্প নিতে পারে।

নীতি/ নিষ্কাশন-২: পৌরসভায় উচ্চক্রম অনুসারে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

<u>যৌক্তিকতা</u>

প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং নতুন নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রণয়ন করে ভবিষ্যৎ শহরকে সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করা। চূড়ান্ত নির্গমনপথে বর্জ্য ও বৃষ্টির পানির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার উচ্চক্রম অনুসরণ করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, এলজিইডি

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ যতটা সম্ভব মাটির প্রাকৃতিক ঢাল অনুসরণ করে নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়ন। প্রস্তাবণা অনুসারে আরও নতুন নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

নীতি/ নিষ্কাশন-৩: বিদ্যমান খাল ও নদীর উপর ভিত্তি করে শহরের প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুরক্ষা।

<u>যৌক্তিকতা</u>

খালগুলি শহরের নিষ্কাশন ব্যবস্থার ধমনী হিসাবে কাজ করে। তাই এগুলো দখল এবং ভরাট হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর

নীতি/ নিষ্কাশন-৪: খাল খনন এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়মিত পরিষ্কার করা।

<u>যৌক্তিকতা</u>

মাধ্যমিক ও শাখা নিষ্কাশন ব্যবস্থার নিয়মিত পরিষ্কার নিশ্চিত করা উচিত যাতে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সংগ্রহ করে প্রাথমিক নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ফেলতে পারে অন্যথায় তারা ভারী বৃষ্টিপাতের সময় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), বিভিন্ন এনজিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ স্থানীয় সম্প্রদায় তাদের বাসার আশে পাশের ড্রেনগুলি পরিষ্কার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং পৌরসভা প্রাথমিকভাবে পর্যায়ক্রমে খালগুলি খনন করতে পারে।

নীতি/ নিষ্কাশন-৫: নাগরিকদের উৎসাহিত করা যাতে নিষ্কাশন ব্যবস্থায় যথেচ্ছভাবে কঠিন বর্জ্য না ফেলা হয়।

<u>যৌক্তিকতা</u>

আশেপাশের নিষ্কাশন ব্যবস্থাগুলিতে বর্জ্য নিরসন না করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে সচেতনতা সৃষ্টি করা খুব কার্যকর একটি পন্থা।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), বিভিন্ন এনজিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ স্থানীয় সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করার জন্য 'মাসিক প্রচারাভিযান নীতি' প্রচার করা একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

৫.৩ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়

৫.৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদ

পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ অনুপস্থিত। তবুও দীর্ঘ মেয়াদে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ প্রশ্নে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিসমূহ অনুসরণের জন্য প্রণীত হল। বিশেষ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে পৌরসভা সরকার, নির্দিষ্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আরোপিত নীতিসমূহ নিম্নরূপঃ

নীতি/ প্রাকৃতিক সম্পদ-১ঃ ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভের দূষণ সম্পর্কে পরিবেশগত প্রবিধানের কঠোর প্রয়োগ।

__যৌক্তিকতা__

জয়পুরহাট পৌরসভা সুপেয় পানির গুরুতর অভাবের হুমকির মুখে পড়েছে। ভূগর্ভস্থ পানি এবং পৃষ্ঠের পানির উৎসকে সব ধরণের দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সেগুলি ব্যবহার করা যায়।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন অবশেষে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং নর্দমা থেকে পানি দূষণের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করবে। শিল্পায়ন সম্পর্কিত নীতি শিল্প বর্জ্য দ্বারা দূষণের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করবে। তাছাড়া স্থানীয় সম্প্রদায় দূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

নীতি/ প্রাকৃতিক সম্পদ- ২ঃ ০.১৫ একরের বেশি জলাধার সংরক্ষণ

__যৌক্তিকতা__

পানির টেকসই সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে ০.১৫ একরের চেয়ে বেশি বিদ্যমান পুকুর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যথাযথ স্থানে কিছু জলাশয় শহরবাসীর ধোয়ার কাজে (লন্ড্রি সুবিধা) সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা

নীতি/ প্রাকৃতিক সম্পদ- ৩ঃ শহরের জরুরী পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ভূপৃষ্ঠের পানির প্রধান উৎসগুলি সংরক্ষণ

__যৌক্তিকতা__

কখনও কখনও নির্মিত এলাকায় আগুনের বিপদ এত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে যে আগুন নিভাতে দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। অতএব, নগর এলাকায় এই ধরনের জরুরী অবস্থায় আগুন নিভাতে পানি হাইড্র্যান্ট এবং জলাধার ব্যবহারের জন্য বড় ও মাঝারি আকারের জলাধার সংরক্ষণ করা উচিত।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ বড় ও মাঝারি আকারের জলাধারগুলি শহরের উন্মুক্ত স্থান হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে হবে যেখানে লোকেরা নির্মল পরিবেশ পেতে পারে। তাছাড়া, এগুলি আশেপাশের এলাকার তাপমাত্রা হ্রাস করবে এবং পাশাপাশি আগুনের ঝুঁকির সময় এলাকায় জরুরি অবস্থায় পানি সরবরাহ করবে।

নীতি/ প্রাকৃতিক সম্পদ- ৪: জলাধার সংরক্ষণ এলাকা সনাক্তকরণ

যৌক্তিকতা

কোনও প্রকার পাকা উপরিতল বা প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে জলাধার সংরক্ষণ এলাকা খুঁজে বের করার জন্য প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রয়োজন।

বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পৌরসভা, বিভিন্ন এনজিও, পরিবেশ অধিদপ্তর

৫.৩.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক অথবা মানব সৃষ্ট বিপদপূর্ণ ঘটনা (হ্যাজার্ড), যা সমাজ ও পরিবেশে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; অর্থাৎ এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি বা পরিবেশের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে। দুর্যোগ মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা চলে: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, খরা, মহামারি প্রভৃতির ফলাফল যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং আর্থিক, পরিবেশগত ক্ষতিসাধন ও মানুষের জীবনহানি ঘটায়। অসঙ্গত মানবিক ইচ্ছা, অবহেলা বা ভুল অথবা মানুষের তৈরী পদ্ধতিসমূহের ব্যর্থতার কারণে মানবসৃষ্ট দুর্যোগের উদ্ভব ঘটে।

জয়পুরহাট উপজেলাসহ এই পৌরসভা জলাবদ্ধতা থেকে শুরু করে খরা- এরূপ প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়েছে। এসব বিপর্যয়ের বছরগুলো ছিল ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০৪ সাল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর বিপর্যস্ত মানুষের পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগ ছিল খুবই অপ্রতুল।

নগরায়নে ভূমির আবাসিক রূপান্তর ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষি জমি এবং জলাশয় নির্বাচন করা হয় এবং এসব ভূমি নগর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। জয়পুরহাট পৌরএলাকার ডোবা, জলাভূমি (ওয়েট ল্যান্ড) ভরাট এবং কৃষি জমি রূপান্তরিত হচ্ছে। বছর বছর এধরনের রূপান্তরের হার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাওয়াকে প্রধান মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কৃষি জমিতে বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার আরেকটি মানুষসৃষ্ট দুর্যোগ, যা দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকারক। বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ লাঘব কার্যক্রম

সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

- পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা
- সরকারি স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী "পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা" এর উপর সংগঠিত প্রশিক্ষণ।
- পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত বৈঠক চলতে সহায়তা করা।
- নিজেদের দ্বারা নিজস্ব সম্প্রদায় থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের নির্বাচন।
- ওয়ার্ড স্তরের প্রকল্প বাস্তবায়ন সমিতির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন (যেমন- পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি) এবং ভাল কাজ সম্পাদন।

কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতিঃ

- পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাবেশে অংশগ্রহণ যেমন- আঙ্গিনা সভা।
- পারিবারিকভাবে দুর্যোগ প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করা।
- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।
- বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন যেমন ওয়ার্ড-স্তরে কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি।

- বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ প্রদান (যেমন- বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন)।

সচেতনতামুলক কর্মসূচি:

- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন (এনডিপিডি)।
- বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, সমাবেশ ইত্যাদির মত বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন।
- প্রকল্প লক্ষ্য, সচেতনতা নির্দেশক তালিকা ইত্যাদির উপর পোস্টার তৈরি।
- বন্যা প্রবণতা নির্ধারণ করা।

গ্রহণযোগ্যতা/ অনুমোদন:

- সরকারি স্থায়ী আদেশ, প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা-দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা।
- বিদ্যমান ক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং প্রত্যাশা নির্ধারণ।
- নীতি প্রণয়ন বা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা (প্রয়োজন হলে)।

যোগাযোগ স্থাপন:

- বাংলাদেশের অন্যান্য পৌরসভা ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- নতুন ধারণার উদ্ভাবন/পরামর্শ প্রদান।
- দুর্যোগ লাঘব কার্যক্রম সম্পর্কে বোঝানো।
- বিভিন্ন এনজিও, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পৌরসভার সুসম্পর্ক স্থাপন।
- পৌরসভার মধ্যে নাগরিক সমাজ প্রতিনিধির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।

নীতি/ দুর্যোগ-১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলির সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করতে মেয়রের সভাপতিত্বে পৌরসভার নিজস্ব এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।

নীতি/ দুর্যোগ-২: পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন (ডিএমপি)।

নীতি/ দুর্যোগ-৩: সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতামুলক কর্মসূচি পালন।

৫.৩.৩ স্বাস্থ্যব্যবস্থা

প্রায় গোটা পৌরসভা স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নির্দিষ্ট কয়েকটি ওয়ার্ডে এক্ষেত্রে সামান্য ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সেটি সরকারি বাসভবনগুলোতে মাত্র। শৌচাগারের মালিকানাস্বত্ত্বের বিষয়ে পৌরসভা এলাকায় ভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ বাড়িতে নিজস্ব শৌচাগার আছে।

পরিকল্পনা এলাকায় মুলত পাকা ও কাঁচা এই দুই ধরণের শৌচাগার রয়েছে। এছাড়াও পৌরসভার সরকারি এলাকায় আধুনিক উন্নত শৌচাগার রয়েছে। জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। শৌচাগারের মালিকানা স্বত্ত্বের বিষয়ে পৌরসভা এলাকায় বিভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ বাড়িতে নিজস্ব শৌচাগার আছে এবং একই সঙ্গে বসতি এলাকায় যৌথ শৌচাগার পাওয়া গেছে। প্রায় সকল ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত অথবা পাকা শৌচাগার (ল্যাট্রিন) তুলনামূলকভাবে ভাল। পৌরসভায় শুধু ৮% কাঁচা শৌচাগার পাওয়া গেছে এবং এগুলোর মালিক দরিদ্র মানুষ। বেশিরভাগ পরিষেবার অনুপস্থিতির কারনে প্রায় সকল পরিবার প্রধানদের মতামত হচ্ছে সেবার মান সন্তোষজনক নয়।

নীতিসমূহ

স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার সুবিধা সম্পর্কিত নীতিসমূহ হচ্ছে-

- পৌরসভায় স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার সুবিধা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এই নীতি অনুসরণে পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করবে।
- অগ্রাধিকার ও জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (পৌরসভা) এই নীতি পরিমার্জন করে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করবে, যেমন সর্বোচ্চ চাহিদাসম্পন্ন এলাকা নির্ধারণ, যথাযথ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, স্থান চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়নের যে কোন বাধা অপসারণ নিশ্চিত করতে সহায়তাকরণ।
- পৌরসভা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করবে।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধা প্রদানে জটিলতা নিরসনে কোন বেসরকারি খাত প্রস্তাব দিলে পৌরসভা জনসংখ্যার চাহিদা ও বাস্তবায়ন ভিত্তিক উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রনয়ন নিশ্চিত করতে ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে কাজ করবে।

কৌশলসমূহ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে:

- নিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষার জন্য অধিকাংশ খাল ও জলাশয় সংরক্ষণ করা হবে।
- অবৈধ দখল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে প্রাকৃতিক খাল, নদী ও জলাশয়গুলোর উভয় পার্শ্বে নিরাপদ বলয় (বাফার জোন) তৈরি করা হবে, এসব নিরাপদ বলয়ে (বাফার জোনে) সড়ক নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপন করা হবে।
- সরকারি খাতের সংস্থাগুলো কর্তৃক আবাসিক এলাকায় প্রাথমিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের ব্যয় নির্মাণকারির কাছ থেকে আদায় করা হবে।

৫.৩.৪ নারী, শিশু এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নীতি

পরিকল্পনার প্রস্তুতি, অবকাঠামোর নকশা এবং অবস্থান নির্বাচনে নারী, শিশু এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের চাহিদা বিবেচনা করতে হবে। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই সকল পরিকল্পনায় উল্লেখিত অবস্থান এবং নকশা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। মহাপরিকল্পনায় বিভিন্ন অবকাঠামো যথা, গণশৌচাগার, পার্কে বসার জায়গা, অপেক্ষার স্থান, টিকিট বুকিং কাউন্টার ইত্যাদিতে হিজড়াদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখার বিষয়েও জোর দিতে হবে।

নীতি জিই / ১: নারী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের স্বাবলম্বী করতে ওয়ার্ড সেন্টারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

নারীরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক ধারণ করে তাই তাদের ক্ষমতায়নে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা যেন দেশের বোঝা না হয় তাই তাদের স্বাবলম্বী করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

- পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে নারী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারী সংস্থা এনজিওর সাথে অংশীদার হয়ে এই প্রশিক্ষণ সুবিধা সরবরাহ করতে পারে।

যৌক্তিকতা

জিডিপি বাড়াতে এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের অবদান প্রয়োজন। যদি নারী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তারা তাদের পরিবারকে সহায়তা করার জন্য অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে।

নীতি জিই / ২: বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহে নারী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তিদের জন্য পৃথক জায়গার ব্যস্থা করা।

শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তিদের এ দেশের সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এদের জন্য পৃথক সুবিধা দিতে হবে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা না থাকায় তারা প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

- অফিস, গণশৌচাগার, মার্কেট, টার্মিনাল, টিকেট কাউন্টার ইত্যাদি স্থানে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট, রেস্টরুম এবং বসার ব্যবস্থা করা।
- ফুটপাথ, সরকারী অফিস, পরিবহণ টার্মিনাল এবং অন্যান্য অবকাঠামো সমূহে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তিদের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ।

যৌক্তিকতা

শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তিরা এই সমাজের বোঝা নয়। যদি বিভিন্ন স্থানে তারা সহজে চলাচল করতে পারে, তবে তারা অন্য কোনও সক্ষম ব্যক্তির মতো সমাজে অবদান রাখতে পারবে।

অধ্যায়- ০৬: বাস্তবায়নের বিষয়াবলী

৬.১ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থার যথাযথ সহায়তা প্রয়োজন। এই সমর্থন প্রাথমিক পর্যায়ে নগর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসতে হবে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা বাস্তবায়নের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত তারা হল-

- পৌরসভা, এলজিইডি, আরএইচডি
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
- বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড (বিটিটিবি)
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
- বিদ্যুৎ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড
- অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি
- বন অধিদপ্তর
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অধিদপ্তর, ইত্যাদি।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপরের সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। এর জন্য একটি পরিকল্পনা বিভাগ প্রয়োজন হবে যা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা অভিজ্ঞ কর্মচারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ করা হবে। তাছাড়া, পৌরসভার পরিকল্পনা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হবে-

১. উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যকর রাখার জন্য নগর পরিকল্পনাবিদের নেতৃত্বে পরিকল্পনা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। বিভাগটি পরিকল্পনা বিভাগ, অনুমোদন বিভাগ এবং ভূমি ছাড়পত্র বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকবে।
২. উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত, মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছোট আকারের প্রকল্প পরিকল্পনা বিভাগ বাস্তবায়ন করতে পারে, যা বৃহৎ পরিসরে যেসব প্রকল্প নেয়া হবে তার রূপরেখা/নির্দেশাবলী প্রদান করতে পারে। যেক্ষেত্রেই হোক, প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে পৌরসভার পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
৩. পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠন করতে হবে, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তদাতা সহ বিভিন্ন অংশীদার সদস্য হবে।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত আরও কিছু উদ্যোগ নিতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি মানে স্থানীয়ভাবে নেতা, জোট এবং অন্যান্য প্রতিনিধির পরিবর্তনমূলক শিক্ষার প্রক্রিয়া, যা প্রাতিষ্ঠানীক ক্ষমতার পরিবর্তনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ইউএলবি (উপজেলা স্থানীয় সংস্থা) কে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিকভাবে সক্ষম করা যাতে তারা আর সরকারি অনুদান, বিদেশী সহায়তার উপর নির্ভর না করে এবং এসব এলাকায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এলজিইডি ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংকের অনুদানে পৌরসভা পরিষেবা প্রকল্প (এমএসপি) সম্পন্ন করেছে যা থেকে পৌরসভা সহায়তা বিভাগ (এমএসইউ) গঠিত হয়েছে এবং মার্চ ২০০১ সালে ৬ আঞ্চলিক পৌরসভা সহায়তা বিভাগের (আরএমএসইউ) মাধ্যমে পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে।

প্রাথমিকভাবে এমএসইউ রাজশাহী অঞ্চল (৭টি পৌরসভা), খুলনা অঞ্চল (৭টি পৌরসভা) এবং দেশের পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলার পৌরসভায় 'সর্বনিম্ন ৪টি কর্মসূচি' দিয়ে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শুরু করে। এখন আর এটি 'সর্বনিম্ন ৪টি কর্মসূচি' হিসেবে নেই।

অন্যদিকে, এমএসইউর দ্বারা গৃহীত সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের সাফল্যের পর ২০০৩ সালে ইউজিআইআইপি-এর অধীনে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা বিভাগ (ইউএমএসইউ) গঠিত হয়েছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ৪ টি ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি চালু হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের নিম্নোক্ত উপাদানগুলি ইতোমধ্যে দেশের অনেকগুলি উপজেলা স্থানীয় সংস্থায় পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হয়েছে। ভবিষ্যতে উন্নয়ন অংশীদার, সরকার বা ইউএলবি এর নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় কোনও প্রকল্প নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করে এই বিষয়গুলি তার নির্দেশিকা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে।

ক) কম্পিউটারাইজেশন

পৌরসভা বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটারাইজেশন করতে পারে। তা হল-

- হিসাব প্রতিবেদন
- কর সংগ্রহ প্রতিবেদন
- কর মূল্যায়ন
- পানি ব্যবহার প্রতিবেদন
- বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্রের (লাইসেন্স) প্রতিবেদন
- মোটর বিহীন রিক্সা-ভ্যান অনুজ্ঞাপত্রের (লাইসেন্স) প্রতিবেদন, বিদ্যুৎ চালিত সাইকেল, যানবাহন ইত্যাদি।

খ) পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য সহায়তা

পরিকল্পিত নগরায়নে পৌরসভা যা করতে পারে-

- কম্পিউটারভিত্তিক ভৌত তথ্যভান্ডার (ডাটাবেজ) প্রস্তুতে সহায়তা
- পৌরসভা ভিত্তি মানচিত্র (বেজ ম্যাপ) প্রণয়নে সহায়তা
- পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা
- মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) কর্তক কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা
- মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন উপাদানে ত্রিমাত্রিক (থ্রি ডি) মডেলিং পদ্ধতি সূচনা করা
- ত্রিমাত্রিক (থ্রি ডি) মডেলিং পদ্ধতিতে পৌরসভার সৌন্দর্য বর্ধন করা

গ) কমিউনিটি সমাবেশীকরণ কার্যক্রম

কমিউনিটি সমাবেশীকরণ সহায়তামূলক কাজ নিচে বর্ণিত হল-

- নগর সমন্বয় সমিতি (টিএলসিসি) গঠন এবং উক্ত কমিটিকে কার্যকরী করতে সহায়তা প্রদান।
- ওয়ার্ড সমিতি (ডব্লিউসি) গঠন এবং উক্ত কমিটিকে কার্যকরী করতে সহায়তা প্রদান।
- কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গড়ে তোলার মাধ্যমে কমিউনিটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।
- পৌরসভার সকল স্থায়ী সমিতির কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়তা প্রদান।

ঘ) পৌরসভায় আইটি (তথ্য প্রযুক্তি) সহায়তা

পৌরসভায় বহিরাগত উৎস থেকে যেসব তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা দেয়া যায়-

- পৌরসভায় এমআইএস এবং ওয়েব পোর্টাল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।
- পৌরসভায় পিআইএসসি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর আরও সক্রিয় ও কার্যকরি ভূমিকা পালনে মূল বাধাসমূহ চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে অন্যতম; ক্ষমতা ও সেবা প্রদানের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অস্পষ্টতা, জবাবদিহিতার অভাব, দুর্বল অর্থনীতি ও আর্থিক স্বাধীনতা, সেবা সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্বল সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনা। এসব বাধা মোকাবেলায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) একই সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে যা নিচে উল্লেখ করা হল-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং দায়িত্ব ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ;
- স্থানীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে নারীসহ সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ;
- নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিপূর্ণ অবদান রাখতে সকল পক্ষের (প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি) সক্ষমতা গড়ে তোলা, এবং
- সকল পর্যায়ে সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্কিং) গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান।

এটি ইতোমধ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরীক্ষিত, প্রমাণিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, ইউজিআইআইপি কর্তৃক দেশের নির্ধারিত নগর স্থানীয় সংস্থায় (আরবান লোকাল বডিজ) গৃহীত সুশাসন ও কার্যসম্পাদন ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সফল হয়েছে। অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নগর পরিচালন কর্মসূচি উন্নয়ন কার্যক্রমের (ইউজিআইএপি) প্রকৃতি এবং পৌরসভা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পৃষ্ঠা ২২২ এবং ২২৩)

নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

- সুশিল সমাজ সমন্বয় কমিটি (সিএসসিসি) গঠন এবং কার্যকর করা,
- ওয়ার্ডভিত্তিক সমন্বয় কমিঠি (ডব্লিউএলসিসি) গঠন ও কার্যকর করা,
- পৌর ভবনে নাগরিক সনদ প্রদর্শন,
- পৌরসভা কর্তৃক নাগরিক প্রতিবেদন কার্ড জরিপ,
- অভিযোগ নিস্পত্তি কেন্দ্র (সেল) স্থাপন এবং সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী অনুসারে সক্রিয় করা,
- গণযোগাযোগ কেন্দ্র (এমসিসি) স্থাপন এবং সক্রিয় করা,
- সমন্বিত উন্নয়নের জন্য অন্যান্য বিভাগের অন্তর্ভুক্তিসহ নগর উন্নয়ন সমন্বয় বিভাগ গঠন।

নগর পরিকল্পনা এবং পরিবেশগত উন্নয়ন

মহাপরিকল্পনা হল একটি নির্দেশনা এবং নগর পরিকল্পনার বিস্তারিত কর্মকান্ড এই পরিকল্পনায় নির্দেশিত হয়েছে। পৌরসভা এলাকায় একটি বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরির জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করতে হবে-

- কর্মী নিয়োগ এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা, মতবিনিময় সভার আয়োজন এবং বিশদ বিবরণ তৈরি।
- মহাপরিকল্পনা, ভিত্তি মানচিত্র যাচাইকরণ এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হালনাগাদ।
- ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।
- পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু করা।

নগর দারিদ্র্য বিমোচন

নগর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- নির্ধারিত বস্তি ও ছড়িয়ে থাকা বস্তিতে বস্তি উন্নয়ন সমিতি (এসআইসি) গঠন।
- নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দসহ দারিদ্র বিমোচন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য পৌরসভা প্রশাসনের শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

- এককভাবে লিখিত হিসাব ব্যবস্থার পরিবর্তে যুগ্মভাবে লিখিত হিসাব ব্যবস্থার সূচনা করা।
- কম্পিউটার ভিত্তিক হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা।
- কম্পিউটার ভিত্তিক বাজেট তৈরি এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
- কম্পিউটার ভিত্তিক বেতন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
- নিরীক্ষণ (অডিটিং)।
- প্রকৃত ব্যয়/ক্ষেত্রভেদে ব্যয়।

আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- কর নির্ধারণ সফটওয়্যার ব্যবহার এবং কর নির্ধারণ শাখার কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন।
- নিয়মিতভাবো পাঁচ বছর অন্তর কর পুন:নির্ধারণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।
- সারা বছর নিয়মিতভাবে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন চলমান রাখা।
- কম্পিউটার ভিত্তিক কর প্রদান পদ্ধতি ও বিল প্রণয়ন চালু করা।
- বার্ষিকভাবে ৫% কর সংগ্রহ বৃদ্ধি (৮৫% পর্যন্ত সংগ্রহ দক্ষতা)।
- ন্যুনতম মুদ্রাস্ফীতির হারে কর বহির্ভূত নিজস্ব রাজস্ব উৎস বৃদ্ধি।
- কম্পিউটার ভিত্তিক বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্র (ট্রেড লাইসেন্স) পদ্ধতি চালু করা এবং কম্পিউটারে বিল/অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) প্রনয়ণ ও প্রতিবেদন তৈরী করা।
- কম্পিউটার ভিত্তিক পানির বিল প্রনয়ণ পদ্ধতি চালু করা।
- কম্পিউটার ভিত্তিক অ-যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।
- আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন আয়ের উৎস চিহ্নিতকরণ।

স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা

পৌরসভা কর্তৃক সম্পন্নকৃত সকল কাজের স্বচ্ছতা থাকতে হবে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য পৌরসভার কার্যক্রম সম্পাদনে যে সকল ব্যক্তি নিয়োজিত তাদের পৌরসভার জনগণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এ ধরনের কাজের জন্য নিম্নের নির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে-

- পৌরসভার প্রশাসনিক সংস্কার।
- পৌরসভার প্রত্যেক বিভাগ/শাখার জন্য লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য নির্ধারণ।
- অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ, হস্তান্তর ও সমন্বয় করা।
- পৌরসভা পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি সমিতি গঠন।
- পৌর কার্যালয়ে নগর তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন।
- জনগণের সাথে পৌর পরিষদের নিয়মিত মতবিনিময় সভা আয়োজন ও পৌর এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে পৌরসবাসীদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

আইনি কাঠামো

পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম ধাপ হলো পরিকল্পনা পুনরুদ্ধারের জন্য আইন প্রয়োগ করা। উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকগুলি আইন ও বিধিনিষেধ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত পৌরসভায় এই আইন এবং প্রবিধানগুলি প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা নেই। এর ফলে পরিকল্পনা লঙ্ঘন এখানে খুব সাধারণ ব্যপার হয়ে গেছে। উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান আইন এবং বিধি প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইনি কাঠামো নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসরণ করবে:

- সিসি দ্বারা প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন।
- স্থায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং এর আরোপিত শর্তাবলী (টিওআর) নির্ধারণ করা।
- আইন প্রয়োগকারী বিভাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- আইন প্রয়োগকারী বিভাগ এবং আইনের নীতিমালা তৈরির মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- যুগ্মভাবে লিখিত হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আইন প্রণয়ন/সংশোধন।
- মহাপরিকল্পনা এবং ভবন নির্মাণের জন্য নিয়ম ও আইন/বিধি প্রণয়ন।

ইউএলবি এ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পগুলির প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, যথার্থতা এবং বিনিয়োগের আকার ভেদে ইউজিআইএপি এর বিষয়সূচি (এজেন্ডা)/উপাদান/উপ-উপাদান/কর্মসূচি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের সংশোধন/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

বেসরকারি ব্যক্তির পাশাপাশি উন্নয়ন ও সরকারি খাতের সংস্থাগুলির পরিকল্পনা বিধান লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডের বিধান থাকতে হবে। পরিকল্পনার বিধান লঙ্ঘন এর সঠিক বাস্তবায়নকে অসাধ্য তোলে। সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আর্থিক বিষয়াবলী

পৌরসভা আয় বৃদ্ধি এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে। কিন্তু এর দুর্বলতা হল এটি সমস্ত দল এবং সংস্থার কর সংগ্রহের জন্য কোন নিয়ন্ত্রক বিধান প্রয়োগ করতে পারেনা বা করেনা। কর নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। রাজস্ব মূল্যায়ন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে পৌরসভার ব্যর্থতার কারণে সরকার প্রতিনিধি হিসেবে বেসরকারি খাতের সাথে চুক্তির বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রকল্পটি কার্যকর হবে কিনা তা জানতে কিছু ক্ষুদ্র পরিসরে (পাইলট) প্রকল্প পরিচালনা করা যায়। একই ধরনের প্রকল্প গণশৌচাগার, উদ্যান এবং অনুরূপ ব্যবস্থা থেকে রাজস্ব আদায়ে গ্রহণ করা যায়। পৌরসভা সম্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থাপনা, কর, টোল, ফী ইত্যাদির মূল্যায়ন এবং সংগ্রহের মাধ্যমে আয়ের উন্নতি করতে বেসরকারি খাতের সাহায্য নিতে পারে।

পৌরসভাকে তাদের আয় বাড়াতে বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। এলাকা ও পরিষেবাদি এবং বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথম ব্যবস্থায় সরাসরি রাজস্ব উৎপন্ন হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম খরচে উন্নয়ন হবে।

এরুপ উন্নয়ন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পরিকল্পনাগুলি সময়মতো সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবগুলি সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত না হলে ভবিষ্যতে তাদের কার্যকারিতা হারাবে এবং অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে ভৌত উন্নয়নের জন্য খালি জমি (যদি কৃষি জমি সংরক্ষণ করা হয়) পাওয়া দুস্প্রাপ্য হবে, যার ফলে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন হবে এবং শহরের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের অবনতি ঘটবে। পৌরসভাসহ অন্যান্য সংস্থাগুলির প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক আরো উদার নীতি গ্রহণ করা উচিত। নিম্নলিখিত সারণী প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব এবং তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

সারণী- ৬.১ঃ প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব এবং তহবিলের সম্ভাব্য উৎস

প্রকল্পের ধরন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	তহবিলের উৎস
আবাসিক		
এলাকা এবং পরিষেবাদি প্রকল্প	পৌরসভা, এনএইচএ	স্ব-অর্থে, সরকারি অর্থ
সরকারি আবাসন	কোন সরকারি বিভাগ (তাদের কর্মীদের জন্য)	কমিউনিটি, সরকারি বিভাগ (অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য)
অংশগ্রহণভিত্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	ব্যক্তিগত-সরকারি অংশীদারিত্ব ব্যক্তিগত-বেসরকারি অংশীদারিত্ব	সরকারি বিভাগ, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, সহযোগী সংস্থা
ব্যক্তিগত আবাসন	ব্যক্তিগত মালিক, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি	ব্যক্তিগত মালিক, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি
সমবায় আবাসন	সহযোগী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা
বাণিজ্য		
ব্যক্তিগত ব্যবসা সংস্থা	সংস্থা/স্বত্বাধিকারী পৌরসভা	সংস্থা/স্বত্বাধিকারী পৌরসভা
শহর কেন্দ্র	পৌরসভা	পৌরসভা
বিপনি বিতান		
শিল্প		
বাণিজ্যিক এলাকা	পৌরসভা, বিসিআইসি	পৌরসভা, বিসিআইসি
শিক্ষা		
স্কুল, কলেজ, দূর শিক্ষন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকার, কমিউনিটি, ব্যক্তিগত-বেসরকারি অংশীদারিত্ব
কমিউনিটি সুবিধা		
উদ্যান, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, কবরস্থান, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য	বেসরকারি, কমিউনিটি, পৌরসভা, ক্রীড়া সংস্থা, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ	বেসরকারি, কমিউনিটি, পৌরসভা, ক্রীড়া সংস্থা, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ
পরিষেবাদি		
পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন	পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য	পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য
বিদ্যুৎ সরবরাহ	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি	পৌরসভা	পৌরসভা
টেলিযোগাযোগ	বিটিটিবি, বেসরকারি বিভাগ	বিটিটিবি, বেসরকারি বিভাগ
ডাক ঘর	ডাক বিভাগ	ডাক বিভাগ
অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র	সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

অর্গানোগ্রাম (কাঠামো)

জয়পুরহাট “ক” শ্রেণীর পৌরসভা। পৌরসভার নীতিমালা অনুযায়ী, এর আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রকৌশল, প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করার জন্য একটি "ক" শ্রেণী পৌরসভাতে ৯৬ জন কর্মকর্তা থাকতে হবে। অর্গানোগ্রামে মেয়র শীর্ষ অবস্থানে আছে। বিভাগগুলি হলো- প্রকৌশল বিভাগের (নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে), প্রশাসনিক বিভাগ (প্রধান সচিবের নেতৃত্বে), সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত)। অর্গানোগ্রামে পূর্ণকালীন ও চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে।

ভূমি ব্যবহার

প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ বা তদারকি এবং মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র। প্রত্যেক ভৌত উপাদান, সরকারি বা বেসরকারি যে কোন মালিকানার হোক না কেন, তার নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে। পৌরসভা এধরনের ছাড়পত্র প্রদান করবে। নগর সেবা পরিকল্পনায় নির্দেশিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের সময় অবশ্যই নিম্নের নির্দেশনা বজায় রাখতে হবে।

- যে কোন ধরনের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য সংযোগ সড়কের প্রস্থ ২০ ফুট কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নগর সংরক্ষিত এলাকা (আরবান রিজার্ভ) হিসেবে নির্ধারিত এলাকায় কোন স্থায়ী ভূমি ব্যবহার বা অবকাঠামো উন্নয়ন অনুমোদন দেয়া যাবে না
- কোন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র যেন নগর এলাকা পরিকল্পনায় সড়ক, নিষ্কাশন খাল, জলাধার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, উন্মুক্ত স্থান, ফলের বাগান/উদ্যান হিসেবে চিহ্নিত ভূমির উপর প্রদান না করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ

উত্তম পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা হল পৌরসভাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। অংশীদারদের বিশেষ করে লাইন সংস্থালির মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পৌরসভাকে উদ্যোগ নিতে হবে। এই মাধ্যমে, পৌরসভা সরকারি সংস্থাগুলির অননুমোদিত নির্মাণ বন্ধ করতে সক্ষম হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় পৌরসভা কর্তৃক নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা বাস্তবায়নের সময় এর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। প্রকৃত বৃদ্ধি প্রবণতা এবং বৃদ্ধির কারণের সঙ্গে পরিকল্পনার অসঙ্গতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেখা হয়। পর্যবেক্ষণের ভার উপযুক্ত কারিগরি ব্যক্তি সহ পৌরসভা তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনার উপর ন্যাস্ত থাকবে। এ ছাড়া, পরিকল্পনার উপাদানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থা গঠন করতে পারে।

মূল্যায়ন এবং হাল নাগাদ

মহাপরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত নতুন আইনি বিধান প্রণয়ন এবং বিদ্যমান বিধানগুলির সংস্কার প্রয়োজন। আইনি বিধানসমূহ সংশোধনের সময় তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। উন্নয়ন ও তা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকগুলি আইন এবং প্রবিধান রয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই আইন এবং প্রবিধানগুলি বর্তমান প্রয়োজনের আলোকে পর্যালোচনা এবং সংস্কার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর উল্লেখ করা যেতে পারে, যা পৌরসভাকে মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতের দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মহাপরিকল্পনা ধারণাটি অপ্রচলিত হয়ে উঠছে। এর বদলে কাঠামো পরিকল্পনা, নগর পরিষেবাদি পরিকল্পনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা নামে তিন ধাপের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ হালনাগাদ করতে হবে।

পরিকল্পনা সময়ের প্রতি ৫ বছরে পরিকল্পনা নথির (সমস্ত পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনাসহ) পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনার লক্ষ্য হবে- পরিকল্পনা বিধান বাস্তবায়ন, পরিবর্তিত ভৌত উন্নয়নের ধারা, সকল সরকারি ও বেসরকারি ভৌত উন্নয়নের গতিধারা, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়নে নগর পরিষেবা পরিকল্পনার প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নেয়া। পরিকল্পনার

প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনার আলোকে করতে হবে। তবে, পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনার পাশাপাশি যদি সমাজের প্রয়োজন হয় তবে পরিকল্পনাটির যে কোনো অংশ সংশোধন করা যেতে পারে।

৬.২ পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

পৌরসভা স্তরে নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রথমে একটি কার্যকর ভবন পরিকল্পনা অনুমোদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করবে। বিশেষ করে প্রস্তাবিত বিন্যাস পরিকল্পনাগুলি পৌরসভা কর্তৃপক্ষের দ্বারা ভবন নির্মান নীতিমালা, ১৯৯৬ এ উল্লেখিত বিবরণীর আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি।

দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মিত ৬৮% ভবন পৌরসভা থেকে অনুমোদিত ভবন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা উন্নয়নের একটি অনুমোদিত পরিকল্পিত রূপ অনুসরণ করতে থাকে।

এটি অবশ্যই লক্ষ্যনীয় যে একটি কার্যকর ভবন অনুমোদন ব্যবস্থা শুধু উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করেনা বরং তা পৌরসভার আর্থিক প্রবৃদ্ধির উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ভবন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে তার একটি নথি থাকবে। সেই নথির উপর ভিত্তি করে পৌরসভা প্রয়োজনভেদে বাড়ির মালিকের দ্বারা প্রদেয় করের পরিমাণ গণনা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবে। উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে অন্তরায়গুলির মূল কারণ নিম্নরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে:

- নগর পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং বিশেষ করে মহাপরিকল্পনার প্রয়োজন সম্পর্কে পৌরসভা কর্মীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব।
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগে নগর উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের অভাব।
- স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব যা ভবন পরিকল্পনা অনুমোদন পদ্ধতিতে বাধার সৃষ্টি করে।
- পৌরসভার অধিবাসীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি এবং ভবন পরিকল্পনাগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতার অভাব।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের নজরদারির অভাব এবং পরিকল্পনার অনুমোদন যাচাই ও হালনাগাদ করার জন্য পরিকল্পিত, যথাযথ এবং রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
- মহাপরিকল্পনার অনুপস্থিতি ভবন অনুমোদন ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে হ্রাস করে (এই ব্যাপারে নিম্নে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলো)।

ভবন পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবনা

পৌরসভায় কোন পরিকল্পনাবিদ নেই তাই কোন পরিকল্পনা বিভাগ নেই। এক্ষেত্রে, প্রকৌশল বিভাগ "ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ১৯৯৬" এর আলোকে ভবন পরিকল্পনা অনুমোদনের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। তাই একজন নগর পরিকল্পনাবিদের নেতৃত্বে পরিকল্পনা বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পৌরসভা তালিকাটি অতিসত্বর সংশোধন করতে হবে। এছাড়া কার্যকরভাবে নতুন ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। পরবর্তী ঋণ প্রকল্পের অধীনে দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা আছে যে যেসব পৌরসভায় পরিকল্পনা বিভাগ নেই সেসব পৌরসভায় যেন অতিসত্বর তা চালু করা হয়।

ভবন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার দায়িত্ব উক্ত বিভাগটির উপর ন্যাস্ত থাকবে। বিদ্যমান পৌরসভা নির্বাহী প্রকৌশলীর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা বিভাগটি সর্বনিম্ন তিনজন কর্মী (নগর পরিকল্পনাবিদ, ভবন পরিদর্শক এবং আমিন/জরিপকারি) দ্বারা গঠিত হবে।

চিত্র- ৬.১: পৌরসভার পরিকল্পনা শাখার পর্যায়ক্রম

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

পরিকল্পনা বিভাগ নবনির্মিত ভবনগুলির একটি কম্পিউটারাইজড ডেটাবেস বজায় রাখবে যা প্রকৌশল বিভাগ এবং কর মূল্যায়ন বিভাগ দ্বারা যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত হবে[১]।

সারণী- ৬.২ঃ পরিকল্পনা পর্যালোচনা / অনুমোদনের ক্ষেত্রে পৌরসভার পুরপ্রকৌশলীর দায়িত্ব

মাটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাঠামোগত নকশার ছাড়পত্র প্রদান।
জাতীয় ভবন আইন অনুযায়ী পরিকল্পনায় বর্ণিত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগুলির উপযোগিতা আছে কিনা তা সম্পর্কে জানা।
অনুমোদিত কাঠামোগত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ পর্যবেক্ষণ (নির্মাণাধীন সময়ে)
ডেটাবেস প্রস্তুত এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করণ।

নগর পরিকল্পনা অনুমোদন ব্যবস্থা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বগুলি নিম্নলিখিত।

সারণী- ৬.৩ঃ পরিকল্পনা পর্যালোচনা/অনুমোদন অনুযায়ী পৌরসভার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব

পরিকল্পনাবিদ	ভবন পরিদর্শক	আমিন/জরিপকারী
মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত জোনটি মেনে চলছে কিনা তা অনুযায়ী ভবনের জোনিং ছাড়পত্র প্রদান করা।	মালিকের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণের পর জমিটি পরিদর্শন এবং আবেদনে থাকা তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করণ।	ভবন মালিক কর্তৃক জমা দেওয়া আবেদনে ভবনের অবস্থান, আয়তন, মালিকানা এবং সামনের রাস্তার প্রস্থ সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করা।
ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী সেটব্যাক এবং উচ্চতা ছাড়পত্র প্রদান করা।	নির্মাণের সময় নিয়মিত ভবনটি তত্ত্বাবধান করা এবং নির্মাণ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বা তা থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে কি না সেটা পরিকল্পনা বিভাগকে লিখিতভাবে জানানো।	
সরকারি হার অনুসারে মালিক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য অনুমোদন ফি পর্যালোচনা করা।		
ভবনের মালিক কর্তৃক প্রদত্ত নথি অনুযায়ী জমি ও ভবনের মালিকানা পর্যালোচনা করা।		
ভবন পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী ভবন নির্মাণের সময় (নির্মাণাধীন সময়ে) তদারকি করা।		
ভবন নির্মাণের পর মালিক কর্তৃক জমা দেওয়া ভবন ব্যবহার আবেদনটির অনুমোদন প্রদান।	ডেটাবেস প্রস্তুত এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করণ।	
ডেটাবেস প্রস্তুত এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করণ।		

১- কর মূল্যায়ন বিভাগ গৃহ কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব ভবন নির্মিত হয়েছে তার ডেটাবেস প্রস্তুত করে।

সারণী- ৬.৪ঃ পরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়া (ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী নির্ধারিত সংবিধান পূরণের লক্ষ্যে)

পৌরসভা	অনুমোদন ফর্ম তৈরি এবং তা সবার জন্য উন্মুক্ত করা
ভবন মালিক	ফর্ম সংগ্রহ, পুরপ্রকৌশলী এবং স্থপতির সহায়তায় ভবন পরিকল্পনা তৈরি এবং প্রয়োজনীয় নথি ও খরচ দিয়ে পৌরসভায় জমা প্রদান।
আমিন/জরিপকারী	নথি পরীক্ষা করে কাঠামোগত পরিকল্পনা তৈরি
ভবন পরিদর্শক	জরিপকৃত তথ্য সঠিক কিনা তা যাচাই করা
পরিকল্পনাবিদ	প্রাপ্ত দায়িত্ব (পূর্বে আলোচিত) অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান এবং তা অনুমোদন কমিটিতে পাঠান
অনুমোদন কমিটি (পরিকল্পনাবিদ, পুর প্রকৌশলী, পৌরসভা সচিব ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা)	পরিকল্পনা অনুমোদন

সারণী- ৬.৫ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ অথবা পরিকল্পনা না মেনে ভবন নির্মিত হলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

ভবন পরিদর্শক	অনুমোদিত পরিকল্পনা বিচ্যুতির একটি বিবৃতি তৈরি।
পরিকল্পনাবিদ	ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫৩ এ উল্লিখিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি এবং শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত করা।
অনুমোদন কমিটি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা বিচ্যুতি সংশোধীকরণ অথবা নিজ খরচে ভবনের অননুমোদিত অংশটি অপসারণে ভবন মালিককে অবহিত করা।
মেয়র	পুলিশ বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে ভবনের অননুমোদিত অংশ অপসারণ এবং ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫৩ অনুসারে মালিককে অপসারণের সম্পূর্ণ ব্যয় বহনে অবহিত করা।

নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন যেসব এলাকায়

বাংলাদেশের কৃষি নীতি, ১৯৯৬ প্রবর্তন। প্রাকৃতিক ভূমি ও জলাশয়গুলিতে অধিক্রমন রোধে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

- নদী/খাল অধিক্রমন নিষিদ্ধকরণ, খাস (জনসাধারণের) জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য মহাপরিকল্পনা ইশতিহার (গেজেটেড) হলে সেই অনুসারে খালি জমি সংরক্ষণ করা।
- জলস্রোতের পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিম্নভূমি এবং জলাশয় সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জলাভূমি সুরক্ষা আইন, ২০০০ প্রয়োগ করা।

জলাশয়: পৌরসভাকে নদীর পাড় এবং জলাধার, নিষ্কাশন খাল, নির্দিষ্ট স্তরের নীচের নিম্নভূমি, খোলা স্থান ইত্যাদি ভেদে "নগর অঞ্চল সংরক্ষণ আইন, ২০০০ এ খেলার মাঠ, খোলা জায়গা, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার" কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে (আইন নম্বর ২০০০ এর ৩৬)। সুরক্ষিত এবং সীমাবদ্ধ এলাকার আশেপাশে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পুকুর: কিছু জলাধার বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। জলাধার উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কিছু পরিত্যক্ত জলাশয় পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে "জলাধার উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ (১৯৩৯ সালের আইন নং ১৫)" পৌরসভাকে আইনি সমর্থন প্রদান করবে।

নির্মিত ভবন: উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ আবাসিক কাঠামো ছাড়াও বাণিজ্যিক, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদনমূলক কাঠামো ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর ধারা ২(খ) তে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভবন হল সেইসব ঘর, বাড়ি, কুঠী যা ইট, টিন, ধাতু, কাঠ, বাঁশ, কাদা, পাতা, ঘাস, খড় বা অন্য যেকোন উপাদান দিয়ে নির্মিত কাঠামো। পরিকল্পনা বিভাগ ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ পরবর্তীকালে ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে নির্ধারিত সমস্ত কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করবে।

হাট এবং বাজার: সরকার হাটবাজার (প্রতিষ্ঠা ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ এর ১৯তম ধারা) অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করে হাটবাজার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ব্যক্তিগত হাট ও বাজারের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ হাটবাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ, ১৯৭৩ (পিও ৭৩/৭২) এর মাধ্যমে একটি ব্যবস্থাপনা সংস্থা গঠন করা হয়েছে। পৌরসভা তার নিজ অঞ্চলে স্থানীয় সরকার

(পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুসারে হাটবাজার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। পৌরসভা এলাকায় হাটবাজার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করতে সরকার (উপজেলা পরিষদ), পৌরসভা এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মালিকের মধ্যে সমন্বয় (পরিকল্পনাবিদের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা সংস্থা গঠন) করতে হবে।

আবাসন: ২০০৪ সালের জাতীয় আবাসন নীতি প্রয়োগের ফলে তা পৌরসভার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। পৌরসভায় মহাপরিকল্পনা হওয়ার পর তা আবাসন উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলি মেনে চলবে:

- পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়ার্ডগুলোয় বসবাসরত নিম্ন এবং সর্বনিম্ন বিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত জমি ও পরিষেবাদির পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা।
- মহাপরিকল্পনা অনুসারে সরকারি ও বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমি শনাক্তকরণ ও উন্নয়ন।

পৌরসভায় যেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে তাদের জন্য অন্যান্য যেসব নীতিমালা গ্রহণ করা যেতে পারে:

- দীর্ঘমেয়াদী অব্যবহৃত জমিতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে কর আরোপ করা।
- ভূমি ব্যাংকিং বা ভূমি বিনিময়/পুলিং (বা উভয়) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন যা পৌরসভাতে কম খরচে আবাসন প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি বিনিময়ের অনুমতি দেয়।

সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা কৌশল প্রয়োগ

পরিকল্পনা কার্যক্রমগুলি একটি বাসযোগ্য নাগরিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষে পরিচালিত হয়। বিশেষ করে:

- ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং মিশ্র ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রয়োগ করে কম্প্যাক্ট (উচ্চ-ঘনত্বের) সমাজ গঠন করা।
- কম্প্যাক্ট বা মিশ্র ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন (উদাঃ আবাসিক এলাকাগুলির কাছাকাছি অফিস এবং দোকান পাট স্থাপন করা) যা কর্মক্ষেত্রে মোটরবিহীন পরিবহন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
- সম্মিলিত সম্প্রদায় (ইনক্লুসিভ নেইবারহুড) গঠন করতে হবে যেন সকল বয়সের ও আয়ের এবং সব ধরনের পরিবারের মানুষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আবাসন সুবিধা পেতে পারে।
- প্রতিবন্ধী সহ সকল বয়সের ও আয়ের জনগোষ্ঠী যেন সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সুবিধাদি পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সবুজ এবং বিনোদনমূলক পরিবেশ (যেমন, উদ্যান, গাছ এবং গাছগাছালী ঘেরা পথ, নদী, খাঁড়ি, খাল, জলাভূমি, জলাশয় এবং জলাধার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষিত পুকুর, খাদ ইত্যাদি) গড়ে তুলতে হবে।

৬.৩ পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি

লোকবল: অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পদসংখ্যা ১৫৫ টি। এছাড়া, ১০টি পাম্পের জন্য পাম্প পরিচালক ২০জন এবং ১০টি পাম্প হাউসের জন্য ১০জন নিরাপত্তা রক্ষী, ৬টি ওভারহেড ট্যাঙ্কের জন্য ছয় জন পাম্প পরিচালক। জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য সর্বমোট ১৫৫টি অনুমোদিত পদ আছে। বর্তমানে জনবল ৫৬ জন এবং খালি পদের সংখ্যা ৯৯টি।

আয়ের উৎস: পৌরসভাকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ধারা ৯৮ এর ৩নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিষেবা ফি ও কর আদায় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পৌরসভার বর্তমানে নিজস্ব রাজস্ব উৎস আছে যার মধ্যে কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের পাশাপাশি সম্পত্তিগুলির আয়ও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, এটি পরিচালনা খরচ পূরণের জন্য সরকারের কাছ থেকে রাজস্ব অনুদান পায়। পানির করের পাশাপাশি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়গুলি পুনরুদ্ধারের জন্য পৌরসভাকে পানি ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর চার্জ সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

পৌরসভার নগর প্রশাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলি এবং এর পরিষেবাদি সংস্থানের জন্য অর্থায়নের উপায়গুলি অর্জনের লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা থাকা উচিত। একটি সম্পদ সমন্বয় কৌশল যা কার্যকর, ন্যায়সঙ্গত, টেকসই, স্বচ্ছ এবং যত্নের গুণগতমান উন্নত করবে, যার ফলে সরকার সরাসরি নিজস্ব উৎপাদন এবং জনসাধারণের পরিষেবাগুলির সরবরাহে অর্থের যোগান দিতে পারে (এবং পরোক্ষভাবে তার পরিষেবাদির বেসরকারি সংস্থান নিশ্চিতকরণ)।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সম্পদ সংগ্রহের জন্য সরাসরি যেসব প্রক্রিয়া আছে তা হল- আয়কর, ব্যবহারকারী ফি, বীমা/অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) ফি এবং দাতা তহবিল। তহবিলের প্রয়োজনীয়তা ভেদে সরকার কোন এক বা একাধিক প্রক্রিয়ার সমন্বয় করতে পারে। পৌরসভার নিম্ন স্তরের রাজস্বের কারণ এর কম পরিসরের ক্ষমতা, কর প্রণয়নের সীমিত সুযোগ, রাজস্বের অনিয়মিত বৃদ্ধি এবং রাজস্ব মূল্যায়ন এবং সংগ্রহে দক্ষতার অভাব। পৌরসভার নিজস্ব রাজস্বের প্রধান উৎসগুলি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

জমি ভিত্তিক বা সম্পত্তি ভিত্তিক রাজস্বঃ এতে বাড়িঘরের উপর আরোপিত কর, বিদ্যুতের হার, পানি এবং এর সংরক্ষণ, নগর স্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর কর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে প্রথম তিনটি পুরোপুরি স্থানীয়ভাবে আরোপিত কর, চতুর্থটি সরকারের সাথে সম্মিলিতভাবে আরোপিত কর।

কার্যকলাপ ভিত্তিক বা সুবিধাদি ভিত্তিক রাজস্বঃ এর মধ্যে পেশা, ব্যবসা এবং নিলামের উপর কর; ইমারতের নির্মাণ এবং পুনর্নিমাণের আবেদন কর; বিজ্ঞাপন, বিনোদন, যানবাহন, বাজারের জন্য কর; অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) ফী; ফেরি, বাস স্ট্যান্ড এবং বালি আমানতের উপর কর অন্তর্ভুক্ত।

গত তিন বছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট

২০১৪-২০১৭ এর সংশোধিত আয়নির্ণয়ে প্রকৃত আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে। পৌরসভার বাজেট এবং উন্নয়নের প্রকৃত দশা উন্নয়ন আয়-ব্যয়ের হিসাবে প্রতিফলিত হয়। পৌরসভা সাধারণত জুন মাসে তাদের বাজেট অনুমোদন করে। জয়পুরহাট পৌরসভায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট সমাপ্ত হয়। এই আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত ২০১৬-২০১৭ বাজেটে পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

সারণী- ৬.৬ঃ গত তিন বছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট

সংজ্ঞা		বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৪-২০১৫	বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫-২০১৬	বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০১৭
ক) রাজস্ব হিসাব	ধাপ-১ এর রাজস্ব আয়	৭০,৫৭৩,৬৮৬	৫৫,৪৫৫,৩২৬	১০৬,২৫১,৯৮১
	ধাপ-২ এর রাজস্ব আয়	১১,৭২৬,১৪২	১৪,৭৪০,০৪৫	১৮,৫৯৩,০৯১
মোট আয়		৮২,২৯৯,৮৩০	৭০,১৯৫,৩৭৪	১২৪,৮৪৫,০৭৬
	ধাপ- ১ এর রাজস্ব ব্যয়	৬৬,৩৪৯,৩৭১	৫৫,৪৫৫,৩২৬	১০৬,২৫১,৯৮১
	ধাপ- ২ এর রাজস্ব ব্যয়	৯,৯৯৫,৪৫৬	১৪,৭৪০,০৪৫	১৮,৫৯৩,০৯১
মোট ব্যয়		৭৬,৩৪৪,৮২৭	৭০,১৯৫,৩৭১	১২৪,৮৪৫,০৭২
নেট ব্যালেন্স (মোট আয়-মোট ব্যয়)				
খ) উন্নয়ন হিসাব	সরকারি অনুদান	৪,০০০,০০০	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
	যোগ: বাড়তি রাজস্ব	৫,০০০,০০০	১৩,০০০,০০০	১৩,০০০,০০০
অন্যান্য (ইউজিআইআইপি, বিএমডিএফ জেলা শহর, গুরুত্বপূর্ণ শহরে উন্নয়ন)		২,১৩৫,৮২৬	৬,৪১৫,৪৮৩	২,৭৮৩,৫৯১
	বিশেষ অনুদান	১১,১৩৫,৮২৬	২৬,৪১৫,৪৮৩	২২,৭৮৩,৫৯১
মোট আয়		৯৭,৯৪২,৫৯৫	২১২,৯৩৩,৩৯৭	৫৭৫,৬১৩,৫৯১
উন্নয়ন ব্যয়		৯৭,৯৪২,৫৯৫	২১২,৯৩৩,৩৯৭	৫৭৫,৬১৩,৫৯১

সংজ্ঞা	বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৪-২০১৫	বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫-২০১৬	বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০১৭
গ) মূলধন হিসাব			
মোট আয়	২০,৯১৩,৫৩২	২১,২৮০,৩৮০	৩১,৭১৯,৭৩৪
বিয়োগঃ মোট ব্যয়	৬,৯৬৫,৪৪০	৮,৫৪৬,০৭১	১৭,৯৮৫,৪২৫
ক্লোজিং ব্যালেন্স	১৩,৯৪৮,০৯২	১২,৭৩৪,৩০৯	১৩,৭৩৪,৩০৯

সূত্রঃ জয়পুরহাট পৌরসভা হিসাব বিভাগ, ২০১৭

নিজস্ব রাজস্ব উৎসের পরিস্থিতি

পৌরসভার প্রদত্ত নথি অনুযায়ী কর মূল্যায়ন পরিস্থিতি নিচে দেওয়া হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী বিগত বছরগুলোয় দক্ষতা বেড়েছে ৪০%। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮২ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২৪ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ উৎসের উত্থান পৌরসভার পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যয় এবং অবকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়ন চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা বজায় রাখতে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার ইঙ্গিত দেয়।

সারণী- ৬.৭ঃ মোট নিজস্ব রাজস্ব উৎস (মিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	টাকা
২০১৪/১৫	৮২,২৯৯,৮৩০
২০১৫/১৬	৭০,১৯৫,৩৭৪
২০১৬/১৭	১২৪,৮৪৫,০৭২

সূত্রঃ জয়পুরহাট পৌরসভা হিসাব বিভাগ, ২০১৭।

রাজস্ব সংগ্রহ পরিস্থিতি

চাহিদা এবং সংগ্রহ: গত তিন বছরে চাহিদা ও সংগ্রহের পরিমাণে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। ২০১৪/১৫ অর্থবছরে গৃহকরের চাহিদা ছিল ১.৭ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বমোট সংগ্রহ ছিল ১.৪ মিলিয়ন টাকা যা ৭৮% দক্ষতার ইঙ্গিত দেয়। অন্যক্ষেত্রে, ২০১৬/১৭ অর্থবছরে চাহিদার পরিমাণ ২.৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৮৮% দক্ষতায় সংগ্রহের পরিমাণ ৩.১ মিলিয়ন টাকা। সংগ্রহ দক্ষতা গত বছর থেকে সামান্য (৪%) বেড়েছে।

সারণী- ৬.৮ঃ গৃহকর সংগ্রহ পরিস্থিতি (টাকা)

মূল্যায়ন বছর	চাহিদা	সংগ্রহ	বকেয়া	সংগ্রহের হার (%)
২০১৪-১৫	১,৭৯৮,৬৪৩	১,৪০৭,৪৮৩	৩৯১,১৬০	**৭৮**
২০১৫-১৬	২,৯২০,২২০	২,৪৩৮,৬০৪	৪৮১,৬১৬	**৮৪**
২০১৬-১৭	২,৯২০,২২০	৩,১২৩,৮৮৬	৪২৬,৩৩২	**৮৮**

সূত্রঃ জয়পুরহাট পৌরসভা হিসাব বিভাগ, ২০১৭।

৬.৪ সম্পদ একীভূতকরণ

বর্তমান মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদ সমাবেশীকরণ হচ্ছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। যদিও বলা হয়েছে উন্নয়ন প্রস্তাবগুলো বেশ কিছু উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে, তথাপি এটা সন্দেহাতীত যে, সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব পৌরসভার কাঁধেই বর্তাবে। উন্নয়ন সংস্থাগুলো মারাত্মক সম্পদ সংকটে ভুগবে।

স্বল্প মাত্রার নগরায়ন এবং সরকারি ও বেসরকরি উভয় পর্যায়েই স্বল্প পরিমান বিনিয়োগের কারণে স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসেবে পৌরসভায় ভূমির মূল্য সবসময় শহরের স্বল্প প্রবৃদ্ধির হারকে অনুসরণ করে। ফলে উন্নয়নকৃত ভূমি বিক্রয়ের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমান সম্পদ সমাবেশীকরণের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। একই কারণে, উন্নয়ন ফি, পরিকল্পনা অনুমোদন ও অন্যান্য খাতে রাজস্ব আদায়ের পরিমানও কম হবে। কর ও কর-বহির্ভূত উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে না পারার কারণে পৌরসভাকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে মূলত সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। তাই এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অনেকাংশেই সরকারি সহায়তার উপর নির্ভর করবে। এই পরিস্থিতি নতুন আয় উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

অধ্যায়- ০৭: জনগণের অংশগ্রহণ

৭.১ পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এবং প্রস্তাবনাসমূহ

৭.১.১ নারীদের অংশগ্রহণ

মহাপরিকল্পনা তৈরির পরামর্শ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল। পরামর্শ এবং উন্মুক্ত আলোচনার সময় নারীরা তাদের মতামত এবং প্রয়োজনগুলি উত্থাপন করে ।

- নারীদের অংশগ্রহণের জন্য উঠোন বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল (কিছু বৈঠক কেবল নারীদের সাথে এবং অন্যগুলো পুরুষ-নারী উভয়ের সাথে)।
- প্রত্যেক বসতিতে (বেশিরভাগ নারী) উঠোন বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।
- নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছিল (কমপক্ষে ৩০% নারী)।
- আর্থ-সামাজিক মানদন্ড জরিপে নারীদের অংশগ্রহণ (৩০%) নিশ্চিত করা হয়েছিল।

৭.১.২ নারীদের অংশগ্রহণমূলক সভা থেকে প্রস্তাবসমূহ

এফজিডি এবং মতবিনিময় সভায় নারীরা নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি প্রস্তাব করেছিলেন যা মাস্টার প্ল্যানে প্রতিফলিত হয়েছে।

- নারী এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বাস টার্মিনাল / যাত্রী ছাউনিতে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রতিটি ওয়ার্ড সেন্টারে মাতৃসদন এবং শিশু কেয়ার ইউনিট থাকতে হবে।
- নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা সম্বলিত পৌর বাজারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধা এবং বসার ব্যবস্থা সহ পার্ক থাকতে হবে।
- নারীদের গতিশীলতা এবং নিরাপত্তা সহজ করার জন্য পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট স্টপেজ দিতে হবে যাতে তারা পৌরসভার বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নগর পরিষেবাগুলি নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারে।
- নারী ও দরিদ্র লোকদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ওয়ার্ড সেন্টারে আইজিএ প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রধান করতে হবে।

অতএব, মহাপরিকল্পনাটিতে নারী-বান্ধব অবকাঠামোগত অবস্থানের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলোকচিত্র- ৭.১: পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ

৭.২ প্রথম মতবিনিময় সভা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের "তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর প্যাকেজ-৩ এর অধীনে "জয়পুরহাট পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম মতবিনিময় সভা" 'য় সভাপতিত্ব করেছেন জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান। এই বৈঠকে পৌরসভার পরামর্শদাতা, কর্মকর্তা, নাগরিক ব্যক্তিত্ব, মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রকল্পের পরামর্শদাতারা উপস্থিত ছিলেন। সভাটি ১৯ জুলাই, ২০১৬ সকাল ১১.০০ টায় পৌরসভা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীরা তাদের সমস্যা, লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একটি উন্মুক্ত আলোচনা করেছিল যেখানে স্থানীয় লোকেরা মৌখিক মন্তব্যের পাশাপাশি তাদের লিখিত প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন।

আলোকচিত্র- ৭.২: জয়পুরহাট পৌরসভার প্রথম মতবিনিময় সভা

৭.২.১ অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত পৌরসভার প্রধান সমস্যাসমূহ

জয়পুরহাট পৌরসভায় প্রথম মতবিনিম সভায় অংশগ্রহণকারীরা জলাবদ্ধতা এবং দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা নাগরিকদের জন্য সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই দুটি বড় সমস্যার পাশাপাশি, তারা পৌরসভার নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি উত্থাপন করেছে:

- বিনোদনমূলক জায়গার অভাব
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- পর্যাপ্ত রাস্তা ও ড্রেনের অভাব
- পর্যাপ্ত আউটফলের সংকট
- আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধাদি
- অপর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইট
- অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- অনুমোদিত বিল্ডিং বসতির বৃদ্ধি

উপরোক্ত সমস্যার পাশাপাশি তারা অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কৃষি জমিকে বাণিজ্যিক জমিতে রূপান্তর, পার্ক ও খেলার মাঠের সংকট, ড্রেনে আবর্জনা ফেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট, এবং প্রাকৃতিক খাল-বিল দখল ইত্যাদি অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও কথা বলেছেন।

৭.৩ দ্বিতীয় মতবিনিময় সভা

জয়পুরহাট পৌরসভার মহাপরিকল্পনার জন্য দ্বিতীয় মতবিনিময় সভাটি ১১ ই জানুয়ারী, ২০১৭ জয়পুরহাট পৌরসভার মাননীয় মেয়র মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গুরুত্ব প্রকাশ করেন এবং মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রতিটি পর্যায়ে সবার কাছে মতামত ও সহযোগিতা কামনা করেন।

ডিডিসি কনসালট্যান্টস মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন সমস্যাবলী একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় মতবিনিময় সভার মূল এজেন্ডা নিম্নরূপ ছিল:-

- পৌরসভার ওয়ার্ড সীমানা চিহ্নিতকরণ
- বিএম স্তম্ভ স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন;
- বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রমে স্থানীয় লোক এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা
- মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ

দ্বিতীয় মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের তাদের মতামত প্রেরণের জন্য মন্তব্যপত্র সরবরাহ করা হয়েছিল যাতে তারা পৌরসভার জন্য তাদের রূপকল্প, তাদের আশা এবং প্রত্যাশা প্রকাশ করতে পারেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের রূপকল্পনা, অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি, নগর বিপর্যয় ও স্থায়ীত্ব, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কমিউনিটি সুবিধাগুলি সম্পর্কে তাদের মন্তব্য প্রদান করেছিলেন। লিখিত পরামর্শ ছাড়াও অনেকে মৌখিক পরামর্শ দিয়েছেন।

আলোকচিত্র- ৭.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার দ্বিতীয় মতবিনিময় সভা

৭.৪ তৃতীয় মতবিনিময় সভা

তৃতীয় বৈঠকটি জয়পুরহাট সম্মেলন কক্ষে ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মেয়রের অসুস্থতার কারণে সভাটির সভাপতিত্ব করেন প্যানেল মেয়র। মতবিনিময় সভায় মূল এজেন্ডা ছিল নিম্নরূপ:

- পৌরসভার খসড়া মহাপরিকল্পনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশান উত্থাপন।
- মাস্টার প্ল্যানে স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মন্তব্য সংগ্রহ করা।
- পরিকল্পনার বিভিন্ন ধরণের টেকনিক্যাল দিক ব্যাখ্যা করা।

- নাগরিক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পর্যালোচনা করা।

মহাপরিকল্পনার প্রধান পরিকল্পনাগুলো ছিল ভূমি ব্যবহার, রাস্তা ঘাট, নিস্কাশন ব্যবস্থা, পরিবেশ এবং নগর সেবা। সভার প্রধান ফলাফলসমূহ নিম্নরূপঃ

- নাগরিকদের প্রধান মন্তব্য ছিল "সবার জন্য পরিকল্পনা"
- রাস্তা ঘাট এবং নিস্কাশন পরিকল্পনাই ছিল মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান অংশ।
- ঘন বসতি অঞ্চলে ভূমি উচ্চতা বিবেচনা করা উচিত।
- মৌজা ম্যাপের উপর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা করা উচিত।
- নগর পরিষেবা গুলো নাগরিকের চাহিদা অনুসারে করা উচিত।
- প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ শহর আধুনিকায়ন।

৭.৫ চতুর্থ মতবিনিময় সভা

সভাটি এলজিইডিতে ৪ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয় (নগর ব্যবস্থাপনা) এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মহাপরিকল্পনার নীতি, পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরা হয়েছিল। ইউজিআইআইপি -৩ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকও মাস্টার প্ল্যানে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য দিয়েছেন। তিন পৌরসভার মেয়র ও কর্মচারীরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করেন। সভায় প্রধান এজেন্ডা নিম্নরূপ ছিলঃ

- বিভিন্ন সেক্টরের বিশদ মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ (যেমনঃ ভূমি ব্যবহার, নীতি, পরিবহন, নিষ্কাশন এবং নগর পরিষেবা সমূহ)।
- পৌরসভের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নীতি প্রণয়ন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা
- তিনটি পৌরসভার চাহিদা বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধান।
- স্টেকহোল্ডার ও এলজিইডি কর্মকর্তাদের মতামত এবং পর্যালোচনা সংগ্রহ করা

পৌরসভা কর্মকর্তাদের প্রধান জ্ঞাতব বিষয়গুলো হলঃ

জয়পুরহাট একটি কৃষিভিত্তিক পৌরসভা। সুতরাং এর বিকাশের সাথে নগর-গ্রামকে সংযুক্ত করা উচিত।

- পৌরসভায় প্রায় ৩০% জমি রেল সড়কের মালিকানাধীন। সুতরাং, রেলওয়ের জমির যে কোনও উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মুখোমুখি হওয়া উচিত
- দায়িত্বশীল সংস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রচেষ্টা দ্বারাই নিষ্কাশন সমস্যা হ্রাস করা যায়।
- পৌরসভাকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের নথির মালিকানা দিতে হবে। যাতে, পরিকল্পনা বিরোধী যে কোন উন্নয়ন এড়ানো য়ায়। উদাহরণস্বরূপঃ ড্রেনেজ আউটফোলের জন্য কঠোর নিয়ম এবং তদারকি করা উচিত।

আলোকচিত্র- ৭.৪: চতুর্থ মতবিনিময় সভা

খন্ড- খঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

অধ্যায় - ০১ : ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার
অধ্যায় - ০৩ : ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবসমূহ
অধ্যায় - ০৪ : ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল

অধ্যায়- ০১: ভূমিকা

১.১ ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা

জয়পুরহাট পৌরসভার অর্ধেকের বেশি জমি কৃষিজ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যা একটি আদর্শ নগর এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। পৌরসভায় কৃষি ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কৃষি জমিতে অ-কৃষিজ ব্যবহার সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। উল্লম্ব সম্প্রসারণসহ পৌরসভার গুচ্ছভাবে উন্নয়ন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকারী সেবার ক্ষেত্রে, কোন নির্দিষ্ট ভবনে বিভিন্ন ধরনের নগর পরিষেবা থাকতে পারে।

সারণী- ১.১: পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ	**পরিমাণ (একর)**	**শতকরা (%)**
প্রশাসনিক	৬২.৩৫	১.৩৬
কৃষি	২৩৮৫.০৮	৫১.৮৯
পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা	১৫২.৩৪	৩.৩১
বাণিজ্যিক	৬৮.২৩	১.৪৮
কমিউনিটি সেবা	২৩.৯৯	০.৫২
শিক্ষা ও গবেষণা	১০৮.৫৬	২.৩৬
স্বাস্থ্য সুবিধা	৯.৯৪	০.২২
শিল্প	১১৬.৪৪	২.৫৩
ভূমির মিশ্র ব্যবহার	৭.৯৯	০.১৭
উন্মুক্ত স্থান	৩.৬৬	০.০৮
বিনোদন সুবিধা	১২.৩৪	০.২৭
আবাসিক	১৩৩২.৩৯	২৮.৯৯
পরিবহন ও যোগাযেগ ব্যবস্থা	৬.৩৯	০.১৪
ইউটিলিটি সেবা	১৫.১৪	০.৩৩
জলাশয়	২৯১.৪২	৬.৩৪
মোট	**৪৫৯৬.২৬**	**১০০.০০**

সূত্রঃ ভূমি ব্যবহার জরীপ, ২০১৭

১.২ পরিকল্পনা অঞ্চল এবং ভূমি ব্যবহার

কাঠামো পরিকল্পনা, নগর পরিষেবা পরিকল্পনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য যে এলাকা বিবেচনা করা হয়েছে তা পরিকল্পনা অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। পরিকল্পনা অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কাঠামো পরিকল্পনায় উপস্থাপিত নীতি ও কৌশল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ভূমি ব্যবহার উপাদানকে কাঠামো পরিকল্পনার ক্ষুদ্র-স্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

পরিকল্পনা এলাকার বিদ্যমান পরিস্থিতিগুলো জানার জন্য বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার জরিপ করা হয়েছে। নগর পরিষেবা পরিকল্পনাটি ১০ বছরের জন্য এবং আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা ৫ বছরের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পরিকল্পনা অঞ্চল ১৮.৬০ বর্গ কিমি (৪৫৯৬.২৬ একর) জুড়ে অবস্থিত। যেখানে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন হবে সেটাই নগর এলাকা হিসাবে পরিচিত। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একই এলাকা (১৮.৬০ বর্গকিলোমিটার) পরিকল্পনা অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে ।

১.৩ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

নগরে সাবলীলভাবে স্থায়ী বসবাসের জন্য, অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক যোগাযোগের সাথে আঞ্চলিক উন্নয়ন করাই হল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্য। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমনঃ

১. সহজে চলাচলের জন্য এবং ভূমির সুষম বন্টনের জন্য পরিবহন অবকাঠামো প্রদান করা।
২. টেকসই পরিবেশ এবং সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ভূমি ব্যবহার অঞ্চল তৈরি করা।
৩. নগর বিকাশ ও পরিচালনার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা।

১.৪ কাঠামো পরিকল্পনা সঙ্গে সম্পর্ক

কাঠামো পরিকল্পনায় বর্ণিত নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় হচ্ছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা যা ১০ বছরের প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নাগরিক সেবা পরিকল্পনা প্যাকেজের একটি অংশ। নাগরিক সেবা পরিকল্পনা প্যাকেজ মূলত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা সমন্বয়ে গঠিত। কাঠামো পরিকল্পনা নীতি ও কৌশল অনুসারে নাগরিক সেবা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সামগ্রিক প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনই হল এর প্রধান লক্ষ্য। নগর সেবা পরিকল্পনা প্যাকেজ হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনায় বর্ণিত নীতি ও প্রস্তাবনার মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।

১.৫ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি এবং প্রণালি

১.৫.১ ভূমি পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি

জয়পুরহাট পৌরসভার ভৌত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম উন্নয়নই হল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্য। পরিকল্পনাটি কাঠামো পরিকল্পনার নীতি নির্দেশাবলী মেনে চলে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দেশের অন্যান্য মহাপরিকল্পনা পদ্ধতির ন্যায়, যা অবকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব ব্যতীত প্লট-টু- প্লট ভূমি ব্যবহারকে চিহ্নিত করে। এটি একটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। এই পরিকল্পনা কাঠামো পরিকল্পনার চেয়েও কঠোর। একটি ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরি করা হয় বলে তা একটি পোক্ত (rigid) নথি হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যদি একবার একটি তফসিল ভুক্ত মানচিত্রের পরিকল্পনাটি সরকার দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়, তাহলে এটি একটি আনুষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করে এবং এভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

১.৫.২ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিধি এবং এর উপ-শ্রেণীবিভাগ

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার জন্য পৌর এলাকার ৯ টি ওয়ার্ড সহ ১৮.৬০ বর্গ কিমি এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্য এমন এলাকা বেছে নেয়া হয়েছে যেখানে ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের সুযোগ এবং সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভা নগর পরিষেবাদি এবং সুবিধাগুলি সরবরাহ করে থাকে। ভবিষ্যতে নগরায়নের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য বিকাশের প্রত্যাশিত জনসংখ্যা ২০২৭ সালের জন্য ৮২,৩১৫ বিবেচনা করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এলাকা এবং জনসংখ্যা নিম্নলিখিত টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী- ১.২: ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এলাকা এবং জনসংখ্যা

ওয়ার্ড নং	পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যা, ২০১৭	জনসংখ্যা, ২০২৭
১	৬৫২.২৬	৯৩৩৮	১০৫০০
২	৮৯২.১৩	৬৪৭৬	৭২৮২
৩	৬০৬.৭০	৭০৭১	৭৯৫১
৪	২৩১.৬৬	৮৩৫২	৯৩৯১
৫	২২৭.৫২	৯৬৩৭	১০৮৩৬

ওয়ার্ড নং	পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যা, ২০১৭	জনসংখ্যা, ২০২৭
৬	৩৫৪.৫২	৮৫৭৪	৯৬৪২
৭	৮৬৫.৩৬	৯২২৮	১০৪৪৪
৮	৫৬০.৯৬	৭১১৪	৮০০০
৯	২০৫.১৫	৭৩৫৩	৮২৬৮
মোট	**৪৫৯৬.২৬**	**৭৩,২০৩**	**৮২,৩১৫**

সূত্রঃ ভূমি ব্যবহার জরিপ, ২০১৭

১.৫.৩ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব

মোট জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি একর ১৫ জন (২০১১) বিবেচনা করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ২০২৭ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১৮ ধরলে বর্ধিত ঘনত্ব হবে প্রতি একরে ১৮ জন।

সারণী- ১.৩: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা এবং ঘনত্ব

আয়তন (একর)	২০১১		২০১৭		২০২৭	
	জনসংখ্যা	ঘনত্ব (একর)	জনসংখ্যা	ঘনত্ব (একর)	জনসংখ্যা	ঘনত্ব (একর)
৪৫৯৬.২৬	৬৯,০৩৩	১৫	৭৩,২০৩	১৬	৮২,৩১৫	১৮

সূত্রঃ বিবিএস, ২০১১ ও পরামর্শক কর্তৃক প্রক্ষেপিত, ২০১৭

১.৫.৪ প্রস্তাবিত মানদণ্ড

মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য এবং জনসাধারণের মানবাধিকারের মান উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার তৈরি করা হয়েছে। জনসাধারণের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান ব্যবহার এবং খাস জমির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার মূল কারণ হবে। দ্রুত পরিবর্তনের পরিবর্তে ভূমি ব্যবহারের ধীর পরিবর্তন হবে। অভিক্ষেপের তিনটি অংশ জমি পরিকল্পনা, ভূমি নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমি ব্যবহার সীমাবদ্ধতা মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে কোন ক্ষেত্রে, মানুষের সামনে বসবাসের জন্য এলাকার সীমানা সীমিত করা উচিত। ফলস্বরূপ, নদীর পানি দূষণ থেকে নিরাপদ হবে।

ভূমি ব্যবহার অভিক্ষেপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যার অভিক্ষেপের পরে দেখা যায় যে, এই পৌরসভার জনসংখ্যা ২০২৭ সালে ৮২,৩১৫ হবে। ভূমি ব্যবহারের উপর প্রজেক্টও বর্তমান অভিবাসন প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

সারণি- ১.৪: বিভিন্ন ধরণের ভূমি ব্যবহারের সুপারিশকৃত মানদন্ড

ভূমি ব্যবহার প্রকার	প্রস্তাবিত মানদন্ড
আবাসিক	মোট নির্মিত এলাকার ৫০-৫৫%
সড়ক	মোট নির্মিত এলাকার ৯-১৫%
শিক্ষা	মোট নির্মিত এলাকার ৩-৫%
বিনোদন সুবিধা	মোট নির্মিত এলাকার ২.৫-৫%
স্বাস্থ্য সুবিধা	মোট নির্মিত এলাকার ২-৩%
কমিউনিটি সুবিধা	মোট নির্মিত এলাকার ১০-২০%
বাণিজ্য ও কেনাকাটা	মোট নির্মিত এলাকার ৩-৫%
উপযোগীতা	মোট নির্মিত এলাকার ১০-১৫%
শিল্প	মোট নির্মিত এলাকার ৫-১০%
যানবাহন	মোট নির্মিত এলাকা থেকে ৪% কম
প্রশাসন	মোট নির্মিত এলাকার ২.৫-৫%

সূত্রঃ ডিটিআইডিপি, এলজিইডি

ভূমি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত মানদন্ড নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নির্ধারিত জনসংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ভৌত উন্নয়নের জন্য কৃষি জমির ন্যূনতম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিকল্পনায় উল্লম্ব বিস্তারের চেয়ে অনুভূমিক বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, অনুপস্থিত লিঙ্কগুলি নতুন রাস্তাগুলির চেয়ে অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য, বেশিরভাগ পুকুর সংরক্ষণ করা দরকার, ব্যতিক্রমী কিছু সংখ্যক পুকুর ভৌত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

নির্ধারিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পৌরসভা দ্বারা ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। সারণি-১.৪ এ উপস্থাপিত মান ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল এলাকায় সমন্বয় করে দশ-বছরের সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে এই মানদন্ড অর্জনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১.৫.৫ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

বহুখাতভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নঃ প্রাথমিক সড়ক, পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন প্রভৃতির মত প্রধান অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। পূর্ত কাজ বাস্তবায়নে বহুখাতভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচির (মাল্টি সেক্টোরাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম - এমএসআইপি) মাধ্যমে দক্ষ সমন্বয় প্রয়োজন।

বহুখাতভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচির উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে উন্নয়ন প্রকল্প যেগুলো বাস্তবায়নে তহবিল সরবরাহ প্রয়োজন তাদের তালিকার সাথে সমন্বয় করতে হবে। দুটি মৌলিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যা এমএসআইপি'র বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে। এর মধ্যে একটি কার্যক্রম হবে, সকল সরকারি বাস্তবায়নকারী সংস্থার বিনিয়োগ প্রকল্পের ব্যাপারে অগ্রাধিকার তালিকা ও বাস্তবায়ন সূচি প্রদান এবং এর ফলে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে সহায়তা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কার্যক্রম হবে, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের জন্য তহবিলের উৎস বিশ্লেষণ ও তহবিল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

কর্মপরিকল্পনা এবং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নঃ কর্মপরিকল্পনা এবং প্রকল্প হবে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা যা স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধান করবে। কর্মপরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ন্যূনতম গবেষণা, প্রতিবেদন বা বিস্তারিত পরিকল্পনা পদ্ধতি সাপেক্ষে সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তবায়নঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বেশ কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ বিবেচনায় আনতে হবে। ভৌত উন্নয়ন হবে এমন সকল ক্ষেত্রেই ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে হবে। নিচের আদর্শিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসমূহের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে, সেগুলো হল-

- কোথায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে,
- উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তার কোন ধরণের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,
- কি ধরণের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে,
- কোন মাত্রায় উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হবে,
- প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- নিয়ন্ত্রণের ফলে কারা এবং কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,
- কখন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে,
- নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে পারে,
- কারা এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন করবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বাছাই করে প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসমূহের মধ্যে মাত্রা ও ঘনত্ব ভেদে ভিন্নতা থাকবে। সংশ্লিষ্ট সরকারপক্ষের জন্য এটি পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু পুরো পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্যাকেজের একটি সংঘবদ্ধ দলিলে পরিনত হবে, ফলে এর সকল উপাদান পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধান করবে।

বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার আরেকটি পদক্ষেপ নিতে পারে; বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও বিনিয়োগ সহজ করা। সরকার সুবিধাজনক প্রণোদনা প্রদানসহ একটি আইনী ও পরিচালন কর্ম-কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) স্থাপন, ভূমি একত্রীকরণ, ভূমি খন্ডের (প্লটের) সীমানা পুন:নির্ধারণ, ভূমি খন্ডসমূহের সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিকল্পনা নকশা লেআউট প্রণয়ন। স্থানীয় অবকাঠামো সংস্থানের মাধ্যমে সরকার তুলনামূলক সহজ এবং কম খরচে এটি অর্জন করতে পারে। এই পদক্ষেপের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ হলো-

- দক্ষতার সাথে নগর ভূমি বাজার তৈরী ও সম্প্রসারিত হবে এবং নগর আবাসনে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির যোগান বৃদ্ধি পাবে।
- স্থানীয় অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ব্যয়ের অধিকাংশই ব্যক্তিখাত ও ভূমিবাজার কৌশল থেকে আসবে।
- উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি কেনার ক্ষেত্রে সরকার বড় ধরনের নগদ অর্থের সংস্থান না করলেও উন্নয়নের জন্য ভূমির যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং
- কমিউনিটি সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থানে কার্যত সরকারের কোন ব্যয় হবে না।

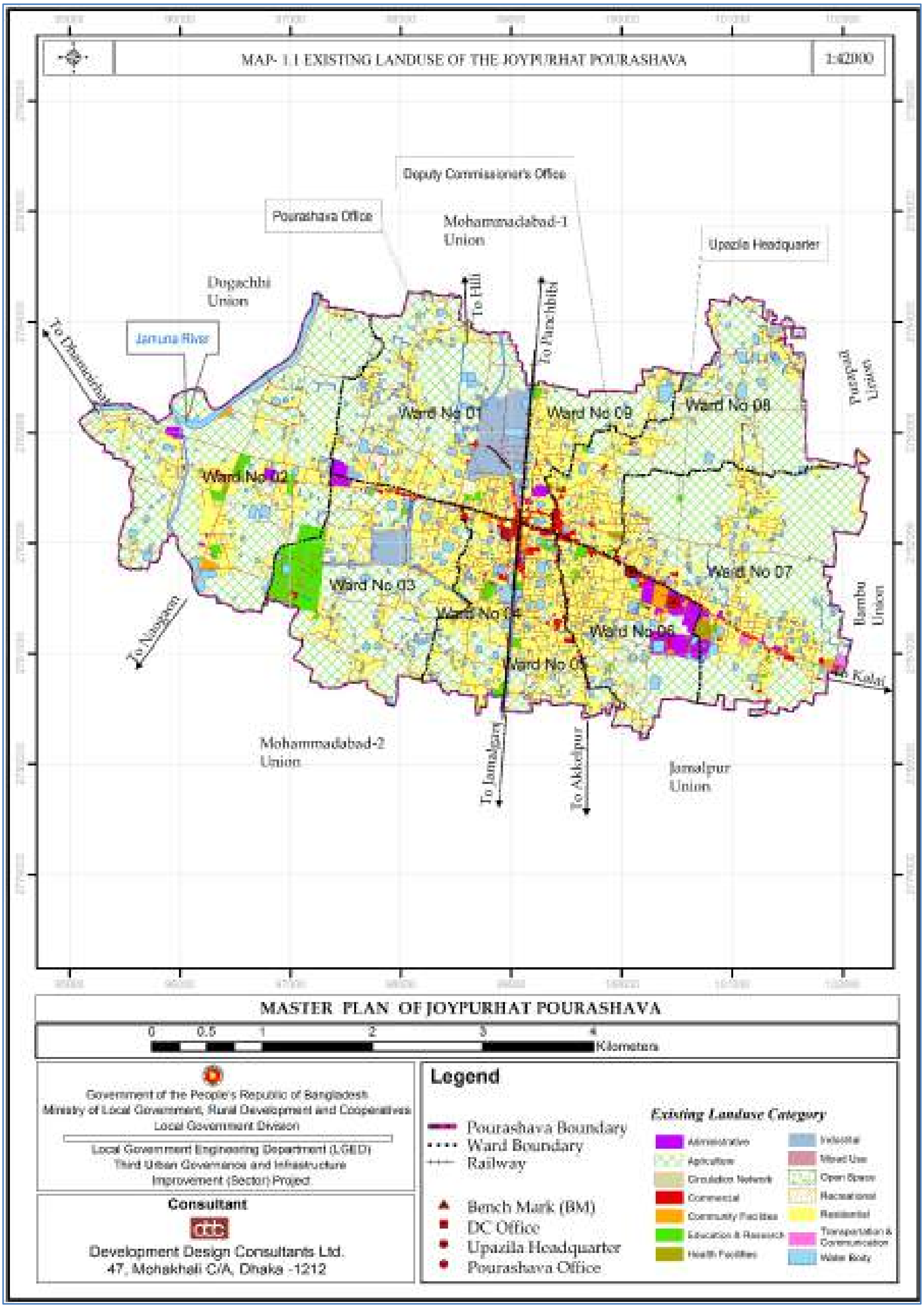

মানচিত্র- ১.১ঃ জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

অধ্যায়- ০২: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার

২.১ বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার

আবাসিক

২০২৭ সালে পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ৮২,৩১৫ হবে। যদি জনসংখ্যার স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে একর প্রতি ৬০ জন বিবেচনা করা হয় (বর্তমানে প্রতি একরে ১৫ জন এবং ২০২৭ সালে প্রতি একরে ১৮ জন হবে) তাহলে মোট জনসংখ্যার জন্য ১৩৮৫.০০ একর আবাসিক জমির দরকার পড়বে। আবার, স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মোট নির্মিত এলাকা (বিল্ট আপ এরিয়া) থাকবে ৫০ থেকে ৫৫% এবং আবাসিকের উদ্দেশ্যে ২২৯৮.১৩ একর (মোট নির্মিত এলাকার ৫০%) জমি প্রয়োজন হবে। পৌরসভার বর্তমান আবাসিক এলাকা ১৩৩২.৩৯ একর।

বাণিজ্যিক

পৌরসভার বর্তমান বাণিজ্যিক এলাকা ৬৮.২৩ একর। ২০২৭ সালের জনসংখ্যা অনুসারে এলাকার স্ট্যান্ডার্ড গণনা করা হলে মোট ৮০.৩৭ একর বাণিজ্যিক জমি প্রয়োজন হবে। আবার, স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী (মোট নির্মিত এলাকার ৩% থেকে ৫%) বাণিজ্যিক কাজের জন্য ১৩৮ একর (নির্মিত এলাকার ৩%) জমির প্রয়োজন হবে। এই বাণিজ্যিক কার্যক্রমগুলি মার্কেট/ বাজার, দৈনিক চাহিদা এবং দোকানগুলির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবাদি (সাধারণ মুদির দোকান, স্টেশনারি, কনফেকশনারি, মেডিসিন শপ, মিষ্টি, মাংসের দোকান, ফ্রুট শপ, ফ্রেশ কর্নার (শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, মুরগি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত) ।

শিল্প

পৌরসভার ১৩০ টি ছোট ও হালকা শিল্প এবং ভারী শিল্পসহ এই সেক্টরে মোট ১১৬.৪৪ একর জমি অন্তর্ভুক্ত। ২০২৭ সাল নাগাদ শিল্প উন্নয়নের জন্য ১৬৯.৩৫ একর জমি প্রয়োজন হবে। আশা করা হচ্ছে যে, যমুনা নদীতে রেলওয়ে সেতু নির্মাণের পর পৌরসভাতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এই পরিবর্তনটিতে শিল্প খাতেরও হিসাব করা হবে, বিশেষ করে ছোট আকারের শিল্প। এই জমি সকল শিল্প-কারখানাগুলোকে একীভূত করতে ব্যবহার করা হবে।

পরিবহন সুবিধা

পরিবহন সুবিধা মাত্র ৬.৩৯ একর জমি দখল করে আছে। ২০২৭ সালের জন্য প্রস্তাবিত মান অনুযায়ী ১০.৬০ একর জমি প্রয়োজন হবে। পরিবহণ ও যোগাযোগ সংক্রান্ত পরিষেবা হল বাস টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশন, ট্রাক টার্মিনাল, রিকশা / ভ্যান / অটো স্ট্যান্ড, লঞ্চ / নৌকাঘাট, যাত্রী শ্যাড ইত্যাদি।

মিশ্র ব্যবহার

এই ব্যবহারে বিদ্যমান জমি ৭.৯৯ একর। ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই ব্যবহারে ভূমি হ্রাস পাবে। পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকা মিশ্র ব্যবহারের অধীনে। মিশ্র ব্যবহার কার্যক্রম সহ আবাসিক অঞ্চলকে এখানে নিরুৎসাহিত করা হয়।

রাস্তা

পৌরসভাতে ১৫২.৩৪ একর জমি জাতীয় মহাসড়ক এবং স্থানীয় সড়কের অধীন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত সড়ক সরবরাহের জন্য আরো ৩০৭ একর জমি প্রয়োজন হবে যদি মোট নির্মিত এলাকার ১০% রাস্তার জন্য বিবেচনা করা হয়।

শিক্ষা ও গবেষণা

প্রাথমিক বিদ্যালয়/ কিন্ডারগার্টেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মতো বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই সেক্টরে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ১০৮.৫৬ একর। ২০২৭ সালের জন্য এই উদ্দেশ্যে ১৩৮ একর (মোট নির্মিত এলাকার ৩%) জমির প্রয়োজন হবে।

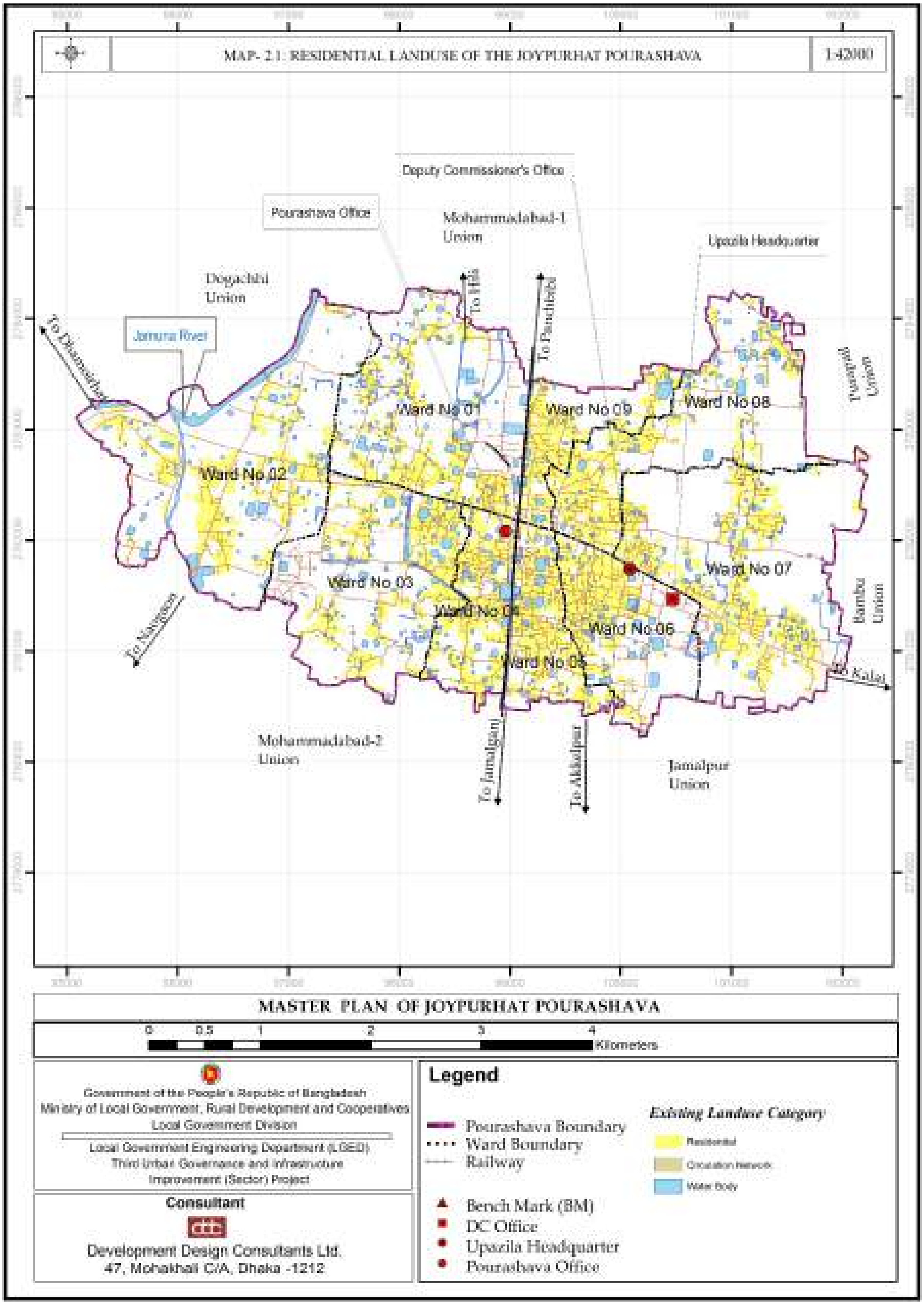

মানচিত্র- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার আবাসিক ব্যবহার

সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

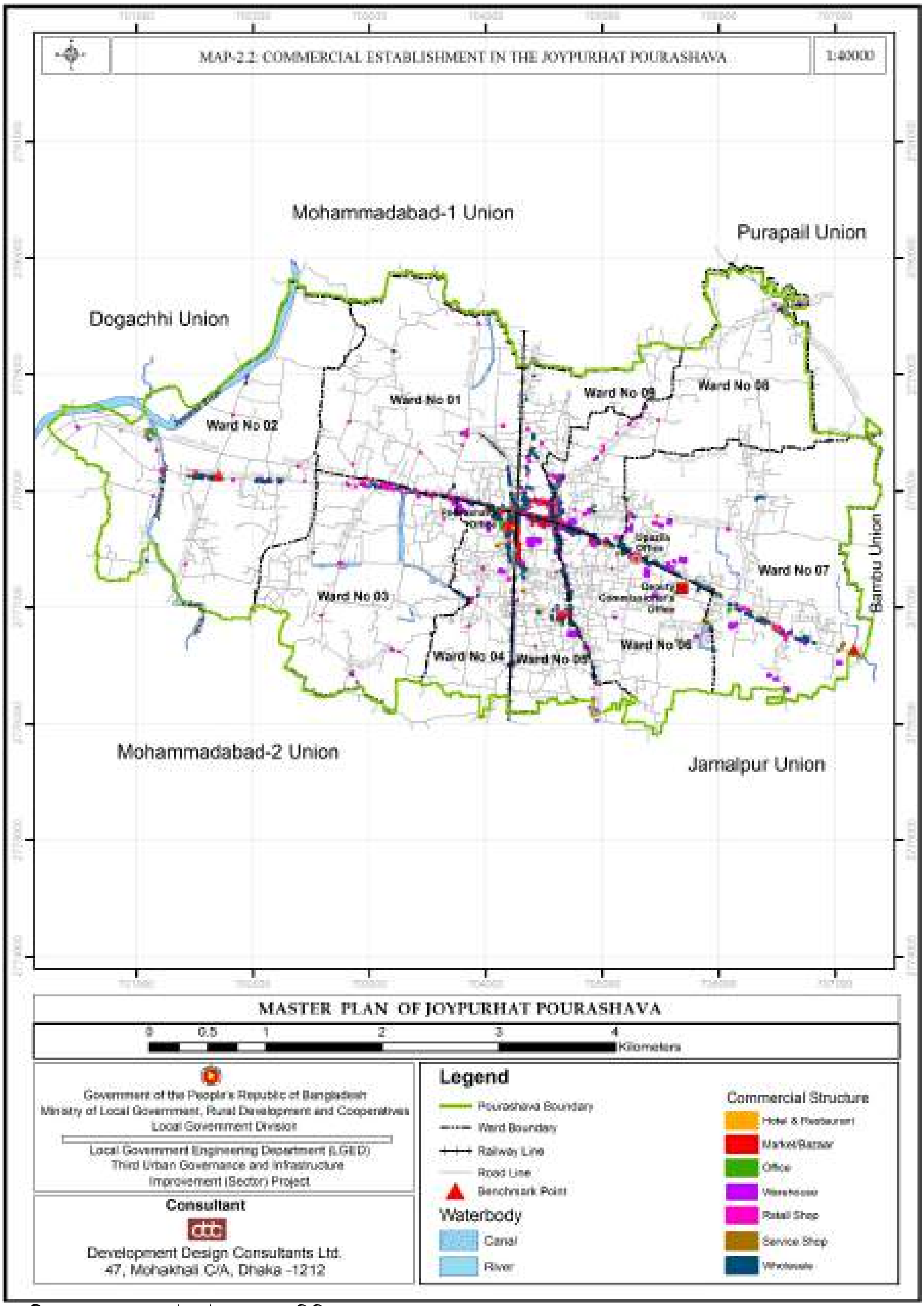

মানচিত্র- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভার বাণিজ্যিক ব্যবহার
সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

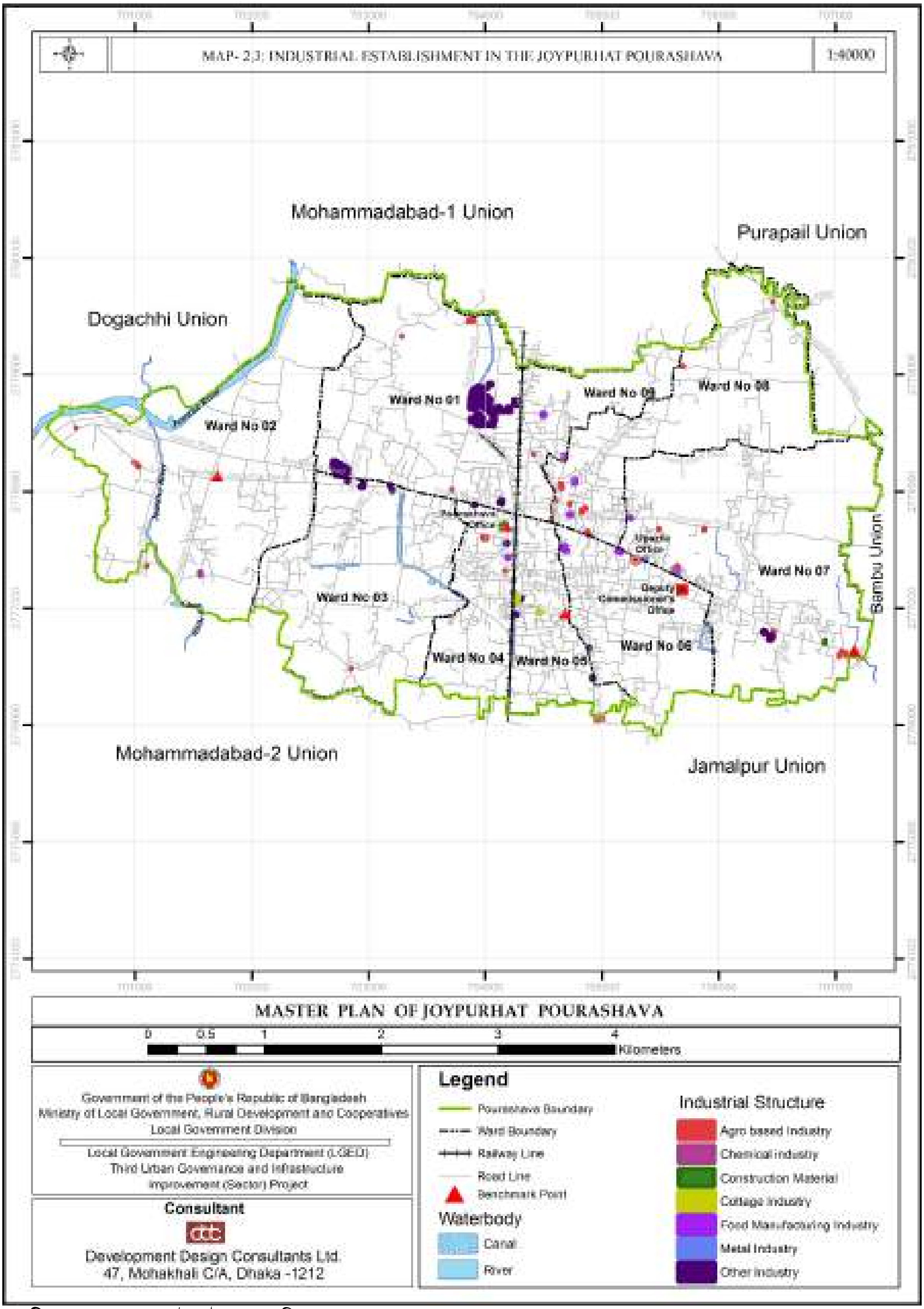

মানচিত্র- ২.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার শিল্প এলাকাসমূহ
সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

স্বাস্থ্য

পরিকল্পনা এলাকায় ২২ টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে ১০ টি ক্লিনিক, ৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ৬ টি হাসপাতাল রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার অধীনে বিদ্যমান জমির পরিমান ৯.৯৪ একর। ২০২৭ সালের জন্য এই উদ্দেশ্যে ৯১ একর (মোট নির্মিত এলাকার ২%) জমি প্রয়োজন হবে।

প্রশাসনিক

এই ব্যবহারে বিদ্যমান জমির পরিমান ৬২.৩৫ একর। ২০২৭ সালের জন্য ১১৫ একর (মোট নির্মিত এলাকার ২.৫%) জমি প্রয়োজন হবে। প্রশাসনের মধ্যে পৌরসভা অফিস, পুলিশ স্টেশন, তহসিল অফিস এবং অন্যান্য ইউটিলিটি অফিস অন্তর্ভুক্ত। উপজেলা কমপ্লেক্সের জন্য নির্ধারিত মান ১৫ একর কিন্তু বর্তমান আয়তন নির্ধারিত মানের চেয়ে কম। আবার, পৌরসভা অফিসের মান ৩ থেকে ৫ একর নির্ধারণ করা হয়েছে। পৌরসভার অধিগ্রহণে নির্ধারিত মানের চেয়ে কম জমি রয়েছে।

চিত্তবিনোদন

পৌরসভাতে বিনোদনমূলক সুবিধা ১২.৩৪ একর জমি জুড়ে আছে। ২০২৭ সালের জন্য স্ট্যান্ডার্ড একক হিসাবে ১১৫ একর (মোট পরিকল্পনা এলাকার ২.৫%) জমির প্রয়োজন হবে। বিনোদনমূলক সুবিধাদির মধ্যে সিনেমা/ থিয়েটার, খেলার মাঠ, পার্ক/ বাগান, শিশু পার্ক এবং স্টেডিয়াম/ স্পোর্টস কমপ্লেক্স অন্যতম।

উন্মুক্ত স্থান

উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে খেলার মাঠ, পার্ক, কমিউনিটি পার্ক, কমিউনিটি / রিজার্ভ বন, টেনিস গ্রাউন্ড এবং অন্যান্য পর্যটন উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত। উন্মুক্ত স্থানের জন্য নির্দিষ্ট কোন মান নেই, এটি বিনোদনমূলক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে, ৩.৬৬ একর জমি উন্মুক্ত স্থানের অধীনে।

কমিউনিটি সুবিধা

বর্তমানে ২৩.৯৯ একর জমি এই ব্যবহারের অধীনে রয়েছে। ২০২৭ সালের জন্য, এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ হবে ৯২ একর (মোট নির্মিত এলাকার ২%)। এই পরিকল্পনাতে সামাজিক সুবিধা হিসেবেও কমিউনিটি সুবিধাকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

উপযোগ সেবা (ইউটিলিটি সার্ভিসেস)

মোট ১৫.১৪ একর জমি ইউটিলিটি সেবার অধীনে। ২০২৭ সাল নাগাদ এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৩৬৮ একর (মোট নির্মিত এলাকার ৮%) জমির প্রয়োজন হবে।

কৃষি

কৃষি ব্যবহারের অধীনে বিদ্যমান মোট এলাকা ২৩৫৮.০৮ একর। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভূমি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরে এটি হ্রাস পাবে।

জলাশয়

জলাশয়ের জন্য কোন মানদন্ড নির্ধারণ করা নেই। পৌরসভাতে, মোট জলাশয়ের পরিমাণ ২৯১.৪২ একর এবং ২০২৭ সাল পর্যন্ত এটি হ্রাস পাবে।

২.২ বর্তমান ভূমি মূল্য

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের মতে, আবাসিক জমির মূল্য প্রতি শতক গড়ে ৫ লাখ টাকা। বাণিজ্যিক জমির মূল্য শতক প্রতি ১০ লাখ টাকা এবং অন্যান্য জমির মূল্য শতক প্রতি ২.৫ লাখ টাকা।

২০১৩-২০১৪ অনুযায়ী, আবাসিক জমির মূল্য ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ এবং ৯ (৭ থেকে ৯ লাখ টাকা প্রতি শতক) এ সর্বোচ্চ। ওয়ার্ড নং ৪, ৫ ও ৮ এ আবাসিক জমির মূল্য শতক প্রতি ৫.৫ থেকে ৬ লাখের মধ্যে রয়েছে। আবাসিক জমির সর্বনিম্ন মূল্য ওয়ার্ড নং ১, ২ এবং ৭ এ পাওয়া গেছে এবং এটি শতক প্রতি ২ থেকে ৩.৫ লাখ টাকা।

সারণী- ২.১: শতক প্রতি ভূমির মূল্য তালিকা

ভূমির মূল্য	আবাসিক (টাকা)	বাণিজ্যিক (টাকা)	অন্যান্য (টাকা)
ভূমির মূল্য (বর্তমান)	৫,০০,০০০	১০,০০,০০০	২,৫০,০০০
ভূমির মূল্য (৫ বছর পূর্বে)	৩,০০,০০০	৭,০০,০০০	১,৫০,০০০
ভূমির মূল্য (১০ বছর পূর্বে)	২,০০,০০০	৫,০০,০০০	১,০০,০০০

সূত্রঃ জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

ওয়ার্ড নং ৪, ৫ এবং ৮ এর বাণিজ্যিক জমির মূল্য সর্বোচ্চ (প্রতি শতক ৮ লাখ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা)। পৌরসভায় কৃষি জমির মূল্য প্রতি শতক ওয়ার্ড অনুসারে ১ লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা।

ওয়ার্ড নং ৪ এ কৃষি জমির মূল্য সর্বোচ্চ (১,৫০,০০০ থেকে ২৫০,০০০ টাকা প্রতি শতক)। ওয়ার্ড নং ৩, ৫, ৬, ৮ এবং ৯ এ জমির মূল্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১ লাখ থেকে ২ লাখ টাকা প্রতি শতক) এবং ওয়ার্ড নং ২ ও ৭ নং জমির মূল্য সর্বনিম্ন (প্রতি শতক ৬০,০০০ টাকা থেকে দেড় লাখ)।

২.৩ আবাসন এবং আবাসিক ভূমি উন্নয়ন

পৌরসভার বর্তমান আবাসিক এলাকা ১৩৩২.৩৯ একর। সব ধরনের আবাসিক ভূমি ব্যবহার এর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ২০% আবাসিক জমি গ্রামীণ বাসস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সুপারিশঃ মানদন্ড অনুযায়ী (প্রতি একরে ৬০ জন), ২০২৭ সাল পর্যন্ত ১৫২১.৯২ একর জমির প্রয়োজন হবে। বিদ্যমান আবাসিক এলাকা (১৩৩২.৩৯ একর) প্রক্ষেপিত এলাকার চেয়ে ১৯০ একর কম। তাছাড়া ৫০ একর জমির উপর বস্তিবাসীদের জন্য একটি আবাসিক এলাকা এবং নতুন শহর উন্নয়নে ১০০ একর এলাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন পৌরসভার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নির্মিত হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাস জমিগুলো এসব উন্নয়নের জন্য বেছে নেওয়া হবে। নিম্ন আয়ের আবাসন এলাকায় গ্রামীণ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

সরকারি খাত, বাণিজ্যিক ভবনসমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভবনসমূহে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও অবকাঠামো নিশ্চিত করা উচিত।

ভবনের চারপাশে বাঁকা পৃষ্ঠাটি ৪ x ৪ 'এর পানির পটভূমিতে কমপক্ষে ৩০% এলাকা জুড়ে থাকবে। এই গর্তগুলো ছোট নুড়ি অথবা কাঁকর দিয়ে অথবা কোনও শোষণ উপকরণ দিয়ে অথবা নদির বালি দিয়ে ভরাট করা থাকবে এবং ছিদ্র যুক্ত কংক্রিটের স্লাব দিয়ে ঢাকা থাকবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঐচ্ছিক এবং জমির অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং এর ভিত্তিতে অবস্থা অনুযায়ী বাসস্থান প্রদান করা হবে।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ: পিভিসি পাইপ দ্বারা ছাদটি একটি কুয়ার ফিল্টারিং ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত করা হবে। মাটি থেকে সংগৃহীত বৃষ্টির পানির প্রথম অংশটি সক্রিয় করার জন্য একটি ভালভ সিস্টেম স্থাপন করা হবে এবং এটি যদি নোংরা হয় তাহলে পরবর্তী সময় সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

খোলা জায়গা: যখনই খোলা মাটি থাকে তখন উপরের মাটির একটি অংশ সরানো উচিত এবং বালি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা উচিৎ যাতে বৃষ্টির পানি অনুপ্রবেশ করতে পারে।

২.৪ প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সুবিধাদি ও সরকারি সেবা

২.৪.১ প্রতিষ্ঠান

প্রাথমিক বিদ্যালয়

পৌরসভায় ৭.৩৩ একর জমি জুড়ে মোট ২১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গড় আয়তন ০.৩৪ একর।

সুপারিশ: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী, প্রতি ৫০০০ জনসংখ্যার জন্য ১ একর জমি দিয়ে ১ টি স্কুল সরবরাহ করা হবে। ২০২৭ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা এলাকার জন্য ৮২,৩১৫ জনসংখ্যার অনুমান করা হয়েছে। ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট আয়তন হবে ১৬.৪৬ একর ।

উচ্চ বিদ্যালয়

১১.২০ একর এলাকা জুড়ে পরিকল্পিত এলাকায় ১৯ টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছ। প্রতি উচ্চ বিদ্যালয়ের গড় আয়তন ০.৫৯ একর।

সুপারিশ: মান অনুযায়ী, প্রতি ২০,০০০ জনসংখ্যার জন্য ৫ একর জমি জুড়ে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। ২০২৭ সালের জন্য পরিকল্পনা এলাকাটির জনসংখ্যা ৮২,৩১৫ হবে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ২০.৫০ একর জমি প্রয়োজন।

কলেজ

পরিকল্পনা এলাকায় ৫ টা কলেজ রয়েছে। ওই কলেজগুলি ৮০.৮৫ একর জমিতে অবস্থিত।

সুপারিশ: কলেজের জন্য মানদন্ড হল ২০,০০০ জনসংখ্যার জন্য ১০ একর জমি । মান অনুযায়ী, পরিকল্পনা এলাকার ২০২৭ সাল পর্যন্ত কলেজের জন্য ৬৫.৮৫ একর জমির প্রয়োজন ।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে এবং তাঁরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে দুটো বৃত্তিমূলক ট্রেনিং সেন্টার পৌরসভাতে অবস্থিত। মান অনুযায়ী, বৃত্তিমূলক ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ৬.০ একর জমির ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে, পৌরসভাতে ৫ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ২ টি ইউনিভার্সিটিসহ মোট জমির পরিমান ২.৫২ একর ।

সুপারিশ: বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রতি উপজেলার নির্ধারিত জমির পরিমান ৫ থেকে ১০ একর ।

২.৪.২ সামাজিক / কমিউনিটি সুবিধাসমূহ

সামাজিক বা কমিউনিটি সুবিধার মধ্যে কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান / শ্মশান, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, পানি সরবরাহ পাম্প, ডাকঘর, টি অ্যান্ড টি অফিস, গণ পাঠাগার, ঈদগাহ, মসজিদ / গির্জা / মন্দির, পুলিশ স্টেশন, পুলিশ বক্স / আউটপোস্ট , অগ্নি

নির্বাপণ স্টেশন, বর্জ্য নিষ্পত্তি সাইট, ক্লাব ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক / কমিউনিটি সুবিধাগুলির অধীনে বিদ্যমান জমির পরিমান ২৩.৯৯ একর।

সুপারিশ: কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান / শ্মশান এবং ঈদগাহের ক্ষেত্রে ২০,০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য ১ একর জমির প্রয়োজন হয়ে থাকে। আবার মসজিদ / গির্জা / মন্দির, পোষ্ট অফিস এবং টি ও টি অফিসের ক্ষেত্রে প্রতি ২০,০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য ০.৫ একর, ফায়ার সার্ভিস অফিসের ক্ষেত্রে ২০ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য ১ একর এবং উপজেলা সদর দপ্তর ও থানার জন্য ৩-৫ একর পরিমান জমি প্রস্তাব করা হয়েছে ।

২.৪.৩ স্বাস্থ্য

পৌরসভাতে বর্তমানে ২২ টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে। ৬ টি হাসপাতাল, ১০ টি ক্লিনিক, ৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ২ টি ইউনানী ট্রিটমেন্ট সেন্টার রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা জমির মোট আয়তন ৯.৯৪ একর ।

সারণী- ২.২: গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের নাম ও অবস্থান

ওয়ার্ড নং	নাম
০২	মিশন মেরী হাসি মেমোরিয়াল চক্ষু ক্লিনিক
	খঞ্জনপুর হেলথ্ কেয়ার সেন্টার
	সেবা মাদকাসক্তি পুর্নবাসন কেন্দ্র
	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
০৪	আয়ুর্বেদিক ভবন
০৬	রওশনআরা ক্লিনিক
	সূর্যের হাসি ক্লিনিক
	ইউনাইটেড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
	নেপচুন ল্যাবরেটরী লিমিটেড
০৭	উদার মাদকাসক্তি কেন্দ্র
	আধুনিক জেলা হাসপাতাল
	আয়ুর্বেদিক নিরাময় কেন্দ্র
	জয়পুরহাট ডায়াগনষ্টিক হাসপাতাল
	ক্লাসিক ডেন্টাল সার্জারী
	মেরী স্টোপস্ ক্লিনিক
	পদ্মা ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
	ইমু জেনারাল হাসপাতাল
০৮	ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
	পশু হাসপাতাল
০৯	নিউ ডক্টরস' পয়েন্ট
	বন্ধন ক্লিনিক
	স্যাটেলাইট ক্লিনিক

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরীপ, ২০১৭

সুপারিশ: উপজেলা হাসপাতালের জন্য ১০ থেকে ২০ একর এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র / মাতৃসদনের ক্ষেত্রে প্রতি ৫০০০ জনসংখ্যার জন্য ১ একর পরিমান জমি স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ মাতৃসদনের জন্য ১৮.৫০ একর পরিমান জমি প্রয়োজন হবে।

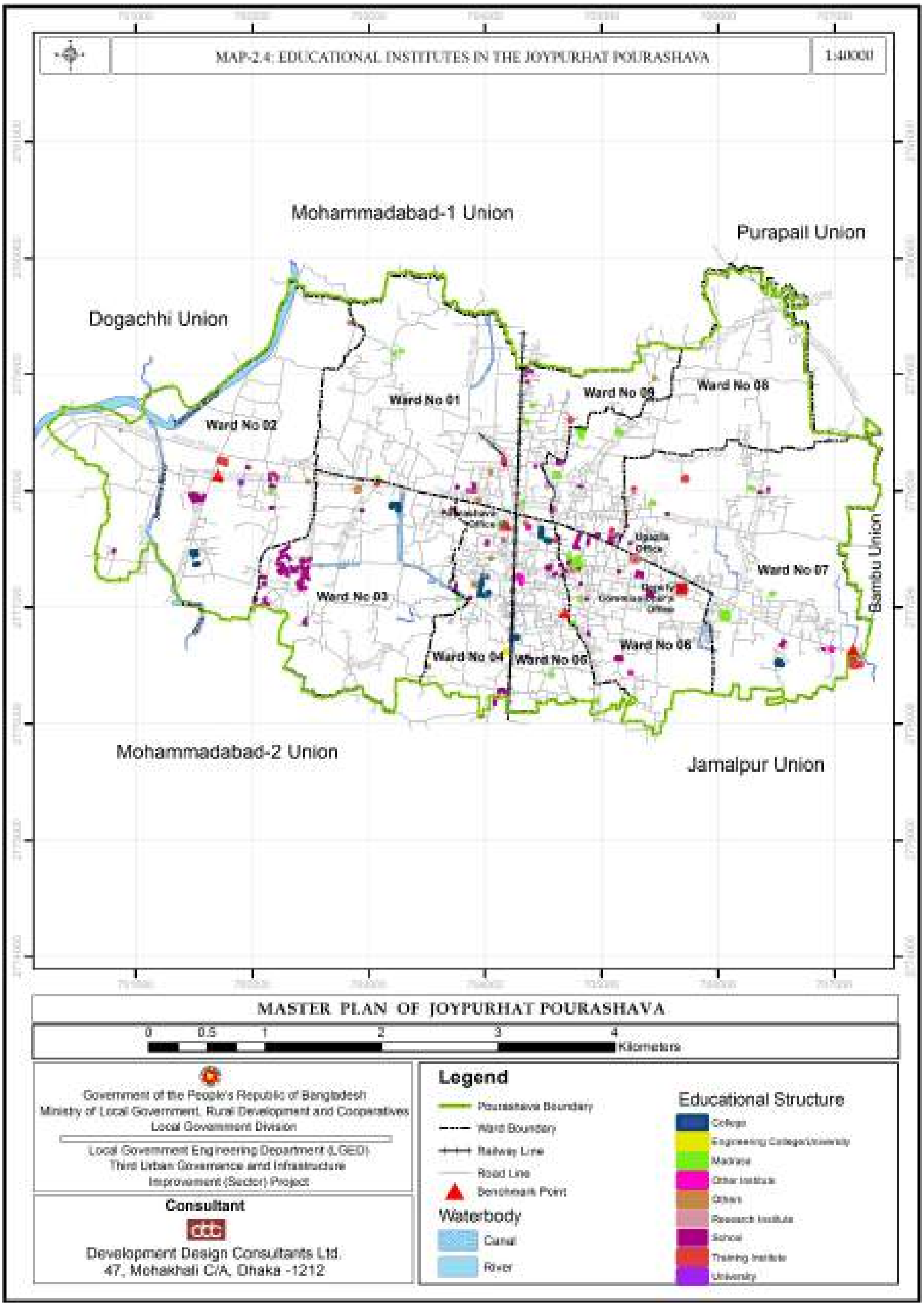

মানচিত্র- ২.৪: জয়পুরহাট পৌরসভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

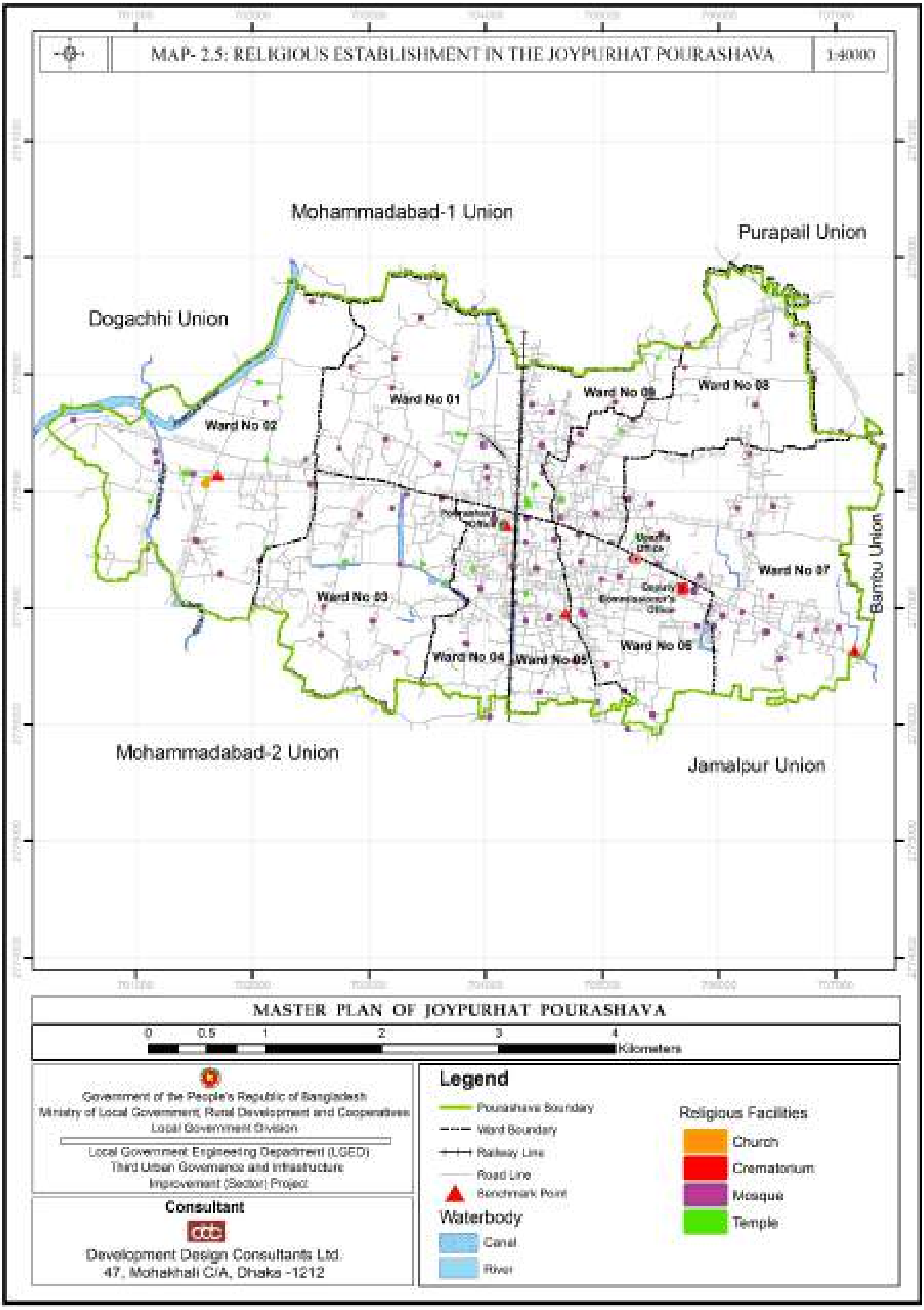

মানচিত্র- ২.৫: জয়পুরহাট পৌরসভাতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

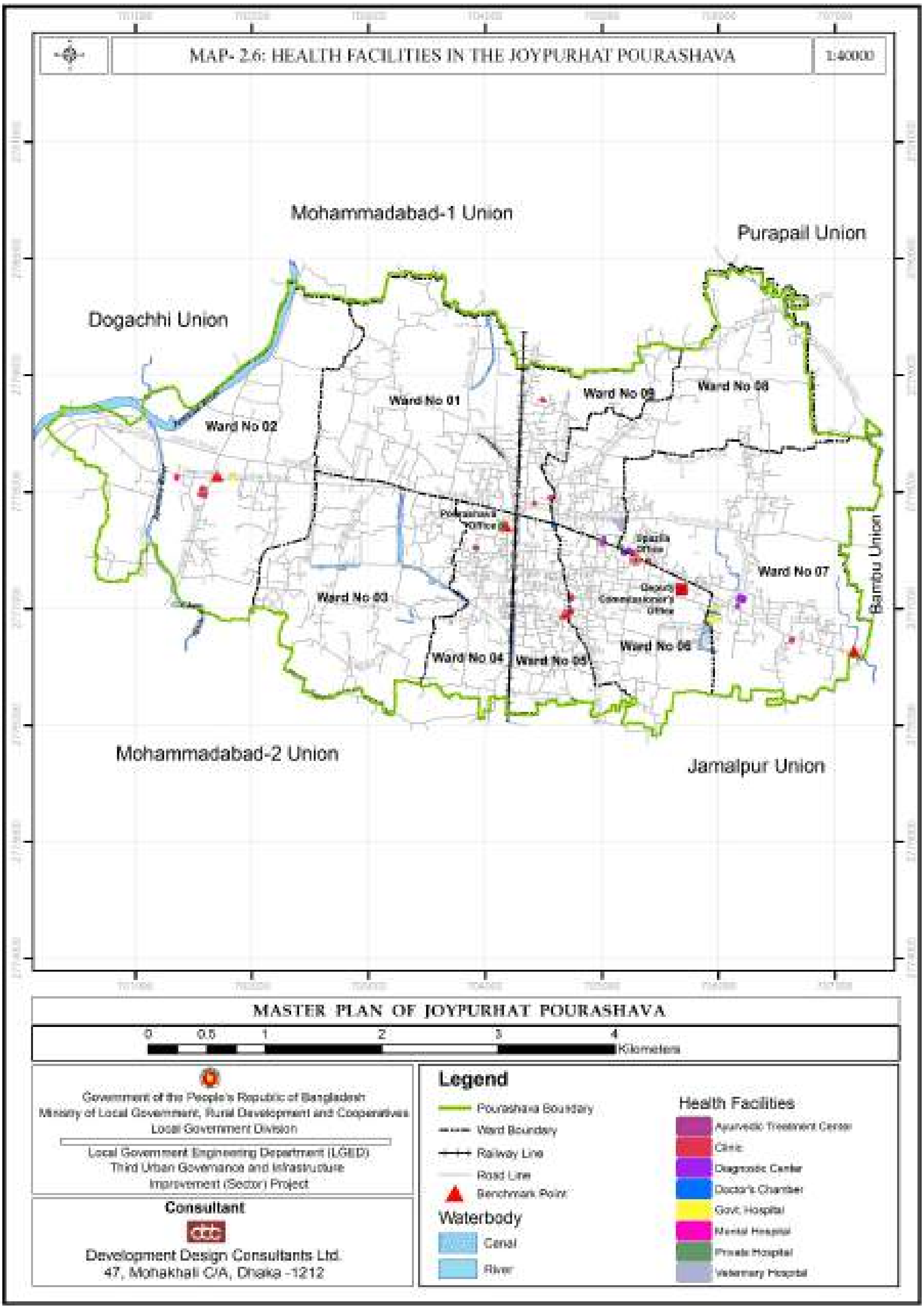

মানচিত্র- ২.৬: জয়পুরহাট পৌরসভাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান

সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

২.৫ উপযোগ সেবাসমূহ (ইউটিলিটি)

২.৫.১ পানি সরবরাহ

পৌরসভার তথ্য অনুসারে, ৩২১৫ টি পরিবারে পানি সংযোগ রয়েছে এবং ৬ মিলিয়ন লিটার পানি প্রতিদিন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। ৫ টি পাম্প স্টেশনসহ ৯টি ওয়ার্ডেই পানি সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ৬ টি ওভারহেড পানি ট্যাংক আছে। বর্তমানে ১.৪৩ একর জমির উপর পানি সরবরাহের বিভিন্ন উপাদান অবস্থিত।

সারণী- ২.৩: জয়পুরহাট পৌরসভাতে পানি সরবরাহের উপাদানসমূহ

ওয়ার্ড নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	মোট
ওভারহেড ট্যাংক	১	১	১	০	০	৩	০	০	০	৬
ওয়াটার পাম্প হাউজ	০	০	১	১	০	২	০	০	১	৫

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

সুপারিশঃ পানি সরবরাহ সুবিধাগুলির জন্য নির্ধারিত মান ১ একর / ১০,০০০ জন। মানদন্ড অনুযায়ী ২০২৭ সাল পর্যন্ত, পানি সরবরাহ সুবিধাগুলির জন্য ৪.১১ একর জমির পয়োজন পড়বে।

২.৫.২ বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) পৌরসভাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ওয়ার্ড নং -৪ এ পিডিবি অফিস এবং ওয়ার্ড নং ২ এ বিআরইবি'র (গ্রামীণ বিদ্যুৎ বোর্ড) অফিস অবস্থিত। পৌরসভাতে মোট ৩১৬ টি বৈদ্যুতিক খুঁটি বিদ্যমান আছে।

সুপারিশঃ একটি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের জন্য নির্ধারিত মান ১ একর / ৩০,০০০ জন। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই উদ্দেশে ২.৭০ একর জমি প্রয়োজন হবে।

২.৫.৩ টেলিফোন

পৌরসভাতে মোট ১৬ টি টেলিফোন খুঁটি রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি , ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি এবং ১ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে অবস্থিত।

সুপারিশঃ একটি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনর জন্য নির্ধারিত মান ১ একর / ২০,০০০ জন । মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ১.৩৫ একর জমি প্রয়োজন হবে।

২.৫.৪ রাস্তাসহ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

পৌরসভাতে মোট ১১৩.২৪ কিলোমিটার পাকা, ৩১.৬৮ কিলোমিটার আধা-পাকা এবং ৪৪.১২ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা আছে। বিদ্যমান রাস্তার জমির পরিমান ১৫২.৩৪ একর। আবার বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল এবং রেল স্টেশনের মতো পরিবহন অবকাঠামোর জমির পরিমান ৬.৩৯ একর ।

সুপারিশঃ পৌরসভাতে পরিকল্পনা এলাকার ১০% রাস্তা ঘাট থাকতে হবে। বাস টার্মিনালের জন্য এক একর / ২০০০০ জন, ট্রাক টার্মিনালের জন্য ০.৫ একর / ২০০০০ জন, ৪ একর / রেলওয়ে স্টেশন, ০.২৫ একর /বেবি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, রিকশা স্ট্যান্ড এবং যাত্রী ছাউনি। মান অনুযায়ী ২০২৭ সাল পর্যন্ত, সড়ক ও পরিবহন অবকাঠামোর জন্য ৪৭০ একর জমির প্রয়োজন হবে।

২.৬ অন্যান্য ভূমি ব্যবহার

২.৬.১ কৃষি

পৌরসভার বর্তমানে কৃষি জমির পরিমান ২৩৮৫.০৮ একর (৫১.৮৯%)। ২০২৭ সাল পর্যন্ত পৌরসভার জমি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এবং এটি হ্রাস পেয়ে ১৯২৩.৩১ একর (৪১.৮৫%) হবে। এর জন্য কোন স্ট্যান্ডার্ড বরাদ্দ নেই।

২.৬.২ গ্রামীণ আবাসন

জরিপের সময় কোন গ্রামীণ বাসস্থান চিহ্নিত করা যায় নি। জোনিং বিধান অনুসারে, ৫০ একর জমি গ্রামীণ হাউজিং (নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসনের জন্য) এর জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে। পৌরসভা এলাকায় যেখানে গ্রামীণ পরিবেশ বিদ্যমান, গ্রামীণ আবাসস্থল হিসাবে সেগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে , পৌরসভায় নগর ও গ্রামীণ পরিবেশের সমন্বয় ঘটবে।

২.৬.৩ জলাশয়

পৌরসভায় মোট জলাশয়ের পরিমাণ ২৯১.৪২ একর (৬.৩৪%)। ০.১৫ একর থেকেও বেশি পুকুরগুলো বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

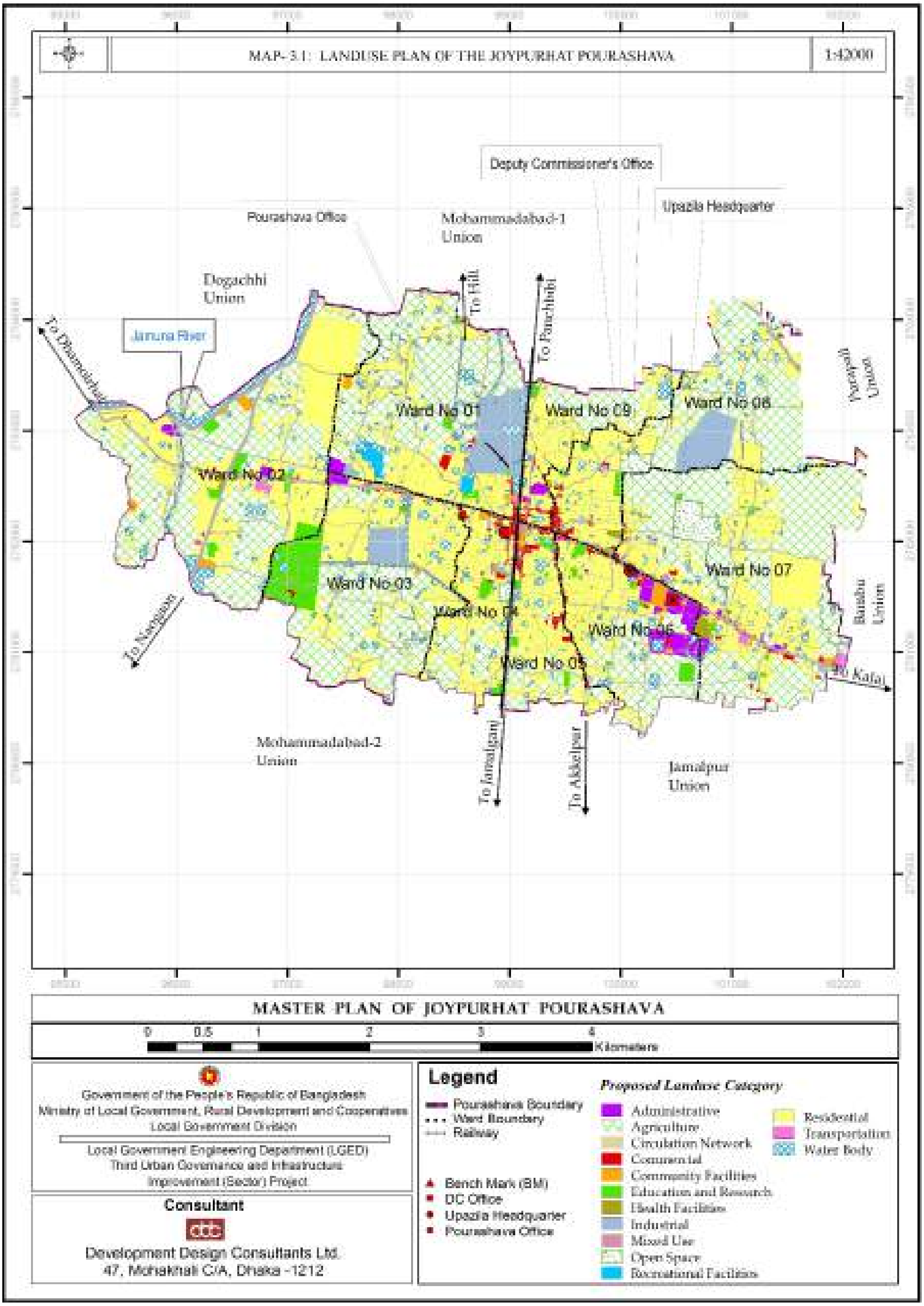

মানচিত্র- ২.৭: জয়পুরহাট পৌরসভাতে কৃষিজ এলাকা

সূত্র: ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

অধ্যায়- ০৩: ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা

৩.১ ভূমি ব্যবহারের নামকরণ

বর্তমানে মোট এলাকার ৫১.৮৯% (প্রায় ৫২%) কৃষি জমি, ২৮.৯৯% (প্রায় ২৯%) আবাসিক উন্নয়ন এবং ৬.৩৪% (প্রায় ৬%) জলাধার ছাড়া বাকি ১৩% জমি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার ২৯% আবাসিক এবং ১৩% অন্যান্য উন্নয়নের মধ্যে ২১% (১০% আবাসিক + ৪% রাস্তা + ৩% শিল্প + ১% প্রশাসন + ২% শিক্ষা + ১% বাণিজ্য) পাকা কাঠামো (স্থায়ী কাঠামো) আছে। নতুন আইন পুনর্বিন্যাস ও প্রয়োগের জন্য ২১% (২৯% + ১৩% - ২১% = ২১%) জমি পরিকল্পনার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে। স্বাভাবিকভাবে, শহরের উল্লম্ব বিস্তারকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে চাপ কমবে ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন উদ্ভাবন উৎসাহিত হবে।

- সরকারি আবাসনের জন্য স্থান নির্ধারণ ও উন্নয়নঃ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পর বিভিন্ন ধরণের সরকারি কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য বসবাসের জন্য আবাসন প্রয়োজন হবে। সরকারি আবাসনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান সংরক্ষণ করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ।

- ঢাকা কেন্দ্রিক শিল্প বিকাশ বিকেন্দ্রীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎসাহিত করাঃ এ সম্পর্কিত সুবিধাদি নির্দিষ্ট কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হতে পারে; যেমন, পাট শিল্পের জন্য পাট, হস্তশিল্পের জন্য বেত ও বাঁশ, হাঁস-মুরগি ও উদ্যান চাষ, রপ্তানিমুখী সবজি ইত্যাদি। বিভিন্ন বিভাগ যেমন, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ হতে পারে।

- স্বল্প এবং সর্বনিম্ন আয়ের মানুষের আবাসনে ভূমি ও অবকাঠামো (সাইট এন্ড সার্ভিস) উন্নয়ন কর্মসূচিঃ পৌর কর্তৃপক্ষ এবং তফসিল ব্যাংক এই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন, সর্বনিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাস জমি বিতরণ ও বাড়ি নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান উপযুক্ত কর্মসূচি হতে পারে।

- বস্তি এবং ঝুপড়ি বসতির মানোন্নয়নঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী ভাঙ্গন বা অন্য কোন দূর্যোগের শিকার এবং বিপদাপদ জনগোষ্ঠী শহরে অভিবাসিত হয় এবং বসবাসের জন্য বস্তি গড়ে তোলে এবং সরকারি জমিতে ঝুপড়ি স্থাপন করে। সম্ভব হলে সেসব স্থানে মৌলিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এসব মানুষের বসবাসের মানোন্নয়ন করতে হবে। পৌরসভার উচিত হবে, স্বল্প মূল্যে আবাসনের সংস্থানের ব্যবস্থা করে বস্তি এবং ঝুপড়িতে বসবাসকারী এসব সর্বনিম্ন আয়ের মানুষদের পুনর্বাসন করা। পৌরসভা এবং বেসরকারি সংস্থাও (এনজিও) এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

- পৌরসভায় কমিউনিটি সুবিধা প্রদানের অন্যতম প্রধান দিক নিবীড় পরিবীক্ষণঃ পাইকারি বা খুচরা বাজার, বিশেষায়িত ক্লিনিক প্রভৃতি কমিউনিটি সুবিধার আওতাধীন। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদার কথা চিন্তা করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে, তা সমাধানে পৌরসভা মুল ভূমিকা রাখবে।

- নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য নির্ধারিত এলাকাঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্ধারিত শিল্প এলাকায় সকল পরিষেবার সংস্থানসহ উন্নয়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে। প্রথমে দূষণকারী শিল্প-কারখানাগুলি প্রথমেই তাদের বর্তমান এলাকা থেকে নতুন স্থানে সরিয়ে নিতে হবে। এ ধরনের পুনর্বিন্যাসের জন্য পৌরসভা কর, ট্যাক্স হলিডে এবং ভর্তুকি কর আরোপ করতে পারে।

বর্তমানে পৌর এলাকা গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা একটি শহর। এখানে বর্তমান ভূমি ব্যবহারের পুনর্বিন্যাস সম্ভব নয়। সড়ক সম্প্রসারণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য) সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে, মূল এলাকার সড়ক সমূহের প্রশস্থতা বর্তমানের মতই থাকান সম্ভাবনা থেকে যায়।

সারণী- ৩.১: পরিকল্পনা মানদন্ডসহ জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	বর্তমান পরিমাণ (একর)	২০২৭ সাল নাগাদ ভূমির প্রয়োজন (একর)	বর্তমান সহ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার		শতকরা পরিমাণ (%)
				প্রস্তাবিত আয়তন (একর)	ক্রমবর্ধমান আয়তন (একর)	
বাণিজ্যিক ব্যবহার		**৬৮.২৩**	**৮০.৩৭**	**১০.৪৭**	**৭৮.৭০**	**১.৭১**
- পাইকারি বাজার	১ একর/ ২৫০০ জনসংখ্যা	৪৩.২৭	৩২.৯৩	-	৪৩.২৭	
- খুচরা বিক্রয় বাজার	১ একর/ ২৫০০ জনসংখ্যা	৯.২২	৩২.৯৩	৬.৩৮	১৫.৬০	
- কাউন্সিলর অফিস সহ মহল্লার বাজার	০.১৫ একর/ মহল্লার বাজার	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	১.৩৫	
- সুপার মার্কেট	১.৫০ -২.৫০ একর/ সুপার মার্কেট	২.৯৮	-	২.৫০	৫.৪৮	
- ব্যাংক	১ একর/ ২৫০০০ জনসংখ্যা	০.৫৪	৩.২৯	-	০.৫৪	
- হোটেল/ রেস্টুরেন্ট	১ একর/ ২৫০০০ জনসংখ্যা	০.৭৬	৩.২৯	০.২৪	১.০০	
- গ্যারেজ	১ একর/ ২৫০০০ জনসংখ্যা	৪.৬৬	৩০২৯	-	৪.৬৬	
- গোডাউন	১ একর/ ২৫০০০ জনসংখ্যা	৬.৮০	৩.২৯	-	৬.৮০	
- শিল্প		**১১৬.৪৪**	**১৬৯.৩৬**	**৫৩.০০**	**১৬৯.৪৪**	**৩.৬৮**
-ক্ষুদ্র শিল্প	১.৫০ একর/৫০০০ জনসংখ্যা	৬.৮৮	২৬.৬৯	-	৬.৪৪	
- কুটির শিল্প/কৃষিভিত্তিক শিল্প	১ একর/ ২৫০০ জনসংখ্যা	১২.১৩	৩২.৯৩	৩.০০	১৫.১৩	
- ভারী শিল্প	৫ একর/ ১০০০০ জনসংখ্যা	৯৬.৫১	৪১.১৬	-	৯৬.৫১	
- সেবা শিল্প	৫ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০.৯২	২০.৫৮	-	০.৯২	
আইটি পার্ক		-	-	৫০.০০	৫০.০০	
শিক্ষা ও গবেষণা		**১০৮.৫৬**	**১২২.৯৩**	**৫৯.৬০**	**১৬৮.১৬**	**৩.৬৬**
- কিন্ডার গার্টেন /নার্সারি	০.৫একর/ ১০,০০০ জনসংখ্যা	১.০৬	৪.১২	-	১.০৬	
- প্রাথমিক বিদ্যালয়	২একর/১০০০০ জনসংখ্যা	৭.৩৩	১৬.৪৬	৩.০০	১০.৩৩	
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	১১.২০	২০.৫০	৩.৬০	১৪.৮০	
- কলেজ	১০ একর/ ১৫০০০০ জনসংখ্যা	৮০.৮৫	৬৫.৮৫	-	৮০.৮৫	
- বৃত্তিমূলক/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২.৫ এশর উপজেলা	২.৫২	২.৫০	-	২.৫২	
- মাদ্রাসা	৫ একর/৩০০০০ জনসংখ্যা	৫.৬০	১৩.৫০	-	৫.৬০	
-ভার্সিটি	১৫-২০ একর	-	-	২৩.০০	২৩.০০	
-মেডিকেল কলেজ	-	-	-	১৮.০০	১৮.০০	
পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিউট	৫-১০ একর/ উপজেলা	-	৫.০০	৭.০০	৭.০০	
কৃষি গবেষণা কেন্দ্র	-	-	৫.০০	৫.০০	৫.০০	
স্বাস্থ্যসেবা		**৯.৯৪**	**১৮.৫০**	**-**	**৯.৯৪**	**০.২২**
-উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/হাসপাতাল	১০-২০ একর/ উপজেলা পরিষদ	৭.৪৪	১০.০০	-	৭.৪৪	
-স্বাস্থ্য কেন্দ্র/মাতৃসনদ	১একর/১০০০ জনসংখ্যা	২.১৯	৮.৫০	-	৩.৫৪	
-পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	প্রতি ওর্য়াডের কাউন্সিলর অফিস ভবনে	০.৩১	-	-	০.৩১	
প্রশাসনিক		**৬২.৩৫**	**৬২.৫০**	**-**	**৬২.৩৫**	**১.৩৬**
- উপজেলা কমপ্লেক্স	প্রতি উপজেলায় ১৫ একর	১.১৪	১৫.০০	-	১.১৪	
- পৌরসভা অফিস	৩.৫ একর	০.৪৮	৩.০০	-	০.৪৮	
জেলা পরিষদ	০.১০/জেলা	৭.৮৬		-	৭.৮৬	
- সরকারী অফিস		২৬.২০	২৬.২০	-	২৬.২০	
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট		৮.২০	৮.২০	-	৮.২০	
-কারাগার/উপকারাগার	১০ একর/ উপজেলা সদর	১৮.৪৭	১০.০০	-	১৮.৪৭	

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	বর্তমান পরিমাণ (একর)	২০২৭ সাল নাগাদ ভূমির প্রয়োজন (একর)	বর্তমান সহ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার		শতকরা পরিমাণ (%)
				প্রস্তাবিত আয়তন (একর)	ক্রমবর্ধমান আয়তন (একর)	
বিনোদন মুলক সুবিধাদি		**১২.৩৪**	**১৫.৯৮**	**-**	**১২.৩৪**	**০.২৭**
- সিনেমা/থিয়েটার	১একর/৩০,০০০ জনসংখ্যা	০.১৮	২.৭৪	-	০.১৮	
- স্টেডিয়াম/ক্রীড়া কমপ্লেক্স	৫-১০ একর/ উপজেলা সদর	৩.৬৩	৫.০০	-	৩.৩৬	
- কেন্দ্রীয় পার্ক	২একর/২০০০০ জনসংখ্যা	৮.৫৩	৮.২৩	৩.১৬	১১.৬৯	
সুইমিং পুল ও ওয়াটার ডেক		-	-	০.৭৩	০.৭৩	
উন্মুক্ত স্থান		**৩.৩৬**	**৫৩.৫০**	**২৮.৫৬**	**৩২.২২**	**০.৭০**
- খেলার মাঠ	৩ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	২.৫৭	৮.২৩	-	২.৫৭	
-পার্ক	২.৫ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	০.৫৫	৪১.১৬	২৭.৮০	২৮.৩৫	
মহল্লার উদ্যান/ অডিটোরিয়াম	০.৫ একর/১০,০০০ জনসংখ্যা	০.৫৫	৪.১২	০.৭৫	১.৩০	
কমিউনিটি সুবিধা		**২৪.২১**	**২৭.১৪**	**২.৮২**	**২৬.০৩**	**০.৫৭**
- কমিউনিটি সেন্টার	১ একর/৩০০০ জনসংখ্যা	০.১০	২.৭০	১.৪৬	১.৫৬	
- কবরস্থান	১একর / ১০,০০০ জনসংখ্যা	৪.৪৭	৮.২৩	-	৪.৪৭	
-গণ গ্রন্থগার	১ একর/৩০,০০০ জনসংখ্যা	০.৩৭	২.৭০	০.৪১	০.৭৮	
- ঈদগাহ	১ একর/৩০০০ জনসংখ্যা	১.৯৬	২.৭০	-	১.৯৬	
- ক্লাব	১ ক্লাব/ওয়ার্ড	০.০৫	১.৪০	০.৬	০.৬৫	
- মসজিদ/মন্দির/চার্চ	০.৫ একর /২০.০০০ জনসংখ্যা	৮.৪৩	২.০৬	-	৮.৪৩	
- থানা	৩-৫ একর/উপজেলা সদর দপ্তর	৭.৯৬	৫.০০	-	৭.৯৬	
- পুলিশ বক্স/ফাঁড়ি	০.৫ একর/ পুলিশ বক্স	০.০৩	০.৫০	-	০.০৩	
- ডাক ঘর	০.৫ একর/৩০,০০০ জনসংখ্যা	০.১০	১.৩৫	-	০.১০	
- স্মৃতিস্তম্ভ		০.৫২	০.৫০	-	০.৫২	
পরিষেবা (ইউটিলিটি)		**১৫.১৪**	**৩৭.৯৮**	**২০.৭৮**	**৩৫.৯২**	**০.৭৮**
- টি এন্ড টি	০.৫ একর/৩০,০০০ জনসংখ্যা	০.৩০	১.৩৫	-	০.৩০	
- অগ্নি নির্বাপণ স্টেশন	১ একর/৩০,০০০ জনসংখ্যা	০.৯৮	২.৭০	-	০.৯৮	
-বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন	১ একর/৩০,০০০ জনসংখ্যা	০.৩২	২.৭০	২.০০	২.৩২	
- বর্জ্য ফেলার স্থান	৪ -১০ একর/ উপজেলা সদর দপ্তর	২.২৮	৪.০০	২.০০	৪.২৮	
- পানি সরবরাহ	১ একর /২০০০০ জনসংখ্যা	১.৪৩	৪.১২	৩.০০	৪.৪৩	
- নিস্কাশন	১ একর /২০০০০ জনসংখ্যা	৭.৮০	২১.০৬	১৩.২৬	২১.০৬	
- বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	০.২৫ একর/স্থানান্তর স্থান	০.১০	-	০.৫২	০.৬২	
- জ্বালানি স্টেশন	০.৫ একর /২০০০০ জনসংখ্যা	১.৯৩	২.০৬	-	১.৯৩	
পরিবহন		**৬.৩৯**	**১০.৬০**	**৪.২৫**	**১০.৬৪**	**০.২৩**
- বাস টার্মিনাল	১ একর /২০,০০০ জনসংখ্যা	১.৫৭	৪.৫০	৩.২৫	৪.৮২	
- ট্রাক টার্মিনাল	০.৫ একর /২০,০০০ জনসংখ্যা	৩.২৬	২.১০	-	৩.২৬	
- ট্রেন স্টেশন	৪ একর /২,০০০০ জনসংখ্যা	০.৬৫	৪.০০	-	০.৬৫	
- মাইক্রো /টেম্পোস্ট্যান্ড	০.২৫একর/স্ট্যান্ড	০.৯১	-	০.৫০	১.৪১	
- যাত্রীছাউনি	০.১২৫ একর যাত্রীছাউনি	-	-	০.৫০	০.৫০	
আবাসিক		**১৩৪০.৩৮**	**১৫২১.৯২**	**১৫০.৯২**	**১৪৯২.৩০**	**৩২.৪৭**
- নগর আবাসিক এলাকা	৬০ জন/ একর মোট জনসংখ্যা= ৮২,৩১৫ (২০২৭)	১৩২৯.৬৮	১৩৭১.৯২	-	১৩২৯.৬৮	
- স্টাফ কোয়ার্টার		০.৪৯	-	-	০.৪৯	
মধ্যম আয়ের গ্রুপের জন্য আবাসন		-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
- নিম্ন আয়ের গ্রুপের জন্য		-	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	বর্তমান পরিমাণ (একর)	২০২৭ সাল নাগাদ ভূমির প্রয়োজন (একর)	বর্তমান সহ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার		শতকরা পরিমাণ (%)
				প্রস্তাবিত আয়তন (একর)	ক্রমবর্ধমান আয়তন (একর)	
আবাসন						
হরিজন পল্লীর আধুনিকায়ন				০.৯২	০.৯২	
মিশ্র ব্যবহার (আবাসিক+বাণিজ্যিক)		৭.৯৯	-	-	-	
- এনজি ও অফিস		২.২২	-	-	২.২২	
রাস্তা	**মোট পরিকল্পনা এলাকার ১০%**	১৫২.৩৪	৪৫৯.৬৩	৩০৫.২২	৪৫৭.৫৬	৯.৯৬
- প্রাইমারি	১৫০-১০০ (ROW)	-	-	-	-	
- মাধ্যমিক	১০০-৬০ (ROW)	-	-	-	-	
- টারশিয়ারী	৫০-৪০ (ROW)	-	-	-	-	
- স্থানীয়	৩০-২০ (ROW)					
জলাশয়	**মোট পরিকল্পনা এলাকার ৫%**	**২৯১.৪২**	**২৫৯.৭৪**	**-**	**২৫৯.৭৪**	**৫.৬৫**
- নদী		৩৫.০৮	-	-	-	
- খাল		৪.৭১	-	-	-	
- পুকুর		১৭৬.৫২	-	-	-	
- পরিখা		৫৬.৩০	-	-	-	
-হ্রদ		১২.৯৬	-	-	-	
- নিচু জমি		৫.৮৫	-	-	-	
কৃষি		**২৩৮৫.০৮**	**-**	**-**	**১৭৭৪.৪০**	**৩৮.৫৫**
মোট এলাকা		**৪৫৯৬.২৬**	**-**	**-**	**৪৫৯৬.২৬**	**১০০.০০**

*২০২৬ সাল নাগাদ প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা, বিবিএস অনুযায়ী ৮২,৩১৫ জন।

পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের জন্য, নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অগ্নি বিপদ নিরসণের জন্য অন্তত ২৪ ফুট প্রশস্থ রাস্তা প্রয়োজন। পৌরসভায়, আঞ্চলিক মহাসড়ক ছাড়া, এই ধরনের রাস্তা অনুপস্থিত। নতুন রাস্তা কৃষি জমিতে নতুন শহর তৈরি করবে। এই প্রক্রিয়াগুলি পৌরসভা থেকে কৃষি জমির আধিক্য কমিয়ে দিবে। মিশ্র ভূমি ব্যবহার ব্যতীত যেসকল স্থানে বেশিরভাগ রাস্তা ৮ থেকে ১৫ ফুট প্রস্থ সেখানে ঘন বিন্যস্ত নগরায়ণ নতুন করে গঠন কার্যকর হবে।

বাণিজ্যিক: বর্তমানে বাণিজ্যিক উন্নয়নে ৬৮.২৩ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ৮০.৩৭ একর জমির প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনায় বাণিজ্যিক অঞ্চলে মিশ্র ব্যবহারের প্রস্তাবনাও রয়েছে। মোট ১.৪৫৪ একর জমিতে ৯ টি কাঁচাবাজার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শিল্প: বর্তমানে শিল্প উন্নয়নে ১১৬.৪৪ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ১৬৯.৩৫ একর জমি প্রয়োজন হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাতে, শিল্প বিকাশের জন্য আরও ১১৩ একর জমি প্রস্তাব করা হয়েছে। এই জমি পৌরসভার উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত।

শিক্ষা: বর্তমানে শিক্ষাগত উন্নয়নে ১০৮.৫৬ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ১২২.৯৩ একর জমি প্রয়োজন হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাতে প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধাগুলির জন্য আরও ১৪.৪০ একর জমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য: বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবায় ৯.৯৪ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ১৮.৫০ একর জমির প্রয়োজন হবে। ভূমি পরিকল্পনাতে স্বাস্থ্যসেবার জন্য আরও ১.৩৫ একর জমি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রশাসনঃ বর্তমানে ৬২.৫০ একর জমি প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে ৬২.৫০ একর জমির প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনাতে সরকারী দফতরের জন্য কোন জমি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে না।

বিনোদনঃ বর্তমানে বিনোদনমূলক সুবিধায় ১২.৩৪ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত বিনোদনমূলক সুবিধাগুলির জন্য ১৫.৯৮ একর জমির প্রয়োজন হবে। ভূমি পরিকল্পনাতে, বিনোদনমূলক সুবিধাগুলির জন্য কোন জমি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে না।

উন্মুক্ত স্থানঃ বর্তমানে উন্মুক্ত স্থান হিসাবে ৩.৬৬ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে । মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থান হিসাবে ৫৩.৫০ একর জমি প্রয়োজন হবে। ভূমি পরিকল্পনাতে পার্কের জন্য ৫০ একর জমি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিউনিটি সুবিধা / সামাজিক সেবাঃ বর্তমান কমিউনিটি সুবিধায় ব্যবহৃত ভূমির পরিমান ২৩.৯৯ একর। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ২৭.১৪ একর জমির প্রয়োজন হবে। ভূমি পরিকল্পনাতে কমিউনিটি সুবিধাগুলির জন্য আরও ২.৭০ একর জমি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবহন সুবিধাঃ বর্তমানে পরিবহন সুবিধার জন্য ৬.৩৯ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। মান অনুযায়ী, ২০২৭ সাল নগাদ এই সেক্টরের জন্য ১০.৬০ একর জমির প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পরিবহন সুবিধাগুলির জন্য আরও ৪.২৫ একর জমির প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

আবাসিকঃ বর্তমান আবাসিক উন্নয়নে ১৩৩২.৩৯ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। গণনাকৃত আবাসন চাহিদার মতে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ১৫২১.৯২ একর জমি প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের কৃষি নীতি অনুযায়ী নতুন শহর উন্নয়নের জন্য কৃষি জমির সংরক্ষণ ও সংহতের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই ধারণা অনুযায়ী, আবাসিক উদ্দেশ্যে আরও ১৫০ একর জমি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। আবাসিক উন্নয়নের বিদ্যমান গঠনের উপর জোর দিয়ে প্রস্তাবিত আবাসিক উন্নয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.২ জোনিং বিধান

নিচের অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ভূমি ব্যবহার অঞ্চল/শ্রেণির সংজ্ঞা এবং এর আওতাধীন অনুমোদিত ও শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট ব্যবহারসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সেই সকল ব্যবহার যা এই তালিকার কোন ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তদেরকে অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় সংরক্ষিত ব্যবহার হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া ব্যবহার অনুমতি দেওয়া হবে না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে একটি নতুন ব্যবহার, নতুন আরেকটি ব্যবহার অঞ্চল/শ্রেণির আওতাভুক্ত হয়ে অনুমতি পেতে পারে। নিচে সুপারিশকৃত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল/শ্রেণির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

নগর আবাসিক অঞ্চল

নগর আবাসিক অঞ্চল বলতে বর্তমান ও মহাপরিকল্পনার অধীনে প্রস্তাবিত আবাসিক ভূমিসহ সকল ধরণের নগর আবাসিক এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এলজিইডি প্রবর্তিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২৭ সাল পর্যন্ত মোট ১১৪৬.২০ (২৪.৯৪) একর ভূমি আবাসিক অঞ্চলের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নিবিড় ঘনত্বের আবাসিক এলাকার জন্য সম্ভব্য অঞ্চল হতে পারে মূল শহর এলাকা (বাণিজ্য কেন্দ্র, প্রশাসনিক কেন্দ্র, শিক্ষা সুবিধা, সহজ সড়ক ব্যবস্থা, সেবা সুবিধা ও সহজে উন্নয়ন করা যায় এমন বন্যামুক্ত উপযুক্ত ভূমি এ ধরণের সুবিধার সন্নিকটে থাকার প্রভাব ও সুফল) এবং ঢাকা- জয়পুরহাট মহাসড়কের জয়পুরহাট উভয়পার্শ্বের বড় অংশ যা এ ধরণের ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ আবাসন

জয়পুরহাট পৌরসভার কিছু গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কৃষি অঞ্চল আবাসিক উন্নয়ন সনাক্তকরণের জন্য গ্রামীণ ব্যবহার বিভাগটি গ্রামীণ বসতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। এই বসতি সাধারণত অস্থায়ী বিল্ডিং উপকরণ দিয়ে নির্মিত। জয়পুরহাট পৌরসভার

প্রায় ৩১% কৃষি জমি এবং বেশিরভাগ কৃষি এলাকা পৌরসভার আশেপাশে বা বাইরে অবস্থিত। কৃষি পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি জমি সংরক্ষণ বিবেচনায় পরিকল্পনার মধ্যে কৃষি জমির একটি অংশ গ্রামীণ আবাসন হিসাবে ধরা হয়েছে। এই অঞ্চল ৩৪৬.১ একর (৭.৫৩%) জমি নিয়ে গঠিত। গ্রামীণ আবাসন এলাকায় অ-কৃষি বিকাশের জন্য কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে।

বাণিজ্যিক অঞ্চল

বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হয়। বাণিজ্যিক অঞ্চল এমন স্থান, যেখানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারে বিঘ্ন না ঘটিয়েই খুচরা ও পাইকারি কেনাকাটাসহ বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক কার্যক্রম গড়ে তোলা যায়। পরিকল্পনার মানদন্ড অনুযায়ী, ২০২৭ পর্যন্ত বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ৭৮.৭০ (১.৭১%) একর ভূমির প্রয়োজন হবে এবং জয়পুরহাট পৌরসভার বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার চাহিদা পূরণে বাণিজ্যিক ব্যবহারকে অনুমতি দেবে।

মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল

মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু নমনীয়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। জয়পুরহাটের মত একটি ছোট শহরের বিকাশ প্রবণতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বাণিজ্যিক হিসাবে কোন এলাকার ভূমি ব্যবহার কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। ভূমির মিশ্র ব্যবহার বিবেচনাহীন উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে উন্নয়নে নমনীয়তার সুযোগ দেবে। বর্তমান ও প্রস্তাবিত এলাকাসহ মিশ্র ব্যবহারের জন্য মোট ৭.৯৯ একর ভূমি (মোট এলাকার ০.১৭%) প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অঞ্চলের স্থাপনাসমূহে আবাসিকের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুমোদন করা যাবে। ওয়ার্ড সেন্টার স্থানীয় নাগরিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এটা ঐ এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করবে:

- কাউন্সিলর অফিস
- কমিউনিটি সেন্টার
- কমিউনিটি ক্লিনিক
- পোস্ট বক্স
- ছোট দোকান
- ক্লাব
- পরিষেবা অফিস

সাধারণ শিল্পাঞ্চল

শিল্প/উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হচ্ছে এমন এলাকা যেখানে বিভিন্ন ধরণের শিল্প স্থাপন করা হবে। পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনায় শিল্প অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; প্রথম ভাগ সাধারণ শিল্পাঞ্চল অর্থাৎ এখানে সেই সকল শিল্প স্থাপন করা যাবে যেগুলো অগ্রগণযোগ্য মাত্রায় দূষণ বা বিষাক্ত বর্জ্য উৎপাদন করে না। দ্বিতীয় ভাগ ভারী শিল্পাঞ্চল যেখানে অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় দূষণ ও বিষাক্ত বর্জ্য সৃষ্টিকারী শিল্প কল-কারখানা স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ তফসিল-১ অনুসারে সবুজ এবং কমলা-ক শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প সাধারণ শিল্পাঞ্চল শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে। অপরপক্ষে একই বিধিমালার কমলা-খ ও লাল শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প ভারী শিল্পাঞ্চল শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পার্শ্ববর্তী ভূমি ব্যবহারে বিঘ্ন না ঘটিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যেতে পারে। গ্যাস সুবিধা, পৌরসভার ভিতর দিয়ে ঢাকা-জয়পুরহাট মহাসড়কের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জমির প্রাপ্যতা থাকায় পৌরসভায় শিল্পোন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। পৌরসভায় বর্তমানে কোন শিল্প নগরী না থাকায় শিল্পাঞ্চল বলতে বুঝাবে নতুন শিল্প এলাকাকে। এজন্য মোট ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে ৭২.৯৩ একর (মোট ভূমির ১.৮%)। এই ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে, শিল্প ও তার সহায়ক শিল্পবহির্ভূত কর্মকান্ডের ভূমি ব্যবহার অনুমোদন দিতে হবে।

সারণী- ৩.২: ভূমি ব্যবহারের ধরণ (জোন) অনুযায়ী ভূমি বরাদ্দ

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহারের ধরণ	মন্তব্য	পরিমাণ (একর)	%
১	নগর আবাসিক অঞ্চল	নগর আবাসিক অঞ্চল হল এমন ভূমি ব্যবহার এলাকা যেখানে বসবাসের তথা আবাসিক স্থাপনা প্রাধান্য পায়। এর মধ্যে রয়েছে একক পরিবারের বাসগৃহ, বহু পরিবারের বাসগৃহ, মেস প্রভৃতি। আবাসিক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে প্রয়োজনার্থে কিছু সেবা বা কর্মসংস্থান এর অনুমোদন দেয়া যেতে পারে অথবা বাণিজ্য ও শিল্পকে পুরোপুরি বাদ দেয়া যেতে পারে। এখানে উচ্চ ঘনত্বের ভূমি ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে।	১১৪৬.২০	২৪.৯৪
২	গ্রামীণ বসতি অঞ্চল	গ্রামীণ বসতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের ছড়ানো ছিটানো ও কম ঘনত্বের বাড়ীঘর। এখানে স্বল্প ঘনত্বের ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এমন এলাকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে স্বল্প পরিমান সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করা হবে।	৩৪৬.১	৭.৫৩
৩	বাণিজ্যিক অঞ্চল	বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে পড়ে পণ্য ও সেবার খুচরা মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, পাইকারি ক্রয়-বিক্রয়, আর্থিক স্থাপনা এবং অনেক সংখ্যক সেবা যাকে মোটা দাগে 'ব্যবসা' হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এসকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডসামান্য পরিমান ভূমি ব্যবহার করে, তথাপি এগুলো লোকালয়ের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরত্বত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক জমির মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠিত বাজার ও বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।	৭৮.৭০	১.৭১
৪	মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল	মিশ্র ভূমি ব্যবহার বলতে বোঝায় সেই স্থানকে যেখানে ভূমির কোন বিশেষ ব্যবহার (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ইত্যাদি) প্রাধান্য পায় না, একাধিক ভূমি ব্যবহার যুগপৎভাবে অবস্থান করে।	৭.৯৯	০.১৭
৫	সাধারন শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ তফসিল-১ অনুসারে সবুজ এবং কমলা-ক শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৭২.৯৩	১.৫৯
৬	ভারি শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ তফসিল-১ অনুসারে কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প (বিষাক্ত ও দূষণকারী শিল্পসহ) এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৯৬.৫১	২.১
৭	সরকারি সেবা	সরকারি বিশেষ সেবাসমূহ যা অন্য কোন বিশেষ ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্গত যেমন, হাসপাতাল, অগ্নিড়ব নির্বাপন কেন্দ্র প্রভৃতি; এ ধরণের সেবা ব্যতীত সকল সরকারি সেবা বিশেষত: যাদের কার্যালয় স্থাপনে নিজস্ব ভূমি রয়েছে এরকম সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন: সিভিল সার্জনের দপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর, পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ স্টেশন, এলজিইডি দপ্তর, পৌরসভা কার্যালয়, পূর্ত দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়, বিএডিসি কার্যালয়, মৎস্য দপ্তর, আনসার/ ভিডিপি দপ্তর, কৃষি দপ্তর, জেলা পরিষদ কার্যালয়, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	৬২.৩৫	১.৩৬

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহারের ধরণ	মন্তব্য	পরিমাণ (একর)	%
		কার্যালয় প্রভৃতি।		
৮	শিক্ষা এবং গবেষণা অঞ্চল	শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; প্রাথমিক /মাধ্যমিক /অন্যান্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি।	১৬৮.১৬	৩.৬৬
৯	কৃষি অঞ্চল	কৃষি জমি বলতে শস্য, প্রাণী সম্পদ ও মৎস সম্পদ উৎপাদনের উপযোগী ভূমিকে। এটা কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর মধ্যে পড়ে উৎপাদনশীল জমি (একফসলী, দোফসলী ও তিন ফসলী), বীজতলা, মৎস্য, গবাদি খামার, দুগ্ধ খামার, নার্সারি, উদ্যান ইত্যাদি।	১৭৭১.৭৭	৩৮.৫৫
১০	জলাশয়	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	২৫৯.৭৪	৫.৬৫
১১	উন্মুক্ত স্থান	খেলার মাঠ, পুষ্পোদ্যান, স্টেডিয়াম, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি (ন্যূনতম স্থাপনা সুবিধা সহকারে বা ব্যতিরেকে)।	৩২.২২	০.৭০
১২	বিনোদন সুবিধা	উন্মুক্ত স্থান শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন সুবিধা এবং নির্ধারিত ভবন কাঠামো সহকারে ভবনস্থিত সুবিধা যেমন সিনেমা হল, থিয়েটার হল ইত্যাদি।	১৬.২৩	০.৩৫
১৩	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	সকল ধরণের সড়ক ও রেল পথ।	৪৫৭.৫৬	৯.৯৬
১৪	পরিবহন সুবিধা	পরিবহন সেবায় সড়ক পথ ব্যতীত এ সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্গত হবে। যেমন; বিমানবন্দর, বাস টার্মিনাল/ স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ফেরিঘাট, ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ, লঞ্চ টার্মিনাল, ডাকঘর, যাত্রী ছাউনী, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টিকেট কাউন্টার, পরিবহণ অফিস ইত্যাদি।	১০.৬৪	০.২৩
১৫	পরিষেবা (ইউটিলিটি)	পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এর অন্তর্গত। যেমন; ওভারহেড ট্যাংক, বিদ্যুৎ অফিস/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, গণশৌচাগার, পয়ঃনিষ্কাষণ কার্যালয়, বর্জ্য অপসারণ, অগ্নিড়ব নির্বাপন, ওয়াটার পাম্প হাউস, জল সংরক্ষণাধার, জল শোধনাগার ইত্যাদি।	৩৫.৯২	০.৭৮
১৬	স্বাস্থ্য সুবিধা	স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত ভূমি যেমন; হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন প্রভৃতি এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।	৯.৯৪	০.২২
১৭	কমিউনিটি সুবিধা	সকল ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক বিশেষত: মহল্লাভিত্তিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন; মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কবরস্থান, শ্মশান, ক্লাব প্রভৃতি।	২৬.৬০	০.৫৭
মোট			**৪৫৯৬.২৬**	**১০০.০০**

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক গণনাকৃত, ২০১৭

ভারি শিল্পাঞ্চল

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কমলা-বি এবং লাল শ্রেণিতে বর্ণিত শিল্পগুলি ভারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের জন্য ৯৬.৫১ একর (মোট ভূমি ২.১%) জমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্প এলাকাগুলি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আশেপাশের জমিতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে। ঢাকা, নওগা, বগুড়া ও দিনাজপুরে ভাল সড়ক সংযোগের কারণে এবং ভূমির প্রাপ্যতা, পৌরসভার ভারী শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যেহেতু পৌরসভাতে কোনও শিল্প সমষ্টি নেই, তাই ভারী শিল্প অঞ্চলটি নতুন শিল্পের অর্থ হবে।

প্রশাসনিক অঞ্চল

সরকারি বিশেষ সেবা ব্যতীত অন্য সকল সরকারি কার্যালয় এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সরকারি সেবার আওতায় ৬২.৩৫ একর (মোট জমি ১.৩৬%) ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ভূমি পরিকল্পনা অনুযায়ী পৌরসভা কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ভবন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা হবে।

শিক্ষা ও গবেষণা অঞ্চল

শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শ্রেণীর আওতায় মোট ১৬৮.১৬ একর (মোট জমি ৩.৬৬%) ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমান ও প্রস্তাবিত ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিনোদনমূলক সুবিধা

মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনোদনমূলক সুবিধার চাহিদা পূরণের জন্য এই ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের প্রস্তাব করা হয়েছে। সিনেমা হল, অডিটোরিয়াম, ব্যায়ামাগার, ইত্যাদিকে বিনোদনমূলক সুবিধাদি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণির আওতায় মোট ১৬.২৩ একর (মোট এলাকার ০.২৭%) ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষি অঞ্চল

পৌরসভায় সুবিশাল এলাকাজুড়ে কৃষিভূমি রয়েছে, যা কৃষির জন্য একটি পৃথক অঞ্চল গঠনের দাবী রাখে। কৃষি অঞ্চল মুলতঃ কৃষি কাজ ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম বুঝায় যার বিস্তারিত বিবরণ সার্ভে রিপোর্টের পরিশিষ্ট- খ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্রেণির আওতায় মোট ১৭৭১.৭৭ একর (মোট ভূমি ৩৮.৫৫%) একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্মুক্ত স্থান

এই অঞ্চলটি জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনোদনমূলক সুবিধার চাহিদা পূরণে প্রস্তাব করা হয়েছে এবং একই সাথে, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করবে। এই অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত মোট এলাকা ৩২.২২ একর (০.৭০%)। অনুমোদিত এবং শর্তাধীন অনুমতির বিবরণ পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের উন্মুক্ত স্থানের প্রয়োজন পূরণের জন্য উন্মুক্ত স্থানের নতুন কোন ভূমি প্রস্তাব করা হচ্ছে না।

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা

পৌর এলাকায় সড়ক সংযোগ ব্যবস্থাকে চলাচল-সংযোগ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, পাকা আধা-পাকা ও কাঁচা সকল সড়ক, ফুটপাথ, উড়াল সেতু, ওভার ব্রিজ, আন্ডারপাস, সেতু, কালভার্ট, ইত্যাদি চলাচল-সংযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার জন্য মোট ৪৫৭.৬৬ একর ভূমি (মোট পরিকল্পনা এলাকার ৯.৯৬%) প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবহন সুবিধা

পরিবহন সুবিধার অন্তর্ভুক্ত পরিবহন ও যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের পরিকাঠামো ও সেবা। যেমনঃ বিমানবন্দর, বাস টার্মিনাল/স্ট্যান্ড, খেয়াঘাট, ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ, লঞ্চ টার্মিনাল, যাত্রী ছাউনি, টিকেট কাউন্টার, পরিবহন অফিস ইত্যাদি। পরিবহন সুবিধার আওতায় মোট ১০.৬৪ একর (পরিকল্পনা এলাকার ০.২৩%) ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিষেবা

পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এর অন্তর্গত। পরিষেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পানি শোধনাগার, পানি সংরক্ষণাগার, অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র, পানির পাম্প হাউস, গণশৌচাগার, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র, অফিসসহ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অফিস বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ পানির ট্যাংক ইত্যাদি। জরিপ পর্যায়ে এধরনের ভূমি ব্যবহারকে পরিষেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরিষেবা সুবিধার আওতায় মোট ৩৫.৯২ একর (পরিকল্পনা এলাকার ০.৭৮%) ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

জলাশয় এবং জলধারণ এলাকা

পৌরসভায় মোট ২৫৯.৭৪ একর জলাশয় (মোট ভূমির ৫.৬৫%) রয়েছে, যেগুলোর আয়তন ০.১৫ একরের বেশী। পরিকল্পনায় অধিকাংশ জলাশয় দু'টি উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়, প্রমতঃ পানির উৎস হিসেবে; এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত পানি ধরে রাখার জন ০.১৫ একরের সমান বা তার চেয়ে বেশি আয়তনের পুকুরকে জলধারণ পুকুর হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে।

স্বাস্থ্য সেবা

স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের কাজে ব্যবহৃত ভূমি স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্ভুক্ত। মহাপরিকল্পনায় স্থাস্থ্য সেবা খাতে মোট ৯.৯৪ একর ভূমি (পরিকল্পনা এলাকার ০.২২%) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ওয়ার্ড সেন্টার তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়কে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রস্তাবে মিশ্র ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমিউনিটি সুবিধা

কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাবঘর, নাগরিক কেন্দ্র, ধর্মীয় উপাসনালয় প্রভৃতি কমিউনিটি সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, ধর্মীয় সমাধিস্থল ও অন্যান্য ব্যবহারের স্থান এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সর্বমোট ২৬.০৩ একর ভূমি (পরিকল্পনা এলাকার ০.৫৯%) কমিউনিটি সুবিধার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

আরবান ডেফার্ড

আরবান ডেফার্ড হল এমন স্থান বা এলাকা যা শহুরের ঘনবিন্যস্ত এলাকার বাইরে অবস্থিত এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকবে। এধরনের ভূমি নগর এলাকা পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়নি, তবে পরামর্শদাতা যদি কোনো আরবান ডেফার্ড এলাকা যুক্ত করতে চান তবে এটি পরে যোগ করা যেতে পারে। শহরের সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে অনুমোদিত ব্যবহার-শ্রেণী নিম্নরূপঃ

- কৃষি, প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক অবকাঠামো
- কৃষি, সবজী ভিত্তিক (মাশরুম খামারের অনুমোদন দেওয়া হবে না)
- বর্তমান ব্যবহারের কোন সম্প্রসারণ অনুমোদন করা হবে না, এই শর্তে মহাপরিকল্পনার অনুমোদনসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ব্যবহার চলমান থাকবে।

ওভারলে (Overlay) অঞ্চল

ওভারলে অঞ্চল এমন ভূমি ব্যবহার নির্দেশ করে যে সকল তার আশেপাশের ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং অনেকাংশে সাংঘষিক, তথাপি সেসকল ভূমি ব্যবহার বা স্থাপনা সকল স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গুরুত্বের কারণে নিকট ভবিষ্যতে অপসারিত করা সম্ভব নয়। এ ধরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূমি খন্ড বা প্লটগুলো সাইট হিসেবে চিহ্নিত হয়, কোন অঞ্চল হিসেবে নয়। এই অঞ্চলে বিদ্যমান ওভারলে সাইট ছাড়া অন্য কোনো ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। যেহেতু এলাকাটি ওভারলে হিসেবে সুনির্দিষ্ট, তাই এখানে অনুমতি বা শর্তসাপেক্ষ অনুমতি নিয়ে অন্য কোন ব্যবহারের সুযোগ নেই। ঐ নির্দিষ্ট ভূখন্ডে পরবর্তী ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশল আরোপিত না হওয়া পর্যন্ত এলাকাটির বর্তমান এবং প্রস্তাবিত ব্যবহার চলতে থাকবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওভারলে অঞ্চল বজায় রাখার জন্য তালিকা আকারে দেওয়া হল-

সারণী- ৩.৩: সংরক্ষিত এলাকাসমূহ

ওভারলে সাইট	ওয়ার্ড নং
ডেপুটি কমিশনার অফিস	০৬
এলজিইডি	০৭
ইউএনও অফিস	০৬
উপজেলা পরিষদ অফিস	০৬
জেলা পরিষদ অফিস	০৬
হেড পোষ্ট অফিস	০৯
পৌর সভা ভবন	০৪

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরীপ, ২০১৭.

উপরের ওভারলে সাইট ব্যতীত, নিম্নলিখিত টেবিলে উল্লিখিত নতুন নির্মিত বিএম পিলারগুলি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

সারণী -৩.৪: সংরক্ষিত নতুন বিএম সমূহের তালিকা

বি এম নং	অবস্থান	ইষ্টিং (মিঃ)	নরথিং (মিঃ)	আরএল (মিঃ পিডাবলুডি)
"(এসওবি) জিপিএস-৫০৪৬"	ঢালাহার খেলার মাঠে স্তম্ভ টি অবস্থিত এটার উচ্চতা ১৯ ফুট। এটি ঢালহার উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল হোস্টেলের দক্ষিন পশ্চিমে ৩৫ ফুট এবং টয়লেটের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত।	৬৯৭৪৩০.৭৯৮	২৭৮৬১২৭.০৮৫	-
বিএম-০১	পৌরসভা অফিসের সামনে পার্কের মধ্যে	৭০৪১৭৩.০৭৬১	২৭৭৭৭০৪.১৭৩৪	২২.২১৮৯
বিএম-০২	দক্ষিণ-পূর্বকোণার টিএস সি জামে মসজিদ	৭০১৭০৪.৮৪৭৮	২৭৭৮১৩২.৯৭৫২	২২.৭৮৮৯
বিএম-০৩	নতুন হাট, জয়পুরহাট	৭০৪৬৮৬.৬২১৪	২৭৭৬৯৫৬.৮০২২	২১.১৭৯৭
বিএম-০৪	পৌরসভা ট্রাক স্ট্যান্ডের দক্ষিন পশ্চিম কোনে	৭০৭১৬২.২৮২০	২৭৭৬৬৩৬.৫০৫৬	২০.১২৯৯
জিপিএস-১৫৪৯	শহীদ জিয়া কলেজের শহীদ মিনারের কাছে	৭০৪৯৮৮.৬৭৯৬	২৭৭৮৩৪৬.৩৩১১	২১.৫৮৮৫
টিপি-০১	পৌরসভা কম্পাউন্ড এর দরজার কাছে	৭০৪১৪৯.৯৬৬৮	২৭৭৭৭০৪.৮১৮২	২১.৯৫১৪

সূত্রঃ ভূমিরূপ জরিপ (টপোগ্রাফিক সার্ভে), ২০১৭

৩.৩ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা

পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সবচেয়ে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করার জন্য এই অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত কৌশলসমূহের সফল অনুসরণের উপর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। কাঠামো পরিকল্পনার ঐসকল নীতিকৌশল এটাই নির্দেশ করে যে, পৌর এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমানে পৌরসভায় ভৌত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নেই এবং ভৌত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ব্যতীত কোন বিধি নেই। এটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং প্রকৃত পক্ষে অন্য যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মারাত্মক বাঁধার সৃষ্টি করছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন- গুরুত্বপূর্ণ যেসকল বিষয়ে নীতি কৌশল প্রণীত হয়েছে, জনগণের উপর এসকল নীতির সম্ভাব্য প্রভাব, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, এসবের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য নীতি কৌশলের সাথে এসবের আন্ত:নির্ভরশীলতা প্রভৃতি। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ (প্রজ্ঞাপন নং এসআরও নং ১১২-আইন/৯৬) এর সীমানা পরিসর বিধি (সেটব্যাক রুল) অনুযায়ী পৌরসভার সকল ধরণের ইমারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। পরিকল্পনায় প্রণীত ভূমি ব্যবহার কৌশল অনুযায়ী সম্প্রসারিত এলাকার সকল ইমারতের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইমারত নির্মাণের যে কোনো অনুমোদনের ক্ষেত্রে সম্মুখ সড়কের প্রস্থ ১৬ ফুটের কম হতে পারবে না এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২. বায়ু,পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশে সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (আইন নং-১, ১৯৯৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনে বর্নিত বিভিন্ন বিধিবিধান প্রয়োগ করার জন্য পৌরসভায় কোন কর্তৃপক্ষ নেই। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার উপাদান বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৩. বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠা পৌরসভার জন্য একটা সাধারণ ঘটনা। দোকান ও স্থাপনা আইন ১৯৬৫ (আইন নং-৭, ১৯৬৫) অনুসারে বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৪. মানব সৃষ্ট খালের জন্য খাল ও নিষ্কাশন আইন, ১৮৭৩ (আইন নং- ৭, ১৮৭৩) হলো সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিবেচনায় খালগুলিকে অন্যান্য খাল ও নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫. প্রত্নতাত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপনা অথবা ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইন ১৯০৪ (আইন নম্বর-৭, ১৯০৪) বলবৎ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষের যৌথ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে এই ধরনের বিষয় সংরক্ষণ করতে পারে।

৬. ইটের ভাটার বিভিন্ন স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে ইট-পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন (আইন নং-১৭, ২০০১) হচ্ছে যথাযথ আইন। সরকারের দেয়া ক্ষমতাবলে পৌর কর্তৃপক্ষ এই আইন প্রয়োগ করতে পারে।

৭. চিকিৎসক, বেসরকারী ক্লিনিক ও প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন ও সেবা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত আইন 'মেডিক্যাল প্রাকটিস, প্রাইভেট ক্লিনিকস এবং ল্যাবরেটরিজ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৭, ১৯৮২) জারি করা হয়েছিল। এই অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের অনুমোদন নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশ প্রয়োগ করতে পারে।

৮. পৌর এলাকার বেশ কিছু উন্মুক্ত ও পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল স্থান যেমন; নদী তীরবর্তী এলাকা, জলাশয়, নিষ্কাশন প্রবাহ, নিচু এলাকা, নির্ধারিত উন্মুক্ত স্থান ও খেলার মাঠ প্রভৃতি সংরক্ষণে পৌরসভা কঠোরভাবে 'মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (আইন নং-৩৬, ২০০০) কঠোরভাবে মেনে চলবে। সংরক্ষিত স্থাপনা তথা নিরাপত্তামূলক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের (কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন) চতুর্দিকের ভৌত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিকল্পনার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে যা এর ভূমি ব্যবহার কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহকে অধিক সুরক্ষা দেবে।

৯. হাট ও বাজার স্থাপনা ও অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (নং-১৯,১৯৫৯) অনুযায়ী সরকার এই ধরনের স্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বেসরকারি হাট ও বাজার নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) অধ্যাদেশ ১৯৭৩ (পিও ৭৩/৭২) অনুযায়ী কোন একটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুসারে পৌর এলাকার মধ্যে হাট ও বাজার স্থাপনের কর্তৃত্ব পৌরসভার। পৌর এলাকার মধ্যে হাট বাজার স্থাপন, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ব্যক্তি মালিকদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

১০. বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কারখানা পরিদর্শক যথাক্রমে বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩ (আইন নং-২৭,১৯৭৩), পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিধিমালা ১৯৯৫ (নং ইপি আইডিসি/২ এ-২/৬৩/৩৫ এ) এবং কারখানা আইন ১৯৬৫ (আইন নং-৪, ১৯৬৫) এর মাধ্যমে পৌর এলাকার মধ্যে শিল্প উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করেন। পৌর কর্তৃপক্ষ স্থাপনার অবস্থানগত বিষয় ও ব্যবসার অনুমতিপত্র (ট্রেড লাইসেন্স) নিয়ন্ত্রন করে থাকে। উল্লেখিত চারটি কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে গঠিত শাখার মাধ্যমে পৌরসভায় শিল্প কারখানার স্থাপনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১১. পৌরসভায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের জন্য কয়েকটি বিশেষ পুকুর/ ডোবা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ডোবা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মজা ডোবার উন্নয়ন করা যেতে পারে এবং তা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ (আইন নং-১৫, ১৯৩৯) এর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. খাস জমি ছাড়াও পৌরসভায় উল্লেখযোগ্য পরিমান ভূমি জলাভূমি অথবা পতিত জমি হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। আইনের ভাষায় এসকল ভূমিকে চাষযোগ্য পতিত জমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব পতিত ভূমি 'চাষযোগ্য পতিত ভূমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (অধ্যাদেশ নং ই.পি১৩, ১৯৫৯) এর নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহৃত হতে পারে।

১৩. পৌরসভা তার আয় বৃদ্ধি করার জন্য উন্নয়নমূলক ফি নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে পারে। এই ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা উন্নয়ন ফি আইন ১৯৫৩ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

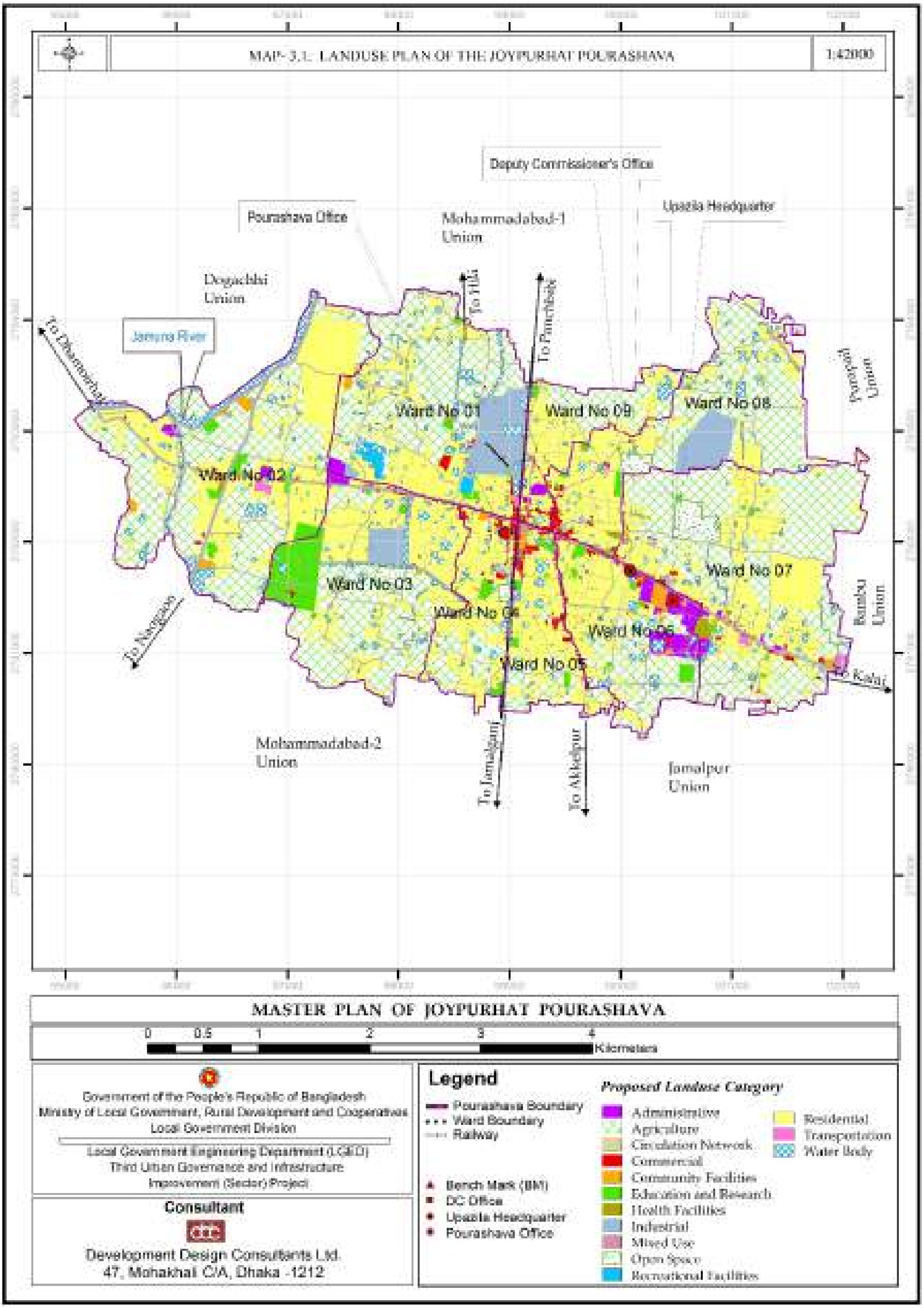

মানচিত্র- ৩.১: জয়পুরহাট পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবনাসমূহ

সূত্র: পরামর্শদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

অধ্যায়- ০৪: ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল

৪.১ ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

মাঝারি থেকে উচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব বিশিষ্ট নগর এলাকার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল পুনর্বাসন এবং ল্যান্ড শেয়ারিং। কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল অনুসরনের পাশাপাশি যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং আর্থিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অপরদিকে, অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের নগর এলাকার জন্য সরকারি সংস্থাগুলো অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও নগর সেবা প্রদান করতে পারে এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সেবা ও সাইট স্কিমের মাধ্যমে কম খরচে প্লট প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নগর পুনর্নবীকরণ (Urban Renewal)ঃ পরিত্যাক্ত, পুরাতন এবং মানুষের বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয় এমন নির্মিত শহর এলাকার জন্য নগর পুনর্নবীকরণ প্রয়োজন। জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব ও অপরিকল্পিত বিকাশের কারণে ভৌত পরিবেশ ইতিমধ্যেই হুমকির মুখে পড়েছে এমন এলাকার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। যেখানে ভূমি ব্যবহারগুলি এলোমেলো, অনিয়ন্ত্রিত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ সেসকল জায়গায় নগর পুনর্নবীকরণ কৌশল কার্যকর হবে। ঐতিহাসিক স্থাপনা যা ধ্বংসের সম্মূখীন, সেসকল জায়গায় নগর সেবার মৌলিক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং কমিউনিটি সুযোগ সুবিধাদিসহ নগর পুন:নির্মাণ করা যাবে।

সাইট এবং সার্ভিস স্কিম: সাইট এবং সার্ভিস স্কিমের শর্তগুলির অংশ হিসাবে সম্মতি নিয়ে প্রাইভেট ডেভেলপারদের দায়িত্ব দিতে হবে। এই ধরনের স্কিমগুলি একটি বৃহত্তর এলাকার জন্য একটি উন্নয়ন লাইসেন্স পাওয়ার শর্ত পূরণ করবে। এখানেও স্থানীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিধান প্রয়োজন হবে। সাইট এবং সার্ভিস স্কিমগুলিতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রত্যাশিত/ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আয় অনুসারে প্লট বন্টন করা। দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবহারকারীদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের (অত্যন্ত গরীব) বাসস্থান সহ কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন, বিদ্যমান নগর এলাকা ও নগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুযোগসুবিধা প্রদান নিশ্চিত করাই হল সরকারি পর্যায়ের নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রধান কাজ।

ভূমি সংস্কার ও নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন: সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ (বাধ্যতামূলক) ছাড়াই উন্নততর পরিষেবা প্রদান করাই হল ভূমি সংস্কার ও নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ণের লক্ষ্যে। এই ধরনের পরিকল্পনায়, উন্নয়ন সংস্থাগুলো ভূমির মালিক এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সহযোগিতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সীমিত ভূমি ব্যবহার করাই হল সার্থকতা। যেমন, নগর এলাকায় সহজে চলাচলের জন্য নতুন সড়ক নির্মাণের পরিবর্তে বিদ্যমান সড়ক উন্নত করা (কিছু অনুপস্থিত লিংকসহ)। একইভাবে, পরিষেবা বিধানের ন্যূনতম মান অতিক্রম করা উচিত নয়। নতুন নগর এলাকাগুলোতে নতুন নেইবারহুড সেন্টার (যেখানে সর্বাধিক সুবিধাদি বিদ্যমান) স্থাপন করতে হবে যেন নতুন ও বর্তমান উভয় এলাকাগুলোতে নগর পরিষেবা প্রদান করা যায়। এই ওয়ার্ড সেন্টারগুলো রাস্তার সংযোগস্থলে নির্মাণ করলে সকল ওয়ার্ডবাসী সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। নগর এলাকা পরিকল্পনায় শহুরে সেবাগুলির ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য পরিষেবার জন্য সর্বনিম্ন মান সরকারি সংস্থার সাথে পরামর্শ করে তৈরি করতে হবে। ভূমি পুন:নির্মাণ এবং নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন স্কিমগুলিতে কিছু এলাকায় নতুন বিকাশের জন্য সুপারিশ থাকবে, তবে বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নত করার প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। এখানে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পৌর অধিবাসীদের স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ এবং আবর্জনা নিষ্পত্তিকরণ সহ তাদের নিজস্ব আবাসস্থলের গুণগত মান (নিজস্ব ভূমি দখলের নিশ্চয়তা, ছোট আকারের ঋণ প্রদান, স্বল্প খরচের বিল্ডিং উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি) উন্নত করার কাজে সহায়তা করা।

৪.২ সমসাময়িক নিয়ন্ত্রক সহায়তা

আইনের ন্যায্য ব্যবহার আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, এবং উপ-আইনের উপর ভিত্তি করে আইনের ন্যায্য প্রয়োগ হয়। এই দুটি জিনিসের অনুপস্থিতির জন্য, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ পৌরসভা উন্নয়নে কার্যকর হতে পারে না। একটি পরিকল্পিত পৌরসভা শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। অন্যান্য অনেক প্রচলিত আইন বিবেচনা করতে হবে। এখানে কিছু বিশেষ আইন উল্লেখ করা হল:

৪.২.১ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬

পরিকল্পনা অনুযায়ী, সকল ভৌত উন্নয়ন আইনীভাবে ভূমি ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অ্যাক্ট, ২০০৯-এ, নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

<u>ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণ</u>

(১) পৌরসভা হতে ভবন ও ভবন নির্মাণ অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি ভবনটি নির্মাণ বা পুন:নির্মাণ বা ভবন নির্মাণ বা পুন:নির্মাণ এর কাজ শুরু করবেন না।

(২) বিল্ডিং নির্মাণ বা পুন:নির্মাণ এর উদ্দেশ্যে, আবেদনকারী বিধানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করবেন এবং কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফি এবং পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে।

(৩) সিরিয়াল নম্বরের অধীনে নির্মাণের জন্য সমস্ত আবেদন রেজিস্ট্রেশনে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিবন্ধনের ৬০ দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হবে। নিবন্ধনের ৬০ দিনের মধ্যে যদি কোন আবেদন জমা দেওয়া হয় এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোনও সিদ্ধান্ত না দেয় তবে এটি অনুমোদিত আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে তবে তা অবশ্যই প্রচলিত কাজগুলির কোনও নিয়ম বা মাস্টার প্ল্যান বা ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের শর্তাবলী লঙ্ঘন করতে পারবে না।

(৪) পৌরসভা লিখিত কারণ দেখিয়ে কোনও সাইট প্ল্যান বা বিল্ডিং প্ল্যান বাতিল করতে পারে কিন্তু কোনও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি প্রত্যাখ্যানের ত্রিশ দিনের মধ্যে মনোনীত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং আপীলে মনোনীত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আদেশটি চূড়ান্ত করবেবে।

(৫) অনুমোদন সংশোধন বা শর্ত সাপেক্ষে, পৌরসভা একটি সাইট প্ল্যান বা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করতে পারে।

(৬) যদি পৌরসভা নিয়ম দ্বারা কোন অতিরিক্ত বা পরিবর্তন বা ছাড় ঘোষণা করে, এই সিরিয়াল নম্বরের অধীনে কিছুই প্রযোজ্য হবে না। (২য় তফসিল, সিরিয়াল নং ৩৫)

<u>ইমারত নির্মাণ সমাপ্তিকরণ, ইমারত বিকল্পকরণ ইত্যাদি</u>

(১) ইমারত নির্মাণ বা পুন:নির্মাণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ইমারত নির্মাণের সমাপ্তির ৩০ দিন পর পৌরসভাতে অনুমোদনের প্রতিবেদন জমা দেবেন।

(২) পৌরসভা প্রতিটি নির্মিত ইমারত পরিদর্শন করতে পারে এবং যদি কোনও ভবন নির্মাণ এই অধ্যাদেশ অনুসারে বা ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের নিয়ম বা মাস্টার প্ল্যান বা ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণের জন্য করা না হয়, তাহলে পৌরসভা শর্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করার আদেশ দিতে পারে। এবং যখন এই ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হয় না, তখন পৌরসভা এই বিল্ডিংয়ের মালিক বা বিল্ডিংয়ের মালিকের সম্পত্তি নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে মাস্টার প্ল্যান বা অনুমোদিত ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনার কোনও শর্ত যেন লঙ্ঘন না হয় সেই অনুযায়ী নিস্পত্তি করতে হবে।

(৩) অনুচ্ছেদ-২ অনুসারে কোন ভবন যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি করার দরকার হয়, তাহলে পৌরসভা ভবনটি তার নিজস্ব সংস্থা দ্বারা ভেঙ্গে দিতে পারে এবং এই কাজে পৌরসভা কর্তৃক খরচকৃত অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে বিল্ডিং মালিক বা ভবনের অধিবাসীর উপর কর/ফি/ জরিমানা হিসেবে ধার্য করা হবে (২য় তফসিল, সিরিয়াল নং ৩৬)।

ইমারত নিয়ন্ত্রণ

(১) যদি কোন ভবন অথবা স্থাপনা পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে ধ্বংসাত্মক মনে হয় অথবা উহা ধসে পরার সম্ভাবনা থাকে অথবা অন্য যেকোনো কারনে উহা বাসিন্দা অথবা পাশের ভবন অথবা ভাড়াটেদের অথবা পথচারীদের জন্য বিপদজনক হয়, তবে পৌরসভা একটা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভবনের মালিককে অথবা ভবন দখলকারীকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আদেশ করতে পারে। ব্যতিক্রমে, পৌরসভা নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং এই কাজে পৌরসভা কর্তৃক খরচকৃত অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে বিল্ডিং মালিক বা ভবনের অধিবাসীর উপর কর/ফি/ জরিমানা হিসেবে ধার্য করা হবে।

(২) যদি কোন ভবন বিপদজনক অবস্থায় থাকে অথবা কোন ভাবে এটা বসবাসের অনুপযুক্ত হলে, তখন পৌরসভা বিবেচনা করলে ভবনটিতে বসবাস করা নিষিদ্ধ করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা মেরামত করা হয় (২য় তফসিল, সিরিয়াল নং ৩৭)।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভা ভবন নির্মাণ কাজের নিস্পত্তি, নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ সম্পর্কিত অপরাধ ও অননুমোদিত ভবন নির্মাণ/ পুনর্গঠনের ফি নির্ধারণের জন্য আইন-বিধি প্রণয়ন করতে পারে। (৮ম তফসিল, সিরিয়াল নং ১০)। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ আইনটি অননুমোদিত ভবন নির্মাণ এবং সেট ব্যাক নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিবেচনা করা হবে। বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও উন্নয়ন নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করবে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও কার্যক্রম	বিল্ডিং প্ল্যান	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	অনুমোদন	পৌরসভা বাণিজ্যিক ও নগর পরিকল্পনা বিভাগ
	সেট ব্যাক	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬	নির্মাণ (অননুমোদিত)	
	অবস্থান	পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান	ছাড়পত্র	
	ব্যবহার দোকান, হোটেল সেবা কেন্দ্র, চা স্টল, অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম, ইত্যাদি)	দোকান স্থাপনা আইন, ১৯৬৫	অনুমোদন	

৪.২.২ খাল ও ড্রেনেজ অ্যাক্ট, ১৮৭৩

পানি নিষ্কাশনের উপর স্থানীয় সরকার পৌরসভা) আইন, ২০০৯’ এ বলা হয়েছে।

(১) পৌরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে পৌরসভায় পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমা গুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

(২) পৌরসভার অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত এবং ফিস প্রদান সাপেক্ষ, কোন বাড়ি বা জায়গার মালিক তাহার নর্দমা পৌরসভার নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভায় অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন এবং পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী ইহার সংষ্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিব (২য় তফসিল, সিরিয়াল নং ১২) পানি নিষ্কাশন প্রকল্পের উপর স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯’ এ বিস্তারিত বলা হয়েছে।

(১) পৌরসভা স্বীয় উদ্যোগ অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নির্ধারিত পদ্ধিততে পানি, ময়লা-আবর্জনা নিষ্কাশন প্রকল্প সরকারী এবং বেসরকারী তহবিল দ্বারা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে। (২) দফা (১) এর আওতায় নিষ্কাশন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনার পর ইহাতে সংশোধন সহ বা সংশোধন

ব্যতীত, তাহা অনুমোদন বা প্রত্যাখান করিতে পারিবে। (৩) অনুমোদিত প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত হইবে।

(৪) পৌরসভায় অবস্থিত কোন বাড়িঘর বা জায়গার মালিককে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা-

(ক) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করা;

(খ) অনুরূপ যে কোন নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা ইহার উন্নয়ন করা; এবং

(গ) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে। (২য় তফসিল, সিরিয়াল নং ১৩)

খাল এবং নর্দমার নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে পৌরসভা এই আইনটি ব্যবহার করতে পারে

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
মনুষ্যসৃষ্ট চ্যানেল এবং নিষ্কাশন সুবিধা	নিষ্কাশন জলাবদ্ধতা অপসারণ নদী ও অন্য উপাদানের সাথে খাল সংযোগ স্থাপন, খাল খনন	খাল ও ড্রেনেজ অ্যাক্ট, ১৮৭৩	পিডিপি অনুযায়ী নির্মাণ, খনন এবং রক্ষণাবেক্ষন	পৌরসভার সংশ্লিষ্টি বিভাগ
		স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	নির্মাণ এবং খনন	ডিপিএইচই
		জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪		
	ড্রেন নির্মাণ	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.৩ মেডিকেল প্র্যাকটিস, প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অধ্যাদেশ, ১৯৪২

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যে সমস্ত বিষয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে তা হলো ঃ

পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত শস্যের চাষাবাদ. সারের প্রয়োগ অথবা ক্ষতিকর পন্থায় জমিতে সেচ প্রদান। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ২৯)

পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকুল বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন কুপ, পুকুর অথবা অন্য কোন পানি সরবরাহর উৎস কোন সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক পরিস্কার, মেরামত, আচ্ছাদন, ভরাট অথবা নিষ্কাশন করিতে ব্যর্থ হওয়া। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ৩০)

চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সংক্রামক রোগ সম্পর্কে পৌরসভাকে প্রতিবেদন প্রদানে চিকিৎসকের ব্যর্থতা। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ৩২) এছাড়া, ক্লিনিক এবং পেথোলজি ক্যাল পরীক্ষাগার নিমোক্ত আইনের আওতাধীন।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
বেসরকারি ক্লিনিক এবং পেথোলজি ক্যাল পরীক্ষাগার	নির্মাণ	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	ব্যবস্থাপনা	মেডিকেল প্র্যাকটিস, প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	অবস্থান	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.৪ চাষযোগ্য পতিত জমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯

শহুরে বিকাশের জন্য কৃষি জমি ব্যবহারের নিরুৎসাহিত করার জন্য নিম্নলিখিত আইন ব্যবহার করা হবে। আবার পরিকল্পিত বিকাশের জন্য কৃষি জমি ব্যবহার না করে, এই আইনের অধীন ব্যবহৃত জমিটি বিবেচনা করা যেতে পারে:

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
পতিত ভূমি অনুৎপাদনশীল ব্যবহার	জমি পর পর পাঁচ বছর পতিত অবস্থায় আছে	চাষযোগ্য বর্জ্য ভূমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.৫ ট্যাংক উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯

বিধি ১৬, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ সরকারি জলাধার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত এরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর অথবা ইহার কোন অংশকে সরকারী জলাধার হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী কোন সরকারী জলাধারে আমোদ প্রমোদ এবং জীবন রক্ষায় নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।

(৩) সরকারী জলাধারকে দুষণের সহিত জড়িত থাকেন তাহা হইলে পৌরসভা তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা করিবে। আবার, বিধি ৫৫' তে পুকুর ও নিম্নাঞ্চল সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পৌরসভা প্রয়োজন মনে করিলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবশ্যিক বিবেচিত হইলে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

প্রতিটি পৌরসভাতেই পতিত এবং মজা পুকুর রয়েছে। বৃষ্টির পানি ধারনের জন্য উক্ত পুকুর গুলি সংস্কার/উন্নয়ন প্রয়োজন যাতে খরা মৌসুমে উক্ত পুকুরের পানি ব্যবহার করা যায়। পতিত এবং মজা পুকুর উন্নয়নের জন্য এই আইনটি ব্যবহার করা যায়।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
জলধার হিসাবে পুকুর উন্নতিকরণ	নিরবচ্ছিন্ন পুকুর (বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য)	ট্যাংক উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	ভূ- উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	নির্দিষ্ট পুকুর	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.৬ হাটবাজার (প্রতিষ্ঠা ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯/ বাংলাদেশ হাট এবং বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ, ১৯৭৩

বিধি ২১, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ সাধারণ বাজার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(১) পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারী হাট বাজার নির্ধারিত নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের পৌরসভার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) পৌরসভা সাধারণের বাজার এবং হাটের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদনা করবে

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফিস ধার্য করবে

(খ) বিক্রয়যোগ্য পণ্য বহনকারী যানবাহন বা পশুর উপর ফিস আরোপ করবে

(গ) দোকান ও স্টল ব্যবহারের জন্য ফিস আদায় করবে

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য আনীত বা বিক্রিত পশুর উপর ফিস ধার্য করবে এবং

(ঙ) বাজারের দালাল. কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায়ের বিধান করতে পারবে।

আবার, বিধি ২১, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ বেসরকারী বাজার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(১) পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং ইহার শর্ত ব্যতীত, পৌর এলাকার মধ্যে কোন বেসরকারী বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

(২) ক্রমিক (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পূর্বে পৌর এলাকায় খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় অথবা পশু বিক্রয়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

(৩) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারী বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

(৪) পৌরসভা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে যে, কোন বেসরকারী বাজার জনস্বার্থ বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা ইহার কর্তৃত্ব পৌরসভার গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে পৌরসভা বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা আইন অনুযায়ী উহা অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) পৌরসভা নোটিশ দ্বারা বেসরকারী বাজারের মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিবার বা ইহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোটিশ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে নির্দেশ দিতে পারিবে।

হাট এবং বাজার তৈরী , উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে এই আইন দুইটি জড়িত। নিম্নোক্ত উপায়ে আইন দুইটি ব্যবহার করা যায়।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
হাট এবং বাজার	প্রতিষ্ঠান এবং অধিগ্রহণ	হাটবাজার (প্রতিষ্ঠা ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯	ব্যক্তিগত থেকে পাবলিক সেক্টরে স্থানান্তর	পৌর পরিষদ
	ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি	বাংলাদেশ হাট এবং বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ, ১৯৭৩	বাজার কমিটি গঠন	পৌর পরিষদ
		স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	লাইসেন্স জারি	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	ভবন নির্মাণ	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	কোন নিবন্ধ যন্ত্রপাতি বা খাদ্যতালিকা পরীক্ষা	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	পরিদর্শন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	ব্যবসা	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.৭ স্টেজ ক্যারিয়ারস অ্যাক্ট, ১৮৬১

সাধারণ যানবাহন সম্পর্ক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ বলা হয়েছে।

(১) কোন ব্যক্তি, পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত, পৌর এলাকায় ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে. ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি, পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে, এবং ইহার শর্ত ব্যতীত পৌর এলাকায় কোন জনসাধারণ যানবাহন টানিবার জন্য ঘোড়া বা অন্য পশু ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবি করিতে পারিবেন না। (২য় তফসিল সিরিয়াল নং ৪৪)।

এছাড়া, ঘোড়ার গাড়ী, গরু/মহিষের গাড়ী এবং ঠেলাগাড়ী নিম্নোক্ত উপায়ে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলাগাড়ী এবং গরুর গাড়ী	লাইসেন্সকরণ	স্টেজ ক্যারিয়ারস অ্যাক্ট, ১৪৮৬১	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	লাইসেন্সকরণ	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.৮ পরিবেশ সংক্ষণ আইন, ১৯৯৫

স্থানীয় সরকার (পৌরসভার) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত যে সমস্ত কাজ অপরাধ হিসাবে গন্য হবে তা হলোঃ

জনপথ সংলগ্ন কোন জমিতে জন্মানো ঝোপ ঝাড় অথবা ইহাতে জন্মানো গাছের ডালপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া থাকা অথবা বাধা সৃষ্টি করা অথবা কোন বিপদ সৃষ্টি করা অথবা তাহা ঝুলিয়া পড়িলে কুপ, পুকুর অথবা পানির অন্যান্য উৎস যাহা হইতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পানি পাওয়া যায় তাহা দূষিত করিবার সম্ভাবনা অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন না কোন ভাবে স্বাস্থ্যর জন্য প্রতিকূল অথবা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত সত্বেও জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক তাহা কাটিয়া অথবা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থ হইলে অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ২৮)

পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত শস্যের চাষাবাদ সারের প্রয়োগ অথবা ক্ষতিকর পন্থায় জমিতে সেচ প্রদান অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ২৯)

পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, পুকুর অথবা অন্য কোন পানি সরবরাহের উৎস কোন সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক পরিষ্কার মেরামত আচ্ছাদন ভরাট অথবা নিষ্কাশন করিতে ব্যর্থ হওয়া অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ৩০)

পৌরসভা কর্তৃক জারিকৃত কোন সাধারণ অথবা বিশেষ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বাদ্যযন্ত্র অথবা রেডিও বাজানো ঢাক অথবা টমটম পিটানো হর্ণ অথবা শিংগা ফুঁকানো কাঁসা অথবা অন্যান্য যন্ত্র অথবা বাসন পত্র পিটানো অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ৪৭)

যদিও পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ প্রয়োগ করে তবে যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর নেই সেখানে পরিবেশ নিয়ন্ত্রন কে কিভাবে করবে তা বলা নেই। যেহেতু আইনটি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সেহেতু যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর নেই সেখানে স্থানীয় সরকার প্রয়োজন মতো আইনটি প্রয়োগ করতে পারে বিশেষ করে বায়ু, পানি. বাতাস এবং শব্দ দূষণ সম্পর্কিত আইন সমূহ।

৪.২.৯ বাংলাদেশ হোটেল অ্যান্ড রেষ্টুরেন্ট অর্ডিনেন্স, ১৯৮২

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) ২০০৯, বিশেষ করে হোটেলের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃস্থাপনের বিষয়ে কোন বিধান নির্ধারণ করা হচ্ছে না পৌরসভা শুধুমাত্র উপযুক্ত ফি বিনিময়ের লাইসেন্স অনুমোদন করে থাকে এ ছাড়া কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং কোন ও খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষা নিরসন পৌরসভার প্রধান উদ্বেগের বিষয় হবে।

হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট নির্মাণ ও উন্নয়ন নিম্নরুপে নিয়ন্ত্রিত হবে-

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট	নিবন্ধন	বাংলাদেশ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অর্ডিনেন্স, ১৯৮২	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	ভবন নির্মাণ	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	সেবা প্রদান	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	কোন বিষয়, যন্ত্রপাতি বা খাদ্যতালিকা পরীক্ষা	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	পরিদর্শন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.১০ ইট বার্নিং কন্ট্রোল অধ্যাদেশ, ১৯৮৯

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' অনুযায়ী পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দুরত্বের মধ্যে ইটভাটা, চুনভাটা, কাঠ, কয়লা ভাটা অথবা মৃৎশিল্প স্থাপন অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪র্থ তফসিল, সিরিয়াল নং ২৬)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এর আইনটিতে ইটভাটা নিয়ন্ত্রন করা যায়না এবং অপরাধের শাস্তি কি হবে তার উল্লেখ নেই। ইটভাটা নিয়ন্ত্রনের জন্য পৌরসভা নিম্নোক্ত আইনটির সাহায্য নিতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
বায়ু দূষণ	আগুন জ্বালানো খড়ি	ইট বার্নিং কন্ট্রোল অধ্যাদেশ, ১৯৮৯	অবস্থান	পৌর পরিষদ

৪.২.১১ নগর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত জায়গা, বাগান এবং প্রাকৃতিক ট্যাংক সংরক্ষণ আইন. ২০০০

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ বলা আছে যে, জনসাধরণে সুবিধার জন্য এবং বিনোদনের জন্য পৌরসভার প্রবিধান অনুসরণ করে পাবলিক পার্ক নির্মান ও এর উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা। আর্টিকেল ৫১ (২) বলা হয়েছে “প্রতিটি পাবলিক পার্কের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে” এই আইন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। উন্মুক্ত স্থান বাগান এবং প্রকৃতিক ট্যাংকের ওপর পৌরসভা নিম্নের আইন অনুসরণ করবে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
খেলার মাঠ সংরক্ষণ, খোলা জায়গা, বাগান, প্রাকৃতিক ট্যাংক, সম্মুখ নদী এবং নিস্কাশন চ্যানেল	ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন	খেলার মাঠ, উন্মুক্ত জায়গা, বাগান এবং প্রাকৃতিক ট্যাংক সংরক্ষন আইন, ২০০০	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.১২ দোকান ও স্থাপনা আইন, ১৯৬৫

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ বলা হয়েছে। 'ক্ষতিকর ব্যবসা বাণিজ্য ও নিয়ন্ত্রণ; বিপজ্জনক এবং আপত্তিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ' এর উপর পৌরসভা উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। (৮ম তফসিল, সিরিয়াল নং ৬)

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
কর্ম ঘন্টা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা	কর্ম ঘন্টা নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের জন্য সুযোগসুবিধা, সূর্যের আলো এবং বাতাস প্রবেশ	দোকান ও স্থাপনা আইন, ১৯৬৫	অনুমোদন	পৌর পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগ
সেটব্যাক এবং ভবনের উচ্চতা	বাণিজ্যিক কাঠামো নির্মাণ	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	অনুমোদন	পৌর পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগ
ভবনের অবস্থান	জোনিং ব্যবস্থা	মাস্টার প্ল্যান	অনুমোদন	পৌর পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.১৩ পুরাতাত্ত্বিক নির্দেশনাসমূহ সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এর ৫৯ ধারায় বলা হয়েছে পৌরসভা

(ক) পৌর এলাকায় শিক্ষার প্রসার এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থ সম্পাদিত বিষয় প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(খ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহাতে রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে

(গ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে

(ঘ) সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলি উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে

(ঙ) পৌর এলাকায় আগমনকারী বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে

(চ) জনসাধারণের মধ্যে শারীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহ দান এবং র‌্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করিতে পারিবে

(ছ) নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে

(জ) পৌর এলাকায় ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমুহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে

(ঝ) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি বিধান করিতে পারিবে এবং

(ঞ) দেশীয় সাংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে

পৌর এলাকার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপুর্ণ স্থানসমুহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলেও গ্রহণের নির্দেশনা না থাকায় পৌরসভা কোন ব্যবস্থা তা করতে পারছেনা। যেহেতু বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এই ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করে থাকে পৌরসভা ইচ্ছে করলে উক্ত ডিপার্টমেন্টের সাথে সম্মিলিতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অথবা উক্ত আইনটির প্রয়োজনীয় ধারার সাহায্য নিতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাসমূহ এবং স্থান	ঐতিহাসিক স্থান	স্থানীয় সরকার পৌরসভা) আইন, ২০০৯	সংরক্ষন	পৌর পরিষদ
	ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, কাঠামো ও উন্নয়ন	পুরাতাত্ত্বিক নিদেশনাসমুহ সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪	সংরক্ষন	পৌর পরিষদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অংশীদারিত্ব
	ভূমি অধিগ্রহণ	অধিগ্রহণ ও অস্থাবর জমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২	অর্জন	জেলা প্রশাসক

৪.২.১৪ অশ্লীল বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ আইন, ১৯৬৩

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বলা হয়েছে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন ইমারতের উপর অথবা অন্য কোন স্থানে বিলবোর্ড, নোটিশবোর্ড, প্ল্যাকার্ড অথবা অন্য কোন পত্র অথবা বিজ্ঞাপনের বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে আটিয়া দেওয়া অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪ তফসিল, সিরিয়াল নং ৪২) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বর্নিত আইনটি দ্বারা পৌরসভার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। পৌরসভা নিম্নবর্ণিত আইনটির প্রয়োজনীয় ধারার সাহায্য নিতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন	বিলবোর্ড, নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি	অশ্লীল বিজ্ঞপন নিষিদ্ধ আইন, ১৯৬৩	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.১৫ অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫২

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বলা হয়েছে কোন অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে। (৪ তফসিল, সিরিয়াল নং ৪৩)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত আইনটি দ্বারা অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদশন বন্ধ করা সম্ভব নয়। পৌরসভা নিম্নে বর্ণিত আইনটির প্রয়োজনীয় ধারার সাহায্য নিতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ	অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন	অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫২	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.১৬ বন আইন, ১৯২৭

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ বলা হয়েছে (১) পৌরসভা পৌর এলাকার সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারী জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভা কমিউনিটি জনসাধারণের সহিত পরামর্শক্রমে বৃক্ষ রোপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে। (২ তফসিল, সিরিয়াল নং ৫০)

আবার পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বন এবং উদ্ভিদের উন্নয়ন সাধন এবং তাহা কাজে লাগানোর জন্য বন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে এবং উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে। (৪ তফসিল, সিরিয়াল নং ৫৩)

উদ্ভিদের উন্নয়ন সাধন বন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য বন আইন ১৯২৭ এর সাহায্য নিতে পারে। যদিও বন অধিদপ্তর বন আইন ১৯২৭ অনুযায়ী বন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তথাপি পৌরসভাকে প্রদানকৃত ক্ষমতা যাতে আইনগত ভাবেই পরিচালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বন আইনের নিম্নোক্ত ধারার সাহায্য পৌরসভা নিতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
গ্রাম্য বন	অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ	বন আইন ১৯২৭ (অধ্যায় ২৮ এর ১.২ এবং ৩)	প্রকল্পের নকশা	পৌর পরিষদ

৪.২.১৭ বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ কুটির শিল্পকারখানা নিয়ে কিছু বলা নেই, অথচ প্রায় প্রতিটি পৌরসভাতেই কুটির শিল্পকারখানা রয়েছে। উক্ত কুটির শিল্প নিয়ন্ত্রনের জন্য কেবল সেবা প্রদান সাপেক্ষে ট্যাক্স নেওয়া ছাড়া আর কোন নিয়ন্ত্রনের এখতিয়ার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ বলা হয়নি। পৌর এলাকায় কুটির শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভা নিম্নোক্ত আইনের সাহায্য নিতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
কুটির শিল্প উন্নয়ন	প্রতিষ্ঠা	বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	ট্রেড লাইসেন্স	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	জারি	পৌর পরিষদ
	সেট ব্যাক	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	অনুমোদন	পৌসভার ইউনিট
	অবস্থান	পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	পরিবেশগত ছাড়পত্র	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	অনুমোদন	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

৪.২.১৮ কারখানা আইন, ১৯৬৫

কুটির শিল্পের মত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ শিল্পকারখানা নিয়ে কিছু বলা নেই, অথচ প্রায় প্রতিটি পৌরসভাতেই ছোট-বড় শিল্প রয়েছে। উক্ত শিল্পকারখানা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল সেবা প্রদান সাপেক্ষে ট্যাক্স নেওয়া ছাড়া আর কোন নিয়ন্ত্রনের এখতিয়ার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ বলা হয়নি। পৌর এলাকায় শিল্প নিয়ন্ত্রনের জন্য পৌরসভা নিম্নোক্ত আইনের সাহায্য নিতে পারে।

বিষয়	**উপাদান**	**সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ**	**নিয়ন্ত্রণ**	**দায়িত্ব**
শিল্প উন্নয়ন	কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ	কারখানা আইন, ১৯৬৫	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	শিল্প ভবন	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	শিল্প আর্বজনা	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা)	সেবা প্রদান, পুনর্ব্যবহার প্ল্যান্ট	পৌসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	অবস্থান	পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান	অনুমোদন	পৌর পরিষদ
	শিল্প - কারখানা ঘাটতি দূষণ	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.১৯ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২

পৌরসভা নিজস্বঃ প্রয়োজনে, বিশেষ করে পৌরবাসীর সুবিধার্থে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হলে এই আইনের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনার দ্বারা অধিগ্রহণ করে থাকে। পৌর এলাকায়, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যদি জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পৌরসভার অনুমতি পাওয়ার পরে, ডেপুটি কমিশনার দ্বারা উক্ত জমি অধিগ্রহন করা যায়। এক্ষেত্রে পৌরসভা একই আইনের নিয়ম সমূহ বিবেচনা করবে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য	পৌরসভার অধিবাসিদের জন্য সেবাসমূহ	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.২০ বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন আইন, ২০০৪

পৌর এলাকায়, ব্যক্তি উদ্যোগে কোন আবাসিক প্রকল্প তৈরী করতে হলে এই আইনদ্বারা তা নিয়ন্ত্রন করার প্রয়োজন হয়। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ ব্যক্তি উদ্যেগে আবাসিক প্রকল্প তৈরী সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পৌরসভা এই ব্যাপারে নিম্নোক্ত ভাবে এই আইনটি ব্যবহার করতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
বেসরকারি আবাসন উন্নয়ন	বেসরকারি আবাসনের জন্য ভূমি ব্যবহার	বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন আইন, ২০০৪	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.২১ জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪

জনস্বাস্থ্যের উপরে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এর দ্বিতীয় তফসিলে অস্বাস্থ্যকর ইমারত, আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পাবলিক টয়লেট, সংক্রামক ব্যাধি, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি সম্পর্কে বহু নিয়ন্ত্রনের কথা বলা হলেও সুনির্দিষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া এবং শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। যদিও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এই আইনটি প্রয়োগ করে থাকে, তথাপি পৌরসভা নিজস্বঃ প্রয়োজন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থ, এই আইনের যেকোন বিধানকে ব্যবহার করতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
নিরাপদ জনস্বাস্থ্য	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪	অনুমোদন	পৌর পরিষদ

৪.২.২২ ইস্ট বেঙ্গল বেটারমেন্ট ফি অ্যাক্ট, ১৯৫৩

পৌরসভা বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ড দ্বারা পৌরসভার উন্নয়ন করে থাকে। এই সমস্ত সেবামূলক কর্মকান্ড,রাস্তা-ঘাট তৈরী করার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধিপায় অথচ পৌরসভার উক্ত প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হয়না। এজন্যই ইস্ট বেঙ্গল বেটারমেন্ট ফি অ্যাক্ট, ১৯৫৩ এর জন্ম হয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ বলা হয়েছে, 'পৌরসভা, ভূমি উন্নয়ন কর আরোপ করতে পারে'। (তৃতীয় সিরিয়াল, এস.এল নং ৩)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ মোতাবেক জমির উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারে। এ ব্যাপারে জমির উন্নয়ন প্রকল্প বিশদভাবে বলা হয়েছে যে –

(১) ক্রমিক নং ৩২ এর অধীন প্রণীত কোন মহাপরিকল্পনা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধনীসহ, যদি থাকে, অনুমোদিত হইলে, অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন জমির মালিক, উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত অসামঞ্জস্য হইলে এইরুপ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোন জমির উন্নয়ন সাধন বা ইহাতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

(২) কোন জমির উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা –

(ক) কোন এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;

(খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং পৌরসভায় হস্তান্তরিত হইবে এইরুপ জমি;

(ঘ) কোন জমি পৌরসভা অধিগ্রহণ করিবে;

(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;

(চ) কোন স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদিতব্য কার্য; এবং

(ছ) এলাকার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়। (দ্বিতীয় সিরিয়াল, এস.এল নং ৩৩)

আবার, উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বলা হয়েছে –

(১) পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) অনুরুপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করিতে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা–

(ক) পরিবেশ দূষণ রোধ;

(খ) পৌরসভার কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;

(গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(ঘ) কোন এজেন্সী কর্তৃক পরিকল্পনা সম্পাদিত ও বাস্তবায়িত হইবে উহা নির্ধারণ;

(ঙ) এইরূপ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলী;

(চ) সরকার পৌরসভা বা ইহার কোন খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিব। (দ্বিতীয় সিরিয়াল, এস.এল নং ৬২)

পৌরসভা, নিজস্বঃ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্লোক্ত প্রক্রিয়ায় ইস্ট বেঙ্গল বেটারমেন্ট ফি অ্যাক্ট, ১৯৫৩ প্রয়োগ করতে পারে।

বিষয়	উপাদান	সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ	নিয়ন্ত্রণ	দায়িত্ব
উন্নতির ফি আরোপ	সম্পত্তি মূল্যায়ন গণনা	ইস্ট বেঙ্গল বেটারমেন্ট ফি অ্যাক্ট, ১৯৫৩	জমিদার দ্বারা পারিশ্রমিক	মূল্যায়ন বিভাগ

৪.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি

৪.৩.১ উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার

পরিকল্পনা এলাকায় ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল তিনটি সম্ভাব্য উপায়ে অনুশীলন করা হবে যেমন:

- বেসরকারি খাতের উন্নয়ন
- সরকারি সেক্টর উন্নয়ন
- উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

অবকাঠামো ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানে বিধিনিষেধের জন্য ভূমি সংরক্ষণ:

কাঠামো পরিকল্পনা নীতিতে, ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত/ চিহ্নিত জমি সংরক্ষণের (পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত জমির অগ্রিম অধিগ্রহণ) সুপারিশ করা হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, সম্পদ স্বল্পতার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং, অবকাঠামো উন্নয়নে প্রস্তাবিত ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমি সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত এলাকার সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়া, অত্র জমিতে পরিকল্পনায় উল্লেখিত ব্যবহার ব্যতীত অন্য যে কোনও উন্নয়নের অনুমতির ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। তবে, এর জন্য' স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২' সংশোধন করা প্রয়োজন।

বিশেষ এলাকা উন্নয়ন: কাঠামো পরিকল্পনা অনুযায়ি, কিছু নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়নের জন্য "বিশেষ ব্যবস্থার" দরকার যাতে এসকল এলাকার নির্দিষ্ট কার্যাবলি এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণকে সুরক্ষিত করা যায়। নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান,

ঐতিহ্যবাহি স্থান, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অর্ন্তগত। এছাড়াও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ঐতিহ্য ভবন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ি, এসকল অবকাঠামোর যথাযথ সংরক্ষণের জন্য বিধি ও আইন তৈরি করতে হবে।

৪.৩.২ ভূমি উন্নয়ন অনুমোদন পদ্ধতি

উন্নয়ন অনুমতি প্রদান পৌরসভার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কার্যকরী অনুমতি প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নকে নির্দিষ্ট দিকে চালিত না করতে পারলে মহাপরিকল্পনার কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। মহাপরিকল্পনাটি জিআইএস ডাটাবেজ এবং বিশ্বমানের উন্নত কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এই ডাটাবেজ পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন নগর পরিকল্পনাবিদের (আরবান প্ল্যানার)। এই সমন্বয়টি পৌরসভাকে তার পরিকল্পনা অনুমোদন পদ্ধতি দ্রুত, স্বচ্ছ এবং ভালভাবে পরিচালিত করার অনন্য সুযোগ প্রদান করে থাকে।

অনুমোদন পদ্ধতির আধুনিকায়ন: পৌরসভার কার্যবিধির অর্ন্তভূক্ত সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য বজায় রাখা একটি বিশাল কাজ এবং বর্তমানের গতানুগতিক পদ্ধতিতে এর সংরক্ষণ সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে সফ্টওয়্যার উন্নয়ন করার সুপারিশ করেছেন। ফলে পৌরসভার জন্য এসকল কাজের ক্ষেত্রে সময় বাচানো, খরচ কমানো, ব্যবস্থাপনা সহজতর, তথ্য আপগ্রেড করা সহজতর, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্ভবপর হবে।

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন: নাগরিকদের কল্যাণার্থে পৌরসভার কার্যবিধির অর্ন্তভূক্ত এলাকার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন পৌরসভার আইনগত দায়িত্ব এবং এর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করা। ব্যক্তিগত প্লট মালিক অথবা ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে উন্নয়ন হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রস্তাবিত ভূমি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাঠামোগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা পৌরসভাকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী করবে এবং সেই অবস্থায় পরিকল্পনা শাখার পদবিন্যাস নিম্নরূপ হবে।

- সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ
- নগর পরিকল্পনাবিদ
- সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো: ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের পদবিন্যাস ক্ষমতার ক্রমানুযায়ী নিম্নোক্ত তিনটি স্তরে বিভক্ত হবে:

- প্রথম ধাপে থাকবেন ভূমি ব্যবহার অনুমোদন পরিকল্পনাবিদ [এলপিপি]
- মধ্যবর্তী ধাপে, এল-পি-পি-র নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকবেন ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কমিটি [এলপিসি]। প্রতিটি পরিকল্পনা অনুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের পিছনে আইনি বিধি বিধানগুলি স্পষ্ট করা এই কমিটির প্রধান কাজ।
- সর্বশেষ ধাপে থাকবে পৌরসভা উন্নয়ন কমিটি যার মধ্যে পরিকল্পনা শাখা, পেশাদার প্রতিষ্ঠান, বিদ্বান ব্যাক্তি ও পৌর নাগরিক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন পরিকল্পনাবিদ [এলপিপি]: পৌরসভার মাননীয় মেয়র দ্বারা নিয়োগকৃত পরিকল্পনাবিদ [এলপিপি] দ্বারা ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রদান করা হবে। এলপিপি এর পদাধিকার সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ এর সমান বা উপরে হতে হবে। কোন প্লটের প্রস্তাবিত ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা অনুমোদন এলপিপি করতে পারবেন না।

পৌরসভা এলাকা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভাতে কর্মরত পরিকল্পনাবিদকে [পিপি] এলপিপি হিসাবে কাজ করার এবং পরিকল্পনা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান এবং পৌরসভার পক্ষে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে, তার সাথে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ইন্সপেক্টর নিয়োগ ও জিআইএস সুবিধাপ্রদান করতে হবে। নগর পরিকল্পনাবিদ তার কার্যক্রমের জন্য সম্পূর্ণভাবে ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কমিটি [এলপিসি] এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কমিটি [এলপিসি]: মধ্যবর্তী ধাপে, এল-পি-পি-র নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকবেন ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কমিটি [এলপিসি]। প্রতিটি পরিকল্পনা অনুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের পিছনে আইনি বিধি বিধানগুলি স্পষ্ট করা এই কমিটির প্রধান কাজ। সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ এর সভাপতিত্বে এই কমিটিতে সর্বোচ্চ চারজন সদস্য থাকবেন। এই কমিটির কার্যবিধিগুলো হচ্ছে:

- এলপিপির অনুরোধ অনুযায়ী, সবার জন্য আইনি বিধানগুলি পরিষ্কারকরণ।
- নতুন বা শর্তাধীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপারিশ করণ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পৌরসভা স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ।
- প্রথাবিরোধী ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত প্লট নং চিহ্নিতকরণ এবং কোন ধরণের অবকাঠামো অপসারণের জন্য প্লট মালিকদের এর পদ্ধতি এবং শর্ত সম্পর্কে অবহিত করা যা অবিলম্বে ঐ অবকাঠামো উচ্ছেদ এড়ানোর জন্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

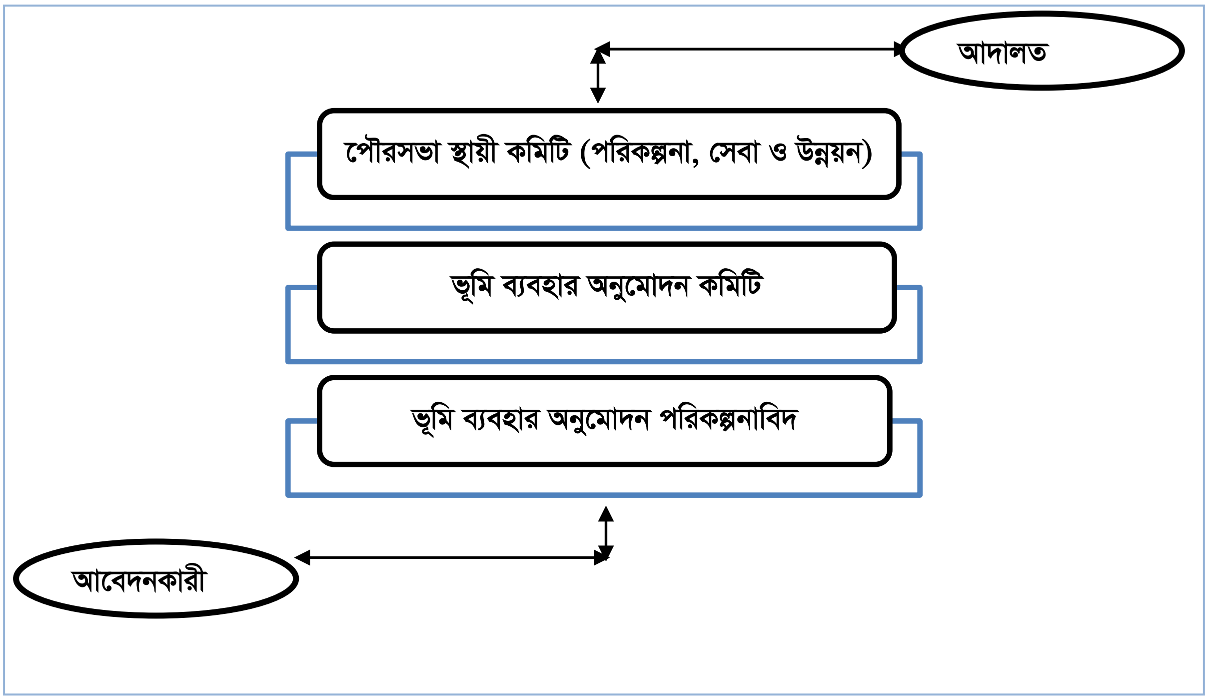

চিত্র- ৪.১: ভূমি ব্যবহার অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ

পৌরসভা স্থায়ী কমিটি (পরিকল্পনা, সেবা ও উন্নয়ন):

২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশের ৬৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে, পৌরসভা স্থায়ী কমিটি (পরিকল্পনা, সেবা ও উন্নয়ন) পৌরসভারআওতাধীন এলাকাসমূহের মধ্যে ভূমি ব্যবহার অনুমোদন বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হবে। পৌরসভা স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন। কমিটি স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৯ এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী গঠন করা হবে।

পৌরসভা স্থায়ী কমিটি একটি শক্তিশালী সেক্রেটারিয়েট দ্বারা ভালভাবে সমর্থিত হবে এবং গবেষণা এবং / অথবা জরিপ পরিচালনা, গণ শুনানির ব্যবস্থা, গোলটেবিল সম্মেলন, সেমিনার বা প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বা আর্থিকভাবে সহায়তা করবে।

প্রস্তাবিত নতুন ভূমি ব্যবহারকে অনুমতি দেওয়া বা অস্বীকার করা উচিত কিনা তা নিশ্চিত করতে পৌরসভা স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে; শর্তাধীন পরিকল্পনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী মেনে চলার ব্যপারে ব্যবস্থা গ্রহণ; কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত। এছাড়া, পৌরসভা স্থায়ী কমিটি অননুমোদিত ভূমি ব্যবহারের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ভূমির ব্যবহার অনুমতির বিকল্পসমূহঃ
একটি প্লটের জন্য অনুমোদিত ভূমি ব্যবহারের সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে তিনটি:

- ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান,
- ভূমির ব্যবহারের শর্তাধীন অনুমতি দেওয়া, বা
- ভূমির ব্যবহার সীমিত।

অনুমোদিত ভূমির ব্যবহারঃ
কোন একটি জোনের মধ্যে শর্তাহীনভাবে অনুমোদিত ভূমির ব্যবহার এই শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করা হয়। নগর আবাসিক অঞ্চল হিসাবে নির্ধারিত একটি জোনের মধ্যে আবাসিক ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হলে তা এই শ্রেণীর অধীনে আসে।

অনুমোদিত শর্তাধীন ভূমির ব্যবহারঃ
এমন ভূমি ব্যবহার যা সাধারণত একটি কমিউিনিটির জন্য অসঙ্গতিপূর্ণ বা ক্ষতিকারক নয় তবে যার সংখ্যা, অবস্থান বা নির্দিষ্ট ব্যবহার প্রকৃতি সেই কমিউিনিটির জীবনধারা, গোপনীয়তা, নিরাপদ বা নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য হুমকির সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে যাতে সম্ভাব্য হুমকি এড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ শিল্প-আবাসিক মিশ্র ভূমি ব্যবহার জোনে, সংযুক্ত ডাইং ইউনিটসহ একটি টেক্সটাইল মিলের জন্য একটি ভূমি ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হল। যেহেতু, এই ভূমি ব্যবহারটি উক্ত জোনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু ডাইং ইউনিট পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকার জন্য ক্ষতিকর, সেহেতু ভূমি ব্যবহার অনুমোদনের জন্য ডাইং ইউনিট বাদ দিয়ে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এখন, শর্তটি মেনে চলার জন্য আবেদনকারীর সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি অনুসরণ করে অনুমতি দেওয়া হয়। এই ধরনের শর্তাধীন ব্যবহারের একটি তালিকা এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ভূমির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণঃ
কোন কমিউনিটির জন্য ক্ষতিকর এরূপ ভূমি ব্যবহার আইন দ্বারা সীমিত করা হয়। এই ধরনের ক্ষতিকারক ভূমি ব্যবহার এই শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করা হয়। একটি নিবিড় আবাসিক এলাকায় একটি সিনেমা হল এর উপস্থিতি এই শ্রেণীর অধীনে একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সুবিধার জন্য, যেকোন জোনের জন্য অনুমোদিত এবং শর্তাধীন অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার বাদে অন্য যে কোনো ব্যবহার ঐ অঞ্চলটির জন্য সীমিত ব্যবহার হিসাবে বিবেচিত হবে।

ভূমি ব্যবহার অনুমতি প্রক্রিয়াঃ
ল্যান্ডউইস পারমিট প্রক্রিয়াটি বেশিরভাগ ইন্টারলিঙ্কিং ক্রিয়াকলাপগুলির একটি পণ্য। পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি প্রবাহ চিত্রতে দেখানো হয়েছে (চিত্র- ৪.২)।

প্রসিকিউটর পৌরসভার মেয়রকে আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিলের মাধ্যমে প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবেদনকারীকে অন্যান্য তথ্য ও নথি সহ একটি মৌজা মানচিত্র সহ প্লট নং, মৌজা নাম ইত্যাদি সহ অন্যান্য তথ্য এবং দলিলপত্র জমা দিতে হবে। ভূমি ব্যবহার অনুমোদন পরিকল্পনাবিদ (এলপিপি) হিসাবে চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনকারীর আবেদনকৃত প্লটের জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহারের সম্মতি পরীক্ষা করবেন। এমতাবস্থায় চার ধরণের পরিস্থিতি সম্ভব:

- জোনের মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবহার হিসাবে অনুমোদন ও তালিকাভুক্ত করা হয়,
- প্রস্তাবিত ব্যবহার ঐ জোনের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,
- জোনের মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবহার শর্তাধীন অনুমোদন লাভ করে ও তালিকাভুক্ত করা হয়
- প্রস্তাবিত ব্যবহার কোন বিভাগের অধীনে তালিকাভুক্ত করা হয় না এবং নতুন ব্যবহার হিসাবে অনুমোদিত হতে পারে

যদি পছন্দসই ব্যবহার অনুমতিপ্রাপ্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় তবে এটি কোনও প্রশ্ন ছাড়াই অনুমোদিত হবে। যদি ইচ্ছাকৃত ব্যবহারটি শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় তবে এলপিপি এটি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এলপিসিকে নির্দেশ করবে। পছন্দসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোন অনুমোদিত বা শর্তাধীন অনুমতি তালিকাগুলিতে পাওয়া না গেলে, অঞ্চলটিতে অনুমোদিত নয় এমন কারণে এলপিপি প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বাতিল করবে।

এ পর্যায়ে, এলপিপি কর্তৃক গৃহীত প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর কাছে সন্তোষজনক না হলে, তিনি পৌরসভার স্থায়ী কমিটির কাছে আবেদন করতে পারেন। যদি কমিটির সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর পক্ষে যায়, তাহলে এলপিপি অনুমোদন প্রদান করবে। পৌরসভার স্থায়ী কমিটি আবেদনকারীকে অনুমোদনের জন্য তার দাবি উপযুক্ত করার জন্য কিছু পরিবর্তন করতে পারে। আবেদনকারী মেনে চলতে এবং নতুন আবেদন করতে পারেন। আবার, আবেদনকারী যদি পৌরসভার স্থায়ীকমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি আদালতের সরণাপন্নহতে পারেন। যদি এলপিপি নিশ্চিত হয় যে, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবহার অনুমোদিত হওয়া উচিত এবং সেই কারণে নতুন ব্যবহার বিভাগের অধীনে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে তবে তিনি সুপারিশ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তদন্তের পরে কমিটি যদি এলপিসি দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়, তবে তারা এটিকে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এলপিপি নতুন ব্যবহার বিভাগের আওতায় ভূমি ব্যবহার এর জন্য অনমোদন প্রদান করে থাকে।

মাঠ পর্যায়ের নজরদারি:

মাঠ পর্যায়ে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ তৈরি না করা পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন করা যাবে না। পৌরসভার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আর্থিক এবং এমনকি বিচারিক ক্ষমতার কারণে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী পৌরসভায় অভিবাসিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পৌরসভা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হবে তার মূল কারণ হচ্ছে অভিবাসন।

এছাড়া পৌরসভা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবৈধ কাঠামো, অননুমোদিত কাঠামো, অনুমোদিত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদি সমস্যা অন্যতম। এগুলির ক্ষেত্রেও পৌরসভার দিক থেকে বিশেষ নজরদারি দরকার। পরিকল্পনায় অনুমোদিত ব্যবহার ও এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা যাচাই করে অননুমোদিত কাঠামো ও ব্যবহার সনাক্তকরণ নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কনসালট্যান্ট সকল ধরনের মন্দ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য যথাযথ কর্মীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কার্যকর বিভাগ গঠনের সুপারিশ করে।

মানুষের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ:

পরিকল্পনা ও প্রতিবেদনগুলি বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে যা মানুষের উপর সরাসরি প্রভাব রয়েছে, কারণ তাদের জমিতে কোন উন্নয়ন সাধনের সময় এই নথিতে প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে, পৌরসভা সাধারণ মানুষের জমির জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগগুলিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ফলে সাধারণ জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা

কঠিন করে তোলে। এই লুকোচুরির মনোভাব অপরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পথ তৈরি করে এবং জনগণ পৌরসভাতে আসার জন্য অনিচ্ছা বোধ করে। কিন্তু বাস্তবিকই, কার্যকরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পৌরসভা, এর নাগরিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা উচিত যা মহাপরিকল্পনার সুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং আপত্তি প্রতিরোধের জন্য জনগণের মধ্যে একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হবে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ইন্টারেক্টিভ সেলকে এই বিষয়ে পরিচালিত করার সুপারিশ করা হল:

- উন্নয়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সমস্যা এবং আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে অধিবাসীদের, পরামর্শদাতাদের এবং ডেভেলপারদের প্রাক-আবেদন পরামর্শ প্রদান।
- কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রাখা; বিশেষত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুন্নত, নির্দিষ্ট চাহিদার অভাব সণাক্তকরণ এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা নির্দেশিকা সরবরাহ করা।
- অনুমোদিত পরিকল্পনার লংঘন বা বিচ্যুতি, পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষতি, পানি প্রবাহে বাধা অথবা ব্যক্তিগত বা জনগোষ্ঠীরলাভের জন্য জলাধার সংরক্ষণ এলাকার ভরাট ইত্যাদি সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং জনগণকে এসবের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে জানানো এবং সেইসাথে এসকল পরিকল্পনা উপাদানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়।
- পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন এবং অঞ্চল বিভাজন পরিকল্পনা আইন সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত করা।
- পরিকল্পনা লঙ্ঘন, কোন এলাকার ভূমি ব্যবহারের লঙ্ঘন এবং বিবিধ বিষয়ক নাগরিকদের অভিযোগগুলির তদন্ত করা এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন করা।

এরকম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপায়গুলো সুবিধাজনক অবস্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর ইন্টারনেটে সরবরাহ করা যেতে পারে। এছাড়াও, ক্ষণে ক্ষণে মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে এধরণের খবর প্রচারিত হতে পারে। পৌরসভাকে অবিলম্বে সব সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে উন্মুক্ত থাকা উচিত যাতে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের আস্থা অর্জন করা যায় ।

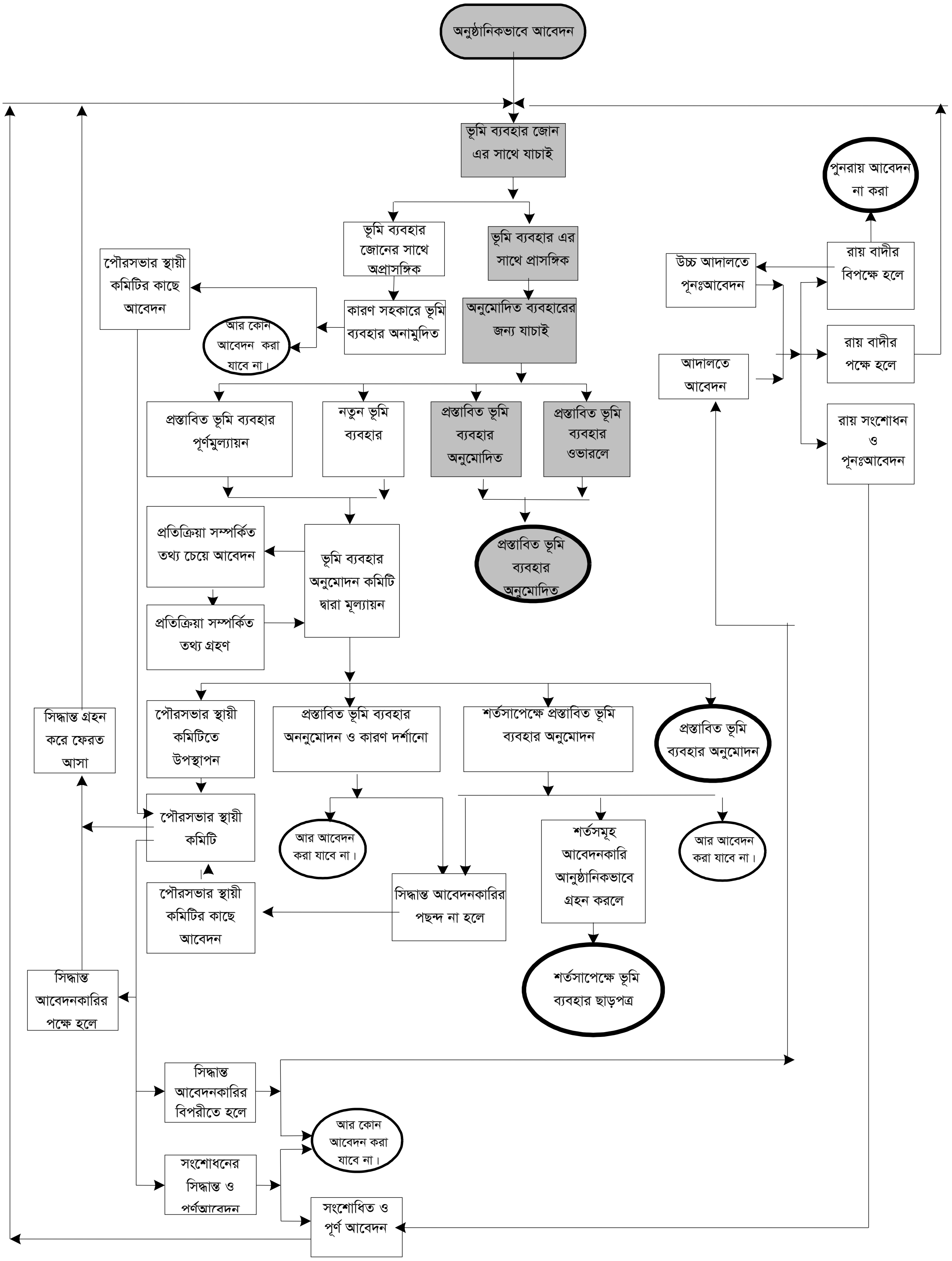

চিত্র- ৪.২ঃ ভূমি ব্যবহার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া

খন্ড- গঃ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

অধ্যায় - ০১ : ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ : বর্তমান অবস্থা ও ত্রুটিসমূহ
অধ্যায় - ০৩ : ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ
অধ্যায় - ০৪ : পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৫ : পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল
অধ্যায় - ০৬ : পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা কৌশল (টিডিএম)
অধ্যায় - ০৭ : পরিবহন গতিহ্রাস (ট্রাফিক কামিং)
অধ্যায় - ০৮ : সড়ক পরিবহন সুবিধা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান

অধ্যায়- ০১: ভূমিকা

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা, প্রধান শহরগুলির ভৌত পরিকল্পনায় বিবেচনাধীন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি। বাংলাদেশের মতো দেশগুলির জন্য এটি অপরিহার্য কারন এদেশের শহরগুলিতে সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় ট্রাফিক ও পরিবহণের সমস্যাগুলি ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে জনগনকে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হয় সেগুলোর মধ্যে যানজট, কালক্ষেপণ, সড়ক দুর্ঘটনা, পথচারীদের জন্য পর্যাপ্ত সেবা সমূহের অভাব, পার্কিং সুবিধার অপর্যাপ্ততা, বায়ু এবং শব্দ দূষণ, নগরবাসীদের জন্য অপর্যাপ্ত পরিবহন সুবিধা অন্যতম। তবে বাংলাদেশের বেশিরভাগ বড় শহরগুলোতে সাধারন সমস্যাটি হল যানজট। এই অধ্যায়ে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.১ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক মান, সরকারী পরিকল্পনা ও স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে পরিবহন সেবার উন্নয়ন লক্ষ্য সাধারণত যে মূলমন্ত্র অনুসরণ করে তা হলঃ

"সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সার্বজনীন এবং টেকসই বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থা।"

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে নিম্নবর্নিত উদ্দেশ্য সমূহ ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়-

- ❖ একটি মানানসই বহুমুখী (হাঁটা, সাইক্লিং, ট্রানজিট) পরিবহন নেটওয়ার্ক বিকাশ
- ❖ পার্কিং চাহিদা-যোগান ব্যবস্থাপনার জন্য একটি যথাযথ কৌশল নির্ধারণ
- ❖ বিভিন্ন ভ্রমন চাহিদা ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা সনাক্ত করা এবং তদানুযায়ী অগ্রাধিকারগুলো খুঁজে বের করা।
- ❖ পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

চিত্র- ১.১: টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার অনুক্রম

সূত্র: কিল-ফিঞ্চ পরিবহন পরিকল্পনা, ২০১৬

জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ-

- ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সমাধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনা এবং একমুখী চলন, ভারী যানবাহনের জন্য প্রবেশ সীমাবদ্ধ করণ, উন্নত সংকেত ব্যবস্থা, ট্র্যাফিক আইল্যান্ড, চৌমুহনী, পথচারী পারাপার, মোড় নেয়ার জন্য লেন চিহ্নিতকরণ, বাঁক নেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যাসার্ধ, পার্কিং নীতিমালা এবং পথচারী ও রিকশার জন্য পৃথক লেন ইত্যাদি বিষয় সমন্বয় করে একটি বাস্তবসম্মত স্বল্পমেয়াদী যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- অযান্ত্রিক যান চলাচল জরিপ করা যা মূলত সাইকেল ও রিক্সা। অন্যান্য যানবাহনগুলিতে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করে কিভাবে এই অযান্ত্রিক যানের সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে বিশেষ সুপারিশ প্রদান। এছাড়াও প্রস্তাবনায় পথচারীদের এবং তাদের নিরাপত্তা বিষয়াবলী বিবেচনা করা।
- পরিবহন পথ, বাস এবং ট্রাক স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ মূল্যায়ন এবং পৌরসভা মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহার করে এই খাতে ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রদান।
- ভূ-মানচিত্র ও বেস ম্যাপের উপর ভিত্তি করে একটি রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা তৈরি করা। রাস্তার উন্নয়ন বিষয়ক মানদণ্ড সুপারিশ করা যা রাস্তার সল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কাজের সময় একটি নির্দেশনা হিসাবে কাজ করবে। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ট্রাফিক আইন প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

১.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি

পৌরসভাতে জলপথ অনুপস্থিত। এই কারণে পরিবহন ও যাতায়াত জরিপের সময় শুধুমাত্র রোড নেটওয়ার্ককে বিবেচনা করা হয়েছে। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক উভয় প্রকার যানবাহনই এ পৌরসভা এলাকায় চলতে দেখা যায়। পরিবহন জরিপ পরিচালনার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ২ টি ভিন্ন অবস্থান চিহ্নিত করেছেন যেখানে পৌরসভায় প্রবেশ ও প্রস্থানের ৪ টি লিঙ্ক রয়েছে। জরিপ স্টেশনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারণি- ১.১: জরিপ স্টেশনের বর্ণনা

চত্ত্বর নং	সার্ভে স্টেশন	লিঙ্ক নং	লিঙ্কের নাম	ট্রাফিকের দিক সংখ্যা	জরিপ ঘন্টা
০১	বাটার মোড়	০৪	সদর রোড	০৮	১৬ (প্রতি দলের ৮ ঘন্টার ২ শিফট)
০২	পাচুর মোড়	০৪	সদর রোড	০৮	১৬ (প্রতি দলের ৮ ঘন্টার ২ শিফট)

সূত্রঃ পরিবহন জরিপ, ২০১৭।

ট্রাফিক ভলিউম বলতে বুঝায় প্রতি একক সময়ে কোন রাস্তার একটি নির্দিষ্ট সেকশনে যে সংখ্যক যানবাহন অতিক্রম করে। ট্রাফিক ভলিউম যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল উভয় ভাবেই নির্ণয় করা যায়। একই দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ট্রাফিক চলাচলে বৈচিত্র্য পরিমাপ করা হয়েছে। শহরের এমন কিছু স্থানে ট্রাফিক গণনা করা হয়েছে যেখানে পরিবহন চলাচল সবচেয়ে বেশি। চলমান ট্রাফিক গণনা করা হয়েছে তাদের দুই দিকে চলাচল বিবেচনা করে যা 'মোড় বরাবর' ও 'মোড় থেকে' এই দুই নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেসব যান মোড়ের দিকে চলাচল করে সেগুলো 'মোড় থেকে' নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বিপরীত দিকের গুলো 'মোড় বরাবর' নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য 'টালি শিট' পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটি নমুনা 'টালি শিট' এবং একটি উৎপত্তি-গন্তব্য জরিপ (Origin-Destination Survey) শিট সার্ভে রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে যুক্ত করা হয়েছে।

গণনাকৃত যানবাহনের সংখ্যা যাত্রী-বাহন এককে (পিসিইউ) রূপান্তর করা হয়েছে। যাত্রী-বাহন একক হল বিভিন্ন ধরনের যানবাহনকে একটি সাধারন সমতুল্য এককে প্রকাশ করার পদ্ধতি। প্রতিটি গাড়ির জন্য পিসিইউ মান গণনা করার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ধরনের যানবাহনকে একই সমতুল্য এককের মধ্যে নিয়ে আসা যেন একটি সাধারণ ফলাফল বের করা যায়। বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী ধারন ক্ষমতা, পণ্য পরিবহন সক্ষমতা ও রাস্তার উপর যানটি কর্তৃক অধিগৃহীত স্থানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন যানের বিভিন্ন যাত্রী-বাহন একক (পিসিইউ) রয়েছে। প্রতিটি যানের সংখ্যাকে তাঁদের নিজ নিজ পিসিইউ মান দ্বারা গুন করার পর মোট পিসিইউ মান গণনা করা হয়েছে।

পরিবহন জরিপ সঞ্চালনের জন্য ১৫ মে, ২০১৭ দল গঠন করা হয়। মেয়র, কাউন্সিলর, প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশাজীবীর উপস্থিতিতে জয়পুরহাট পৌরসভায় ১৬ মে, ২০১৭ তারিখে একটি পরিচয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জরিপের দিনক্ষণ এবং জরিপের স্থান ওই সভাতেই ঠিক করা হয়।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ১৮ মে, ২০১৭ কে কর্মদিবস হিসেবে, ১৯ মে, ২০১৭ হাটবার হিসেবে এবং ২০ মে, ২০১৭ ছুটির দিন হিসেবে পরিবহন জরিপ পরিচালনার সুপারিশ করেন। তাদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে দৈনিক ১৬ ঘণ্টা জরিপের সময় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ ১৬ ঘণ্টাতেই মূলত যান চলাচল বেশি হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এই ১৬ ঘন্টার গ্রোথ ফ্যাক্টর ধরে ২৪ ঘন্টার জন্য তথ্য তৈরি করা হয়েছে।

যানজটের প্রধান প্রধান কারন এবং পরিবহন নেটওয়ার্কের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেগুলো হলঃ বিভিন্ন দিকে ট্রাফিক ভলিউম গণনা, গতিবেগ ও বিলম্ব জরিপ, পৌর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উৎপত্তি-গন্তব্য জরিপ (origin-destination survey) এবং উদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে পৌরবাসীর সাথে আলোচনা ইত্যাদি। পৌর এলাকার মধ্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ও ধরন একাধিক উৎপত্তি-গন্তব্য জরিপ (origin-destination survey) এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। পৌরসভার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উৎপত্তি-গন্তব্য জরিপ করা হয়েছে। এগুলো হল-

- জয়পুরহাট কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড
- রেল ষ্টেশন
- পাঁচুর মোড়
- খঞ্জনপুর চৌরাস্তা এবং
- ট্রাক টার্মিনাল

দিনের শীর্ষ সময়ে (Peak Hour) অর্থাৎ সকাল ৬টা থেকে রাত ১০ টা এবং বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টার মধ্যে এবং ট্রেনের সময়সূচী অনুসারে উৎপত্তি-গন্তব্য জরিপ করা হয়। পরামর্শক দল ট্রাফিক জরিপের মাধ্যমে যানবাহনের পরিমাণ ও চলাচলের ধরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি মানুষের মনোভাব ও অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করেছে।

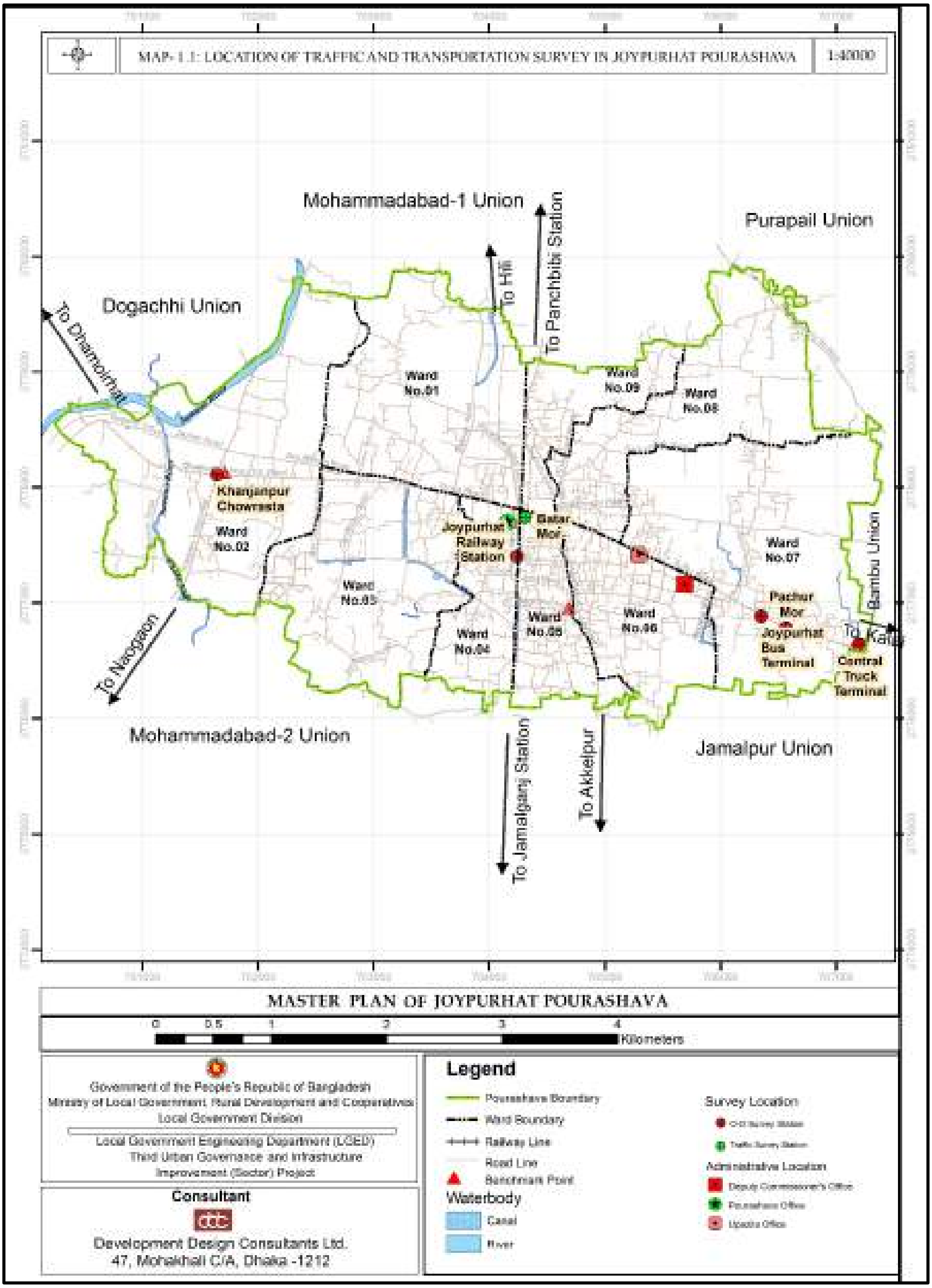

মানচিত্র- ১.১: জয়পুরহাট পৌরসভায় পরিবহন জরিপ স্টেশনের অবস্থান

সূত্র: পরিবহন ও যাতায়াত জরীপ, ২০১৭

অধ্যায়- ০২: বর্তমান অবস্থা ও ত্রুটিসমূহ

২.১ পৌরসভায় বিদ্যমান পরিবহণ অবকাঠামো ও সুবিধাদি

সড়ক: জয়পুরহাট পৌরসভার মোট সীমানার মধ্যে ১৮৯.০৪ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। বেশিরভাগ রাস্তাই পাকা যা শহরের জন্য একটি ভাল দিক। প্রকৃতপক্ষে, ১১৩.২৪ কিলোমিটার সড়ক পাকা পাওয়া গেছে যা মোট সড়কের ৬৫% এর বেশি। রাস্তাগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে শ্রেণিকরণ করা হয়-পাকা, কাঁচা এবং আধা-পাকা। ভাঙ্গা পাকা রাস্তা বা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) উভয়ই আধা-পাকা রাস্তা। এই ধরনের রাস্তা প্রায় ১৬% এর বেশি। আধা-পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩১.৬৮ কিলোমিটার এবং কাঁচা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৪৪.১২ কিলোমিটার যা মোট রাস্তার ২২%।

সারণি- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার সড়কের বিবরণ (দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে প্রকাশিত)

ওয়ার্ড নং	পাকা	%	আধা-পাকা	%	কাঁচা	%	মোট	%
০১	১৬.১২	১৪.২৪	৪.১৪	১৩.০৭	২.৬৮	৬.০৭	২২.৯৪	১২.১৪
০২	১৩.০৬	১১.৫৩	৪.২০	১৩.২৬	৬.৬১	১৪.৯৮	২৩.৮৭	১২.৬৩
০৩	১৭.৯৩	১৫.৮৪	২.২৮	৭.১৯	৫.৪৮	১২.৪৩	২৫.৬৯	১৩.৫৯
০৪	৯.২০	৮.১২	২.৬৭	৮.৪৩	৩.০১	৬.৮৩	১৪.৮৮	৭.৮৭
০৫	১১.৪৮	১০.১৪	৩.৯২	১২.৩৬	৩.১১	৭.০৫	১৮.৫০	৯.৭৯
০৬	১৩.৯২	১২.২৯	৩.০২	৯.৫৩	৫.৫০	১২.৪৬	২২.৪৪	১১.৮৭
০৭	১৭.২৮	১৫.২৬	৫.৪০	১৭.০৩	৬.২৫	১৪.১৬	২৮.৯২	১৫.৩০
০৮	৮.৭০	৭.৬৮	৪.২৯	১৩.৫৩	৮.৬৩	১৯.৫৬	২১.৬১	১১.৪৩
০৯	৫.৫৫	৪.৯১	১.৭৭	৫.৬০	২.৮৫	৬.৪৭	১০.১৮	৫.৩৯
মোট	**১১৩.২৪**	**১০০**	**৩১.৬৮**	**১০০**	**৪৪.১২**	**১০০**	**১৮৯.০৪**	**১০০**

সূত্রঃ ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭।

ওয়ার্ড নং ০৩-এ পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ এবং ওয়ার্ড নং -০৯-এ সর্বনিম্ন। মোট ১৭.৯৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ওয়ার্ড নং ০৩ এ বিদ্যমান। কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ড নং ০৮ এ এবং সবচেয়ে কম ওয়ার্ড নং ০১ এ। ওয়ার্ড নং ০৭ এ আধা-পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ এবং ওয়ার্ড নং ৯ এর সর্বনিম্ন।

গুরুত্বপূর্ণ সড়ক: কয়েকটি আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়ক পৌরসভার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এর মধ্যে থানা রোড, ক্যাডেট কলেজ প্রবেশ রোড, ধামইরহাট-জয়পুরহাট রোড, নওগাঁ-জয়পুরহাট রোড, সদর রোড, জয়পুরহাট-আক্কেলপুর মহাসড়ক, হাসপাতাল রোড, জয়পুরহাট সিটি বাই-পাস, জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক, নতুন হাট রোড, ধানমন্ডি রোড, বদর উদ্দিন রোড, হাজী মাদ্রাসা রোড, জয়পুরহাট সুগার মিল রোড, স্টেশন রোড, পূর্ববাজার মসজিদ রোড, স্টেডিয়াম রোড, সোনার পট্টি রোড এবং বুড়ীতলা রোড অন্যতম।

সারণি- ২.২: পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাসমূহ

ক্রমিক নং	রাস্তার নাম	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	শহিদ জিয়া কলেজ রোড	৭.৮৭	৩.৪
২	সরকারি এতিমখানা রোড	৭.৮৭	০.৬
৩	মণ্ডল পাড়া প্রধান রোড	৮.২০	০.৬
৪	জাউবাড়ি রোড	৯.৮৪	০.৫
৫	গারিয়াকান্ত রোড	৯.৮৪	০.৮
৬	পাঁচুরচক রোড	৯.৮৪	৬.০
৭	সবুজনগর রোড	৯.৮৪	১.১

ক্রমিক নং	রাস্তার নাম	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
৮	কলেজ রোড	৯.৮৪	১.০
৯	আউশঘারা রোড	৯.৮৪	২.০
১০	রেজিস্ট্রি অফিস রোড	১০.৫০	০.৮
১১	বন বিভাগ সড়ক	১১.৪৮	১.৬
১২	পাঁচুরচক বাবুপাড়া	১১.৮১	০.৭
১৩	বুড়ীতলা রোড	১১.৮১	০.৯
১৪	সোনারপট্টি রোড	১২.১৪	০.২
১৫	স্টেডিয়াম রোড	১৩.১২	১.৬
১৬	পূর্ব বাজার মসজিদ রোড	১৩.১২	০.৩
১৭	স্টেশন রোড	১৩.১২	০.৩
১৮	জয়পুরহাট সুগারমিল সড়ক	১৩.১২	১.০
১৯	হাজি মাদ্রাসা রোড	১৩.১২	০.৫
২০	বদর উদ্দিন রোড	১৩.১২	০.৮
২১	ধানমন্ডি রোড	১৬.৪০	০.৭
২২	নতুন হাট রোড	১৬.৪০	০.৫
২৩	জয়পুরহাট -হিলি মহাসড়ক	১৮.০৪	১.৫
২৪	জয়পুরহাট বাইপাস রোড	১৮.৩৭	২.৩
২৫	হাসপাতাল রোড	১৯.৬৮	১.০
২৬	জয়পুরহাট-আক্কেলপুর মহাসড়ক	২২.৯৬	১.৮
২৭	সদর রোড	২৬.২৪	৩.৩
২৮	জয়পুরহাট - নওগা সড়ক	২৬.২৪	১.২
২৯	জয়পুরহাট - ধামইরহাট সড়ক	২৬.২৪	৩.২
৩০	ক্যাডেট কলেজ প্রবেশ রোড	৩১.১৬	০.৭
৩১	থানা রোড	৩২.৮০	০.৯
	মোট দৈর্ঘ্য		**৪১.৮০**

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) এবং জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

রেলওয়ে: জয়পুরহাট পৌরসভায় রেল সেবা খুবই জনপ্রিয়। জয়পুরহাট রেলওয়ে স্টেশন উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। সান্তাহার এবং পার্বতীপুর- এ দুটি বৃহৎ রেল জংশন এই স্টেশন থেকে খুব কাছে অবস্থিত। দৈনিক বেশকিছু ট্রেন এই স্টেশন থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যায়। জয়পুরহাট বাংলাদেশের একটি সীমান্ত জেলা এবং হিলি স্থল বন্দর জয়পুরহাটের খুব কাছাকাছি অবস্থিত, তাই বহু লোক যারা ভারত, নেপাল, ভুটান যেতে চায় তারা রেলে জয়পুরহাট আসে। বর্তমানে সাতটি আন্তঃনগর ট্রেন ও দুটি মেইল ট্রেন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা, খুলনা, দিনাজপুর, চিলাহাটি এবং রাজশাহী যাত্রী পরিবহণ করে থাকে। একতা এক্সপ্রেস, রূপসা এক্সপ্রেস, বরেন্দ্র এক্সপ্রেস, তিতুমীর এক্সপ্রেস, সীমান্ত এক্সপ্রেস, দ্রুতযান এক্সপ্রেস এবং নীলসাগর এক্সপ্রেস এ সাতটি আন্তঃনগর ট্রেন। রকেট এক্সপ্রেস এবং উত্তরা এক্সপ্রেস এ দুটি মেইল ট্রেন।

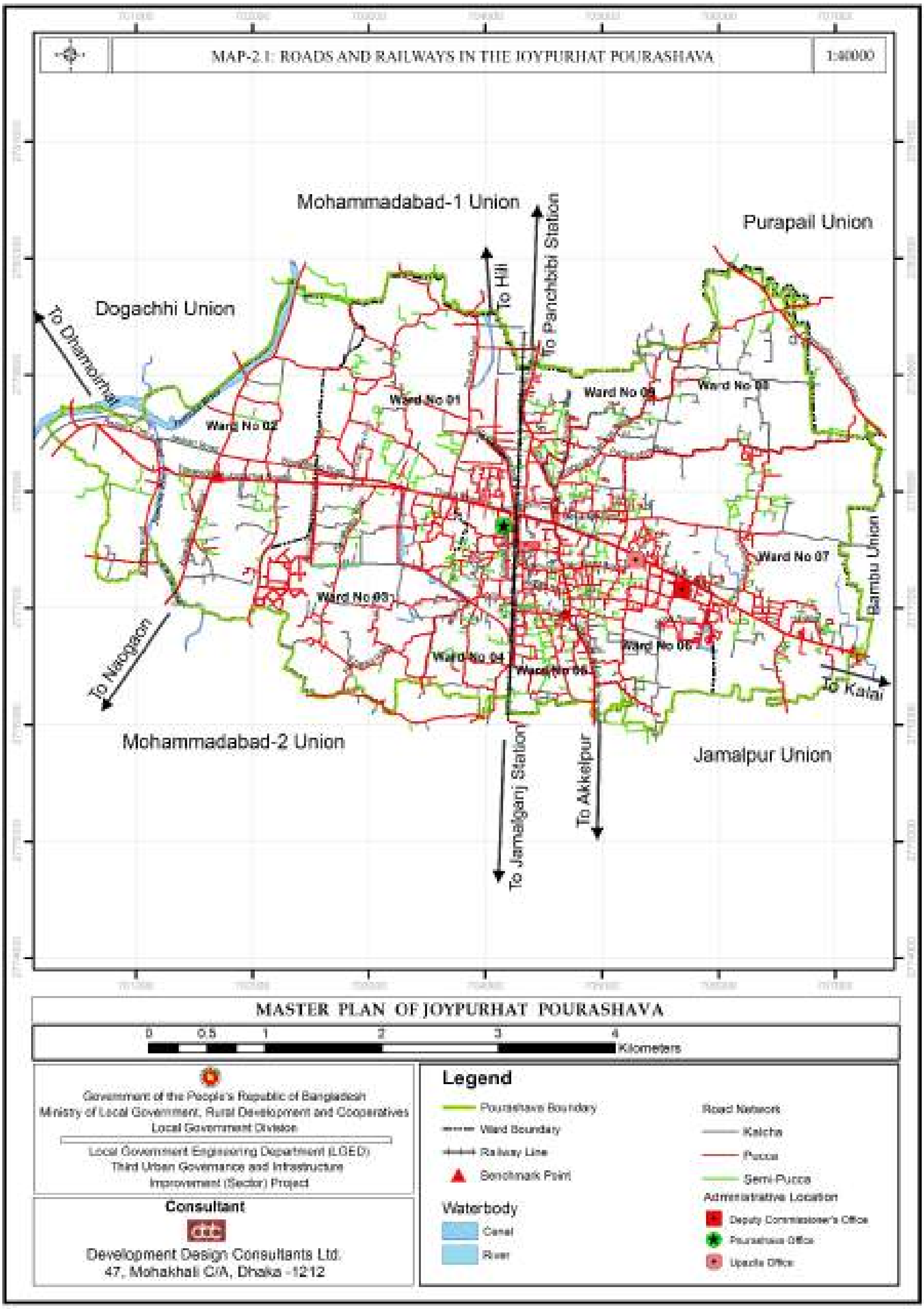

মানচিত্র- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার সড়কপথ ও রেলপথ

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

সারণি- ২.৩: জয়পুরহাট থেকে আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচী

ট্রেন নং	নাম	বন্ধের দিন	থেকে	ছাড়ার সময়	হতে	আগমন
৭০৫	একতা এক্সপ্রেস	মঙ্গলবার	জয়পুরহাট	১৬.০৯	দিনাজপুর	১৮.৫০
৭০৬	একতা এক্সপ্রেস	সোমবার	জয়পুরহাট	১.১৩	ঢাকা	৮.১০
৭২৭	রূপসা এক্সপ্রেস	বৃহস্পতিবার	জয়পুরহাট	১৪.১২	চিলাহাটি	১৭.০০
৭২৮	রূপসা এক্সপ্রেস	বৃহস্পতিবার	জয়পুরহাট	১০.৫৯	খুলনা	১৭.১০
৭৩১	বরেন্দ্র এক্সপ্রেস	রবিবার	জয়পুরহাট	১৮.১৩	চিলাহাটি	২১.৫০
৭৩২	বরেন্দ্র এক্সপ্রেস	রবিবার	জয়পুরহাট	৯.০০	রাজশাহী	১২.০৫
৭৩৩	তিতুমীর এক্সপ্রেস	বুধবার	জয়পুরহাট	৯.৪৩	চিলাহাটি	১৩.০০
৭৩৪	তিতুমীর এক্সপ্রেস	বুধবার	জয়পুরহাট	১৭.২৮	রাজশাহী	২১.৫০
৭৪৭	সীমান্ত এক্সপ্রেস	নাই	জয়পুরহাট	৩.৩০	চিলাহাটি	৬.২০
৭৪৮	সীমান্ত এক্সপ্রেস	নাই	জয়পুরহাট	২১.৩৮	খুলনা	৪.১৫
৭৫৬	দ্রুতযান এক্সপ্রেস	বুধবার	জয়পুরহাট	২.৩৪	দিনাজপুর	৪.৪০
৭৫৮	দ্রুতযান এক্সপ্রেস	বুধবার	জয়পুরহাট	১১.৩৪	ঢাকা	১৮.১০
৭৬৫	নীলসাগর	সোমবার	জয়পুরহাট	১৪.৪৭	চিলাহাটি	১৭.৪৫
৭৬৬	নীলসাগর	রবিবার	জয়পুরহাট	০.২০	ঢাকা	৭.১০

সূত্র: বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২০১৭

সারণি- ২.৪: জয়পুরহাট থেকে মেইল এক্সপ্রেস ট্রেন

ট্রেন নং	নাম	বন্ধের দিন	থেকে	ছাড়ার সময়	হতে	আগমন
২৩	রকেট এক্সপ্রেস	নাই	জয়পুরহাট	২০.২০	পার্বতীপুর	২২.০০
২৪	রকেট এক্সপ্রেস	নাই	জয়পুরহাট	১০.৪১	খুলনা	২৩.৪৫
৩১	উত্তরা এক্সপ্রেস	নাই	জয়পুরহাট	১৮.২৯	পার্বতীপুর	২০.১৫
৩২	উত্তরা এক্সপ্রেস	নাই	জয়পুরহাট	৫.০৯	রাজশাহী	১০.২০

সূত্র: বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২০১৭

রেলওয়ে স্টেশন: জয়পুরহাট পৌরসভায় রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫.৪৫ কিমি। ওয়ার্ড নং ০৪ এ জয়পুরহাট রেল স্টেশন অবস্থিত। রেলওয়ে স্টেশনের আয়তন ৩.৭৯ একর। নিম্নলিখিত সারণিতে রেল অবকাঠামোর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

সারণি- ২.৫: পৌরসভায় রেল অবকাঠামোর অবস্থা

রেল লাইন ও স্টেশন	অবস্থান	মোট ব্যাপ্তি
রেল স্টেশন	ওয়ার্ড নং-৪	৩.৭৯ একর
রেল লাইন	ওয়ার্ড নং-১	১.৭৪ কিঃমিঃ
	ওয়ার্ড নং-৪	১.৬৮ কিঃমিঃ
	ওয়ার্ড নং-৫	১.৯৯ কিঃমিঃ
	ওয়ার্ড নং-৯	০.০৪ কিঃমিঃ

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

জলপথ: যমুনা নদী পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। যমুনা নদী ব্যবহার করে কোনও পানি পথ নাই।

ট্রাক টার্মিনাল: ট্রাক টার্মিনাল ওয়ার্ড নং ৭ এ অবস্থিত এবং এর আয়তন ৩.৬৪ একর। ট্রাক টার্মিনালের ৫০ টি ট্রাক ধারণ ক্ষমতা। বর্তমানে, প্রায় ৩০ টি ট্রাক এই টার্মিনালটি ব্যবহার করছে।

নৌ-ঘাট: পৌরসভায় কোন নৌ-ঘাট নেই।

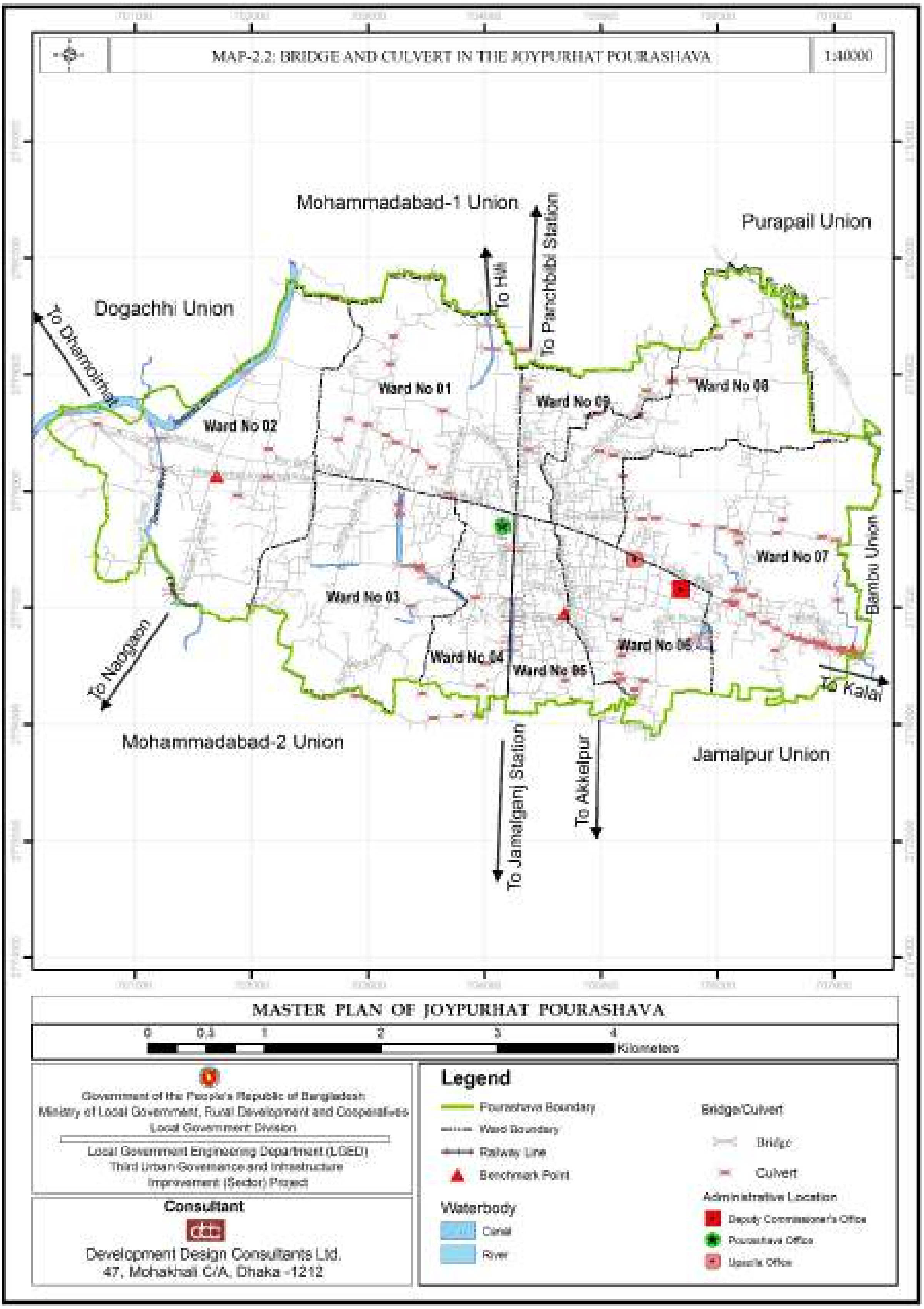

মানচিত্র- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভার সেতু এবং কালভার্ট

সূত্রঃ ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

বাস টার্মিনাল: ১.৮৭ একর এলাকা জুড়ে পৌরসভাতে ১ টি বাস টার্মিনাল রয়েছে। টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা একই সাথে ৫০টি বাস। প্রায় ২০০০ যাত্রী এই বাস টার্মিনালটি প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকেন।

সেতু এবং কালভার্ট: সেতু এবং কালভার্ট সাধারণত যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য নদী ও খালের উপর নির্মিত হয়ে থাকে। পৌরসভাতে বিভিন্ন আকারের ২ টি সেতু এবং ৯৫ টি কালভার্ট রয়েছে। ওয়ার্ড নং ৫ এ সর্বোচ্চ সংখ্যক সেতু রয়েছে। ওয়ার্ড নং ৪, ৭, ৮ এবং ৯ এ কোন সেতু নেই। প্রতিটি ওয়ার্ডে কালভার্ট রয়েছে অর্থাৎ সকল ওয়ার্ডে কিছু নিচু জমি আছে। সর্বাধিক সংখ্যক কালভার্ট রয়েছে ওয়ার্ড নং ৭ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক কালভার্ট রয়েছে ওয়ার্ড নং ৪ এ।

সারণি- ২.৬: পৌরসভায় সেতু এবং কালভার্ট এর অবস্থা

ওয়ার্ড নং	সেতু	কালভার্ট	মোট		ওয়ার্ড নং	সেতু	কালভার্ট	মোট
ওয়ার্ড নং ০১	০	১১	১১		ওয়ার্ড নং ০৬	০	৮	৮
ওয়ার্ড নং ০২	২	৫	৭		ওয়ার্ড নং ০৭	০	৪৫	৪৫
ওয়ার্ড নং ০৩	০	৭	৭		ওয়ার্ড নং ০৮	০	১১	১১
ওয়ার্ড নং ০৪	০	২	২		ওয়ার্ড নং ০৯	০	৩	৩
ওয়ার্ড নং ০৫	০	৩	৩		**মোট**	**২**	**৯৫**	**৯৭**

সূত্রঃ ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

২.২ যানবাহনের পরিমাণ

একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা, গতিপ্রকৃতি শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণের জন্য যানবাহন পরিমাপ জরিপ করা হয়। ক্রান্তি প্রবাহকাল চিহ্নিত করতে, যানবাহন স্বাভাবিক চলাচলের উপর ভারী যানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে অথবা চলাচল করা যানবাহনের পরিমাণের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে এইসব তথ্য সাহায্য করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাস্তায় ও মোড়ে চলাচল করা যানবাহনের তথ্য এবং তা থেকে প্রাপ্ত PCU নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের মধ্যে উপস্থাপন করা হল।

এক্ষেত্রে মোড়গুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য যে পরিমাণগত মাত্রাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল যানবাহনের পরিমাণ ও ধারন ক্ষমতার অনুপাত। ধারন ক্ষমতা হল কোন রাস্তার বিদ্যমান চলাচল অংশে বিদ্যমান যানবাহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে তার সংখ্যা। ধারন ক্ষমতা প্রকাশের একক হল পিসিইউ/ঘণ্টায় (PCU/hour)। যানবাহনের শীর্ষক পরিমাণ (Peak Traffic Volume) হল দিনের শীর্ষক সময়ে কোন রাস্তার একটি নির্দিষ্ট অংশে প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ যানবাহন চলাচল করে। একে পিসিইউ/ঘণ্টা (PCU/hour) এককে প্রকাশ করা হয়।

বাটার মোড়

বাটার মোড়ে প্রতি ঘন্টায় যানবাহন প্রবাহের বৈচিত্র্যতা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। দেখা যায় যে বিভিন্ন সংযোগে (link) যানবাহনের পরিমাণ বিভিন্ন। প্রতিটি সংযোগের ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষক সময় নির্দেশ করে যে সারা দিন ধরে যানবাহনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। বগুড়া থেকে বাটার মোড় সংযোগের শীর্ষক সময় বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। এইসময় এ সংযোগে প্রতি ঘণ্টায় ১৪০০ পিসিইউ এরও বেশি যানবাহন চলাচল করে।

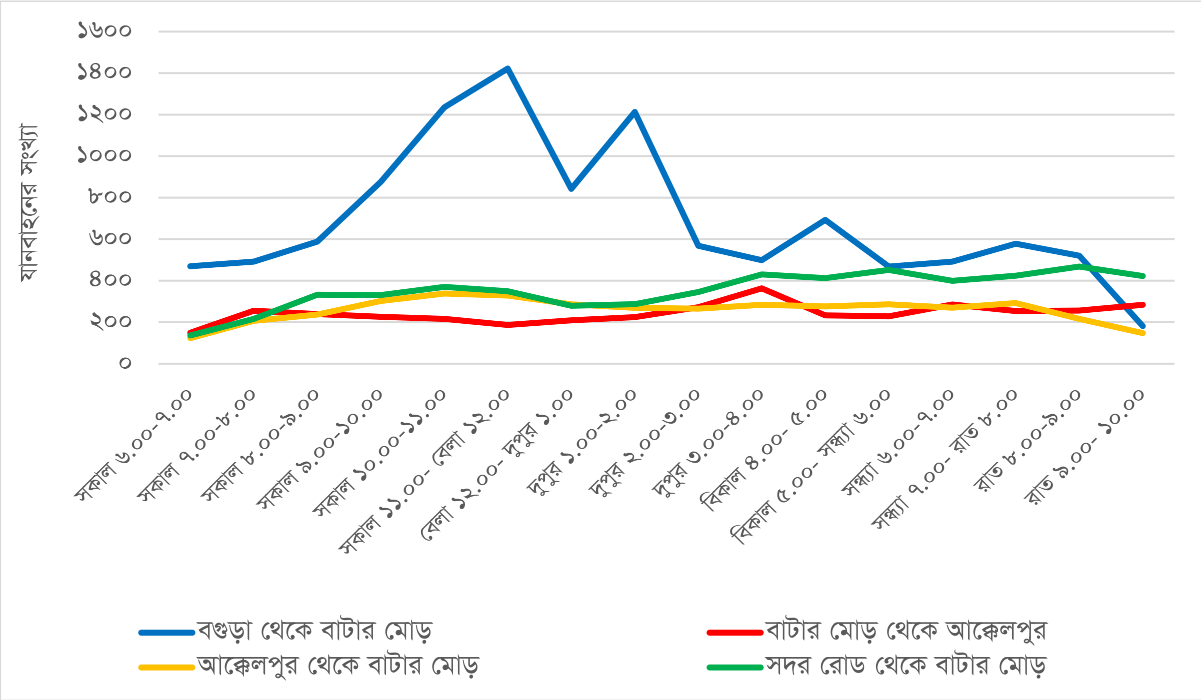

চিত্র- ২.১: বাটার মোড়ে যানবাহনের পরিমাণ (পিসিইউ /ঘণ্টা)

সূত্রঃ পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ, ২০১৭

<u>পাঁচুর মোড়</u>

পাঁচুর মোড় থেকে হিলি সংযোগের শীর্ষক সময় বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। ওই সময় প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ পিসিইউ এরও বেশি যান চলাচল করে এই সংযোগে। এসব যানবাহনের অধিকাংশই হিলি স্থল বন্দর থেকে পাঁচুর মোড় হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচল করে। নওগাঁ থেকে পাঁচুর মোড় সংযোগে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৩০০ পিসিইউ প্রতি ঘণ্টায়) যান চলাচল করে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত নওগাঁ থেকে পাঁচুর মোড় বরাবর সর্বোচ্চ সংখ্যক (প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ পিসিইউ) যান চলাচল করে।

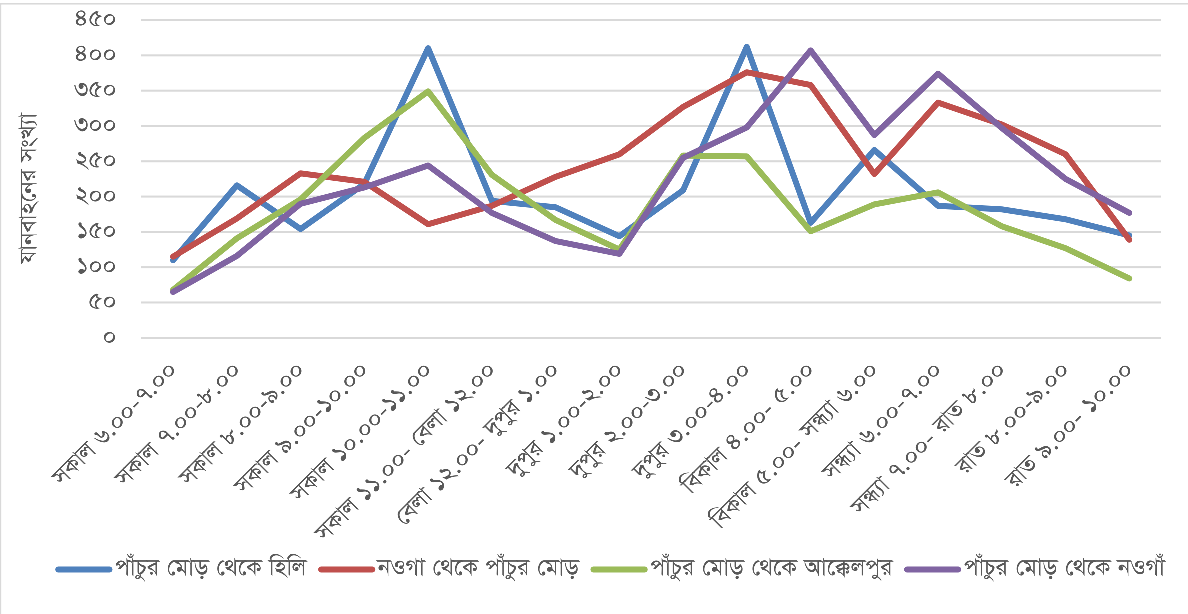

চিত্র- ২.২: পাঁচুর মোড় যান চলাচলের হার (পিসিইউ /ঘণ্টা)।

সূত্রঃ পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ, ২০১৭

যানবাহনের প্রকারভেদ

জয়পুরহাট পৌরসভায় মোট চলাচলকৃত যানবাহনের ২০% বাস/মিনিবাস, ৮% ভারী/হালকা ট্রাক, ২২% ইজিবাইক, ১৩% মোটরসাইকেল এবং ২৫% রিকশা/ভ্যান। রাজশাহী-জয়পুরহাট সড়কে চলাচলকৃত যানবাহনের মধ্যে বাস/মিনিবাস এর শতকরা হার সর্বোচ্চ (প্রায় ৪৪%) এবং এরপরে আছে অটো-রিক্সা (প্রায় ১৫%)। থানা রোড, ক্যাডেট কলেজ প্রবশ রোড, ধামইরহাট-জয়পুরহাট রোড, নওগাঁ-জয়পুরহাট রোড ও হাসপাতাল রোডে অটোরিকশা চলাচলের শতকরা হার যথাক্রমে ২২%, ১৯% এবং ২১%। ঢাকা-জয়পুরহাট রোডে মোট চলাচলকৃত যানবাহনের ৪৩% বাস/মিনিবাস, ৩৪% হালকা/ভারী ট্রাক এবং ৮% হল অটোরিকশা।

সপ্তাহান্তে ঢাকা-জয়পুরহাট সড়কে মোট চলাচলকৃত যানবাহনের ৩৫% মিনিবাস/বাস, ২৫% ভারী/হালকা ট্রাক এবং ১৬% অটো-রিক্সা। জয়পুরহাট - রাজশাহী সড়ক ও জয়পুরহাট - কালাই সড়কে অটোরিকশার শতকরা হার সর্বোচ্চ (৩৩%)। জয়পুরহাট-আক্কেলপুর মহাসড়কে এ হার ১৫% এবং রেজিস্ট্রি অফিস রোডে ১৬%। জয়পুরহাট-হিলি রোডে বাস/মিনিবাসের হার সর্বোচ্চ (৪৯%)।

সপ্তাহান্তে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত অটোরিক্সার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। রিক্সার মোট পিসিই ৭৫০০ এবং তা থাকে সকাল ৪ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত। ভারী/হালকা ট্রাক এবং বাস/মিনিবাসের পরিমাণ প্রায় একই যা সকাল থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় মানুষ ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় যাত্রা শুরু করে, ফলে বাস ও ট্রাকের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

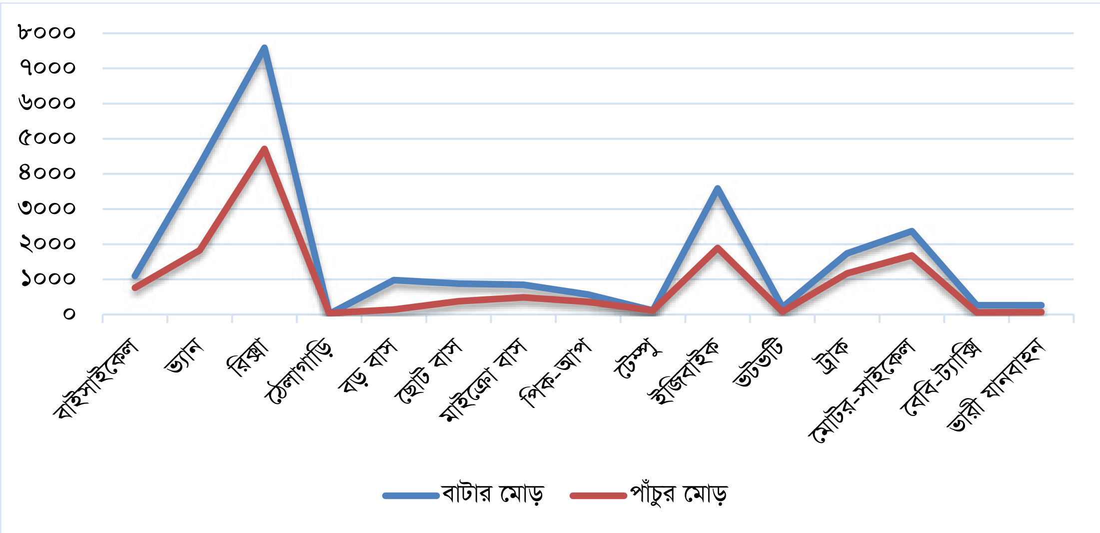

চিত্র- ২.৩ঃ জরিপ স্থানে বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের সংখ্যা

সূত্রঃ যাতায়াত ও পরিবহন জরিপ, ২০১৭

২.৩ সেবামান (যানজট এবং বিলম্বের তীব্রতা)

একটি রাস্তায় কি পরিমাণে যানবাহন চলাচল করে তার উপর নির্ভর করে রাস্তার সেবামানের তারতম্য হতে পারে। রাস্তার বিভিন্ন যান প্রবাহের অবস্থা এবং যানবাহনের পরিমানের উপর ভিত্তি করে ঐ রাস্তা প্রাপ্ত সেবার মান কেমন হবে তা 'হাইওয়ে ক্যাপাসিটি ম্যানুয়াল' এ "সেবামান" (Level of Service) নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ম্যানুয়াল দ্বারা নির্বাচিত ছয় স্তরের সেবামানের জন্য রাস্তার সেবামানের বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে, স্তর 'এ' সর্বোচ্চ এবং স্তর 'এফ' সর্বনিম্ন সেবামান নির্দেশ করেঃ

সেবা স্তর "এ":

এ অবস্থায় যানবাহনের পরিমাণ কম থাকে। যার ফলে যানবাহনের অবাধ প্রবাহ এবং উচ্চ গতি পাওয়া যায়। যানবাহনের ঘনত্ব কম থাকে। এই স্তরের জন্য যানবাহনের সংখ্যা ও রাস্তার ধারন ক্ষমতার অনুপাত সর্বোচ্চ ০.৩৩ হতে পারে। নিম্নলিখিত সারণিতে পৌরসভার অভ্যন্তরীন বিভিন্ন সংযোগের সেবামানের অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জরিপের অন্তর্ভূক্ত আটটি সংযোগের মধ্যে পাঁচটি সেবামান 'এ' শ্রেণি ভুক্ত।

সেবা স্তর " বি":

সীমিত গতির সাথে স্থিতিশীল প্রবাহ এই সেবাস্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই স্তরের জন্য যানবাহনের সংখ্যা ও রাস্তার ধারন ক্ষমতার অনুপাত সর্বোচ্চ ০.৫০ হতে পারে।

শুধুমাত্র পাঁচুর মোড় থেকে আক্কেলপুর এই সংযোগ লেনটিতে 'এ' স্তরের সেবামান পাওয়া যায়।

সারণী- ২.৭: জয়পুরহাট পৌরসভার বিভিন্ন লিংক ও মোড়ে সেবামান

সংযোগ লিংক	মোড়	দিনের শীর্ষক সময়	যানবাহনের পরিমাণ (V) (PCU)	লেন সংখ্যা	ধারন ক্ষমতা (C)	যানবাহনের সংখ্যা ও ধারন ক্ষমতার অনুপাত (C)	সেবামান
বাটার মোড়-বাস টার্মিনাল	বাটার মোড়	সকাল ১১ থেকে দুপুর ১২টা	১১৯৭.৬	২	৩২০০	০.৩৭	বি
বাটার মোড়-আক্কেলপুর		বিকাল ৩টা থেকে ৪টা	৮০৬.৮	১	১৬০০	০.৫০	বি
বাটার মোড়-পূর্ব বাজার		সকাল ৯টা থেকে ১০টা	১০১৩.৯	১	১৬০০	০.৬৩	সি
বাটার মোড়-বগুড়া		সকাল ১১ থেকে দুপুর ১২টা	১৭৭৭.১	২	৩২০০	০.৫৬	সি
পাঁচুর মোড়-হিলি	পাঁচুর মোড়	বিকাল ৩ টা থেকে ৪ট	৭৪৩.৩	১	১৬০০	০.৪৬	বি
পাঁচুর মোড়-বাটার মোড়		সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা	১১৭৪.৭	২	৩২০০	০.৩৭	বি
পাঁচুর মোড়-আক্কেলপুর		সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা	৪৩৫.৯	১	১৬০০	০.২৭	এ
পাঁচুর মোড়-নওগাঁ		বিকাল ৪ টা থেকে ৫টা	৯৫৬.৬	১	১৬০০	০.৬০	সি

সূত্রঃ পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ, ২০১৭ উপর ভিত্তি করে।

৫৮% বরাবর যাত্রা (through trips) করা হয় কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য অথবা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এবং ৪২% করা হয় ব্যবসায়িক কাজে। এসব যাত্রার বেশিরভাগ করা হয় ঢাকা, জয়পুরহাট, হিলি ও রাজশাহী থেকে। এই চারটি স্থান থেকে ৬৬% যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা বাংলাদেশের সকল কার্যক্রমের প্রধান স্থান হওয়ায় ৪২% যাত্রা সৃষ্টি করে যা পৌরসভার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেশের সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঢাকা কেন্দ্রিক। ঢাকা যাওয়ার রাস্তার সাথে অভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপনের জন্য নতুন রাস্তা দরকার। এর ফলে পৌরসভায় অপ্রয়োজনীয় চাপ হ্রাস পাবে।

সারণি- ২.৮: রুট অনুযায়ী ভ্রমণের বিভিন্নতা

রুটের নাম	যাত্রার ধরন		
	অভ্যন্তরীণ যাত্রা	অভ্যন্তর-বহির্মুখি অথবা বহির্মুখি- অভ্যন্তর যাত্রা	বরাবর যাত্রা
জয়পুরহাট-কালিয়া রোড	৮৮.৩৭%	৮.১৪%	৩.৪৯%
ঢাকা-জয়পুরহাট রোড	৩.৭৭%	২৬.৪২%	৬৯.৮১%
ঢাকা-জয়পুরহাট-হিলি রোড	৪৭.২৫%	২৬.৩৭%	২৬.৩৭%

সূত্রঃ পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ, ২০১৭

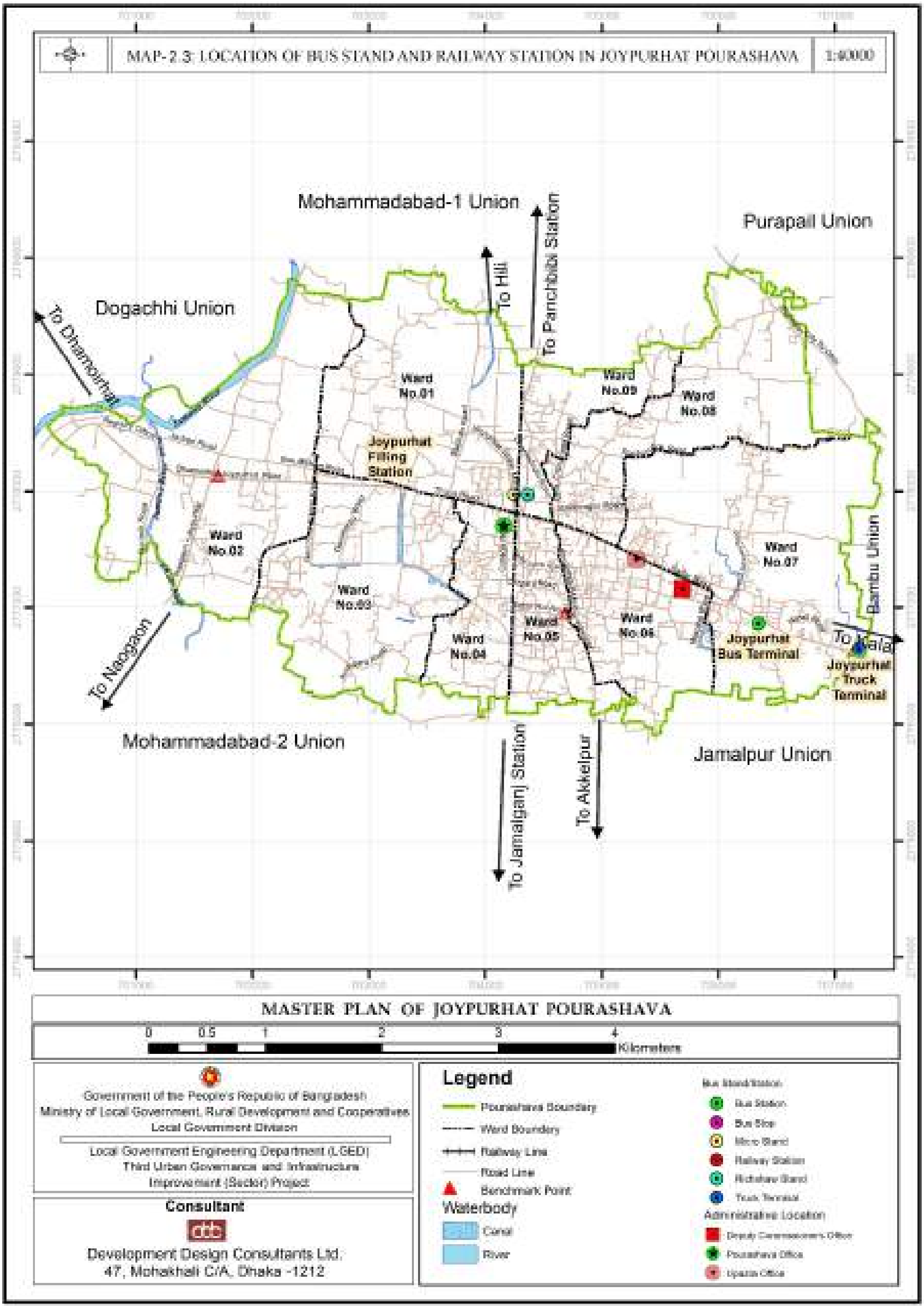

মানচিত্র- ২.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার বাস টার্মিনাল ও রেলওয়ে স্টেশন

সূত্র: পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ, ২০১৭

২.৩.১ পথচারীদের জন্য সুবিধাদি

মাঠ জরিপের সময় দেখা গেছে যে, রাস্তার উভয় পাশ দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, পথচারীদের চলাচলের জন্য এই পৌরসভাতে ফুটপাথের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। পথচারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গাড়ী চলাচলের সক্রিয় অংশ (carriage way) এবং সড়কের সীমানা প্রস্থ (Right of Way) ব্যবহার করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তার বর্ধিতাংশও ফুটপাথ হিসাবে ব্যবহার করা হলেও তা রাস্তার উপরের অননুমোদিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। পৌরসভা সীমানার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলি এখানে বিবেচনা করা হবে এবং প্রস্তাবনা সমূহ করা হয়েছে পৌরসভার সীমারেখার মধ্যেই। পৌরসভার সীমানার বাইরের রাস্তা এখানে বিবেচনা করা হয়নি।

পথচারীদের সুবিধা সমূহঃ পথচারীদের জন্য সুবিধা বলতে বুঝায় জনগণকে হাঁটতে উৎসাহিত করতে বা হাঁটার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যেসব সুবিধাদি দিতে হয় বা প্রয়োজনীয় যেসব উন্নতি সাধন করতে হয় তার সমন্বিত রূপ। রাস্তার পার্শ্ববর্তী হাঁটার রাস্তার সংযোগ সাধন, হাঁটার রাস্তা তৈরি করা এবং পথচারীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত। আরও রয়েছে গোলচক্কর, ফুটপাথ, ওভারপাস/আন্ডারপাস, সেতু, জেব্রা ক্রসিংয়ের মতো অন্যন্য সুবিধাসমূহ।

ফুটপাথঃ পৌর এলাকায় খুব কমই ফুটপাথ দেখা যায়। পরিবহণ জরিপ থেকে দেখা যায় যে, পৌরসভায় কোন ধরণের চিহ্নিত ফুটপাথ নেই। ফুটপাথের অভাবে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়। পথচারীদের যানবাহন চলাচলের রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে পথচারীদের নিরাপত্তা ব্যপকভাবে ব্যাহত হয়।

২.৪ বর্তমান ঘাটতি

২.৪.১ রাস্তার ঘাটতি

সাধারণভাবে বলা হয় যে একটি শহরে তার মোট এলাকার ১৫% রাস্তা থাকা উচিত। কিন্তু টেকসই এবং সাবলীল পরিবহন নেটওয়ার্কের জন্য ১৫% রাস্তা একটি শহরের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে আরও কিছু উপাদান বিবেচনা করতে হবে। কারণ একদিকে ভ্রমণের চাহিদা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, যানবাহন সংখ্যা, যান্ত্রিকতার উন্নতি এবং ভ্রমণের সংখ্যা ইত্যাদি দিন দিন যেমন বাড়ছে অন্যদিকে জমির সংকুলান দিন দিন সীমিত হচ্ছে। এসব উপাদান বিবেচনা করলে একটি শহরের জন্য মোট ভূমির ১৫% রাস্তা রাখা যথেষ্ট। ভৌত অবকাঠামো জরিপের তথ্য থেকে জানা যায় যে জয়পুরহাট পৌরসভায় মোট ১৮৯.০৪ কিঃমিঃ সড়ক রয়েছে যা মোট পৌর এলাকার চার শতাংশেরও কম (৩.৩৪%)।

২.৪.২ অপর্যাপ্ত রাস্তা ঘাট

আবার প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য প্রধান সড়কের পরিমাণ, দেশের প্রধান শহরগুলোর তুলনায় অনেক কম।

২.৪.৩ প্রশস্ত রাস্তার অভাব

জয়পুরহাট পৌরসভার ১৮৯.০৪ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মধ্যে মাত্র দুটি প্রধান সড়ক যাদের প্রস্থ ৩০ ফুটের মত। কিন্তু রাস্তার সব যায়গায় প্রস্থ একই রকম না। যেমন, সদর রোড পৌরসভার প্রধান সড়ক হলেও এর বেশ কিছু জায়গায় রাস্তার প্রস্থ ৩০ ফুটের চেয়ে কম। আবার, বাটার মোড় ও পাঁচুর মোড়ে রিক্সা ও অটো-রিক্সার পার্কিং এর কারণে রাস্তার কার্যকর প্রশস্থতা আরও হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে এসকল মোড়ে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং যানজট লেগে যায়।

২.৪.৪ রাস্তার বিন্যাসে (Road Alignement) অসংগতি

- **নির্দিষ্ট বিন্যাসের অভাব:** একটি পরিকল্পিত শহরের মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি কার্যকর রাস্তার নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করা যেন যেকোন প্রকার অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করা যায়। সেই সাথে শহরে যে কোন যানবাহন দ্রুত ও নিরাপদে প্রবেশ বা বের হওয়া এবং শহরের অভ্যন্তরে অবাধ যান চলাচল নিশ্চিত করা যায়। যেহেতু জয়পুরহাট পৌরসভার

রাস্তাগুলি কোন প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই এলোমেলো ভাবে তৈরি করা হয়েছে তাই এখানে প্রধান সড়ক বরাবর রৈখিক উন্নয়ন (Ribbon Development) সংঘটিত হয়েছে। একারণে প্রধান সড়কের উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং কিছু কিছু জায়গায় যানজট সৃষ্টি হয়।

- **সংকীর্ণ রাস্তা:** পৌর এলাকার অধিকাংশ রাস্তা ২০ ফুটের কম প্রশস্ত। এই সংকীর্ণ রাস্তাগুলো দ্বিমুখী যান চলাচলের জন্য উপযুক্ত নয় ফলে এসব রাস্তায় দিনের শীর্ষ ব্যবহার সময়ে (Peak hours) যানজট সৃষ্টি হয়।
  - পৌরসভায় কোন রিং রোড বা বাইরের যান চলাচলের রাস্তা নেই।
  - সড়ক নির্মাণের সময় কোন শ্রেণিকরণ অনুসরণ করা হয়নি।

২.৫ রাস্তার ধারন ক্ষমতা বিষয়ক অসংগতি সমূহ

২.৫.১ অকার্যকর মোড়

মোড়ের কাছে বিভিন্ন গনপরিবহণ যেমন বাস, টেম্পু, রিক্সা ইত্যাদির ঘন ঘন থামা মোড়ের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। বিভিন্ন কারণে মোড়গুলোর কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। এর পেছনে যেসব কারন দায়ী সেগুলো হল- অযান্ত্রিক যানবাহন বিশেষ করে রিক্সার অতিরিক্ত প্রবাহ, মোড় নেয়ার প্রবণতা, যত্রতত্র পথচারী পারাপার এবং অকার্যকর ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

২.৫.২ সংযোগের অনুপস্থিতি

কোন কার্যকরী পরিকল্পনা কাঠামোর অনুপস্থিতিতে এই শহরের সড়ক ব্যবস্থা (Road Network) গড়ে উঠেছে। ফলে সমগ্র সড়ক ব্যবস্থায় বেশকিছু বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়।

২.৫.৩ প্রধান সড়কে যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ

পৌরসভার রাস্তাগুলোর একটি প্রধান সমস্যা হল অত্যধিক মাত্রায় অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা করার সময় পার্শ্ব-রাস্তা প্রবেশের জন্য কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। এবং এটি স্থানীয় সড়ক ব্যবস্থার পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে একটি বাধাস্বরূপ।

২.৬ যাতায়াত, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমস্যাবলি

২.৬.১ মানব পরিচালিত যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

জয়পুরহাটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানবচালিত। ফলে যানবাহনের চাপ যখন খুব বেশি থাকে তখন খুব সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার, এই কাজে নিয়োজিত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

২.৬.২ অপর্যাপ্ত সংকেত ব্যবস্থা

রাস্তায় সংকেত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বা অপর্যাপ্ততা যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য অনেকক্ষেত্রে দায়ী। ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করাও কঠিন কারণ রাস্তার সংকেত ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এমনকি অনেক ব্যস্ত মোড়ে অনুপস্থিত।

২.৬.৩ গার্ড রেল ও রাস্তার মধ্যমায় বেড়ার অনুপস্থিতি

ফুটপাথ না থাকায় বাটার মোড় ও পাঁচুর মোড়ে যানবাহনের সাথে পথচারীদের সংঘর্ষের প্রায় সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

২.৬.৪ অপর্যাপ্ত ফুটপাত সুবিধাদি

প্রধান সড়ক ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় ফুটপাথ বা ফুট-ওভারব্রিজ নাই। পথচারী চলাচল এবং যানবাহন চলাচলে কোন পৃথক ব্যবস্থা নাই। ফলে পথচারীদের অনেক সময়ই রাস্তার অতিরিক্ত যান চলাচল উপেক্ষা করে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হতে হয়। এতে পথচারীদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়।

২.৬.৫ রেলক্রসিং এ দুর্বল নজরদারি

এই পৌরসভায় তিনটি রেলক্রসিং গেট রয়েছে। এসব রেলক্রসিং এ দুর্বল ব্যবস্থাপনা সারা দিনব্যাপি যানজট সৃষ্টি করে। এসব রেলক্রসিং এ গেট না থাকার দরূণ অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

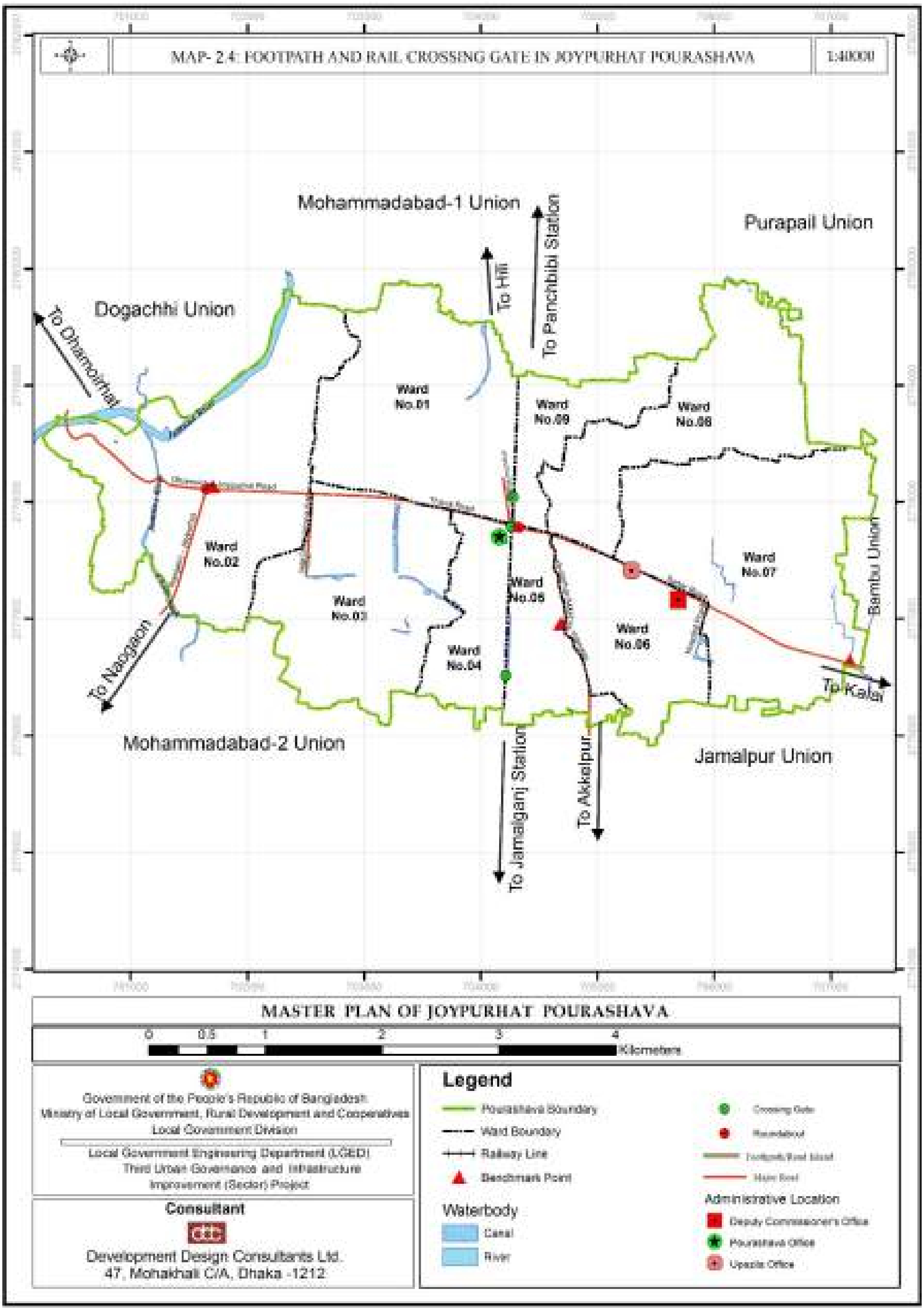

মানচিত্র- ২.৪: জয়পুরহাট পৌরসভার ফুটপাথ এবং ও অন্যান্য সুবিধাদি

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরীপ, ২০১৬

অধ্যায়- ০৩: ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ

৩.১ পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদা প্রক্ষেপণ

বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক বর্তমান যানবাহনের জন্য যথেষ্ট। পৌরসভার একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। এ পৌরসভার মোট রাস্তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কাঁচা রাস্তা যেগুলো পাকা বা অন্তত আধা-পাকা হিসাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন। কাঁচা রাস্তাগুলো বর্ষা মৌসুমে কর্দমাক্ত হয়ে যায় এবং ব্যবহারকারীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়।

কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ মূলত সড়ক ও রেলপথের উপর নির্ভরশীল। অভিগম্যতা বৃদ্ধি, অনুপস্থিত লিঙ্ক বিবেচনা, যান চলাচলের পরিমাণ, এলাকার ঘনত্ব এবং এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই নির্ভরতা গণনা করা হয়েছে। রোডের চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য ঘনত্ব বৃদ্ধির দিকটিও একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। রেলপথ ব্যবহার করে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ এখানে বিবেচনা করা হয়নি।

পরিবহণ প্রক্ষেপণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত তা নির্ভর করে প্রকল্পের ব্যাপ্তি ও জটিলতা, উপযুক্ত সময়, প্রক্ষেপণের জন্য বিদ্যমান সম্পদ, তথ্য প্রাপ্যতা এবং বিদ্যমান জনবলের উপর। প্রক্ষেপণের জন্য সচারচার ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপঃ

- বৃদ্ধির হার (Growth rate)
- ট্রেন্ড লাইন বিশ্লেষণ
- সময় সিরিজ বিশ্লেষণ
- টারনিং মুভমেন্ট বিশ্লেষণ
- ভ্রমণ চাহিদার রূপকল্প এবং
- ট্রাফিক সিমুলেশন মডেল

এক্ষেত্রে পরিবহনের পরিমাণ প্রক্ষেপণের জন্য বৃদ্ধির হার (Growth rate) পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩.২ পরিবহন নেটওয়ার্ক বিবেচনা

উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বাসের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। ঢাকাগামী অধিকাংশ যাত্রী জয়পুরহাট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বাসে উঠেন। যদি পৌরসভার অভ্যন্তরে এসব বাসের প্রবাহ বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে পৌরসভার অভ্যন্তরে কতগুলো বাস থামার অনুমতি থাকবে। তবে এই প্রকল্পের শর্তাবলীতে যেহেতু শুধুমাত্র পৌর এলাকার মানুষ পরিবহনের জন্য কতগুলো বাস প্রয়োজন তা হিসাব করার কথা বলা আছে তাই বর্তমান ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় রাখাই শ্রেয়। পরিবহন জরিপে পৌরসভার বিকাশে বাধা দেয় এমন অনেক সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন:

- পৌরসভার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলির জন্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ নাই। একই সাথে বেশিরভাগ রাস্তায় তাদের অভীষ্ট মাত্রায় সেবা দিতে পারছে না;
- ভবিষ্যতে সড়ক নির্মাণের জন্য সংরক্ষিত জমির অভাব; এবং
- রাস্তার জন্য সংরক্ষিত জমি অবৈধ দখলের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

পৌরসভাতে সড়কগুলির একটি যৌক্তিক শ্রেণিকরণ বজায় রাখতে হলে সেসব রাস্তার জন্য বরাদ্দকৃত জমি সংরক্ষণ করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন সেসব জায়গার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ। পৌর এলাকার অন্তর্গত মোট ১৮৯.০৪ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ককে তাদের ব্যবহারের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণিতে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। পৌর এলাকার জন্য রাস্তার শ্রেনিকরণ নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক সড়ক (জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও সার্কুলার রোড)
- মাধ্যমিক সড়ক (জেলা রোড, উপজেলা রোড, পৌরসভার প্রধান রাস্তা)
- কালেক্টর রোড/ তৃতীয় পর্যায়ের সড়ক
- অভ্যন্তরীণ চলাচলের রাস্তা / স্থানীয় রাস্তা

একটি আঞ্চলিক ও একটি জাতীয় মহাসড়ক পৌরসভার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হল রেজিস্ট্রি অফিস সড়ক, বন বিভাগ সড়ক, পাঁচুরচক বাবুপাড়া সড়ক, বুড়িতলা সড়ক, সোনার পট্টি সড়ক, স্টেডিয়াম সড়ক, পূর্ববাজার মসজিদ সড়ক, স্টেশন সড়ক, জয়পুরহাট সুগার মিল সড়ক, হাজী মাদ্রাসা সড়ক, বদর উদ্দিন সড়ক, ধনমন্ডি সড়ক, নতুন হাট সড়ক, জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক, জয়পুরহাট সিটি বাই পাস, হাসপাতাল সড়ক, জয়পুরহাট-আক্কেলপুর মহাসড়ক, সদর সড়ক, নওগাঁ-জয়পুরহাট সড়ক, ধামুইরহাট-জয়পুরহাট সড়ক, ক্যাডেট কলেজ প্রবেশপথ সড়ক ও থানা সড়ক।

৩.৩ ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ এবং সেবামান

প্রধান সড়কগুলোর বর্তমান সেবামান সন্তোষজনক। যানবাহনের সংখ্যা যদি প্রতিবছর ৫% হারে বৃদ্ধি পায় তবে বিদ্যমান প্রধান সড়কগুলো উদ্ভূত অতিরিক্ত চাহিদা অনুসারে সেবা দিতে ব্যর্থ হবে। আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে প্রধান সড়ক গুলোর কোন বিকল্প বা সমান্তরাল বাইপাস রাস্তা নাই। রাস্তাগুলোর আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এগুলোর মূল অংশ (carriage way) বেশ সংকীর্ণ এবং সংলগ্ন বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কারণে রাস্তার ধারণ ক্ষমতা আরও হ্রাস পেয়েছে।

৩.৩.১ ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ প্রক্ষেপণ

ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ প্রক্ষেপণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'বৃদ্ধির হার পদ্ধতি (Growth Rate)' ব্যবহার করেছেন। বার্ষিক বৃদ্ধির হার বিবিএস, ২০১১ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃদ্ধির হার পদ্ধতি ব্যবহার করে ট্রাফিক ভলিউম প্রক্ষেপণের দুটি উপায় রয়েছে। সেগুলো হলঃ

১. ট্রাফিক ভলিউমকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলো (যেমনঃ ভূমি ব্যবহার) ধ্রুবক থাকে (অর্থাৎ ধরে নেয়া হয় যে উক্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন হবে না)

২. প্রক্ষেপণ সময়কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হবে না

পৌরসভার জন্য বৃদ্ধির হার বিবিএস তথ্য থেকে ১.১৮% বিবেচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত যানবাহন গণনা নিচে দেওয়া হলোঃ

সারণি- ৩.১: আনুমানিক ভবিষ্যত দৈনিক যানবাহনের পরিমাণ

অবস্থান	বছর	গড় দৈনিক ট্রাফিক গণনা	বৃদ্ধির হার
বাটার মোড়	২০১৭	৩৫,৮৫০ (ভিত্তি বছর)	-
	২০২৭	৪১,০০০ (উন্নয়ন ছাড়া)	১.১৮%
	২০৩৭	৪৫,০০০ (উন্নয়ন ছাড়া)	
পাঁচুর মোড়	২০১৭	২৭,৮০০ (ভিত্তি বছর)	-
	২০২৭	৩২,০০০ (উন্নয়ন ছাড়া)	১.১৮%
	২০৩৭	৩৫,০০০ (উন্নয়ন ছাড়া)	

সূত্রঃ এলাকা পরিবহন পরিকল্পনা, ইউ এস-৪০ / পশ্চিম ষষ্ঠ রাস্তা এবং কে-১০ ইন্টারচেঞ্জ, ২০১২।

এই অভিক্ষেপের সময় ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন অপরিবর্তিত ধরা হয়েছে।

৩.৩.২ সেবামান (প্রক্ষেপিত)

সারণি-৩.২ এর উপর ভিত্তি করে পৌর এলাকার রাস্তাগুলোর প্রক্ষেপিত ভবিষ্যত সেবামান (LOS) বর্তমান এবং প্রক্ষেপিত সেবামানের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। পৌরসভার অধিকাংশ সংযোগেই বর্তমানে যানজট নাই। পাঁচুর মোড়-আক্কেলপুর রাস্তা ছাড়া পৌর এলাকার অন্যান্য সব সংযোগের সেবামান পরিবর্তন হবে এবং পৌরসভা থেকে পাঁচুর মোড় সংযোগটিতে দিনের শীর্ষ সময়ে কিছুটা যানজট হয়ে থাকে। কোন সংযোগের সেবামান 'সি' এর অর্থ সংযোগ সড়কটিতে অন্যান্য রাস্তার তুলনায় বেশী পরিমাণে যানবাহন চলবে।

সারণি- ৩.২: জয়পুরহাট পৌরসভার মধ্যে সংযোগ ও মোড়গুলোর ভবিষ্যত সেবামান (যদি বিদ্যমান লেনটি অপরিবর্তিত থাকে)

সংযোগ সড়ক	মোড়	যানবাহনের সর্বোচ্চ পরিমাণ (V)	লেন সংখ্যা	ধারনক্ষমতা (C)	ভবিষ্যত যানবাহনের সংখ্যা ও ধারন ক্ষমতার অনুপাত (V/C)	বর্তমান সেবামান (LOS)	ভবিষ্যত সেবামান (LOS)	মন্তব্য
বাটার মোড় থেকে বাস টার্মিনাল	বাটার মোড়	১৩৩৮.৯	২	৩২০০	০.৪২	বি	বি	-
বাটার মোড় থেকে আক্কেলপুর		৯০১.৯	১	১৬০০	০.৫৬	বি	সি	রাস্তা প্রশস্থকরণ
বাটার মোড় থেকে পূর্ববাজার		১১৩৩.৬	১	১৬০০	০.৭১	সি	ডি	রাস্তা প্রশস্থকরণ
বাটার মোড় থেকে বগুড়া		১৯৮৬.৮	২	৩২০০	০.৬২	সি	সি	-
পাঁচুর মোড় থেকে হিলি	পাঁচুর মোড়	৮৩১.০	১	১৬০০	০.৫২	বি	সি	রাস্তা প্রশস্থকরণ
পাঁচুর মোড় থেকে বাটার মোড়		১৩১৩.৩	২	৩২০০	০.৪১	বি	বি	-
পাঁচুর মোড় থেকে আক্কেলপুর		৪৮৭.৩	১	১৬০০	০.৩০	এ	এ	-
পাঁচুর মোড় থেকে নওগাঁ		১০৬৯.৫	১	১৬০০	০.৬৭	সি	ডি	রাস্তা প্রশস্থকরণ

সূত্রঃ প্রক্ষেপণের উপর ভিত্তি করে, ২০১৭।

অধ্যায়- ০৪: পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা

৪.১ সড়ক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

ভবিষ্যতের ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সড়ক পথগুলি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সড়ক সংস্কারের জন্য কয়েকটি কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হল:

- রাস্তা প্রশস্থকরণ
- নতুন রাস্তা তৈরি
- সড়ক সংযোগ মেরামত

৪.১.১ সড়কের শ্রেণীর ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া

প্রধান সড়ক

প্রধান সড়ক উন্নয়নের প্রথম ধাপ হবে এর সড়ক বরাদ্দ (Road Reserve) পূর্ণরূপে ব্যবহার করা। গৃহীত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এমন একটি প্রধান সড়কের সর্বাধিক প্রস্তাবিত রিজার্ভ প্রস্থ ৪৮ মিটার; সড়কের কেন্দ্রীয় রেখা থেকে দুই পাশে রিজার্ভের প্রস্থ হবে ২৪ মিটার। স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে, বিশেষ করে বিদ্যমান সড়কের ক্ষেত্রে তা পরিবর্তন হতে পারে। প্রধান সড়কের বিকল্প প্রস্থচ্ছেদ নিম্নরূপ-

- সংগ্রাহক সড়ক সংযোগবিহীন প্রধান সড়ক (২২ মিটার);
- প্রধান সড়কের শুধুমাত্র এক পাশে সংগ্রাহক সড়ক সংযোগ (৩২ বা ৩৫ মিটার);
- প্রধান সড়কের উভয় পাশে সংগ্রাহক সড়ক সংযোগ (৪২, ৪৫ বা ৪৮ মিটার)।

পরিবহন খাতে দক্ষ সংযোগ ব্যবস্থার জন্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুক্রম গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ ৪৮ মিটার রিজার্ভ প্রস্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আরো বিস্তারিতভাবে সড়কের জন্য সংরক্ষিত স্থান পর্যবেক্ষণ করা হয়।

স্থানীয়ভাবে যেসব জায়গায় নিষ্কাশন নালা আছে সেগুলো সম্ভব হলে রাস্তার জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার মধ্যে পড়বে, যা রাস্তার বাড়তি প্রস্থ কমাতে ফুটপাথ বা পাকা পৃষ্ঠের নিচে নির্মিত হতে পারে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে নিষ্কাশন নালা স্থাপনের জন্য সড়ক রিজার্ভের প্রস্থ বাড়াতে হবে।

রিজার্ভের অভ্যন্তরে বর্তমানে যে স্থায়ী কাঠামো আছে সেগুলি পুনঃউন্নয়ন না করা পর্যন্ত থাকতে পারবে। তবে কাঠামো পুনঃউন্নয়ন করা হলে তা রিজার্ভের বাইরে থাকতে হবে। স্বল্প অথবা দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে অস্থায়ী কাঠামোর কোন অনুমোদন দেওয়া হবেনা। প্রয়োজন ভেদে স্থায়ী কাঠামো অপসারণ করা যাবে। রিজার্ভ এলাকার মধ্যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবেনা।

প্রধান সড়কে গাড়ি পথে কোন সরাসরি প্রবেশাধিকার দেওয়া হবেনা। শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত মোড়/গোলচত্বর অথবা ট্রাফিক বাতিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। রাস্তার সংযোগ অথবা মোড়ের সংখ্যা কমাতে এদের মধ্যে ব্যবধান সর্বনিম্ন ৫০০ মিটার হতে হবে। নতুন সড়কের জন্য যেখানে রিজার্ভ সনাক্ত করা হয়েছে তবে বাস্তবায়নে দেরি আছে, সেখানে সড়কের জন্য সংরক্ষিত জমিতে কৃষিজ ব্যবহার করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন হয়।

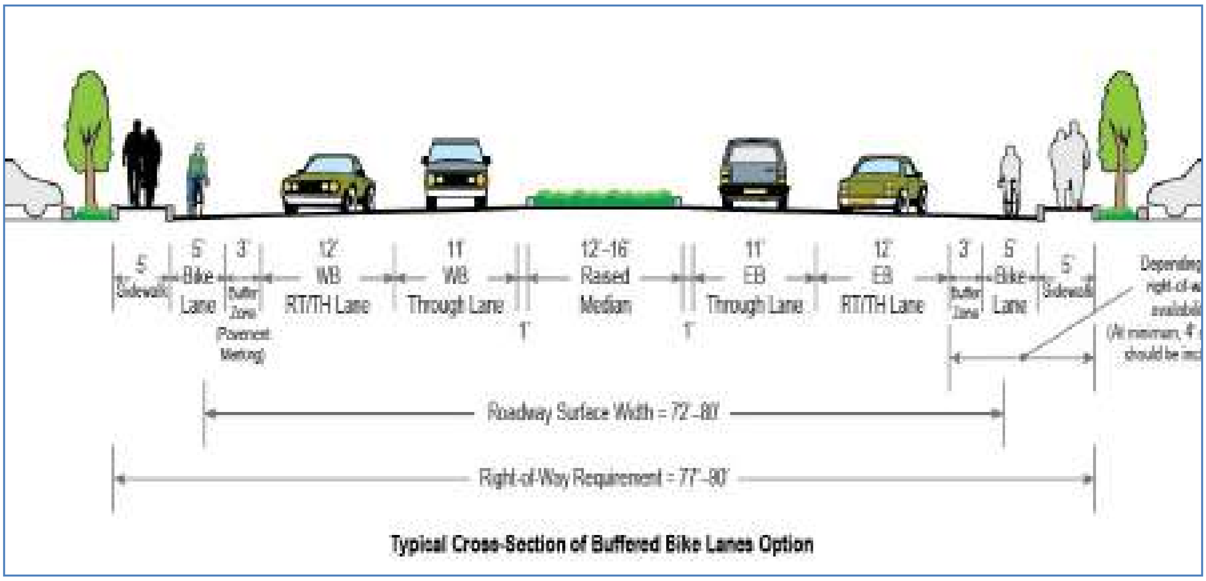

চিত্র- ৪.১: প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের নকশা

সূত্রঃ স্যাক্রামেন্টো সিটি প্ল্যানিং, ২০১৬।

মাধ্যমিক সড়ক

মাধ্যমিক সড়কের কাজ হল-

- পৌরসভা এবং প্রধান সড়কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
- পৌরসভার অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ মোড় গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

মাধ্যমিক সড়কগুলিও অধিক যানবাহন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন, তবে সড়কের নকশায় সেগুলোর গতি প্রধান সড়কের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ধরা হয়। মাধ্যমিক সড়কের সর্বাধিক প্রস্তাবিত রিজার্ভ প্রস্থ ৪৮ মিটার; সড়কের কেন্দ্রীয় রেখা থেকে দুই পাশে রিজার্ভের প্রস্থ হবে ২৪ মিটার। স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে, বিশেষ করে বিদ্যমান সড়কের ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হতে পারে।

সড়ক রিজার্ভের মধ্যে রাস্তা সম্পর্কিত নয় এমন কোন উন্নয়ন অনুমোদিত হবে না। সড়কের জন্য সংরক্ষিত এলাকাটি কৃষি ভূমি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে যতক্ষণ না রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন হয়। মাধ্যমিক সড়কে অস্থায়ী বা স্থায়ী কাঠামোর কোন অনুমোদন দেওয়া হবেনা। সড়কের গাড়িপথে কোন সরাসরি প্রবেশাধিকার দেওয়া হবেনা। শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত মোড়ে/গোলচত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

পৌরসভা কার্যালয়, কারখানা এবং শপিং সেন্টারগুলির মতো প্রধান এলাকা সমূহ যেখানে অধিক সংখ্যক যানবাহন চলাচল করে এবং যেখানে অন্য কোনও বিকল্প সংযোগ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, সেখান থেকে সীমিত পরিসরে মাধ্যমিক সড়কে সরাসরি সংযোগ অনুমোদিত হবে। এসব এলাকার ক্ষেত্রে রাস্তার উপরে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা করতে হবে।

শাখা সড়ক

শাখা সড়কের কাজ হল-

- প্রধানত আবাসিক এলাকা থেকে অন্যান্য এলাকায় চলাচলের জন্য সংযোগ সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- সড়কের পাশে অবকাঠামো সমূহে সরাসরি সংযোগ স্থাপন।

শাখা সড়কের সর্বাধিক প্রস্তাবিত রিজার্ভ প্রস্থ ১৮ মিটার; সড়কের কেন্দ্রীয় রেখা থেকে দুই পাশে রিজার্ভের প্রস্থ হবে ৯ মিটার। এসব সড়কে গাড়ি পার্কিং অনুমোদন করা যাবে তবে সড়কের রিসার্ভে কোন অবকাঠামো উন্নয়ন করা যাবেনা। সড়কের গাড়িপথে

সরাসরি প্রবেশাধিকার দেওয়া যাবে তবে অধিক যানবাহন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকা সমূহে রাস্তার উপরে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তার সংযোগ অথবা মোড়ের মধ্যে ব্যবধান সর্বনিম্ন ১৫০ মিটার হতে হবে।

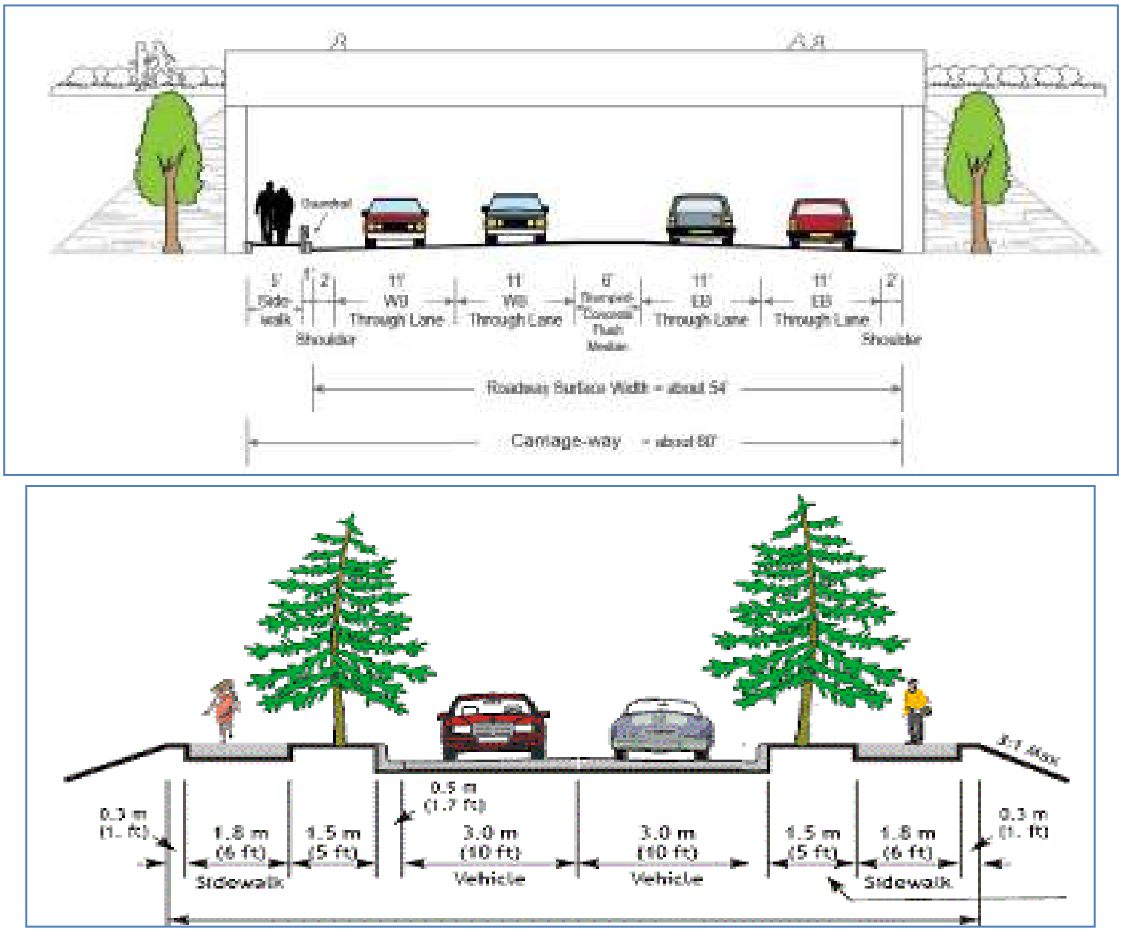

চিত্র- ৪.২: শাখা এবং সংগ্রাহক সড়ক।

সূত্র: স্যাক্রামেন্টো সিটি প্ল্যানিং, ২০১৬।

<u>সংযোগ সড়ক</u>

এসব সড়ক আবাসিক এলাকা এবং স্থাপনার সাথে সংযোগ তৈরি করে। সড়কের উপর কোন বাধার সৃষ্টি না করে পার্কিং অনুমতি দেওয়া হয়। সড়কের জন্য প্রস্তাবিত রিজার্ভ প্রস্থ ১০ মিটার, যদিও বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ন্যূনতম রিজার্ভ ৬ মিটার বিবেচনা করা হবে।

রাস্তার মোড় এবং সংযোগ সড়কের মধ্যে ব্যবধান সর্বনিম্ন ৫০ মিটার হতে হবে। তবে বিদ্যমান সড়কের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে পারে। সড়কের মধ্যে আবাসিক এলাকা থেকে সরাসরি প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেওয়া হবে। নিম্নে বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সড়কের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা দেখানো হয়েছে-

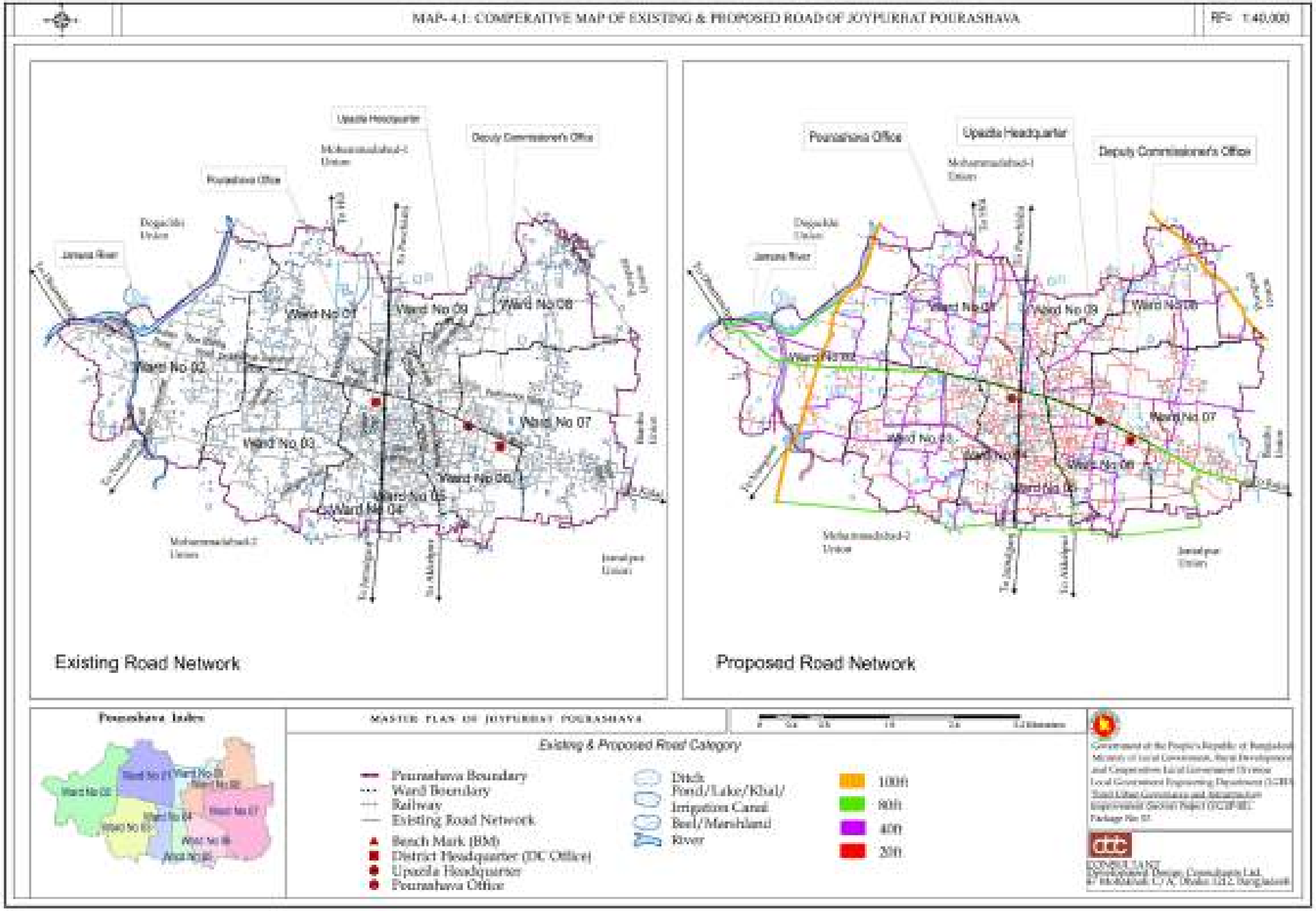

মানচিত্র- ৪.১: পৌরসভার বর্তমান ও প্রস্তাবিত সড়কের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৭

৪.১.২ সড়ক প্রশস্তকরণের মানদণ্ড

ভবিষ্যৎ পরিবহণ ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হল সড়ক প্রশস্তকরণ। এলজিইডি কর্তৃক তৈরিকৃত একটি নির্দিষ্ট মান সারা দেশে ব্যবহৃত হয়, যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হয়েছে। দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে মানদণ্ডের দুটি শ্রেণী অনুসরণ করা যেতে পারে। এগুলো হল-

- সড়ক প্রশস্থকরণের মানদণ্ড
- নতুন সড়ক নির্মাণের মানদণ্ড

সারণী- ৪.১: এলজিইডি দ্বারা ব্যবহৃত সড়ক প্রশস্তকরণের মানদণ্ড

সড়কের শ্রেণী	প্রশস্তকরণে রাইট অফ ওয়ের প্রস্থ (ফুট)	নতুন সড়ক নির্মাণে রাইট অফ ওয়ের প্রস্থ (ফুট)
প্রধান সড়ক	জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৬-৪৫
মাধ্যমিক সড়ক	৪০-৫০	১৮-২০
শাখা সড়ক	৩০-৪০	১২-১৫
সংযোগ সড়ক	২৫-৩০	৬-৮
ফুটপাথ	৮-১০	-
সাইকেল পথ	৩-৫	-
বাস টার্মিনাল	টার্মিনাল প্রতি সর্বনিম্ন ৩ একর, প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায় ৩ একর	
ট্রাক টার্মিনাল	টার্মিনাল প্রতি সর্বনিম্ন ৩ একর	
টেম্পো স্ট্যান্ড	প্রতি স্ট্যান্ডে ০.৫ একর	
রিকশা স্ট্যান্ড	প্রতি স্ট্যান্ডে ০.৩ একর	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (RHD)	পৌরসভার অভ্যন্তরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা RHD বিধি অনুসরণ করবে।	

সূত্র: জেলা শহরগুলির অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি।

৪.১.৩ প্রশস্থকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক

জয়পুরহাট পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়নি। পৌরসভার বেশিরভাগ রাস্তার প্রস্থ ২০ ফুটের কম যা বর্তমান জনসংখ্যার জন্য ধারণক্ষম হলেও ভবিষ্যতে অপ্রতুল হয়ে পড়বে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শক পৌরসভার জন্য একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা এবং সড়কের মানদণ্ড তৈরি করেছে। পূর্বে বর্ণিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে তবে সড়কের প্রস্থ ২৫ ফুটের কম হতে পারবেনা। শহরের প্রধান এলাকায় ২৫ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে সংযোগ দেওয়া হবে।

একটি কার্যকরী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রণীত সুপারিশ সমূহের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। পৌরসভা ও এর আশেপাশের এলাকা থেকে আসা যানবাহনকে ধারণ করার একটি বিশ্লেষণ প্রস্তাবনায় দেওয়া হয়েছে। পরিবহন পরিকল্পনার আওতায় আরও বিস্তর বিশ্লেষণে প্রকাশিত হয় যে, এই গবেষণায় প্রস্তাবিত বেশিরভাগ সড়ক সংযোগ পর্যায়ক্রমে উন্নত করতে হবে।

প্রধান সড়কটি সাধারনত দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আগত বা গমনরত যানবাহন পরিবহনে ব্যবহৃত হবে। এতে পৌরসভার অভ্যন্তরের সড়কগুলোয় বাইরে থেকে আগত যান চলাচল বন্ধ হবে। এই প্রধান সড়কটির ধারণক্ষমতা ও যানবাহনের গতি সর্বোচ্চ হবে। পৌরসভার বিদ্যমান সড়ক সমূহে (মাধ্যমিক ও শাখা সড়ক) সংগ্রাহক সড়কের প্রবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে, যা রাস্তার পাশের উন্নয়নকে বিদ্যমান জাতীয় মহাসড়কে প্রবেশে বাঁধা দিবে। এই নকশা অনুসরণের ফলে সড়ক ব্যবস্থা আরও কার্যকরী হবে। নিম্নের সারনীতে প্রশস্থকৃত রাস্তার তালিকা দেওয়া হল। বিস্তারিত পরিশিষ্ট-খ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

সারণী- ৪.২: প্রশস্তকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়কের তালিকা

সড়ক আইডি	রাস্তার প্রকারভেদ	বিদ্যমান সড়কের প্রস্থ (ফুট)	প্রস্তাবিত সড়কের প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
R549	প্রাইমারি	২৬.২৪	১০০	৩৯০১.৬৩
PR1	প্রাইমারি	১৮.৩৭	১০০	২৩৩৬.০৮
SR2	সেকান্ডারী	৯.৮৪	৬০	৬৪৯৪.৪৪
R545	সেকান্ডারী	২৬.২৪	৫০	৪২৯৫.৬৪
Z5508	সেকান্ডারী	২২.৯৬	৫০	১৮০৯.১৫
R550	সেকান্ডারী	২৬.২৪	৫০	৩২১৩.৭৯
TR1	টারশিয়ারী	১৩.১২	৪০	১৬৩০.৭৩
TR2	টারশিয়ারী	৯.১৮	৪০	১১৩৪.৯
TR3	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১৯৭৬.৩৮
TR4	টারশিয়ারী	১৩.১২	৪০	৫১৫.০১
TR5	টারশিয়ারী	৬.৫৬	৪০	৮৮৭.০২
TR6	টারশিয়ারী	৯.১৮	৪০	৯৫১.৬৯
TR7	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৯৮৫.৯২
TR8	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৫৯৮.০৮
TR9	টারশিয়ারী	১১.৪৮	৪০	১৫৮৭.৮৮
TR10	টারশিয়ারী	৮.২	৪০	১২২১.৫৭
TR11	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৯২৫.০১
TR12	টারশিয়ারী	১১.৮১	৪০	৯৩৮.১২
TR13	টারশিয়ারী	১০.৫	৪০	১৩০৬.৯৯
TR14	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৬১৩.৪৯
TR15	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১০৬৮.৬৪
TR16	টারশিয়ারী	৭.২২	৪০	৮৮২.০৩
TR18	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৭৬৬.৪৪
TR19	টারশিয়ারী	১৩.১২	৪০	২৫৯৭.৮৮
TR20	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১০৫৮.০১
TR21	টারশিয়ারী	৬.৫৬	৪০	১০৯২.৭
TR22	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১৬২৭.৭৭
TR23	টারশিয়ারী	৬.৫৬	৪০	৫০০.৭৬
TR24	টারশিয়ারী	২২.৯৬	৪০	১৩১৫.৬৭
TR26	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৮১০.৫২
TR27	টারশিয়ারী	১৩.১২	৪০	৭৬২.৩৫
TR28	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১২৫২.১৫
TR29	টারশিয়ারী	৬.৫৬	৪০	১২০৯.৯২
TR30	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৬১১.৫৪
TR31	টারশিয়ারী	১১.৪৮	৩০	৪৮০.৪১
TR32	টারশিয়ারী	৬.৫৬	৩০	২১০.৬৪
TR33	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৬৭১.৭১
TR34	টারশিয়ারী	৯.১৮	৪০	১০৫.৬৫

সড়ক আইডি	রাস্তার প্রকারভেদ	বিদ্যমান সড়কের প্রস্থ (ফুট)	প্রস্তাবিত সড়কের প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
TR35	টারশিয়ারী	৯.১৮	৪০	৩৬৪.৮৪
TR36	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	২১৫৬.২৮
TR37	টারশিয়ারী	১১.৮১	৪০	৭৩২.৯৫
TR38	টারশিয়ারী	৭.৮৭	৪০	৩৬৭৫.২২
TR39	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১৪৮৭.৬২
TR40	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	১৫১৫.৫৯
TR41	টারশিয়ারী	১১.৮১	৪০	২৭১০.২৩
TR42	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৪০	৪৭৪.২৭
TR43	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৩০	৯৪৫.৫২
TR44	টারশিয়ারী	১৮.০৪	৩০	১৫৪৮.৮৯
TR45	টারশিয়ারী	৯.১৮	২০	৫০৮.৫২
TR46	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৩০	১০১০.২
TR47	টারশিয়ারী	৪.৬	৩০	৭৮২.২২
TR48	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৩০	১০৪৮.২
TR49	টারশিয়ারী	৯.৮৪	৩০	৫৩৪.৫৬
AR1	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	৭৩৫.৯
AR2	এ্যাক্সেস	৪.৯২	১২	৬৬১.৪৩
AR3	এ্যাক্সেস	৩.২৮	১২	৮৫.০৪
AR4	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	৩৪৭.৪৯
AR5	এ্যাক্সেস	৭.২২	২০	৫৫১.৫৭
AR6	এ্যাক্সেস	৩.৯৪	১২	১৪২.০৬
AR7	এ্যাক্সেস	৩.২৮	১২	৩৬৩.৩১
AR8	এ্যাক্সেস	১৩.১২	২০	১৭৩৩.৮৫
AR9	এ্যাক্সেস	৯.৮৪	১২	১৩২.৫৬
AR10	এ্যাক্সেস	১১.৪৮	১২	৪১৯.৬
AR16	এ্যাক্সেস	৭.২২	১২	১৩৫.৩৯
AR19	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	৫৫.১৫
AR20	এ্যাক্সেস	৮.২	১২	৩০.৪৩
AR21	এ্যাক্সেস	৮.২	১২	২১৮.২১
AR22	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	২১৮.২৪
AR23	এ্যাক্সেস	৫.৯	২০	৫৭.০৪
AR24	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	৮৫.৮৫
AR25	এ্যাক্সেস	৫.৯	১২	৪১.১৬
AR26	এ্যাক্সেস	৩.২৮	১২	৮৮.৪৪
AR27	এ্যাক্সেস	৭.২২	১২	২০২.১
AR28	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	৯৯.৯৩
AR29	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	৩১.৯১
AR30	এ্যাক্সেস	৬.৫৬	১২	২৯.৪

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

পৌরসভার অভ্যন্তরে যান চলাচলের জন্য এখনো কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরিবহন সমস্যাগুলি দূর করতে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে-

- যানবাহন প্রবাহের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা (দ্রুত গতি, ধীর গতির যানবাহন, ইত্যাদি)।
- যান চলাচলের গতি বাধাহীন করতে উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

- বৈদ্যুতিক সংকেতযুক্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন।
- জাতীয় মহাসড়কের সাথে সরাসরি সংযোগ নিষিদ্ধকরণ।
- রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, টেম্পো, বাস এবং ট্রাকের জন্য পৃথক স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করা।
- পথচারীদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ফুটপাথের (হাঁটার পথ হিসাবে) ব্যবস্থা করা।
- অধিক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ।
- সড়কের মোড়ে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।
- ধীর গতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন তৈরি।
- বাস স্টপেজ এবং টার্মিনালে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

একটি কার্যকরী সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে, প্রাথমিকভাবে সংযোগ বিহীন জায়গায় সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো পৌরসভার অভ্যন্তরীণ যান চলাচলের গতি সহজ করবে। ভূমির পরিমাপ, নকশার মান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করে কিছু রাস্তা প্রশস্থ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.১.৪ সড়ক পৃষ্ঠ (সারফেস) উন্নয়ন প্রস্তাবনা

পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রবণতা বিশাল পরিমাণে যান চলাচল বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন ও পৌরসভার অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধিও এর কারণ। পৌরসভার ৩০ শতাংশের বেশি রাস্তা আধা পাকা বা কাঁচা যার অবস্থা আর্দ্র মৌসুমে শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাই এসব সড়ককে বিটুমিনাস অথবা গ্র্যাভেল সারফেসিং এর মাধ্যমে পাকা করতে হবে যাতে যান চলাচলের প্রবাহ সহজ হয়। নিচের সারণীতে সড়ক পৃষ্ঠ (সারফেস) উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিস্তারিত দেওয়া হল।

সারণী- ৪.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার সড়ক পৃষ্ঠ (সারফেস) উন্নয়ন প্রস্তাবনা

ওয়ার্ড নং	আধা পাকা (মি.)	কাঁচা (মি.)	মোট (মি.)
০১	-	-	-
০২	-	-	-
০৩	৩০৩.০৭	-	৩০৩.০৭
০৪	২৪৮.৫৫	১০০.০১	৩৪৮.৫৬
০৫	৩৪৭.৩৪	-	৩৪৭.৩৪
০৬	১৮০৫.৩৩	৩১.২৭	১৮৩৬.৬
০৭	১৩৯০.৯৫	৬২.৫৭	১৪৫৩.৫২
০৮	৬৪.০৭	-	৬৪.০৭
০৯	১৪৫.৯৫	-	১৪৫.৯৫
মোট	**৪৩০৫.২৬**	**১৯৩.৮৫**	**৪৪৯৯.১১**

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৭

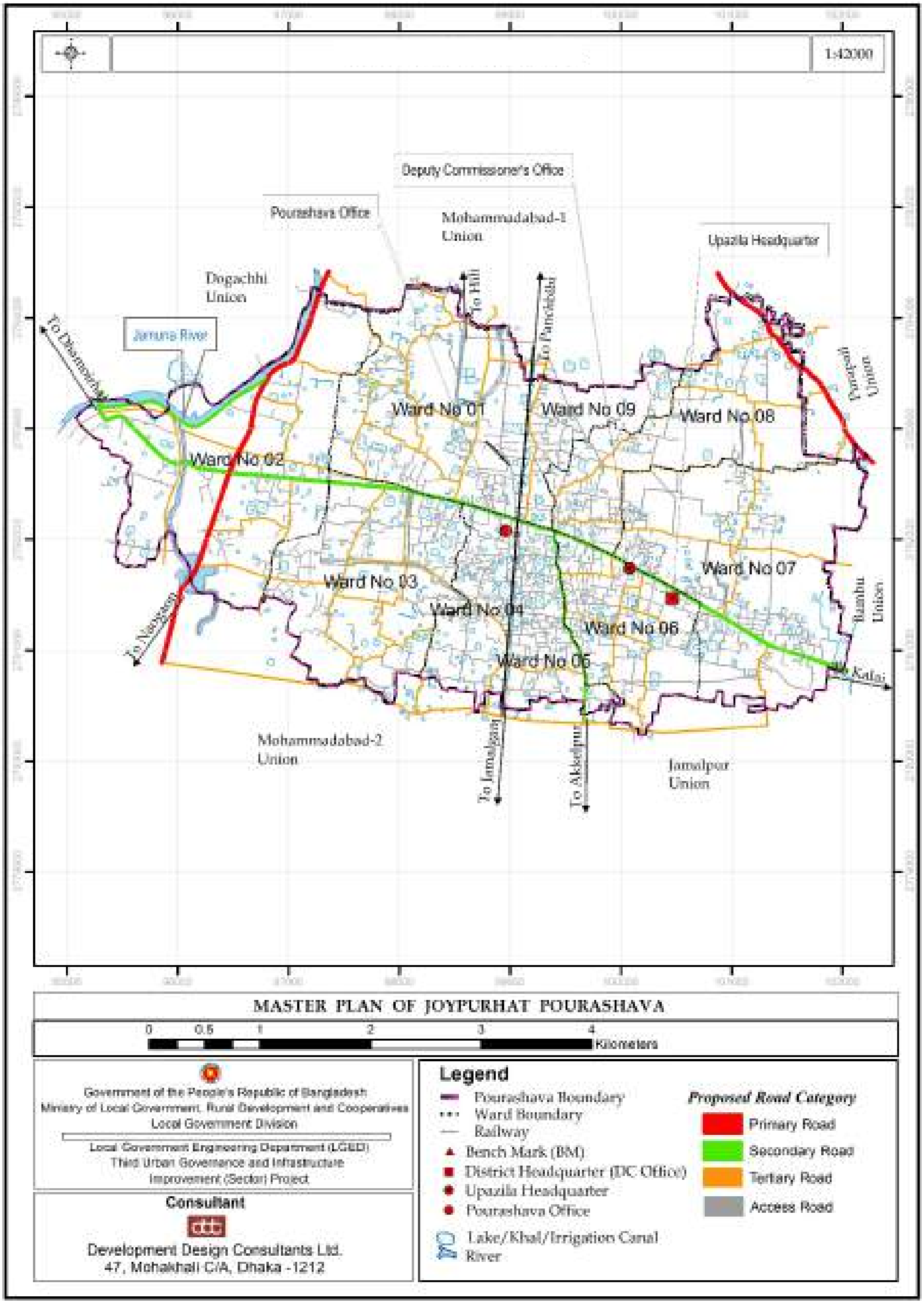

মানচিত্র- ৪.২: প্রশস্থকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৭

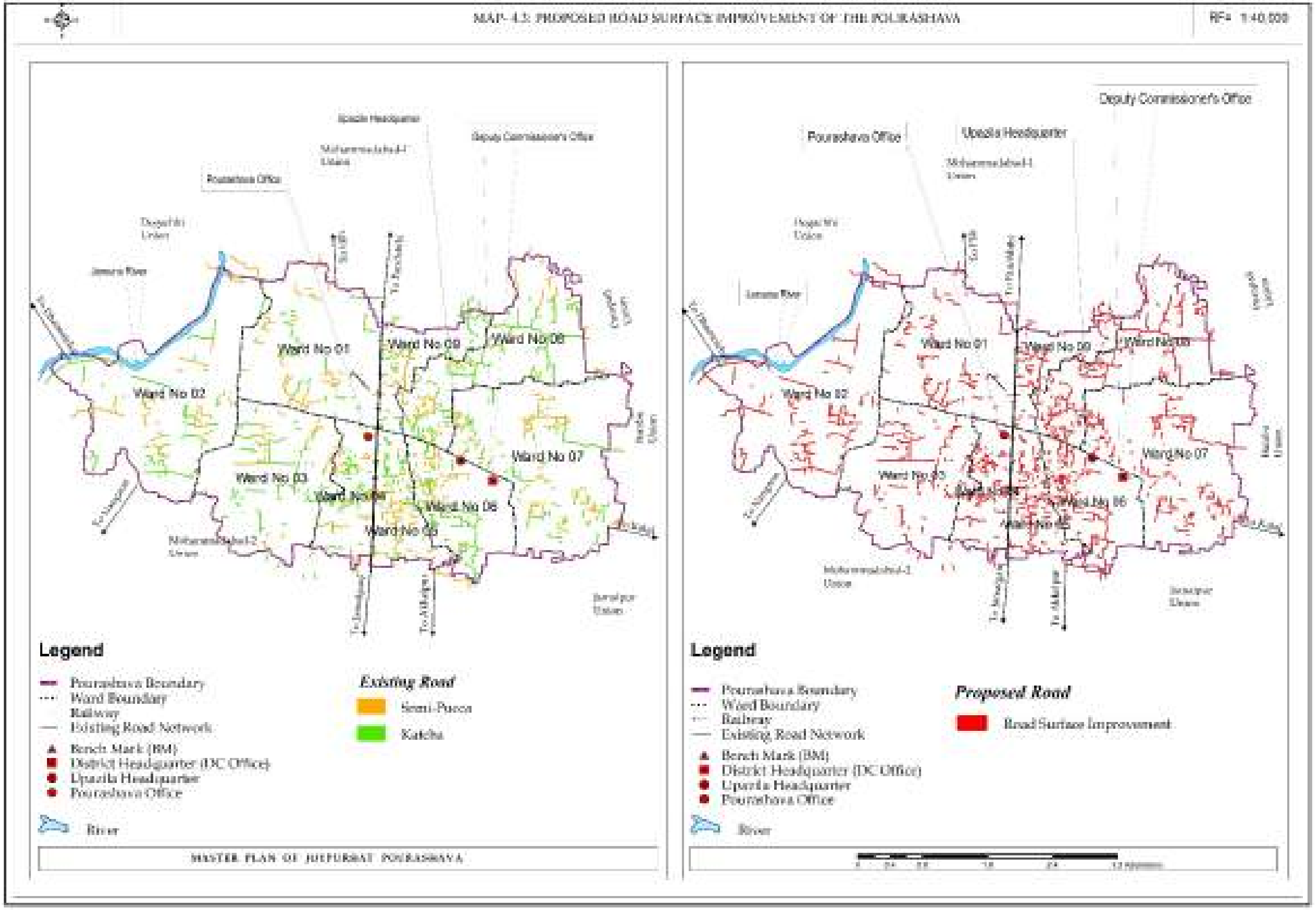

মানচিত্র- ৪.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার সড়ক পৃষ্ঠের (সারফেস) উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৭

৪.১.৫ সড়ক রিজার্ভের (RoW) জন্য নকশার মান

<u>মোটরচালিত যানবাহনের (এমভি) ক্ষেত্রে সড়ক পথের নকশা</u>

পৌরসভার অভ্যন্তরে যান চলাচলের প্রবাহ গতিশীল করতে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় নকশার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নকশা কিছুক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য তবে গাড়িপথের প্রস্থের ক্ষেত্রে মানদণ্ড অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কের ভিত্তিতে মান নির্ধারণের চিত্র দেওয়া হয়েছে।

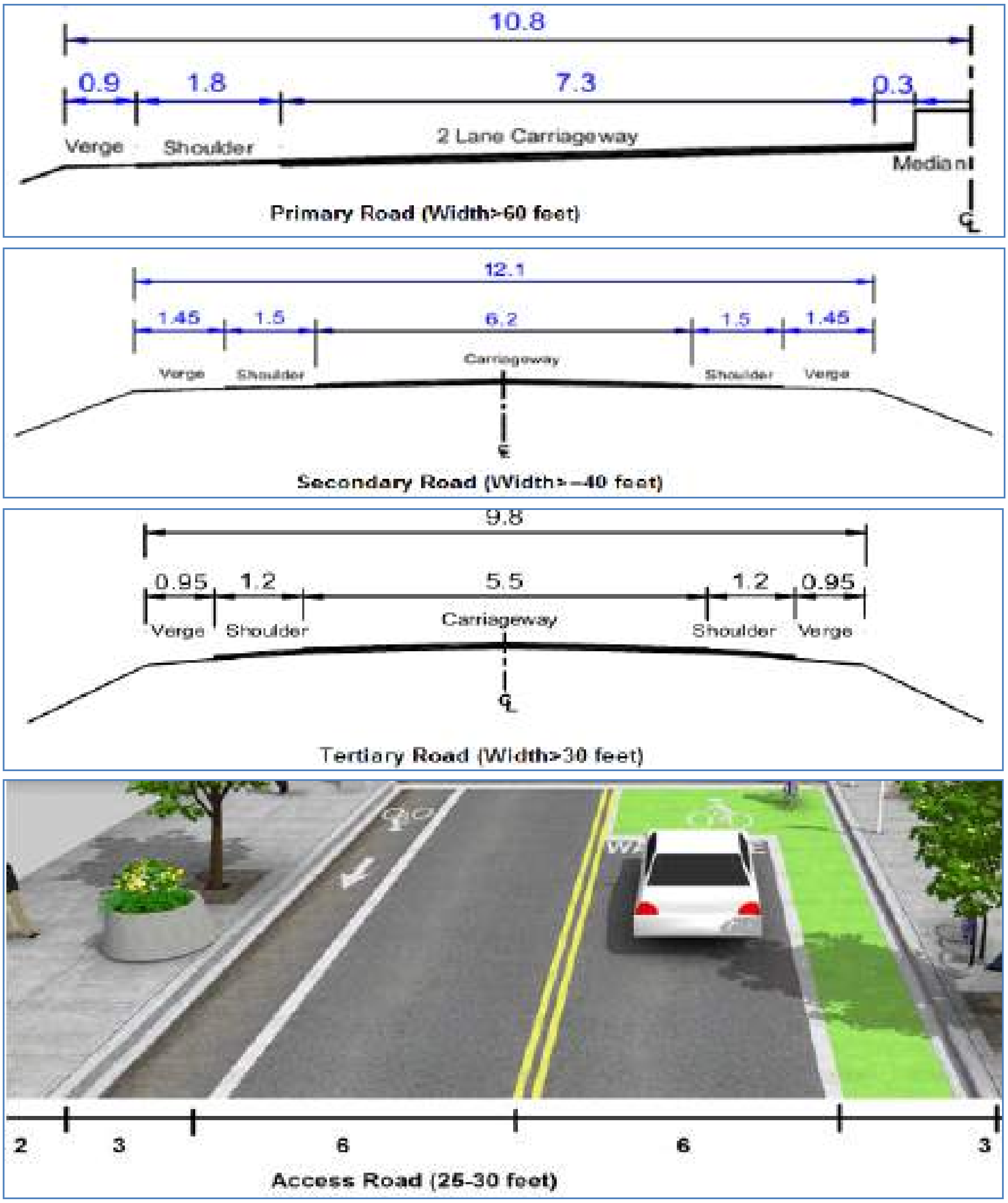

চিত্র- ৪.৩: পৌরসভায় বিভিন্ন সড়কের নকশা প্রস্তাবনা

সূত্র: জ্যামিতিক ডিজাইন ম্যানুয়াল, ২০০০

৪.২ প্রস্তাবিত নতুন সড়ক এবং অনুপস্থিত সংযোগ সমূহ

সারণী- ৪.৪ এ বিভিন্ন সড়কের তালিকা দেখানো হয়েছে। পৌরসভার প্রশাসনিক অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও প্রধান সড়ক হিসেবে একটি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। প্রস্তাবিত সড়কগুলি আরএইচডি, এলজিইডি ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত হবে।

প্রথম ধাপ

আরএইচডি ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রদর্শিত প্রতিটি প্রস্তাবিত সড়ক নির্মাণের প্রক্রিয়া নীচে বর্ণিত হল।

- প্রাথমিক পদক্ষেপ হল দুটি সীমা নির্ধারণ করা যার মধ্যে নতুন রাস্তার প্রয়োজন হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সময় নির্দিষ্ট সংযোগ সীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- দুটি সংযোগ সীমা (নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট) সনাক্ত করার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বিকল্প সড়ক নির্মাণের জন্য এলাকা চিহ্নিত করা। এক্ষেত্রে এলাকাটির প্রশস্থতা পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হবে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রস্থ তুলনামূলকভাবে কম (যেমন ৮০ থেকে ১০০ মিটার) এবং কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রস্থ বেশি (যেমন ২০০ থেকে ৩০০ মিটার) হবে।
- বিকল্প সড়কের সংখ্যা এলাকাভেদে বিভিন্ন হবে, তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সড়কের সংখ্যা সর্বাধিক পাঁচটি হতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপ

প্রক্রিয়ার এই পর্যায়ে প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের কারণে অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের ক্ষতি সাধিত হতে পারে। এর পরিমাণ নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে এটিকে প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসাবে দেখা যাবেনা। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থায়ী অবকাঠামোর ক্ষতি যত কম করা যায় তত ভাল। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার ক্ষেত্রে যেসব জায়গায় উন্নয়ন হয়নি সেসব জায়গায় সড়ক নির্মাণে প্রাধান্য দিতে হবে। যেক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণে অবকাঠামো অপসারণ জরুরি, সেক্ষেত্রে সেগুলো ভাঙ্গার খরচ সড়ক নির্মাণ খরচের মধ্যে পড়বে। একইভাবে, পল্লী এলাকায় বা যেসব এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেসব এলাকায় বিকল্প সড়ক নির্মাণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে এমন প্রস্তাবনা দিতে হবে যেন নতুন সড়ক নির্মাণের ফলে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি না হয় অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাহত না হয়।

তৃতীয় ধাপ

বিকল্প পথগুলি চিহ্নিত করার পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন মাপদণ্ডের ভিত্তিতে এগুলো মূল্যায়ন করা হবে। পৌরসভা এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে পছন্দসই বিকল্পটি নির্বাচন করবে। এই ধাপে যে সমস্ত বিষয় লক্ষণীয় তা হল-

বিদ্যমান অবকাঠামোর উপর প্রভাব: স্থায়ী বা অস্থায়ী যেকোনো ধরণের কাঠামো অপসারণে এবং ঐ স্থানে প্রতিটি বিকল্প সড়ক নির্মাণে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এই ক্ষতিপূরণের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে কম খরচ যেক্ষেত্রে হবে সেই বিকল্পটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন অঞ্চলে বিকল্প সড়কটি নির্মাণে যদি উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি হয় তবে সেই সড়কটিকে কম বিবেচনায় নিতে হবে।

বিকল্প সড়কের পাশে পতিত সরকারি জমির পরিমাণ: বিকল্প সড়কের পাশে সরকারি মালিকানাধীন জমির সংখ্যা যত বেশি হবে সেটি নির্মাণ তত সহজ হবে এবং খরচ কমবে, কারণ ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তহ্রাস পাবে।

নির্মাণের সহজসাধ্যতা: প্রতিটি সড়ক সহজে নির্মাণ করা যায় এমন প্রস্তাবনা দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ- সেতু নির্মাণ করা হলে খরচ বাড়বে এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে।

ভূমি ব্যবহার এবং কমিউনিটি পৃথকীকরণ: যে সড়ক ভূমি ব্যবহার এবং পৌরসভার অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় সমতা আনে, মূল্যায়নের সময় সেটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মূল্যায়নের সময় বিভিন্ন স্থানীয় বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসভার জন্য উপযুক্ত বিকল্প নির্বাচন করতে হবে এবং সড়কের রিজার্ভ এলাকায় কৃষিকাজ ব্যতীত কোনরূপ উন্নয়ন করা যাবেনা। ভূমির পরিমাপ, নকশার মান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার পরে কিছু নতুন রাস্তা প্রস্তাব করা হয়েছে যা নিম্নরূপ।

সারণী- ৪.৪: প্রস্তাবিত নতুন সড়ক

Road ID	প্রস্তাবিত সড়কের প্রশস্থতা (ফুট)	দৈর্ঘ্য (মি.)
SR1	৬০	১৭৫৮.৯৩
AR11	২০	৮২৫.৬১
AR12	২০	৬৪৫.৯৪
AR13	২০	৭৬৪.২৪
AR14	২০	৯৪১.৪৪
AR15	২০	৯৭১.০৪
AR17	২০	৪৯৪.২৩
AR18	২০	২৭৯.৪১
AR96	২০	১৪৬৪.২১
AR97	২০	৮৬৮.৫৯
AR98	২০	১৩২৮.১৭
AR187	২০	৬৪৪.১২
AR188	১২	৫২৯.৯১
AR189	১২	৩৫১.৩৭
AR190	২০	১৫১৯.৩৭
AR280	২০	৫৪৯.৪২
AR395	২০	৪৬১.৫২
AR396	২০	৪৭৫
AR642	২০	৬৯২.১
AR643	২০	৮৯০.৪
AR644	২০	৬১৮.৩৩
AR648	২০	১০১৫.৬৯
AR650	২০	১৩০৯.৩৬
AR651	২০	৮৩৭.৯৭
AR652	২০	৬৭৮.১৭
AR736	২০	১১২৭.০৩

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত

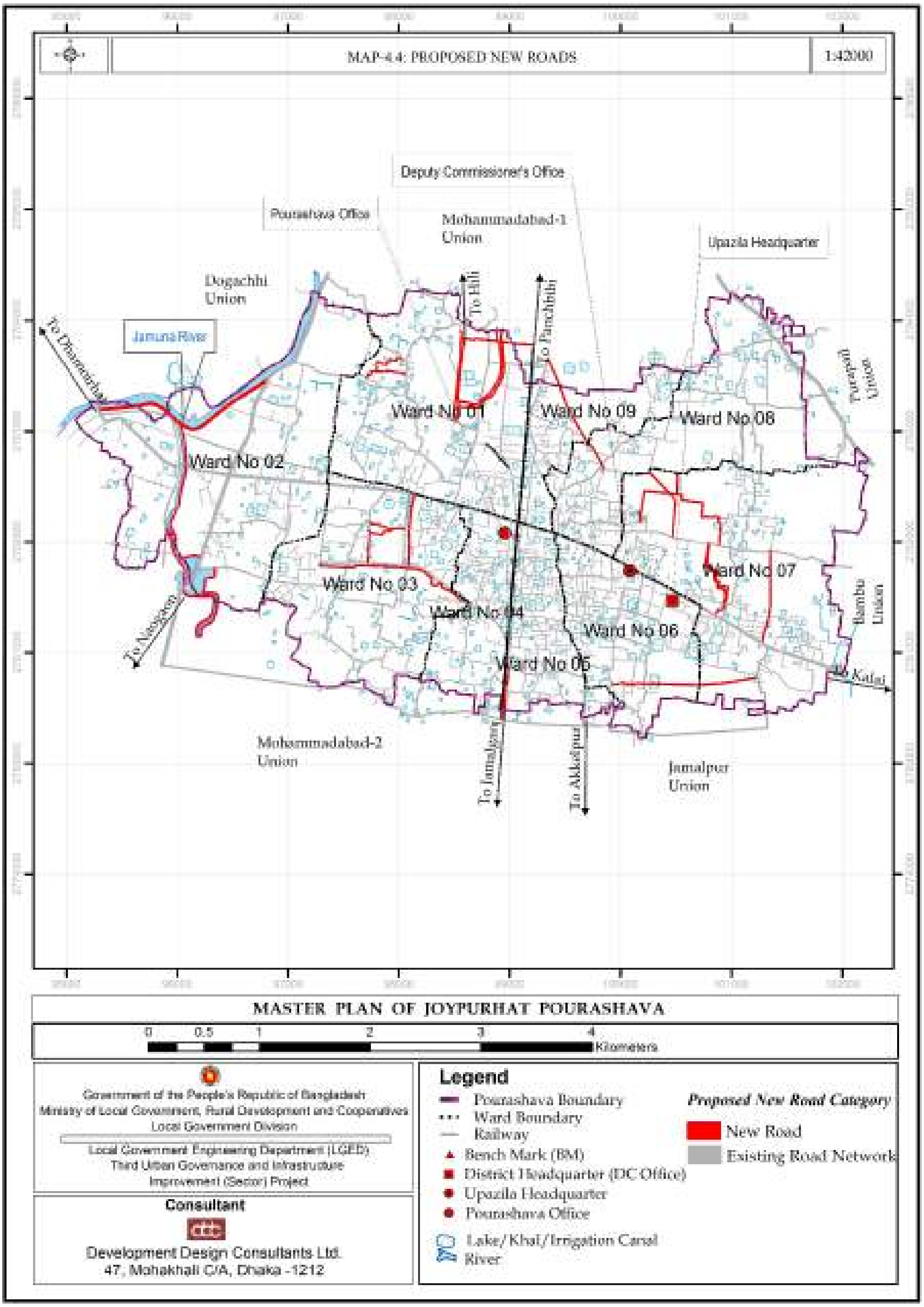

মানচিত্র- ৪.৪: প্রস্তাবিত নতুন সড়ক

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

৪.৩ পথচারী, বাইসাইকেল এবং রিকশার জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন

বেশিরভাগ সড়কে পথচারী রাস্তার দুইদিকে যাতায়াত করে থাকেন। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষাকালে দেখা যায়, এই পৌরসভায় পথচারীদের চলাচলের জন্য কোন ফুটপাথ নেই। পথচারীদের পারাপার প্রধানত সড়কের বর্ধিতাংশে (রাইট অফ ওয়ে) এবং যাত্রী ও পণ্য ওঠানামাসহ পার্কিং এর জন্য সড়কের চলাচল অংশ (ক্যারিজওয়ে) দিয়েই হয়ে থাকে। ফুটপাথ প্রণয়নের বিধান অনুসারে ফুটপাথের জন্যে প্রয়োজনীয় ২.৫ মিটার জায়গা সড়কের উভয় পাশে চিহ্নিত করা থাকতে হবে। সড়কের নকশা প্রণয়নের মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে পথচারী, বাইসাইকেল এবং রিকশার জন্য বিভিন্ন সুবিধাদির উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪.৩.১ পথচারী

কোন ব্যক্তির হাঁটার সাথে তার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যেমন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তেমনি তার পূর্ব অভিজ্ঞতারও সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রেখে পথচারীদের জন্য সুবিধাদি নকশা করা উচিত।

পর্যাপ্ত প্রশস্থতা

পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমি ব্যবহার বিবেচনায় হাঁটার রাস্তার ধারণক্ষমতা পর্যাপ্ত থাকতে হবে। এগুলির প্রস্থ এমন হবে যাতে কমপক্ষে দুইজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে।

যানবাহন থেকে সুরক্ষা

অধিক পরিমাণ বা দ্রুতগতির (৫৬ কিমি/ঘণ্টা বা ৩৫ মাইল/ঘণ্টা এর বেশি) যানসমূহ পথচারীদের চলাচলে বিপদজনক ও অসুবিধার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ভৌত (এবং উপলব্ধিমূলক) পদ্ধতির সমন্বয়ে যান ও পথচারী চলাচল বিচ্ছিন্নকরণ সম্ভব। রাস্তার দুই পাশে ঘাস ও বৃক্ষের সারি, রাস্তার মিডিয়ানে উঁচু চারাগাছ, বাইসাইকেল লেন, রাস্তার উপর সমান্তরালে পার্কিং ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যায়। সড়কের মোড়ের নকশা এমনভাবে করা উচিত যাতে তা যানবাহন এবং পথচারী চলাচলের জন্যে সুবিধা হয় এবং মধ্যবর্তী আইল্যান্ডের বিধান অনুসারে জ্যামিতিকভাবে তা নকশা করতে হবে যা পথচারী পারাপারের দূরত্ব কমায়।

রাস্তায় গাছ রোপণ

উচ্চ মাত্রার পরিবেশে পথচারী চলাচলের জন্যে রাস্তায় গাছ রোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেগুলো শুধু ছায়াই প্রদান করেনা, বরং পথচারীদের পার্শ্ববর্তী পরিবেশের সাথে একাত্মতার অনুভূতিও জাগায়, যার ফলে পথচারীরা একটি সুরক্ষিত পরিবেশে হাঁটার অনুভূতি লাভ করে।

পথচারী স্কেলে (পেডেস্ট্রিয়ান স্কেল) নকশা

মহাসড়কের অনুরূপ বৃহৎ নির্দেশনা ব্যবস্থা (সাইনেজ) ধারণা দেয় যে পথচারীরা রাস্তার কোনো অংশ নয়। পথচারীরা যাতে দেখতে পায় সেভাবেই নির্দেশনা ব্যবস্থা নকশা করা উচিত। দ্রুতগতির মহাসড়কের জন্যে ব্যবহৃত উঁচু আলোক ব্যবস্থা ব্যবহার না করে পথচারীর উচ্চতা অনুযায়ী আলোক বাতি ব্যবহার করতে হবে। চলার পথের মধ্যচ্ছেদসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রাস্তার উপকরণ, বীথিকা, এবং নির্দেশকসমূহকে (ল্যান্ডমার্ক) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নিরবচ্ছিন্নতা

পথচারীদের জন্যে প্রণীত সুবিধাদি অনেক ক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্ন নয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বেসরকারি নির্মাতারা নির্মাণ কাজের নিকটবর্তী পার্শ্বরাস্তায় বা রাস্তার মোড়ের সাথে পথচারী সুবিধাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়না। নতুনভাবে সুবিধাদি দেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। নতুন পার্শ্বরাস্তা নির্মাণের সময় বর্তমান সীমাবধ্যতাসমূহকে আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শনাক্ত করতে হবে।

খালি জায়গা

সৌন্দর্য বর্ধন, গাছপালা, বিভিন্ন সংকেত ইত্যাদির জন্যে কমপক্ষে ২.৪ মিটার (৮ ফিট) উল্লম্বভাবে খালি জায়গা রাখতে হবে। বাণিজ্যিক অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকাসমূহে (সিবিডি) তা ২.৭ মিটার (৯ ফিট) হতে হবে। অন্যদিকে ভবনের আলম্বিত (ওভারহ্যাং) অংশের জন্যে সেটা ৩.৬ মিটার (১২ ফিট) হবে। বেশিরভাগ ফুটপাথই সড়কপথ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্মুখ অংশের মধ্যে অবস্থিত। এই এলাকায় ৪টি নির্দিষ্ট অঞ্চল রয়েছে এবং তাদের মোট প্রস্থ ও পথচারীদের জন্যে নির্দিষ্ট সম্ভাব্য অঞ্চলের মোট প্রস্থের মধ্যে পার্থক্য করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ (সমগ্র রুট)।

চিত্র- ৪.৪: প্রস্তাবিত ফুটপাথ ও বাইসাইকেল লেন

সূত্রঃ চেন্নাই মাস্টার প্ল্যান, ২০১০

ফুটপাথের সম্মুখভাগ বা রাস্তার সরঞ্জামের প্রশস্থতা নির্ণয়ে যেকোনো বস্তু থেকে ০.১৫ মিটারের একটি 'খালি স্থান' সমগ্র রুটজুড়ে (থরো রুট) বজায় রাখার নিয়মটি প্রয়োগ করা উচিত। এই অংশটি রুটের প্রস্থ থেকে বাদ দিতে হবে কেননা এই জায়গা পথচারীদের ব্যবহারের সম্ভাবনা নেই। উদাহারণস্বরূপ, রুটের কোন জায়গায় ল্যাম্প পোস্ট থাকলে, তার পরের জায়গাটিই হবে সেই 'খালি স্থান'। সেই অংশটুকু তখন ল্যাম্প পোস্ট যে জায়গায় আছে তার সাথে যুক্ত হবে ফলে সমগ্র রুটের প্রস্থ কমে যাবে।

সারণী- ৪.৫: পথচারীদের জন্যে নির্ধারিত অঞ্চলের উদ্দেশ্য

অঞ্চল	উদ্দেশ্য
কার্ব অঞ্চল	- পথচারী চলাচলের সীমানা নির্ধারণ করে - সড়কপথের অঞ্চলের পানি ফুটপাথে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করে - ফুটপাথ ব্যবহারে যানবাহনকে বাঁধা দেয় - দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ঈঙ্গিত প্রদানে সাহায্য করে
রাস্তার সরঞ্জামের অঞ্চল	- বিভিন্ন ধরনের উপকরণাদি যেমন সংকেত খুঁটি, লাইটিংয়ে ব্যবহৃত খাম্বা, বসার স্থান, হ্যাচ কভার, এবং পার্কিং মিটার বসানোর জন্যে এই জায়গা ব্যবহৃত হয়। - ছোট গাছগাছড়া লাগানোর জন্যে এই জায়গা ব্যবহৃত হতে পারে। - যানবাহন এবং পথচারীদের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক অঞ্চল তৈরি করে। - চলন্ত গাড়ির থেকে কাদা ছিটানো থেকে পথচারীদের নিরাপত্তা দেয়। - ড্রাইভওয়ে গ্র্যাডিয়েন্টের জন্যে জায়গা দেয়।
থরো রুট (বা মুক্ত অঞ্চল)	- পথচারীরা সাধারণত যে অংশে চলাচল করে (এই অংশ সর্বদা বাঁধামুক্ত থাকবে)।
সম্মুখ অঞ্চল	- এই অংশে পথচারীরা সাধারণত যেতে চেষ্টা করেনা কেননা এখানে প্রতিবন্ধক দেয়াল, বেড়া, ভবন থেকে আসা পথচারী, ছোট দোকান বা ঝুলন্ত বাগান থাকতে পারে।

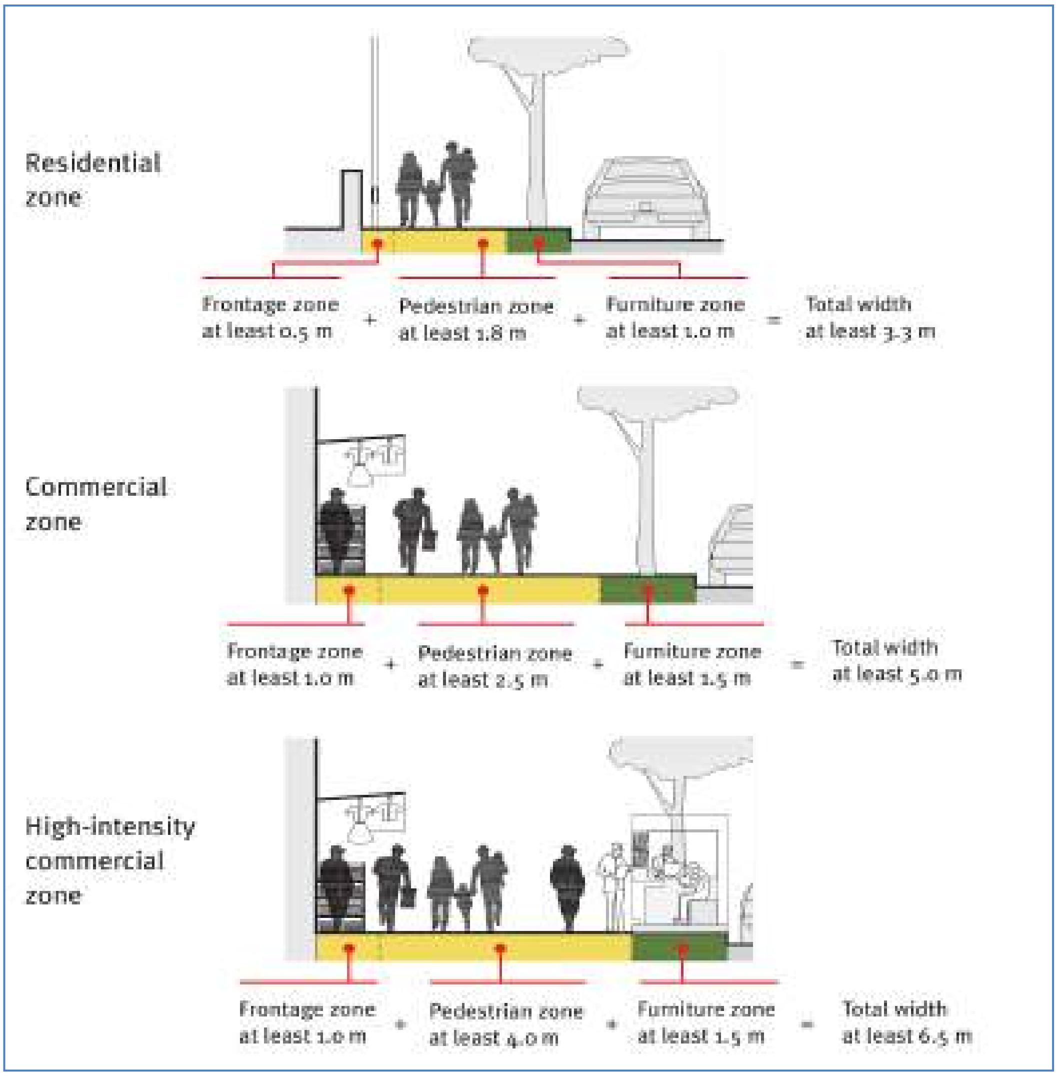

চিত্র- ৪.৫: বিভিন্ন অঞ্চলে পথচারী সুবিধাদির বিন্যাস

সূত্র: আইটিডিপি, ২০১৩

অঞ্চলসমূহের প্রশস্থতা

পরিবেশ এবং সংযুক্ত রুটের উপরই ফুটপাথের প্রস্থ নির্ভর করে। সাধারণ যানবাহন প্রবাহ অবস্থায় একটি ফুটপাথের জন্যে সর্বনিম্ন প্রস্থ নিচের সারণীতে দেখানো হল। সাধারণত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ফুটপাথে প্রশস্থ উপকরণাদি দেয়া প্রয়োজন-

- সড়কে যানবাহনের উচ্চ মাত্রার গতি, এবং/বা
- সড়কে অতিরিক্ত যানবাহনের সংখ্যা

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণত প্রশস্থ থরো রুট অঞ্চলের প্রয়োজন-

- অতিরিক্ত পথচারী সংখ্যা, এবং/বা
- ফুটপাথে থেমে থাকা পথচারীর অতিরিক্ত সংখ্যা

সারণী- ৪.৬ঃ স্থান অনুযায়ী ফুটপাথের সর্বনিম্ন মাত্রাসমূহ

	সর্বোচ্চ পথচারী প্রবাহ	অঞ্চল				মোট
		কার্ব	সরঞ্জাম	থরো রুট	সম্মুখ	
পথচারী অঞ্চলে মাধ্যমিক সড়ক সিবিডি পার্ক, স্কুল, এবং অন্যান্য প্রধান পথচারী এলাকা	৮০ জন/মিনিট	০.১৫ মি	১.২ মি	২.৪ মি +	০.৭৫ মি	৪.৫ মি
স্থানীয় সড়ক সিবিডি-র বাইরের শিল্প/বাণিজ্যিক এলাকা	৬০ জন/মিনিট	০.১৫ মি	১.২ মি	১.৮ মি	০.৪৫ মি	৩.৬ মি
সংগ্রাহক সড়ক	৬০ জন/মিনিট	০.১৫ মি	০.৯ মি	১.৮ মি	০.১৫ মি	৩.০ মি
আবাসিক এলাকার স্থানীয় সড়ক	৫০ জন/মিনিট	০.১৫ মি	০.৯ মি	১.৫ মি	০.১৫ মি	২.৭ মি
পরম সর্বনিম্ন*		০.১৫ মি	০.০ মি	১.৫ মি	০.০ মি	১.৬৫ মি
# যানবাহনের গতি যেখানে ৫৫ কিমি/ঘণ্টার বেশি সেখানে এই দূরত্ব বাড়ানো যেতে পারে						
* শুধুমাত্র বর্তমান সীমাবধ্য অবস্থায় এবং যেখানে সড়কের নতুন অংশ বরাদ্দ সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য						

সূত্রঃ জ্যামিতিক ডিজাইন ম্যানুয়াল, ২০০০

সকল নতুন ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রস্থসমূহ মেনে চলতে হবে।

পাসিং প্লেস

যেখানে সম্পূর্ণ রুটের প্রস্থ ১.৫ মিটারের কম সেখানে পাসিং প্লেস দিতে হবে। তবে সেখানেই দিতে হবে যেখানে লম্বা রাস্তা ধরে ফুটপাথ প্রশস্থ করা সম্ভব নয় এবং যেখানে স্বল্প ব্যয়ের বিকল্প থাকবে সেখানে দেয়া যাবেনা। এর সুবিধাসমূহ হল-

- দুটি হুইল চেয়ার একত্রে পাস করতে পারবে।
- গণ পরিবহনের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারী বা পারাপারের জন্যে দাঁড়ানো পথচারীদের সহজেই চলমান পথচারীরা অতিক্রম করতে পারবে।

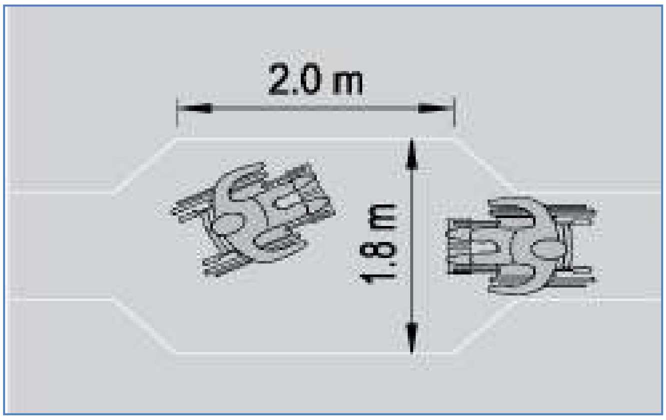

চিত্র- ৪.৬ঃ হুইল চেয়ার পাসিং প্লেসের মান সমূহ

ওভারহেড ক্লিয়ারেন্স

পথচারীদের মাথা যাতে আক্রান্ত না হয় সেজন্যে সমগ্র ফুটপাথ জুড়ে (রাস্তার সকল সরঞ্জামাদি ও সম্মুখভাগ সহ) উল্লম্ব বা ওভারহেড ক্লিয়ারেন্স থাকতে হবে। এই অংশ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা যেমন গাছপালা, দোকানের শামিয়ানা, অন্যান্য চিহ্নাদি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নিচের সারণীতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সর্বনিম্ন ওভারহেড ক্লিয়ারেন্স দেখানো হল।

সারণী- ৪.৭: ওভারহেড ক্লিয়ারেন্স

প্রেক্ষাপট	ক্লিয়ারেন্স
আদর্শ ক্লিয়ারেন্স	২.৪ মি.
পরম সর্বনিম্ন*	২.১ মি. #
* শুধুমাত্র বর্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থায় প্রযোজ্য	
# ক্লিয়ারেন্স কখনই এর চেয়ে কম হবেনা এমনকি সামান্যতম দূরত্বের ক্ষেত্রেও	

গ্র্যাডিয়েন্ট

যাত্রা মুখের সমান্তরাল ঢালই হল থরো রুটের গ্র্যাডিয়েন্ট। গ্র্যাডিয়েন্ট বাড়তে থাকলে যাতায়াত কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় গ্র্যাডিয়েন্টের জন্য নিম্নোক্ত সারণীর তিনটি বিষয় (প্যারামিটার) বিবেচনায় রাখতে হবে। বিষয়সমূহ পরিমাপের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এই অংশের শেষে যুক্ত করা আছে।

বর্তমান অবস্থায় যেসব থরো রুট আছে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্র্যাডিয়েন্ট থাকতে হবে। যেখানে গড় গ্র্যাডিয়েন্ট সর্বোচ্চ মানের উপরে হবে সেখানে থরো রুটকে অন্যান্য এলাকাসহ নতুনভাবে র‍্যাম্প আকারে ডিজাইন করতে হবে। এটা সমগ্র থরো রুটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮% গ্র্যাডিয়েন্ট বরাদ্দ রাখবে তবে তা তখনো হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের নিকট প্রবেশযোগ্য থাকবে। যেখানে এই অবস্থা সম্ভব নয় এবং থরো রুট সড়কের পাশেই অবস্থিত, সেখানে গড় ও সর্বোচ্চ গ্র্যাডিয়েন্ট সংলগ্ন সড়কের চাইতে বেশি হবেনা। নিচের সারণীতে থরো রুটকে র‍্যাম্প হিসেবে ডিজাইন করার পরামর্শগুলো দেখানো হল। সকল নতুন প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে গ্র্যাডিয়েন্ট অনুমিত সর্বোচ্চ সীমার নিচে থাকবে। যদি তা লঙ্ঘিত হয় তবে নির্মাতাকে অবশ্যই এর উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। যেসব জায়গায় ফুটপাথ ও ড্রাইভওয়ে আড়াআড়িভাবে থাকে সেক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে নিচের সারণীতে দেখানো হল।

সারণী- ৪.৮: থরো রুটের গ্র্যাডিয়েন্ট

প্যারামিটার	সংজ্ঞা	সর্বোচ্চ মান
গড় গ্র্যাডিয়েন্ট	দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী উল্লম্ব উন্নতির পরিবর্তন	৫%
সর্বোচ্চ গ্র্যাডিয়েন্ট	কোন রুট বরাবর ০.৬ মিটার ব্যবধানে উল্লম্ব উন্নতির পরিবর্তন	৮%, ৯ মিটারের চাইতে অধিক দূরত্বে নয়। এর চেয়ে বেশি গ্র্যাডিয়েন্ট হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্যে উপযুক্ত নয়।
গ্র্যাডিয়েন্ট পরিবর্তনের হার	কোন রুট বরাবর ০.৬ মিটার ব্যবধানে নতির মোট পরিবর্তন	১৩%

প্রস্তাবিত ফুটপাথ

নগর এলাকার মধ্যে ফুটপাথ নেটওয়ার্ক আগামী ১০ বছরে ক্রমবর্ধমান হারে পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হবে। নিচের সারণীতে প্রস্তাবিত ফুটপাথের সারসংক্ষেপ দেখানো হল।

সারণী- ৪.৯: প্রস্তাবিত ফুটপাথ

সড়কের নাম	প্রস্তাবিত সড়কের প্রস্থ (ফুট)	সড়ক আইডি	ফুটপাথ (ফুট)	অবস্থান
আউশগারা সড়ক	৪০	TR-22	৬	সড়কের উভয় পাশে
বুড়িতলা সড়ক	৪০	TR-12	৬	
ধানমন্ডি সড়ক	৪০	TR-33	৬	
গাড়িয়াকান্ত সড়ক	৪০	TR-18	৬	
হাসপাতাল সড়ক	৪০	TR-8	৬	
ঝাউবাড়ি সড়ক	৪০	TR-14	৬	
জয়পুরহাট সিটি বাইপাস	১০০	SR-2	৮	
জয়পুরহাট-আক্কেলপুর মহাসড়ক	৪০	Z5508	৬	

সড়কের নাম	প্রস্তাবিত সড়কের প্রস্থ (ফুট)	সড়ক আইডি	ফুটপাথ (ফুট)	অবস্থান
জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক	৪০	TR-44	৬	
নওগাঁ- জয়পুরহাট মহাসড়ক	১০০	R549	৮	
পাঁচুরচক-বাবুপাড়া সড়ক	৪০	TR-37	৬	
পাঁচুরচক সড়ক	৪০	TR-41	৬	
সবুজনগর সড়ক	৪০	TR-43	৬	
সদর সড়ক	৮০	R545	৮	
শহিদ জিয়া কলেজ সড়ক	৪০	TR-38	৬	
স্টেডিয়াম সড়ক	৪০	TR-1	৬	

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

নিচের সারণীতে যে সকল সড়ক প্রস্তাবিত হয়েছে তা শুধু পথচারীদের জন্যে, কোন যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক গাড়ীর জন্যে নয়। উক্ত সড়কসমূহে নকশা প্রণয়নের মানদণ্ডসহ সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবকাশ যাপন ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধাদি নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সারণী- ৪.১০: প্রস্তাবিত পথচারী সড়ক

সড়ক আইডি	সড়কের প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (মিটার)
পথচারী পথ-০১	৭	৭৯.৭
পথচারী পথ-০২	১২	১৬৩.৯
পথচারী পথ-০৩	৭	২১১.৯
পথচারী পথ-০৪	১২	৭৬.৫
পথচারী পথ-০৫	৭	৩৬.৪
পথচারী পথ-০৬	৮	২৪৪.৬
পথচারী পথ-০৭	১২	১০৭.৯
পথচারী পথ-০৮	৭	৩৫.৭
পথচারী পথ-০৯	৭	১০০.০
পথচারী পথ-১০	১২	২৭.৩
পথচারী পথ-১১	৫	২২.৩
পথচারী পথ-১২	৭	১১.৪
পথচারী পথ-১৩	৬	২৮৬.৬
পথচারী পথ-১৪	১০	১৯৮.১
পথচারী পথ-১৫	৮	৪৩৩.৫
পথচারী পথ-১৬	১০	৭২.৮
পথচারী পথ-১৭	৫	১২০.৬
পথচারী পথ-১৮	৮	৯২.১
পথচারী পথ-১৯	১২	১৩৪.৩
পথচারী পথ-২০	১২	১৮৩.৯
পথচারী পথ-২১	৫	১৪১.৮
পথচারী পথ-২২	৮	৪৮.৩
পথচারী পথ-২৩	৪	১৩৪.৪
পথচারী পথ-২৪	১০	১৯১.৫

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৯

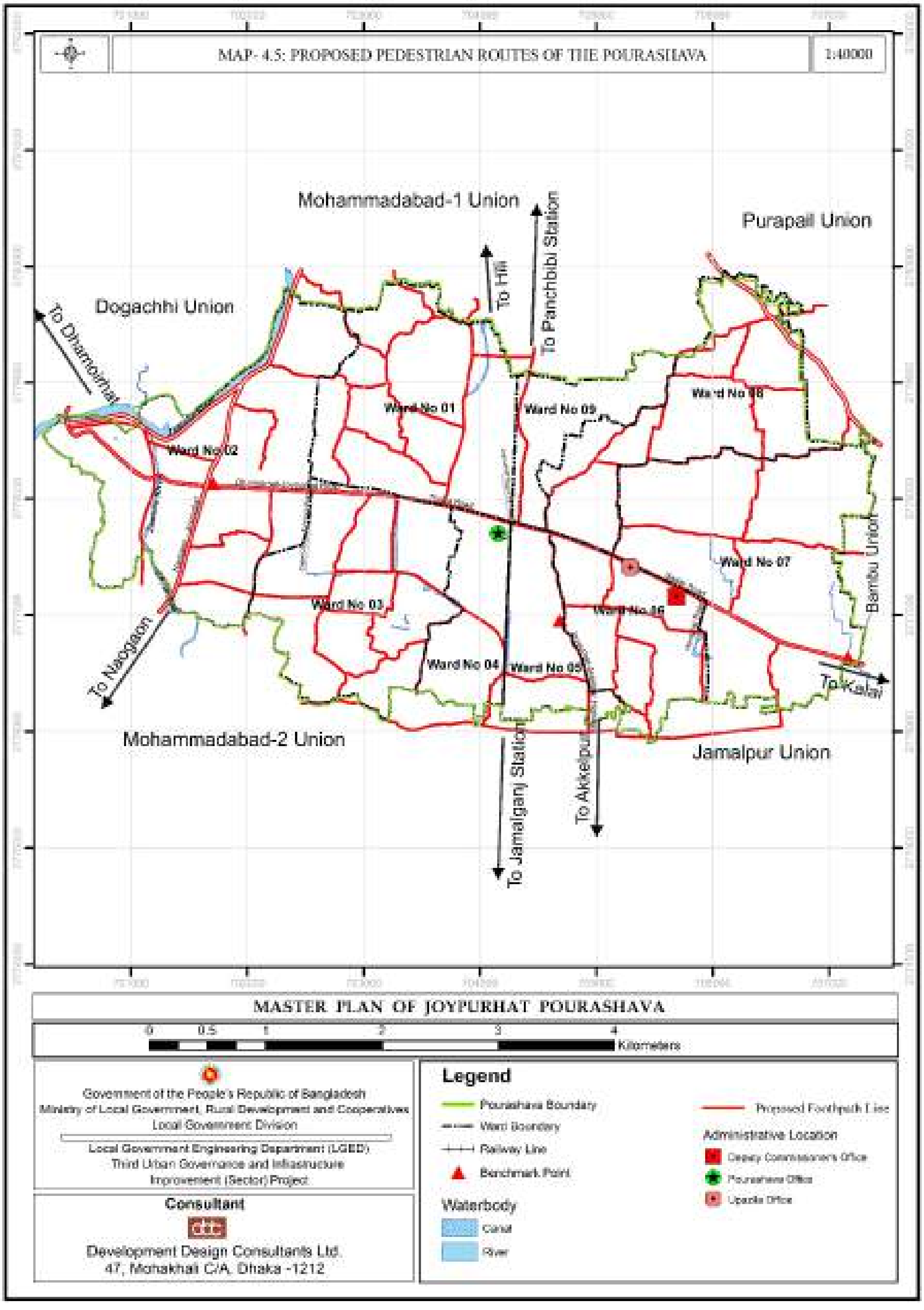

মানচিত্র- ৪.৫: পৌরসভার প্রস্তাবিত পথচারী রুটসমূহ

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৭

বাইসাইকেল লেন

বাইসাইকেল লেন হল সড়কের সেই অংশ যা স্বতন্ত্রভাবে কেবল বাইসাইকেল বা মোটরসাইকেল চালকদের জন্য নির্দিষ্ট, যার প্রস্থ ১.২ থেকে ১.৫ মিটারের (৪ থেকে ৫ ফুট) মধ্যে হয়। কেন্দ্রীয় বা শহরতলী এলাকায় সড়কের উপর আলাদা লেন সাইক্লিস্টদের সড়কের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এসব লেন বিভিন্ন সংকেত, ডোরাকাটা চিত্র, এবং বাইসাইকেল চিহ্ন দ্বারা নকশা করা হয় যাতে সাইক্লিস্টদের সুবিধা হয়। একমুখী সড়ক ব্যবস্থায় সড়কের উভয় পার্শ্বে লেন দিতে হবে। দ্বিমুখী সড়কের ক্ষেত্রে কোন এক পার্শ্বে উভমুখী লেন দেয়া হলে তা বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি করবে তাই এটা না করাই ভালো। যদি লেনের জন্যে ১.৫ মিটার (৫ ফিট) জায়গা না পাওয়া যায়, অন্তর্বতীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে একটি অচিহ্নিত লেনের জায়গা দেয়া যেতে পারে।

লেনসমূহ ঠিক রাখতে নিয়মিত দেখাশোনা করা খুবই জরুরি। বাইক লেনের জন্যে একটি নিয়মিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শহরের বিদ্যমান রাস্তাগুলোকে নতুনভাবে সাজিয়ে সাইক্লিস্টদের জন্যে ব্যবস্থা করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সেটা বিদ্যমান রাস্তাকে প্রশস্থ না করেই করা যায়, তবে তার পরিবর্তে রাস্তার বিদ্যমান প্রস্থচ্ছেদকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পৌরসভার অনেক জায়গায় এটা করতে পারার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র- ৪.৭: বাইসাইকেল লেন ও পার্কিং সুবিধাদির সীমানা
সূত্রঃ জিওমেট্রিক রোড ডিজাইন ম্যানুয়াল, ২০০০

বাইসাইকেল লেন প্রণয়নে বিভিন্ন ধরনের নকশা রয়েছে। লেন প্রণয়নের পূর্বে কিছু বিষয় সম্পর্কে ভেবে নেয়া জরুরি। সেগুলো হল-

- আলাদা বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল লেনের সীমানা নির্দেশ
- পার্কিং সুবিধাদি
- যানবাহনের প্রবেশাধিকার
- চলমানতা (Continuity)

রিকশা লেন/এনএমভি লেন

পৌরসভার সড়কগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অধিক সংখ্যক মোটরবিহীন যানবাহন (এনএমভি) ও পথচারী। সড়কের নকশা প্রণয়নে এটার অনেক প্রভাব রয়েছে। এনএমভিগুলির জন্যে সঠিকভাবে ব্যবস্থা করতে পারলে যান চলাচলের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্ঘটনার কারণ হ্রাস পাবে।

সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রাস্তায় এনএমভি এর ব্যবহারের জন্যে শোল্ডার সরবরাহ করা হবে। ব্যস্ত এলাকায় যেমন অতিরিক্ত যানবাহন যেখানে চলাচল করে সেখানে পৃথক এনএমভি লেন দেয়া হবে। সর্বোচ্চ ৫১৩ পিসিইউ/ঘণ্টা এর জন্যে সাধারণত কমপক্ষে ৩ মিটার জায়গা প্রয়োজন। এনএমভি লেনের প্রস্থের সাথে পরিবহণের (ফ্লো-উইথ) সম্পর্ক নিচের সারনীতে দেখানো হল।

সারণী- ৪.১১: এনএমভি লেনের ক্ষমতা

এনএমভি লেনের প্রস্থ (মিটার)	লেন প্রতি ফ্লো (পিসিইউ/ঘণ্টা)
৩.০	৫১৩
৩.৬	৬৪৫
৪.২	৭৩২
৪.৮	৭৯৪
৫.৪	৯০১
৬.০	১০১৫

সূত্র: সারণী ৬.৪০, ৬.৪৭, RMSS Vol. V11A

নোট: ধারণ ক্ষমতা ‘ডি’ লেভেল অফ সার্ভিস এর

এনএমভি লেনকে সহজ ও সুবিধাজনক করতে তাদের নকশা প্রণয়নের সময় সতর্ক থাকতে হবে। এটি মসৃণ ও টেকসই পৃষ্ঠসহ ভালভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং রিকশা প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত থাকবে।

সিএনজি / অটো রিকশা স্টপেজ

বর্তমানে পৌরসভাতে সিএনজি এবং অটো রিকশার জন্য নির্দিষ্ট কোনও স্টপেজ নেই। তারা রাস্তার সংযোগস্থল (ইন্টারসেকশন) এবং রাস্তাগুলোকে স্টপেজ হিসেবে ব্যবহার করে যার ফলে যানজট তৈরি হয়। এই সমস্যাটি দূর করতে সিএনজি ও অটো রিকশার জন্য দুটি স্টপেজ প্রস্তাব করা হয়েছে। যেসব জায়গায় যাত্রীর চলাচল ও চাহিদা অধিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সেসব জায়গায় এই স্টপেজগুলি দেয়া হয়েছে। সিএনজি এবং অটো রিকশা স্টপেজের জন্য প্রস্তাবিত স্থান হল বাস টার্মিনাল এবং বাজার এলাকা।

মোটরবিহীন যানবাহনের (এনএমভি) জন্যে নকশা মান

অনেকক্ষেত্রেই পথচারীরা ঢালাই করা শোল্ডার বা এনএমভি লেন ব্যবহার করতে পারে। যেখানে অধিক পথচারী এবং উচ্চ-গতির যান চলাচল রয়েছে সেখানে একটি পৃথক পথ সরবরাহ করার প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণত, বাঁধের পাশে এটি ১.৫ মিটার প্রশস্ত হতে পারে যার মধ্যে ক্যারেজওয়ে স্তর থেকে ০.৫ মিটার ঢাল রয়েছে। সেতু এবং কালভার্টে এটি হাঁটাপথের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং ব্যবহার যাতে সহজ হয় সেভাবে নকশা করতে হবে। হাঁটাপথ অবশ্যই মসৃণ, টেকসই ও ঢালু হতে হবে। সড়কের ডিজাইন ম্যানুয়াল থেকে কিছু নকশা নিচে দেখানো হল।

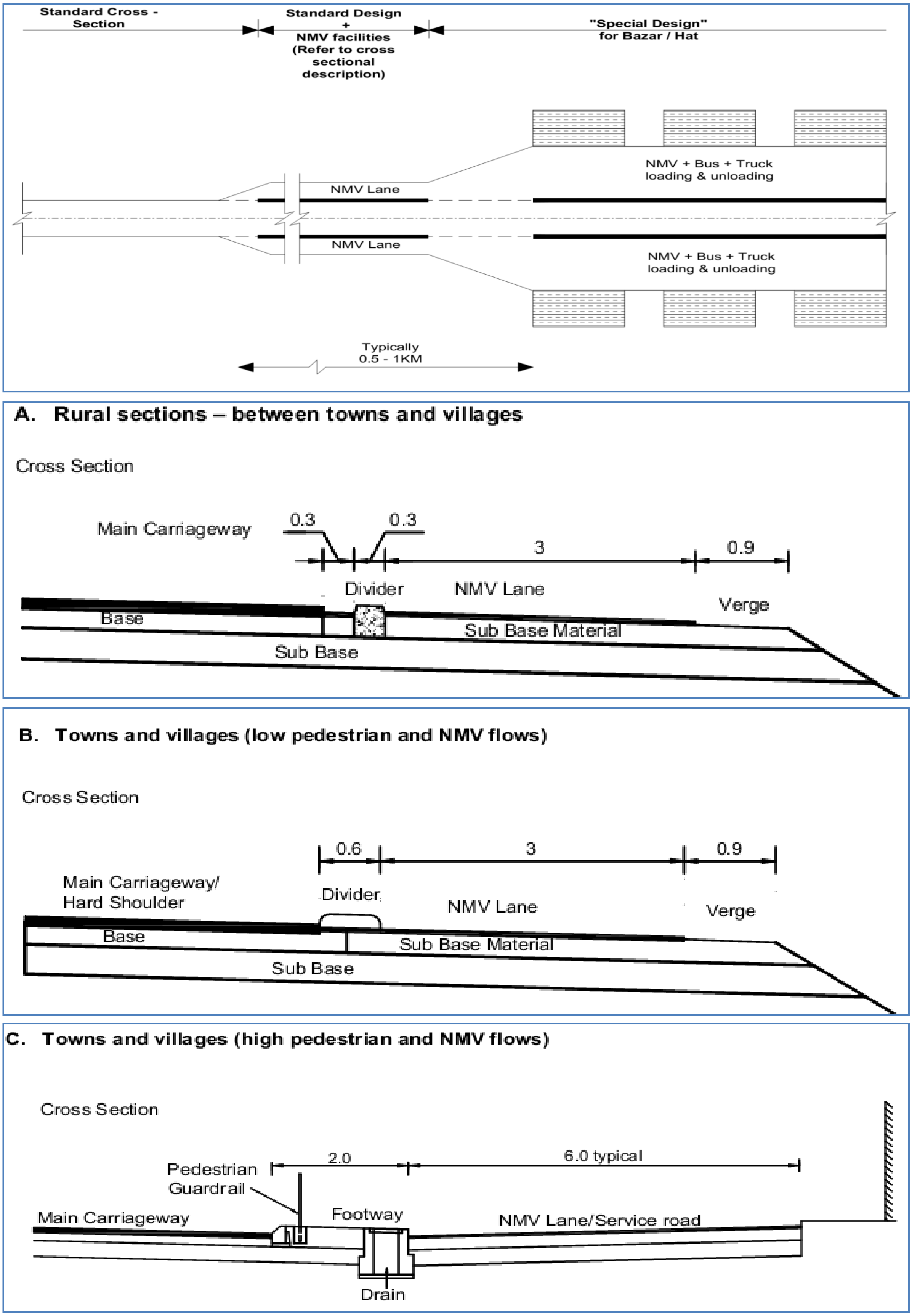

চিত্র- ৪.৮: সাধারণ এনএমভি ব্যবস্থা এবং নকশা মান

সূত্র: জ্যামিতিক ডিজাইন ম্যানুয়াল, ২০০০

৪.৪ পার্কিং এবং টার্মিনাল সুবিধা

৪.৪.১ পার্কিং সুবিধা

বর্তমানে যাত্রী এবং মালামাল উঠানামার কাজে সড়কের সংযোগস্থলগুলো স্টপেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া মোটরচালিত এবং মোটরবিহীন যানের পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও রাস্তার সংযোগস্থল ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল নিয়ামকের কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনাও বাড়ছে। সদর রোডের বাটার ও পাঁচুর মোড়ে মোটরচালিত এবং মোটরবিহীন যান অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এছাড়াও এই দুই সংযোগস্থলে যানবাহনের পরিমাণ সর্বোচ্চ এবং এর ক্যারেজওয়েতে বেশিরভাগ যান পার্ক করা থাকে ও মালামাল লোড-আনলোড করা হয়। এ অবস্থ নিরূপণের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী পার্কিংয়ের বিধান করতে হবে-

- জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের যে কোনও প্রান্তে কোন রাস্তায় পার্কিং করার অনুমতি থাকবে না।
- জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কগুলিতে বাস বে সহ স্টপেজ সরবরাহ করতে হবে।
- জাতীয় সড়কের উভয় পাশে বিকল্প লেন সরবরাহ করা উচিত এবং মোটরবিহীন (এনএমভি) গাড়িগুলি সে বিকল্প লেনগুলি ব্যবহার করবে। এই বিকল্প লেনগুলিতে কোন পার্কিং ব্যবস্থা অনুমোদিত হবে না।
- মোটরচালিত এবং মোটরবিহীন যান চালানোর জন্য পার্কিং এর জায়গা ভিন্ন ধরণের হবে ও পৃথক স্থানে প্রদান করা হবে। যানবাহনের প্রবাহ, বিদ্যমান বাজারের জায়গা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুসারে পৌরসভার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমাংশ বিবেচনা করে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

উপরোক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে, পার্কিং সুবিধা পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হচ্ছে।

<u>নকশা বিবেচনা</u>

১. অফ স্ট্রিট পার্কিং এবং লোডিং: উদ্দেশ্য

রাস্তায় যানজট এবং বিভিন্ন যানবাহন সম্বন্ধীয় বিপদগুলি কমিয়ে আনার এবং বাসস্থান, ব্যবসা, জনসাধারণের পরিষেবা ও সমাবেশে নিরাপদ এবং সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে অফ স্ট্রিট পার্কিং এবং মালামাল লোডিং এর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২. অফ স্ট্রিট পার্কিংএর শর্তাবলি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এর বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যায়, এবং নির্দিষ্ট স্থানে অফ স্ট্রিট পার্কিং দেয়া হবে।

৩. পার্কিং এর সাধারণ শর্তাবলি- শ্রেণি ভিত্তিক

- আবাসিক
- শিক্ষাবিষয়ক
- প্রাতিষ্ঠানিক/স্বাস্থ্য বিষয়ক
- সমাবেশ
- ব্যবসা ও বাণিজ্যিক
- শিল্প
- গুদামঘর
- বিপজ্জনক পরিস্থিতি

অন স্ট্রিট পার্কিং কোণ

নীচের চিত্রটি পার্কিং কোণ এবং সর্বনিম্ন খাঁড়ির (aisle) প্রস্থকে চিত্রিত করে।

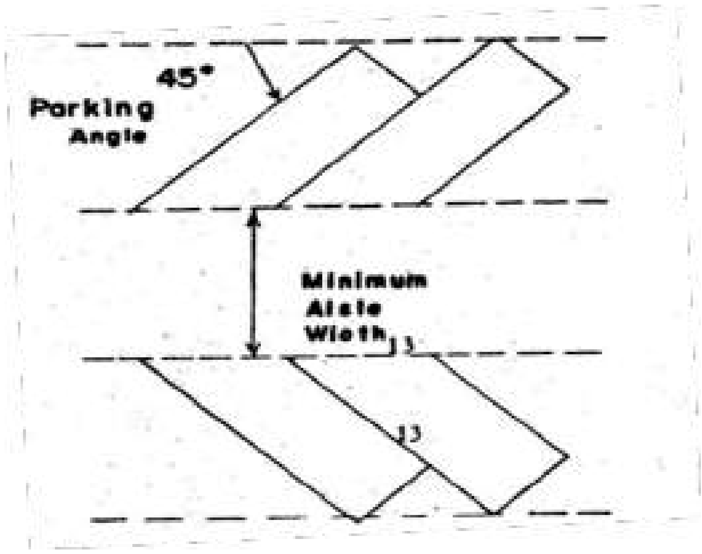

চিত্র- ৪.৯: পার্কিং কোণ এবং সর্বনিম্ন খাঁড়ির (aisle) প্রস্থ

অফ স্ট্রিট লোডিং এর শর্ত

৫০০ বর্গ মিটার (৫,৩৫০ বর্গফুট) এর বেশি জোনিং লটগুলিতে নীচে বর্ণিত শ্রেণির বা ধরনের ব্যবহারের জন্য অফ স্ট্রিট লোডিংয়ের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ দেখানো হল-

আবাসিক	২০ ইউনিট বা তার বেশি হলে ১ টি স্থান
প্রাতিষ্ঠানিক/স্বাস্থ্য বিষয়ক	প্রতি ৩০০ বর্গ মি. এর জন্য ৫০ শয্যা হলে ১ টি স্থান
সমাবেশ	প্রতি ২০ জন বা ১০০ বর্গ মি. এর জন্য ১ টি স্থান
ব্যবসা ও বানিজ্যিক	৫,০০০ বর্গ মি. এর অধিক জায়গার জন্যে ১ টি স্থান
শিল্প	প্রতি ৩০০ বর্গ মি. এর জন্য ১ টি স্থান
গুদামঘর	১,০০০ বর্গ মি. এর অধিক জায়গার জন্যে ১ টি স্থান
বিপজ্জনক পরিস্থিতি	সর্বনিম্ন ১ টি স্থান

উল্লেখ্য

- বর্গ মি. বলতে ফ্লোর আয়তন বুঝানো হয়েছে।
- সাধারন আকারের মোটরযান পার্কিং স্থানের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৪.৮ মিটার (১৫.৭৫ ফুট) এবং প্রস্থে ২.৩ মিটার (৭.৫ ফুট) হতে হবে।
- যানবাহন প্রবেশ এবং প্রস্থান পথগুলি রাস্তায় সরবরাহ করা হবে এবং পার্কিং এলাকায় যাওয়ার কোনও ড্রাইভওয়ে প্রস্থে ৩.৫ মিটারের কম হবে না।
- লোডিং স্পেসের জন্য সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য ৫.৮ মিটার (১৯ ফুট) এবং প্রস্থ ২.৫ মিটার (৮.২ ফুট) এবং উল্লম্ব ক্লিয়ারেন্স ৩ মিটার (১০ ফুট) হবে।
- যদি পার্কিং স্পেসগুলির গণনা ভগ্নাংশ আকারে হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যা নিতে হবে।

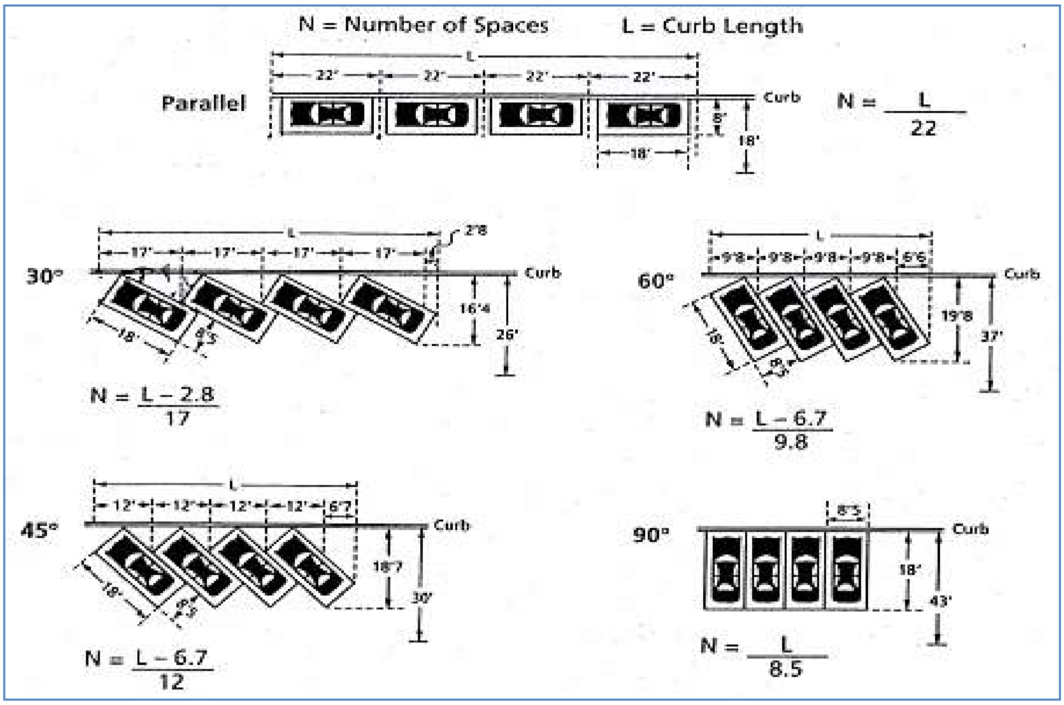

চিত্র- ৪.১০: বিভিন্ন পার্কিং অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত অন স্ট্রিট স্পেস

সূত্র: এল. আর. কাদিয়ালী, ১৯৮৩

৪.৪.২ পরিবহন টার্মিনাল

বাস টার্মিনাল, ছাদ সহ বাস স্টপেজ, টিকেট কাউন্টার, যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করার স্থান, মোটরসাইকেল এবং মোটরবিহীন গাড়ির জন্য পার্কিং স্পেস, সার্ভিস সেন্টার এবং ওয়াশিং/টয়লেট সুবিধা, পরিবহন সুবিধা ও পরিসেবাদিগুলির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে পৌরসভাতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবহন সুবিধা ও পরিসেবা নেই। বিদ্যমান বাস টার্মিনালটির সমস্ত ধরনের পরিবহন সুবিধা (উপরে বর্ণিত) পূরণ করা উচিত। আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা উচিত।

<u>পরিবহন টার্মিনালের কার্যাবলী</u>

- দৈর্ঘ্য, গন্তব্য ইত্যাদি দ্বারা যাত্রী এবং/অথবা মালবাহী গাড়ির শ্রেণীবিভাজন।
- যানবাহন ও মালামালের লোডিং ও আনলোডিং।
- এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে স্থানান্তর।
- প্রস্থান ও আগমনের সময় থেকে যাত্রী বা মালবাহী গাড়ির হোল্ডিং বাছাইকরণ।
- সম্ভাব্য পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকিং।
- যাত্রীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যমূলক সুবিধা প্রদান (যেমন, খাদ্য, পরিষেবা, অন্যান্য খুচরা ব্যবসা)।
- গতিবিধি নতিভুক্তকরণ যেমন- মালামাল ওজন, চালান প্রস্তুতি, রুট নির্বাচন, বিলিং।
- যাত্রী টিকেট বিক্রয়, ভাড়া/রাজস্ব সংগ্রহ, রিজার্ভেশন চেকিং।
- যানবাহন (এবং অন্যান্য উপাদান) স্টোরেজ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বরাদ্দ।
- যাত্রী ও মালবাহী গাড়ির জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা।
- নিরাপত্তা প্রক্রিয়া, নথি এবং নিষিদ্ধ পণ্য পরীক্ষণ।

বাস টার্মিনাল

জয়পুরহাট শহরে দীর্ঘ এবং স্বল্প দূরত্ব উভয় ক্ষেত্রে চলাচলের জন্যে বাস ব্যবহার করা হয়। কিছু নিয়মিত বাস আছে যা অল্প সময়ের মধ্যে বিরতি দিয়ে যাত্রা করে এবং স্বাভাবিক হিসাবে বাস টার্মিনালে এই ধরনের পরিবহনই বেশি। অন্যদিকে কিছু বাস রয়েছে যা দীর্ঘ দূরত্বের পথে যাত্রা করে। এই ধরনের বাস সময়সূচী অনুসরণ করে কিন্তু যাত্রী ঘাটতি হলে বিলম্ব হতে পারে।

বিভিন্ন জেলা ও শহরগুলিতে বাস পরিষেবাই হল এই শহরে প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা। জয়পুরহাট থেকে হিলি হল প্রধান পরিবহন রুট। গেট-লক, সরাসরি এবং স্থানীয় এই তিন ধরনের বাস পরিবহন সেবা রয়েছে। অন্যান্য বাস রুট হল জয়পুরহাট থেকে দিনাজপুর, জয়পুরহাট থেকে বগুড়া, জয়পুরহাট থেকে রাজশাহী এবং জয়পুরহাট থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত। নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান বাস টার্মিনালটি দ্বারাই পর্যাপ্ত পরিসেবা নিশ্চিত করা হবে। নিম্নলিখিত সেবাগুলি একটি আদর্শ বাস টার্মিনাল কমপ্লেক্সের পূরণ করা উচিত-

- ওয়ার্কশপ
- পেট্রোল পাম্প
- বাসের সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ, মালপত্রের দোকান
- যানবাহন পরিষ্কার এবং ধোয়ার সুবিধা
- আবাসিক হোটেল সহ হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
- কুরিয়ার এবং পার্সেল সেবা অফিস
- লোডিং ও আনলোডিং
- মোটরচালিত এবং মোটরবিহীন গাড়ির জন্য পর্যাপ্ত পার্কিং স্থান
- পুলিশ পোস্ট বা নিরাপত্তা চৌকি

বাস স্টপেজ

বাস স্টপের অনুপযুক্ত অবস্থানের কারণে প্রায়ই যাত্রীদেরকে বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বাস স্টপগুলি বাসের রৈখিক লাইনের পাশে স্থাপন করা উচিত যাতে বাসটি বাম দিকে টানতে না হয়। হাঁটার জন্যে সর্বদা জায়গা ছেড়ে বাস স্টপের অবস্থান হওয়া উচিত।

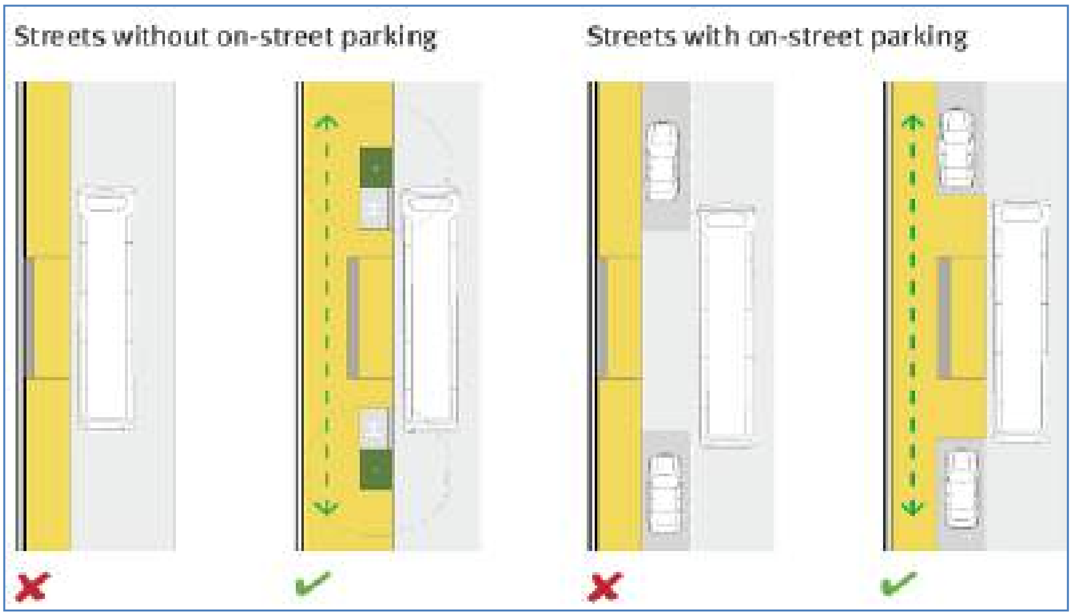

চিত্র- ৪.১১: বাস স্টপেজ ডিজাইন

সূত্র: আইটিডিএল, ২০১৩

বাস-বে

বাস টার্নআউট, বাস পুলআউট, বাস বে, বাস লে-বে (যুক্তরাজ্য), [১] অথবা অফ লাইন বাস স্টপ হল রাস্তার পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে বাস বা ট্রামগুলি সহজেই যাত্রীদের উঠানামা করাতে পারে। প্রায়ই পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় এটিকে জুড়ে (ইন্ডেন্ট) দেয়া হয়।

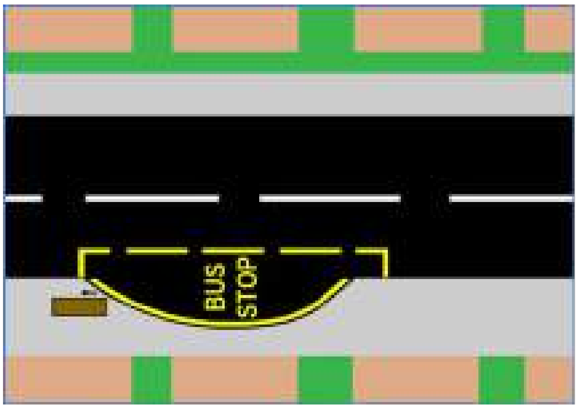

চিত্র- ৪.১২: বাস-বে এর চিত্র ও যুক্তরাজ্যের প্রকৃত বাস-বে
সূত্র: বাস স্টপ ডিজাইন গাইড, ২০০৫

ট্রাক টার্মিনাল

রাস্তায় এবং শহরের শূণ্যস্থানগুলিতে ট্রাকের অবৈধ পার্কিং বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এটা সামগ্রিক পরিবেশের অবনতি ঘটায় এবং দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ায়। পার্কিং করা যানবাহনে থাকা পণ্যের নিরাপত্তাও একটি গুরুতর সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে ট্রাক চালনার ফলে ড্রাইভারদের বিশ্রাম, টয়লেট সুবিধা এবং খাদ্যের প্রয়োজন হয়, এইসব বিষয়গুলো প্রাথমিক বিবেচনার যোগ্য। পৌরসভাতে ওয়ার্ড নং ৭ এর অধীনে ৩.৬৪ একর জমিতে একটি ট্রাক টার্মিনাল ইতিমধ্যে বিদ্যমান। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর নকশার অনুপস্থিতি ট্রাক টার্মিনালের প্রধান সমস্যা। ট্রাক টার্মিনালের নকশা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রতিকারস্বরূপ কাজ করে-

- গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক রুট (আরটারিয়াল রুট) এবং এই ধরনের রুটের সংগমস্থলে ট্রাক টার্মিনাল হওয়া উচিত। বাণিজ্যিক কার্যকলাপের কাছাকাছি হতে হবে।
- কীভাবে ট্রাকগুলি পরিচালনা করা হয় তার উপর নির্ভর করে ট্রাক রাখার স্থানের দৈর্ঘ্য কি হবে। ট্রাক-ট্রেলার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একক ট্রাকের চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য প্রয়োজন। শুধু ট্রাকের ক্ষেত্রে ট্রাক প্রতি ৩.৭৫ মিটার*৭.৫ মিটার স্পেসই যথেষ্ট। ট্রাক-ট্রেলার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার প্রয়োজন হতে পারে।
- লোডিং প্ল্যাটফর্মের প্রস্থ ৩.৫ থেকে ৪.৫ মিটার হওয়া উচিত।
- এক হেক্টরের পার্কিং এলাকায় প্রায় ৬০০-৭৫০ টি ট্রাক থাকতে পারে।
- প্রয়োজনীয় পার্কিং এলাকা ছাড়াও হোটেল, বিশ্রামস্থান এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদির (ভার মাপন সেতু বা ওয়েই ব্রিজ, জ্বালানি সুবিধা এবং কর্মশালা) প্রয়োজন রয়েছে।

ট্রাক টার্মিনালে নিম্নোক্ত সুবিধাদির ব্যবস্থা করা উচিত-

- ওয়ার্কশপ
- পেট্রোল পাম্প
- বাজার- সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ, মালপত্রের দোকান
- পরিষ্কার এবং ধোয়ার সুবিধা
- হোটেল (খাদ্য এবং বাসস্থান)

- কুরিয়ার এবং পার্সেল সেবা অফিস
- লোডিং ও আনলোডিং
- ট্রাক পার্কিং স্পেস
- পুলিশ পোস্ট বা নিরাপত্তা চৌকি

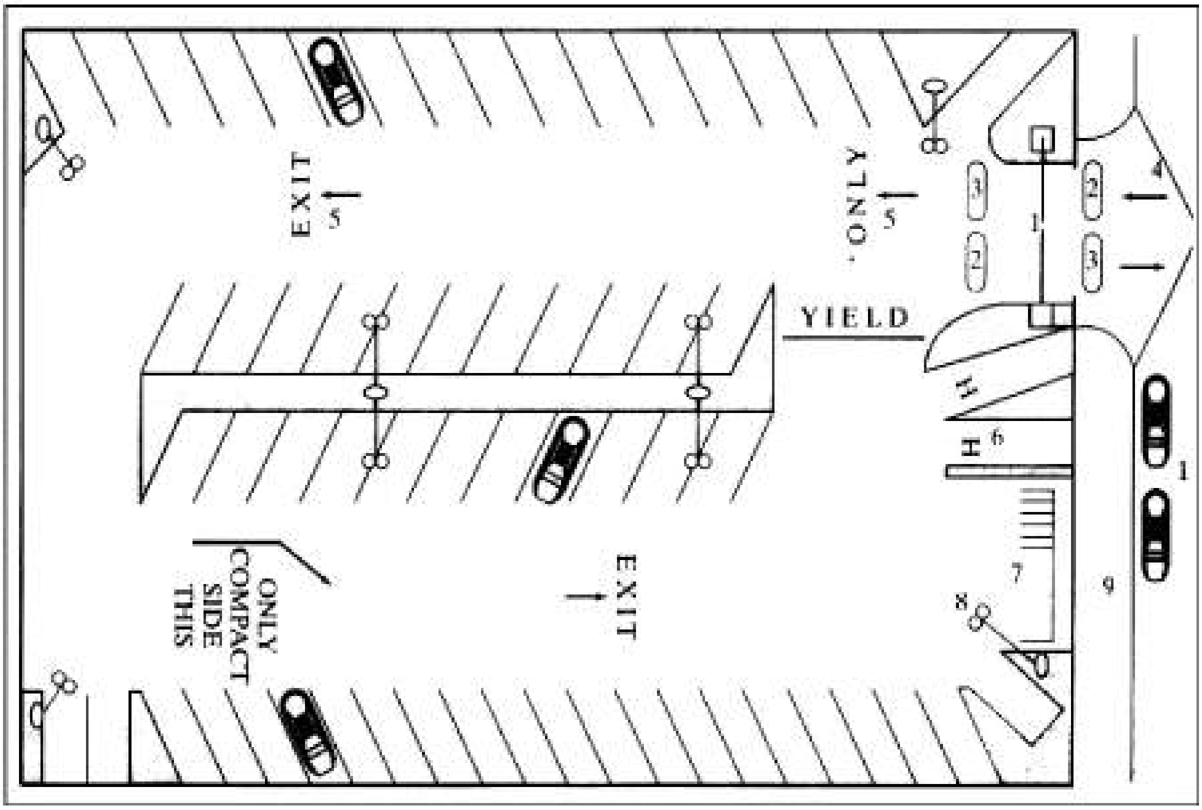

চিত্র- ৪.১৩: একটি ট্রাক টার্মিনালের সাধারণ লে-আউট

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক নকশাকৃত, ২০১৭

অধ্যায়- ০৫: পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল

পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কৌশল (টিএসএমও) বলতে পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা, নিরাপত্তা, এবং উপযোগকে সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ পরিবহন কৌশলকে বোঝায়। টিএসএমও, পরিবহন অবকাঠামোর সম্প্রসারণ (উদাহরণস্বরূপ, সড়কে লেন সংযোজন, নতুন পরিবহন কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি) না করে অন্য বিকল্পগুলির মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করে থাকে। টিএসএমও কৌশলগুলির লক্ষ্য হল- সড়কের ব্যবহার ও ভৌত পরিবর্তন এবং সড়ক ব্যবহারের চাহিদা (যা পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা বা টিডিএম হিসাবে পরিচিত) হ্রাসকরণ। টিএসএমও নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে-

- বিদ্যমান অবকাঠামো এবং সুবিধা ব্যবহারের কার্যকারিতা সর্বাধিক করা।
- নির্ভরযোগ্য যান চলাচল এবং নিরাপদ পরিবহনের নিশ্চয়তা প্রদান।
- পরিবেশগত লক্ষ্যসমূহ মেনে চলা।
- সকল শ্রেণী ও বয়সের ব্যবহারকারীদের জন্য নির্ধারিত অবকাঠামোর (সড়ক, রেলপথ ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫.১ সুবিধাদি পরিচালনার কৌশল

স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল ট্রাফিক সংকেত

ট্রাফিক এবং রেলপথ সংকেত সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ, যা প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় তবে সড়কের মোড় ও চত্বরে যান চলাচল পরিচালনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সংকেত ব্যবস্থা সম্ভব না হলে ট্রাফিক পুলিশকে পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলির বিধিবিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত এবং অবগত করতে হবে।

সুচিন্তিত পরিবহন ব্যবস্থাপনা (আইটিএস)

আইটিএস সম্পর্কিত গবেষণা ও স্থাপনাগুলি পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও ব্যবহারকারীর সুবিধাদি উন্নত করা, অবকাঠামো স্থাপনা ও যানজটের পরিবেশগত প্রভাবকে হ্রাস করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে পৌরসভা পর্যায়ে সুপরিচিত। পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে আইটিএস এর কার্যাবলী হল-

- স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইন প্রয়োগ, লেন নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তনশীল গতি সীমা (VSL) প্রবর্তন।
- সড়কের রিজার্ভ অংশের কার্যকর ব্যবহার অথবা এ অংশে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন- ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় র‍্যাম্প মিটারিং, গতি নিয়ন্ত্রক স্থাপন।
- ভারী মালবাহী যানবাহনের (এইচজিভি) পার্কিং এবং ট্রাক স্ট্যান্ড সম্পর্কিত তথ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা।

রেল পরিবহন ব্যবস্থাপনা

পরিবহন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল- রেল পরিবহন ব্যবস্থাপনা, বিশেষত, সড়কপথ এবং রেলপথের সংযোগ স্থলের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এগুলো সাবধানতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। রেল ক্রসিং এ দিনব্যাপী দায়িত্ব পালনের জন্য স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থার প্রবর্তন অথবা ট্রাফিক কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। রেল কর্তৃপক্ষকে রেল পরিচালনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

সড়কপথ ব্যবস্থাপনায় সুবিধা সমূহ

নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- উদ্যান, বাজার, বাস স্টেশন, ট্রাক স্টেশন এবং পৌরসভার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সংযোগ করার জন্য হাঁটা পথ/সাইক্লিং পথ তৈরি করা যেতে পারে।

- পরিবহনের সকল মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ তাই এগুলোর ব্যবহারে সমতা আনতে হবে।
- রেল গেট, বাস স্ট্যান্ড, ঘাট এলাকা ইত্যাদিতে সাইকেলে যাওয়া আসার পথ সুগম করতে হবে।
- নিরাপদ সাইক্লিং সুবিধা- জয়পুরহাট শহর বাই-পাস, হাসপাতাল রোড, জয়পুরহাট থেকে আক্কেলপুর মহাসড়ক, সদর রোড, নওগাঁ থেকে জয়পুরহাট সড়ক, ধামইরহাট থেকে জয়পুরহাট সড়ক, ক্যাডেট কলেজ প্রবেশ সড়ক, থানা রোড ইত্যাদিতে আলাদা বাইসাইকেল লেন প্রবর্তন।
- প্রশস্ত, নির্মল ও সবুজ হাঁটাপথ প্রবর্তন যা পথচারীকে হাঁটতে উৎসাহীত করবে।
- পৌরসভায় খুচরা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং সুবিধাদি উন্নত করা বিশেষকরে মিশ্র-ব্যবহার এলাকা উন্নয়নে সমর্থন করা।

অন এবং অফ স্ট্রিট পার্কিং ব্যবস্থাপনা

- পৌরসভায় খুব বেশি পাকা এলাকা নিরুৎসাহিত করতে হবে। সম্ভব হলে সুউচ্চ ভবন বা শপিং মলের ভবনের নিচে পার্কিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- স্বয়ংক্রিয় যানবাহন শুধুমাত্র অনুমোদিত এলাকায় চলাচল করা যাবে। চালকগণ কঠোরভাবে উপরে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পার্কিং এলাকা এবং নীতি অনুসরণ করবে।
- উপযুক্ত স্থানে অধিক সংখ্যক গাছ, পথচারী বান্ধব উপাদান এবং গতি নিয়ন্ত্রক স্থাপন করতে হবে।

৫.২ যান চলাচলের অবাধ প্রবাহ এবং নিরাপত্তা কৌশল

৫.২.১ যান চলাচলের অবাধ প্রবাহের কৌশল

সড়ক পরিবহনের কৌশলগত পরিচালনার জন্য বাস্তব সময়ে প্রকৃত যানবাহন পরিস্থিতি (সংখ্যা, গতি, পরিস্থিতি ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করা এবং তারপরে সেই তথ্য ব্যবহার করে যান প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করা, যাতে যানজট হ্রাস এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য যান প্রবাহ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনেক উপায় রয়েছে। এর কয়েকটি পৌরসভার যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ

সড়ক শ্রেণিবদ্ধকরণের মাধ্যমে মানসম্মত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে পৌরসভায় যানজটের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। নিরাপত্তা এবং যান চলাচলের প্রবাহ বাড়াতে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- স্থানীয় অভ্যন্তরীণ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ। রাজশাহী-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কে সংযোগ সড়কের সরাসরি সংযোগ থাকবেনা।
- প্রতিটি এলাকার অধিবাসীদের জন্য পৃথক সড়ক ব্যবস্থা থাকবে। সড়ক ব্যবস্থায় দোকান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, উদ্যান, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যদির মধ্যে সংযোগ থাকবে।
- কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল থাকতে হবে।

পরিবহন সেবা

- জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি অপরিহার্য, তবে নির্মাণে দীর্ঘ সময় এবং স্থানীয় জনগণের জীবনধারায় বিঘ্ন ঘটতে পারবে না।
- বাস স্টেশন, রেল স্টেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হেঁটে পৌঁছানোর জন্য হাঁটাপথের উন্নতি করতে হবে। পথচারী বান্ধব সেবার প্রবর্তন মানুষকে কম দূরত্বের স্থানে হেঁটে যেতে উৎসাহীত করবে।
- রাস্তা নির্মাণ কাজ চলাকালীন তীব্র আওয়াজ বা কম্পন হ্রাসের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবহন নিষেধাজ্ঞা এবং যানবাহনের সংখ্যা/গতি

- লেন ব্যবস্থার প্রণয়ন এরূপ হবে যাতে স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে বাঁধা হতে না পারে।
- ট্রাক চলাচলের সময় শব্দ ও পরিবেশ দূষণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- যানজট কমাতে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পাঁচুর মোড় ও বাটার মোড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল থাকতে হবে। এসব এলাকায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।
- বিদ্যালয়, হাসপাতাল বা ধর্মীয় উপাসনা এলাকার আশেপাশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কে কিছু নির্দিষ্ট যানবাহন বাদে যেকোনো ভারী যান চলাচলে বাঁধা দিতে হবে।

যান প্রবাহের গতি বৃদ্ধি

মহাসড়কে যানবাহনের সংখ্যা কমিয়ে যান চলাচলের গতি বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন- ট্রানজিট, রাইড-শেয়ারিং, ভ্যানপুল, বাইকিং, হাঁটা, পার্কিং পরিচালনার মাধ্যমে এককভাবে ভ্রমনের সংখ্যা কমানোর প্রচেষ্টা করা।

৫.২.২ পরিবহন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

সাধারণ নীতিসমূহ

পরিবহন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থার প্রণয়ন। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করা যায়। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- পৌরসভা "পথচারীর প্রয়োজনীয়তা প্রথম" নীতি প্রণয়ন করবে যেখানে শহরে পরিকল্পিত ফুটপাথ এবং পথচারীর জন্য আলাদা হাঁটাপথ নির্মিত হবে, পথচারী পারাপারের সকল সুবিধাদি থাকবে, ফুটপাথে ফেরিওয়ালা ও অন্যান্যদের অননুমোদিত দখলদারি নিষিদ্ধ থাকবে।
- শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তার স্বার্থে পৌরসভা সড়ক নিরাপত্তা প্রচারাভিযান বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে নগরব্যাপী সচেতনতা কর্মসূচির উদ্যোগ নিবে।
- পৌরসভা শহরের কিছু এলাকাকে (যেমন- ক্যাডেট কলেজের প্রবেশ রাস্তা, শহিদ জিয়া কলেজের পার্শ্ব রাস্তা ইত্যাদি) মোটর-চালিত যান-মুক্ত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করবে এবং ঐসব এলাকায় পথচারী আকৃষ্ট করার সকল পন্থা অবলম্বন করবে।
- পথচারী এবং সাইক্লিস্টদের নিরাপদে চলাচলে ট্রাক একটি গুরুতর সমস্যা। তাই ট্রাক চলাচলে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে অথবা পৌরসভার বাইরে তাদের চলাচলের আলাদা রাস্তা করে দিতে হবে।
- বিদ্যমান সড়কে পথচারী পারাপার নিরাপত্তায় সর্বাধিক জোর দিতে হবে। প্রধান রাস্তায় পথচারী পারাপার কম দূরত্বের পাশাপাশি সহজ এবং নিরাপদ হওয়া উচিত।
- স্থানীয় সড়কে উচ্চ গতির যানবাহন নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- পথচারীদের এবং সাইক্লিস্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পৃথক লেন বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে।

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অন্যান্য পদ্ধতি হল-

বিভিন্ন মাধ্যমের যানবাহন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের প্রতিটি পৌরসভার মতোই জয়পুরহাটে বৈচিত্র্যময় পরিবহন মাধ্যম দেখা যায়। সঠিকভাবে পরিচালনা করলে, পরিবহন সমস্যা হ্রাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বহুমুখী পরিবহন এলাকার ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ফলে পথচারী, সাইকেল, অন্যান্য মাধ্যম ও যাত্রীবাহী গাড়িগুলির মধ্যে সংঘর্ষ কমানো যাবে। পরিবহন কর্তৃপক্ষ এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। যেসব এলাকায় পথচারী ও বাইসাইকেল সর্বাধিক সেসব এলাকায় সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশি, যেমন- বাণিজ্যিক এলাকা, বিদ্যালয় ও কলেজ, নগর কেন্দ্র অঞ্চল, উদ্যান, বাস স্টপ, ট্রানজিট রুট এবং ট্রানজিট কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পরিবহন এলাকার প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এ অবস্থার সমাধান করা যায়।

আইন প্রয়োগ

আরএইচডি (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর) প্রায়শই পরিবহন আইন প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সড়কে গতি সীমা নির্দেশক ফলক সঠিকভাবে স্থাপনের মাধ্যমে আইনি প্রয়োগ ছাড়াই গাড়ির গতি হ্রাস ও চালকের আচরণে পরিবর্তন আনা সম্ভব। আরেকটি ঐতিহ্যবাহী সমাধান হল রাস্তার নিরাপদ স্থানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা। সড়কের রিসার্ভ অংশ প্রশস্তকরণের পরিবর্তে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সড়কের পাশে গাড়ি ঘোরানোর জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে।

ট্রাফিক কর্মীদের সহায়তায় রাস্তায় পার্কিংয়ের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করতে হবে। নির্ধারিত পার্কিং এলাকার বাইরে পার্কিং করলে কঠোর আইন প্রয়োগ অথবা জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং পার্ক এলাকা দ্রুতগতির যানবাহনমুক্ত করতে হবে।

রেল পারাপার এবং জেব্রা ক্রসিং

সড়কপথ এবং রেলপথের সংযোগস্থলে পারাপারের সুরক্ষায় পাহারাদার নিযুক্ত করে সেখানে তার জন্য একটি ছোট স্টেশন রুম বসাতে হবে। পথচারী পারাপারের সর্বোত্তম পদ্ধতি হল পারাপার স্থলে সংকেত (At-Grade Crossing) ব্যবস্থার প্রণয়ন। তাই সম্ভব হলে, কম দূরত্বের পারাপার পথে জেব্রা ক্রসিং বসাতে হবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পদ্ধতি থাকতে হবে।

সারণী- ৫.১: পথচারী সুবিধা বৃদ্ধি কর্মসূচি

কর্মসূচি	কার্যাবলী
ক) হাঁটার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা	▪ গতিশীল যানের চালককে পথচারী পারাপারের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।
খ) গোলচত্ত্বর	▪ সামগ্রিক পরিবহন নিরাপত্তা জোরদার করবে এমন মোড়ের নকশা প্রণয়ন, যা যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং বিলম্ব কমাবে। ▪ মিডিয়ানকে কেন্দ্র করে ঘড়ির বিপরীত দিকে যান চলাচল প্রবাহের ব্যবস্থা প্রণয়ন। ▪ প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের সংযোগস্থলে গোলচত্ত্বর নির্মাণ করতে হবে। ৩৫ মিটার/ঘণ্টার অধিক গতির সড়ক সংযোগস্থলে পৃথক পথচারী হাঁটাপথ থাকবে যা গার্ডরেল দ্বারা পৃথক করা থাকবে।
গ) রাস্তা পারাপার চিহ্ন	▪ সড়কে পথচারী পারাপার অংশ নির্দেশক চিহ্ন থাকবে।
ঘ) কম প্রস্থের সড়ক পারাপারে সংকেত ব্যবস্থা (At-Grade Crossing)	▪ পারাপারের সময় এবং দূরত্ব হ্রাসের মাধ্যমে পথচারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সূত্রঃ কে-পিল শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১০।

যানবাহন এবং চালকের লাইসেন্সিং (অনুজ্ঞাপত্র) নিয়ন্ত্রণ

পৌরসভায় মোটরচালিত যানবাহনগুলির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ উন্নতির ফলে মোটর গাড়ির মালিকানা এবং ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে ভূমির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ব্যাপক আকারে বেড়ে যাবে। তাই গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তিগত যানবাহন বৃদ্ধির অসুবিধা সকলের সামনে তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।

অধ্যায়- ০৬: পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা কৌশল (টিডিএম)

৬.১ পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা

একাধিক পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে জনগণের চাহিদা মেটাতে এবং তথ্যভিত্তিক ও প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যসমূহ সর্বোচ্চরূপে পূরণ করাই পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনার (টিডিএম) অন্যতম কাজ। টিডিএম এর আরো সমসাময়িক নকশা নিম্নরূপে চিত্রিত করা যেতে পারে-

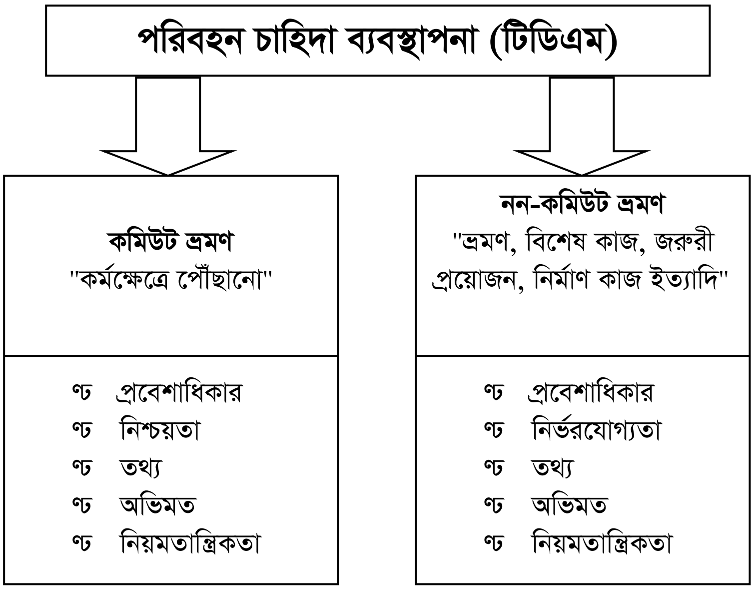

চিত্র- ৬.১: জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা
সূত্র: মাহমুদ এট অ্যাল, ২০০৯

পৌরসভার পরিবহন সমস্যা দূরীকরণে এবং শহরের বাসিন্দাদের উন্নত পরিবহন সেবা সরবরাহের জন্য পরিবহন চাহিদা ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল-

- ভ্রমণের প্রয়োজন হ্রাস;
- ভ্রমণের সময় পরিবর্তন; এবং
- ভ্রমণে আরো দক্ষ মাধ্যম ব্যবহার করা।

৬.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

<u>সাধারণ কৌশলসমূহ</u>

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিবহন চাহিদা পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি গৃহীত হতে পারে। জনসাধারণের জন্য অনলাইন সেবা প্রবর্তনের ফলে মানুষ ঘরে বসে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারে যার মাধ্যমে ভ্রমণের সংখ্যা কমানো যায়। উপরন্তু, মিশ্র নগর উন্নয়নের মাধ্যমেও ভ্রমণ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, জেলা পর্যায়ে সমস্ত সরকারি অফিস একটি এলাকার মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে স্থাপন করা যায়। তাছাড়া, নগর কর্তৃপক্ষ ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস থেকে তাদের সেবা প্রদান করতে পারে। শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবহন চাহিদা মোকাবেলায় বিভিন্ন সরকারি পরিবহন মাধ্যমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কাজের বিকল্প অথবা পরিবর্তনশীল সময় নির্ধারণ

কাজের বিকল্প সময়সূচী বা পরিবর্তনশীল কাজের সময় বিভিন্ন মাধ্যমে করা যায় যেমন- ফ্লেক্সটাইম, কমপ্রেসড ওয়ার্ক উইক, স্ট্যাগারড শিফট ইত্যাদি। ফ্লেক্সটাইম কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের সময়সূচী কিছুটা পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ৮:০০ থেকে ৪:৩০ পর্যন্ত কাজের পরিবর্তে, কেউ ৭:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত কাজ করতে পারে এবং অন্যরা ৯:০০ থেকে ৫:৩০ পর্যন্ত কাজ করতে পারে। কমপ্রেসড ওয়ার্ক উইকের ক্ষেত্রে কর্মীরা কাজের সময় বাড়িয়ে দিনের সংখ্যা কমাতে পারে যেমন সপ্তাহে চার দিন ১০-ঘন্টা করে বা সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা কাজ করে প্রতি দুই সপ্তাহে একদিন ছুটি নিতে পারে। একইভাবে, স্ট্যাগারড শিফটে কর্মীরা একই সময়ে কর্মস্থানে আসা যাওয়ার হার কমাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু শিফট ৮:০০ থেকে ৪:৩০, অন্যদের ৮:৩০ থেকে ৫:০০ এবং বাকিদের ৯:০০ থেকে ৫:৩০ পর্যন্ত হতে পারে। যানজট কমাতে এর প্রভাব ফ্লেক্সটাইমের মতই তবে এটি কর্মীদের কাজের সময় নির্ধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়না।

রাইডশেয়ারিং বা কারপুলিং

কারপুলিং (উবার টাইপ) প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে যা সরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে হতে পারে যা কিছু ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। একসাথে দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য বা একই সময়ে কাজে যেতে হলে কারপুলিং করা যায়। কাজের সময়ের আগে বা পরে, দুপুরের খাবারের সময় অথবা দিনের সময়কালে জরুরি অবস্থার জন্য একসাথে যাওয়া আসা কারপুলিং এর অন্তর্ভুক্ত না। একই স্থানে একই সময়ে কাজে যেতে কারপুলিং একটি ভাল বিকল্প।

পার্কিং ব্যবস্থাপনা

পার্কিং এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে পার্কিং পরিচালনা সবচেয়ে কার্যকর টিডিএম কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এই পদ্ধতিটি কারপুলার এবং ভ্যানপুলারের অফিস ভবনের কাছাকাছি বিনামূল্যে পার্কিং ব্যবহার এবং একক ব্যবহার যানবাহনের (এসওভি) ক্ষেত্রে পার্কিংয়ের জন্য অর্থ প্রদানের উপর জোর দিতে পারে।

উচ্চ ধারণক্ষমতার যানবাহনের (এইচওভি) ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক সুবিধা

টিডিএমের আরেকটি কৌশল হচ্ছে কম প্রশস্তের সড়কে উচ্চ ধারণক্ষমতার যানবাহনকে (এইচওভি) কম ধারণক্ষমতার যানবাহনের (এসওভি) তুলনায় অধিক সুবিধা দেওয়া। পক্ষপাতমূলক সুবিধা অনেকভাবে দেওয়া যায় যার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা হল বাস, কারপুল ও ভ্যানপুলের জন্য পৃথক সংরক্ষিত লেন।

অধ্যায়- ০৭: পরিবহন গতিহ্রাস (ট্রাফিক কামিং)

৭.১ পরিবহন গতিহ্রাসের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সড়কে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা মহাসড়কগুলোতে ঘটে, এবং দুর্ঘটনাগুলি প্রায় সবসময় কোনও দ্রুত গতির গাড়ির কারণে সংঘটিত হয়। শহর ও গ্রামসমূহে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে কারণ এতে এসব এলাকায় যানবাহনের গতি বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা নিরসণে পরিবহন গতিহ্রাসের পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি যানবাহনের গতি কমাতে অবকাঠামোগত ব্যবস্থাকে বুঝায়। নিম্ন গতি দুর্ঘটনার ঝুঁকি অথবা দুর্ঘটনার ফলে আঘাতের গুরুতরতা হ্রাস করে। কার্যকরী গতিহ্রাস পদক্ষেপের ফলে সড়কের পরিবেশ এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের বিশেষ করে পথচারী, সাইকেল চালক, রিকশা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। যান চলাচলের গতি কমাতে যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হল-

- কোন সড়ক সংযোগ নেই এমন জায়গায় গতি কমাতে গোলচত্বর নির্মাণ।
- গতি নিয়ন্ত্রক।
- রাস্তা সংকীর্ণকরণ ও উপযুক্ত বাঁক তৈরি।
- হাঁটাপথ প্রশস্তকরণ।
- শহর বা গ্রামের প্রবেশপথে "গেট" গঠনের জন্য উল্লম্ব সংকেত ফলক স্থাপন, বাঁক তৈরি, গাছ রোপণ, ক্যারেজওয়ে চিহ্ন স্থাপন।
- রাম্বল স্ট্রিপ বসানো যার উপর দিয়ে চলাচলের ফলে গাড়ির চাকায় আওয়াজ হবে এবং এতে গাড়ি কিছুটা ঝাঁকি দিবে।

সামগ্রিক গতিহ্রাস পরিকল্পনা কার্যকর করতে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি পৃথক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করার জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নিরাপত্তা বিভাগের সহায়তা প্রয়োজন।

৭.২ যান চলাচলের গতি ও সংখ্যা হ্রাস

সড়কের যানবাহন শব্দ দূষণের প্রধান কারণ যা জয়পুরহাট পৌরসভার মতো নগর এলাকার জন্য ক্রমবর্ধমান এবং হতাশাজনক একটি সমস্যা। এক্ষেত্রে কিছু গতিহ্রাস পদক্ষেপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। রোয়ান ওয়াট- প্রিঙ্গেল আবিষ্কার করেছেন যে কিভাবে গতির সীমা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি আওয়াজের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে, যার ফলে নগর পরিকল্পনাবিদগণ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রনে অবকাঠামোর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন।

গতি নিয়ন্ত্রক (স্পিড ব্রেকারস) হল গতিহ্রাসের একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি যা নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতির জন্য মোটর-যানবাহনের গতিহ্রাসে উল্লম্বভাবে সড়কের উপর নির্মিত হয়। এর কিছু প্রকারভেদ হল- স্পীড হাম্প, স্পীড কুশন, স্পীড টেবিল প্রভৃতি। গতি নিয়ন্ত্রকের ব্যবহার সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত, এবং সাধারণত ৪০ কিলোমিটার/ঘন্টা (২৫ মাইল) বা তার কম গতি সীমা প্রয়োগে সর্বাধিক দেখা যায়।

যদিও গতি নিয়ন্ত্রকগুলি যানবাহনের গতি কমাতে কার্যকর, তাদের ব্যবহার কখনও কখনও বিতর্কিত। গতি নিয়ন্ত্রকের কারণে শব্দ দূষণ বেড়ে যেতে পারে, অতি দ্রুত গতিতে আসা গাড়ি অথবা ধীর গতির জরুরী যানবাহনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজেভাবে বা খুব উঁচু করে তৈরি গতি নিয়ন্ত্রকের (যা প্রায়শই ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিংয়ে দেখা যায়) কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এগুলি যদি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান না হয় তবে মোটরসাইকেল এবং সাইকেল চালকের জন্য গুরুতর বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের মাঝে কিছু জায়গা কাটা থাকলে সেই জায়গা দিয়ে কোনও বাঁধা ছাড়াই মোটরসাইকেল বা সাইকেল পার হতে পারবে।

সড়কে যানবাহনের সংখ্যা কমাতে সাধারণত সড়কের ধারণক্ষমতা হ্রাস, যান চলাচলে খরচ বৃদ্ধি বা যান চলাচলের সুবিধা সমূহ হ্রাস করা হয়। সড়কের ধারণক্ষমতা কমানোর পাশাপাশি সাইকেল চালনার কোনও সুবিধা না দেওয়ার ফলে সড়কে সাইকেল, গাড়ি, ভারী যান, বাস প্রভৃতির চলাচল কমে যাবে। তবে এই ব্যবস্থা ততটা ফলপ্রসূ না কারণ এতে করে সাইকেল চালক এবং রাস্তার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে বৃহত্তর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অধিক বাঁকের সড়ক নির্মাণ সাইক্লিংকে কম সুবিধাজনক করে তুলবে যতক্ষণ না সাইকেল চালকদের জন্য এই রুটগুলি বাইপাস করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তবে মোটর যান চলাচল নিয়ন্ত্রনে এই পদ্ধতিটি রাজনৈতিকভাবে অতটা সুবিধাজনক না।

যানবাহনের গতি সাধারণত ক্যারেজওয়ে সংকীর্ণকরণের (কার্ব তৈরি বা সাদা রেখা অংকন দ্বারা) মাধ্যমে হ্রাস করা হয়। সাইকেল, মোটরযান এবং মোটরবিহীন যানের জন্য সড়কে পৃথক অবকাঠামো নির্মাণ ক্যারেজওয়ের প্রস্থ কমাবে যা অযৌক্তিক কারণ এটি রাস্তার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের জন্য অসুবিধাজনক।

আরেকটি বিকল্প হল সড়কের প্রস্থ ঠিক রাখা কিন্তু বিদ্যমান গতি সীমা হ্রাস করা। এর অসুবিধা হল চালকের মানসিকতার সাথে রাস্তার প্রস্থের সম্পর্ক রয়েছে যা উচ্চ গতিতে ভ্রমণে নিরাপদ বোধ করে। গতি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে চালকদের গতি কম রাখতে বাধ্য করা যায় তবে এটি ব্যয়বহুল এবং রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য না। তাছাড়া চালকগণ প্রায়শই এই আইন ভঙ্গ করে। যানবাহনের গতিহ্রাসে মহাসড়কে উল্লম্ব বিচ্যুতি সাধারণত নিম্নোক্ত মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

- গতি নিয়ন্ত্রক হল বহুল ব্যবহৃত ব্যবস্থা, এটি সাধারণত গোলাকৃতির হয়ে থাকে।
- স্পীড টেবিল- এক ধরণের সামান্য উঁচু স্থাপনা সাথে একটি নিচু কেন্দ্রীয় অংশ রয়েছে, উভয়ই লম্বা এবং বিস্তৃত। এটি সাধারণত পথচারী পারাপার, গোলচত্বর বা মোড়ে থাকে যা কিছু জরুরি পরিষেবা এবং বাস চলাচলে সুবিধা দেয়।
- স্পীড কুশন- কেবলমাত্র ক্যারেজওয়ে প্রস্থের অংশে বিস্তৃত শীর্ষের রাস্তার একটি উত্থাপিত অংশ যা এককভাবে, জোড়ায় বা তিনটি পাশাপাশি নির্মিত হয়।
- রাম্বল স্ট্রিপস- অসম রাস্তা পৃষ্ঠতল এখন শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকা এবং খুচরা বিক্রয় এলাকায় নির্মাণ করা হয়।
- গতি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার এবং নকশা প্রণয়নের জন্য প্রবিধান প্রয়োজন।

অধ্যায়- ০৮: সড়ক পরিবহন সুবিধা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান

৮.১ মোটর-চালিত এবং মোটর-বিহীন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইন

বাংলাদেশে মোটর-চালিত এবং মোটর-বিহীন যানবাহন নিয়ন্ত্রণে অনেক আইন রয়েছে। পরিবহন পরিকল্পনা এবং এর উপাদানগুলি কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মোটর যানবাহন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নং ১৯৮৩ সালের এলভি) ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ এ কার্যকর করা হয়। ধারা ২ (২৭) মোতাবেক "মোটর গাড়ির" অর্থ হচ্ছে কোনও যান্ত্রিকভাবে চালিত যানবাহন যা রাস্তায় ব্যবহারের জন্য তৈরি, যার চালিকাশক্তি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রেরণ করা হয়, যার একটি চেসিস বা কাঠামো রয়েছে এবং চলার নির্দিষ্ট পথ রয়েছে তবে এটি স্থায়ী কোনও চলার পথের উপর স্থাপিত না অথবা শুধুমাত্র এর মালিকের প্রাঙ্গনে ব্যবহার করা হয়না।

পৌরসভা মোটর যানবাহন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর মাধ্যমে অটো-রিকশা, রিকশা এবং ব্যাটারি দ্বারা চালিত ভ্যান, নাসিমন এবং করিমনের মতো যান্ত্রিকভাবে চালিত গাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

সরকারি সড়ক আইন, ২০০৪ এ কিছু সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপিত পরিবহন উপাদানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই পরিবহন উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণে ২০০৪ সালের নির্ধারিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ জরুরি।

- এশীয় মহাসড়ক সংযোগ ব্যবস্থা চুক্তি।
- এশীয় মহাসড়কে "ফুটপাথ" হল একটি পথ যা আন্তঃসরকার চুক্তির পরিশিষ্ট **১** এ সংজ্ঞায়িত সংযোগ ব্যবস্থার অংশ। এর অর্থ হল মোটর গাড়ি ছাড়া জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত একটি চলার পথ।
- "হাঁটাপথ" অর্থ সড়কের একটি অংশ যা কেবল পথচারীদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত।
- "মোটর পথ" অর্থ একটি জাতীয় সড়ক যা ধারা ৫ এবং ৬ অনুসারে মোটরযান চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- "জাতীয় সড়ক" অর্থ ধারা ৫ এর অধীনে ঘোষিত জাতীয় সড়ক।
- "আঞ্চলিক সড়ক" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত একটি আঞ্চলিক সড়ক।
- "সড়ক নকশা মান" অর্থ ধারা **২১** এর অধীনে সরকারের তৈরি মানদণ্ড।
- "সড়ক ব্যবস্থাপনা চুক্তি" অর্থ একটি সড়কের দায়িত্বে নিয়োজিত সড়ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে উক্ত সড়ক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত চুক্তি।
- "টোল রাস্তা" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীনে ঘোষিত একটি টোল রাস্তা।
- "গাড়ি" অর্থ এমন কোন যানবাহন যা কোনও উপায়ে চালিত বা টানার জন্য নকশা করা হয়েছে। উদাহরণ: রিকশা, সাইকেল বা অন্য কোনও পা-চালিত গাড়িও এর অন্তর্ভুক্ত কারণ এগুলো প্যাডেল শক্তিতে চালিত হয়।

স্টেজ ক্যারেজ আইন, ১৮৬১ (আইন নং ১৬, ১৮৬১) ১৮৬১ সালের ৭ই জুলাই প্রণয়ন করা হয়েছিল (১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত)। এই আইনের **১**নং ধারায় বলা হয়েছে, একটি অথবা দুটি ঘোড়া দিয়ে টানা গাড়ি যা সাধারণভাবে বাংলাদেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোনো স্থানে ভাড়ায় যাত্রী স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হবে। এজন্য যে কোনো ধরনের গঠন বা নির্মাণ কৌশলের গাড়ি যাত্রীবাহী গাড়ি হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবার, **১৮৬১** সালের আইনের **১০** ধারায় বলা হয়েছে, কোন বিচার বিভাগের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন স্টেজ ক্যারেজকে বৈধতা দিলে বা কোন স্টেজ ক্যারেজের অনুজ্ঞাপত্র দিলে, যদি দেখেন যে যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত এসব গাড়ি বা এসব গাড়ি টানার ঘোড়া বা অন্য কোনও মাধ্যম ব্যবহারযোগ্য না হয় বা অনিরাপদ হয়, অথবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত না হয়, তবে তিনি স্টেজ ক্যারেজের অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করতে পারেন।

পৌরসভা এলাকার অধীনে গরু বা ঘোড়ার গাড়ি চালনা নিয়ন্ত্রণ করতে স্টেজ ক্যারেজ আইন, **১৮৬১** প্রয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশের জাতীয় মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণের জন্য **মহাসড়ক আইন, ১৯২৭** প্রণয়ন করা হয়। এই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হল সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএইচডি)। মহাসড়কের যে অংশ পৌরসভার মধ্য দিয়ে যায় তা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হবে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ট্রাফিক পুলিশের উপর এবং মহাসড়কে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মহাসড়ক পুলিশের উপর ন্যস্ত থাকবে। মহাসড়কের সংশ্লিষ্ট পৌরসভা পরিবহন সেবা প্রদানের দায়িত্বে থাকবে। মহাসড়ক সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

৮.২ মোটর-চালিত এবং মোটর-বিহীন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা সমূহ

ট্রাফিক পুলিশ প্রধানত পৌরসভা এলাকায় বিদ্যমান পরিবহন পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সব গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ম্যানুয়াল সংকেত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। জয়পুরহাটে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা সুসংগঠিত এবং সকলের ব্যবহারযোগ্য নয়। জাতীয় পরিবহন অধিদপ্তরে বর্ণিত পরিবহন পরিচালনা ব্যবস্থার সমস্যাবলী এবং এর সমাধান নিম্নে আলোচিত হল।

৮.২.১ মোটর-চালিত যান

সড়ক ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল জয়পুরহাটের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে। বাটার মোড় ও পাচুর মোড়ে বিভিন্ন মাধ্যমের যানবাহনের কারণে যান চলাচল অত্যধিক এবং যানজট বেশি। মোটর-চালিত যানবাহনের সৃষ্ট সমস্যা এবং এগুলো সমাধানের উপায় নিম্নরূপ-

<u>সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যাবলী</u>

- শহরের প্রতি বর্গ কিমি সড়ক এলাকায় জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এ শহরের অধিবাসীদের জন্য কোন নির্দিষ্ট সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা নেই।
- বাইরে থেকে আগত কিছু যান এখানে চলাচল করে যাদের এই শহরে কোন কাজ নেই।
- পৌরসভা শহর ও আশপাশ এলাকায় বিশাল সংখ্যক মালবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রনে প্রয়োজনীয় মালবহন ব্যবস্থাপনা নীতির অভাব রয়েছে।
- এই পৌরসভায় পার্কিংয়ের কোনও নির্দিষ্ট স্থান নেই যার কারণে যানজট আরও বেড়ে গেছে। তাই মানুষ রাস্তার উপর গাড়ি পার্কিং করতে বাধ্য হচ্ছে যার ফলে রাস্তায় যান চলাচলের জায়গা কমে যাচ্ছে।
- পৌরসভায় নিরাপদ ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কোন পরিবহন পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়া যানজট সমস্যা সমাধানের যে কোনও পদক্ষেপ নিরর্থক হয়ে যাবে।
- পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার এবং সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। যেহেতু উভয়ই একে অপরের উপর নির্ভরশীল, যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা, ধরণ, মাধ্যম নির্বাচন, যাত্রাপথ নির্বাচন এবং পরিবহন ব্যবস্থার সমস্ত কার্যকরী বৈশিষ্ট্য পার্শ্ববর্তী ভূমি ব্যবহার দ্বারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।

<u>সমাধানের উপায়</u>

- জয়পুরহাট থেকে রাজশাহী ও হিলি স্থলবন্দরে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- পৌরসভার সকল স্থানে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সড়ক নির্মাণ চলাকালীন পরিকল্পনা অনুসরণ করা এবং নগরটিকে নিরাপদ, শব্দ দূষণমুক্ত ও পথচারী বান্ধব হিসাবে গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক।
- পৌরসভার পাশ দিয়ে একটি রিং রোড বা বাইপাস নির্মিত হলে ভবিষ্যতে যানজট নিরসনে এটি ফলপ্রসূ হবে।
- ভারী যানবাহন যাতে সারাদিন চলাচল না করে অথবা মালবাহী যান চলাচলে যেন বাইপাস ব্যবহার করে।

- সড়কের উপর অনিয়ন্ত্রিত পার্কিং হ্রাসে নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং সুবিধা দিতে হবে। অধ্যায় ৪.৪ এ সকল ধরণের পার্কিং ব্যবস্থার নকশা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- শিল্প, কৃষি পণ্য ও মালামাল পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের উপর চাপ কমাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ করা উচিত।
- পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে এবং আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও মিশ্র ভূমি ব্যবহারের সাথে পরিবহন অবকাঠামোর সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবহন পরিকল্পনার সমন্বয় করতে হবে।

৮.২.২ রেলপথ পরিবহন ব্যবস্থা

জয়পুরহাট পৌরসভায় রেল পরিবহন খুবই জনপিয়। বর্তমানে সাতটি আন্তঃনগর ট্রেন এবং দুটি মেইল ট্রেন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা, দিনাজপুর, চিলাহাটি, খুলনা ও রাজশাহীতে যাত্রী বহন করে। সুতরাং, রেলপথ ব্যবহার করে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন উন্নয়ন একটি কার্যকর উপায় হতে পারে। এই সাতটি এক্সপ্রেস ট্রেন পৌরসভায় চলাচল করে। যদি এই সুবিধাটি একটি সুপরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত করা হয় তবে এটি মালামাল পরিবহনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

<u>রেল পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা</u>

- দক্ষ ও কার্যকর সরকারি পরিবহন সুবিধা পৌরসভাতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
- আন্তঃনগর যোগাযোগে পৌরসভার রেলপথ সংযোগ ব্যবস্থা মানসম্মত নয়।

<u>সমাধানের উপায়</u>

রাজশাহী ও চিলাহাটি রুটে আরও ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যমান রেলপথ সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা উচিত। রেল সেবা সুশৃঙ্খল এবং পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন।

৮.২.৩ মোটর-বিহীন যান

রিকশা সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছোট দূরত্বের জন্য জনপ্রিয় পরিবহন সেবা। সকল পৌরসভায়ই রিকশা দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং, জয়পুরহাটে পরিবহন সমস্যা সমাধানের জন্য এই মোটর-বিহীন যানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পৌরসভায় কোন পরিকল্পনা ছাড়াই রিকশার অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া হয়। ফলে মোটর-বিহীন যানের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে এটি একটি অন্তরায়। অবৈধ মোটর-বিহীন যান পরিবহন ব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস করে।

<u>মোটর-বিহীন যান পরিবহনের সমস্যা</u>

- রিকশার মতো ধীর গতির যান এবং গাড়ি, বাসের মতো উচ্চ গতির যান উভয়ই একই রাস্তা ব্যবহার করে চলছে। সুতরাং এখানে যানবাহন সংঘর্ষের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।
- পথচারী পথ মোটরযান পথ থেকে পৃথক করা নেই ফলে পথচারীদের জন্য হাঁটা নিরাপদ না।
- জয়পুরহাট পৌরসভায় কোন পৃথক বাইসাইকেল লেন নেই যা নিরাপদ মোটর-বিহীন যান সেবার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ির মতো মোটর-বিহীন যান বিশাল যানজট সৃষ্টি করে। কোন নির্দিষ্ট পার্কিং এলাকা না থাকায় রিকশা চালকরা সড়কের উপর যত্রতত্র রিকশা পার্ক করে রাখে। ফলে সড়কের চলাচলের পথ কমে যায় এবং যানজটের সৃষ্টি হয়।

সমাধানের উপায়

- বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সড়কের উচ্চক্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রিকশার মতো মোটর-বিহীন যান স্থানীয় ও সংযোগ সড়কে এবং উচ্চ গতির মোটর যান মাধ্যমিক সড়কে চলাচল করবে।
- পথচারীদের উন্নত সুবিধা প্রদানে পথচারী হাঁটা পথ উন্নত করতে হবে। পথচারী পথগুলি বেড়া দিয়ে মোটরযান পথ থেকে পৃথক করতে হবে (পথচারী সুবিধা বিভাগে বর্ণিত)।
- সবুজ পরিবহন প্রচারের জন্য লোকালয় এলাকার পাশে বাই-সাইকেল লেন দিতে হবে। সবুজ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে সমন্বিত সবুজ পরিবহন নীতি প্রস্তুত করতে হবে।

৮.২.৪ জলপথ উন্নয়ন

পৌরসভায় জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা নেই। যদিও এখানে কোন নির্মিত ঘাট নেই, তবে যমুনা নদীর উন্নয়নের মাধ্যমে জলপথ পরিবহনের সূচনা করা যাবে। পৌরসভার পাশে নদীটি উত্তরে অবস্থিত, ছোট নদীর সাথে যমুনার সংযোগ রয়েছে। জলপথ নীতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অধীনে কম দূরত্বের পরিবহনে স্থানীয় চ্যানেল এবং খাল উন্নয়নের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সমাধানের উপায়

- জলপথ পরিবহন একটি সাশ্রয়ী এবং কার্যকর মাধ্যম। সুতরাং, বিআইডব্লিউটিএ এবং বিডব্লিউডিবি-এর সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- সরকার এবং স্থানীয় নেতাদের উদ্যোগে একটি ঘাট তৈরি করা যেতে পারে। এটি পৌরসভায় ছোট দূরত্বের ভ্রমনকে সফল করতে পারে।
- জলপথ বিনোদনমূলক সুবিধা প্রদান করে, কারণ নৌকা বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম।

৮.৩ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়াবলী

সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা দিবে। সমস্যা সমাধানে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিম্নরূপ:

গ্রামীন রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে কোন আলো নেই, এবং মারাত্মক হতে পারে। তাছাড়া, উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থাপনা ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। মিশ্র মাধ্যমের সড়কে ভারী ট্রাক চলাচল করলে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দেয়।

জয়পুরহাট পৌরসভায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির সাথে নগরায়নের ফলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার চাহিদা বাড়তে থাকবে এবং এতে যানজট বেড়ে যাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদাও বাড়বে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ও সুবিধা সমূহ এবং পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার প্রক্রিয়াগুলি বিস্তারিতভাবে বোঝা এবং প্রয়োজনে এই সমস্যাগুলিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তৈরি করা প্রয়োজন।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরের পরিচালনা কর্মসূচির পাশাপাশি ব্যাপক আকারের একটি ক্রমাগত কাজ। এটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয়ের উৎস এবং নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব ফলাফল অর্জনে অবদান রাখতে পারে।

বিভিন্ন সড়ক বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারদের (সংস্থা, ঠিকাদার, পরিবহন পরিচালক, সড়ক ব্যবহারকারী এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমগুলির সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

রক্ষণাবেক্ষণটি একটি বিভাগীয় সমস্যা হিসাবে সবচেয়ে ভালভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। একই সময়ে, কোনও প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলাকালীন সকল পর্যায়ে এবং বাস্তবায়নের পর সড়কের

জীবনকালে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিনিয়োগ সময়ের বাইরে রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সহ প্রকল্প নকশার মধ্যে সমাপ্তিকালীন রক্ষণাবেক্ষণ বিধান থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ আর্থিক উৎস চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সংগঠন ও কর্মীদের সাথে সড়ক ব্যবহারকারী ও নির্বাচিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সহ প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের সম্মিলিত করতে হবে।

যোগাযোগ ভিত্তিক বিভাগীয় উন্নয়নের উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি অর্জনের সমস্যা সত্ত্বেও, তাদের কার্যকারিতা, দক্ষতা এবং সমস্ত অংশীদারদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ফলাফলগুলি অনুসন্ধানের জন্য সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।

৮.৪ পরিবহন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জয়পুরহাট পৌরসভাতে সফল পরিবহন পরিকল্পনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকায় এই সুযোগ নষ্ট হচ্ছে।

নগরবাসীকে আরও ভালো পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বিআরটিএ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ নীতি, বিআইডব্লিউটিএ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে পৌরসভাতে পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট নিয়ম এবং বিধি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণী- ৮.১: পরিবহন ও যোগাযোগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

উন্নয়ন বিভাগ	মূল কার্যাবলী	বাস্তবায়ন সংস্থা
পরিবহন ও যোগাযোগ	ক্রমবর্ধমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
	বাস টার্মিনাল প্রতিষ্ঠা	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, বাস মালিক সমিতি, এলজিইডি
	ট্রাক টার্মিনাল প্রতিষ্ঠা	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, এলজিইডি,ট্রাক মালিক/পরিচালক সমিতি
	মানসম্মত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি
	এলাকাভিত্তিক উচ্চক্রমিক সড়ক উন্নয়ন	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি
	বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি
	বিভিন্ন পরিবহন স্ট্যান্ড প্রতিষ্ঠা	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, বেবি ট্যাক্সি, টেম্পো, অটো রিকশা ও রিকশা মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থা
	সরকারি পরিবহন সেবার প্রচার	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি
	পরিকল্পিতভাবে ধীর গতির যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ,ট্রাফিক পুলিশ
	বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়	পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি

খন্ড- ঘঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

অধ্যায় - ০১ : ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ : নিষ্কাশন পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৩ : পানি সরবরাহ পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৪ : বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৫ : বিদ্যুৎ সেবা নিয়ন্ত্রণ
অধ্যায় - ০৬ : কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

অধ্যায়- ০১: ভূমিকা

নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পরামর্শক দল জয়পুরহাট পৌর এলাকায় নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার উপর বিস্তারিত জরিপ সম্পন্ন করেছে। নিষ্কাশন জরিপের আওতায় প্রধান কর্মকান্ডগুলো হলঃ ডিজিপিএস, ডাটা লগার এবং পাথ ফাইন্ডার সফটওয়্যারের মাধ্যমে নর্দমা / নিষ্কাশন খালের গতিপথ (এলাইনমেন্ট) জরিপ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত নিম্নে দেওয়া হলঃ

- অপটিক্যাল লেভেল ব্যবহার করে নর্দমার প্রস্থচ্ছেদ জরিপ;
- তলদেশ এবং স্থানীয় নিচু অঞ্চল নির্ণয় জরিপ;
- নর্দমা ও নিষ্কাশন কাঠামোসমূহ এবং তাদের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিতকরণ;
- নর্দমার গতিপথসহ নিষ্কাশন পরিকল্পনার মানচিত্র প্রণয়ন।

নিম্নের প্রধান বিষয়গুলোর উপর লক্ষ্য রেখে আরোপিত শর্তানুযায়ী (টার্মস অব রেফারেন্স) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও অন্যান্য প্রতিনিধি এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস (পিএমও), এলজিইডি সবাইকে অবহিত ও আলোচনার মাধ্যমে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে-

- মানব সৃষ্ট নর্দমার শ্রেণি সংক্রান্ত তথ্য
- বাঁধ, পরিখা ও অন্যান্য নিষ্কাশন বিভাজকের গতিপথ ও শীর্ষ উচ্চতা
- সংযোগহীনতা চিহ্নিতকরণ
- নদীর গতিপথ, স্রোতের গভীরতা, জোয়ার-ভাটার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়, বন্যা পরিস্থিতি, বন্যা ও উচ্চ জোয়ারের সময় নদী তীর সংলগ্ন বসতির অবস্থা
- পানির পাম্প, জলকপাট (স্লুইস গেট), নিষ্কাশন কাঠামোর অবস্থান, সংখ্যা ও অবস্থা
- শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে নর্দমা, পুকুর, জলাশয়, নির্গমনস্থল (আউটফল) এবং ডোবার অবস্থান ও আয়তন।

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নিষ্কাশন পরিকল্পনার ধাপগুলো হলোঃ প্রথমত, জয়পুরহাট পৌরসভার প্রধান ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নর্দমাসমূহ এবং প্রাকৃতিক প্রবাহসমূহের বর্তমান অবস্থা নিরূপন। দ্বিতীয়ত, বর্ষা মৌসুমে বন্যা এবং পাড়া মহল্লায় (নেইবারহুড) জলাবদ্ধতার জন্য দায়ী নিষ্কাশন খালগুলোর অবৈধ দখলের পর্যায় অনুসন্ধান। তৃতীয়ত, বর্তমান সড়কের পার্শ্ববর্তী নিষ্কাশন ব্যবস্থার ধরণ ও ঢালের খুঁজে বের করা। পৌরসভার পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য নতুন প্রস্তাবনাসহ বর্তমান সুবিধাদির পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষণের জন্য নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনা প্রয়োজন। এজন্য, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৌরসভার সার্বিক নিষ্কাশন নিশ্চিতকল্পে এলাকা ভিত্তিক নিষ্কাশন পরিকল্পনা থাকতে হবে।

১.২ প্রণালী ও পরিকল্পনা পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণত নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়না এবং তা উন্নয়ন কর্মকান্ডে সর্বশেষ বা চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই অবস্থা বিশেষভাবে সত্য, যদিও অন্যান্য অনেক অবকাঠামোর মত একটি নগরের ভৌত উন্নয়নে নিষ্কাশন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এর ফলে, ভৌত পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন প্রকল্প সমূহে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দকৃত বাজেটের বেশিরভাগই ব্যয় হয় ভবন, সড়ক এবং অন্যান্য দৃশ্যমান অবকাঠামো নির্মাণে; নর্দমা

নির্মাণ উন্নয়নের সর্বশেষ উপাদান হিসেবে সবার শেষে বিবেচনায় নেওয়া হয়। যখন নর্দমা নির্মাণ শুরু হয় তখন অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। এ পরিস্থিতিতে লোক দেখানো কৌশল হিসেবে সামান্য কিছু কাজের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়। নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে, যদি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া না হয়, তবে সময়ের সাথে সাথে নগরবাসীর দূর্ভোগ ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রথম ধাপ ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক তৈরি। একটি পরিকল্পিত ও কার্যকরী ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থার সমস্যা দূরীকরণের অন্যতম ধাপ। বিভিন্ন ধরণের নর্দমার মধ্যে রয়েছে প্লট নর্দমা, ব্লক নর্দমা, তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা, মাধ্যমিক নর্দমা এবং প্রধান নর্দমা। অন্যান্য প্রাকৃতিক নিষ্কাশন অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নিচু জমি, নির্গমন এলাকা, খাল এবং নদী। প্লট, ব্লক, তৃতীয় পর্যায়ের, মাধ্যমিক ও প্রধান নর্দমা হল মানবসৃষ্ট এবং বাকিগুলো হল প্রাকৃতিক নিষ্কাশন অবকাঠামো। নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনার সময় নর্দমা ও নৌপথ যেন সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। এলজিইডি কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং নির্দেশনা অনুসারে নমুনা প্রশ্নমালায় নিষ্কাশন ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে প্রণীত জয়পুরহাট ড্রেনেজ পরিকল্পনার বিশদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে, পৌরসভার সাথে আলোচনার মাধ্যমে ড্রেনেজ পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়- ০২: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পনা

২.১ বিদ্যমান প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি ড্রেনের অবস্থান

৩ টি খাল, ১৬ টি হ্রদ ও পৌরসভার মধ্যে প্রবাহিত একটি নদী দ্বারা গঠিত এ পৌরসভার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন নেটওর্য়াক। এগুলো প্রাকৃতিকভাবে তৈরি। সাধারণত, এই উপাদানগুলো উত্তর-দক্ষিণে দিকে প্রবাহিত হয়। খালগুলি ৪.৭৫ একর জমিতে এবং নদীটি ৩৭.৮৮ একর জমিতে আচ্ছাদন করে আছে।

পৌরসভার সকল ড্রেন বেসরকারি খাতসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থার সম্বয়ে গঠিত হয়েছে। পৌরসভায় প্রায় ৩১ কি:মি: ড্রেন আছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই পাকা ড্রেন (প্রায় ৩০ কিলোমিটার)। টেবিলে বর্ণিত হয়েছে যে ওয়ার্ড নং ২ ব্যতীত, অন্যান্য ওয়ার্ড গুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ড্রেন বিদ্যমান আছে। বেশিরভাগ ড্রেনগুলি ওয়ার্ড নং ৬, ৭ এবং ৯ এর মধ্যে অবস্থিত।

এখানে সড়কের পাশ বরাবর প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে এবং কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ রয়েছে। যমুনা নদী ও খাল প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান করে। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ রয়েছে। কিন্তু দুর্বল ব্যবস্থাপনার মানব সৃষ্ট এসব নর্দমার সঙ্গে সংযোগ কতটা কার্যকর সেটাই হল প্রশ্ন। মানব সৃষ্ট নর্দমাগুলোর প্রায় অর্ধেক গভীরতা কঠিন আবর্জনা দিয়ে পূর্ণ; যার ফলে খালগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে না।

২.১.১ নদী ও খাল (প্রাথমিক নিষ্কাশন)

নিম্নলিখিত টেবিলে ওর্য়াডের জলাধারের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খাল এবং নদী প্রায় ৩০০ একর এলাকা জুড়ে। ওয়ার্ড নং ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ এর মাধ্যমে কোনও নদী ও খাল প্রভাহিত হয় নাই।

যমুনা নদী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পৌরসভা বরাবর প্রভাহিত হয়েছে। এটা শুধুমাত্র ওয়ার্ড নং ২ এ মধ্য দিয়ে প্রভাহিত হয়েছে । ভৌত কাঠামো জরিপ থেকে দেখা গেছে যে প্রায় ৩৭.৮৮ একর নদী, ৪.৭৫ একর খাল এবং পৌরাসভা এলাকার মধ্য দিয়ে ১২.৮২ একর হ্রদ অতিক্রম করেছে। এই জলাধার মৌসুমের সময় জোয়ারের পানি ধরে রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এলাকাটি আংশিক বন্যা মুক্ত রাখতে অবদান রাখে।

সারণী- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার জলাশয় সমুহ

ওয়ার্ড নং	খাল		ডোবা		হ্রদ		নিচু জমি		পুকুর		নদী	
	সংখ্যা	আয়তন (একর)	সংখ্যা	আয়তন (একর)	সংখ্যা	আয়তন (একর)	সংখ্যা	আয়তন (একর)	সংখ্যা	আয়তন (একর)	সংখ্যা	আয়তন (একর)
১	১	২.৯৫	৭২	১১.৮৮	০	০.০০	৩	৩.৫৩	৭৬	৩১.৪০	০	০.০০
২	০	০.১৪	৫৩	৭.৫৬	০	০.০০	০	০.৭৮	৫৭	২৬.৩৩	১	৩৭.৮৮
৩	২	১.৬৬	৩৩	৭.০১	১০	৭.৩১	২	০.২০	৭৩	২২.৭০	০	০.০০
৪	০	০.০০	১০	১.২৮	১	০.২৮	০	০.০০	৬২	১৮.৩৬	০	০.০০
৫	০	০.০০	৩৫	৭.১৮	১	১.৩৬	০	০.০০	২৯	৯.১২	০	০.০০
৬	০	০.০০	২৬	৪.৬১	১	১.৮৮	০	০.০০	৪১	১৬.৪৬	০	০.০০
৭	০	০.০০	৭৩	৯.৮৪	২	১.৯৩	১	০.৪৭	৬৮	১৭.৯৬	০	০.০০
৮	০	০.০০	৪৫	৪.৪০	১	০.০৬	৩	০.৯৮	৬৪	২২.০৩	০	০.০০
৯	০	০.০০	১০	২.৬০	০	০.০০	০	০.০০	৩৪	১১.২৩	০	০.০০
মোট	**৩**	**৪.৭৫**	**৩৫৭**	**৫৬.৩৭**	**১৬**	**১২.৮২**	**৯**	**৫.৯৭**	**৫০৪**	**১৭৫.৫৮**	**১**	**৩৭.৮৮**

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

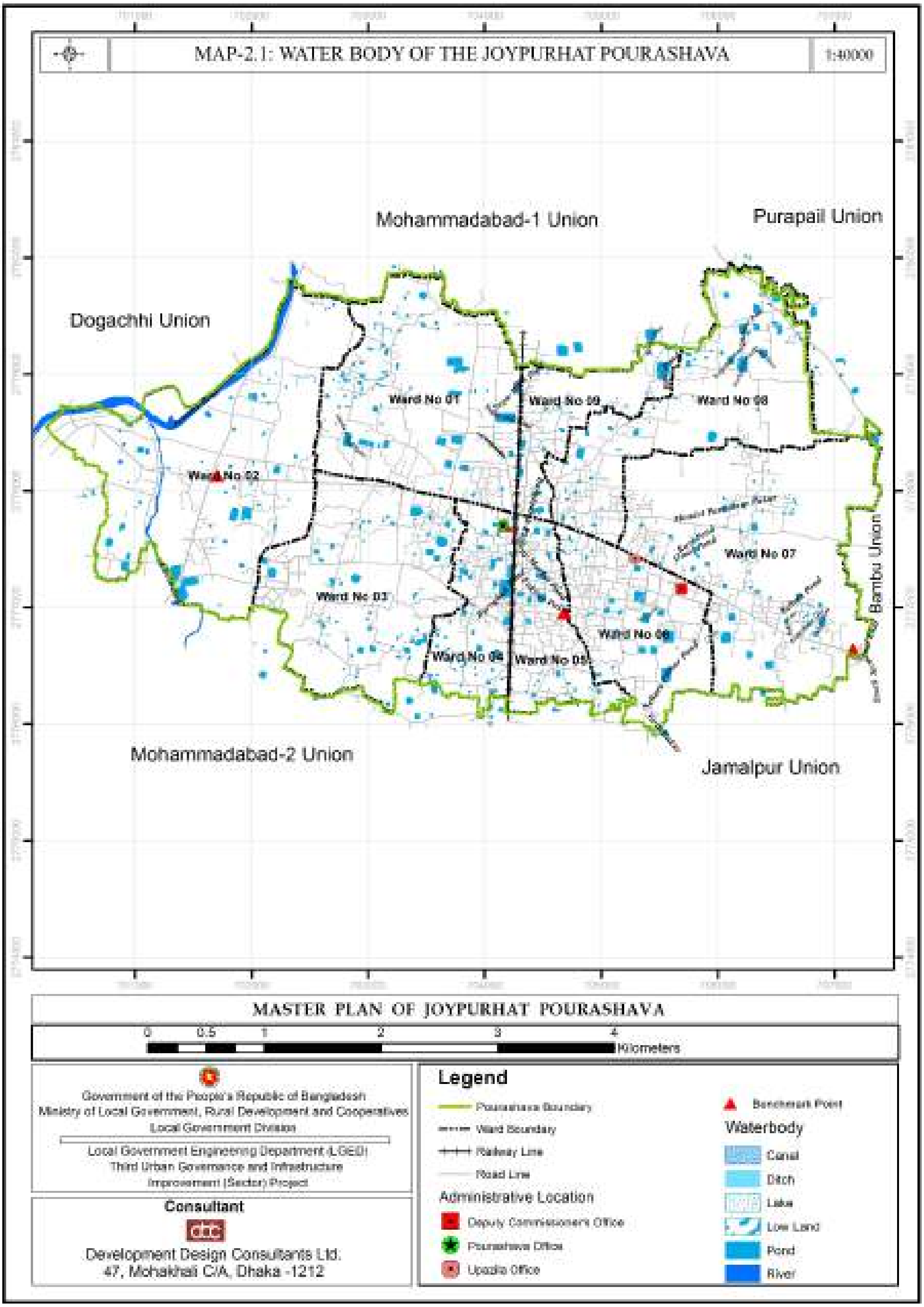

মানচিত্র- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার জলাশয় সমুহ

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

২.১.২ মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেন (মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি নিষ্কাশন)

পৌরসভাতে ড্রেনগুলির মোট দৈর্ঘ্য **৩১.৬৭** কিলোমিটার। ড্রেনগুলির মধ্যে **৩০.৪৯ কিঃমিঃ** পাকা যাদের গড় প্রস্থ এক মিটার। প্রায় সব ড্রেন খোলা এবং বেশির ভাগ ড্রেনের অবস্থা ভাল নয়।

নিম্নোক্ত সারনী অনুসারে ওয়ার্ড নং **২** এ ড্রেনেজ ব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপ এবং ওয়ার্ড নং ০৭ এ সবচেয়ে ভাল। ড্রেনের অবস্থা আচ্ছাদিত এবং উন্মুক্ত উভয়ই। প্রায় **৩০%** ড্রেন স্ল্যাবযুক্ত এবং বাকি **৭০%** খোলা ড্রেন রয়েছে। নর্দমাগুলো উন্নত মানদন্ড অনুযায়ী তৈরি না করায় বেশিরভাগ ড্রেনের দেয়াল ভাঙ্গাবস্থায় রয়েছে এবং পানি প্রবাহের পথে কঠিন বর্জ্য, ময়লা, নির্মাণ খাতের আবর্জনার কারনে এর কার্যকারিতা কমিয়ে ফেলেছে।

সারণী- ২.২: বিদ্যমান মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেন (মিটার দৈর্ঘ্য)

ওয়ার্ড নং	কাঁচা (কিঃমিঃ)	পাকা (কিঃমিঃ)	মোট (কিঃমিঃ)	শতকরা হার
০১	০.০০	২.৪১	২.৪১	৭.৬১
০২	০.০০	০.১৬	০.১৬	০.৫১
০৩	০.২৩	১.১৭	১.৪০	৪.৪২
০৪	০.৯৬	১.৯৮	২.৯৪	৯.২৮
০৫	০.০০	৫.৬৫	৫.৬৫	১৭.৮৪
০৬	০.০০	৪.২৭	৪.২৭	১৩.৪৮
০৭	০.০০	৭.৯৫	৭.৯৫	২৫.১০
০৮	০.০০	৩.২৬	৩.২৬	১০.২৯
০৯	০.০০	৩.৬৩	৩.৬৩	১১.৪৬
মোট	**১.১৮**	**৩০.৪৯**	**৩১.৬৭**	**১০০.০০**

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

পৌরসভার কিছু ড্রেন দিন দিন ভরাট বা দখল হয়ে যাওয়ার কারনে নিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ড্রেনগুলোর উপরে স্ল্যাব বা ঢাকনা দেওয়া যেতে পারে। এটি পরিবেশগত উন্নতির পাশাপাশি পৌরসভার জলাবদ্ধতা নিরসনে সহায়ক হবে। আউটফলসহ প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার অন্যতম অংশ হিসেবে ছোট নদী ও খালগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

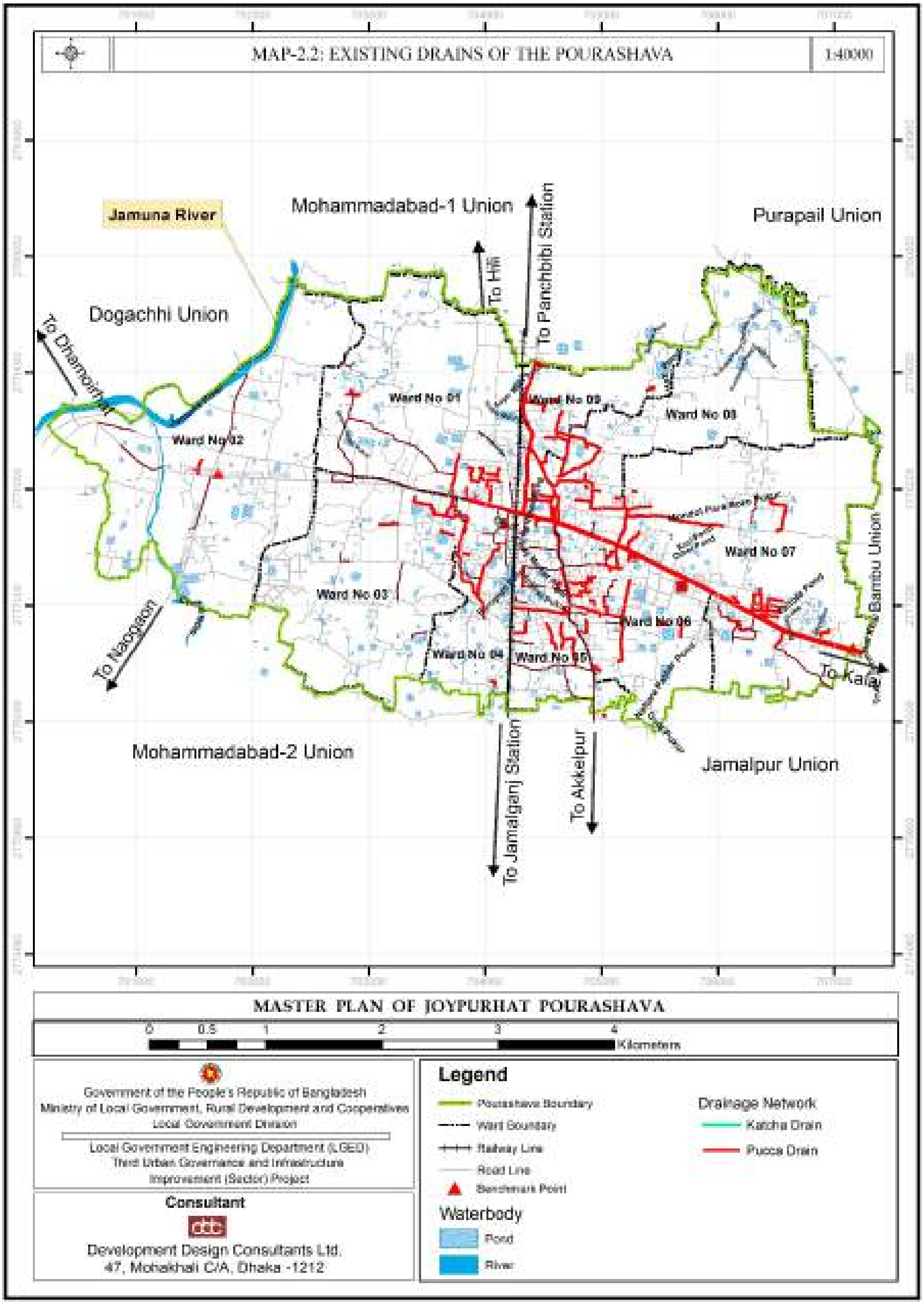

মানচিত্র- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা

সূত্রঃ ভৌত কাঠামো জরিপ, ২০১৭

২.২ নিষ্কাশন অবকাঠামোগুলির বর্তমান ক্ষমতা এবং ঘাটতি

জয়পুরহাট একটি ক্রান্তীয় জলবায়ু এলাকা। শীতের তুলনায় গ্রীষ্মকালে জয়পুরহাটে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ৩৪.৬৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬১০ মিমি। সবচেয়ে শুষ্ক মাস ডিসেম্বরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩ মিঃ মিঃ। জুলাই মাসে গড় বৃষ্টিপাত ৩৬৪ মিমি। বছরের উষ্ণতম মাস আগস্টে গড় তাপমাত্রা থাকে ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা বছরের সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা। শুষ্কতম এবং আদ্রতাপূর্ণ মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের পার্থক্য ৩৬১ মিঃ মিঃ। গড় তাপমাত্রা বছরে ১১.৯ ডিগ্রী সে।

ঝড় বৃষ্টির সময় পানি নিষ্কাশন করার জন্য কোন বিশেষ ড্রেন পাওয়া যায়নি। বৃষ্টির সময় মানুষের তৈরি ড্রেনের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করা হয়। সমস্ত পাকা ড্রেনগুলি খাল এবং নদীর মতো প্রাকৃতিক জলাশয় গুলির সাথে সংযুক্ত। ফল স্বরূপ, নদী ও খালের পানিগুলি এই নিষ্কাশনকারী উপাদানগুলির মাধ্যমে দূষিত হয়। সব প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ড্রেনের পানি নদী বা খালে নির্গমন হয়।

২.২.১ ব্যস্ততম ঘন্টায় (পিক আওয়ার) প্রবাহের হার এবং নির্গমন পথ চিহ্নিতকরণ

জয়পুরহাট পৌরসভা গ্রীষ্মমন্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত এবং বিশেষ করে বগুড়া জেলার জলবায়ুকে প্রতিনিধিত্ব করে। জুলাই মাসে এটি ৩৮২ মিমি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। যা অন্যান্য সমস্ত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেপ্টেম্বর মাসে এটি ২২২ মিঃ মিঃ আবার, অক্টোবরে ১২ মিমি হ্রাস পায়। বর্ষা ঋতু এপ্রিল / মে মাসে শুরু হয়ে সাধারণত অক্টোবরে শেষ হয়। জুলাই মাসে বৃষ্টিপাতের হার সবচেয়ে বেশি। সাধারনত জুলাই মাসে গড়ে বৃষ্টি হয় ১৫ দিন, জুন মাসে ১৪ দিন, মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ১১ দিন।

সারণী- ২.৩: জয়পুরহাটের গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা ২০১৫

মাস	বৃষ্টিপাত (মিলি)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সে.)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সে.)
জানুয়ারী	১৪	২৩.৫	১১.৬
ফেব্রুয়ারী	১৪	২৮.৫	১৪.৪
মার্চ	৩৯	৩৩.০	১৭.৯
এপ্রিল	১৪৪	৩৩.৭	২২.৪
মে	১৭৬	৩৫.৯	২৪.৭
জুন	২৮৫	৩৪.৫	২৫.৫
জুলাই	৩৮২	৩২.৩	২৬.১
আগষ্ট	১২৯	৩২.৭	২৬.৮
সেপ্টেম্বর	২২২	৩৪.৪	২৫.৮
অক্টোবর	১২	৩২.৯	২৩.১
নভেম্বর	১	৩০.৫	১৮.০
ডিসেম্বর	১	২৪.৪	১৩.৬

সূত্রঃ বিবিএস, ২০১৫ (বর্ষপঞ্জি, ২০১৫)

জয়পুরহাট পৌরসভা একটি মাঝারি বৃষ্টিপাত প্রবন অঞ্চল। পৌরসভাতে যথেষ্ট পরিমান খাল ও পুকুর বিদ্যমান। বর্ষা মৌসুমে ভারী বৃষ্টিপাতের পানি নিম্ন ভূমিতে জমা হয়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পৌরসভাতে গড় ২১৮ মিঃমিঃ বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই তথ্য একটি কার্যকর ড্রেনেজ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। মানচিত্র-২.৩ অনুযায়ী, পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক জমির বন্ধুরতা ভূ-পৃষ্ঠে পানি প্রবাহের দিক নির্দেশ করে। এছাড়া পৌরসভা উচ্চ তাপমাত্রা জোনে অবস্থিত।

২.২.২ নিষ্কাশন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা

সাধারণভাবে, ড্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিস্কার করার দায়িত্ব পৌরসভার। জরিপ অনুসারে, ৪৬.৫০% মানুষ উল্লেখ করেছেন যে পৌর কর্তৃপক্ষ ড্রেনগুলি পরিষ্কার করে, ৫১.৫০% দাবি করেছেন যে নিয়মিত ড্রেনগুলি পরিষ্কার করা হয় না, ১.২৫% তাদের পরিবারের চারপাশে ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন।

২.২.৩ ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ উপর সন্তুষ্টির মাত্রা

পৌরসভা দ্বারা বর্তমানে পরিচালিত নিষ্কাশন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মাত্র ২.২৫% মানুষ সন্তুষ্ট, ৩৩.৭৫% তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, ৫১.২৫% অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং শুধুমাত্র ০.২৫% অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, ড্রেনগুলির আন্তঃ সংযোগগুলি সঠিক নয়। তাঁরা নিম্নে বর্ণিত কিছু পরামর্শ দিয়েছেনঃ (ক) নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে, (খ) নতুন ড্রেন নির্মাণ করতে হবে, (গ) ড্রেনগুলির প্রস্থ বৃদ্ধি করতে হবে, (ঘ) ড্রেন মেরামত করতে হবে এবং (ঙ) ভাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও জনশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন। বস্তিগুলোর চার ভাগের তিন ভাগ ড্রেন কংক্রিটের তৈরি কিন্তু নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল নয়। ড্রেন পর্যাপ্ত নয় এবং ড্রেনের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পানি প্রবাহিত হয় না।

২.৩ অনুপস্থিত লিঙ্ক

জয়পুরহাট পৌরসভাতে একটি পরিকল্পিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের সমন্বিত নকশা তৈরি করতে হবে। নগর এলাকাগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপনের সময় নতুন ড্রেন নির্মাণের চেয়ে বিদ্যমান ড্রেনগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নগর উন্নয়নের কারণে ভূমির বন্ধুরতা পরিবর্তিত হলে ড্রেনের কার্যকারিতা কমে যায়। নিষ্কাশন পরিকল্পনার জন্য সুষ্ঠু নীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর মধ্যে ভূমির ঢাল, প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপস্থিতি, জন ঘনত্ব এবং মাটির গঠন বিন্যাস অন্যতম।

পৌরসভায় বিদ্যমান ড্রেনগুলির মধ্যে কোন নেটওয়ার্ক নেই। পৌরসভায় প্রয়োজনভেদে ড্রেন নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ড্রেনেজ বর্জ্য নিষ্কাশনের আলাদা কোন ব্যবস্থা না থাকায় পৌরসভার পয়:বর্জ্য একই ড্রেন দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে নদী বা খাল দূষিত হয়। পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক জলাধার (নদী, খাল ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে পরিকল্পিত উপায়ে খাল বা নদী, তৈরি ড্রেনের সাথে ভালভাবে সংযুক্ত নয়। ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক এর অভাবের কারণে বৃষ্টিপাতের সময় নদীর তীরবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়। জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি ড্রেনগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। জন ঘনত্ব, রাস্তার প্রস্থ এবং আউটফল অনুযায়ী ড্রেনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা বিবেচনা করা হয়েছে। পৌরসভার ঢাল অনুসারে ড্রেনের ঢাল এবং ঋতু অনুসারে নদীর গভীরতা বিবেচনা করা হয়েছে।

২.৪ বিদ্যমান খাল ও নদী এবং তাদের সংযোগসমূহ

খাল এবং নদী নিষ্কাশন ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করে। প্রতিটি মৌজাতে কম বা বেশি প্রাকৃতিক চ্যানেল ও ড্রেন অতিরিক্ত পানি নদীর দিকে প্রবাহিত করে। কখনও কখনও পুরাতন খাল ও স্থানীয় খালগুলোও মৌজা থেকে আসা বৃষ্টির পানি চ্যানেল হিসাবে ধরে রেখে ড্রেনের কার্যকারিতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক খালগুলিতে বেশিরভাগ বৃষ্টির পানি বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। পৌরসভার খালগুলি সংরক্ষণের মাধ্যমে ড্রেনেজ সমস্যার সাধান করা সম্ভবপর হবে।

২.৫ ভূমি উচ্চতা এবং ঢাল

পৌর এলাকার ভূমি বন্ধুরতা নিরূপনের জন্য মোট ১৬,৭৫৮ টি ভূতল বিন্দুর পরিমাপ নেয়া হয়েছে। যমুনা নদীর তীরে ওয়ার্ড নং ০২ এ সর্বোচ্চ উচ্চতা ২৫.১৯ মিঃ পাওয়া গেছে। ওয়ার্ড নং ০৭ এর দক্ষিণ অংশে অবস্থিত একটি স্থানীয় পুকুরে সর্বনিম্ন উচ্চতা ১৫.৬৩ মিঃ। উল্লেখ্য যে, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উচ্চতা কোন অঞ্চলের ভূমি বন্ধুরতা (টপোগ্রাফি) কে বুঝায় না। কেবলমাত্র গড়মান দ্বারা তা বোঝানো সম্ভব। পৌরসভার গড় উচ্চতা ২০.৭৪ মিঃ। এ থেকে বোঝা যায় যে, পৌরসভাটি সমুদ্রতল থেকে বেশি উঁচু অবস্থানে রয়েছে। এ কারণে নদী তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত বন্যার পানি পৌরসভায় প্রবেশ করে না। নিম্নোক্ত সারণীতে পৌরসভার ওয়ার্ড-ভিত্তিক ভূমি স্তরের বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে এবং মানচিত্র-২.৩ এ পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সমুন্নতি বিন্দু (কনট্যুর) দেখানো হয়েছে।

সারণী - ২.৪: জয়পুরহাট পৌরসভা ওয়ার্ড-ভিত্তিক ভূমি স্তর

ওয়ার্ড নং	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	নূন্যতম উচ্চতা (মিটার)	সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার)	গড় উচ্চতা (মিটার)
১	২০৬৫	১৭.০০	২৩.১৮	২১.৫৩
২	৪১৩৯	১৬.২১	২৫.১৯	২০.৬০
৩	২৪৪৬	১৬.৬৭	২৩.৩৮	২১.২৮
৪	৯০১	১৬.৭৬	২২.৪৭	২০.৮৮
৫	৫২৮	১৫.৭৯	২২.৯২	২০.৭৪
৬	৭৯১	১৫.৬৬	২২.৬৪	২০.২৬
৭	৩২৯৩	১৫.৬৩	২৩.৭৪	১৯.৮৯
৮	১৭৪০	১৬.৩৪	২২.৪৩	২০.৮৯
৯	৮৫৫	১৬.৮৭	২৩.৩০	২১.৩১
মোট	**১৬৭৫৮**	**১৫.৬৩**	**২৫.১৯**	**২০.৭৪**

সূত্র: টপোগ্রাফিক সার্ভে, ২০১৭

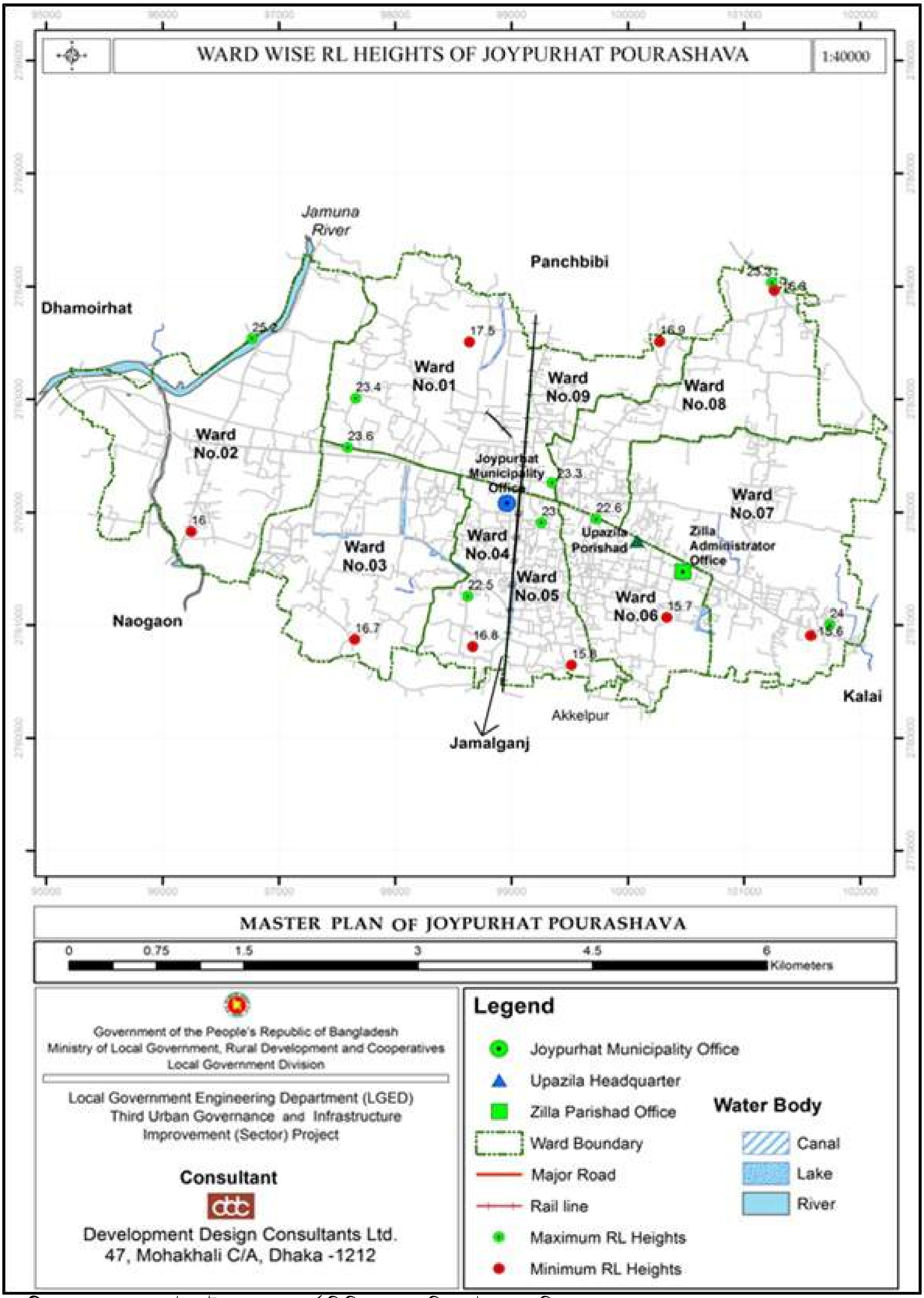

মানচিত্র- ২.৩: জয়পুরহাট পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক ভুতল বিন্দুর উচ্চতা (মি)
সূত্র: টপোগ্রাফিক সার্ভে, ২০১৭

২.৬ বর্তমান নিষ্কাশন অবকাঠামো এবং বিবাদমান সমস্যাসমূহ

বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার তালিকা এবং কাঠামোগত অবস্থার বিশদ তালিকা সনাক্ত এবং প্রস্তুত করার জন্য ভৌত ও বিস্তারিত প্রকৌশল জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রধান সমস্যাগুলো হলঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, পুরাতন ড্রেনগুলো অকেজো হয়ে যাওয়া এবং কঠিন বর্জ্য দ্বারা নর্দমাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া। বেশ কিছু ড্রেন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে কারণ এগুলোর কার্যকারিতা, গ্রেডিয়েন্ট এবং প্রবাহ নেই। এসব ড্রেনগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

২.৭ নিষ্কাশন চ্যানেল এবং খাল সম্পর্কিত নতুন চাহিদা

বৃষ্টি ও বর্জ্য পানি: নর্দমা সমূহের নকশা এমনভাবে করা হয় যেন এগুলো নগর এলাকা থেকে আগত অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করতে পারে, পানি প্রবাহিত হতে পারে এবং সবশেষে এসকল প্রবাহিত পানি আউটফল দ্বারা নিষ্কাশন করা সম্ভবপর হয়। একটি নর্দমার নকশা প্রণয়ন নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের মাত্রা, বৃষ্টিপাতের হার, মেয়াদ প্রভৃতির জলবিজ্ঞান ভিত্তিক পরিমাপের উপর। বিশেষ কোন নর্দমার অববাহিকা থেকে ব্যস্ততম ঘন্টায় (পিক আওয়ার) জল প্রবাহের হার ও মেয়াদ গণনার জন্য সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি (মোডিফায়েড র‍্যাশনাল মেথোড) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির একটি সীমাবদ্ধতা হলো, এটি ৩২০ একরের চেয়ে বৃহত্তর প্রভাব বলয়ে (ক্যাচমেন্ট এরিয়া)/ অববাহিকায় প্রয়োগ করা যায় না। বৃষ্টিপাতের পর বৃষ্টির পানি যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সঞ্চালিত বা প্রবাহিত এবং সংগৃহীত হয়ে একটি নির্গম পথ দ্বারা নিষ্কাশিত হয়, সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলকে জলসঞ্চালন প্রভাব বলয়/অববাহিকা (হাইড্রোলোজিক্যাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া) বলা হয়। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সেবা পদ্ধতি (এনআরসিএস) যা ইতোপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র মৃত্তিকা সংরক্ষণ সেবা (এসসিএস) পদ্ধতি নামে পরিচিত ছিল, তা প্রয়োগ করা হবে।

সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে সমগ্র জলধারণ এলাকাকে এমনভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় যার প্রতিটি অঞ্চল পৃথকভাবে নিজ এলাকার জলসঞ্চালনে সক্ষম বা এগুলোর প্রতিটি একটি করে ক্ষুদ্র জলসঞ্চালন প্রভাব বলয় হিসেবে কার্যকর রয়েছে। এ জাতীয় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয় উপযুক্ত প্রকৌশল অনুশীলন সাপেক্ষে স্থানীয় বন্ধুরতা ভিত্তিক সীমানা রেখা অনুযায়ী, যেমনঃ সড়ক, বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি। সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রবাহ হারের নকশার গাণিতিক সূত্র হলো:

$$Q = C_s C_r IA \qquad (1)$$

যেখানে : Q = প্রবাহ হারের নকশার (ডিজাইন রান অফ ফ্লো) (সিএফস)

I = বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (ইঞ্চি/ঘন্টা)

C_S = মজুদ গুণাঙ্ক (স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্ট)

C_r = প্রবাহ গুণাঙ্ক (রান-অফ কোএফিসিয়েন্ট)

A = নিষ্কাশন এলাকা (একর)

বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (I): বৃষ্টিপাতের তীব্রতা হচ্ছে বিশেষ কোন নিষ্কাশন অববাহিকায় বা উপ-অববাহিকায় (বেসিনে অথবা সাব-বেসিনে) গড় বৃষ্টিপাতের হার। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমান বৃষ্টিপাত হয়েছে তার দ্বারা ঐ এলাকার বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (রেইনফল ইনটেনসিটি) বোঝানো হয়। সাধারনতঃ প্রতি ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান উচ্চতা দ্বারা (ইঞ্চি বা মিলিমিটার) নির্ধারণ করা হয়। যেমন, গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলের ১৫০ হেক্টরের কম প্রভাব বলয়ে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ধরা হয় প্রতি ঘন্টায় ১০০ মি.মি.।

নর্দমার নকশা প্রণয়নে তীব্রতা নির্ধারণ করা হয় বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব ও ফিরতি মেয়াদের (রিটার্ন পিরিয়ড) ভিত্তিতে। নকশা প্রণয়নে আইডিএফ (ইনটেনসিটি-ডিউরেশন-ফ্রিকোয়েন্সি) বা (তীব্রতা-স্থায়ীত্ব-পুন:পৌনিকতা) রেখা থেকে মান সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। আইডিএফ রেখায় ফিরতি মেয়াদে নির্দিষ্ট স্থায়িত্বে (সাধারনত কত মিনিট বৃষ্টিপাত হয়েছে সেই সময়) সম্পন্ন গড় বৃষ্টিপাতের তীব্রতার (প্রতি ঘন্টায় কত ইঞ্চি/মি.মি.) মান দেখানো হয়। বিভিন্ন ফিরতি মেয়াদের উপর ভিত্তি করে আইডিএফ রেখা ভিন্ন হয়ে থাকে।

ফিরতি মেয়াদ (রিটার্ণ পিরিয়ড): কোন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা (যেমনঃ বৃষ্টিপাত, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি) কত বছর পর পর ঘটতে পারে সেই ফলাফলকে ঐ প্রাকৃতিক ঘটনার ফিরতি মেয়াদ (রিটার্ন পিরিয়ড) বলা হয়। যেমন, কোন নির্দিষ্ট মাত্রার বৃষ্টিপাতের ফিরতি মেয়াদ ২ বছর বলতে বোঝায়, প্রতি ২ বছরে একবার ঐ নির্দিষ্ট মাত্রার বৃষ্টিপাত হবে। কোন নির্দিষ্ট মাত্রার বন্যার ফিরতি মেয়াদ ১০ বছর বলতে বোঝায় প্রতি ১০ বছরে একবার ঐ মাত্রার বন্যা হবে।

প্রবাহ গুণাঙ্ক (রান অফ কোএফিসিয়েন্ট): কোন এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে সম্পূর্ণ জল নিষ্কাশিত হয় না। বৃষ্টি জলের একটি অংশ মাটি শুষে নেয় যা পরবর্তীতে চুইয়ে ভূ-গর্ভে চলে যায় (যাকে পরিস্রাবণ বলা হয়) এবং অপর একটি ক্ষুদ্র অংশ বাষ্পীভূত হয়। অবশিষ্ট বেশীরভাগ অংশ বৃষ্টির জল/পানি হিসেবে বিভিন্ন প্রবাহ পথে সঞ্চালিত হয়। বৃষ্টিপাতের যে অংশটি বৃষ্টির জল হিসাবে প্রবাহ পথে সঞ্চালিত ও পরবর্তীতে নিষ্কাশিত হয়, সেই অংশকে প্রবাহ গুণাঙ্ক (রান অফ কোএফিসিন্টে) বলা হয়। কোন এলাকার প্রবাহ গুণাঙ্ক ০.৮ অর্থ হলো ঐ এলাকার বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০ ভাগ বর্ষার জল বা পানিতে পরিনত হয়।

ভূ-পৃষ্টের ব্যবহার ভিত্তিক অবস্থা বা ভূমি ব্যবহার নর্দমার নকশা প্রণয়নের জন্য প্রবাহ গুনাঙ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন এলাকার প্রবাহ গুণাঙ্ক (রান অফ কোএফিসিয়েন্ট) কত হবে তা জানার জন্য ভূ-পৃষ্টের ব্যবহার জানতে হয়। ভূমি ব্যবহার ভিন্নতার কারণে প্রবাহ গুণাঙ্ক ভিন্ন হয়। প্রধান নর্দমা ও খাল উন্নয়নের নকশা প্রণয়নে বৃষ্টিপাতের তীব্রতাসহ ফিরতি মেয়াদ ধরা হয় সাধারনত ৫ বছর। মাধ্যমিক নর্দমা নকশা প্রণয়নে বৃষ্টিপাতের তীব্রতাসহ ফিরতি মেয়াদ ধরা হয় ৩ বছর।

সঞ্চালন সময় (টাইম অব কনসেনট্রেশন): প্রভাব বলয়ের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পর বৃষ্টির জল দূরতম স্থান থেকে সঞ্চালিত/বাহিত হয়ে নির্গমন বিন্দু অতিক্রম করতে বা কোন নির্গমন স্থলে পতিত হতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়কালকে সঞ্চালন সময় বা টাইম অব কনসেনট্রেশন বলা হয়। সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ সেবা পদ্ধতি; উভয় পদ্ধতিতে সঞ্চালন সময় একটি সাধারন সূচক। এক বা একাধিক যথাযথ প্রবাহপথ সনাক্তকরণ এবং ঐসকল প্রবাহ পথে বৃষ্টির জল/পানি প্রবাহ নিরূপণের উপর সঞ্চালন সময়ের মান নির্ভর করে। ভূ-উপরিভাগ পানি শোষণক্ষম কোন প্রভাব বলয়ের বৃষ্টির সর্বোচ্চ প্রবাহ হারের (পিক রান অফ) সাথে ভূ-উপরিভাগ শোষণক্ষম নয় এরূপ প্রভাব বলয়ের প্রবাহ হারের তুলনার জন্য প্রমত্ত বলয়ের পানি শোষণক্ষম এলাকার সঞ্চালন সময় নির্ধারণই যথেষ্ট। সঞ্চালন সময়কে প্রায়শঃ আগত সময় এবং প্রবাহ সময়ের যোগফল হিসাবে গণনা করা হয়। কিরপিচ (Kirpitch) সমীকরণের মাধ্যমে এটি নিরূপণ করা যায়। তবে প্রারম্ভিক সঞ্চালন সময় অবশ্যই ৫ মিনিট বা তার বেশী সময়ের হবে। যেখানে প্রারম্বিক সঞ্চালন সময় ৫ মিনিটের কম, সেখানে এর মান ৫ মিনিট ধরে গণনা করতে হবে। সঞ্চালন সময়ের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে নর্দমা বরাবর জল প্রবাহের যাত্রাকাল। প্রবাহ পথে (চ্যানেল) সমন্বিত জল প্রবাহ হয়, যেমন, নলের মাধ্যমে আংশিক প্রবাহ এবং সরাসরি জলধারা। যেখানে জলধারণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়, সেখানে ম্যানিং সমীকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে যাত্রাকাল নিরূপণ করা যেতে পারে ।

$$V = [1.49/n]\ [R2/3][S1/2]\ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$

যেখানে-

V = প্রবাহের গতিবেগ, ফুট/ সেকেন্ড

N = প্রবাহ পথের জন্য ম্যানিং এর বন্ধুরতা গুণাঙ্ক

S = ঢাল, ফুট/ ফুট

R = জলবাহী ব্যাসার্ধ, ফুট

এবং Tt = V/ (L)……………………….(3)

যেখানে-

Tt = যাত্রাকাল, (মিনিট)

V = গতিবেগ, ফুট/ সেকেন্ড

L = দৈর্ঘ্য, ফুট

প্রবাহ পথের জন্য ম্যানিং-এর বন্ধুরতা গুণাঙ্ক সারণি- ২.৫-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী- ২.৫: বিভিন্ন ধরণের নর্দমা/প্রবাহ পথের জন্য ম্যানিং এর "এন" মান

প্রবাহ পথের উপাদান	ম্যানিং 'এন'	প্রবাহ পথের উপাদান	ম্যানিং 'এন'
বদ্ধ প্রবাহ পথ		পাইপ	০.০০.০১৫
অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট পাইপ	০.০০.০১৫	মাছ ধরার নৌকা প্লেট	০.০০.০১৭
ইট	০.০০.০১৭	**উন্মুক্ত প্রবাহ পথ (চ্যানেল)**	
সিমেন্ট প্রলেপ ও সীল কোটেড	০.০০.০১৫	**লিনড্ চ্যানেল**	
কংক্রিট পাইপ	০.০০.০১৫	ক. এসফল্ট	০.০০.০১৭
হেলিকেলি ঢেউতোলা ধাতু নল (১২”-৪৮”)	০.০০.০২৩	খ. ইট	০.০০.০১৮
সাধারণ এনুলার	০.০২২-০.০২৭	গ. কংক্রিট	০.০০.০২০
প্ল্যান হেলিকেল	০.০০.০২৩	ঘ. পাথরকুচি	০.০২০-০.০৩৫
পেভড ইনভাট	০.০১০.০২২	ঙ. গাছপালা	০.০৩০-০.৪০০
স্পান এসফল্ট লাইনড	০.০০.০১৫	মাটি, সোজা এবং অভিন্ন	০.০২০-০.০৩০
চাকার ধাতব পাইপ (মসৃন)	০.০০.০১৫	মাটি, বায়ু পথ ও কিছুটা অভিন্ন	০.০২০.০৪০
৩-৮ ইঞ্চি প্রস্থ	০.০১০.০১৬	পাথর	০.০৩০-০.০৪৫
১০-১২ ইঞ্চি প্রস্থ	০.০১০.০১৮	রক্ষণাবেক্ষণহীন	০.০৫০-০.১৪০
১২ ইঞ্চি বেশি প্রস্থ	০.০১০.০২১	কার্যত নিয়মিত অংশ	০.০৩০-০.০৭০
প্লাস্টিক পাইপ (মসৃন)	০.০১.-০.০১৫	পুকুরসহ অনিয়মিত অংশ	০.০৪০-০.১০০

সূত্র: মিউনিসিপলিটি অফ এ্যাঙ্করেজ, ড্রেইনেজ ডিজাইন গাইডলাইন, মার্চ, ২০০৭

মজুত গুণাঙ্ক (C_S) : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত সমতল বিশিষ্ট হওয়ার কারণে এখানে প্রবাহের গতি খুবই মন্থর। বৃষ্টির পানি বাষ্পীকরণ ও পরিশ্রাবণের পর প্রথমে জমা হয় নিম্নাঞ্চল সমূহে, তারপর তার ধারণ ক্ষমতা পরিপূর্ণ হওয়ার পর উপচে পড়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এসবের পরিণতি পরিমাপ করার জন্য মজুত গুণাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। মজুত গুণাঙ্কের মান নির্ণয় করা হয় ভূমির গড় ঢাল ও ভূপৃষ্ঠের ধরণের ভিত্তিতে। কতিপয় মজুত গুনাঙ্কের তালিকা সারণি ২.৬ এ দেখানো হয়েছে-

সারণী- ২.৬: সমতল ভূমির জন্য মজুদ গুণাঙ্ক (স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্টস)

ভূমিরূপের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য	মজুদ গুণাঙ্ক (Cs)		
	ঢাল < ১: ১০০০	ঢাল < ১: ৫০০	ঢাল < ১: ৫০০
আবাসিক শহর	০.৭০	০.৮০	০.৯০
বাণিজ্যিক	০.৮০	০.৯০	১.০০
শিল্প	০.৭০	০.৮০	০.৯০
গ্রামীণ বৈশিষ্টের আবাসিক	০.৬০	০.৭০	০.৮০
কৃষি	০.৫০	০.৬০	০.৭০
বন / বনভূমি	০.৩০	০.৪০	০.৫০
জলাভূমি	০.৩০	০.৪০	০.৫০
সংরক্ষিত এলাকা / রাস্তা	০.৮০	০.৯০	১.০০

সূত্র: কাউন্টিভিত্তিক কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান (ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান)

প্রবাহ গুণাঙ্ক (C_r): ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ভূমি ব্যবহার পার্থক্যের কারণে প্রবাহ গুনাঙ্কের মান ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রবাহ গুনাঙ্কের মান ভূমি পৃষ্ঠদেশের ঢাল, ভূমির অভেদ্যতার মাত্রা ও পরিস্রাবণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। ভূমির উন্নয়নের কারণে বিশেষত: অতিরিক্ত সড়ক সমূহ, মোটর চলাচলের পথ, বাড়ী ঘর ইত্যাদি সহ অভেদ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাহের পরিমান ও ব্যস্ততম ঘন্টায় প্রবাহের গতিবেগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি ভূমি ব্যবহার শ্রেণির জন্য প্রবাহ গুণাঙ্কের মান সারণী-২.৭ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী- ২.৭: সংশোধিত যৌক্তিক পদ্ধতি অনুযায়ী মজুদ গুণাঙ্ক (স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্টস)

ভূমি ব্যবহার শ্রেণি	রানঅফ গুডমান μ	ভূমি ব্যবহার নামকরণ	রানঅফ গুডমান μ
গ্রামীণ আবাসিক	০.৩০	বস্তি এলাকা	০.৫০-০.৫৫
আধা শহুরে আবাসিক	০.৪০	শুধুমাত্র কৃষি এলাকা	০.২৫
নগর আবাসিক	০.৫০-০.৬০	বন এবং ওয়াটার শেড	০.২০-০.২৫
এ্যাপার্টমেন্ট প্রফেশনাল	০.৭০	পাবলিক ফ্যাসিলিটিজ	০.৩-০.৬০
মহল্লার বাণিজ্যিক	০.৮৫	বন / বনভূমি	০.২৫
কমিউনিটি বাণিজ্যিক	০.৮৫	আচ্ছাদিত এলাকা/সড়ক	০.৯৯
শিল্প	০.৭০-০.৭৫		

সূত্র: কাউন্টিভিত্তিক কমপ্রিহেনসিভ প্লান (মাষ্টার নর্দমায়জ প্লান) এক্সিবিট-৮

প্রভাব বলয়

ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র ও মাঠ জরিপের সাহায্যে প্রতিটি নর্দমার প্রভাব বলয় অথবা উপ-প্রভাব বলয়ের আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি প্রভাব বলয়ের সামগ্রিক প্রবাহ নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে-

- যে কোন বিন্দুতে/স্থানে সর্বোচ্চ প্রবাহের হার ঐ স্থানে সঞ্চালন সময়ের জন্য গড় বৃষ্টিপাতের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
- সর্বোচ্চ নির্গমনের হার গড় বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্কিত।

চাহিদা বিশ্লেষণ

জয়পুরহাট পৌরসভার বেশিরভাগ নিষ্কাশন ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একটি সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট নির্গমন নেটওয়ার্ক সিস্টেমের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। চাহিদা বিশ্লেষণে, ভূমি ব্যবহার বিশেষ করে সড়ক নেটওয়ার্ক এবং খাল গুলোর শ্রেণীবিন্যাস ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক এবং ড্রেনের এলাকা নির্ধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পৌরসভার বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার চাহিদা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল-

সারণী- ২.৮: ঢাকার ও জয়পুরহাট এর সর্বোচ্চ দৈনিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)

বছর	ঢাকা	জয়পুরহাট
২০১০	৫৭.৯	৮৭.৪
২০১১	৪৫.৮	১২৩.৯
২০১২	২৫.০	৫০.৪
২০১৩	৬০.১	৩৩.৫
২০১৪	৭৪.২	৭৭.৯
২০১৫	৭৭.৬	৬৯.৮
২০১৬	৫৩.৭	৫৫.৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০১৭

ঢাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদী তথ্য বছর = ৫৫

ঢাকা দীর্ঘমেয়াদী গড়(গড়- ১)= ১৪৩.৭২

প্রকল্প শহরের বয়স সংখ্যা =১১

গড়- ২ =১৩৭.৮২

গড়- ৩ =১৭০.৯১

রূপান্তর ফ্যাক্টর (কনভার্সন ফ্যাক্টর)

ঢাকা দীর্ঘ মেয়াদী থেকে স্বল্প মেয়াদী অনুপাত (অনুপাত ১) =০.৮৪ (গড় ১ / গড় ৩)

প্রকল্প শহর ও ঢাকা শহরের গড় অনুপাত (অনুপাত ২)=০.৮১ (গড় ২ / গড় ৩)

রূপান্তর ফ্যাক্টর (অনুপাত ১* অনুপাত ২)=০.৬৮

২.৮ বিদ্যমান ও নতুন ড্রেনগুলির উন্নয়ন / উন্নতির জন্য প্রস্তাবসমূহ

নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজে পৌরসভার জন্য নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সহায়তা করা হবে যেখানে নিম্নলিখিত উপাদান গুলোর জন্য বিস্তারিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রবাহ পথ, ভূমিখন্ডের আকার ও স্থান নির্ধারিত থাকবে:

- প্রধান খাল/ ক্যানাল (নতুন ও উন্নত),
- মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের খাল/ক্যানাল (নতুন ও উন্নত),
- জল সংরক্ষণ পুকুর,
- পলি স্তর,
- নদীর বাঁধ,

পৌরসভা প্রাথমিকভাবে নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনার সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়ন উৎসাহিত করবে। প্রথম পর্যায়ে গৃহীত হবে এমন প্রস্তাবনা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কর্মপরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত নিষ্কাশন এলাকা চিহ্নিত করার জন্য মানচিত্রকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

পর্যায়- ১ (বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন)

বর্তমান খালগুলোর বাধা অপসারণ এবং উন্নয়ন প্রয়োজন। এ সক্রান্ত কার্যক্রমগুলো হলো:

- পানি/ জল সঞ্চালন পথের অপর্যাপ্ত বক্রতা, প্রবেশ, নিষ্কাশন অবস্থার পুন:নকশা করণ,
- পানি/ জলের অবাধ প্রবাহের জন্য সেতু ও পুলের (কালভার্ট) উচ্চতা বৃদ্ধি এবং অথবা প্রশস্ত করণ,
- সম্পদ ও স্থাপনার অবৈধ দখল অপসারণের মাধ্যমে সমগ্র প্রবাহ পথের ভিতরের অবয়ব (আকার ও প্রস্থ) একই পরিমাপে রাখা

পযার্য় - ২ (বৃষ্টি জল ও বসত বাড়ী উদগত জল নিষ্কাশন)

- আবাসিক এলাকায় ভূ-উপরিভাগে নর্দমা নির্মাণ, এই নর্দমা স্ল্যাবযুক্ত বা খোলা হতে পারে,
- মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন,
- এসকল নর্দমার নির্গম স্থল নিকটস্থ খাল ও নিম্নভূমি হতে পারে, বাণিজ্যিক এলাকা থেকে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য ভূ-উপরিভাগে স্ল্যাবযুক্ত নর্দমা নির্মাণ করা যেতে পারে এবং সেগুলো মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার সংঙ্গে সংযুক্ত হবে।

প্রধান নর্দমা: নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রধান নর্দমার গুরুত্ব অত্যধিক। প্রধান নর্দমা মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার চেয়ে তুলনামুলক অনেক বেশি এলাকার বৃষ্টির জল বহন করে নিষ্কাশনে সহায়তা করে। অনেক সময় প্রধান নর্দমা সমূহ স্থানীয় নামে

পরিচিতি পায়। ছোট থেকে বড় আকারে সাজালে এর অবস্থান তৃতীয়। এর প্রস্থচ্ছেদ অন্যান্য নর্দমার থেকে বড় ও এর ধারণ ক্ষমতাও বেশি এবং সাধারণত মানব সৃষ্ট প্রধান নর্দমা ইট, সিমেন্ট কংক্রিট ও অনেক সময় জমাট কংক্রিট দ্বারাও নির্মিত হয়। যথেষ্ট পরিমাণ জমি থাকলে এবং জমির দাম কম হলে প্রধান নর্দমা কাঁচা হতে পারে। কোন নিষ্কাশন ব্যবস্থায় নর্দমা শ্রেনীর উচ্চ ক্রমের বিপরীতে জল/পানি সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ পানি/জল উৎস থেকে প্রথম তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমায় সঞ্চালিত হয়, ক্ষুদ্র অঞ্চলের জল তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা থেকে মাধ্যমিক নর্দমায় পতিত হয় এবং পরবর্তীতে কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের জল মাধ্যমিক নর্দমা থেকে সম্মিলিত ভাবে সঞ্চালিত হয়ে প্রধান নর্দমায় পতিত হয়। প্রধান নর্দমা থেকে পানি নির্গমদ্বার এর মাধ্যমে নির্গম স্থলে নিষ্কাশিত হয়। সাধারণত নির্গম স্থল হিসাবে প্রাকৃতিক বড়খাল, নদী অথবা বিস্তৃত নিচু জমিতে/ বিল ব্যবহৃত হয়। নিচে চিত্রলেখতে প্রধান নর্দমার প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে।

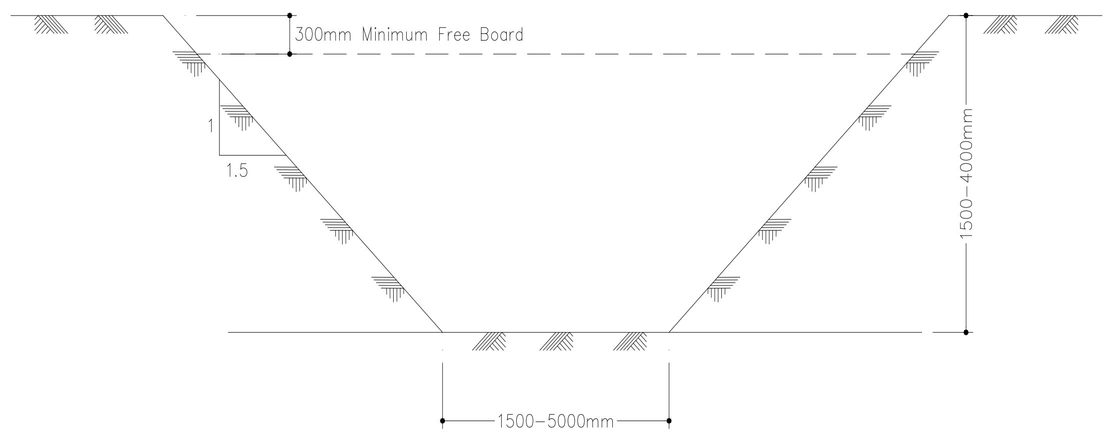

Typical Earthen Primary Drain

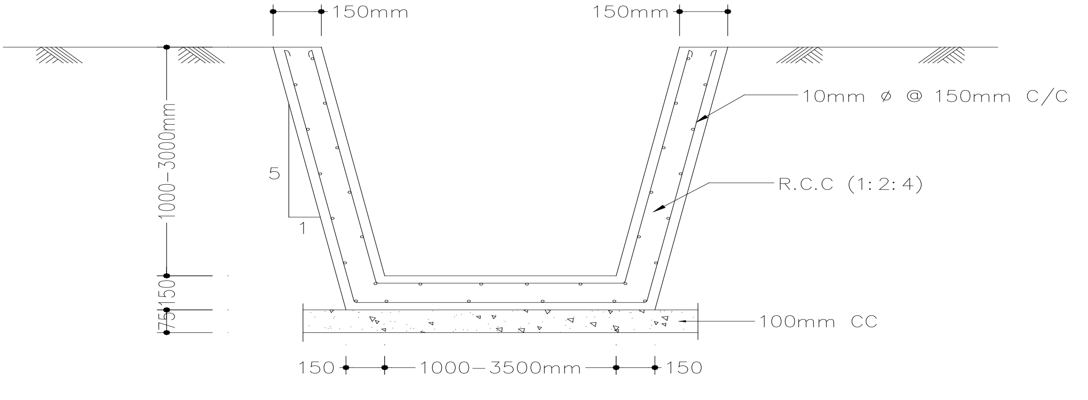

Typical R.C.C Primary Drain

উপরে নিচে কয়েকটি লেখচিত্রে প্রধান নর্দমার প্রস্থচ্ছেদ এবং প্রধান, মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার উৎস, গন্তব্য এবং নির্গমস্থল উপস্থাপন করা হলোঃ

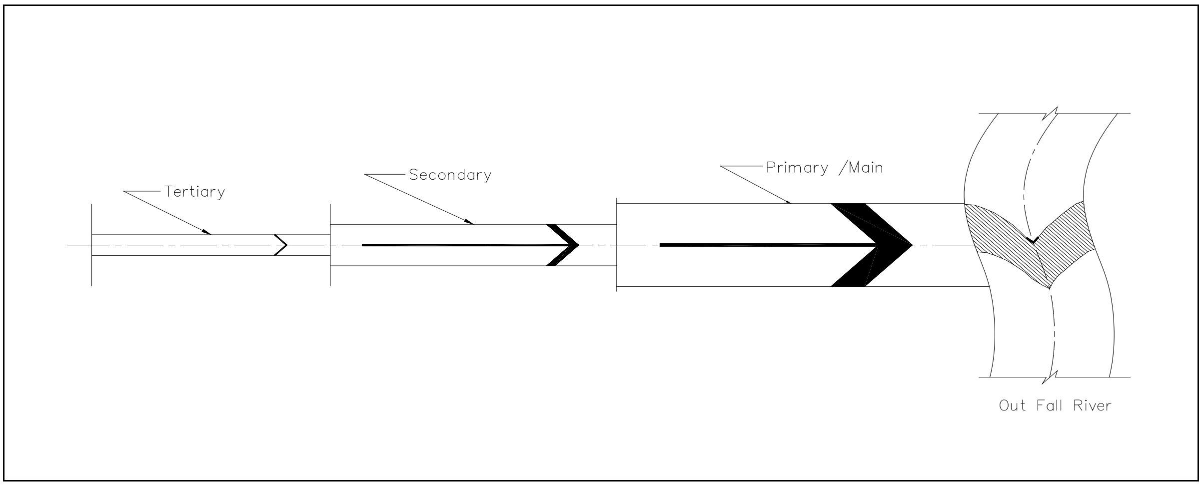

তৃতীয় পর্যায়ের, দ্বিতীয় পর্যায়ের ও প্রধান নর্দমার গন্তব্য লেখচিত্র

মাধ্যমিক নর্দমা: তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা থেকে পানি মাধ্যমিক নর্দমায় পতিত হয়। একটি মাধ্যমিক নর্দমায় কয়েকটি তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার পানি সঞ্চালন করতে পারে। মাধ্যমিক নর্দমার আকার এবং ধারণ ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার থেকে অনেক বেশি এর প্রভাব বলয় এলাকা ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার থেকে বড়। যে কয়টি তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা থেকে একটি মাধ্যমিক নর্দমায় জল/পানি সঞ্চালিত হয়, তাদের প্রত্যেকের প্রভাব বলয় এলাকার সম্মিলিত যোগফলে গঠিত হয় মাধ্যমিক নর্দমার প্রভাব বলয়। একই ভাবে প্রধান নর্দমার প্রভাব বলয় বের করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার মত এটি বড় সড়কের পাশে সমান্তরালে চলতে পারে। মাধ্যমিক নর্দমার গতিপথ সাধারনত: এর প্রভাব বলয়ের মাঝ বরাবর হয় অর্থাৎ যে অঞ্চলের পানি মাধ্যমিক নর্দমা সঞ্চালন করে ঐ অঞ্চলের মাঝ দিয়ে যায়। মাধ্যমিক নর্দমার নমুনা প্রস্থচ্ছেদ, আকার-আকৃতি এবং নির্মাণ উপাদান নিচে উপস্থাপন করা হল।

তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা: তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমায় উপরে উল্লেখিত প্লট নর্দমা ও ব্লক বা মহল্লা নর্দমা থেকে বৃষ্টি জল ও বসতি ব্যবহৃত জল/পানি আসে এবং সঞ্চালিত হয়ে মাধ্যমিক নর্দমায় পতিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার প্রভাব বলয় পাড়া মহল্লার নর্দমার প্রভাব বলয় থেকে বড় হয়। নর্দমার এধরনের শ্রেনী বিন্যাস বইতে দেখা গেলেও অধিকাংশ পৌরসভায় এই নর্দমা স্বনামে বা শ্রেণীতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা সাধারণত পৌরসভার কর্তৃত্বাধীন থাকে। পৌরসভা এসব নর্দমা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এসব নর্দমা ইট, সিমেন্ট কংক্রিট এবং অনেক সময় তাদের গতিপথ মাটি কেটেও তৈরী করা হয়। এগুলোর গতিপথ সাধারণত সড়কের পাশ দিয়ে হয় বা কখনো তাদের প্রভাব বলয়ের আড়াআড়ি থাকতে পারে। সড়কের পাশের পরিখাগুলো (বর ও পিট) যখন বিচ্ছিন্ন না হয়ে ধারাবাহিক থাকে তখন এগুলো নর্দমা হিসেবে কাজ করে। যে সকল পরিখা (বর ও পিট) নর্দমা হিসেবে কাজ করে সেগুলোকে ইটের গাঁথুনী দিয়ে প্রবাহ পথ তৈরী করা যায়। নিচে **তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা**র প্রস্থচ্ছেদ দেওয়া হল।

প্লট নর্দমা: ভবনের পাশে ভূমি খন্ডের (প্লটের) ওপর এই নর্দমা নির্মিত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই নর্দমা ইট নির্মিত পাকা এবং আয়তাকার হয় যা ভূমিখন্ড এবং ভবনের বৃষ্টি জল ও ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশিত করে। প্লট নর্দমা ব্লক বা পাড়া মহল্লার নর্দমার সাথে সংযুক্ত থাকে। নিচের চিত্রে ভূমিখন্ডের অভ্যন্তরে নির্মিত প্লট নর্দমা এবং একই সাথে ব্লক নর্দমার চিত্র দেখানো হয়েছে।

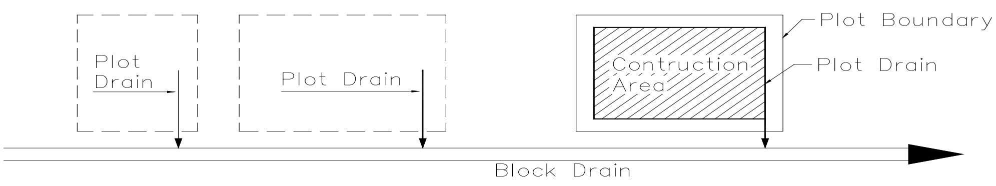

A Sketch Showing Plot Drain and Block Drain

ব্লক নর্দমা: ব্লক নর্দমা একটি ব্লকের বাইরে বা পাড়া মহল্লার ভিতরে নির্মিত হয় যা সেই ব্লকের অনেক গুলো ভবনের পানি এবং ঐ এলাকার বৃষ্টি জল নিষ্কাশন করে। প্লট নর্দমার মতই ব্লক নর্দমা ও ইট নির্মিত হয় তবে এর আকার অপেক্ষাকৃত বড় হয় যেন এর মাধ্যমে ভবন সমূহ, ব্লক বা পাড়ার একাংশ এবং উন্মুক্ত এলাকায় সৃষ্ট বৃষ্টি জল নিষ্কাশন করা যেতে পারে। অনেক সময় একটি ব্লক নর্দমা দ্বারা কয়েকটি ব্লকের বা একটি পাড়ার/মহল্লার পানি নিষ্কাশন করা হয়। প্লট নর্দমা থেকে আসা বৃষ্টির পানি ব্লক নর্দমায় প্রবাহিত হয়। ব্লক নর্দমা আয়তাকার তবে এটি আকারে প্লট নর্দমার চেয়ে বড় এবং এর গভীরতাও বেশি। উপরের চিত্রে প্লট নর্দমার সাথে ব্লক নর্দমাও উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিষ্কাশন স্লুইস, পাইপ স্লুইস এবং সাইফন: বেড়িবাঁধের ওপর পানি সঞ্চালনের সুবিদার্থে নিষ্কাশন স্লুইস, পাইপ স্লুইস এবং সাইফন নির্মাণ করা হয়ে থাকে। বেড়িবাঁধ বাইরে অবস্থিত নদীর প্লাবন থেকে ভিতরের এলাকাকে রক্ষা করে একে বন্যামুক্ত রাখে। তবে, বেড়িবাঁধের ভিতরের এলাকায় বৃষ্টিপাতের দরুন উদগত বর্ষার জলের কারণে স্থানীয়ভাবে জলাবদ্ধতা ও বন্যার সৃষ্টি করে, এলাকা প্লাবিত হয়। নিচের চিত্রে জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর বেড়িবাঁধে নিষ্কাশন স্লুইস, পাইপ স্লুইস এবং সাইফন এর নমুনা চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

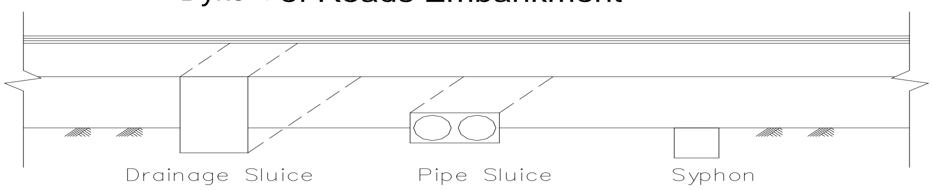

শহর বা গ্রাম যে কোন প্রভাব বলয় হোক না কেন বর্ষার পানির/জলের একমাত্র উৎস হলো বৃষ্টিপাত। জয়পুরহাট পৌরসভার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৫০০ মিলিমিটার। পরিস্রাবণ, গভীর পরিস্রাবণ এবং বাষ্পীভবনের পর এই পানির ৫০ ভাগ উপ-শহর ও নগর এলাকার নিষ্কাশন যোগ্য পানিতে রূপ নেয়।

২.৮.১ বর্তমান ড্রেন নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনাসমূহ

পৌরসভায় নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধার বিধান রাখা যেতে পারে। অন্তত কেন্দ্রীয় এলাকায় তাৎক্ষণিকভাবে এধরণের উন্নয়ন সম্পূর্ন করা এবং অন্যান্য এলাকায় পরিকল্পনার নির্দশনা অনুযায়ী প্রক্ষেপিত সময়ের মধ্যে নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। পৌরসভায় একটি পরিকল্পিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়নের ভাল সুযোগ রয়েছে। নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরির জন্য মূল উপাদানসমূহ এই পৌরসভায় বিদ্যমান রয়েছে। ভূমির ঢাল, নিষ্কাশনের জন্য প্রাকৃতিক প্রবাহ পথের নৈকট্য, জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা এবং মাটির গুনগত অবস্থা নর্দমা নির্মাণের জন্য উপযোগী।

নিষ্কাশন পথ (করিডোর)ঃ যদি নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) স্থাপন করতে হয়, তবে ভূ-উপরিস্থ নর্দমাও পুল (কালভার্ট) নির্মাণের মাধ্যমে সমগ্র পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। সড়কের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় ড্রেন নির্মান করা যায়।

প্রয়োজনীয় সাধারণ স্থানঃ পয়:প্রণালী শোধনাগারের জন্য বড় আকারের ভূমি খন্ড (প্লট) দরকার হবে, সেজন্য পৌরসভার উপকণ্ঠকে প্রাধান্য দিতে হবে। পয়:নিষ্কাশন শোধনাগারের জন্য সমগ্র পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ভূমি খন্ডের প্রয়োজন হবে এবং এজন্য একটি পদ্ধতিও প্রবর্তন করতে হবে।

ভূমির ঢাল বজায় রাখাঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভূমির ঢাল, যা বর্তমান নর্দমা নির্মাণের সময় বজায় রাখা হয়নি। এই পৌরসভায় পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢাল পাওয়া গেছে। সকল নর্দমার গতিপথ এই দিকে হওয়া উচিত।

২.৮.২ প্রস্তাবিত নতুন ড্রেন তালিকা

বর্তমান জলাবদ্ধতা নিরসণ এবং একটি কার্যকর নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য কয়েকটি নতুন নর্দমার প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব নর্দমা নিষ্কাশন ব্যবস্থার একটি অংশ এবং অন্য অংশ হচ্ছে প্রাকৃতিক খাল ও নদী। নতুন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক ও টারসিয়ারি ড্রেনের তালিকা সারণী- ২.৯ এবং ২.১০ তে বর্ণনা করা হল। এই ড্রেনগুলি ২০ বছরের মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে (২০১৭-২০৩৭)।

সারণী - ২.৯: প্রস্তাবিত নতুন ড্রেনের সংক্ষিপ্তসার

অবস্থান	বিদ্যমান (কিলোমিটার)	প্রস্তাবিত (কিলোমিটার)
০১	১.৭১	৯.৪৮
০২	০.১৬	১১.৫৬
০৩	১.২০	১৪.৭৪
০৪	৩.১২	৬.৯২
০৫	৩.০৯	৫.৮০
০৬	৬.২৭	৮.৩৭
০৭	৭.৬৬	১০.৬৯
০৮	৩.২৬	৮.৮৭
০৯	৪.৫০	৪.১২
মোট	**৩১.৬৭**	**৮০.৫৫**

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারী ড্রেনের একটি তালিকা নিম্নের সারণীতে দেওয়া হল। ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্ট-গ দেওয়া হয়েছে।

সারণী- ২.১০: প্রস্তাবিত নতুন ড্রেনগুলির তালিকা

ড্রেন আইডি	ধরণ	প্রস্তাবিত প্রস্থ (মিঃ)	প্রস্তাবিত গভীরতা (মিঃ)	পর্যায়
PRD2	প্রাথমিক ড্রেন	১.৫	১.৫	প্রথম পর্যায়
PRD4	প্রাথমিক ড্রেন	১.৫	১.৫	প্রথম পর্যায়
PRD5	প্রাথমিক ড্রেন	১	১	দ্বিতীয় পর্যায়
PRD6	প্রাথমিক ড্রেন	১.৫	১.৫	প্রথম পর্যায়
SD1	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD2	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD3	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD4	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD5	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়

ড্রেন আইডি	ধরণ	প্রস্তাবিত প্রস্থ (মিঃ)	প্রস্তাবিত গভীরতা (মিঃ)	পর্যায়
SD6	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD7	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD7	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD9	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD11	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD12	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD13	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD14	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD15	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD16	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD17	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD17	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD18	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD19	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD20	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD21	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD22	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD23	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD24	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD25	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD25	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD29	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD30	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD31	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD32	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD35	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD36	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD62	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD63	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD64	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD65	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD66	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD67	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD71	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD72	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD73	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD74	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD75	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়
SD76	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	প্রথম পর্যায়
SD77	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৫	০.৮	প্রথম পর্যায়
SD81	মাধ্যমিক ড্রেন	০.৮	১	দ্বিতীয় পর্যায়

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

২.৮.৩ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংযোগ ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামোগত পদক্ষেপের তালিকা

বৃষ্টির পানি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের লক্ষ্যে এবং পাশাপাশি ক্রমাগত ও সবক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের জন্য কিছু ড্রেনেজ স্ট্রাকচার প্রস্তাব করা হয়েছে যা সারণী- ২.১১ এবং ২.১২ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে-

সারণী- ২.১১: নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত অবকাঠামো

অবকাঠামোর নাম	বিদ্যমান (সংখ্যা)	প্রস্তাবিত (সংখ্যা)
সেতু	২	১
সাঁকো	৯৬	২৬

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

সারণী- ২.১২: প্রস্তাবিত নতুন ড্রেনেজ অবকাঠামো সমূহ

আইডি	ধরণ	অবস্থান
CV-1	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-2	সাকো	ওয়ার্ড-৩
CV-3	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-4	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-5	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-6	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-7	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-8	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-9	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-10	সাকো	ওয়ার্ড-৩
CV-11	সাকো	ওয়ার্ড-৩
CV-12	সাকো	ওয়ার্ড-৩
CV-13	সাকো	ওয়ার্ড-৩
CV-14	সাকো	ওয়ার্ড-৩
CV-15	সাকো	ওয়ার্ড-৬
CV-16	সাকো	ওয়ার্ড-৬
CV-17	সাকো	ওয়ার্ড-৭
CV-18	সাকো	ওয়ার্ড-৭
CV-19	সাকো	ওয়ার্ড-৭
CV-20	সাকো	ওয়ার্ড-৭
CV-21	সাকো	ওয়ার্ড-৭
CV-22	সাকো	ওয়ার্ড-৬
CV-23	সাকো	ওয়ার্ড-৬
CV-24	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-25	সাকো	ওয়ার্ড-২
CV-26	সাকো	ওয়ার্ড-২

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

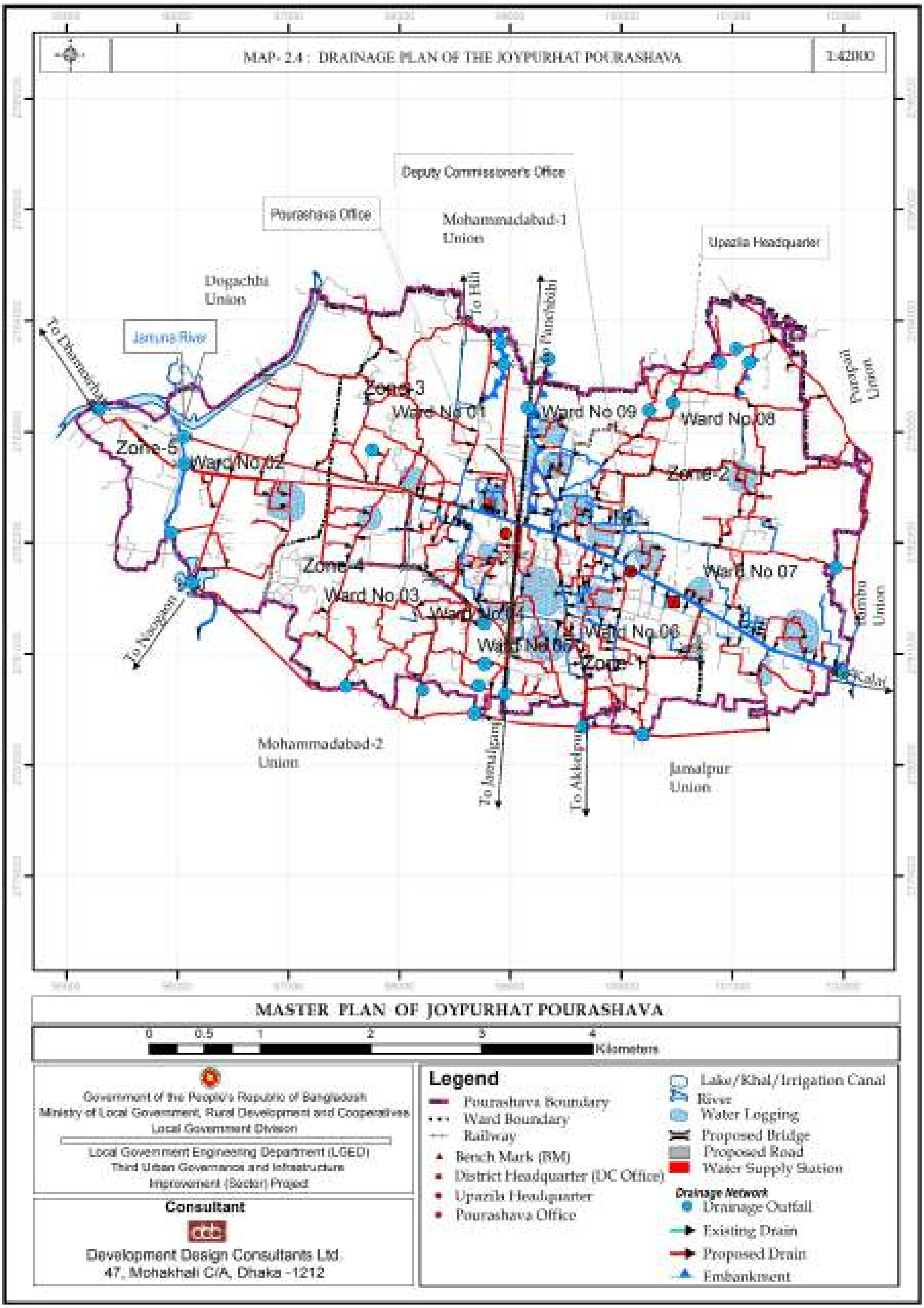

মানচিত্র- ২.৪: জয়পুরহাট পৌরসভার প্রস্তাবিত নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

অধ্যায় - ০৩: পানি সরবরাহ পরিকল্পনা

৩.১ বিদ্যমান প্রধান সেবা, গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক, ইত্যাদি

জয়পুরহাট পৌরসভা এলাকায় পানি সরবরাহ পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত হয়। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের মতে, ১৪৩৭ টি হাত নলকূপ, ৮৮ টি গভীর নলকূপ, এবং ৩ টি কমিউনিটি নল পানির প্রধান উৎস। পৌরসভার রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩৯১৫ টি পানির সংযোগ রয়েছে এবং প্রতিদিন পাইপ লাইনের মাধ্যমে ৬ লাখ লিটার পানি সরবরাহ করা হয়। সাতটি পাম্পিং স্টেশন এবং দুটি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক সহ ৯ টি ওয়ার্ডের সবগুলো ওয়ার্ডে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে, ২২% এলাকায় পানি পৌরসভা দ্বারা সরবরাহ করা হয়। পানি সরবরাহ পাইপ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৫৯.৬৯ কিমি। প্রায় সকল ওয়ার্ড পানি সরবরাহের আওতায় রয়েছে।

বেশিরভাগ পরিবার দৈনন্দিন কাজের জন্য টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে থাকে। তবে কয়েকটি পরিবার একই উদ্দেশ্যে সরবরাহ লাইনের পানি ব্যবহার করে।

সারণী- ৩.১: প্রতি দিন পানি সরবরাহের চাহিদা (পরিবার সংখ্যায় এবং পানির পরিমান লিটার এ)

ওয়ার্ড নং	পরিবার, ২০১৭	পানির চাহিদা (লি)	পরিবার, ২০২২	পানির চাহিদা (লি)	পরিবার, ২০২৭	পানির চাহিদা (লি)
১	২৪২৯	৪৮৫৫৭৪	২৫৭৬	৫১৪৯০৭	২৭৩২	৫৪৬০১২
২	১৬৩৫	৩৩৬৭৪৮	১৭৩৪	৩৫৭০৯০	১৮৩৯	৩৭৮৬৬২
৩	১৬৯০	৩৬৭৬৮২	১৭৯২	৩৮৯৮৯৩	১৯০১	৪১৩৪৪৬
৪	১৯৪৬	৪৩৪২৯৩	২০৬৩	৪৬০৫২৮	২১৮৮	৪৮৮৩৪৮
৫	২২৩১	৫০১১২৪	২৩৬৬	৫৩১৩৯৬	২৫০৯	৫৬৩৪৯৭
৬	১৯৩৫	৪৪৫৮৭২	২০৫২	৪৭২৮০৭	২১৭৬	৫০১৩৬৯
৭	২৩৭৭	৪৮২৯৮২	২৫২১	৫১২১৫৯	২৬৭৩	৫৪৩০৯৮
৮	১৭৯১	৩৬৯৯৪৩	১৮৯৯	৩৯২২৯১	২০১৪	৪১৫৯৮৮
৯	১৮২৫	৩৮২৩৫০	১৯৩৫	৪০৫৪৪৭	২০৫২	৪২৯৯৩৯
মোট	**১৭৮৬০**	**৩৮০৬৫৬৭**	**১৮৯৩৯**	**৪০৩৬৫১৮**	**২০০৮৪**	**৪২৮০৩৫৯**
মোট চাহিদা (গ্যালন)		**১০,০৫,৫৮৯**		**১০,৬৬,৩৩৬**		**১১,৩০,৭৫২**

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রক্ষেপিত

৩.২ পানির মান, ভূগর্ভস্থ এবং ভূপৃষ্ঠের জলাধার

সাধারণভাবে, জয়পুরহাট পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আয়রন ও আর্সেনিক এর উপস্থিতি রয়েছে। আয়রন মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভাতে দুটি আয়রন অপসারণ প্ল্যান্ট রয়েছে। পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর শুষ্ক মৌসুমে ৩০ থেকে ৩৫ ফুট এবং আর্দ্র মৌসুমে ২০ থেকে ২২ ফুট এর মধ্যে থাকে। যমুনা ও ছোট নদী অন্যতম প্রাকৃতিক জলাধার। এই জলাধার দুইটির পানি শোধন করা গেলে সারা বছর পানি সরবরাহ করা যাবে।

৩.৩ পানি সরবরাহের অবকাঠামোগুলির বিদ্যমান ক্ষমতা এবং ঘাটতি

পৌরসভার মতে, ২৮.৮৭% পরিবার পানি সরবরাহের আওতাধীন রয়েছে এবং ৭১.১৩% পরিবার পানি সরবরাহ সেবার বাইরে বসবাস করছে। পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা প্রতিদিন ছয়শত হাজার লিটার কিন্তু প্রতিদিন পানি চাহিদা প্রায় এক মিলিয়ন লিটার। অর্থাৎ দৈনন্দিন ঘাটতি প্রায় চার লাখ লিটার। বেশিরভাগ পরিবার দৈনন্দিন কাজের জন্য টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। কয়েকটি পরিবার একই উদ্দেশ্যে সরবরাহ লাইনের পানি ব্যবহার করে।

৩.৪ অনুপস্থিত লিঙ্ক

গত কয়েক বছরে শিল্প কারখানা, সরকার ও একাডেমীর পানি বিশেষজ্ঞ পানি ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছেন। যাইহোক, যতক্ষণ না সাধারণ জনগন বুঝতে পারবে ততক্ষণ এই চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান হবে না আর সুযোগও কাজে লাগানো যাবে। পানি সংকট নিয়ে খুব কম সংখ্যক লোকই জানে। যাইহোক, পৌরসভায় বিশেষ করে পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে যা আশাব্যঞ্জক।

পানি সরবরাহকারি (বর্জ্য জলাধার সুবিধা সহ) এবং ব্যবহারকারিরা (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও কৃষি সেক্টর) পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। উৎপাদন এবং নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহ বজায় রাখার জন্য, ব্যবহারকারি ও সরবরাহকারি একটি সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল যার ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নকারি, অংশিদারদের চাহিদা, আলোচনা সহজীকরণ একটা জটিল পদ্ধতি।

এছাড়াও, পানি সম্পর্কিত বিভাগের জন্য উন্নত প্রযুক্তি, তথ্য মডেলিং, বিশ্লেষণ এবং নীতি নির্ধারণকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। পৌরসভা বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে অন্যান্য অংশিদারদের সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অংশিদারদের মধ্যে উন্নয়ন সমন্বয়ের জন্য ভিত্তি হিসাবে নিম্নোক্ত ছয়টি কৌশল ব্যবহার করা যায়।

- পানি শোধনের কমকারিতা বৃদ্ধি করতে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি আরও বাড়াতে হবে।
- পানি ব্যবস্থাপনা, শোধন, বিতরণ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানো ।
- নির্ভরযোগ্যতা এবং পানি প্রযুক্তির স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা।
- উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পানির সাধারন উৎসগুলির নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা আরও বাড়ানো।
- জলের গুণমান, বাস্তুতন্ত্র এবং ভূতাত্ত্বিক প্রভাবগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ করা।
- পানি এবং অন্যান্য শক্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।

মানুষ পানির গুরুত্ব এবং সীমিত পানি সম্পদের চ্যালেঞ্জগুলো ঠিকই বোঝে। মূলত আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলোতে পানির পর্যাপ্ততা একটা আলোচ্য বিষয়।

যাইহোক, পানি এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে জনসাধারণের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ, শক্তি ব্যয় করে পানি উত্তোলন ও পানি প্রাপ্যতার পার্থক্য বিষয়ে জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি রয়েছে। জনসাধারণ এটিও বোঝে না যে তারা পানি সরবরাহ ও ব্যবহারের জন্য (বিশেষত পাম্পিং এর ক্ষেত্রে) যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি ব্যবহার করছে। সুতরাং, যখন পানির সীমিত প্রাপ্যতা এবং বিদ্যুৎ সংকটের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন এই দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। জনসাধারণকে বুঝতে হবে যে কিভাবে পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে, যখন এরা পরস্পর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে, পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করার জন্য বিদ্যুৎবিহীন থাকতে (ব্লাকআউট) হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষ পানি এবং শক্তিকে আলাদা সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। তারা মূলতঃ এই বিষয়ে অজ্ঞ যে এই দুই উপাদানের বর্তমান সুবিধা ও ব্যবহার ব্যতীত তাদের জীবন কতটা ভিন্ন হত। তবে, পানি সরবরাহ ও জ্বালানি সম্পদগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য পানি সরবরাহ কিভাবে উন্নত, পরিচালিত এবং শোধন করা হবে তার গভীরতর জ্ঞান থাকতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন জ্বালানী থেকে বিদ্যুতের উৎপত্তি কিভাবে হবে তাও বুঝতে হবে।

এই বিষয়ে জনগণকে শিক্ষিত করার অনেক সুযোগ রয়েছে, কারণ এর মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। পানি খাতে সম্ভাব্য সমস্যা জনগণ বুঝতে পারে। যাইহোক, যেহেতু তারা শক্তি ও পানি খাতের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে জানেনা, সেহেতু এই বিষয়ে যথোপযুক্ত সমাধান পাওয়ার সম্ভাবনা কম। একটি সমাধান হতে পারে যে, পানি ও শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এই দুটিকে সমন্বিত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা। অর্থাৎ, পানির ব্যবহার এমনভাবে হ্রাস করা যাতে শক্তির সঞ্চয় হয়, পাশাপাশি শক্তিকে হ্রাস করে পানি সংরক্ষণ করা।

জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পানি ও জ্বালানি একসাথে কিভাবে কাজ করে? একটি আদর্শ পদ্ধতি হল আর্থিক প্রণোদনা দেয়া। পানি ও বৈদ্যুতিক পরিসেবাগুলো একত্রে কাজ করতে পারে, বিশেষ করে রেয়াত বিষয়ে। বর্তমানে, অনেক বৈদ্যুতিক পরিসেবা রয়েছে যারা কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এমন যন্ত্রপাতিগুলির জন্য ছাড় দেয় তবে প্রকৃতপক্ষে এসব যন্ত্রপাতি বেশি পানি ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু বরফ তৈরির মেশিন রয়েছে যা কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। অথচ, এই একই সিস্টেমে পানি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিপরীতে, অনেক পানি পরিসেবা যন্ত্র কম পানি ব্যবহার করে কিন্তু বেশি বিদ্যুৎ খরচ করে থাকে।

একই ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত পরিষেবা প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করে কম শক্তি এবং কম পানি ব্যবহার করে এরূপ যন্ত্রপাতিগুলির জন্য গ্রাহকদের যৌথ ছাড় প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন এর কথা বলা যেতে পারে। এছাড়াও, এরকম যৌথ ছাড় প্রদান গ্রাহকদের জন্য সহজতর হবে ও তাদের আরও বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে সহায়তা করবে।

কিছু এলাকায়, পানির সরবরাহ নেটওয়ার্কের মধ্যে ফুটো হওয়ার কারণে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পরিশোধিত পানি অপচয় হয়। এর কারণে শক্তির অপচয় হয়। যন্ত্রপাতি ও প্রসেস কন্ট্রোল সিস্টেম ছাড়াও, বাস্তব সময়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো কার্যকর করা কোনও অপটিমাইজেশান বা বিশ্লেষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উদাহরণ স্বরূপ, কানাডার হ্যালিফ্যাক্স ওয়াটার, প্রায় ৩২৫,০০০ অধিবাসীদের জন্য পানি এবং বর্জ্য পানি পরিচালনা করে থাকে। পানি বিতরণ নেটওয়ার্কটিতে ১,৩০০ কিমি পাইপ রয়েছে, এবং এটি পানির অপচয় রোধ করে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে পরিচালিত পানি সরবরাহ সিস্টেম পাম্পিং সিস্টেমের তুলনায় নির্ভরযোগ্য এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ কারণ এতে কোনপ্রকার বাহ্যিক শক্তি প্রবাহ বজায় রাখার প্রয়োজন হয়না। সাধারণত, এধরণের নেটওয়ার্কগুলি বিভিন্ন শাখা নিয়ে গঠিত এবং তাদের লুপড কনফিগারেশন বজায় রাখার জন্য অল্প ব্যাসযুক্ত পাইপের সাহায্যে অনুপস্থিত লিঙ্কগুলির সংযোগ রক্ষা করা হয়।

৩.৫ সরবরাহ লাইন, পাম্পিং স্টেশন এবং স্টোরেজ রিজার্ভারের নতুন চাহিদা সমূহ

<u>পানি সরবরাহ অভিক্ষেপ</u>

নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে এলাকার জন্য ভবিষ্যত প্রয়োজনীয় পানির অনুমান করা হয়েছে-

$$Q_r = P_r \times q \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

যেখানে, Q_r = প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ

P_r = অভিক্ষিপ্ত জনসংখ্যা

q = প্রতিদিন পানি ব্যবহারের হার।

অনুমান করা হয়েছে যে-

- মাথাপিছু পানির চাহিদা প্রতিদিন ১২০ লিটার
- প্রযুক্তিগত ক্ষতি ২০%
- শিল্প / বাণিজ্যিক চাহিদা ২০%

উপরোক্ত ধারণার কথা বিবেচনা করে, জয়পুরহাট পৌরসভাতে পানির মোট চাহিদা ২০২৬ সালের মধ্যে ৪.২৮ মিলিয়ন লিটার প্রতি দিন। বর্তমানে পৌরসভা প্রতিদিন ৬০০ হাজার লিটার পানি উৎপাদন করে। বর্তমানে, ব্যাকলগ প্রতি দিন ১৮৫১ হাজার লিটার।

৩.৬ পানি সরবরাহ সুবিধা উন্নয়নের প্রস্তাব

পানির পরিশোধন প্ল্যান্ট এর স্থানটি একটি বৃহৎ জমিতে (৮.৪০ একর) হতে পারে, যা উপযুক্ত প্রবেশপথের সাথে পানির উৎসের কাছাকাছি থাকবে। এটি কোন পানি উৎসের অনুকূলে স্থাপন করা উচিত। নির্লবণীকরণ প্ল্যান্ট (**Desalination plant)** নদীর পাশে উৎসের অনুকূলে একটা বড় জায়গা জুড়ে স্থাপন করা উচিত। পুরো সংরক্ষণাগার জুড়ে মাঝারি আকারের প্ল্যান্টের উপর পানি সংরক্ষণের ট্যাংকটি নির্মাণ করা যেতে পারে, বিশেষত এটির আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন অনুযায়ী এটির পরিষেবা বাড়ানো উচিত।

সমস্ত পানি বিভিন্ন ব্যাসের ভূগর্ভস্থ পাইপ দ্বারা সরবরাহ করা হবে। পাইপ গুলো পানির মুল উৎসের যত কাছাকাছি থাকবে ততই পানি সরবরাহ সহজ হবে। সড়কের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে এই পাইপগুলো বসানো যেতে পারে।

ক) একটি পানি শোধনাগার (সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) প্রস্তাব করা হয়েছে; এটি যমুনা নদী থেকে পানি ব্যবহার করবে এবং পৌরসভায় পানির সরবরাহ নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করবে। প্রস্তাবিত সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

আয়তন: ৩.০০ একর
অবস্থান: ওয়ার্ড নং- ০২

নিম্নলিখিত সারণীতে উৎপাদনশীল কুয়া ও পানি সাপ্লাই নেটওয়ার্ক এর বর্ণনা দেওয়া হল-

সারণী- ৩.২: প্রস্তাবিত কুয়া এবং ওভারহেড ট্যাংক

প্রস্তাবিত উপাদান সমূহ	**আয়তন (একর)**	**ওয়ার্ড নং**
কূয়া এবং ওভারহেড ট্যাংক	০৩	০২

খ) সরকারের নীতি অনুযায়ী যে কোন বড় পানি সরবরাহ প্রকল্প উন্নয়নের দায়িত্ব ডিপিএইচই এর উপর বর্তায়। ভবিষ্যতে পৌরসভার পানি সরবরাহ প্রকল্পটি কার্যকর ও সফল করার জন্য ডিপিএইচই, এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিশাল প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে অংশগ্রহন করতে পারে।

গ) সকল প্রস্তাবিত বিষয় গুলোর আরও বিশদ গবেষণা এবং কৌশলী বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই প্রস্তাবিত বিষয়গুলি ভবিষ্যতের সমাধান এবং পৌরসভার ক্রমবর্ধমান চাহিদা সমাধানে সহায়তা করবে।

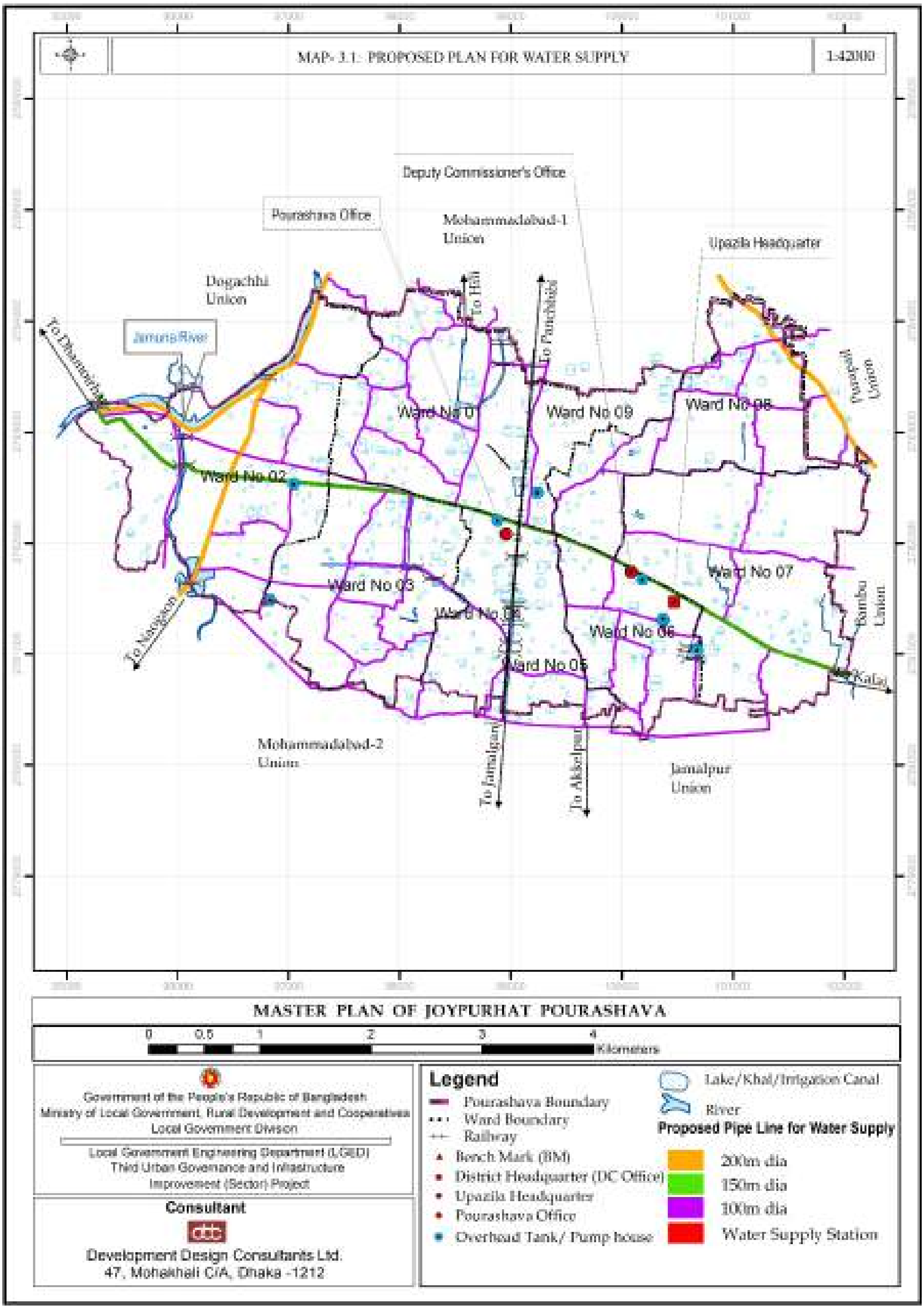

মানচিত্র- ৩.১: জয়পুরহাট পৌরসভার প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ পরিকল্পনা

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

অধ্যায়- ০৪: বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা

৪.১ বিদ্যমান সেবা লাইন এবং বিদ্যুৎ সাব স্টেশন

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের মতে, প্রায় ৯৫% পৌরসভা এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন। এই এলাকাগুলোতে পিডিবি বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। পৌরসভায় ৩১৬২ টি বৈদ্যুতিক খুঁটি আছে। ওয়ার্ড নং ৭ (৬৩৩) এ সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈদ্যুতিক খুঁটি আছে। ওয়ার্ড নং ৬ এবং ৮ যথাক্রমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৪২২ এবং ৪৪৩)। ওয়ার্ড নং ৯ (১৯৩) এ সর্বনিম্ন সংখ্যক বৈদ্যুতিক খুঁটি আছে। পৌরসভাতে ৪৩২২ টি স্ট্রিট লাইট বিদ্যমান আছে।

৪.২ বিদ্যুৎ অবকাঠামোগুলোর বর্তমান ক্ষমতা এবং ঘাটতি

প্রায় ৯৫% পৌরসভা এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত। এফজিডি অনুসারে, ৯৫% পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এবং ৫% পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। বাসিন্দাদের মধ্যে, ২৮% স্ট্রিট লাইট সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং ৭২% অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

৪.৩ অনুপস্থিত লিঙ্ক

বিদ্যুৎ খাতের দূর্নীতি ও অসচ্ছতার কারনে এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি শুরু করা হয়েছে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পিডিবি), বিদ্যুৎ হোল্ডিং কোম্পানির বাণিজ্যিকীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইউটিলিটিগুলির বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে। একটি সফল প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যুৎ বাজারই হল এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানে আমরা বিদ্যুৎ উন্নয়নের মাঝখানে অবস্থান করছি। আজ রাষ্ট্রের বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নত না হওয়ায় জনগন প্রায়ই অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করে। স্বত:সিদ্ধ ডিভাইস ব্যবহার করে সার্বিকভাবে অনুপস্থিত লিংকগুলো সনাক্ত করতে হবে। তখনই কেবল নির্ধারণ করা যাবে যে সমস্যাগুলি কোথায় এবং অর্থপূর্ণ সমাধানগুলি কি হতে পারে।

সরকারের প্রজ্ঞা অবলম্বনে, আমরাও সম্মত হই যে, বিদ্যুৎ খাতকে পরিচালনার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসূহকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিত। সুতরাং এই প্রস্তাবটিকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে বিদ্যুৎ খাতে অনুপস্থিত লিঙ্কগুলো হল ব্যক্তিগত খাত থেকে বিনিয়োগ করা, সর্বনিম্ন খরচ ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত খাতকে সমর্থনের জন্য ব্যয় প্রতিফলিত শুল্ক এবং প্রয়োগসংক্রান্ত দক্ষতা। আমরা এতেও একমত যে বিদ্যুৎ খাতটি অবশ্যই বাস্তব অর্থনীতির সাথে সর্বাঙ্গীন যুক্ত থাকবে। অন্যকথায়, বিদ্যুৎ খাতের আউটপুটে অর্থনীতিটিকে শিল্প থেকে বিদ্যুৎ উত্তোলনকারী হিসাবে গতিশীল করা উচিত। অন্য দিকে, ইনপুটে আমাদের নিশ্চিত করা দরকার যে অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত স্থানীয় সামগ্রী আছে যাতে সেক্টরটি কার্যকর করার জন্য বিদ্যুৎ খাতে পুঁজি সরবরাহ করা যায়।

অতএব, বিদ্যুৎ খাতের প্রয়োজনীয় অসাধারণ বৃদ্ধিকে প্ররোচিত করার জন্য অনুপস্থিত লিঙ্কগুলি 'পুশ ফ্যক্টর' এবং শিল্প কারখানাগুলো 'পুল ফ্যক্টর' হিসাবে কাজ করে। আমরা বলি যে বিশ্ব অর্থনীতির বিদ্যুৎ খাতে কোন পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ না আমরা আমাদের অর্থনীতিতে একটি সাহসী স্কেলে শিল্প উৎপাদন চালানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

বিদ্যুৎ খাতকে নিয়ন্ত্রণ করে এরূপ ব্যক্তিরা যদি স্বাধীন, কার্যকর এবং স্থিতিশীল না হয় তবে বিদ্যুৎ খাত এবং এর সংস্কার প্রক্রিয়া তার গতিপথে সফল হবে না। নীতিনির্ধারকরা মূলতঃ এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তারাই এই খাতের দিক নির্দেশনা ঠিক করে থাকেন এবং এর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রনও তাদের হাতে থাকে। অনুপস্থিত লিঙ্কগুলো হলঃ স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ, শক্তভাবে আইন প্রয়োগ এবং হালনাগাদ নীতি।

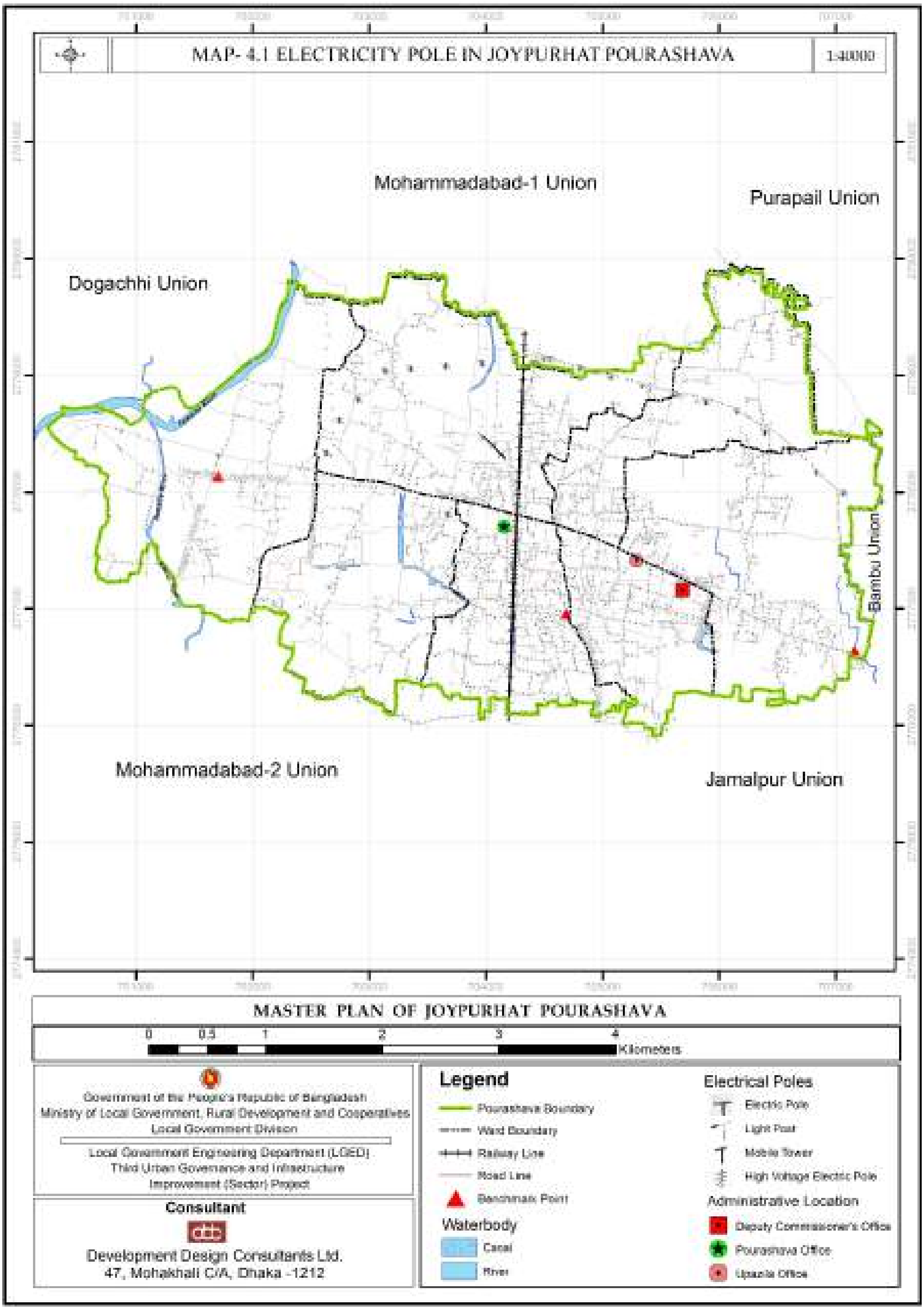

মানচিত্র- ৪.১: জয়পুরহাট পৌরসভার বৈদ্যুতিক খুঁটির অবস্থান

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

আমাদের মনস্থির করতে হবে যে, বিদ্যুৎ খাত একটি প্ল্যাটফর্ম যা একটি স্পন্দনশীল সিস্টেম হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারে। যদি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাটি বিকাশ লাভ করে তবে একটি সমন্বিত সিস্টেম হিসেবে তৈরি করা উচিত। এতে বিভিন্ন ধরণের মানুষ, কর্মকান্ড, বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন প্রভাবক একত্রে একটি সিস্টেমের আওতায় থাকবে।

যাইহোক, বিদ্যুৎ সেক্টরের সম্যক জ্ঞানের কারণে প্রকৌশলীরা বিদ্যুৎ খাতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আশা করা হয় যে, তারা উদ্ভাবক, সংস্কারক, পরিচালক এবং উদ্যোক্তা হিসাবে নেতৃত্ব দান করবে। এখানে সমস্যার বিষয় হচ্ছে একটি সমন্বিত সিস্টেম তৈরির বিষয়ে মানসিকতার অভাব। এই কারণে, দেশের অনেক মানুষ বিদ্যুৎ খাতের সমস্যাগুলি 'আমাদের' সমস্যার পরিবর্তে 'তাদের' সমস্যা হিসাবে দেখে।

উল্লিখিত অনুপস্থিত লিঙ্কগুলো বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সমস্যার সমাধানকে আরো কঠিন করে তোলে। আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি, এই ঘাটতিগুলি সেক্টরের বিনিয়োগযোগ্য কর্মকান্ড, বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতির উদ্দীপনা এবং উদ্ভাবনসহ সকল বিষয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

অন্য দিকে, বিদ্যুৎ বাজারে গুরুতর স্বল্পতার কারণে স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদক (আইপিপি) এবং উত্তরাধিকারভিত্তিক প্ল্যান্টগুলো গুরুতর চাপের মুখে পড়ছে। আমরা সবাই জানি, বিদ্যুৎ একটি পণ্য এবং কোনও পণ্যের মতো, এটি অবশ্যই খরচগুলি কাটাতে এবং উদ্যোগটিকে টেকসই হওয়ার জন্য উপযুক্ত মুনাফা অর্জন করতে হবে। যখন প্রযোজকরা তাদের খরচ পুনরুদ্ধার করছে না তখন তাদের ব্যবসার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণতা থাকে না।

আবার শিল্প কার্যকলাপের পুশ-পুল ফ্যাক্টরের কারণে প্রজন্মের বিনিয়োগ অনুপ্রাণিত করা হয় না। তবু ও স্বল্প অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ অনুশীলন পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষমতা আরও বাড়াতে পারে। বর্তমান প্রবণতা চলতে থাকলে, আইপিপি নিশ্চিতভাবে হারিয়ে যাবে।

সাফল্যের জন্য, প্রথমে নিচু স্তর দিয়ে শুরু করা উচিত। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (ইআরসি) কর্তৃক অবিলম্বে ব্যয় প্রতিফলিত শুল্ক উপস্থাপন করা উচিত। তবে অবশ্যই এটি নিশ্চিত করতে হবে যে রাজস্ব প্রয়োজনীয়তার নামে যে ব্যয় দেখানো হবে তা প্রয়োগগত অকার্যকরতাগুলিকে লুকানোর জন্য ব্যবহৃত হবেনা। ইআরসি তার বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, যা অবশ্যই তার পর্যালোচনা বা হাই কোর্টের পর্যালোচনা সাপেক্ষে হবে। সেক্টরের অভ্যন্তরীণ সমস্যা চলমান থাকতে পারবে না অন্যথায় এই খাতটি অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হবেনা। সীমাহীন বেলআউট ও ভর্তুকি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

প্রাইভেট অপারেটরদের ক্ষমতার মধ্যে অভাব দেখা যায়, তাদের ইক্যুইটি হোল্ডিংকে তাদের ক্ষমতা অনুসারে মানানসই করে তুলতে হবে, যাতে বিনিয়োগের ঝুঁকি দিয়ে পরীক্ষিত ধাপগুলো গ্রহণ করা যায়। সরকারের ভূমিকা সুবর্ণ সুযোগের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তা করার জন্য, ব্যালেন্স শীট থেকে স্বার্থ এবং দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য প্রত্যাহার করা। নতুন অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা বিভাজিত ইকুইটির জন্য ফেরত সরঞ্জাম সরবরাহ / ইনস্টলেশন করা উচিত।

২০০5 সালে (বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭ নয়) খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এমন শক্তি নীতি, যা সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রবর্তন শুরু করেছে, সরকারকে বর্তমান দিনের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলি প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করার জন্য হালনাগাদ করা উচিত। সরকার যতটা সম্ভব বিদ্যুৎ খরচ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইআরসি এর মাধ্যমে জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতি বিবেচনা করতে পারে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া এবং সম্পন্ন করা উচিত। অপ্রযুক্তিগত (উদাঃ শক্তির চুরি) এবং প্রযুক্তি গত ক্ষতিগুলি হ্রাস করে, ইউটিলিটি অপারেটর দক্ষ অপারেশন গুলির মাধ্যমে ব্যয় কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে (উদাঃ নেটওয়ার্ক প্রতিরোধের ক্ষতি)।

এটি পুঙ্খানুপুঙ্খ গ্রাহকের হিসাব, যথাযথ শুল্ক শ্রেণিবিন্যাস, স্মার্ট মিটারিং এবং নেটওয়ার্কগুলির পুনর্বাসন বা আপগ্রেডের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। ভোক্তাদের সুরক্ষিত এবং তাদের অর্থের জন্য ভাল মান নিশ্চিত করুন।

মাঝারি মেয়াদের নীতির মধ্যে, গ্যাস সেক্টরের জন্য বিদ্যমান আইনটিতে বিদ্যুৎ খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দশ বছর বা দীর্ঘমেয়াদী নীতির মধ্যে, সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে শিল্প কারখানা তৈরি করা। পাওয়ার পুল প্রধান গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করা হবে। প্রযুক্তিগত ভাবে তাদের সাথে যুক্ত করার উপায় রয়েছে স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিংক্রোনাস, অ্যাসিংক্রোনাস বা ডিজিটাল গ্রিড ব্যবহারের মাধ্যমে।

এদিকে, শিল্পকারখানাগুলোর স্থানীয় অর্থনীতির তুলনামূলক সফলতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। এর অর্থ এই যে, একটি বিশেষ এলাকার জন্য যেমন আমাদের উত্তরাঞ্চল যেখানে প্রচুর সৌর শক্তি রয়েছে, সেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা তৈরি করা যায়। অতঃপর বিনিয়োগকারীদের এইসব শিল্প কারখানাতে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা যাবে।

অধ্যায়- ০৫: বিদ্যুৎ সেবা নিয়ন্ত্রণ

৫.১ বিদ্যুৎ প্রস্তাব সম্বলিত আইন

বিদ্যুৎ আইন,২০১৭ আইনটি ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই বিস্তারিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাটি বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০ অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭ এর আইনগত ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ শুল্ক আইন, ১৯৩৫ আইনটি ১৯৩৫ সালে ব্যবহারকারীদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। আইনটি বিদ্যুৎ ভোক্তা থেকে দায়িত্ব সংগ্রহ করতে বাধ্য। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ আইনটি ১৯৬৫ সালে প্রণয়ন করা হয় ১৯৬৫ সালে অধ্যাদেশের প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তমানে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ এর চেয়ে ব্যাপকভাবে কার্যকর। পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ এলআই নং) ১৯ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে কার্যকর করা হয়। বোর্ডের প্রাথমিক কাজ গুলি হল - (ক) বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ট্রান্সমিশন, রূপান্তর ও বিতরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা। (খ) গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আয়ের বৃদ্ধির জন্য সম্প্রদায়ের সুবিধাপ্রাপ্ত বিভাগগুলির সহায়তায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত করা।

৫.২ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বিদ্যুৎ বিতরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ, ফি সংগ্রহের পদ্ধতি পিডিবি এবং আরইবি এর সহায়তায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এখানে এটি বর্ণনা করা হয়েছে কোন নির্দিষ্ট উপাদান (একটি ক্ষুদ্র আইন হিসাবে) নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

উল্লেখযোগ্য উপাদন	নিয়ন্ত্রণ বিধান	দায়িত্ব	নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি
বিদ্যুৎ উপাদান সরবরাহ, বিতরণ এবং ফি সংগ্র।	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)	ফি সংগ্রহের জন্য পৌরসভা এবং পিডিবি এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করুণ।
ট্রিপ বন্টন, লোড নিয়ন্ত্রণ করা এবং রেট আরোপ।	বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৫	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)	ট্রিপ বন্টন এর জন্য পৌরসভা এবং পিডিবি এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করুণ।
পিডিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ গ্রহণ করা।	বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭	গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)	পৌরসভার গ্রামাঞ্চলের চারপাশে বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য পৌরসভা ও আরইবি এর মধ্যে সমন্বয় সমাধান করুন।
বিদ্যুৎ খরচ করার জন্য শুল্ক / ফি সংগ্রহ।	বিদ্যুৎ শুল্ক আইন, ১৯৩৫	পিডিবি এবং আরইবি	শুল্ক / ফি সংগ্রের জন্য পিডিবি এবং আরবিবিতে সহায়তা করুন।

৫.৩ বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি

বিদ্যুৎ সেবা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। বিষয় বস্তু নির্ধারণ করতে দুটি মৌলিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। প্রথমত, অগ্রাধিকার বিনিয়োগ প্রকল্প এবং এর সময়সূচী তৈরি করা, যাতে এটি বিদ্যুৎ সেবা পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকার জন্য উৎস এবং তহবিল প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করতে হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন উপাদান হিসাবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ পরিষেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে বৈচিত্র্য থাকবে। এটা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দ্বারা পরিষ্কার এবং সহজে বোধগম্য হওয়া উচিত।

পরিকল্পনার বাস্তবায়নের দিকে সরকার কর্তৃক গৃহীত আরেকটি পদ্ধতিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে নির্দেশনা দেওয়া এবং সহজতর করা হবে। বেসরকারী খাতের দ্বারা জমি একীকরণ, প্লট সীমানা পূর্ননির্মাণ, প্লটগুলির কার্যকর বিন্যাস এবং স্থানীয়

অবকাঠামোর বিধানে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আইনী ও কার্যকরী কাঠামো স্থাপন করে সরকার এটি সহজে এবং খুব কম খরচে অর্জন করতে পারে।

৫.৩.১ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

জনগণের সর্বোত্তম পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি সংস্থা ও সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা নিরীক্ষণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। পদ্ধতিতে, এটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে উপাদান / কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হবে, যিনি একজন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ নিরীক্ষণ করবেন এবং সময়সীমা পর্যবেক্ষণের সময় চিহ্নিত করা হবে।

উল্লেখযোগ্য উপাদান	দায়িত্ব	**পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি**	**সময় সীমা**
বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ফি সংগ্রহ।	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)	পিডিবি থেকে মাসিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।	প্রতি মাসে
ট্রিপ বন্টন, লোড নিয়ন্ত্রণ করা এবং রেট আরোপ	(পিডিবি)	গমস্যা সমাধোনের পর সমন্বয় কমিটি পিডিবি ও পৌরসভা দায়িত্ব বিতরণ করবে।	প্রতি মাসে
পিডিবি কতৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ গ্রহণ করা।	গ্রামীন বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)	জউই থেকে মাসিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।	প্রতি মাসে
বিদ্যুৎ খরচ করার জন্য শুল্ক / ফি সংগ্রহ।	পিডিবি এবং আরইবি	ফি সংগ্রহের জন্য পিডিবি এবং (REB) সাহায্য করা	প্রতি মাসে

৫.৩.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

জনগণের সর্বোত্তম পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি সংস্থা ও সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা নিরীক্ষণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। পদ্ধতিতে, এটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে উপাদান / কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হবে, যিনি একজন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন এবং সময়সীমা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সময় চিহ্নিত করা হবে।

উল্লেখযোগ্য উপাদান	দায়িত্ব	**মূল্যায়ন** প্রক্রিয়া	**সময় সীমা**
বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ফি সংগ্রহ।	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)	মাসিক রিপোর্ট মূল্যায়ন, লক্ষ্য গঠন এবং সমস্যা সমাধান।	প্রতি মাসে
ট্রিপ বন্টন, লোড নিয়ন্ত্রণ করা এবং রেট আরোপ।	পিডিবি	মাসিক রিপোর্ট মূল্যায়ন, লক্ষ্য গঠন এবং সমস্যা সমাধান।	প্রতি মাসে
পিডিবি কর্তৃক সরবারহকৃত বিদ্যুৎ গ্রহণ করা	গ্রামীণ বিদ্যায়ন বোর্ড (REB)	মাসিক রিপোর্ট মূল্যায়ন, লক্ষ্য গঠন এবং সমস্যা সমাধান।	প্রতি মাসে
বিদ্যুৎ খরচ করার জন্য শুল্ক / ফি সংগ্রহ।	পিডিবি এবং আরইবি	মাসিক রিপোর্ট মূল্যায়ন, লক্ষ্য গঠন এবং সমস্যা সমাধান।	প্রতি মাসে

অধ্যায়- ০৬: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পৌরসভার কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে তাৎক্ষনিক এবং গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা হিসাবে বিবেচিত। জয়পুরহাট শহর মূলত একটি কৃষি-ভিত্তিক শিল্পাঞ্চল। পলিথিন, কাপড় এবং কাগজপত্রের মতো বিপুল পরিমাণে শিল্প বর্জ্য এখানে প্রতিদিন উৎপন্ন হয়। পৌরসভায় কঠিন বর্জ্যের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে খাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, পলিথিন, কাগজ এবং কাপড়। এর মধ্যে শহরের চিকিত্সা বর্জ্য, খাদ্য এবং উদ্ভিজ্জ বর্জ্যগুলিও ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান আছে। পৌরসভায় কঠিন বর্জ্যটিকে নিম্নোক্ত উপায়ে গৃহস্থালি বর্জ্য, পৌরসভার বর্জ্য, বাণিজ্যিক ও অ-বিপজ্জনক শিল্প বর্জ্য, বিপজ্জনক (বিষাক্ত) শিল্প বর্জ্য, মেডিকেল বর্জ্য, মানব ও প্রাণীর বর্জ্য, নির্মাণ ও কঠিন বর্জ্য এবং দাহ্য বর্জ্য ইত্যাদি দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

৬.১ বর্তমান কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে, পৌরসভায় বর্তমানে ব্যবহৃত পদ্ধতি দুই ধরণের। যথা ঃ

পৌরসভা- পৌর এলাকায় কিছু নির্দিষ্ট ময়লা ফেলার স্থান বা ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সেই জায়গা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। পৌরসভার নিজস্ব বর্জ্য সংগ্রহকারী যানবাহন রয়েছে এবং বর্জ্য সংগ্রহের জন্য কিছু লোক নিয়োজিত রয়েছে। সংরক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক কার্যক্রমটি তদারকি করেন এবং তিনি সার্বিক কাজের জন্য সংরক্ষণ পরিদর্শকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা কেন্দ্র, গার্মেন্টস কারখানা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে।

এনজিও/ সিবিও'র (কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা)ঃ বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের বিষয়ে পৌরসভা বিশেষ লক্ষ্য রাখে। সিবিও'র মাধ্যমে এই বর্জ্যগুলো স্বল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করা যায়। তবে, এই সংস্থাগুলির কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। এই সংস্থাগুলির নিজস্ব বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের কার্যক্রমগুলি ওয়ার্ড কাউন্সিলররা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

৬.২ কঠিন বর্জ্য উৎপাদন ও প্রক্ষেপণ

রাইস মিল হতে উৎপাদিত কঠিন বর্জ্য পৌরসভাতে ১৩ টি রাইস মিল এবং ৩৮ টি চাতাল, স'মিল (৩ টি), আটা কল (২ টি), ধাতু শিল্প (১ টি), কুটির শিল্প (৩ টি), ভুট্টা কল এবং গ্রুপ-ভিত্তিতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কারখানা প্রয়োজন। কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ৮৫% আবাসিক এলাকা এবং ৯৫% বাণিজ্যিক অঞ্চল থেকে নিয়মিত ৪ টি বহনকারী ট্রাক এবং ২২ টি রিকশা ভ্যান ব্যবহার করে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করে। পৌরসভাতে ৮৫ টি স্থায়ী ডাস্টবিন রয়েছে। পৌরসভা ময়লা সংগ্রহ করে এবং সেগুলি ডাম্পিং সাইটে ফেলে দেয়। কাঁচা বাজার হতে উৎপাদিত আবর্জনা কাছাকাছি ডাস্টবিন, নিম্ন-অঞ্চল বা খালি জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

বর্তমানে পরিকল্পনা এলাকার মোট জনসংখ্যা ৭৪,০৬৭ এবং এটি ২০২৭ সালে ৮২,৩১৫ হবে। যদি প্রতি বছর জনপ্রতি কঠিন বর্জ্য উৎপাদন ০.৯১২৫ টন গণনা করা হয় তবে ২০২৭ সালে মোট উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ৭৫ কিলো টন। আবার, বর্তমানে কাঁচা বাজারের ময়লা এবং শিল্প বর্জ্য উৎপাদন প্রায় ৯১২.৫ টন এবং ২০২৭ বছরে এটি ২৫ কিলো টন হবে। সুতরাং, ২০২৭ বছরের মধ্যে ৭৫ কিলো টন + ২৫ কিলো টন = ১০০কিলো টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হবে।

সারণী- ৬.১: কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের প্রক্ষেপণ (বার্ষিক)

পৌরসভা	**বছর**	**প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা**	**০.০০২৫ টন / জন প্রতি / বছর (.০০২৫ * ৩৬৫) হিসাবে উৎপাদিত বার্ষিক কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ**	**বার্ষিক কঠিন বর্জ্য উৎপাদন (টন)**
জয়পুরহাট পৌরসভা	২০১৭	৭৪,০৬৭	০.৯১২৫	৬৭,৫৮৬
	২০১৮	৭৪,৯৪১	০.৯১২৫	৬৮,৩৮৪
	২০১৯	৭৫,৮২৫	০.৯১২৫	৬৯,১৯১
	২০২০	৭৬,৭২০	০.৯১২৫	৭০,০০৭
	২০২১	৭৭,৬২৫	০.৯১২৫	৭০,৮৩৩
	২০২২	৭৮,৫৪১	০.৯১২৫	৭১,৬৬৯
	২০২৩	৭৯,৪৬৮	০.৯১২৫	৭২,৫১৫
	২০২৪	৮০,৪০৬	০.৯১২৫	৭৩,৩৭০
	২০২৫	৮১,৩৫৫	০.৯১২৫	৭৪,২৩৬
	২০২৭	৮২,৩১৫	০.৯১২৫	৭৫,১১২
	মোট			**৭,১২,৯০৩**

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক গণনাকৃত, ২০১৭

ইতোমধ্যে এলজিইডি ২০২৭ সালের উৎপন্ন কঠিন বর্জ্যের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এলজিইডি একটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিলিং প্রস্তাব করেছে। জমি অধিগ্রহণ করা হবে বা পৌরসভার মালিকানাধীন হবে। জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় নকশা এবং ল্যান্ড ফিলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আয়তন গননা সারণী -৬.২ এ বর্ণিত হয়েছে।

সারণী- ৬.২: ১০ (দশ) বছরের জয়পুরহাট পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এর পরিমান গননা

বছর	প্রজেক্টেড জনসংখ্যা	পিপিসি কেজি / জন / দিন	কঠিন বর্জ্য পরিমাণ			ভলিউম (ঘনমিটার)							প্রয়োজনীয় এলাকা		
						কম্প্যাক্ট কঠিন বর্জ্য					স্যানিটারি ল্যান্ডফিল				
			দৈনিক (কেজি / দিন)	বার্ষিক (টন / বছর)	জমে থাকা (টন)	দৈনিক (ঘনমিটার)	সিএম ১ ঘনমিটার / দিন	বার্ষিক আয়তন (ঘনমিটার)	সিএম. (ঘনমিটার / বার্ষিক)	স্থিতিশীল কঠিন বর্জ্য (ঘনমিটার / বার্ষিক)	মোট বার্ষিক পিসি আয়তন (ঘনমিটার)	জমে থাকা (গত))	সেবা প্রদানকৃত এলাকা (৪০%)	ভরাট এলাকা (বর্গমিটার)	মোট এলাকা (একর)
২০১৭	৭৪,০৬৭	০.২৫	১৮৫১৬.৭৫	৬৭৫৯	৬৮৩৯	৪১	৪	১৫০১৯	১৫০২	১১২৬৪	১২৭৬৬	১৪৪৩৮	১১৮৩৯	২৩৬৮	০.৫৯
২০১৮	৭৪,৯৪১	০.২৫	১৮৭৩৫.২৫	৬৮৩৮	১৩৫৯৭	৪২	৪	১৫১৯৬	১৫২০	১১৩৯৭	১২৯১৭	২৫৬৮৩	২১০৬০	৪২১২	১.০৪
২০১৯	৭৫,৮২৫	০.২৫	১৮৯৫৬.২৫	৬৯১৯	২০৫১৬	৪২	৪	১৫৩৭৬	১৫৩৮	১১৫৩২	১৩০৬৯	৩৮৭৫২	৩১৭৭৭	৬৩৫৫	১.৫৭
২০২০	৭৬,৭২০	০.২৫	১৯১৮০	৭০০১	২৭৫১৭	৪৩	৪	১৫৫৫৭	১৫৫৬	১১৬৬৮	১৩২২৪	৫১৯৭৬	৪২৬২০	৮৫২৪	২.১১
২০২১	৭৭,৬২৫	০.২৫	১৯৪০৬.২৫	৭০৮৩	৩৪৬০০	৪৩	৪	১৫৭৪১	১৫৭৪	১১৮০৫	১৩৩৮০	৬৫৩৫৬	৫৩৫৯২	১০৭১৮	২.৬৫
২০২২	৭৮,৫৪১	০.২৫	১৯৬৩৫.২৫	৭১৬৭	৪১৭৬৭	৪৪	৪	১৫৯২৬	১৫৯৩	১১৯৪৫	১৩৫৩৭	৭৮৮৯৩	৬৪৬৯২	১২৯৩৮	৩.২০
২০২৩	৭৯,৪৬৮	০.২৫	১৯৮৬৭	৭২৫১	৪৯০১৮	৪৪	৪	১৬১১৪	১৬১১	১২০৮৬	১৩৬৯৭	৯২৫৯০	৭৫৯২৪	১৫১৮৫	৩.৭৫
২০২৪	৮০,৪০৬	০.২৫	২০১০১.৫	৭৩৩৭	৫৬৩৫৫	৪৫	৪	১৬৩০৫	১৬৩০	১২২২৮	১৩৮৫৯	১০৬৪৪৯	৮৭২৮৮	১৭৪৫৮	৪.৩১
২০২৫	৮১,৩৫৫	০.২৫	২০৩৩৮.৭৫	৭৪২৪	৬৩৭৭৯	৪৫	৫	১৬৪৯৭	১৬৫০	১২৩৭৩	১৪০২২	১২০৪৭১	৯৮৭৮৭	১৯৭৫৭	৪.৮৮
২০২৬	৮২,৩১৫	০.২৫	২০৫৭৮.৭৫	৭৫১১	৭৮৩৭৪	৪৬	৫	১৬৬৯২	১৬৬৯	১২৫১৯	১৪১৮৭.৯	১৩৪৬৫৯	১১০৪২১	২২০৮৪	৫.৪৬

সূত্রঃ এলজিইডি, ২০১৮

কলাম -৩: পিপিসি = ০.২৫ কেজি / কেপ / দিন, (উৎস: বর্জ্য উদ্বেগ)

কলাম -৪: মোট দৈনিক প্রতি মাথাপিছু উৎপাদন = কলাম ২ * কলাম ৩ (কেজি / দিন)

কলাম -৫: টন = বার্ষিক পিপিসি = কলাম ৪ * ৩৬৫/১০০০

কলাম -৬: বার্ষিক পিপিসি টন জমা

কলাম ৭: দৈনিক পিপিসি ভলিউম সম্প্রতি ম্যানুয়াল অপারেশন দ্বারা কম্প্যাক্ট = কলাম ৪/৪৫০

কলাম ৮: দৈনিক সিএম। (১০% উঠ) = কলাম ৭ * ০.১

কলাম-৯: বার্ষিক পিসি ভলিউম = কলাম ৪ * ৩৬৫/৪৫০,

কলাম -১১: স্থিতিশীল বার্ষিক ভোল = কলাম ৪ * ৩৬৫/৬০০

কলাম -১২: মোট বার্ষিক পিসি ভলিউম = (কলাম ৯ + কলাম ১০), কলাম-১৫: ভরাট এলাকা = কলাম ১৪/৬ (আনুমানিক উচ্চতা ৫ মি)

কলাম -১৬: একর মধ্যে প্রয়োজনীয় মোট এলাকা = কলাম ১৫ / ৪০৪৬.৮৬ (১ একর = ৪০৪৬.৮৬ মি

২), সংগ্রহ গাড়ির ঘনত্ব (কম্প্যাক্টেড) = ৩০০ কেজি / ঘনমিটার

সম্প্রতি ম্যানুয়াল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল = ৪৫০ কেজি / ঘনমিটার এ সংহত, ম্যানুয়াল স্যানিটারি

ল্যান্ডফিল = ৬০০ কেজি / ঘনমিটার এ স্থিতিশীল

১ C.M = কভার উপাদান

৬.৩ প্রস্তাবিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে, সামগ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং কর্মসূচীর উন্নতি করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্জ্য শ্রেণিবিন্যাসের 3R পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা:

১. হ্রাস করণ
২. পুনরায় ব্যবহার করণ
৩. পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করা

এই তিনের সমন্বয়কে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার "3R" বলা হয়। এই বর্জ্য শ্রেণিবদ্ধতা একটি টেকসই জীবন তৈরির জন্য নির্দেশিকা। এই নীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি সজ্জিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে:

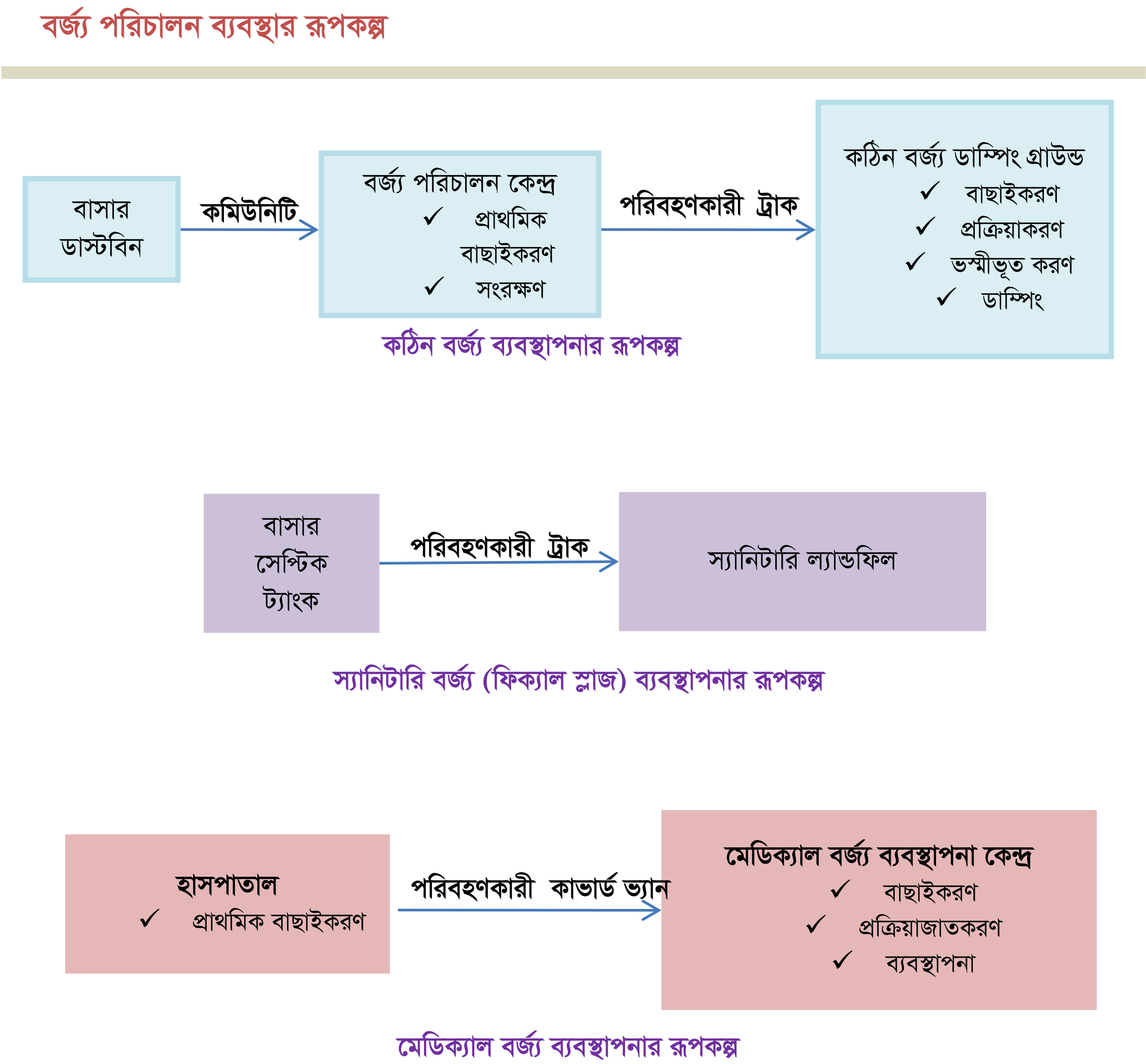

চিত্র- ৬.১: পৌরসভা এলাকার জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সূত্র: পরামর্শদাতা দ্বারা প্রস্তাবকৃত, ২০১৮

সারণী- ৬.৩: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত সেবাসমুহ	ওয়ার্ড নং	মৌজা	প্লট নং	আয়তন (একর)
বর্জ্য নিস্পত্তি স্থান (২ একর)	২	জয়পুর	৪০৫, ৪০৮-৪১৫, ৪২১, ৪২৩	২.০২
বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন -০১	৩	হাতিল	২২৫৮	০.১৮
বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন -০২	৯	বামনপুর	৬৩৭	০.১৭
বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন -০৩	১	বামনপুর	৬৩৭	০.১৭

সূত্র: পরামর্শদাতা দ্বারা প্রস্তাবকৃত, ২০১৮

নিম্নে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এবং এসএফটিপি জন্য একটি বিন্যাস চিত্র দেওয়া হল।

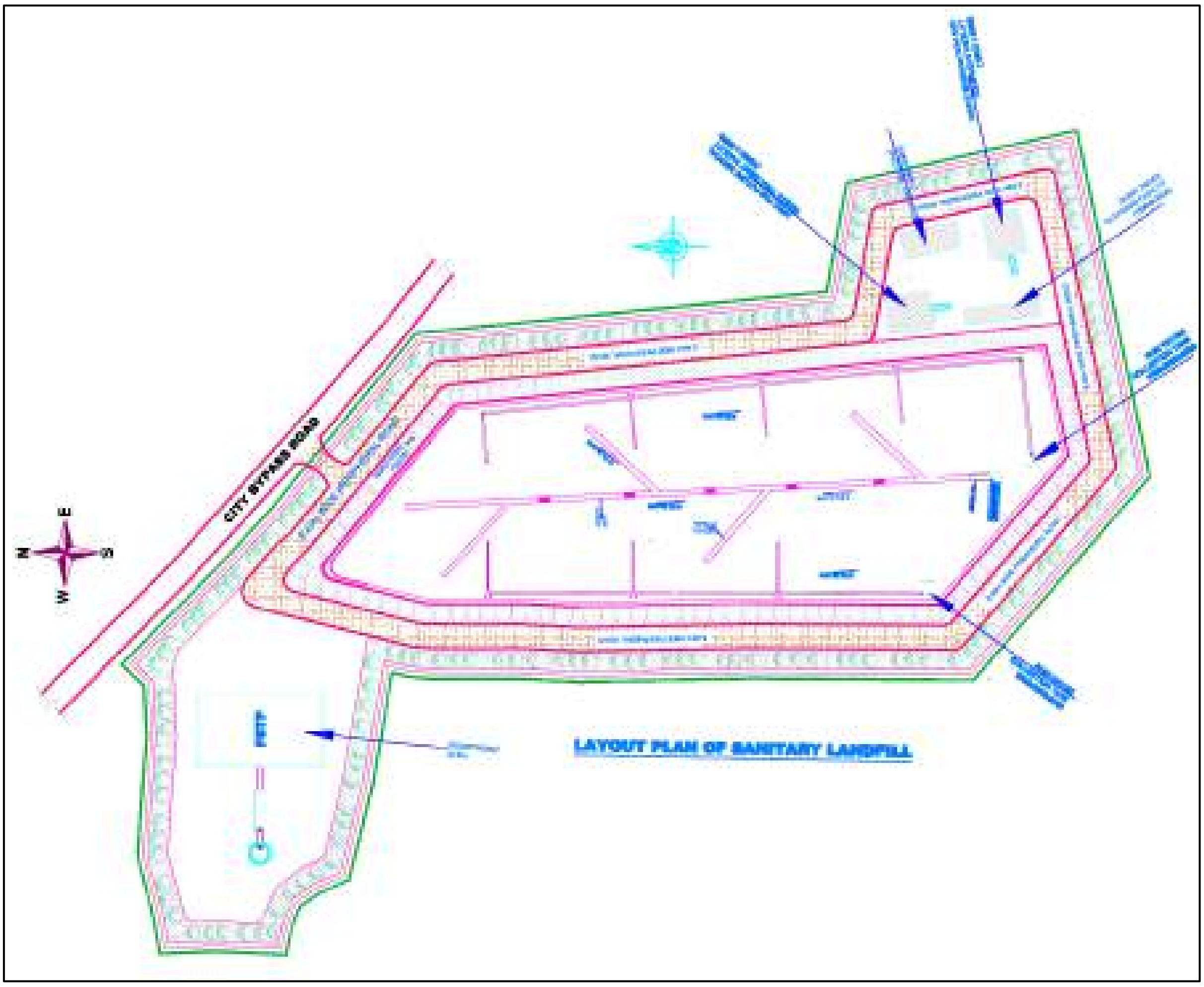

চিত্র- ৬.২: স্যানিটারি ল্যান্ডফিল স্থানের লে-আউট প্ল্যান

সূত্র: পিএমইউ অফিস, ২০১৮

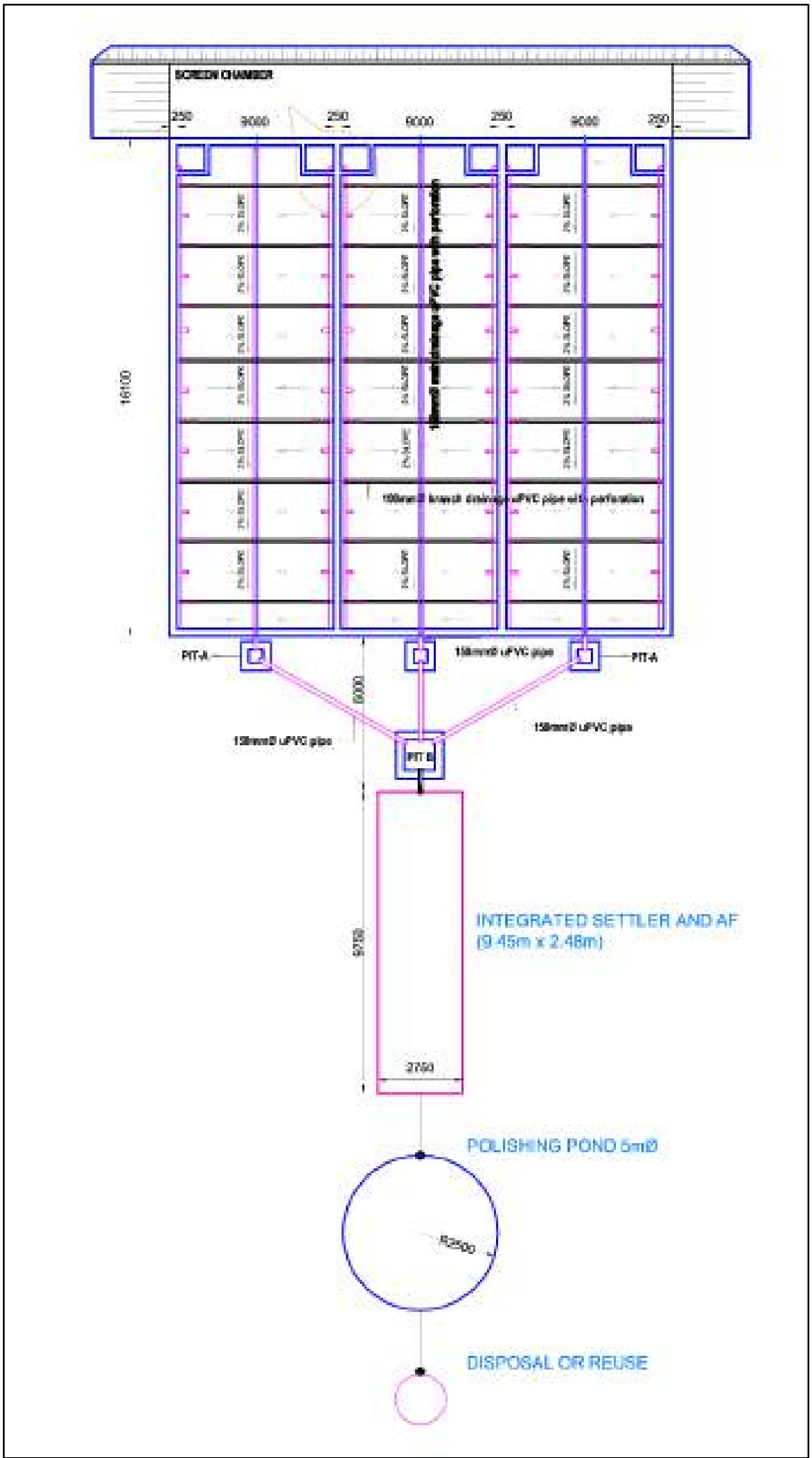

চিত্র - ৬.৩: এফএসটিপির নমুনা প্ল্যান

সূত্র: পিএমইউ অফিস, ২০১৮

খন্ড- ঙঃ পরিবেশগত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

অধ্যায় - ০১ : প্রাকৃতিক সম্পদ
অধ্যায় - ০২ : ঝুঁকি সনাক্তকরণ
অধ্যায় - ০৩ : পরিবেশ বিধান এবং অভিযুক্তকরণ
অধ্যায় - ০৪ : পরিবেশগত উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ
অধ্যায় - ০৫ : দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

অধ্যায়- ০১: প্রাকৃতিক সম্পদ

১.১ বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা

পৌরসভাটি বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের একটি অংশ। কিছু তথ্য যেমন ভূতত্ত্ব, মাটি ও উপ-মাটির অবস্থা, আবহাওয়া, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর দিকপ্রবাহ এবং হাইড্রোলজি ইত্যাদি মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সরেজমিনে জরিপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলো বেশিরভাগ পরিবেশ দূষণের উপর। এই তথ্য নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.১.১ তাপমাত্রা

জয়পুরহাটের জলবায়ুর সাধারণ বৈশিষ্ট হল মৌসুমী বায়ু, উচ্চ তাপমাত্রা, সহনীয় আর্দ্রতা এবং মাঝারি বৃষ্টিপাত। গ্রীষ্মকাল মার্চে শুরু হয়ে মধ্য জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এপ্রিল, মে, জুন এবং জুলাই মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায় এবং জানুয়ারিতে রেকর্ড করা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ১১.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই জেলার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বাধিক ৩৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

১.১.২ বৃষ্টিপাত

বর্ষা মৌসুমে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত দেখা যায়। জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৮৬২ মিলিমিটার। গত ৪ বছরে আর্দ্রতার তারতম্য ৫৫.৮% থেকে ৭৯% এবং বৃষ্টিপাত ৫৬৭ মিমি থেকে ১৪৭৭ মিমি পর্যন্ত হয়। গত ৪ বছরে তাপমাত্রার পরিবর্তন সর্বনিম্ন ৮.৬০ সেন্টিগ্রেড থেকে ১১.৬০ সেন্টিগ্রেড এবং সর্বাধিক ২২.৬০ সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৮.৩০ সেন্টিগ্রেড পাওয়া যায়।

সারণি- ১.১: ২০০৮-২০১১ বছরগুলিতে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা

বছর	তাপমাত্রা (সেন্টিগ্রেড)		বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)	আর্দ্রতা
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন		
২০০৮	৩৬.২	৯.৪	১১৬০	৭৯.০
২০০৯	৩৭.৬	১১.৬	১০৭৬	৭৭.০
২০১০	৩৮.৩	৯.৪	৫৬৭	৫৫.৮
২০১১	২২.৬	৮.৬	১৪৭৭	৭৮.০

সূত্র: বিবিএস জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১১

১.১.৩ ভূতত্ত্ব

ভূতাত্ত্বিকভাবে, রাজশাহী বিভাগ ইন্দো-গাঙ্গেয় অববাহিকার অংশ যার অন্তর্ভুক্ত হল প্রায় সমস্ত সিন্ধু, উত্তর রাজস্থান, প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওল্ড বেঙ্গল (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) এবং আসাম। ইন্দো-গাঙ্গেয় অববাহিকার উৎপত্তি বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে। সংকোচন, চাপ এবং টান এই অববাহিকা উৎপত্তির প্রধান চালিকা শক্তি বলে মনে করা হয়। ওল্ডহ্যাম (আরডিডি) প্রস্তাব করেছেন যে হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদীর পলির ওজন প্রাথমিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে । কারণ যাই হোক না কেন, জমা হওয়া পাললিক স্তর বেশ পুরু। ভূতাত্ত্বিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে, ওল্ডহ্যাম হিসাব করে দেখান যে বেধের পুরুত্ত ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ফুট। কিন্তু জিওডেটিক সার্ভে প্রকাশ যে সর্বাধিক পুরুত্ত ৬,৫০০ ফুটের অধিক হওয়া উচিত নয়। হিমালয় পর্বতমালার চূড়ান্ত উত্থানকালের পর থেকে এই পাললিক স্তর জমা হওয়া শুরু হয়ে প্লাইস্টোসিন যুগ অতিক্রম কওে এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে এই জেলাটি ' দিনাজপুর ঢাল ' (Dinajpur Slope) নামে পরিচিত

নিমজ্জিত ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অবস্থিত এবং এর পুরুত্ত ২,০০০ ফুটের বেশি হবে না যা ভিত্তি-শিলার (Bed rock) উপর ক্রমসঞ্চিত পলির ফলে উদ্ভূত।

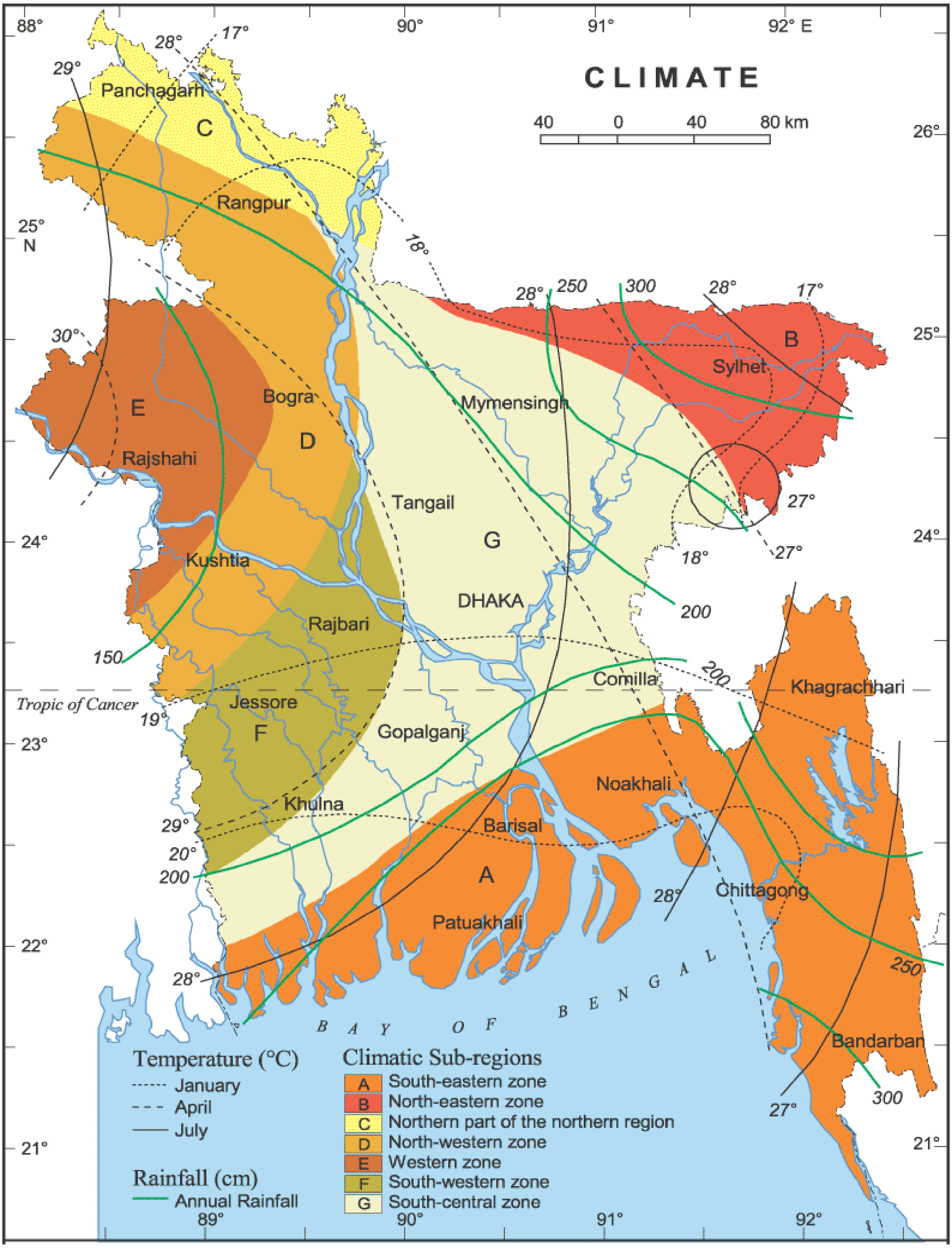

মানচিত্র- ১.১: বাংলাদেশের আবহাওয়া অঞ্চল ও তাপমাত্রা

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০১৬

১.১.৪ ভৌগোলিক গঠন

নিচের মানচিত্র অনুযায়ী, জয়পুরহাট অঞ্চলটি গঙ্গার প্লাবনভূমির অন্তর্ভুক্ত যা সক্রিয় প্লাবনভূমি। অঞ্চলটি প্রধানত ঢাল, অববাহিকা এবং পুরানো চ্যানেলের একটি মসৃণ প্রাকৃতিক ভূচিত্র (Landscape) নিয়ে গঠিত। পূর্বের এবং বর্তমান নদীর পাড় বরাবর বিশেষ করে পশ্চিমে ঢাল অনিয়মিত ধরণের। নদী ক্রমাগত সক্রিয় প্লাবনভূমির মধ্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে, বন্যার মৌসুমে নতুন চর এলাকা গুলি ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। বেশিরভাগ অববাহিকা এবং পুরানো ঢালের মাটি ক্ষারমুক্ত এবং এসব মাটির উপরিভাগ অম্লীয়। চুনাপাথর শুধুমাত্র অন্তমৃত্তিকা (Subsoil) বা এই ধরনের মাটির অন্তঃস্তরে (substratum) পাওয়া যায়। অববাহিকার মাটি এবং ঢালের মধ্যস্তরের মাটি প্রধানত এঁটেল প্রকৃতির , ঢালের শীর্ষভাগ মূলত দোআঁশ মাটি (এবং মাঝে মাঝে বালি) দিয়ে গঠিত। প্রকৃতিগতভাবে, রাজশাহী বিভাগ তিন বিস্তৃত বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

- বরেন্দ্র অঞ্চল
- পদ্মা তীরে বরাবর নবগঠিত পলল ভূমি
- বিল বা জলা এলাকা

বরেন্দ্র অঞ্চল তুলনামূলকভাবে উঁচু জমিতে বিস্তৃত। মালদা অঞ্চলের কিছু অংশ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া জেলা বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। লালচে এঁটেল দোআঁশ শক্ত মাটি এ এলাকার বৈশিষ্ট।

ভূতাত্ত্বিকভাবে, বরেন্দ্র অঞ্চল হল মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগের প্রাচীন পলল ভূমি যা পরবর্তীতে টেকটনিক সঞ্চারনের কারণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সামান্য উচু এবং সংকুচিত। এই প্রাচীন পলল ভূমির একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল অনিয়মিত চুনযুক্ত বস্তুর প্রাচুর্য - যা স্থানীয়ভাবে কঙ্কর নামে পরিচিত। সঞ্চিত পলল থেকে চুনজাতীয় ও লৌহজাত বস্তুসমূহ পৃথক হয়ে ছোট ছোট নুড়ির আদলে কঙ্কর গঠিত হয়।

ভূসংস্থানিকভাবে, বরেন্দ্র একটি গম্বুজ আকৃতির সামান্য উঁচু ভূমি যা উচ্চতায় ২০ থেকে ৪০ ফুট। এলাকাটি মাঝারিভাবে নতোন্নত যা ধীরে ধীরে মৃদু ঢালের সাথে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকার বৃহৎ স্তরের ভূমির সাথে মিলে। বড় নদী থেকে শাখা নদী বের হয়ে এ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আবার অনেক খাল রয়েছে যেগুলো স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত হয়ে গভীর নালায় পরিনত হয়েছে , এগুলো স্থানীয়ভাবে 'খাড়ী' নামে পরিচিত।

বরেন্দ্রভূমি অনিয়মিত ভাবে বিস্তৃত যা মোটামোটি উল্টানো 'S' আকৃতির মত। রংপুরের দক্ষিন-পশ্চিম ভাগ, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বগুড়ার উত্তর-পশ্চিম ভাগ এই উলটানো 'S' এর উপরের বাঁকের মধ্যে এবং রাজশাহী জেলার উত্তর ও স্নহচিম ভাগ এই উল্টানো 'S' এর নিম্ন বাঁকের মধ্যে অবস্থিত। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ প্রান্ত গোদাগাড়ী-প্রমতলীর কাছে প্রায় পদ্মা নদীতে এসে মিশেছে। রাজশাহী জেলার নাচোল, পাটনিলা, ধামাইরহাট, পোর্শা, গোমোস্তাপুর, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর থানার সম্পূর্ণ অংশ এবং মন্ডা, তানর, সিংড়া এবং গোদাগাড়ি থানার কিছু অংশ এই ভৌগোলিক বিভাগের অধীনে পড়ে বলে মনে করা হয়।

জয়পুরহাট পৌরসভা বরেন্দ্রভূমির পশ্চিম অংশের কাছাকাছি অবস্থিত (প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্ব)। বিশুদ্ধ পানীয় পানির প্রাপ্যতার কারণে বর্তমানে পৌরসভার লোকজন তাদের বাসস্থান বরেন্দ্রভূমিতে স্থানান্তর করছে।

১.১.৫ মাটি

পৌরসভা মাটি তিনটি শ্রেণিতে পড়ে- বরেন্দ্র লাল মাটি, প্লাবনভূমি থেকে উত্থিত বা কিছুটা উত্থিত পলিমাটি সমভূমির হালকা দোআঁশ মাটি এবং বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আসা গভীর জলে নিমজ্জিত ভূমির মাটি। বরেন্দ্রভূমির লাল মাটিতে লোহা ও চুনের আধিক্য রয়েছে কিন্তু সিলিকা জাতীয় পদার্থের ঘাটতি রয়েছে কারণ বন্যা জলের মাধ্যমে এ মাটিতে পলি আসে না। শুষ্ক অবস্থায় এই মাটি ইট এর মত শক্ত হয়ে যায় এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় নরম হওয়ার পরিবর্তে পিচ্ছিল হয়ে যায়। শীতকালীন ধানই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ফসল যা অঞ্চলে ফলে।

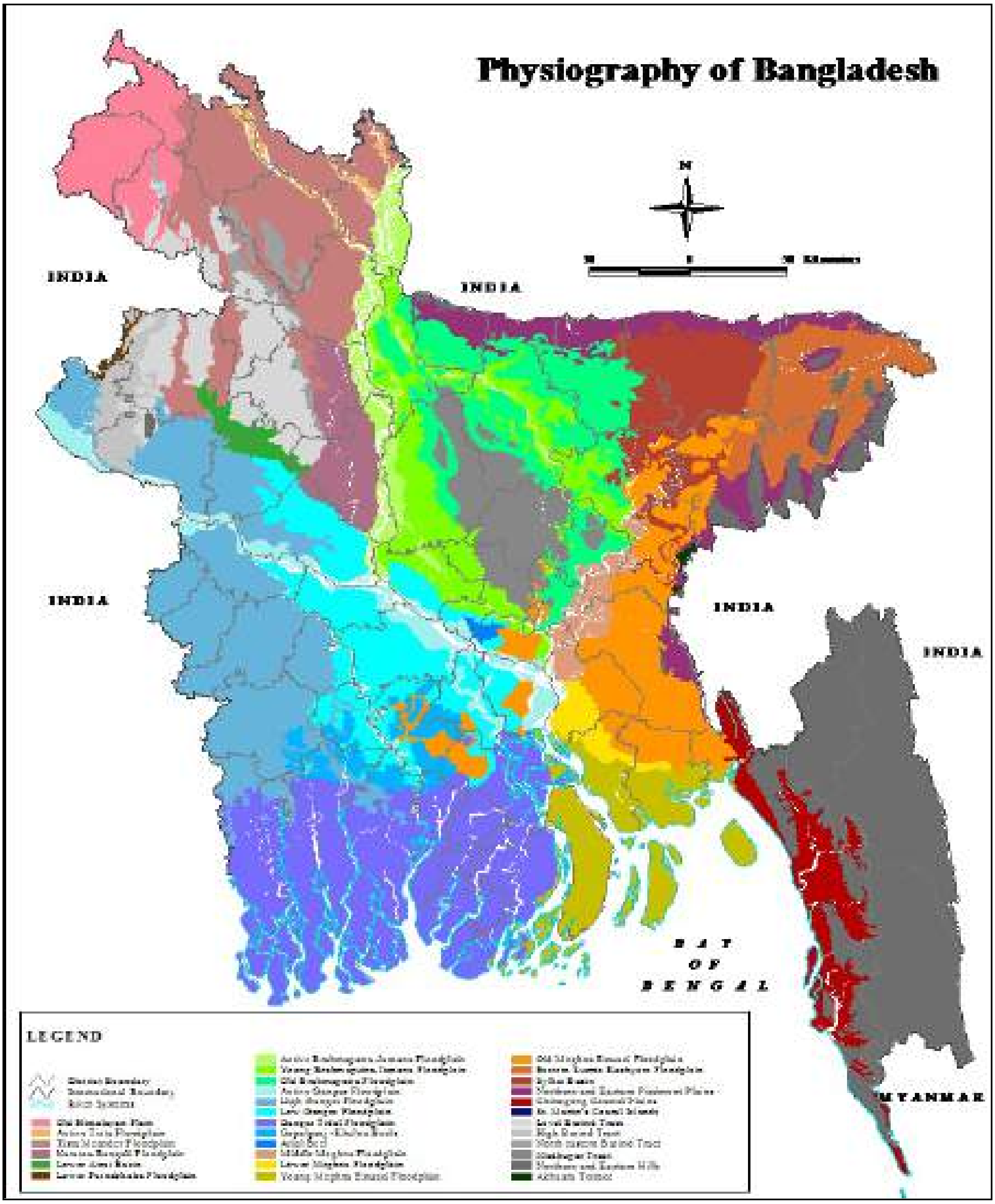

মানচিত্র -১.২: বাংলাদেশের ভৌগলিক গঠন

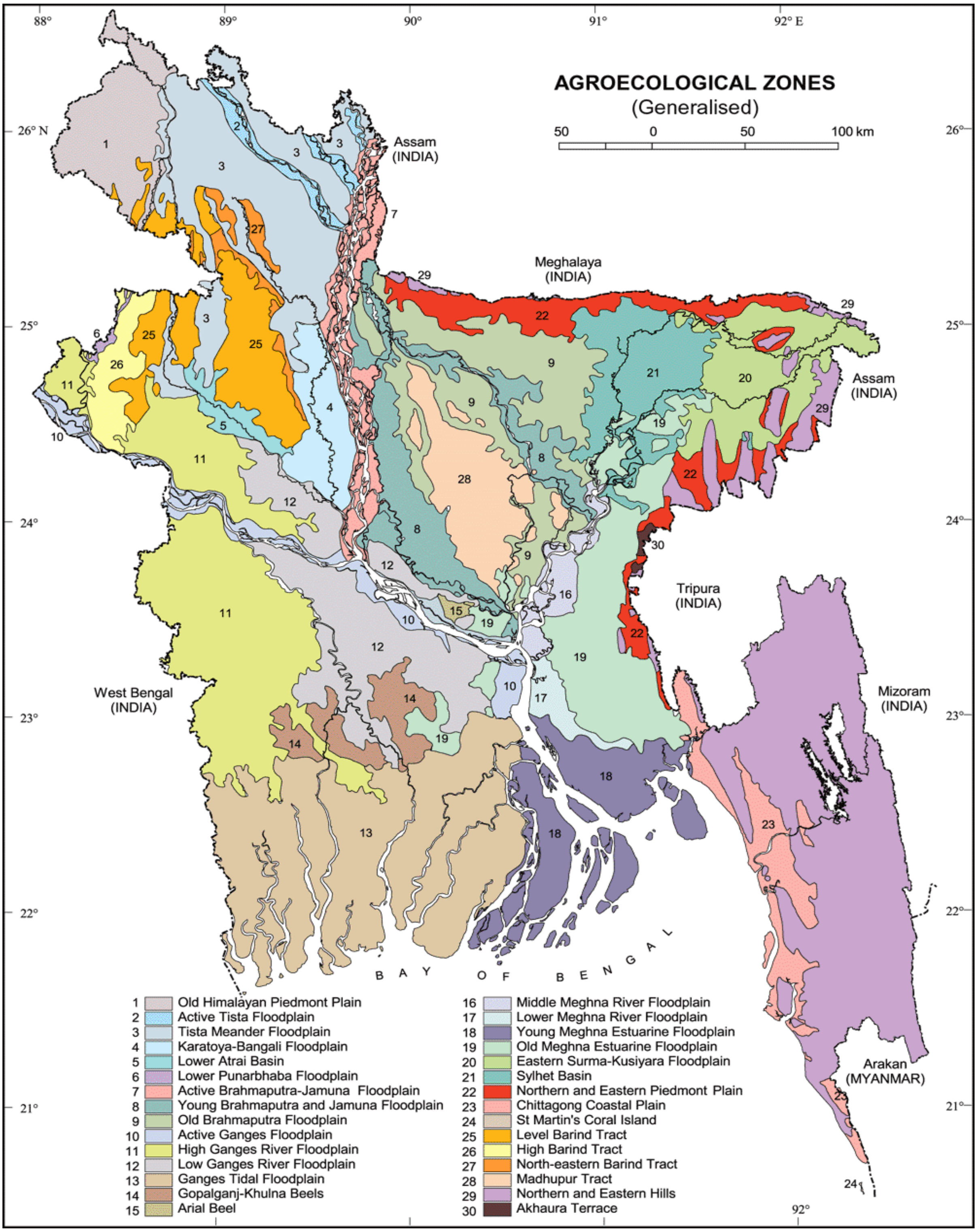

মানচিত্র -১.৩: বাংলাদেশের কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল

সূত্র: বিএডিসি, ২০১৬

১.২ পৌরসভার বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ

জয়পুরহাট পৌরসভা অঞ্চলের বন্যপ্রাণীগুলি সাধারণত পাশ্ববর্তী জেলাগুলির অনুরূপ। জেলার স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শিয়াল (*Canis aureus*), বনবিড়াল (*Felis chaus*), বড় বেজি (*Herpestes edwardsi*), ইঁদুর (*Bandicota bengalensis*), মেথো ইঁদুর (*Mus booduga*), নেংটি ইঁদুর (*Mus musculus*), সাধারণ ঘর ইঁদুর (*Rathus rattus*), বানর (*Macaca mullata*), বাদুর(*Pteropus giganteus*), টিস্কেলের বাদুর (*Hesperoptenus tickelli*) ইত্যাদি।

একটি অঞ্চলের প্রানিজগত স্থানীয় প্রজাতির ও অতিথি উভয় পাখি নিয়ে গঠিত। স্থানীয় প্রজাতির পাখির মধ্যে কয়েকটি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় সাধারণত একই। এইগুলির মধ্যে কাক (*Corvus splendens*), চড়ুই (*Passer domesticus*), শালিক (*Acridotheres tristis*), বুলবুলি (*Picnonotus cafer*) এবং প্যারিয়া চিল (*Migyans lineatas*), অন্যান্য সাধারণ পাখিগুলির মধ্যে দোয়েল (*Copsychus saularis*), টুনটুনি (*Orthotomus sutorius*), চড়ুই পাখি (*Ploceus philippinus*), দাড় কাক (*Corvus macrorhynchos*), মাছরাঞ্জা (*Alcedo atthis*), কাঠঠোকরা (*Picus myrmecophoneus*), ছোট ফিংয়ে (*Dicrurus macrocercus*), কালি পেঁচা (*Glaucidium radiatum*), লক্ষীপেঁচা (*Tyto alba*), হলদেপাখি (*Oriolus xanthornvscus*), কোয়েল (*Endynamus scolopacea*), ছোট হারিয়াল (*Treron phoenicoptera*), বটকোল (*Treron phoenicoptera*), ধুমকোল (*Ducula badia*), তিলঘুঘু (*Streptopelia chinensis*), টিয়া (*Psittacula cupatria*), টিলা মুনিয়া (*Lonchura punctulataloch*) ইত্যাদি।

সরীসৃপ এবং উভচর প্রানিদের মধ্যে কালী কাইট্টা (*Hardella thurjii*), কোরিয়িতা (*kachuga tecta*) এবং ধুম কচ্ছপ (*Trionyx hurum*) এই এলাকায় পাওয়া যায়। স্কোয়ামাটার মধ্যে টিকটিকি (*Hemid sctylus brooki*) স্পষ্টভাবে সবচেয়ে সাধারণ এবং বেশি পরিচিত। অন্যান্য সাধারণ প্রজাতিগুলির মধ্যে টিকটিকি (*Hemidactylus brooki*), শান্দা (*Gekko gecko*), *varanidae* গনের ইগুয়ানা (*Varanus bengalensis*) এবং হাজ্ঞু সাপ (*Varanus flavescens*) এ অঞ্চলে দেখা যায়। কিছু বিষাক্ত সাপ যেমন জাতিসাপ (*Naja kaouthia*), শঙ্কিনি সাপ (*Bungarus cacruleus*)এবং কালকোটে সাপ (*Bungarus fasciatus*) কখনো কখনো সঙ্গে দেখা যায়। অ-বিষাক্ত সাপগুলির মধ্যে ডোরাসাপ (*Xenoclrophis piscator*), পেনাসাপ(*Enhydris enhydris*), দারাজসাপ (*Ptyas mucous*) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উভচর প্রানিদের মধ্যে কোটকটি ব্যাঙ (*Rana cyanophlyctis*), ভাভা ব্যাঙ (*Rana tigerina*) এবং ঝিজি ব্যাঙ (*Rana limnocharis*) উল্লেখযোগ্য।

এই জেলায় পাওয়া যায় এমন বেশিরভাগ জনপ্রিয় জাতের মাছ হচ্ছে রুই (*Labeo rohita*), কাতলা (*Catla catla*), মৃগেল (*Cirrhinusa mrigala*) এবং কালীবাউশ (*Labeo calbasu*)। মাছের অন্যান্য জাতের মধ্যে রয়েছে আইড় (*Mystus aor*), চিতল (*Notopterus chitala*), পাঙ্গাস (*Pangas ius pangasius*), কৈ (*Anabas testudineus*), মাগুর (*Clarias batrachus*), শিং (*Heteropneustes fossilis*), সরপুটি (*Barbus sarana*) ইত্যাদি। তাছাড়া, কয়েকটি বিদেশী মাছ এখানে পাওয়া যায়।

অধ্যায় - ০২: ঝুঁকি সনাক্তকরণ

২.১ ঝুঁকি সনাক্তকরণ

দুর্যোগ প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট একটি ঝুঁকির চূড়ান্ত মারাত্মক পরিণতি (ঝুঁকি হল এমন একটি পরিস্থিতি যার জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি বা পরিবেশের জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে) যা ভীষণভাবে সমাজ বা পরিবেশকে প্রভাবিত করে। দুর্যোগ দুই শ্রেণিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল একটি প্রাকৃতিক ঝুঁকির চূড়ান্ত মারাত্মক পরিণতি (উদাঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বস) যা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে এবং আর্থিক, পরিবেশগত বা জীবনের ক্ষতি সাধন করে। মানব অভিপ্রায়, অবহেলা, ভুল অথবা মনুষ্যসৃষ্ট ব্যবস্থায় ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগকে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ বলা হয়। পৌরসভার ঝুঁকি সনাক্তকরণের জন্য কিছু বিশেষ বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। যেমন: ১৯৮৮ সালের বন্যা ব্যতীত, পৌরসভার কোন এলাকা বন্যার হুমকির মুখে পড়েনি। পৌরসভাতে কোন স্বাভাবিক বন্যা এলাকা নেই।

২.২ কঠিন বর্জ্য: বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তাবনা

পরিবারের বর্জ্য: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শহরের অধিবাসীদের জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মানে হল একটি টেকসই পরিবেশ। পৌরসভায় এই গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার অভাব রয়েছে। বর্জ্য ফেলার ক্ষেত্রে, পৌরসভার ৪১.২৫% অধিবাসীরা ডাস্টবিন ব্যবহার করেন, ৫৬.৭৫% অধিবাসীরা তাদের বাড়ির পাশে তাদের বাড়ির বর্জ্য ফেলে এবং ২% অধিবাসীরা তাদের কঠিন বর্জ্য নিকটবর্তী নদী ও খালগুলিতে ফেলে।

জয়পুরহাট পৌরসভাতে, কিছু বর্জ্য স্থানীয় সিবিএসএস (CBOS) দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এবং এটি ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৪, ৫ এবং ৯ এ যায়। কঠিন বর্জ্য সংগ্রহে জনগণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে সিবিএস-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিশ্চিত করা যেতে পারে। গৃহ থেকে বর্জ্য ফেলার জায়গার দূরত্ব বিবেচনা করা উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (৫৮%), ঘর থেকে কঠিন বর্জ্য ফেলার অবস্থানের দূরত্ব ০.২৫ থেকে ০.৫০ কিমি হয়। ৬৯% ডাস্টবিন বাড়ি থেকে ০.৫ কিমি দূরে এবং ১৮% অধিবাসীদের ০.২৫ কিলোমিটারের মধ্যে ডাস্টবিনে আছে। ওয়ার্ড নং ২, ৬, ৭ এবং ৮ এ ৯৯% বাড়ি থেকে ০.৫ কিমি বেশি দূরত্বে ডাস্টবিন রয়েছে।

শিল্প বর্জ্য: পৌরসভায় ১৩০টি শিল্প-কারখানা শিল্প বর্জ্য উৎপাদন করে। মোট শিল্প বর্জ্য বিষয়ক কোন পরিসংখ্যান নেই। ধরা হয় যে, ৪২ টি কৃষি-ভিত্তিক শিল্প প্রতি দিন ২১০ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করে (প্রতিদিন প্রতি শিল্পে ৫ কেজি), ১২ টি খাদ্য উৎপাদন শিল্প প্রতিদিন ৬০ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করে (প্রতিদিন প্রতি শিল্পে ৫ কেজি), ৭ টি তেল মিল উৎপাদন করে ৩৫ কেজি (প্রতি কেজি প্রতি ৫ টাকা), ২০টি চালকল প্রতিদিন ৬০ কেজি (৩ কেজি প্রতি রাইস মিল উৎপাদন করে), ৩টি শস্য কল প্রতি দিন ৯ কেজি (প্রতিদিন ৩ কেজি প্রতি শস্য মিল) এবং অন্যান্য ২৩ টি শিল্প প্রতিদিন ৪৬ কেজি উৎপন্ন করে (প্রতিদিন প্রতি শিল্পে ২ কেজি।) বর্জ্য উৎপাদন করে। অতএব, এটি অনুমান করা হয়, মোট ৩৯৭ কেজি কঠিন বর্জ্য জয়পুরহাট পৌরসভাতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা গুলি দ্বারা প্রতিদিন উৎপন্ন হয়। এতে সিমেন্ট শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কুটির শিল্প, আটা কল, ধাতু শিল্প, খাদ্য গুদাম, গুদাম এবং বরফ শিল্প অন্ড়র্ভুক্ত করা হয় না। এসব শিল্প-কারখানার কঠিন আবর্জনা সংলগ্ন জমিতে ফেলা হয়।

কাঁচাবাজার বর্জ্য: জয়পুরহাট পৌরসভাতে অবস্থিত কাঁচাবাজারগুলো থেকে উৎপাদিত মোট কঠিন বর্জ্য হিসেব করা যাক। মোট ৪ টি কাঁচাবাজার পৌরসভাতে রয়েছে। মাছ ও সবজি এলাকা ছাড়াও বাজারে প্রায় ৭০ টি দোকান রয়েছে। ৭০ টি দোকান দিনে প্রতিদিন ৭০ কেজি কঠিন বর্জ্য উৎপাদন করে (প্রতিদিন কমপক্ষে ১ কেজি) এবং ৩ বাজারের মাছ ও সবজি এলাকায় প্রতিদিন ৩০ কেজি কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন করে (প্রতি বাজারে কমপক্ষে ১০ কেজি)। সামগ্রিকভাবে, প্রতিদিন ১০০ কেজি কঠিন বর্জ্য বাজার দ্বারা উৎপাদিত হয়। সেই বর্জ্যগুলি বাজারের চারপাশে নিম্নভূমিতে ফেলা হচ্ছে।

ক্লিনিকাল / হাসপাতালের বর্জ্য: বিদ্যমান স্বাস্থ্য সুবিধার সংখ্যা কম। পৌরসভাতে ২২ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে (৬ টি হাসপাতাল, ১০ টি ক্লিনিক এবং ৪ ডায়াগনস্টিক সেন্টার)। সেই স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি ওয়ার্ড নং ২, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ এ অবস্থিত। পৌরসভাতে ক্লিনিকাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার কোন ব্যবস্থা নেই। ক্লিনিক ও হাসপাতালে কঠিন বর্জ্য এখানে সেখানে বা কাছাকাছি খাদে ফেলা হয়। এমন কার্যকলাপ অধিবাসীদের বিশেষভাবে নিকটবর্তী অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

২.২.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা

জয়পুরহাট পৌরসভাতে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও নিস্পত্তি পৌরসভা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। সংগ্রহ ও কঠিন বর্জ্য নিস্পত্তির জন্য ৪০ জন ঝাড়ুদার, পরিবহনের জন্য ৪ টি আবর্জনা ট্রাক এবং ২২ টি আবর্জনা ভ্যান রয়েছে। উৎপাদন বিন্দু থেকে চূড়ান্ত নিস্পত্তি বিন্দু পর্যন্ত সলিড বর্জ্য তিনটি কার্যকরী উপাদানের মধ্যে ভাগ করা যেতে পারে

- বর্জ্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণ
- সংগ্রহ
- চূড়ান্ত নিস্পত্তি

বর্জ্য উৎপাদন ও সংগ্রহস্থল: জয়পুরহাট পৌরসভাতে কঠিন বর্জ্য উৎপাদন হয় প্রতি দিনে জনপ্রতি ০.২৫ কেজি এবং মোট পৌরসভাতে উৎপাদন হয় ২২.৫ মেট্রিক টন / দিন। পৌরসভাতে ৯৪ টি আরসিসির ডাস্টবিন, ৪ টি আবর্জনা ট্রাক এবং ২২ টি রিকসা ভ্যান রয়েছে।

সংগ্রহ: বর্জ্য সংগ্রহ নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়:

- বাসিন্দারা নিজেরাই বাড়ি থেকে অন্তর্বর্তী নিস্পত্তি স্থলে ময়লা ফেলে।
- রাস্তা এবং ড্রেন থেকে বর্জ্য সংগৃহীত হয় ও পৌর ঝাড়ুদার এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা অন্তর্বর্তী নিস্পত্তি স্থলে ফেলা হয়।
- অন্তর্বর্তী নিস্পত্তি স্থল থেকে ফাইনাল পয়েন্টে সংগ্রহ করা হয় ও সংরক্ষণ কর্মী দ্বারা নিস্পত্তি করা হয়।

চূড়ান্ত নিস্পত্তি: কর্তৃপক্ষ নিকটতম খাদে ও নিম্নভূমিতে ময়লা ফেলে।

২.৩ ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নগর উন্নয়নে তার প্রভাব

২.৩.১ ভূমিকম্প এবং চ্যুতি রেখা

ঝুঁকি (Risk) হলো অরক্ষিত এলাকাসমূহ, মানুষ, সম্পত্তি এবং পরিবেশ কোন আপদ (Hazards) দ্বারা আক্রান্ত হলে যেসব নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তার সম্ভাবনা। এটি একটি ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত ফলাফলের সম্ভাব্যতা বর্ণনা করে।

আপদ (Hazards), ঝুঁকি (Vulnerability) এবং আপদ থেকে পরিত্রানের জন্য নেওয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা (exposure) দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি আপদ ঘটার মাত্রা, ঝুঁকির মাত্রা এবং সেই আপদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতার মাত্রা একটি এলাকার ঝুঁকি নির্ধারণ করে। যদি এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি বৃদ্ধি পায়, তাহলে ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যদি এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি হ্রাস পেলে, ঝুঁকি কমে যাবে। আবার এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি পুরোপুরি দূর করা গেলে কোন ঝুঁকি থাকবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপদ (Hazards) দূর করা যায় না, কিন্তু ঝুঁকি (Vulnerability) এবং আপদের প্রতি প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা (exposure) সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যেতে পারে। সুতরাং দুর্বলতা নির্মূল করতে পারলে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করা যাবে। সেখানে বসবাসরত ব্যক্তিরা অন্যান্য অবস্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চেয়ে আরও বেশি ঝুঁকিতে থাকবে। যখন মানুষ অস্থায়ী উপকরণ দ্বারা নির্মিত ঘরে বাস করে তখন আপদের প্রতি

প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা (exposure) বৃদ্ধি পাবে। যথাযথ নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারলে মানুষের ঝুঁকি কমবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থায় দুর্বলতা থাকলে এসব অবকাঠামোতে বসবাসকারী মানুষের ঝুঁকি বাড়বে। পরিবেশের প্রতি বিরূপ প্রভাব রয়েছে এমন কোন কিছুর কাছাকাছি বা দূষণ প্রবণ এলাকায় যা বাস করেন তারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। শিল্প দূষণ হ্রাস করা উচিত এবং যেখানে সেখানে শিল্প গড়ে উঠা নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ জন্যই মহাপরিকল্পনায় একটি পৃথক শিল্প এলাকা প্রস্তাব করা হবে যাতে এটি থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষণ হ্রাস করা যায়। এটি মানুষের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। পৌর এলাকাসহ পুরো জেলা দ্বিতীয় শ্রেনীর ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে রয়েছে।

সারনি- ২.১ঃ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভূমিকম্প সমূহ

সময়কাল	ভূমিকম্পের নাম	বর্ণনা	মাত্রা	রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি (কিঃমঃ)
১৫৪৮		প্রথম ভূকম্পনটি ছিল খুবই তীব্র। সিলেট এবং চট্টগ্রামে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। বিভিন্ন যায়গায় মাটি ফুঁড়ে গন্ধকের (সালফার যৌগ) গন্ধযুক্ত পানি এবং কাদামাটি বের হয়ে আসে।		
১৬৪২		সিলেট জেলায় অনেক বেশি ক্ষতি সাধন হয়। অনেক ভবনে ফাটল সৃষ্টি হয় তবে জীবননাশের কোন ঘটনা ঘটে নাই।		
১৬৬৩		আসামে আধা ঘণ্টা ব্যাপি তীব্র ভূমিকম্পন হয় যা সিলেট জেলায় এর কম্পন অনুভূত হয়।		
২এপ্রিল, ১৭৬২	আরাকান ভূমিকম্প	এই ভূমিকম্পে ফউল দ্বীপের তীর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২.৭৪ মিটার এবং চেদুয়া দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম তীর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬.৭১ মিটার উপরে উঠে যায়। এছাড়াও চট্টগ্রামের অদূরে ১৫৫.৪০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা সমুদ্রে তলীয়ে যায়। মেঘনা নদীর পূর্ব পাড় বরাবর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত খুব তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। ঢাকায় প্রায় ৫০০ মানুষের প্রাণহানি হয়, নদী ও ঝিলের পানির স্তর স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়ে দুই তীর পাবিত হয়, মৃত মাছ পাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। একটি বড় নদী শুকিয়ে যায়। প্রায় ২০০ মানুষ এবং অগণিত গৃহপালিত জীবজন্তু নিখোঁজ হয়। সীতাকুন্ড পাহাড়ে দুইটি আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অবস্থানঃ বাংলাদেশের পূর্ব দিকে (২২ডিগ্রি উত্তর ও ৯২ ডিগ্রি পূর্ব)	৮.৮	১.৫
১০এপ্রিল, ১৭৭৫		ঢাকায় তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয় তবে কোন প্রাণহানি ঘটে নাই		
১১মে, ১৮১২		বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়। তবে সিলেটে এর তীব্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল		
১৮৬৫		১৮৬৫ সালের শীতকালে দ্বিতীয় ভূমিকম্পের সময় তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল, তবে কোন গুরতর ক্ষতি হয়নি।		
১৮৬৯	চাচার ভূমিকম্প	চাচার ভূমিকম্প নামে পরিচিত। সিলেটে তীব্রভাবে অনুভূত হয় তবে কোন প্রাণহানী হয়নি। গির্জার চূড়া ধ্বসে পড়ে, কোর্টের দেয়াল এবং সার্কিট হাউস বাংলোর দেয়ালে ফাটল হয়। জেলার পূর্বাংশের অনেক নদীর পাড় ভেঙ্গে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে।	৭.৫	১১
১৪ জুলাই, ১৮৮৫	বেংগল ভূমিকম্পন	বেঙ্গল ভূমিকম্প হিসাবে পরিচিত। কেন্দ্র ছিল মানিকগঞ্জে। এটি গভীরে অবস্থিত যমুনা ফল্টের সাথে সম্পর্কিত ছিল।	৭.০	০.১
১৮৮৯		জৈন্তিয়া পাহাড়ে সংঘটিত হয়েছিল। এতে সিলেট শহর ও আশেপাশের এলাকাগুলি আক্রান্ত হয়	৭.৫	-

সময়কাল	ভূমিকম্পের নাম	বর্ণনা	মাত্রা	রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি (কিঃমঃ)
১২ জুন, ১৮৯৭	দ্যা গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকুয়েক	গ্রেট ইন্ডিয়া ভূমিকম্প ছিল ৮.৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প যার উৎপত্তিস্থল ছিল শিলং মালভূমিতে। ১২ জুন সকাল ৫ টা ৫ মিনিটে এ ভূমিকম্প ঘটে। সিলেট শহরের পাকা ভবনগুলিতে গুরুতর ক্ষতি হয়, যেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪৫ এ। পাকা ভবন ধ্বসে পড়ার জন্য এত হতাহতের ঘটনা ঘটে। পূর্বে দক্ষিণ-লুশাই পাহাড় থেকে পশ্চিমে শাহবাদ পর্যন্ড় পুরো বাংলায় এই কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ময়মনসিংহে বিচারকের বাসভবন সহ জেলা শহরের অনেক সরকারি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং জমিদারের মালিকানাধীন বেশিরভাগ দ্বিতল পাকা ভবন ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছিল। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথের সেতুগুলির ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় প্রায় পনেরো দিনের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। জেলার নদী (ব্রহ্মপুত্র) যোগাযোগ ব্যাহত হয়। প্রাণহানি খুব বেশি না হলেও প্রায় পাঁচ মিলিয়ন রুপির সমমানের সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। রাজশাহীতে বিশেষ করে পূর্বাংশে তীব্র কম্পন অনুভূত হয় এবং ১৫ জন মারা যায়। ঢাকায় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছিল। টিপরার পাকা ভবন ও পুরাতন অনেক মন্দির ক্ষতিগ্রস্ড় হয়।	৮.৭	-
৮ জুলাই, ১৯১৮	শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প	শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প হিসাবে পরিচিত। ৩ জুলাই হওয়া ৭.৬ মাত্রার এ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে। শ্রীমঙ্গলে গুরুতর ক্ষতি ঘটেছে, তবে ঢাকায় খুব ক্ষুদ্র প্রভাব পড়ে।	৭.৩	-
২ জুলাই, ১৯৩০	ধুব্রি ভূমিকম্প	ধুব্রি ভূমিকম্প হিসাবে পরিচিত। ৩ জুলাই হওয়া ৭.১ মাত্রার এ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল আসামের ধুব্রিতে। এ ভূমিকম্পে রংপুর জেলার পূর্বাঞ্চলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।	৭.১	০.১৫
১৯৩৪	বিহার-নেপাল ভূমিকম্প	বিহার-নেপাল ভূমিকম্প হিসাবে পরিচিত। ১৫ জানুয়ারী হওয়া ৮.৩ মাত্রার এ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বিহারের দরভাঙ্গায়। এ ভূমিকম্পে বিহার, নেপাল ও উত্তর প্রদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তবে বাংলাদেশের কোন অংশ সেভাবে আক্রান্ড় হয়নি। ৩ জুলাই ৭.১ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প ভারতের আসামের ধুব্রিতে হয়। এতে বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর জেলায় উলেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	৭.০	-
১৯৫০	আসাম ভূমিকম্প	আসাম ভূমিকম্প হিসাবে পরিচিত। ১৫ আগস্ট ৮.৪ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল যার কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের আসামে। সারা বাংলাদেশে কম্পনটি অনুভূত হয়েছিল তবে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।	৮.৫	-
১৯৯৭	চট্টগ্রাম ভূমিকম্প	২২ নভেম্বর চট্টগ্রামে ৬.০ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে চট্টগ্রাম শহরের আশপাশের এলাকায় সামান্য ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে।	৬.১	-
২২ জুলাই, ১৯৯৯		৫.২ মাত্রার এ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মহেশখালী উপকূলে। মহেশখালী দ্বীপ এবং সংলগ্ন সমুদ্রে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ধ্বসে পড়ে।		

সময়কাল	ভূমিকম্পের নাম	বর্ণনা	মাত্রা	রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি (কিঃমঃ)
২৭ জুলাই, ২০০৩		৫.১ মাত্রার এ ভূমিকম্প রাঙ্গামাটি জেলার বড়কল উপজেলার কলাবুনিয়া ইউনিয়নে সংঘটিত হয়। ০৫ টা ১৭ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে এ কম্পন শুরু হয়।	৫.১	
২০১১	সিকিম ভূমিকম্প	উত্তরাঞ্চলে এ ভূমিকম্প সবচেয়ে জোরালোভাবে অনুভূত হয়েছিল। এছাড়াও ঢাকা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, খুলনা, পাবনা, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আতকঙ্কগ্রস্ত মানুষজন তাদের ঘরবাড়ি ও অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তবে কিছু ভবনে ফাটল ছাড়া সেরকম হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের সময় কয়েক মিনিটের জন্য মোবাইল ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবস্থানঃ নেপালের সীমান্তের কাছাকাছি কাঞ্চনজঙ্গা সংরক্ষণ এলাকা, ভারতের সিকিম রাজ্য, তারিখঃ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১, মাত্রাঃ ৬.৯, স্থিতিকালঃ ৩০-৪০ সেকেন্ড। গভীরতাঃ ১৯.৭ কিঃমিঃ	৬.৯	-

সূত্রঃ বিবিএস, ২০১১

২.৩.২ বন্যা এবং আকস্মিক ঢল

জয়পুরহাট পৌরসভা গঙ্গা নদীর প্লাবনভূমিতে পড়ে যা গঙ্গার সক্রিয় বন্যাভূমি এবং এর পাশের ভাঙ্গনপ্রবন প্লাবনভূমি নিয়ে গঠিত। ভাঙ্গনপ্রবন প্লাবনভূমি প্রধানত মৃদু ঢাল, পুরানো চ্যানেল এবং অববাহিকার একটি মসৃণ ভূমি নিয়ে গঠিত। বর্তমান এবং পূবের নদীপথ বরাবর ঢালটি অনিয়মিতভাবে বিস্তৃত বিশেষ করে পশ্চিম দিকে। এদিকে পাড় খুব অনিয়মিতভাবে উঁচুনিচু। গঙ্গার পলিমাটি চুন জাতীয় পদার্থ ধারন করে কিন্তু অববাহিকার মাটি ও পুরনো পাড়ের মাটি অম্লীয়। এলাকায় ভয়াবহ বন্যার কোন তথ্য নেই। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও এটি সমর্থন করে।

১৯৮৮ এবং ২০০5 এর সালে উত্তরের আকস্মিক ঢলে পৌরসভায় বন্যা হয়। যখন হিমালয়ের পাদদেশে ভারী বৃষ্টি পড়ে, তখন আকস্মিক ঢলে জয়পুরহাট পৌরসভা নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং এটি যমুনা নদীর মাধ্যমে ঘটতে পারে।

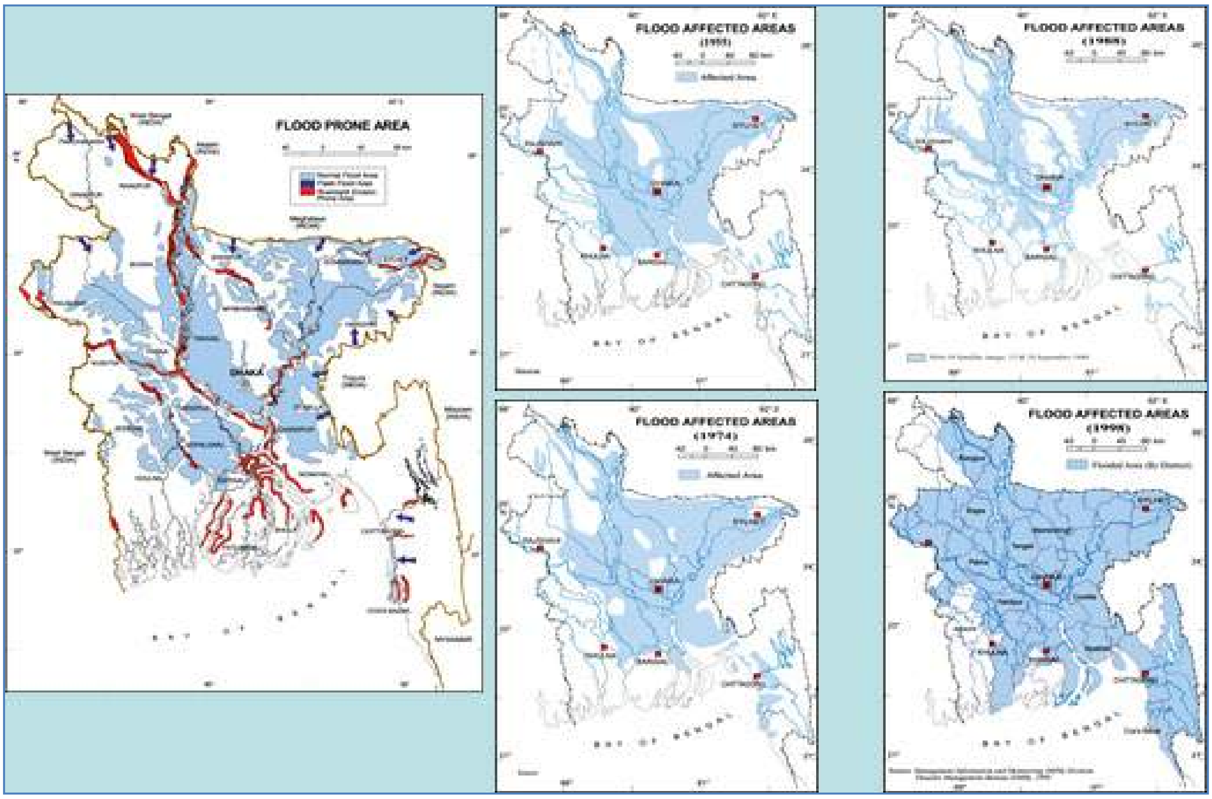

মানচিত্র- ২.১: বাংলাদেশে বন্যা ও আকস্মিক ঢল

সূত্রঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ২০১০

২.৩.৩ নদীভাঙ্গন

জয়পুরহাট পৌরসভা যমুনা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। এলাকায় তীব্র নদীভাঙ্গনের কোনো ঘটনা নেই। মাঝে মাঝে, আকস্মিক ঢল শহরে প্রবেশ করে।

২.৩.৪ খরা

খরা হল অস্বাভাবিক ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের দরুন প্রলম্বিত শুস্ক আবহাওয়া অবস্থা। এটা ঘটে যখন বাষ্পীভবন দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণের চেয়ে বেশি থাকে। খরা পৃথিবী রৌদ্রদগ্ধ করে দেয় যার ফলে পানি সংকট হয়, কূপ শুকিয়ে য্যায়, জমির মাটি আর্দ্রতা কমে, বাষ্পীয় প্রবাহ হ্রাস পায়, ফসলের হ্রাস পায়, পশুপালনের জন্য পশুখাদ্য শস্য পাওয়া যায় না। পানীয় জল, ফসল উৎপাদন, এবং পশুপালনের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের জন্য খরা একটি প্রধান প্রাকৃতিক বিপত্তি। প্রাচীন কাল থেকেই খরা মানবসমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে আসছে। বড় এলাকাগুলো ধুলো ঝড় এবং অগ্নি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খরা প্রাচীনমানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরের একটি প্রধান কারন। উপমহাদেশে গত শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ খরা ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতের ১২টি রাজ্যে ঘটেছে।

বাংলাদেশে ফসল ফলানোর মৌসুমে ফসলের সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিকভাবে মাটিতে যে পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা দরকার তা যদি না থাকে তখন তাকে খরা হিসেবে সজ্ঞায়িত করা হয়। খরা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম জেলায় হয়ে থাকে।

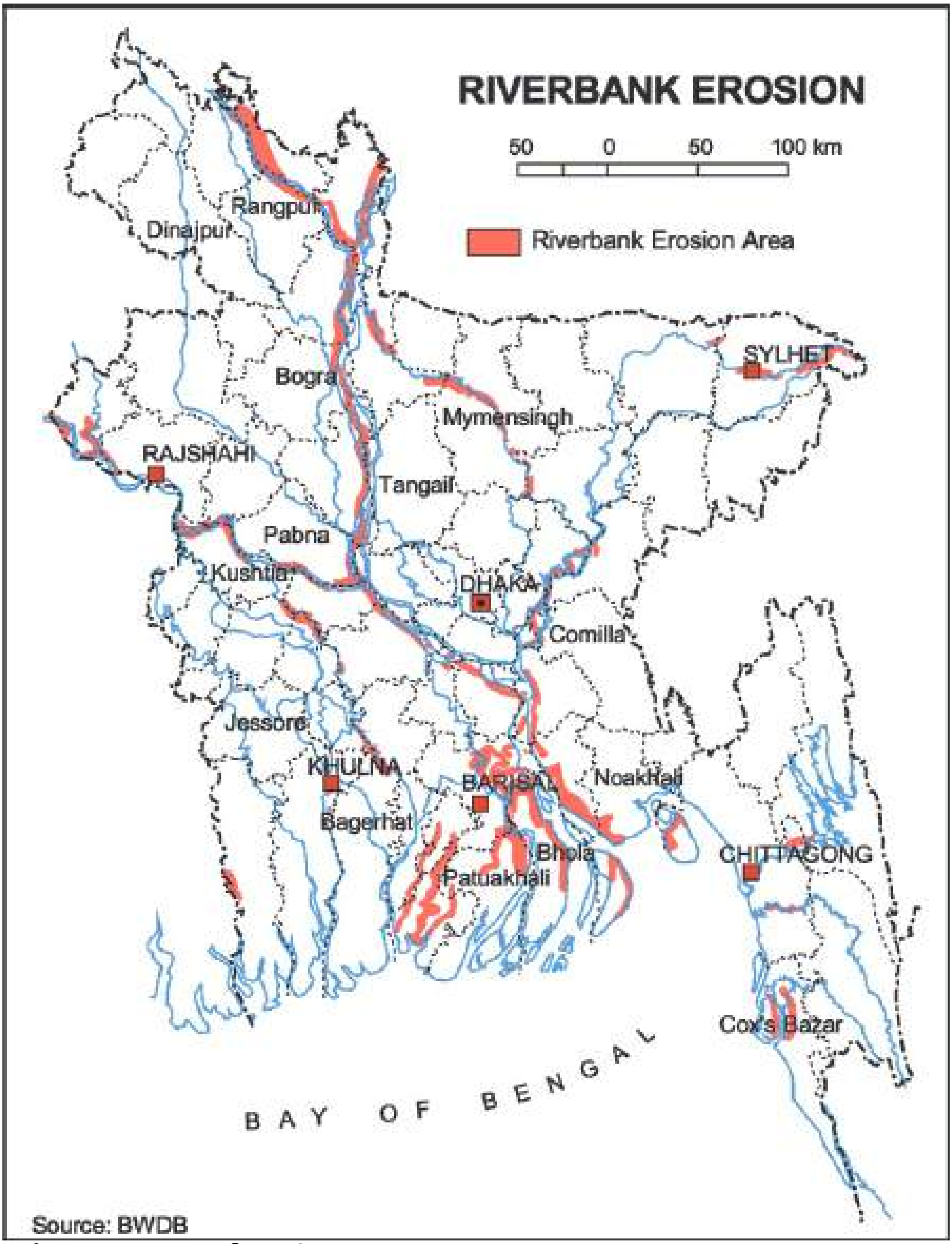

মানচিত্র- ২.২: বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন চিত্র
সূত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড

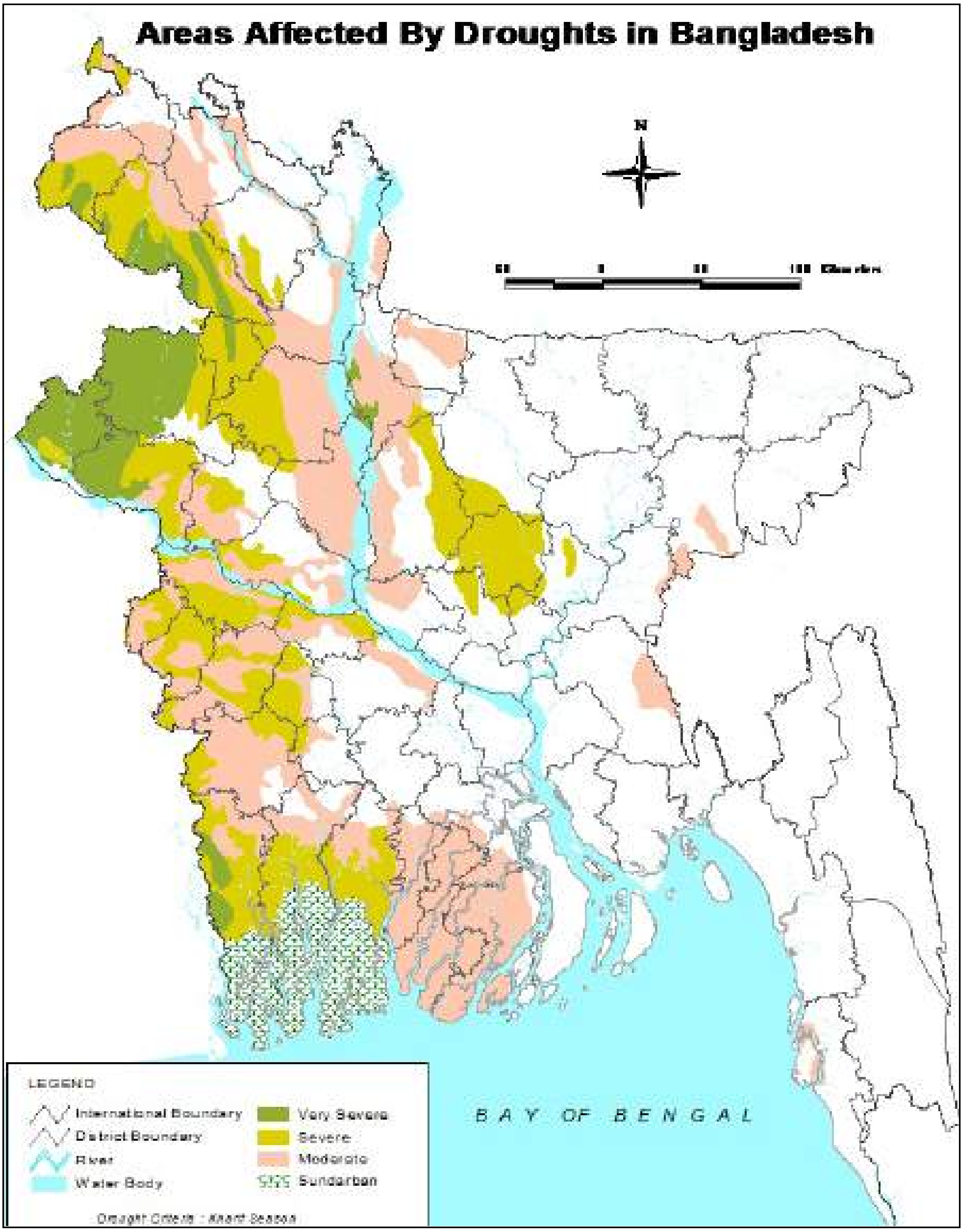

মানচিত্র- ২.৩: খরা কবলিত এলাকা

সূত্রঃ স্পারসো, বাংলাদেশ

খরা বেশিরভাগই প্রাক বর্ষা এবং বর্ষা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশ হয়ে থাকে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত খরা পরিস্থিতি সারা দেশকে কখনো প্রভাবিত করেনি। ১৯৫১ সালে ৩১.৬৩%, ১৯৫৭ সালে ৪৬.৫৪%, ১৯৫৮ সালে ৩৭.৪৭%, ১৯৬১ সালে ২২.৩৯%, ১৯৬৬ সালে ১৮.৪২%, ১৯৭২ সালে ৪২.৪৮%, ১৯৭৯ সালে ৪২.০৪% এলাকা খরায় আক্রান্ত হয়। ১৯৮১ এবং

১৯৮২ সালে খরা চলাকালীন ফসল উৎপাদন ব্যহত হয়। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২০ বার খরার শিকার হয়। সাম্প্রতিক দশকে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের খরা অবস্থা ৩.৫ মিলিয়ন টন চাল উৎপাদন ঘাটতির কারন ছিল। জয়পুরহাট পৌরসভাসহ পুরো জেলায় গুরুতর খরা হয়েছে।

২.৩.৫ স্বাস্থ্য বিপত্তি

ডায়রিয়া, কীট সংক্রমণ, পাকস্থলীর ক্ষত, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, চর্ম রোগ ও রক্তস্বল্পতার মত রোগ পৌরসভায় খুব সাধারণ। গত ছয় মাসে পৌরসভার পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা এবং অসুস্থতা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল-

সারণী- ২.২: গত ছয় মাসের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা

ক্রমিক নং	রোগ	নম্বর	শতকরা
১	ডাইরিয়া	১৯	৫.৯৪
২	আমাশয়	১৪	৪.৩৮
৩	টাইফয়েড	৭	২.১৯
৪	জন্ডিস	৮	২.৫
৫	চর্মরোগ	২	০.৬৩
৬	পোকায় আক্রান্ত রোগ	১	০.৩১
৭	ম্যালেরিয়া	১২৯	৪০.৩১
৮	কিডনীর রোগ	২	০.৬৩
৯	যক্ষ্মারোগ	২	০.৬৩
১০	ঠান্ডা এবং কাশি	৫৭	১৭.৮১
১১	অন্যান্য	৭৯	২৪.৬৯
মোট		**৩২০**	**১০০**

সূত্রঃ হাউসহোল্ড লেভেল বেঞ্চমার্ক সার্ভে, ২০১৬।

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, উন্নত আবাসন ব্যবস্থা এবং খাদ্যতালিকায় খাবারের মান উন্নত হবে। অন্যদিকে মোটর যানবাহন, শিল্প ও ইট ভাটার ধোঁয়া নির্গমনের জন্য শ্বাসযন্ত্রের রোগ, কার্ডিয়াক রোগ এবং রক্তচাপ আরো বৃদ্ধি হতে পারে। মানুষের স্বাস্থ্য অবস্থা আরও উন্নত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে-

- ❖ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন এবং উন্নত হাউজিং অবস্থা নিশ্চিত করা।
- ❖ ভাল কর্মসংস্থান মাধ্যমে আয় বর্ধিত করনের মাধ্যমে খাদ্যতালিকাগত খাবার নিশ্চিত করা।
- ❖ মোটরযুক্ত যানবাহন এবং শিল্প সহ অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস থেকে নির্গমন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বায়ু দূষণ হ্রাস করা।
- ❖ ইট ভাটা পরিকল্পনা এলাকা প্রাঙ্গনের বাহিরে স্থাপন করতে হবে।

একই সময়ে, জনগণের সচেতনতা প্রয়োজন। উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা নিরাপদ পানি, নিরাপদ স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্নতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কোন বার্তা / সচেতনতা লাভ করেন কিনা। অধিকাংশই কোনো সচেতনতা বৃদ্ধিকারী, বার্তা / সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পাননি বলে উত্তর দেন। পৌরসভার এই বিষয়টি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে হবে।

২.৪ পৌরসভা শক্তিশালী করার জন্য

জয়পুরহাট পৌরসভা পরিবেশগত সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্ত। পৌরসভাতে কিছু ক্ষুদ্র পরিবেশগত সমস্যা দেখা দেয়। যা নিচে আলোচনা করা হয়।

- ❖ জয়পুরহাট পৌরসভার পরিবেশ গ্রীষ্মে নাতিশীতোষ্ণ ও শীতকালে ঠান্ডা এবং বৃষ্টিপাত বেশি। উচ্চ বৃষ্টিপাত এবং ঠান্ডা শীতকালের কারণে, মানুষের জীবন সমন্বয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- ❖ পৌরসভার ৩টি প্রাকৃতিক খাল ও ১টি নদী প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার মূল উৎস। যা প্রাকৃতিক নিষ্কাশন সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবে, ওই খালের বেশিরভাগ অংশ ভরাট করা হয়েছে এবং বাড়ি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
- ❖ পৌরসভাতে ২১ টি ভারী ও দূষণকারী (লাল শ্রেণী) শিল্প কারখানা রয়েছে। যারা ধীরে ধীরে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি করবে। দীর্ঘমেয়াদী হলে বায়ু দূষণ হৃদরোগ, কার্ডিও রোগ এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সহ আরো গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা করতে পারে।
- ❖ যমুনা নদী পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম সীমানা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী প্রাকৃতিক খালের সাথে সংযুক্ত হয় নি। ফলস্বরূপ, ফলে মারাত্মক জলাবদ্ধতা সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে।
- ❖ নির্বিচারে আবাস নির্মাণ পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকায় ড্রেনেজ কনজেশন তৈরি করে। এই ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলি বন্ধুরতা তৈরি করছে এবং গ্রীষ্মের সময় বৃষ্টির পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধা দিচ্ছে।

২.৪.১ সমস্যা প্রশমনের ব্যবস্থা

পৌরসভাতে শব্দ দূষণ মূলতঃ তিন হুইলার, করাত কল এবং চালের হাসকিং মিল থেকে উৎপন্ন শব্দ দ্বারা হচ্ছে। পানি দূষণে "আর্সেনিক" হুমকিস্বরুপ। বায়ু দূষণ প্রধানত যানবাহন, চাতাল, শস্য কল, চালের হাসকিং মিল এবং আসবাবপত্রের দোকান থেকে নির্গত ধুলো দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও বন্যার সময় সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় পানি দূষিত হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। বিভিন্ন রোগ যেমন আমাশয়, ডায়রিয়া ইত্যাদি এই স্বাস্থ্য ঝুঁকির প্রধান উৎস। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে, খাল থেকে বহিরাগত আকস্মিক বন্যা পরিবেশের জন্য আরেকটি হুমকি। এর উপরে পরিবর্তনশীল পরিবেশ পৌরসভার জন্য উদ্বেগের বিষয়। বাস্তবমুখী পরিকল্পনা এবং সঠিক সমাধান পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিতে হবে।

তবে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সেতু / কালভার্ট, আবাসন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারের মত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভূমি ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন হবে। কৃষিজমি শহুরে বা আধা শহুরে এলাকায় রূপান্তরিত হবে। বিদ্যমান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হবে; জলাশয় ভরাট হয়ে পড়বে এবং নগরায়নের কারণে মাটি ভরাটের ফলে প্রাকৃতিক ঢাল নষ্ট হয়ে পড়বে। অতএব, প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে এসকল বিষয় মহাপরিকল্পনা, কাঠামো পরিকল্পনা ও কার্যকরী বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি টেকসই ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে, বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশ বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করতে হবে।

২.৪.২ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রস্তুতি

ঝুঁকি মূল্যায়ন একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং একটি বিপত্তি ঘটলে কি ঘটতে পারে তা বিশ্লেষণ করার একটি প্রক্রিয়া। দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য একটি বিপত্তির সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও ঝুঁকির সঠিক মূল্যায়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, সেই এলাকার জন্য একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এফ জি ডি হতে পাওয়া যায় নেত্রকোনা পৌরসভার জন্য কোনও নির্দিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেই।

জয়পুরহাট পরিবেশ দূষণের আওতায় রয়েছে কারণ এখানে বর্তমানে নগরায়ন সংঘটিত হচ্ছে। এর ফলে এখানে জনঘনত্বের সাথে যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যানবাহনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং, নগরের বায়ু দূষণ এবং এই এলাকার বায়ুতে স্বল্প মাত্রার কণাকার পদার্থের (এসপিএম) উপস্থিতি রয়েছে। একইভাবে পৌরসভায় শব্দ দূষণ বিদ্যমান রয়েছে। মাটি দূষণের জন্য প্রধানত কৃষিকাজে কীটনাশক ব্যবহার এবং জলাধারের সাথে সংযুক্ত ড্রেনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত মনুষ্য বর্জ্য দায়ী।

পৌরসভার সমস্ত পয়:বর্জ্যগুলি শেষ পর্যন্ত খাল ও অন্যান্য জলাধারের মাধ্যমে নদীতে গিয়ে পড়ে এবং নদীর পানি দূষিত করে। বস্তি এলাকায় পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ কারণ এখানে বেশিরভাগ ল্যাট্রিনই অস্বাস্থ্যকর।

দূষণের আরেকটি প্রধান উৎস অপরিকল্পিত কঠিন বর্জ্য। পারিবারিক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গৃহস্থালির বর্জ্য সাধারণত কাছাকাছি খোলা জায়গায় ফেলা হয় (উত্তরদাতাদের ৫৯% অনুসারে)। শুধুমাত্র ১৫% উত্তরদাতাকে ঘরের দরজা থেকে বর্জ্য সংগ্রহের পরিষেবাসমূহের সাথে যুক্ত করা হয়, ৭৫% বর্জ্য ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে, ২% তাদের বর্জ্যকে নর্দমাগুলিতে নিক্ষেপ করে এবং ৮% বর্জ্যকে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। ২.৯০ একরের সঙ্গে একটি ডাম্পিং এলাকা আছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা ভাল নয়। কর্তৃপক্ষ ২-৩ দিন পর বর্জ্য সংগ্রহ করে।

২.৪.৩ ওয়ার্ড ভিত্তিক ঝুঁকি (Vulnerability) মূল্যায়ন

জয়পুরহাট পৌরসভা এর ওয়ার্ড অনুযায়ী ঝুঁকি হিসাব এই অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং আলোচনার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ওয়ার্ড নং ২ তে সর্বোচ্চ ঝুঁকি পাওয়া গেছে, দ্বিতীয় কম ঝুঁকি ওয়ার্ড নং ৩ এ পাওয়া গেছে। এই ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা সমস্যা আছে। অন্যান্য ওয়ার্ডে ঝুঁকি কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম।

কমিউনিটিগুলি এবং পৌরসভা দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকিগুলি বোঝা জাতীয় প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য। এই গবেষণায় জাতিগত প্রস্তুতির প্রথম দুটি উপাদানগুলি সমর্থন করার জন্য কমিউনিটিগুলির জন্য একটি সাধারণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি প্রদান করে: ১) ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন; এবং ২) ক্ষমতা প্রয়োজন অনুমান। এটি বিদ্যমান স্থানীয়, রাষ্ট্র, উপজাতীয়, এবং আঞ্চলিক বিপত্তি সনাক্তকরণ এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপর বিস্তৃত, যা জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে এবং আমাদের জাতির মুখোমুখি হওয়া দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সহ ঝুঁকিগুলির সম্পূর্ণ পরিসরের যৌথ বোঝার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। অন্যান্য বিশেষ ঝুঁকি মূল্যায়নগুলির পাশাপাশি একটি সমন্বিত জাতীয় ঝুঁকিপূর্ণ চিত্র সরবরাহ করে, যা ঘটাতে জাতীয় নিরাপত্তা প্রস্তুতির লক্ষ্য অর্জন করে, যাতে সমগ্র সম্প্রদায় জুড়ে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, প্রশমন, প্রতিক্রিয়া, এবং সবচেয়ে বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন হুমকি এবং ঝুঁকি থেকে পুনরুদ্ধার করে।

জাতীয় প্রস্তুতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমগ্র সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়, সংগঠন, সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যে ঝুঁকিগুলি তারা মুখোমুখি এবং তাদের ভূমিকা এবং প্রতিরোধ, সুরক্ষা, ক্ষয়ক্ষতি, প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে সে সম্পর্কে সম্প্রদায়গুলিকে শিক্ষিত করলে আরও ভালো হবে।

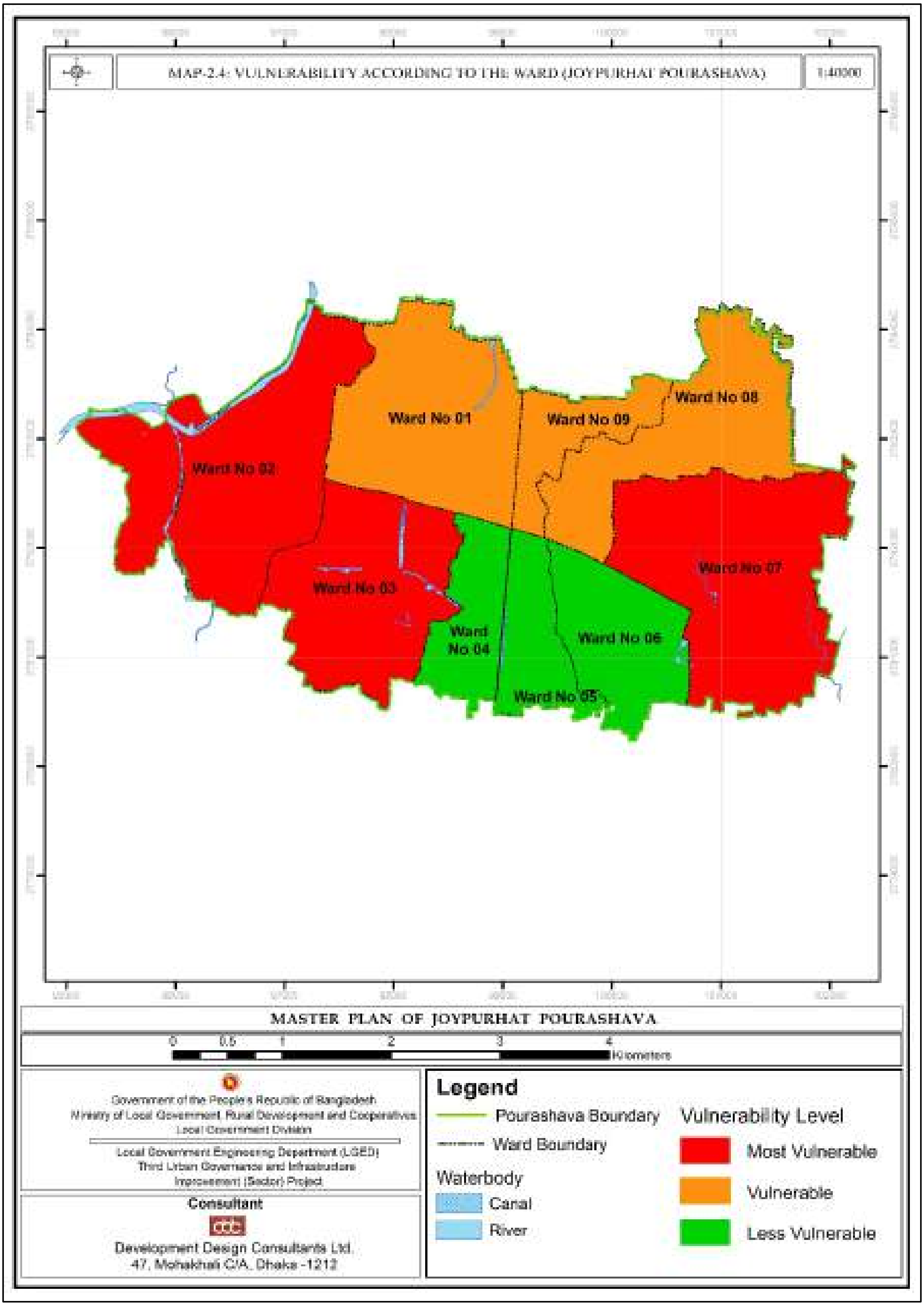

মানচিত্র- ২.৪: ওয়ার্ড অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকির অবস্থা

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক তৈরিকৃত, ২০১৮

অধ্যায়- ০৩: পরিবেশ দূষণ ও প্রশমন

৩.১ বায়ু, পানি এবং শব্দ দূষণের কারণ

৩.১.১ বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণ রাসায়নিক, কণাযুক্ত বস্তু বা জৈব পদার্থের কারণে ঘটে থাকে যা মানুষের বা অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর ক্ষতি বা অস্বস্তি বা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

অগভীর ইঞ্জিন চালিত যানবাহনগুলির চলাচল (নচিমন / কারিমন) বায়ু দূষণের জন্য দায়ী কারন এরা জ্বালানী হিসাবে ডিজেল ব্যবহার করে থাকে। ডিজেল পার্টিকুলেট মেটার (ডিপিএম) এর মধ্যে ডিজেল কণা ও অ্যারোসলের মধ্যে ছাইয়ের কণা, ধাতব কণা, সালফেটস এবং সিলিকেট অন্তর্ভুক্ত। ছোট আকারের কণাগুলি নি:শ্বাসের মাধ্যমে সহজেই ফুসফুসে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগ যেমন মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা হালকা ভাব, বমিভাব, কাশি, শ্রমসাধ্য শ্বাস নেয়া, বুকের ব্যাথা এবং চোখ, নাক ও গলা জ্বালা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এই কণাগুলির সংস্পর্শে আসলে কার্ডিওভাসকুলার রোগ, কার্ডিওপুলোমারী রোগ এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি হতে পারে।

পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে **১১** টি ওয়ার্কশপ, **১** টি ধাতব শিল্প, **১** টি রাসায়নিক এবং **১** টি সিমেন্ট শিল্প রয়েছে। মিলে ধান ভানার আগে চাল সিদ্ধ করা হয়। মিলের ফুটন্ত চুল্লীর মধ্যে জ্বালানি হিসেবে কাঠ, ধানের গুড়া, শাঁস বা কাঠের মিহি গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। চিমনির মাধ্যমে মুক্ত ধোঁয়া এবং গরম গ্যাস ব্যাপক বায়ু দূষণ করে। হাসকিং এর সময়কালে, মিলগুলি বায়ুতে ধুলো ছেড়ে দেয় এবং কাছাকাছি পরিবেশকে দূষিত করে। এসব মিলের কোনো শোধনাগার নেই। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এখনো সেই শিল্পগুলিতে শোধনাগার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

৩.১.২ পানি দূষণ

প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে শারিরিক, রাসায়নিক ও মাইক্রোবায়োলজিকাল গঠন পরিবর্তিত হলে পানি দূষিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত পানিকে বর্জ্য পানি বা ড্রেনের ময়লা পানি বলা হয়। যদি এসব পানি জলাধারে যাওয়ার পূর্বে শোধন করা না হয়, তবে গুরুতর দূষণ হতে পারে। নগর, শিল্প এলাকা, কৃষি জমি ও খনি থেকে প্রবাহিত বৃষ্টির পানি পুনরায় নদী, খাল বা পুকুরে ফিরে আসে তাহলে হতে পারে আবার পানি দূষণ।

জয়পুরহাট পৌরসভায় পুকুর, খাল ও নদী ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত পানির উৎস। ভূ-পৃষ্ঠের পানি মূলতঃ রাসায়নিক পদার্থমুক্ত থাকে। তবে শস্যখেতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার এই পানি উৎসকে দূষিত করছে। বৃষ্টির পানি এই রাসায়নিক পদার্থ ধুয়ে নিয়ে নিকটবর্তী পানির উৎসে নিয়ে যায় যার ফলে পানি দূষিত হয়। এখনও ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

১৯৬৭ সালে, ডিপিএইচই রাজশাহী বিভাগের ভূগর্ভস্থ পানির বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করেছে। এই গবেষণায় তারা দুই দিক থেকে জয়পুরহাটের ভূগর্ভস্থ পানির বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করেছিল। যে গবেষণা থেকে সংগৃহীত তথ্য নীচে দেওয়া হয়।

সারণী-৩.১: জয়পুরহাট পৌরসভার ভূত্বকীয় অবস্থা

কেন্দ্র	কুয়া নং	কুয়ার ব্যস (ইঞ্চি)	কুয়ার গভীরতা (ফুট)	পানির তাপমাত্রা (ফারেনহাইট)	PH	আয়রন	ক্লোরাইড	দৃঢ়তা (Hardness)		$CaCO_3$ হিসাবে ক্ষারীয়তা		মোট ক্ষয়প্রাপ্ত	গণনাকৃত CO_2
								ক্যালসিয়াম	মোট	P	মোট		
					(মিলিগ্রাম/লিটার)								
জয়পুরহাট	৭	১.৫	২১০	৮৫	১১	১০.৫	১০.৮	২৮৪	৪০৪	০	৪২০	৪৩০	৫৮
জয়পুরহাট	১	২.০	২১০	৮৪	১১	১০.৮	১.৩	৩০৪	৪০৮	০	৪৩২	৪৭৫	৭৫

সূত্র: এসআরডিআই ডিপিএইচই থেকে অভিযোজিত।

জয়পুরহাটের ভূত্বকত্বের পরিমাণ আয়রন এবং ম্যাগানিজের স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল। পানির তাপমাত্রা পানীয়ের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত। ইসিআর'৯৭ দ্বারা স্থির জলমানের PH স্ট্যান্ডার্ড মানের মধ্যে আছে। এর মতে, ভূ-পৃষ্ঠের PH মাত্রা ৬.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে হওয়া উচিত। লোহার মত অন্যান্য উপকরণ মান স্ট্যান্ডার্ড সীমার উপরে।

পৌরসভার মতে, পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক থেকে মুক্ত। অন্যদিকে, আয়রন স্তর ২ পিপিএম / এল থেকে ৯ পিপিএম / এল আকারে পরিবর্তিত হয় এবং ম্যাগানিজ স্তর ১.৬-৩.৫ পিপিএম / এল (উৎস: জয়পুরহাট পৌরসভা)।

৩.১.৩ শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণ, মূলত: অপ্রীতিকর মনুষ্য, প্রাণী বা মেশিন দ্বারা তৈরি শব্দ যা মানুষের ও প্রাণীকূলের কার্যকলাপ বা ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। শব্দ দূষণের একটি প্রধান কারণ মোটর যানবাহন। অন্যান্য উৎসগুলি হচ্ছে গাড়ী অ্যালার্ম, অফিস সরঞ্জাম, কারখানা যন্ত্রপাতি, নির্মাণ কাজ, অডিও বিনোদন সিস্টেম, লাউডস্পিকার এবং শোরগোল। পৌরসভার, ইঞ্জিন চালিত রিক্সা এবং বিদ্যুৎ চালিত অটোরিকশাগুলি স্থানীয় রাস্তাগুলিতে চলছে। তারা পৌরসভার মাধ্যমে বা বাইরে ভ্রমণের জন্য প্রধান পরিবহন মোড। সড়কগুলিতে তাদের কর্মক্ষম সময়গুলিতে ইঞ্জিন উৎপন্ন শব্দগুলি শব্দ দূষণের উৎস হিসাবে কাজ করে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এসব যানবাহন চলাচল সীমিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নেত্রকোনা পৌরসভাতে অবস্থিত সাউন্ড মিল ও ওয়ার্কশপগুলি থেকে উৎপন্ন শব্দগুলিও শব্দগত দূষণের উৎস।

৩.১.৪ আর্সেনিক

জয়পুরহাট পৌরসভা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পাম্প হাউস, ব্যক্তিগত ঘর সংযোগ এবং নলকূপ দ্বারা গঠিত। পৌরসভার মতে, পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আর্সেনিক থেকে মুক্ত।

৩.২ পরিবেশ দূষণ নিরসনের ব্যবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা

জয়পুরহাট পৌরসভার পূর্বে চিহ্নিত পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য নিুলিখিত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হবে।

<u>শীর্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিশ্রুতি</u>

একটি দুর্যোগ প্রশমন পরিকল্পনা সফল হওয়ার জন্য, পরিকল্পনাটির কেন্দ্রীয় দায়িত্ব অবশ্যই শীর্ষ ব্যবস্থাপনার উপর ন্যস্ত হবে এবং এদের অবশ্যই সমন্বয় সাধন এবং পৌরসভায় এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, কার্যকর প্রশমন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সময় এবং সম্পদ সংস্থান করার জন্য শীর্ষ ব্যবস্থাপনা দায়ী থাকবে। আবশ্যক সম্পদ সংস্থানের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সকল কর্মীদের প্রচেষ্টা অর্ন্তভুক্ত থাকতে হবে।

পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠা

পরিকল্পনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি পরিকল্পনা কমিটি নিয়ুক্ত করা হবে। পরিকল্পনা কমিটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সব কার্যকরী এলাকায় প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মূল কমিটির সদস্যরা সাধারণত অপারেশন ম্যানেজার এবং ডেটা প্রসেসিং ম্যানেজারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কমিটি পরিকল্পনার সুযোগও নির্ধারণ করে।

প্রক্রিয়াকরণ এবং অপারেশন জন্য অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য মূল্যায়ন করতে হবে। অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে অসীম সম্পদ থাকে না এবং সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড অবশ্যই নির্ধারণ করা উচিত। অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সময় প্রায়শই কিছু বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়, যেমন- কার্যকরী কর্মকান্ড, প্রধান কর্মী এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ, তথ্য প্রবাহ, ব্যবহৃত প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, পরিষেবা সরবরাহ করা, বিদ্যমান নথিপত্র, ঐতিহাসিক রেকর্ড এবং জাতীয় নীতি ও কৌশল।

প্রক্রিয়াকরণ ও কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে জটিলতা এড়িয়ে কিভাবে পৌরসভা এবং অন্যান্য সংস্থা সর্বাধিক সময় তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে। একটি ক্রিটিকাল সিস্টেম বলতে বোঝায় এমন প্রক্রিয়া যাতে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড একটি সমন্বিত উপায়ে সম্পন্ন করা যায়। পৌরসভার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সম্পন্নকৃত কাজের একটি নথি তৈরি করতে হবে। প্রধান কর্মকান্ডের তালিকা তৈরি হয়ে গেলে, অপারেশন এবং প্রক্রিয়াগুলি অত্যাবশ্যক, গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য হিসাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

তথ্য সংগ্রহ

প্রস্তাবিত তথ্য সংগ্রহের উপকরণ এবং ডকুমেন্টেশনের মধ্যে রয়েছে কর্মচারী ব্যাকআপ অবস্থান তালিকা, চেকলিস্ট, সরঞ্জাম, ডকুমেন্টেশন, অফিস সরঞ্জাম, ফর্ম, ওয়ার্কগ্রুপ এবং মাইক্রো-কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার, বিতরণ নিবন্ধন, সফটওয়্যার এবং ডেটা ফাইল ব্যাকআপ / ধারণার মতো বিভিন্ন তালিকা সময়সূচী, উপকরণ এবং ডকুমেন্টেশন। প্রাক-বিন্যস্ত ফর্মগুলি প্রায়শই ডেটা সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

একটি লিখিত পরিকল্পনা সংগঠন এবং নথিভুক্তকরণ

এরপরে, পরিকল্পনার একটি রূপরেখা বিস্তারিত পদ্ধতিগুলির উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করা হবে। শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুমোদন। পরিশেষে চূড়ান্ত সংশোধন করার পরে রূপরেখাটি সারণির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির অন্য চারটি সুবিধা হল -

১) এটি বিস্তারিত পদ্ধতি সংগঠিত করতে সাহায্য করে,
২) প্রকৃত লিখন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে সমস্ত প্রধান পদক্ষেপ চিহ্নিত করে,
৩) অবাঞ্ছিত পদ্ধতিগুলিকে সনাক্ত করে যা একবার লিখতে হবে,
৪) পদ্ধতির উন্নয়ন জন্য একটি উপায় বের করে দেয়।

দূষণ প্রশমন পরিকল্পনার একটি আদর্শ বিন্যাস বিকাশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হল উক্ত পদ্ধতির বিস্তারিত লিখন এবং অন্যান্য তথ্যগুলির ডকুমেন্টেশন যা পরে পরিকল্পনাটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এই দূষণ পরিকল্পনা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস অনুসরণ করে এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

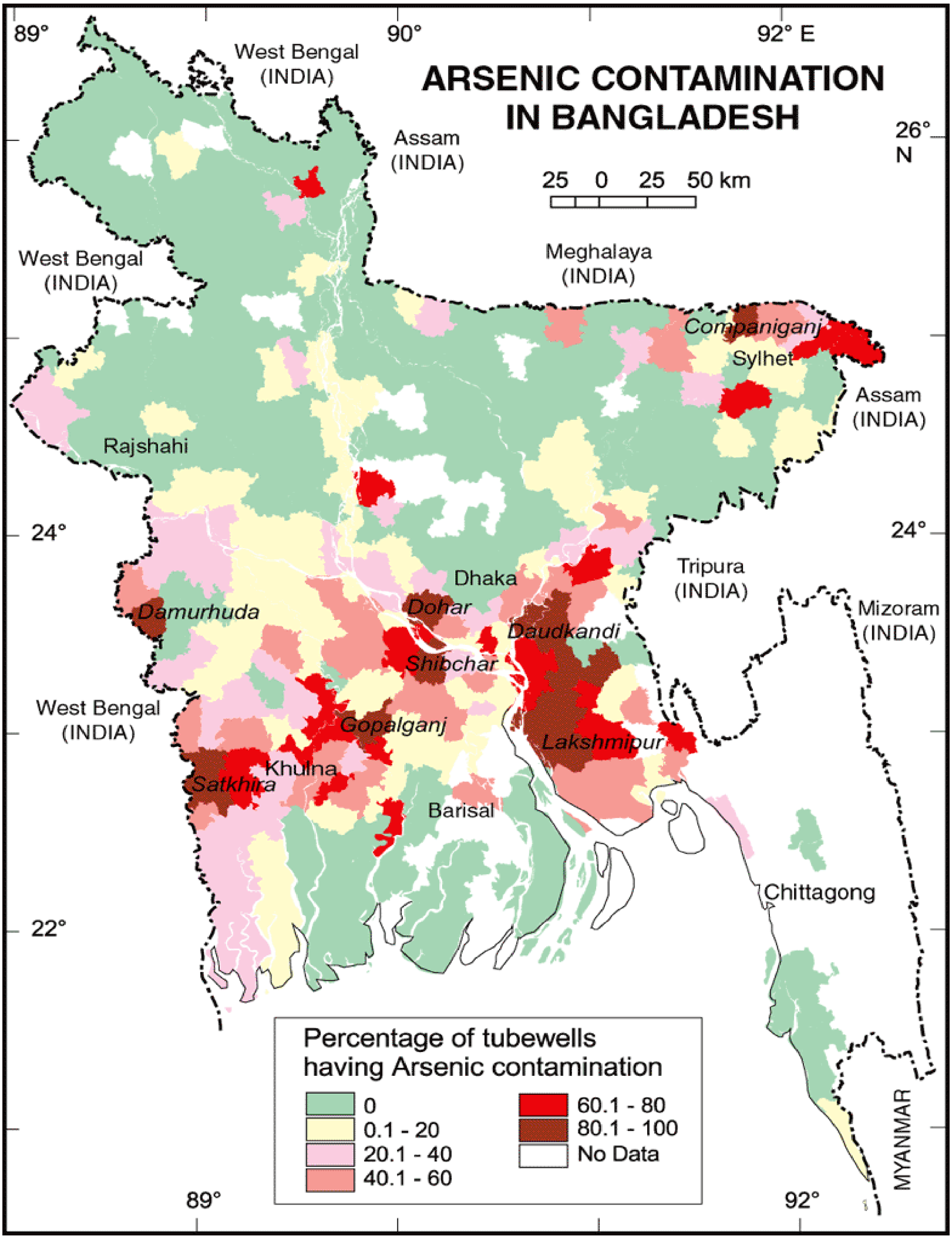

মানচিত্র - ৩.১: বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ। সূত্র: ডিপিএইচই, ২০১৭

টেস্টিং মানদণ্ড এবং পদ্ধতি তৈরী

দূষণ পরিকল্পনা পরীক্ষা করার পদ্ধতির সঙ্গে ডকুমেন্টেশন অন্তর্ভুক্ত। পরীক্ষার সংস্থাটি নিশ্চিত করবে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি পরিকল্পনাটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। টেস্টিং এর জন্য অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কারণসমূহ-

- বিকল্প সুবিধা এবং পদ্ধতির সম্ভাব্যতা এবং সামঞ্জস্য নির্ধারণ।
- যে পরিকল্পনাগুলো পরিবর্তন প্রয়োজন তা সনাক্তকরণ।
- দলের ম্যানেজার এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পৌরসভা / প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা প্রদর্শন করা।
- দূষণ পরিকল্পনা পরিচালনা এবং নতুনিকরনের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করা।

পরিকল্পনা অনুমোদন প্রাপ্তি

একবার দূষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত হওয়ার পরে পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিষদে জমা দেওয়া হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা নথি প্রণয়ন নিশ্চিত করা শীর্ষ ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনা পরিষদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে-

১) পরিকল্পনার জন্য নীতি, পদ্ধতি এবং দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা।
২) প্রতি বছর প্রণীত পরিকল্পনার লিখিত পর্যালোচনা এবং অনুমোদন।

পরিকল্পনা হালনাগাদ

বার্ষিক আপডেটের সুপারিশ করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কিন্তু কিছু শিল্প বা সংস্থার আরও ঘন ঘন আপডেট প্রয়োজন পড়ে থাকে। প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য, দূষণ পরিকল্পনা সমস্ত ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। প্রতিটি নতুন পণ্য প্রবর্তন এবং প্রতিটি নতুন সিস্টেম উন্নয়নের সময়ে এই পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

অধ্যায়- ০৪: পরিবেশগত উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ

৪.১ কৃষিকাজে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যবস্থায় তথাকথিত সবুজ বিপ্লব ১৯৬০ এর মাঝামাঝি সময়ে চালু করা হয়েছিল। রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন, বিশেষ করে চালের বীজ (উচ্চ ফলন বিশিষ্ট) এর মাধ্যমে বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যার ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ফলপ্রসূ অবদান রেখেছে যদিও রাসায়নিক উপাদান ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে পরিবেশগত অবনতি সংঘটিত হচ্ছে। গত কয়েক দশক ধরে কীটনাশকের ব্যবহার প্রতি একর ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর দাম ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০5 এবং ২০১০ সালের মধ্যে, কীটনাশকের বিক্রয় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৪ টি বাণিজ্য নামক ৮৪ টি কীটনাশক সক্রিয় উপাদান নিবন্ধিত হয়েছে। মোট কীটনাশক এর ৮০% বেশি চালের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ ও কৃষি শ্রমিক ও ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। কীটনাশকগুলি ভূপৃষ্ঠ ও জলাধার দূষিত করে এবং মাছ সহ অন্যান্য জলজ জীব এবং বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করে।

ফসল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে প্রধান অবদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কীটনাশক ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের পানি, মাটি এবং খাদ্যের দূষণ এবং বন্যপ্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব রাখছে। কৃষকরা প্রায়শই এক ফসলের ঋতুতে পাঁচ থেকে ছয় বার অরগানোফোসফেটস এবং অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক (যেমন ডিডিটি, লিন্ডেন এবং টঞ্জফেন) মতো বিপজ্জনক কীটনাশক স্প্রে করেন তবে কেবলমাত্র দুটি স্প্রে যথেষ্ট হতে পারে। সেচ খালগুলিতে ধান ক্ষেতের পানি নিষ্কাশন করার ফলে নদী ও হ্রদ দূষিত হচ্ছে। জল দ্বারা বাহিত অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ এবং প্রাণী, মাটিতে মিশে এবং ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে। কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে মাছের মতো উপকারী প্রাণীর সমস্যা তৈরী করে।

বাংলাদেশে কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার ১৯৫৭ সালে চালু করা হয় এবং ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সরকার বিনামূল্যে কৃষকদের কাছে ডিডিটি ও বিএইচসি বিতরণ করে। কীটনাশক কৃষকদের পক্ষে দুটি কারণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে; প্রথমত, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত এবং দৃশ্যমান প্রভাব এবং দ্বিতীয়ত, কোন খরচ করতে হয়না। ১৯৭৪ সালে ৫০% ভর্তুকি হ্রাস করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমানে, ২৪,৫৪০.৪০ মেট্রিক টন বাণিজ্যিক কীটনাশক বার্ষিকভাবে চাল, চা, পাট, আখ এবং সবজি চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় ৭০% কীটনাশক চাল উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। চালের উপর কীটনাশক ব্যবহার করে প্রায়শই কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়, তবে মাঝে মাঝে ছত্রাকের ব্যবহার হয়। ২০১০ সালে, প্রায় ৯০% কীটনাশক চালে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশকের বর্ধিত ব্যবহারে প্রাথমিকভাবে দুটি উদ্বেগ দেখা দেয়:

- খামার শ্রমিকদের পাশাপাশি অন্যান্য কীটনাশকের উন্মুক্ত পরিবেশে প্রতিকূল প্রভাব।
- দূষিত ভূগর্ভস্থ পানি এবং পৃষ্ঠের পানি, পানি ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি অন্তর্দেশীয় মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের ক্ষতি করে।

কীটনাশক ও সার ব্যবহার করার কারণে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। স্থানীয় মাছ প্রজাতির জনসংখ্যা এখন বিপন্ন এবং ঐতিহ্যগত মাছ অদৃশ্য হয়ে গেছে। চাল এবং সবজিতে কীটনাশক ব্যবহারের কারণে পাখি এবং অন্যান্য ছোট বন্য প্রাণী ব্যাপক বিস্তারের হুমকিতে রয়েছে। চালের অধিকাংশ কৃষক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও কীটনাশক প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। যখন কোন প্রকৃত প্রয়োজন নেই তখন তারা কীটনাশক প্রয়োগ করে বা ভুল রাসায়নিক পদার্থ ভুল ডোজ এবং ভুল পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। ফলস্বরূপ, তারা সহজেই উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে এবং ফসলের ক্ষতি করে।

ধারণা করা হয় যে কীটনাশক এর অবশিষ্টাংশ জলাধার, বিশেষ করে সেচ ড্রেন, অবশেষে পুকুর এবং নদীকে দূষিত করে। কৃষকদের এবং অন্যান্য মানুষের উপর কীটনাশকের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন কারণ যেমন দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য প্রভাবের জন্য দায়ী করা হয়; অনুপযুক্ত ব্যাবস্থাপনা, প্রতিরক্ষামূলক পরিমাপের অভাব, অনুপযুক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতি, অপ্রচলিত কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার ইত্যাদি।

৪.১.১ ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক কীটনাশক এর ব্যবহার

বাংলাদেশের কৃষকরা শীতকালে চাল উৎপাদনে ২১ টি বাণিজ্যিক নামসহ মোট ১৫ টি সক্রিয় উপাদান ব্যবহার করে। ১৫ টি উপাদানের মধ্যে ৩ টি ছত্রাক ও ১২ টি কীটনাশক। বেশিরভাগ কীটনাশক স্টীম বোরার, সবুজ ফড়িং, ঘাস ফড়িং এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পতঙ্গ বিনষ্ট করতে ব্যবহার করা হয়। ছত্রাকের বীজতলা এবং বিস্ফোরণ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করে। কীটনাশক ব্যবহার ফসল উৎপাদনের সময় ভেদে প্রতি ১ থেকে ৪ স্প্রে করা হয় যা উচ্চ নয়। প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১ কেজি / লিটার থেকে ১০ কেজি বা লিটার পর্যন্ত ব্যবহিত হয়। তারা ডিলারের কাছ থেকে কীটনাশক ব্যবহার হার এবং অনুপাত সম্পর্কে জ্ঞান আছে এবং তারা কীটনাশকের খরচ বিবেচনা করে।

কৃষকেরা সমান সংখ্যক অরগানোফোসফেটস এবং কার্বনেট কীটনাশক এবং প্যারাথেরয়েড ব্যবহার করে। সৌভাগ্যবশত, কৃষকেরা কোনও অর্গানোক্লোরাইন ব্যবহার করেনা। বাংলাদেশী চাল চাষীর বেশিরভাগ Ia, Ib এবং II কীটনাশক ব্যবহার করে যা WHO (World Health Organization) দ্বারা যথাক্রমে অত্যন্ত এবং মাঝারি বিপজ্জনক হিসেবে শনাক্ত করেছে। তারা প্রায় সবকটি কার্বনেট কীটনাশক ব্যবহার করে পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। কৃষকরা WHO ক্যাটাগরি স্টেম বোরর, আগ্রিফুরান, কার্বোফুরান, লিফ হপার, বায়স্টোরিন, ডিফোলিওটার, সানফুরান, ঘাস হপার, ফুরাডান, রাইস বাগ, গল মিডজ, বাশুদিন, ডাইঅক্সাথিন, প্ল্যান্ট হপার, গ্রীন লিফ হপার, কারাতে, সাইহোলোথ্রিন, ডিফোলিওটারস, সাইম্বুশ, সাইপ্রমথ্রিন, রাইস হেপা, রিপকর্ড, ডিয়াজিনন, ডিয়াজিনন থ্রিপস, নোগজ, লিফ রোলার, সুমিথিয়ন, ফেনেট্রোথিয়ন, মনটফ, মনোক্রোকটোফোস, থ্রিপস, মাল্যাথিয়ন, ব্রাউন ঘাস, ফাইফানন, ডাইমক্রন , ফসফ্যামিডন, কার্টাপ, ফুসফুসাইড, ব্লাস্ট, হিনসন, এডিফেনফোস, শেথ ব্লাইট, কারবেন্দামিম এবং প্রোপিকনজোল। কৃষকদের দ্বারা ফসলের ঋতুতে প্রথমবারের মত প্রয়োগের পরিমাণ = ১১%, দ্বিতীয় বার = ১১%, তৃতীয় সময় = ৫৯% এবং চতুর্থ সময় = ১৯%। কৃষকদের প্রায় ৪৪% কীটনাশক বসুডিন ১০এ এবং অরগানোফোসফেটস এর পরে ডাইমক্রন (৩৪%) এবং বায়ার্কব ৫০০ ইসি (২৬%) ব্যবহার করে। ফেনসিডিস নওন ৪৪% কৃষক ব্যবহার করে। বসুডিন একটি অপ্রচলিত কীটনাশক, বাংলাদেশের কৃষকদের একটি বড় অংশের দ্বারা ব্যবহার করা হয় এবং কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে গড় ব্যবহার হারও বেশি। মনোক্রোটোফোস এবং ডিডিভিপি তাদের বিস্তৃত বর্ণালী বিষাক্ততার জন্যও পরিচিত। সর্বাধিক ব্যবহৃত ফুসফুসের নোইন ৫০ ওয়াপ একটি কার্বোনেট, এটি সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তীব্র বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

৪.১.২ ফসল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহার

কৃষকদের বৃহত্তম সংখ্যক প্রাথমিক পর্যায়ে (৩০%) পরবর্তীকালে বুটিং পর্যায়ে কীটনাশক ব্যবহার করে। ফসল বৃদ্ধির পর্যায়ে কীটপতঙ্গ আক্রমণে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল, তাই কৃষকরা প্রাথমিক ভাবে এবং পরবর্রুতীতে বুট, ফুল ধরা এবং মিল্কির পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করেন। স্টেম বোরর, লিফ হপার এবং উদ্ভিদ হপার এর মতো কীটপতঙ্গ এই পর্যায়ে ধ্বংস করা হয়। রাইস হিপার উপদ্রব পরিপক্ক পর্যায়ে চালের আক্রমণের প্রধান কীট। বাংলাদেশে ১২% এরও বেশি কৃষক ধান চাষের এই পর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ করেন। দশ শতাংশ কৃষক নার্সারি পর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ করেন যা থ্রিপ, ডিফোলিওটার, স্টেম বোরর, হরিণ পাতার হপার এবং উদ্ভিদ হপারের জন্য সংবেদনশীল।

৪.১.৩ প্রয়োগ পদ্ধতি

বাংলাদেশের প্রায় ৫৭% কৃষক ফসলের ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রয়োগের জন্য হাত স্প্রেয়ার এবং ৮% নপ্যাকাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট ১৮% কৃষক সম্প্রসারিত পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং ১৬% অন্যান্য সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে। তারা যে স্প্রেয়ার ব্যবহার করে সেট্টি অবস্থা অবস্থা করুণ। হাত স্প্রেয়ার যারা ব্যবহার করে তাদের ঝুড়ির সঙ্গে একটি ধারক থাকে কীটনাশক ছিটিয়ে ।দেয়ার জন্য বেশিরভাগ কৃষকের নিজস্ব কোন স্প্রেয়ার নেই; তারা অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকদের কাছ থেকে এটি ধার করেন। স্প্রেয়ার ব্যবহার এবং সতর্কতা সম্পর্কে তাদের কোন প্রশিক্ষণ নেই। তাই স্প্রে ব্যবহারে উচ্চ ঝুঁকি বহন করে। কৃষকেরা একটি খোলা বাটি বা ঝুড়ি রাখা এবং খালি হাত ও পা ব্যবহার করে কীটনাশক প্রয়োগ করে। তাদের ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতি খুব অবৈজ্ঞানিক। উদাহরণস্বরূপ, তারা ফসল ক্ষেত্রে কীটনাশক ছিটায়। এই পদ্ধতিতে, সাধারণত কীটনাশকটি একটি খোলা বাটিতে পানি দিয়ে মেশানো হয় অথবা তারপরে বড় খেজুর পাতা ভেজানো হয় এবং ফসল উদ্ভিদে ছিটানো হয়। মিশ্রণ ও ছিটানোর সময় পরিবেশ দূষিত হয়। কোন কৃষক সুরক্ষা গ্লাভস ব্যবহার ।করে না। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কীটনাশক এজেন্ট এবং লিফলেটের মতে, পরিমাপক ইউনিটটি ব্যবহার যোগ্য।

৪.১.৪ কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহার

বাংলাদেশে কৃষি জমিতে কীটনাশক দেরীতে প্রবর্তনের কারণে কৃষক কীটনাশক ছাড়া অন্যান্য সনাতন পদ্ধতি কীট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করেন। এই ক্ষেত্রে, তারা কীটনাশক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় জ্ঞান ব্যবহার করে, বিশেষ করে উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়। অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে, ৪০% কৃষক রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার হিসাবে ফসল ঘূর্ণন ব্যবহার করে, ১৯% সময়মত রোপণ এবং ১৫% প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার করে। চালের কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র ২% কৃষক ইন্টিগ্রেটেড কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশল ব্যবহার করে। জৈব নিয়ন্ত্রন মানে তারা পোকামাকড় খাওয়ার জন্য পাখি ব্যবহার করে। অবশিষ্ট ১২% কৃষক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে সাবান, কেরোসিন তেল, হালকা এবং নেট ফাঁদ হিসাবে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণে তারা পোকামাকরের লার্ভা হাত দ্বারাও টেনে নেয়।

<u>পরিবেশগত প্রভাব</u>

- প্রচুর বিষাক্ত কীটনাশকের প্রভাবে পাখি, মাছ এবং উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।
- কীটনাশকের ভারসাম্যহীন ব্যবহারটি বাস্তুতন্ত্রকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে।
- অত্যন্ত বিষাক্ত কীটনাশকের ক্রমাগত ব্যবহার দ্বারা মূল্যবান প্রজাতির ঔষধি গাছের বিলুপ্তি ঘটে।
- অনেক মাছ কীটনাশক প্রভাব দ্বারা অনেক মাছের রোগ সৃষ্ট হয়।

<u>মাটির উপর প্রভাব</u>

- ফসলের ক্ষেত্রে বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রয়োগ মাটিতে অবস্থিত জীবাণুগুলিকে ক্ষতি করে যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে।
- প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার মাটির বিষাক্ততার জন্য দায়ী।
- অনেক কীটনাশক (যেমন, ডিডিটি, অ্যালড্রিন, হেপাটক্লার, ডিলরিন এবং ক্লোডেন) মাটিতে অপরিবর্তিত থাকে।

<u>পানির উপর প্রভাব</u>

- দীর্ঘমেয়াদী কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার এবং কীটনাশকের অব্যবহৃত অংশ পানির সাথে মিশে পরিবেশ দূষিত করতে পারে।
- সেচ জলের সাথে মিশ্রিত কীটনাশক নদী, খাল ইত্যাদি এবং ফসলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রভাব দ্বারা অনেক মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায়।
- ফসলের মাটি থেকে কীটনাশক লিচিং দ্বারা ভূগর্ভের পানি দূষিত হচ্ছে।

বায়ু এবং স্বাস্থ্য উপর প্রভাব

- সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে বিষাক্ত কীটনাশকের দ্বারা প্রয়োগকারীর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- কীটনাশক ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ দেখা যেতে পারে।
- কীটনাশকের স্প্রে সময়কালে স্প্রে ড্রিফ্‌ট দ্বারা বায়ু দূষিত হচ্ছে যা প্রয়োগকারীর প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।
- পাট চাষে ব্যবহৃত কীটনাশক বাতাসে উন্মুক্ত এবং আশেপাশের পরিবেশকে দূষিত করে।

৪.১.৫ নিয়ন্ত্রণ এবং আইন পদ্ধতি

'কীটনাশক নিয়ম, ১৯৮৫' অনুসারে, উৎপাদিত বা আমদানি করা সমস্ত কীটনাশক কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হওয়া উচিত। অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনের জন্য জমা দেওয়ার পরে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা, বিষাক্ততা, অবশিষ্টাংশের পরিবেশের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের জানা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষাগারের সুবিধার অভাবের কারণে পরিবেশগত প্রভাব বা অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণের মূল্যায়ন খুব কমই ঘটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, কীটনাশক বিধি বিভাগ ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে নিবন্ধীকরণের সার্টিফিকেট বাতিল করা যেতে পারে তবে সার্টিফিকেটটি বাতিল হলে তা উল্লেখ করা হবে না। চতুর্থ অধ্যায় আমদানির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বীকৃত কাস্টম সীমান্ত স্টেশন ব্যতীত কোনও উপায় ছাড়াই কোন কীটনাশক আমদানি করা হবে না। তবে ভারতে নিষিদ্ধ ও অত্যন্ত বিষাক্ত কীটনাশক ভারতের কাছ থেকে চোরাচালান করা হচ্ছে। এটি উন্নয়নে নীতি বিশ্লেষণ ইনস্টিটিউট দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে যে এলড্রিন এবং এন্ড্রিন এর মত কীটনাশক বাংলাদেশে বিভিন্ন লেবেল বিক্রি হয়। সরবরাহকারীরা সরকার দ্বারা প্রণীত অনেক রাসায়নিক কীটনাশক বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং ১২ টি বিশেষভাবে বিতর্কিত কীটনাশক 'ডার্টি ডজন' নামে পরিচিত এবং তার নির্মান বন্ধ করার জন্য কর্মীরা বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালায়।

কীটনাশক বিক্রেতার বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সের বিধান রয়েছে তবে লাইসেন্সধারীর যোগ্যতা অর্জনের জন্য কী প্রয়োজন হবে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, যাতে কেউ লাইসেন্স পেতে পারে। নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর কীটনাশক ব্যাবহার সম্পর্কেও কোন জ্ঞান নেই। প্রবিধানে বলা হয়েছে যে এটি অনুলিপি করা এবং কাউকে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এটি বিক্রয় নিয়ন্ত্রক কীটনাশক প্রশিক্ষণ থাকতে পারে যা প্রবিধানে বলা হয়নি। এই প্রবিধানের প্রধান ত্রুটি হ'ল অধ্যায় সপ্তম ৩৩ উপ-ধারা ১ (ক) যা প্রস্তুতকারকের নাম, লেবেল তৈরি বা পুনর্নির্মাণের বিধান দেয়, এমনকি সেব্যক্তির নাম না কীটনাশক নিবন্ধিত. এই কারণে, শাস্তি জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সনাক্ত করা খুব কঠিন। অতএব, নিয়ন্ত্রনের দুর্বলতার সুবিধা গ্রহণের ফলে কীটনাশকের অবৈধ ব্যবসা চলছে এবং নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।

কৃষি সম্পর্কিত পরিবেশগত অবনতি অনুপযুক্ত কীটনাশকের ব্যবহার থেকে বিষাক্ততার প্রভাব। কীটনাশক স্বাস্থ্য বিপত্তি বা খাদ্য বিষাক্ততার জন্য দায়ী। কীটনাশকের অযৌক্তিক ব্যবহার ইকোসিস্টেমকে দুর্বল করে তোলে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারের আধুনিক কৃষিতে কীটনাশক ব্যবহার না করে ফসল উত্পাদন সম্ভব নয়। অতএব, ফসল কীটনাশক সময়মত এবং কীটনাশকের সুষম প্রয়োগের সাথে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা এবং বিষাক্ততার কারণে পরিবেশ দূষণ ও কৃষকদের স্বাস্থ্য উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। কৃষকদের দ্বারা ব্যবহৃত কীটনাশকগুলির মধ্যে, বসুডিন ১০ জি, ডিয়াজিনন ৬০ ইসি, সুমিথিয়ন ৬০ ইসি এবং পদ্ম ৫০ এসপি অন্য উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহার ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি অপ্রচলিত কীটনাশক বাসুডিনের ব্যবহার এবং প্রাপ্যতা নির্দেশ করে যে বিদ্যমান কীটনাশক আইন ও বিধিনিষেধগুলি আমদানি, গঠন, পুননির্মাণ, বিতরণ, বিজ্ঞাপন এবং কীটনাশকের ব্যবহার সম্পর্কিত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। অতএব বাংলাদেশে কীটনাশকের আইন ও বিধি আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

নিম্ন লিখিত উপায় সমূহ কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক অত্যধিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে, কীটনাশক ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কয়েকটি সংস্থার উপর দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

নিয়ন্ত্রিত উপাদান	নিয়ন্ত্রণ বিধান	দায়িত্ব	পদ্ধতি
কোন ফসল, পোকামাকড় বা সাধারণত কীটপতঙ্গ এর সংক্রমণ হতে পারে কোন শ্রেণীর আমদানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ।	ধ্বংসাত্মক পোকামাকড় এবং কীটপতঙ্গ আইন, ১৯১৪	পৌরসভা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)	পৌরসভা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পূর্বে উল্লেখিত উপাদান সম্পর্কে একটি লিখিত বিবৃতি প্রস্তুত করবে এবং এটি ইউএনও এর কাছে প্রতিক্রিয়ার জন্য পাঠাবে।
রপ্তানির জন্য কৃষি উৎপাদন চিহ্নিত।	কৃষি উৎপাদন (গ্রেডিং এবং মার্কিং) আইন, ১৯৩৭	পৌরসভা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)	পৌরসভা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পূর্বে উল্লেখিত উপাদান সম্পর্কে একটি লিখিত বিবৃতি প্রস্তুত করবে এবং এটি ইউএনও এর কাছে প্রতিক্রিয়ার জন্য পাঠাবে।
কীটনাশক এর অত্যধিক ব্যবহার।	কীটনাশক নিয়ম, ১৯৮৫	পৌরসভা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)	পৌরসভা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পূর্বে উল্লেখিত উপাদান সম্পর্কে একটি লিখিত বিবৃতি প্রস্তুত করবে এবং এটি ইউএনও এর কাছে প্রতিক্রিয়ার জন্য পাঠাবে।

৪.২ বায়ু, পানি এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিত উপায় সমূহ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কয়েকটি সংস্থার উপর দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উপাদান	নিয়ন্ত্রণ বিধান	দায়িত্ব	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
ইট পোড়ানোর জন্য কাঠের ব্যবহার।	ইট ভাটা (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৯	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	পৌরসভা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়
মোটর গাড়ির নিবন্ধন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি	মোটর যানবাহন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩	বিআরটিএ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	পৌরসভা, বিআরটিএ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়
শো হাউসে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ।	ধূমপান আইন, ১৯০৫	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	পৌরসভা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়
কারখানাগুলোতে দিনের আলো এবং প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল নিশ্চিত।	কারখানা আইন, ১৯৬৫	কারখানা পরিদর্শক	পৌরসভা ও কারখানা ব্যবস্থাপক এর সমন্বয়
দোকানের মধ্যে দিনের আলো এবং প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল নিশ্চিত।	দোকান ও স্থাপনা আইন, ১৯৬৫	দোকান পরিদর্শক	পৌরসভা ও কারখানা পরিদর্শক এর সমন্বয়
সমস্ত বায়ু দূষণ কার্যক্রম।	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৬	পরিবেশ অধিদপ্তর	পৌরসভা ও পরিবেশ অধিদপ্তর এর সমন্বয়
মোটর গাড়ির কার্বন মনোক্সাইড।	রাজশাহী মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮	ম্যাজিস্ট্রেট	পৌরসভা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়

পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

নিম্ন লিখিত উপায় সমূহ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে, কীটনাশক ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কয়েকটি সংস্থার উপর দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উপাদান	নিয়ন্ত্রণ বিধান	দায়িত্ব	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
পানি সম্পদ	পানি সম্পদ পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ১৯৯২	স্থানীয় সরকার	একটি গাইডলাইন সহ পৌরসভা স্থায়ী কমিটির সাথে জড়িত
কচুরিপানা পরিষ্কার	ওয়াটার হাইকিন্থ অ্যাক্ট, ১৯৩৬	স্থানীয় সরকার	একটি গাইডলাইন সহ পৌরসভা স্থায়ী কমিটির সাথে জড়িত
পানি দূষণ	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭	স্থানীয় সরকার	পৌরসভা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর
ইচ্ছাকৃতভাবে পানি দূষণ	পেনাল কোড, ১৮৬০	ম্যাজিস্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে জড়িত
কচুরিপানা ভর্তি জলাধার এর উদ্ধার	জলাধার উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯	স্থানীয় সরকার	একটি গাইডলাইন সহ পৌরসভা স্থায়ী কমিটির সাথে জড়িত
পানি দূষণ	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৬	পরিবেশ অধিদপ্তর	পৌরসভা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

নিম্ন লিখিত উপায় সমূহ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কয়েকটি সংস্থার উপর দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উপাদান	নিয়ন্ত্রণ বিধান	দায়িত্ব	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, মোটর গাড়ির হর্ন	রাজশাহী মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮	ম্যাজিস্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে জড়িত
কোন যন্ত্র ব্যবহারে শব্দ দূষণ	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৬	পরিবেশ অধিদপ্তর	পৌরসভা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর মধ্যে সমন্বয়
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, মোটর গাড়ির হর্ন	পেনাল কোড, ১৮৬০	ম্যাজিস্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে জড়িত

৪.৩ মানব সৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

মানব সৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ

নিম্নলিখিত উপায়সমূহ মানব সৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, এটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, উপাদান / ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা হবে, নিয়ন্ত্রনের অধীনে নির্দিষ্ট উপাদান (একটি ক্ষুদ্র আইন হিসাবে), যা একটি প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালন করবে এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উপাদান	নিয়ন্ত্রণ বিধান	দায়িত্ব	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
নাগরিক অশান্তি	পেনাল কোড, ১৮৬০	ম্যাজিস্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে জড়িত
অগ্নি দুর্ঘটনা	পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এবং সিভিল এভিয়েশন অধ্যাদেশ, ১৯৫৩	সিভিল এভিয়েশন অথরিটি	পৌরসভা ও বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের সমন্বয়
বিপজ্জনক উপাদান ছড়ানো	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৬	পরিবেশ অধিদপ্তর	পৌরসভা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর মধ্যে সমন্বয়
পারমাণবিক ও বিকিরণ দুর্ঘটনা	সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৫৩	সিভিল এভিয়েশন অথরিটি	পৌরসভা ও বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের সমন্বয়
শক্তি ব্যর্থতা	সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৫৩	সিভিল এভিয়েশন অথরিটি	পৌরসভা ও বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের সমন্বয়

অধ্যায়- ০৫: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৫.১ পৌরসভার সংকটপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ সনাক্তকরণ

ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউটের মতে, সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: "নিয়ন্ত্রিত এবং সমন্বয়কৃত ক্রিয়াকলাপ এবং অনুশীলন যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সর্বোত্তমভাবে এবং টেকসইভাবে তার সম্পদ পরিচালনা করে, তাদের সাংগঠনিক কৌশলগত পরিকল্পনা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের জীবনচক্রের কর্মক্ষমতা, ঝুঁকি এবং ব্যয় বোঝায়।"

এই সংজ্ঞা বিভিন্ন ধরণের (ভৌত, আর্থিক, মানব, তথ্য এবং অন্তর্দৃষ্টি) সম্পদ সাংগঠনিক কৌশলগত পরিকল্পনা অবদান রাখে। সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি নির্দেশ করে যে তিনটি প্রধান সাব প্ল্যান (অপারেশনস, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঝুঁকি) বা এর সমতুল্য একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, যা ভৌত সম্পদগুলির জন্য উন্নত পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হবে। পাঁচটি ঝুঁকি রয়েছে যা প্রাথমিকভাবে তাদের সম্পদের পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অবদান রাখে, যেমন:

১) তাদের সম্পর্কে অবগত না হওয়া;
২) অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ;
৩) অপ্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপ;
৪) অপর্যাপ্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
৫) উপ-অনুকূল সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া।

৫.২ ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ব্যবস্থা

প্রশমনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রনিধানযোগ্য-

ক) যদি কোন সংস্থার তাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে সচেতন হয় তবে তা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ধাপগুলি শুরু করবে:

- সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পদের তালিকা তৈরি করা এবং কী কী ক্ষেত্র আছে তা যাচাই করা।
- ভৌত সম্পত্তির ক্রমান্বয়তা স্থাপন (ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (আইএসও) উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।
- ব্যবসার জন্য মূল্যায়ন মানদণ্ড বিকাশ এবং যাচাইকৃত সম্পদ প্রয়োগ করা। এইখানে ব্যক্তিগত সম্পদ সাংগঠনিক কৌশলগত পরিকল্পনা কিভাবে প্রভাবিত করে সংযুক্ত হয়।
- পরিবর্তন বা কনফিগারেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া তৈরী এবং বাস্তবায়ন যা সম্পত্তির যেকোনো ভবিষ্যতে পরিবর্তন সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং রেকর্ড করা নিশ্চিত করবে।

খ) যে কোন সম্পদের কার্যকালে অতিরিক্ত বা কম রক্ষণাবেক্ষণ এই দুই ধরণের সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মূল সমস্যার সাথে সাধারণত দুটি বিষয় জড়িত যা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে অকার্যকর করে তুলবে-

প্রথমত, নিম্নমান-সংযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের সাথে খরচের উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিল্পকারখানার নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে যা ব্যয় কমানোর জন্য নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।।

দ্বিতীয়ত, যেসকল সংস্থা প্রায় সময় তাদের সম্পদের অল্প বিস্তর সমস্যাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে বাধা দেয় সেটি আরও স্পষ্ট। রক্ষণাবেক্ষণ প্রায়শই মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য অন্যের মতো খোলা ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দেখা হয়। এই চাপগুলি দিয়ে,

রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগগুলি নির্ভরযোগ্যতা এবং আপটাইম হিসাবে সম্পদের জন্য কর্মক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে ব্যয়গুলি কীভাবে সামঞ্জস্য করে সেগুলির সাথে ক্রমাগত সংগ্রাম করছে।

অতিরিক্ত বা কম রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে, প্রস্তাবিত পদ্ধতি হচ্ছে, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দিয়ে শুরু করা; নির্ভরযোগ্যতা কেন্দ্রীয় রক্ষণাবেক্ষণ (আরসিএম) হিসাবে আরো কঠোর পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা। তারপরে, রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলির (আর্থিক এবং মানব) স্তর নির্ধারণ করা। পরিশেষে, কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা করা।

গ) সর্বোত্তম অনুশীলনের মৌলিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাটি নির্দেশ করে যে একটি পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হয়েছে যা কেবল সংস্থার সম্পত্তিগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করে না, তবে মালিকানা এবং সম্পত্তির ব্যবহার সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করে। ঝুঁকি, তার প্রাথমিক অবস্থায়, একটি ঘটনার ফলাফল এবং ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনার একটি ফাংশন। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দুটি প্রধান ধারায় সঞ্চালিত হয়:

১) মূল্যায়ন বা সনাক্তকরণ; এবং
২) ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ।

ভালভাবে সম্পন্ন না হলে প্রতিটি এলাকা/ সেক্টর, অকার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকে। এই ধারনাটি বোঝার জন্য কল্পনাকে অনেক দূরে প্রসারিত করতে হবে না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে "ভোপাল দুর্যোগ" সংঘটিত হয়, যা ব্যাপকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ *শিল্প বিপর্যয়* হিসাবে বিবেচিত যা অবমূল্যায়ন এবং অব্যবস্থাপনার ঝুঁকির উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য, নিম্নলিখিত চারটি ধাপের সুপারিশ করা হয়েছে:

- প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করা
- ঝুঁকি মূল্যায়ন: ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা

ঝুঁকি লাঘবের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি হ্রাসে বেশ ব্যয়-কার্যকর এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা বলতে ঝুঁকি এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্যসমূহকে বোঝায়। ঝুঁকি লাঘবের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল।

প্রাকৃতিক বিপত্তি মূল্যায়ন (Natural Hazard Assessment): ঝুঁকি মূল্যায়ন বিষয়ক গবেষণাগুলি, বিপজ্জনক প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সম্ভাব্য অবস্থান ও এর তীব্রতা এবং প্রদত্ত এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দুর্যোগ ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। এসকল গবেষণা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যেমন:- ভূতাত্ত্বিক, ভূমিকম্প, জলবায়ুর তথ্য; অবস্থান সংক্রান্ত মানচিত্র, বিমান আলোকচিত্র এবং উপগ্রহ চিত্রাবলীর উপর নির্ভর করে। ঐতিহাসিক তথ্য, দীর্ঘ দিন ধরে বসবাসরত অধিবাসীদের লিখিত রিপোর্ট এবং মৌখিক উত্তর উভয় সম্ভাব্য বিপজ্জনক ঘটনা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। আদর্শভাবে, প্রাকৃতিক বিপত্তি মূল্যায়ন একটি উনড়বয়নশীল অঞ্চলে সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, প্রাকৃতিক বিপদগুলির হুমকি মূল্যায়ন করে, নির্দিষ্ট মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য সনাক্ত করে এবং তথ্য পাওয়ার উপযুক্ত উপায়গুলি সুপারিশ করে।

সংবেদনশীলতা মূল্যায়ন (Vulnerability Assessment): এ ধরণের গবেষণা প্রাকৃতিক ঘটনার ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করে। বিশ্লেষণ উপাদানগুলো হল- জনসংখ্যা; মূলধন সুবিধা ও সম্পদ (যেমন বসতি, জীবনযাত্রা, উৎপাদন সুবিধা, জনসাধারণের সমাবেশ সুবিধা, সাংস্কৃতিক বংশপরম্পরা; অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং বসতির স্বাভাবিক কার্যকারিতা)। নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকার জন্য বিপত্তিসমূহ হল- বিপজ্জনক অঞ্চলগুলিতে মূল্যবান উন্নয়ন সম্ভাব্যতা বা ইতিমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়

উন্নত অঞ্চল তৈরি। কৌশলগুলি হল: লাইফলাইন (বা গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা), ম্যাপিং এবং সেক্টরাল দুর্বলতা যেমন পরিবহন, কৃষি, পর্যটন ও আবাসন বিশ্লেষণ করা।

ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment): একটি এলাকার ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং তাদের সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের তথ্য একত্র করে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট বিপজ্জনক ঘটনার জন্য প্রত্যাশিত ক্ষতির সম্ভাবনা বিষয়ক একটি অনুমান। আনুষ্ঠানিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল কিন্তু শর্টকাট পদ্ধতিও রয়েছে যা প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত ফলাফল নিয়ে আসে। একবার ঝুঁকিগুলির মূল্যায়ন করা হয়ে গেলে, পরিকল্পনাবিদেরা বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির নকশা এবং প্রকল্পগুলির তুলনায়, প্রকল্প না থাকার ক্ষতি ও লাভ এর তুলনা এবং এর নিরসন পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তি পান।

দুর্বলতা হ্রাস (Vulnerability Reduction): প্রাকৃতিক বিপদের ঝুঁকি, কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত উভয় পদ্ধতির প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে।

৫.৩ বন্যা প্রভাবিত এলাকা

পৌরসভা এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা নেই। অতএব, রাস্তা, নদীর তীরে বাঁধ, স্লুইস গেট এবং চলমান জলের প্রাকৃতিক প্রবাহ, অনাক্রম্যতা অপসারণ ইত্যাদির কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না।

৫.৪ সংকটপূর্ণ সম্পদসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

প্রথমত, অনেকেই তাদের সম্পদগুলির অন্তর্নিহিত নকশা ক্ষমতা বোঝার অভাব, তাদের সম্পদগুলির জীবনী চক্রটি অপ্টিমাইজ করতে তাদের শ্রেণির মধ্যে সর্বোত্তমভাবে কীভাবে কাজ করতে হয় তা থেকে বিরত থাকে। কিছু সম্পদের জন্য, নকশা সীমার নীচে বা উপরে অপারেটিং বিপরীতভাবে সম্পদকে প্রভাবিত করে। নিচে এই বিষয় এ পরামর্শ দেওয়া হল-

১) আপনার সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করা উচিত তা নির্ণয়;
২) নকশা পরিসরের বাইরে পরিচালনার প্রভাব বোঝা;
৩) যদি নিজ পরিসরের মধ্যে কাজ করা না যায় তবে ঝুঁকিগুলি বোঝা বা কমানো (উদাহরণস্বরূপ: অপারেটিং পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে আনুমানিককে পুনরায় আকার দেয়া)।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এন্টারপ্রাইজ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট (ইএএম) সিস্টেম সম্পদ পরিচালনার জন্য সংস্থার মধ্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশিরভাগ সিস্টেমে অন্তর্নিহিত ঘাটতি থাকে যা প্ল্যানের সমস্ত প্রয়োজনীয় এলাকার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ করে। ফলস্বরূপ, অতিরিক্ত মাধ্যমিক সিস্টেমগুলি বেশিরভাগ ইএএম থেকে উপলব্ধ করা হয় (অনেক সংগঠন তাদের পুরোপুরি ব্যবহার করেনা)। এটি সাধারণত ইএএম বাস্তবায়নের সময় নেওয়া শর্টকাটগুলি থেকে উৎপন্ন হয়। এই সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান করার উপায় হল এটি প্রথমবারের মতো সঠিকভাবে করা বা পরে এটি করার জন্য আরো অর্থ প্রদান করা। এটি পরিকল্পনা, সম্পদ এবং বাস্তব পরিবর্তন হিসাবে একটি বড় পরিবর্তন প্রোগ্রাম হিসাবে কাজ করে এবং শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নেয়। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা পেশাদার এবং সম্পদ অবকাঠামো বিশেষজ্ঞদের সেবা দ্বারা সমর্থিত যখন এটি সহজ এবং সবচেয়ে ভাল। সরঞ্জামগুলি ছাড়াও (ইএএম, সেকেন্ডারি সিস্টেম) এবং প্রযুক্তিগত সমাধানগুলি প্রায়ই এটি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে আমাদের মানব সম্পদ এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলি সংস্থার সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই এলাকায় যথাযথ পরিশ্রমের অভাব নেতিবাচকভাবে নীচের লাইনকে প্রভাবিত করবে এবং সেইসাথে ভাল হিসাবে পরিকল্পনা করা উচিত। সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিচের বিষয়গুলো অনুকূলকরণের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি:

- সম্পদ চক্র
- ধারণাগত নকশা

- ব্যবহার মাধ্যমে
- নির্বাসন
- নিস্পত্তি।

কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপরে পাঁচটি প্রাথমিক ঝুঁকিগুলিতে মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে, এটি প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য স্থান পরিকল্পনাগুলি স্থাপন করতে পারে। উল্লেখ্য, সম্পদ পরিচালনার কার্যক্ষমতাতে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র ক্ষতিগুলি এড়িয়ে চলতে পারে না, তবে এই সুযোগগুলির প্রতিটিকে উৎকৃষ্টতর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে হয়।

৫.৫ নীতি বিধান এবং বাস্তবায়ন

দুর্যোগ প্রশমনতা পরিকল্পনার কোনও সঠিক প্রকার নেই, এবং কোনও আকারের বিপর্যয়ের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা নেই। যাইহোক, দুর্যোগ প্রশমনের তিনটি মৌলিক কৌশল রয়েছে:

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হল কোন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাচার ব্যবস্থা করা। এই পদক্ষেপ এর প্রথম ধাপ হল ঝুঁকি সনাক্ত এবং হ্রাসের ব্যবস্থা নেওয়া। এর গঠন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই কোন একটি দুর্যোগ ঘটার সম্ভাবনা হ্রাস বা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা, সামুদ্রিক ঢেউ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা, জেনারেটর সংযোগ এবং নিয়মিত পরিদর্শন পরিচালনা করা অন্তর্ভুক্ত।

নির্ণয় পদ্ধতি: আইটি অবকাঠামোর মধ্যে যেকোনো অবাঞ্ছিত ইভেন্টের উপস্থিতি আবিষ্কারের জন্য গোয়েন্দা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাদের লক্ষ্য নতুন সম্ভাব্য হুমকি উদ্ঘাটন করা। তারা অবাঞ্ছিত ইভেন্ট সনাক্ত বা উন্মোচন করতে পারে। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে ফায়ার অ্যালার্মগুলি ইনস্টল করা, আপ টু ডেট অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করে, কর্মচারী প্রশিক্ষণ সেশন ধরে রাখা এবং সার্ভার এবং নেটওয়ার্ক নিরীক্ষণ সফটওয়্যার ইনস্টল করা অন্তর্ভুক্ত।

সংশোধনমূলক পদক্ষেপ: সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলি একটি দুর্যোগ বা অন্যকোন অবাঞ্ছিত ঘটনার পরে একটি সিস্টেম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলি একটি দুর্যোগের পরে সিস্টেমগুলি পুন:স্থাপন বা পুনরুদ্ধারের উপর ফোকাস করে। সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলিতে দুর্যোগ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বা গুরুত্বপূর্ণ বীমা নীতি সুরক্ষিত করা ইত্যাদি বিষয়ক একটি সমালোচনামূলক নথি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

উন্নয়ন পরিকল্পনাটি এমন প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হয় যার মাধ্যমে সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্থানীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে জীবনের ক্ষতি এবং সম্পত্তি ধ্বংস হ্রাসের লক্ষ্যে, বিপজ্জনক ঘটনার আগে এবং পরে অনেকগুলি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক বিপত্তি ব্যবস্থাপনা প্রায়শই বিকাশ পরিকল্পনা থেকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপত্তি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রাক-ঘটনা ব্যবস্থা, কর্মের সময় এবং অবিলম্বে একটি ইভেন্ট এবং পোস্ট-দুর্যোগ ব্যবস্থা অনুসরণ করে বিভক্ত করা যেতে পারে। আনুমানিক কালানুক্রমিক ক্রম, নিম্নরূপ:

১. প্রাক ঘটনা ব্যবস্থা

ক) প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন:

- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- ঝুঁকি হ্রাস

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর জন্য প্রস্তুতি

- ভবিষ্যদ্বাণী
- জরুরী প্রস্তুতি (পর্যবেক্ষণ, সতর্কতা, জরুরী নির্গমন)
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ:

- উদ্ধার
- জরুরী ত্রাণ

৩. দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা

- পুনর্বাসন
- পুনর্গঠন

৫.৬ বিপর্যয় প্রশমনের উপায়

একটি দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা অন্তত তিনটি মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে: (১) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, (২) কোন কোন বিপত্তি হলে কোন ব্যক্তি বা দলগুলি দায়ী হবে এবং (৩) এই লোকেরা কী করবে (অনুসরণ করা পদ্ধতি) দুর্যোগ যখন আঘাত হানবে। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা মাধ্যমে সংশোধন ব্যবস্থাঃ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং একটি বহুবিষয়ক, পরিকল্পনা করার জন্য বহু-ক্ষেত্রীয় পদ্ধতি। প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে সমস্যাগুলি একত্রিত করা হয় এবং জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সমস্যা এবং সুযোগগুলির সাথে বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার একটি মূল উপাদান হল বিনিয়োগ প্রকল্প, যা সময়ের সাথে মুনাফা প্রবাহ তৈরি করতে সক্ষম যা সম্পদ তৈরি করতে মূলধনের বিনিয়োগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত। একটি প্রকল্প একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা সহ প্রকল্পের একটি প্যাকেজ বা স্বাধীন অংশ হতে পারে। প্রকল্পের উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে প্রকল্প চক্র বলা হয়। এই প্রক্রিয়া উন্নয়ন নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠার, প্রকল্প ধারণা সনাক্তকরণ এবং প্রাইফেসিবিলিটি এবং সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে (এবং, বড় প্রকল্পগুলির জন্য, ডিজাইন স্টাডিজের) প্রকল্পের প্রকল্প অনুমোদন, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন এবং অপারেশন থেকে শুরু করে। যদিও প্রক্রিয়াটি কম মানসম্মত হয়, প্রতিটি সংস্থা নিজস্ব সংস্করণ করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটি পৌরসভার চারটি স্তর নিয়ে গঠিত:

- প্রাথমিক মিশন
- প্রথম ধাপ ও (উন্নয়ন নির্ণয়)
- দ্বিতীয় ধাপ (প্রকল্প প্রণয়ন এবং একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি)
- বাস্তবায়ন

প্রক্রিয়ার একাধিক পর্যায় সম্পর্কিত কার্যক্রম একই সময়ে ঘটতে পারে। প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান নিম্নলিখিত আলোচনার মধ্যে দেখানো হয়।

<u>প্রাথমিক মিশন: অধ্যয়ন নকশা</u>

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিংয়ের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল আগ্রহী দলগুলোর কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য একটি "প্রাথমিক মিশন" পাঠানো। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পৌরসভা কর্মীদের এই যৌথ প্রচেষ্টা, স্থানীয় পরিকল্পনাবিদ এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী এর অংশগ্রহণমূলক সভা প্রায়শই সমগ্র প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারা এতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়ঃ

- পরিকল্পনা এলাকাটি এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হয় কিনা তা নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক পরিচালিত চট্টগ্রামের ভূমিধস হতে অনুধাবন করা গেছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা এবং এর ফলে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা করে পরিচালিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিপদগুলির একটি মূল্যায়ন, প্রথম পর্বের জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছিল।

- পরিকল্পনা এলাকায় ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত তথ্য সনাক্তকরণ:
    ১. দুর্যোগের ইতিহাস
    ২. দুর্যোগ এবং ক্ষতি রিপোর্ট
    ৩. দুর্যোগের মূল্যায়ন
    ৪. আক্রমণ্যতা
    ৫. ঝুঁকি
    ৬. প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঝুঁকি এর উপর মানচিত্র এবং রিপোর্ট
    ৭. ভূসংস্থান (Topographic) মানচিত্র
    ৮. অ্যরিয়েল (Aerial) ফটোগ্রাফ
    ৯. উপগ্রহ চিত্র

- দুর্যোগগুলির হুমকি মূল্যায়ন করার জন্য আবহাওয়া তথ্য যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করা। যদি তা না হয়, তাহলে নির্ধারণের পরবর্তী পর্যায়ে অতিরিক্ত ডেটা সংগ্রহ, দুর্যোগ মূল্যায়ন, রিমোট সেন্সিং, বা বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে কিনা তা নির্ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রামের প্রাথমিক মিশনে, ভূমিধস একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং ভূমিধস মূল্যায়নগুলি প্রথম ধাপের কাজের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- প্রয়োজনীয় গবেষণা একাধিক সেক্টর বা প্রকল্প পরিবেশন করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করা। যদি তাই হয়, সমন্বয় স্থাপন।
- দুর্যোগ পরিকল্পনার জন্য দায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় স্থাপন করা।
- প্রথম ধাপের জন্য একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করুন যা বিপদজনক কাজ, দক্ষতা এবং সময় এবং খরচ প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্দিষ্ট করে।

প্রথম ধাপ: উন্নয়ন নির্ণয়

প্রথম ধাপে, দল গবেষণা অঞ্চল বিশ্লেষণ করবে এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা, অঞ্চলের সমস্যা এবং নির্বাচিত লক্ষ্য অঞ্চলগুলির বিস্তারিত পর্যায়ে পৌঁছবে। এই বিশ্লেষণ থেকে একটি মাল্টিসেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি এবং প্রকল্প সিদ্ধান্তের একটি সেট সরকারি সিদ্ধান্তদাতাদের পর্যালোচনা করার জন্য প্রস্তুত করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান রয়েছে যা অকাঠামোগত ব্যবস্থাগুলির প্রাথমিক ভূমিকাটি সহজতর করে। এই পর্যায়ে দলটি:

- একটি প্রাথমিক মানচিত্র প্রস্তুত করবে।
- অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের পণ্য, পরিষেবাদি এবং দুর্যোগ নির্ধারণ করা। প্রাকৃতিক ঘটনা এবং মানুষের কার্যকলাপের কারণ এবং প্রভাব সম্পর্ক চিহ্নিত করা। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এটি পাওয়া যায় যে অনুপযুক্ত আবাসন নির্মাণ পদ্ধতি ভূমিধসের সৃষ্টি করে।
- সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা মূল্যায়ন। পৌরসভা এবং প্রতিবেশী অঞ্চলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক নির্ধারণ।
- উচ্চ বিকাশের সম্ভাব্য অঞ্চলে, আরও বিস্তারিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণা অনুসরণ করা।
- পরিকল্পনায়, বহু জাতীয় নদী অববাহিকা বা সীমান্ত এলাকার বিকাশ যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আন্তর্জাতিক বিতর্ককে ছড়িয়ে দিতে পারে, সম্পদ মূল্যায়ন অংশ হিসাবে সামগ্রিক বিপত্তি মূল্যায়ন করে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের সহায়তায় পরিচালিত পদ্মা নদীর বেসিনের উন্নয়নের জন্য এ ধরনের গবেষণার উদাহরণ রয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মূল্যায়ন এই অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি হিসাবে নির্ধারণ করা। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ভূতাত্ত্বিক বিপদের জন্য, বিদ্যমান তথ্য সম্ভবত যথেষ্ট হবে; যদি ভূতাত্ত্বিক বিপদ সম্পর্কিত তথ্য

অপর্যাপ্ত হয়, তবে বাইরে থাকা সংস্থাকে বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে বলা উচিত। বন্যার জন্য, ভূমিধস এবং মরুভূমিতে, পরিকল্পনা দলটি নিজেই বিদ্যমান তথ্য সরবরাহ করতে এবং বিশ্লেষণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

- নির্দিষ্ট দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিক সেক্টরের জন্য দুর্বলতা অধ্যয়ন পরিচালনা। লাইফলাইন মানচিত্র, দুর্যোগ গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় হিসাবে একাধিক দুর্যোগ মানচিত্র প্রস্তুত। দুর্যোগ- সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের সময় বা উন্নয়ন নির্ণয়ের খরচ বিকৃত করা হবে না।
- দুর্যোগ-প্রবণ এলাকায় চিহ্নিত যেখানে নিবিড় ব্যবহার এড়াতে হবে।
- যথাযথ হিসাবে কাঠামোগত ক্ষয়করণ ব্যবস্থা সহ একটি উন্নয়ন কৌশল প্রস্তুত করা।
- প্রকল্পের ধারণাগুলি চিহ্নিত করুন এবং প্রকল্প প্রোফাইলগুলি তৈরি করা যা সমস্যা এবং সুযোগগুলি মোকাবেলা করে এবং যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং গবেষণার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- কাঠামোগত ক্ষতিকারক ব্যবস্থা চিহ্নিত করা যা বিদ্যমান সুবিধা এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- পরবর্তী স্তরের জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি করা যার মধ্যে দুর্যোগ বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সংশেষণ

উপাদান	গবেষণা নকশা	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	সুপারিশ
		উন্নয়ন নির্ণয়	প্রকল্প প্রণয়ন এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি	বাস্তবায়ন
ক্রিয়াকলাপ	- সহযোগিতা জন্য অনুরোধ প্রাপ্তি এবং বিশ্লেষণ	- অঞ্চল নির্ণয়	- প্রকল্প প্রণয়ন (প্রাক-সম্ভাব্যতা বা সম্ভাব্যতা) এবং মূল্যায়ন	- নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এবং প্রকল্প এর জন্য সহায়তা
	- প্রাথমিক মিশন	- বিভাগ ভিত্তিক বিশ্লেষণ	- উৎপাদন খাত (কৃষি, বন, কৃষি শিল্প, মৎস্য শিল্প, খনি)	- জাতীয় বাজেটে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তি সহায়তা
	- প্রাক নির্ণয়	- স্থান ভিত্তিক বিশ্লেষণ	- সমর্থন সেবা (বিপণন, ক্রেডিট, এক্সটেনশান)	- বেসরকারী খাতের কর্মকাণ্ডের জন্য উপদেষ্টা সেবা
	- সহযোগিতা চুক্তি প্রস্তুতি	- প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ	- সামাজিক উন্নয়ন (গৃহায়ন, শিক্ষা, শ্রম প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য)	- নির্বাহ সংস্থা সমর্থন
		- পরিবেশগত বিশ্লেষণ	- অবকাঠামো (শক্তি, পরিবহন, যোগাযোগ)	- আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সমর্থন
		- সংশ্লেষণঃ প্রয়োজন, সমস্যা, সম্ভাব্যতা, সীমাবদ্ধতা	- নাগরিক সেবা	

উপাদান	গবেষণা নকশা	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	সুপারিশ বাস্তবায়ন
		উন্নয়ন নির্ণয়	প্রকল্প প্রণয়ন এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি	
		- জাতীয় পরিকল্পনা, কৌশল এবং অগ্রাধিকার সম্পর্ক	- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	
		- উন্নয়ন কৌশল	- কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি	
		- বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্লেষণ	- প্রকল্প প্যাকেজ প্রণয়ন	
		- প্রকল্প ধারনা সনাক্তকরণ, প্রকল্প প্রোফাইল প্রস্তুতি	- অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এলাকা ও ক্ষেত্রের জন্য নীতি নির্ধারণ	
			- সক্রিয় এবং উদ্দীপক কর্ম	
			- বিনিয়োগ সময়সীমা	
			- তহবিল উৎস মূল্যায়ন	
			- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ	
			- উন্নয়ন	
পণ্য	- স্বাক্ষরিত চুক্তি	- অর্ন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন (প্রথম পর্ব)	- চূড়ান্ত রিপোর্ট	- সরকারের দ্বারা নির্বাহ
	- গবেষণা পণ্য এর সংজ্ঞা	- অঞ্চল নির্ণয়	- উন্নয়ন কৌশল	- চূড়ান্ত নকশা গবেষণা
	- অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক প্রতিশ্রুতি	- প্রাথমিক উন্নয়ন কৌশল	- কর্ম পরিকল্পনা	- প্রকল্প বাস্তবায়ন
	- প্রাথমিক কাজকর্ম	-চিহ্নিত প্রকল্প	- প্রণীত প্রকল্প	- আইন এবং প্রবিধান পরিবর্তন
			- সমর্থনকারী কর্ম	
				- প্রতিষ্ঠানের উন্নত কর্মক্ষমতা
সময় সীমা:	৩ থেকে ৬ মাস	৯ থেকে ১২ মাস	১২ থেকে ১৮ মাস	- পরিবর্তনশীল

দ্বিতীয় পর্যায়: প্রকল্প প্রণয়ন এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি

প্রথম পর্যায়ে একটি উন্নয়ন কৌশল এবং প্রকল্প প্রোফাইলের একটি সেট সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার পর সরকার প্রকল্পগুলিকে আরও গবেষণাযোগ্য হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর দল নির্বাচন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ প্রস্তুত করবে। পরিমার্জিত হিসাবে সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে (আয় প্রবাহ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, ইত্যাদি) এবং খরচ (নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পদ হ্রাস, দূষণের প্রভাব ইত্যাদি)। মূল্যমানের মানদণ্ড প্রগে করা হবে, নেট বর্তমান মূল্য, আয়, অভ্যন্তরীণ হার, খরচ-সুবিধা অনুপাত এবং পরিশোধের সম্ভাবনা। অবশেষে, টিম অগ্রাধিকার এলাকার জন্য বিনিয়োগ প্রকল্পের প্যাকেজ একত্রিত করে এবং একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে। দলটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে:

- প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে অবদান রাখতে পারে এমন মানব ক্রিয়াকলাপগুলি পরীক্ষা করা (উদাঃ, সেচ, শুষ্ক ঋতুতে চাষ, এবং পশুপালন মরুভূমির কারণ হতে পারে বা বর্ধিত করতে পারে) এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলি বাস্তবায়নের সময় এবং পরে প্রকল্প ঝুঁকি প্রভাবিত করতে পারে।

- প্রযুক্তির সুবিধা, জ্ঞান, তথ্য, বিপণন ইত্যাদি স্তর নির্ধারণ করা, এটি বাস্তবসম্মত যে এটি ব্যবহারকারীদের কাছে উপলব্ধ হবে এবং এই প্রকল্পগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা প্রকল্পগুলি এই স্তরের ভিত্তি নিশ্চিত হবে।
- অঞ্চল-নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রণয়ন করা সমস্ত প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থা প্রস্তুত করা। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রামের মহানগর এলাকার উন্নয়নের জন্য বহু মিলিয়ন ডলারের প্রোগ্রামে ভূমিধসে ক্ষয়ক্ষতির উপাদান রয়েছে। বন্যা সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পগুলি জয়পুরহাটের ব্যাপক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বন্যা দুর্যোগ পুনর্গঠন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় উপাদান ছিল।
- প্রকল্পের অযৌক্তিক প্রভাবগুলি হ্রাস, সংবেদনশীল এলাকায় উন্নয়ন এড়ানোর জন্য, বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের জন্য সামঞ্জস্য এবং ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহারের জন্য বিধিনিষেধ সুপারিশ করা।
- সাবধানে সব প্রকল্প এবং প্রস্তাবের সামঞ্জস্য পরীক্ষা করা।
- সামগ্রিক কৌশল এবং পৃথক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিচালনার নির্দিষ্ট যন্ত্রগুলি সংজ্ঞায়িত করা; উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম নকশা প্রণয়ন করা।

সুপারিশ বাস্তবায়ন

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চতুর্থ পর্যায়ে সফল কার্যকর এবং পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া তৈরি করে প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে। পূর্ববর্তী পর্যায়ে দুর্যোগ বিবেচনা করার জন্য প্রচেষ্টাগুলি হ্রাস করা হবে না যতক্ষণ না প্রকল্প নির্বাহের সময় নিঃসরণ ব্যবস্থাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়। পরিকল্পনা সংস্থা বা বাস্তবায়ন সংস্থার নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত:

- সমস্ত বিনিয়োগ প্রকল্পের উপযুক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা; প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এবং নির্মাণ পরিকল্পনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য চলমান পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করা।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যগুলিতে অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করা। ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়নি এমন বিপজ্জনক অবস্থা চিহ্নিত করা ।
- বিপজ্জনক তথ্য ক্রমাগত সংগ্রহ, পরিকল্পনা এবং জরুরী প্রস্তুতি সংস্থার তথ্য হালনাগাদ করার জন্য ব্যবস্থা করা।
- জোনিং কোড এবং বিধিনিষেধ, বিল্ডিং এবং গ্রেডিং বিধিমালা এবং প্রয়োজনীয় অন্য কোন প্রক্রিয়ার বাধ্যতামূলক আইন তৈরি করা।
- দুর্যোগ কমানোর ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত করা।
- দুর্বলতা হ্রাস প্রোগ্রামে বেসরকারী খাতে যোগদান।
- কমিউনিটি ভিত্তিক ঝুঁকি কমানোর প্রোগ্রামগুলির জন্য, পৌরসভা এবং নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ এবং বিপত্তি সচেতনতা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।
- মিডিয়া, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক সহায়তা তৈরি করা। গণযোগাযোগ এর জন্য গবেষণা (ফটো, মানচিত্র, চার্ট, ইত্যাদি) পণ্য ব্যবহার করা। ঝুঁকি হ্রাস ধারণা উন্নীত করার জন্য জনসাধারণের সভাগুলোতে অধ্যয়নরত ব্যক্তিদের ব্যবহার করা।
- ঝুঁকি নিরসন বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা; যদি বাজেট কাটা হয় তবে বিপত্তি সংক্রমণ উপাদানগুলি বাদ দেওয়ার পরিবর্তে প্রকল্পগুলির সংখ্যা হ্রাস করা।

নিম্নলিখিত সারণীতে কিছু দুর্যোগের শ্রেণীকরণ এবং প্রথম প্রতিক্রিয়া দেওয়া হল। মনে রাখা উচিৎ যে দুর্যোগের উৎস প্রাকৃতিক (উদাহরণস্বরূপ, ভারী বৃষ্টি) বা মানুষের তৈরি (উদাহরণস্বরূপ, একটি ভাঙা বাঁধ) হতে পারে তবে ফলাফলগুলি প্রায় একই রকম (বন্যা এবং ভূমিধস) হবে।

দুর্যোগের শ্রেণী	উদাহরণ	কারন	প্রথম প্রতিক্রিয়া
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	ভূমিকম্প	পৃথিবীর পৃষ্ঠের নিচে শিলা স্থানান্তর ও ভাঙ্গন এর দরুন ভূমির কম্পন।	ইউটিলিটি সরবরাহ বন্ধ করা, প্রয়োজন হলে ভবন ত্যাগ; কোন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সুবিধার উপর এর প্রভাব নির্ধারণ
	বন্যা	আকস্মিক বন্যাঃ ক্ষুদ্র খাল, শুষ্ক জলাধার, খাদ, কালভার্ট বা এমনকি নিম্নভূমি এলাকায় বন্যা	বন্যা উপদেশ মনিটরিং; বন্যা সম্ভাব্যতা নির্ধারণ; প্রাক-পর্যায়ে জরুরী শক্তি উৎপাদনের সরঞ্জাম; ক্ষতি মূল্যায়ন
	তীব্র তাপ	একটি অঞ্চলের স্বাভাবিক উষ্ণতার তুলনায় দীর্ঘ সময় ধরে অত্যধিক গরম থাকা	আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ; ক্ষমতা ব্যর্থতার আসন্ন সম্ভাব্যতা থাকলে বৈদ্যুতিক সার্ভার বন্ধ; সাধারণত বেসমেন্ট বা প্রথম তলায় অবস্থিত প্রধান বৈদ্যুতিক সার্কিট বন্ধ করা
	ভূমিধস	ভূতাত্ত্বিক ঘটনা যা ভূমি আন্দোলন, যেমন শিলা পতন, ঢালু স্থানের অস্থিতিশীলতার প্রবাহের কারণে ঘটে	ইউটিলিটি সরবরাহ বন্ধ করা, প্রয়োজন হলে ভবন ত্যাগ; কোন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সুবিধার উপর এর প্রভাব নির্ধারণ
	বজ্রপাত	বজ্রপাতের কারণে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ঘটনা	শাটডাউন এর পর সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সংযোগ বন্ধ করা; হারিকেন হওয়ার খবর শোনা; বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ; গ্যাস, পানি এবং বৈদ্যুতিক লাইন চেক করা; তীব্র বিদ্যুতের ক্ষেত্রে টেলিফোন ব্যবহার না করা; ক্ষতি মূল্যায়ন
মানবসৃষ্ট দুর্যোগ	নাগরিক অশান্তি	মানব সৃষ্ট অরাজকতা এবং বাধা, দাঙ্গা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং অন্যান্য কার্যক্রম যা জনসাধারণ এবং সরকারকে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে সাধারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে	স্থানীয় পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলাকারী সাথে যোগাযোগ করুন।
	অগ্নিকান্ড	ভবনে অগ্নি নির্বাপণের কঠোর নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও মানুষ অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়	প্রাথমিক পর্যায়ে আগুন দমন করার চেষ্টা; এলার্ম এর শব্দে আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ, অগ্নি নির্বাপক বিভাগকে অবহিত করণ; ইউটিলিটি সংযোগ বন্ধ করা; আবহাওয়ার অবস্থা নিরীক্ষণ
	বিপজ্জনক উপাদান ছড়ানো	কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় বস্তু যা মানুষ, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী, সম্পত্তি বা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।	এলাকা ত্যাগ করা এবং সাহায্যের জন্য স্থানীয় অগ্নি নির্বাপক বিভাগকে যোগাযোগ করা। যদি কেউ আহত হয়, আপনার স্থানীয় জরুরী চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা।
	বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা	শীতকালের ঝড়, বাজ বা ভুল জায়গায় খননের কারণে সৃষ্ট	৫-১০ মিনিট অপেক্ষা করা; শাটডাউন এর পর সব সার্ভার ক্ষমতা বন্ধ; তীব্র বিদ্যুতের ক্ষেত্রে টেলিফোন ব্যবহার না করা; সাধারণত বেসমেন্ট বা প্রথম তলায় অবস্থিত প্রধান বৈদ্যুতিক সার্কিট বন্ধ করা

একটি সমন্বিত সমীক্ষা পদ্ধতির এই উপস্থাপনা প্রতিটি পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিবেচনার অন্তর্ভুক্তি করে। সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্পর্ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং প্রকল্পের চক্র প্রস্তাব করা হচ্ছে। সাধারণত, পরিকল্পনাবিদ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে। যদি উপলব্ধ তথ্য যথেষ্ট হয়, পরিকল্পনাবিদ দুর্যোগ মূল্যায়ন করতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদি এটি পর্যাপ্ত না হয়, পরিকল্পনাবিদ সাধারণত সিদ্ধান্ত নেয় যে আরো বেশি সময়, ব্যয় হবে এবং মূল্যায়নটি করা হবে না। যদিও গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ভূতাত্ত্বিক আপদ সম্পর্কিত তথ্য প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত, তথাপি মরুভূমি, বন্যা ও ভূমিধসের বিপদ সম্পর্কিত তথ্যগুলি খুব কম।

খন্ড- চঃ নগর পরিষেবা পরিকল্পনা

(২০১৭-২০২৭)

অধ্যায় - ০১ : ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ : বিদ্যমান শর্তাবলী এবং ঘাটতি
অধ্যায় - ০৩ : নগর পরিষেবাগুলির জন্য নির্ধারিক নির্দেশিকা
অধ্যায় - ০৪ : নগর পরিষেবা পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৫ : নিয়ন্ত্রণ ও নগর পরিষেবাগুলির ব্যবস্থাপনা

অধ্যায়- ০১: ভূমিকা

১.১ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

জয়পুরহাট পৌরসভার জন্য প্রনীত নগর পরিসেবা পরিকল্পনার মেয়াদ ১০ বছর (২০১৭ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত)। বিভিন্ন মানচিত্র সমন্বয়ে এই পরিকল্পনার রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় পরিষেবাগুলোর জন্য নির্দিষ্ট জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনায় বর্ণিত নীতিগুলোর আলোকে কীভাবে নাগরিক সেবাগুলো ওয়ার্ডভিত্তিক প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি কি হবে তার দিক নির্দেশনা পরিকল্পনায় থাকে।

পরিকল্পনার রূপরেখায়, একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে নগর পরিষেবাদির কীভাবে উন্নতিকরণ করা যায় তার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকে। পরিকল্পনাটি প্রধানত ৫ টি অংশে বিভক্ত। যথাঃ বিদ্যমান শর্ত এবং পরিষেবাগুলির চাহিদা, বাস্তবায়ন কৌশল, প্রস্তাবনা, সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী, পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন সুবিধা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন এবং গ্যাস সরবরাহ এই পরিকল্পনাটির উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সেকশনে ইউটিলিটি বাদে অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পৌরসভায় নগর সেবা উন্নয়ন অসন্তোষজনক। পৌরসভার কাঠামোগত অবস্থার উন্নয়নে, এইসকল সেবার যথেষ্ট বাস্তবিক উন্নয়ন দরকার। প্রাথমিকভাবে পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা নীতির সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে নগর পরিষেবা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে-

- পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।
- প্রধান ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের এপর ভিত্তি করে পৌরসভার মূল এলাকার বিকাশ।
- নিম্ন-স্তরের কৃষি অঞ্চলের সর্বনিম্ন ক্ষতি করে কার্যকর নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিকাশ।
- কর্মস্থল বা প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার কাছাকাছি নিরাপদ আবাসিক এলাকা স্থাপন।
- শিল্পকারখানার জন্য মসৃণ এবং কার্যকরী অবস্থান নির্ধারণ (বিশেষ করে কৃষি-ভিত্তিক)।
- নিরাপদ এবং দ্রুত সংযোগ।
- পার্শ্ববর্তী কম উন্নত এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন।
- নিকটবর্তী উপজেলা ও জেলার সাথে সংযোগ স্থাপন।

১.২ পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার অগ্রসরতা

নগর পরিষেবাদি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পৌরসভাকে ওয়ার্ডভিত্তিক ৯টি পরিকল্পনা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনায় কিছু নির্দেশিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

<u>পরিকল্পনা পদ্ধতি</u>

ভৌত অবকাঠামো জরিপ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলির বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে-

- পরিষেবাগুলোর বর্তমান অবস্থান
- অধিগৃহীত জমির পরিমাণ
- সেবা গ্রহণকারির সংখ্যা
- পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থা
- আর্থিক বিপর্যয়

সনাক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরণের সূত্র পরিষেবাগুলির ভবিষ্যতের চাহিদা এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পিত পরিকল্পনার হিসাব করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

পরিকল্পনার অগ্রসরতা

মহাপরিকল্পনা নীতি ব্যবহার করে প্রণীত নগর পরিষেবা পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের উন্নত নগর সেবা প্রদান করে থাকে। বর্তমান পৌর উন্নয়ন নগরকেন্দ্রিক না হওয়ায় ভবন নির্মাণ, অফিস বা বাণিজ্যিক অবকাঠামো নির্মাণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে।

একটি আধুনিক শহরের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন বা অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পর্ক নিরূপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নগর সেবা প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিতঃ "মানুষের জন্য পরিকল্পনা; যানবাহন, সড়ক বা ভবনের জন্য নয়"। অন্যান্য নাগরিক বা অজানা ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, মুখোমুখি হওয়া এবং যোগাযোগ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শহরগুলোকে আকর্ষনীয় ও সমাজবান্ধব করে গড়ে তোলার গুরুত্ব দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে, যেখানে তথ্য প্রাপ্যতা অনেক সহজ, সেখানে অভিজ্ঞতা অর্জন না করে, পরিকল্পনা প্রণয়নে একই ভুল বারবার করা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও একটি শহরের পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি জটিল পদ্ধতি, তবুও প্রতিটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি দিক নির্দেশনা দেয়া থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন দেশের, বিষয়ের ও ধরনের পরিকল্পনা ইন্টারনেটে বিদ্যমান রয়েছে যার সাহায্যে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এতে পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়ে পড়ে।

তথ্যের সহজলব্ধতা, নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশদ গবেষনার পথ উন্মোচন করেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরী। নতুবা, আমলাতান্ত্রিক ও জটিল সিস্টেমের আওতায় পরিকল্পনা তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং একটি সাধারন বিষয়ে পরিণত হয়।

নগর অবকাঠামো ও বিস্তারিত নগর কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্যসমূহের সাথে জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ক্রমবর্ধনশীল। বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে প্রদর্শিত তথ্য পরিকল্পনা প্রণয়নে নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করছে। পরিবহন, পরিবেশ, অবকাঠামো এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বলিত তথ্য ব্যবহার করে একটি বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বর্তমানে, প্রণীত পৌরসভা মহাপরিকল্পনায়, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) সুবিধা প্রয়োগ করে বর্তমান অবস্থার স্যাটেলাইট চিত্রের বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে, প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রাক্কলিত চিত্র উপস্থাপন করলে নীতি নির্ধারকদের পরিকল্পনার সুবিধা বুঝতে আরও সহজ হবে।

বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার অভাবে প্রণীত ১৯৮০ সালের উপজেলা মহাপরিকল্পনাতে প্রস্তাবিত নগর পরিষেবাগুলো তাই কল্পনাপ্রসূত মনে হয় যা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

এই মহাপরিকল্পনায়, ২০২৭ সাল নাগাদ প্রাক্কলিত জনসংখ্যার আলোকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, খোলা জায়গা ও কৃষি ব্যবহারের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে এই বরাদ্দকৃত জমি সংরক্ষনের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

অধ্যায়- ০২: বিদ্যমান শর্তাবলী এবং ঘাটতি

২.১ সামাজিক ও নগর পরিষেবা সনাক্তকরণ

২.১.১ অবস্থান

পানি সরবরাহ: জয়পুরহাট পৌরসভাতে ভাল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক রয়েছে। পৌরসভা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, ৩২১৫ টি পানি সরবরাহ লাইন, ৮ টি গভীর নলকূপ এবং ৩ টি কমিউনিটি নল প্রতিদিন পাইপলাইনের মাধ্যমে ৬ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করছে। পৌরসভাতে মোট, ১৪১৪ টি নলকূপ এবং ৫৯.৬৯ কিমি. পাইপলাইন বিদ্যমান। অধিকাংশ বাণিজ্যিক খাতে সরবরাহ করা পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। শুষ্ক এবং বর্ষা মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর যথাক্রমে ৩০-৩৫ ফুট এবং ২০-২২ ফুট থাকে।

সারণী- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভায় পানি সরবরাহের উপাদানসমূহ

ওয়ার্ড নং	টিউবওয়েল (নং)	ওভারহেড ট্যাঙ্ক (নং)	পাম্প হাউস (নং)	সাপ্লাই লাইন (মিটার)
১	২৪৮	-	-	৪৬৭১.০৬
২	২১৪	০১ নং	০১	৪২১৪.২২
৩	১৭২	-	০১	৪১৬৪.৪৮
৪	১৪৫	-	০১	৭৩৬৭.৪২
৫	১১০	-	-	৭৫৬৭.৩৮
৬	১০৫	-	০২	১৩৩২০.৩৬
৭	১৩০	০১ নং	০২	৫৭৩৮.১৪
৮	১৫০	-	-	৭৯৩৩.৮৮
৯	১৪০	-	-	৪৭১৩.০৬
মোট পৌরসভা	**১৪১৪**	**২**	**৭**	**৫৯,৬৯০.০০**

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

টেলিযোগাযোগ: পৌরসভা এলাকায় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) দ্বারা পরিচালিত একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ লাইন রয়েছে। বর্তমানে এলাকায় ১১২২ টি ল্যান্ড টেলিফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। গ্রামীণ ফোন, একটেল, সিটিসেল, বাংলালিংক এবং টেলিটকের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক রয়েছে যা সমগ্র পরিকল্পনা এলাকা জুড়ে রয়েছে।

স্যানিটেশন: পৌরসভাতে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের মোট সংখ্যা ২২,৬৭৯ এবং স্যানিটেশন কভারেজ প্রায় ৯৭%। জয়পুরহাট পৌরসভায় ১১ টি পাবলিক টয়লেট রয়েছে। সব পাবলিক টয়লেট পাকা এবং নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। পানি এবং বিদ্যুৎ সর্বদা সহজলভ্য এবং ল্যাট্রিন সবসময় পরিষ্কার রাখা হয়। পৌরসভা কর্তৃপক্ষের মতে, প্রতিদিন গড়ে ৪,৭৫০ জন এই টয়লেট ব্যবহার করছেন। পাবলিক টয়লেটগুলি লিজিং সিস্টেমের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত মালিকানার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে, ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার জন্য পৌরসভা দায়ী। জরিপকৃত পরিবারের মধ্যে প্রায় ৭৬% উল্লেখ করেছেন যে, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ড্রেনগুলি পরিষ্কার করে; ৫% ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিষ্কার করে। অন্যদিকে, ১৯% উত্তরদাতারা দাবি করেছেন যে নিয়মিত ড্রেনগুলি পরিষ্কার করা হয় না। জরিপকৃত পরিবারের মধ্যে ৩০.৫% পরিবারে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ৬৮% পরিবারে পিট / স্ল্যাব ল্যাট্রিন এবং ১.৫% পরিবার কাঁচা ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। নিম্নের সারনীতে বিভিন্ন পরিবারের স্যানিটেশন সুবিধার বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণী- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভার টয়লেট সুবিধার সংখ্যা

ওয়ার্ড নং	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	প্যাট ল্যাট্রিন	কাঁচা ল্যাট্রিন
১	৯১৭	২০৫১	৪১
২	৫৮৯	১৩০৬	১১৮
৩	৬২৮	১৩৯৫	২৩
৪	৭৭১	১৭২১	৬২
৫	৯০৬	২০২৭	১০
৬	৮৪৮	১৮৯৫	০১
৭	৮২৫	১৮৪৪	১৮
৮	৭৭৪	১৭২৭	৩৪
৯	৭৫৬	১৬৮৮	২৯
মোট পৌরসভা	**৭,০১৪**	**১৫,৬৫৪**	**৩৩৬**

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

গ্যাস সরবরাহ: পৌরসভাতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নেই

কঠিন বর্জ্য:

পৌরসভাতে, ৮৫ টি ডাস্টবিন (সমস্ত কাজ করছে), ৪ টি বর্জ্য সংগ্রাহক ট্রাক এবং ২২ টি বর্জ্য সংগ্রাহক রিকশা কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। হাসপাতালের বর্জ্য নিজস্ব ডাস্টবিনে ডাম্প করা হয়। কাঁচাবাজারের বর্জ্যগুলি কাছাকাছি ডাস্টবিন বা শূন্য স্থানে ডাম্প করা হয়। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ৮৫% আবাসিক এলাকা এবং ৯৫% বাণিজ্যিক এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে। পৌরসভা এর বর্জ্য নিস্পত্তি কার্যক্রম দ্রুততর করার জন্য কিছু নতুন ডাম্পিং ট্রাক এবং রিক্সা-ভ্যান কিনতে পরিকল্পনা করছে। জরিপের তথ্য অনুসারে, পরিবারের বর্জ্য সাধারণত কাছাকাছি খোলা জায়গাগুলিতে ফেলে দেওয়া হয়। ৫৮% উত্তরদাতারা নিশ্চিত করেন যে, তারা বাড়ির বর্জ্যগুলি নিকটবর্তী খোলা স্থানে, ৩৫% বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগৃহীত হয়, ৭% ডাস্টবিনে বর্জ্য নিক্ষেপ করে এবং ১% তাদের কঠিন বর্জ্য নিকটস্থ ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়।

সারণী- ২.৩: ডাম্পিং স্থান এবং ডাস্টবিন

ওয়ার্ড নং	বর্জ্য নিস্পত্তি স্থান (আয়তন একরে)	ডাস্টবিন (নং)
১	-	৮
২	খঞ্জনপুর মৌজা ২৯০ একর	৭
৩	-	১৪
৪	-	৯
৫	কাজীপুর মৌজা, ৪.৯০ একর (পৌরসভার বাইরে)	৫
৬		২৯
৭		২
৮		৮
৯		৩
মোট	**২**	**৮৫**

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

স্বাস্থ্য সেবা

পৌরসভাতে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে। ৩ টি সরকারি হাসপাতাল এবং ১০ টি ক্লিনিক রয়েছে। ইউনানী চিকিৎসা কেন্দ্র ওয়ার্ড নং ০৪ এ এবং ওয়ার্ড নং ০৭ এ অবস্থিত। বেশিরভাগ হাসপাতাল ওয়ার্ড নং ০৭ এ অবস্থিত।

শিক্ষা

পৌরসভাতে ২১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি ও বেসরকারি), ১৯ টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫ টি কলেজ রয়েছে। এছাড়া ২২ টি মাদ্রাসা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৪ টি লাইব্রেরি রয়েছে। ওয়ার্ড নং ০৬ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ সর্বোচ্চ।

চিত্তবিনোদন

পৌরসভায় বিনোদনমূলক সুবিধা অপর্যাপ্ত। জয়পুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত বিনোদনমূলক অবকাঠামোগুলো হলঃ খেলার মাঠ, পার্ক, স্টেডিয়াম প্রভৃতি। অবশিষ্ট বিনোদনমূলক কাঠামো হল কমিউনিটি সেন্টার এবং সিনেমা হল।

সামাজিক সেবাসমূহ

জয়পুরহাট উচ্চ ঐতিহ্যগত ধর্মীয় মূল্যবোধ আছে। ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৯৫ টি মসজিদ, ১ টি গির্জা, ২০ টি মন্দির পৌরসভায় বিদ্যমান আছে। ওয়ার্ড নং ২ এ বেশিরভাগ ধর্মীয় সুবিধাদি অবস্থিত (২১)।

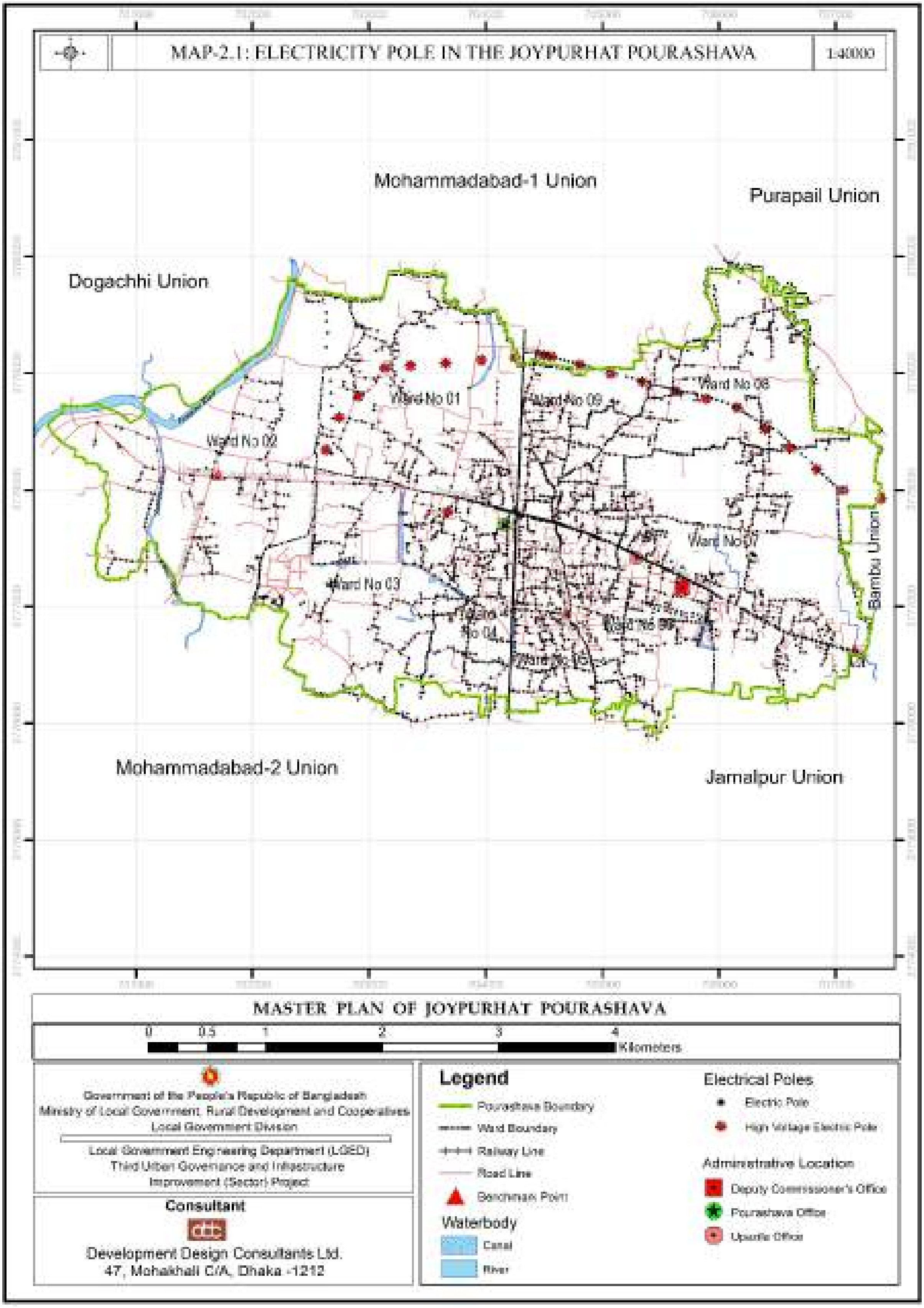

মানচিত্র- ২.১: জয়পুরহাট পৌরসভার বৈদ্যুতিক খুটির সংখ্যা

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

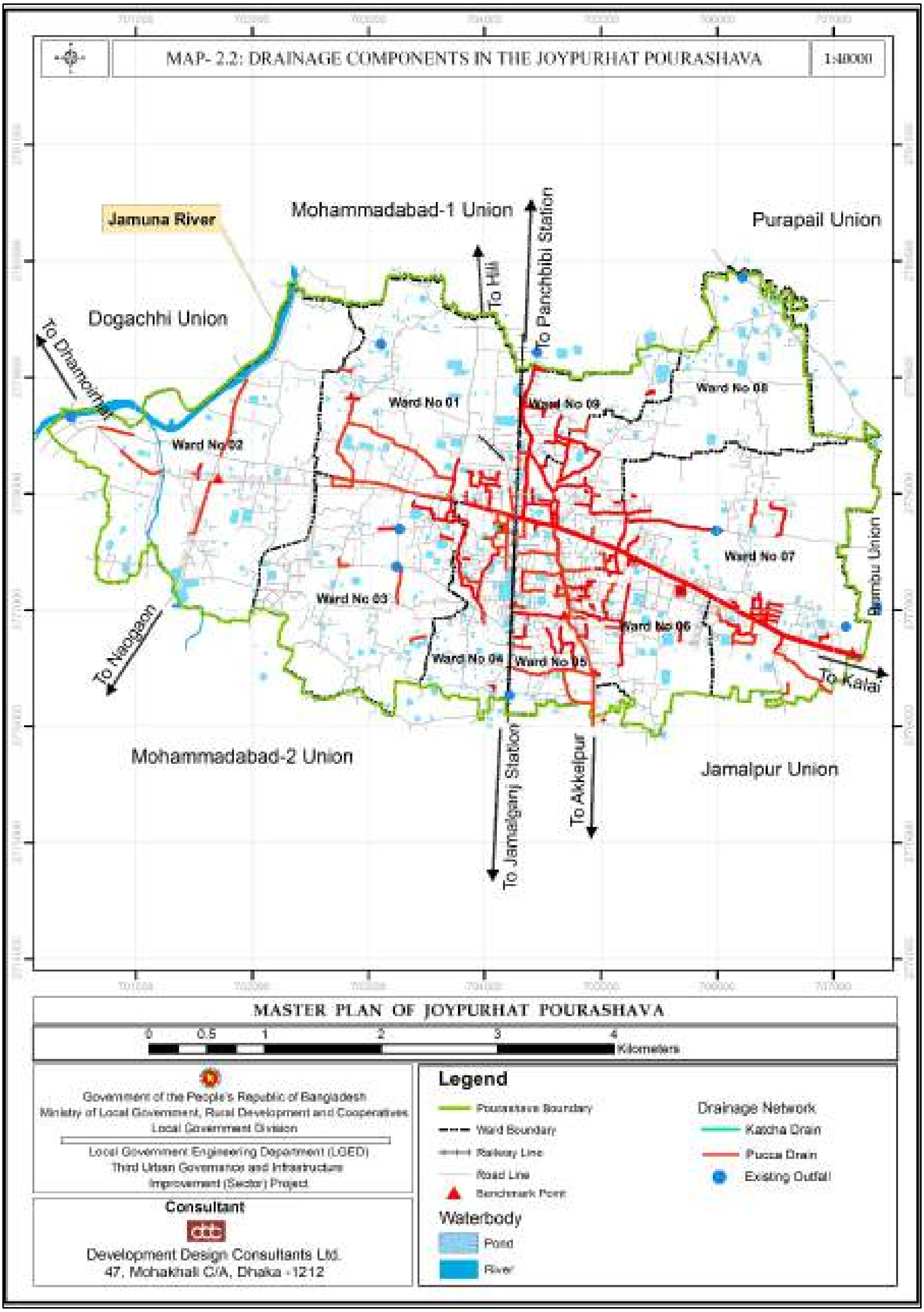

মানচিত্র- ২.২: জয়পুরহাট পৌরসভাতে নিষ্কাশন ড্রেন ও অন্যান্য ড্রেনেজ কম্পোনেন্টস

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

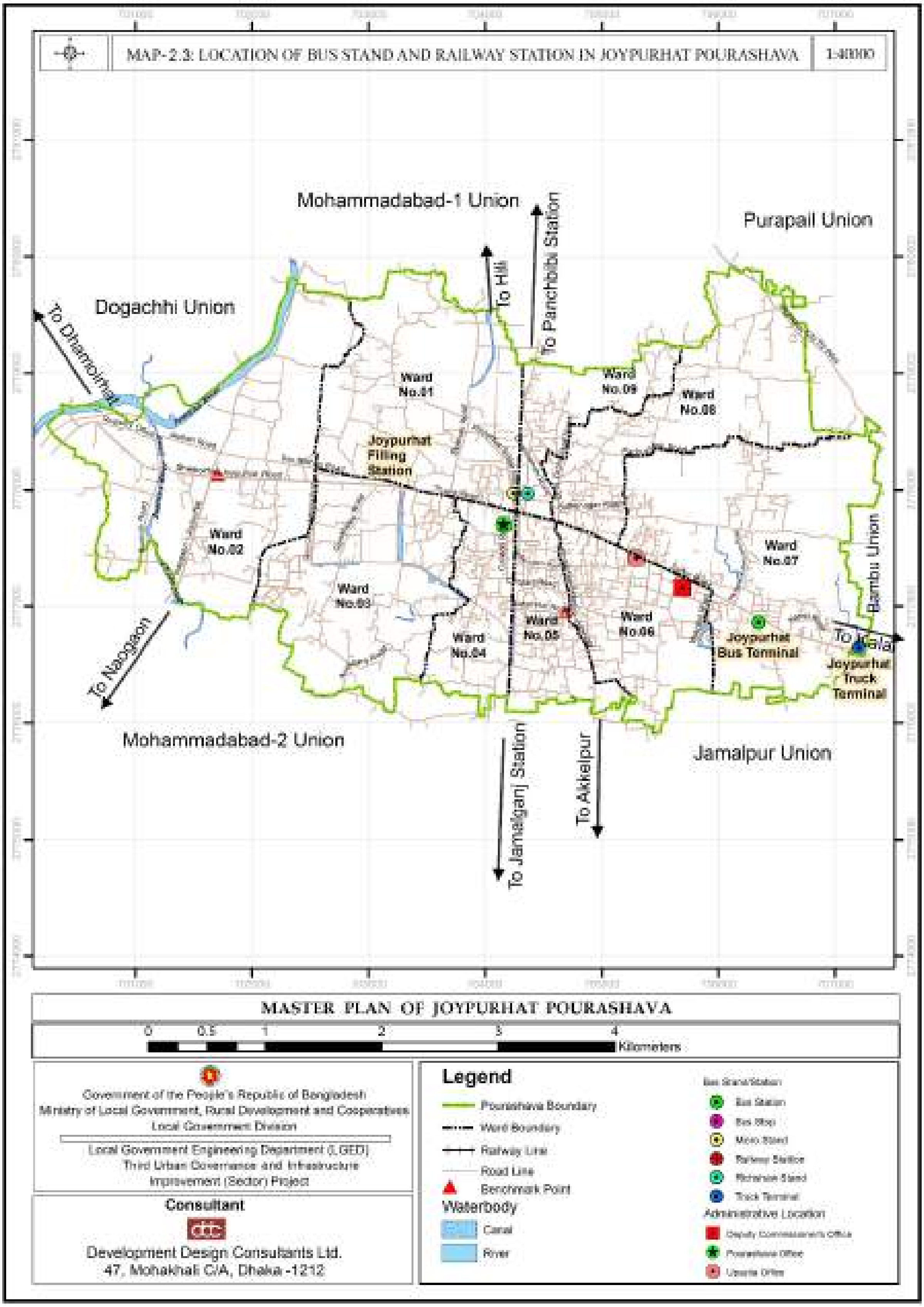

মানচিত্র- ২.৩: জয়পুরহাট পৌরসভাতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

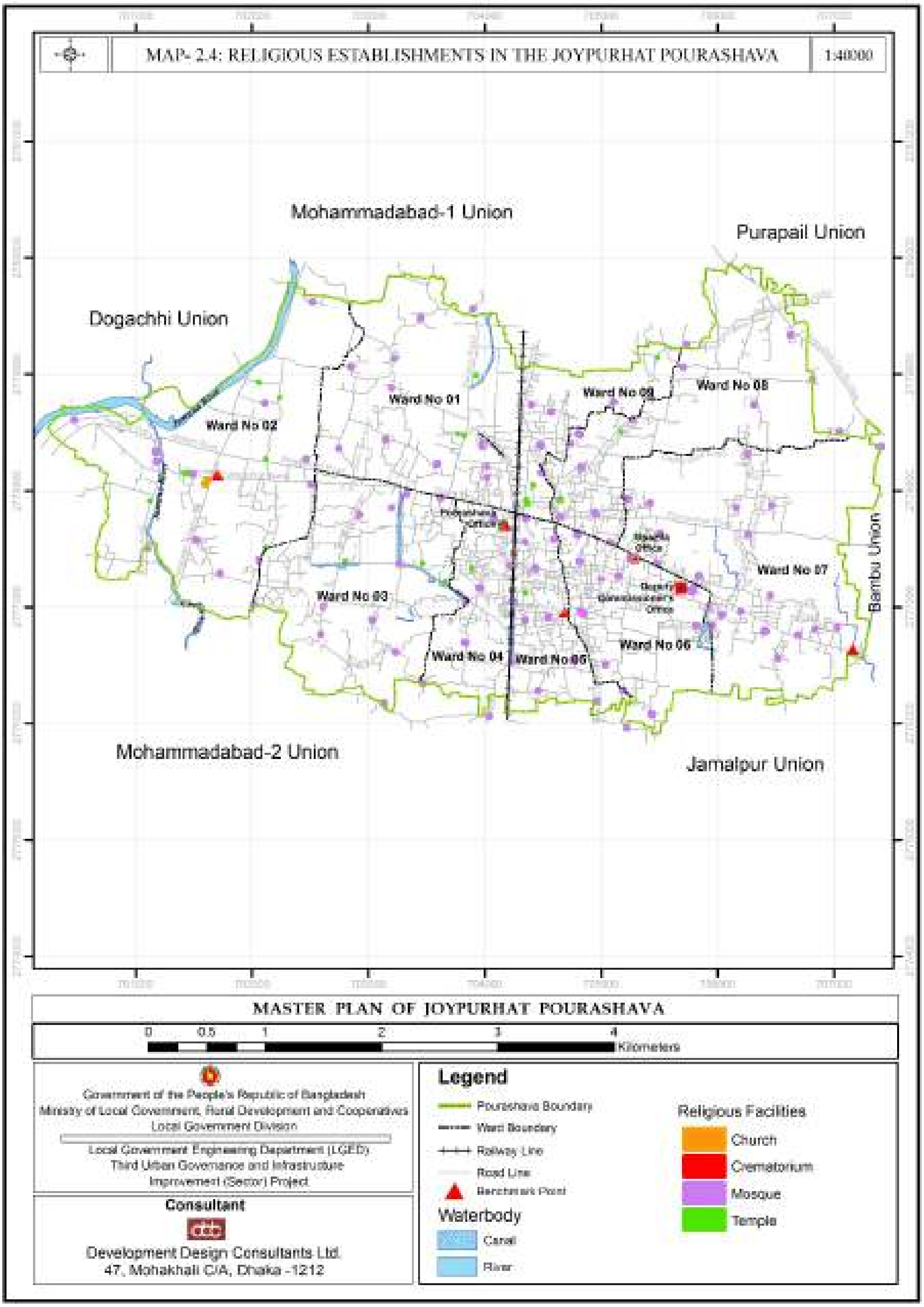

মানচিত্র- ২.৪: জয়পুরহাট পৌরসভাতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

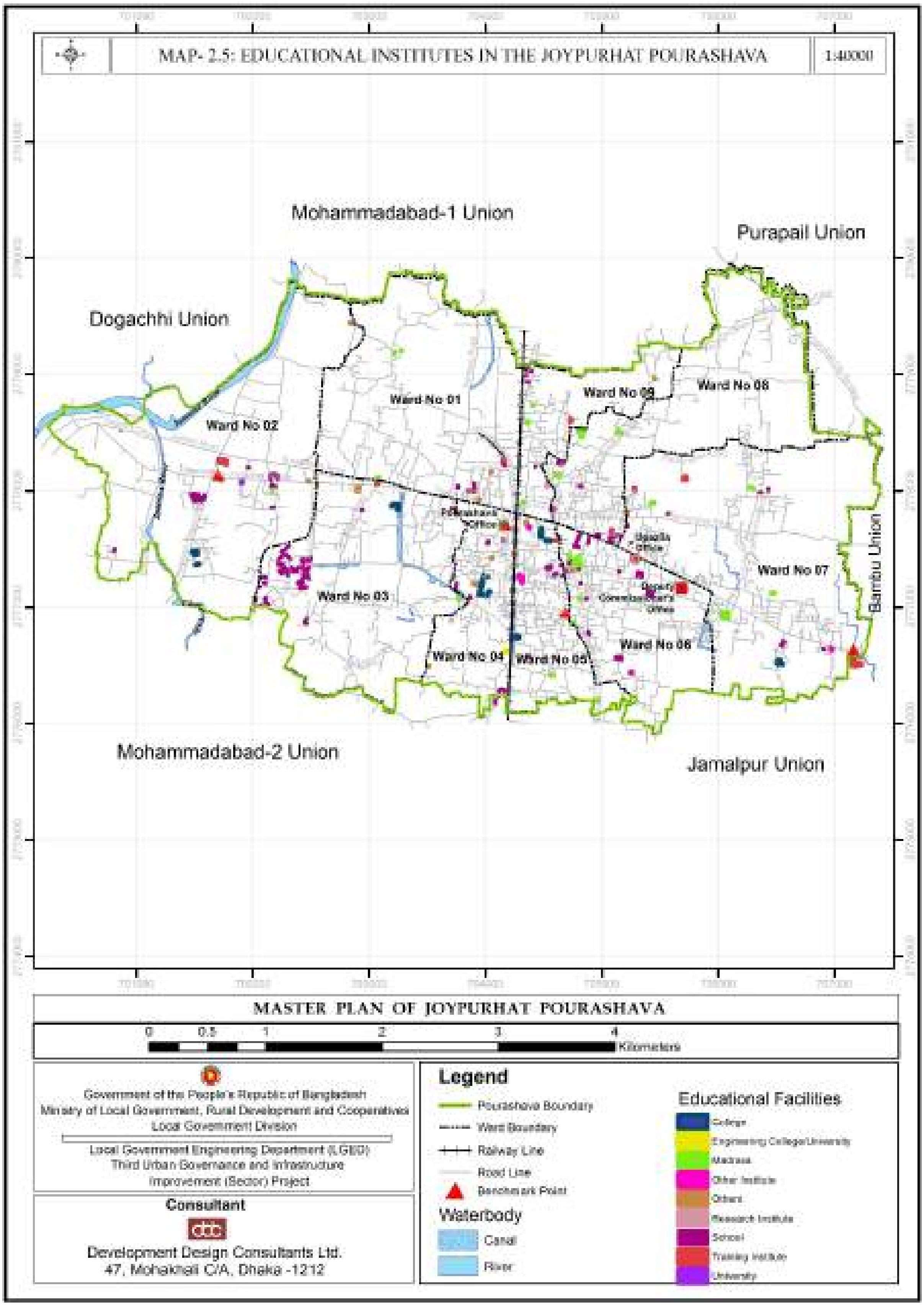

মানচিত্র- ২.৫: জয়পুরহাট পৌরসভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

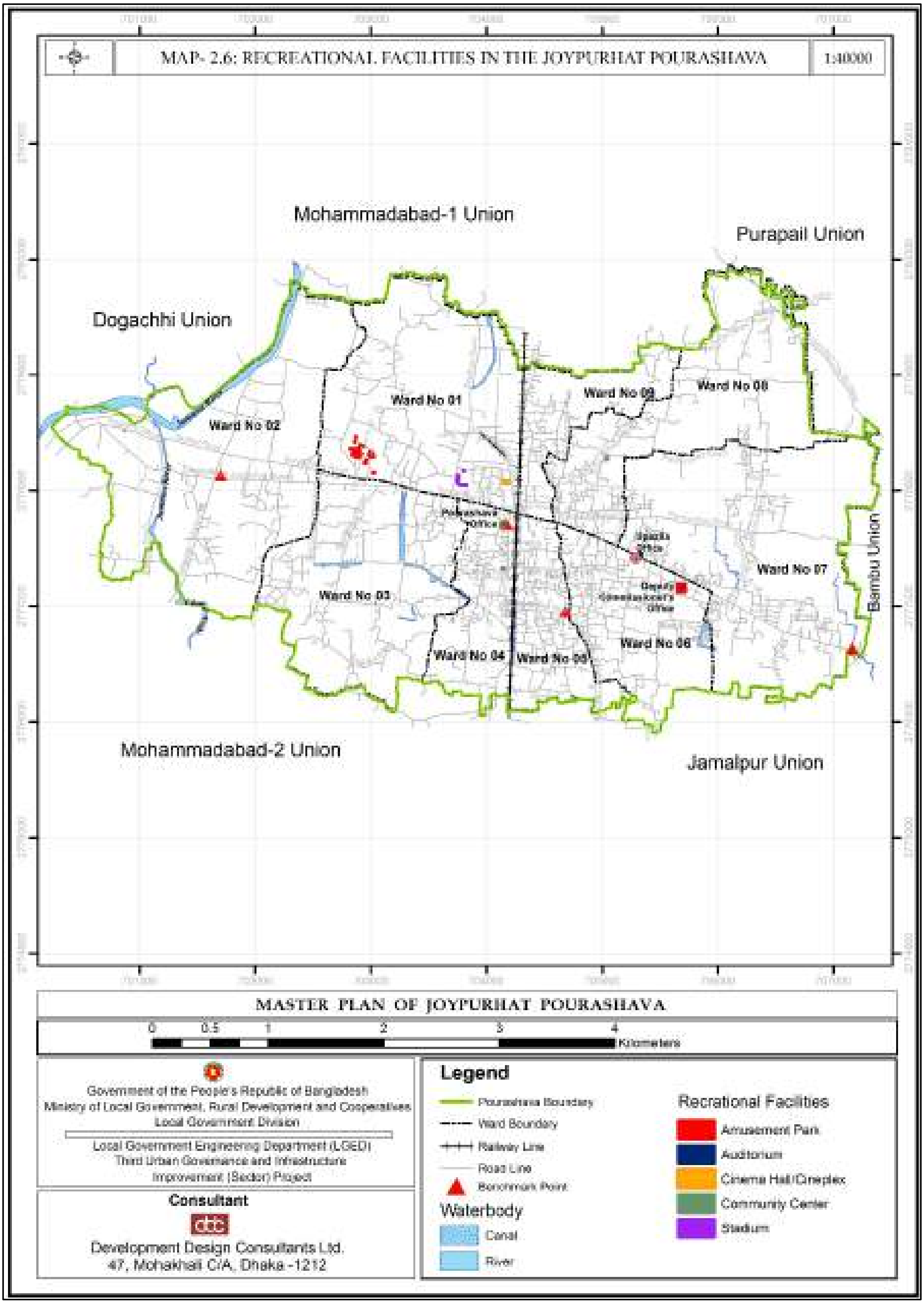

মানচিত্র- ২.৬: জয়পুরহাট পৌরসভার বিনোদনমূলক সুবিধা

সূত্র: ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৭

২.২ সামাজিক ও নগর পরিষেবায় ঘাটতি

২.২.১ বর্তমান জনসংখ্যা অনুযায়ী

টেলিকমিউনিকেশন

পৌরসভাতে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) দ্বারা পরিচালিত একটি টেলিফোন বিনিময় লাইন রয়েছে। গ্রামীণফোন, রবি, সিটিসেল, বাংলালিংক এবং এয়ারটেল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক রয়েছে যা সমগ্র পৌরসভা জুড়ে রয়েছে। বিটিসিএল অফিস ওয়ার্ড নং ৭ এ অবস্থিত।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা

পৌরসভাতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সংখ্যা ২২,৬৭৯ এবং পৌরসভাতে স্যানিটেশন কভারেজ প্রায় ৯৭%। পৌরসভাতে প্রতিদিন ১১ টি পাবলিক টয়লেট রয়েছে যা সাধারণ জনগণকে সেবাপ্রদান করে। বর্তমান স্যানিটারি টয়লেট সুবিধা স্তর শত ভাগ হওয়া উচিত। টয়লেট সিস্টেমের উন্নতির জন্য জনগণ সচেতনতা ও পৌরসভা উদ্যোগ প্রয়োজন। কম খরচে স্যানিটারি সিস্টেম কম আয়ের এলাকায় উৎসাহিত করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও গবেষণা

পৌরসভা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ। বর্তমানে ১০১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৌরসভাতে এবং প্রায় ৫০% প্রাথমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান। দৃশ্যপট হতে দেখা যায় স্কুল যাওয়া শিশুদের পরিমাণ পৌরসভাতে অনেক রয়েছে। আবার, ৫ টি কলেজ এবং ২ টি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ স্তরের শিক্ষাগত সুযোগ প্রদান করছে।

স্বাস্থ্য সুবিধা

সামগ্রিকভাবে, ২২ টি স্বাস্থ্য সুবিধা পৌরসভাতে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করছে এবং মোট জনসংখ্যা ৭৩,৩৮৫ (২০১৬)। জনসংখ্যার সাথে নগর সুবিধাদির অনুপাত অনুযায়ী, ৭,৩৩৮ জনসংখ্যার জন্য একটি ক্লিনিক (মোট ১০ টি ক্লিনিক), ১৮,৩৪৭ জনসংখ্যার জন্য একটি ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র (মোট ৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার) এবং ১২২৩০ জন জনসংখ্যার জন্য একটি হাসপাতাল (৬ টি হাসপাতালের পৌরসভাতে) রয়েছে। দৃশ্যটি পৌরসভাতে খারাপ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রমাণ করে।

বিনোদনমূলক সুবিধাদি

সামগ্রিকভাবে, ১ সিনেমা হল, ২ টি অডিটোরিয়াম এবং ২ টি কমিউনিটি সেন্টার পৌরসভাতে অবস্থিত। জনসংখ্যার সাথে নগর সুবিধাদির অনুপাত মতে, ৭৩,৩৮৫ জনসংখ্যার জন্য ১টি সিনেমা হল, ৩৬,৬৯৩ জনসংখ্যার জন্য ১ টি অডিটোরিয়াম এবং ৩৬,৬৯৩ জনসংখ্যার জন্য ১ কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে।

কঠিন বর্জ্য

পৌরসভাতে ৮৫% বসতবাড়ির বর্জ্য এবং ৯৫% বাণিজ্যিক বর্জ্য পরিষ্কার করা হয় না। উপরন্তু, শিল্প বর্জ্য এবং চিকিৎসা বর্জ্য উপর যত্ন দেওয়া হয় না। আবর্জনা নিষ্পত্তি উপাদানগুলির ঘাটতি, অপর্যাপ্ত জনশক্তি এবং অনুপস্থিতি জনসচেতনতা দক্ষ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার প্রধান বাঁধা।

সামাজিক সেবাসমূহ

পৌরসভাতে কিছু পরিবার পুরাশাওয়ায় কমিউনিটি সেন্টারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নন এবং তাদের অধিকাংশই মনে করেন যে কমিউনিটি সেন্টারের মালিকানা ব্যক্তিগত। ধর্মীয় সুবিধার সংখ্যা দেশে উপস্থিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুপাতকে প্রতিফলিত করে। পৌরসভের জনসংখ্যার বেশিরভাগই মুসলিম, ধর্মীয় গুরুত্ব অনুযায়ী মসজিদের সংখ্যা সর্বোচ্চ, মন্দিরগুলি দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী অনুসরণ করে। ভৌত অবকাঠামো জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৯৫ টি মসজিদ, ১ টি গির্জা, ২০ টি মন্দির প্রকল্প এলাকায় দেখা যায়। ওয়ার্ড নং ২ সবচেয়ে ধর্মীয় সুবিধা আছে (২১)।

২.২.২ বর্তমান জনসংখ্যা অনুযায়ী ঘাটতি

নিম্নলিখিত টেবিলে জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান জনসংখ্যার অনুযায়ী উল্লিখিত শহরের পরিষেবাদির ঘাটতি খুঁজে বের করতে গণনা করা হয়েছে। বর্তমান জনসংখ্যার মতে, বর্তমান অবস্থা বেশ গ্রহণযোগ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ার সাথে সাথে সেবা সম্প্রসারণ এবং প্রসারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কিছু বিধান থাকা উচিত।

সারণী- ২.৪: বিদ্যমান এলাকা এবং সামাজিক ও শহুরে সেবাগুলির জন্য বর্তমান জনসংখ্যা

নগর সেবা	পরিষেবার অন্তর্ভূক্ত ভূমির পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যা, ২০১৭
বিদ্যুৎ	০.৩২	৭৩,১০৬
পানি সরবরাহ	১.৪৩	
টেলিকমিউনিকেশন	০.৩	
কঠিন বর্জ্য	২.৩৮	
স্বাস্থ্যব্যবস্থা	০.১৫	
শিক্ষা ও গবেষণা	১০৮.৫৬	
স্বাস্থ্য	৯.৯৪	
চিত্তবিনোদন	৩৪.২৮	
সামাজিক সেবাসমূহ	১৬৫.৮৩	

সূত্রঃ ২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহার জরিপের উপর ভিত্তি করে

নগর পরিষেবা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচিত মানদন্ড অনুযায়ী, স্বাস্থ্য, বিনোদন এবং শিক্ষাগত পরিষেবাদিতে প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি দেখা যায়। পৌরসভার সামাজিক সেবাসমূহে কোন ঘাটতি নেই। অতএব, সামাজিক পরিষেবাদিতে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কোনও প্রভাব ফেলবে না। বিদ্যুৎ ও কঠিন বর্জ্য খাতে সর্বনিম্ন ঘাটতি পাওয়া গেছে। স্যানিটেশন সেক্টরেও কোন ঘাটতি নেই, প্রধান সমস্যা উপাদানগুলির পরিকল্পিত বিকাশের সাথে প্রাসঙ্গিক।

সারণী- ২.৫: বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগর পরিষেবাগুলির ঘাটতি

নগর পরিষেবা	নির্ধারিত মানদন্ড	মানদন্ড অনুযায়ী ভূমির প্রয়োজন (একর)	মোট ঘাটতি (একর)
বিদ্যুৎ (সাব-স্টেশন)	১ একর / ৩০০০০ জনসংখ্যা	২.৪৪	২.১২
পানি সরবরাহ	১ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	৩.৬৫	২.২২
টেলিকমিউনিকেশন	০.৫ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	১.৮৩	১.৫৩
কঠিন বর্জ্য	৪ -১০ একর / উপজেলা	৫.০০	২.৬২
স্বাস্থ্যব্যবস্থা	১ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	৩.৬৫	৩.৫
শিক্ষা ও গবেষণা	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ৩-৫%	৯৬.২৫	-
স্বাস্থ্য	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ২.৫-৫%	৪৮.১২	৩৮.১৮
চিত্তবিনোদন	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ২-৩%	৫৭.৭৫	২৩.৪৭
সামাজিক সেবাসমূহ	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ১০-২০%	৩৮৪.৯৬	২১৯.১৩

সূত্রঃ পরামর্শক দ্বারা গণনাকৃত, ২০১৮

২.২.৩ ভবিষ্যতে জনসংখ্যা অনুযায়ী ঘাটতি

নিম্নলিখিত সারণীতে, সামাজিক ও নগর পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত বর্তমান ভূমি এবং ২০২৭ সালের অভিক্ষিপ্ত জনসংখ্যার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এখানে হিসাবের সুবিধার্থে বর্তমানে সামাজিক ও নগর পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত বর্তমান ভূমির পরিমাণ আগামি দশ বছরের জন্য একই ধরা হয়েছে।

সারণী- ২.৬: সামাজিক ও শহুরে সেবাগুলির জন্য বিদ্যমান এলাকা এবং ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা

নগর পরিষেবা	পরিষেবার অন্তর্ভূক্ত ভূমির পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যা, ২০২৭
বিদ্যুৎ	০.৩২	৮২, ৩১৫
পানি সরবরাহ	১.৪৩	
টেলিকমিউনিকেশন	০.৩	
কঠিন বর্জ্য	২.৩৮	
স্বাস্থ্যব্যবস্থা	০.১৫	
শিক্ষা ও গবেষণা	১০৮.৫৬	
স্বাস্থ্য	৯.৯৪	
চিত্তবিনোদন	৩৪.২৮	
সামাজিক সেবাসমূহ	১৬৫.৮৩	

সূত্রঃ ২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহার জরিপের উপর ভিত্তি করে

২০২৭ সালের জন্য নগর সেবা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচিত মান অনুযায়ী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন খাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে যার জন্য আরো ভূমি দরকার। পানি সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থার জন্য ভূমি ঘাটতি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। অতএব পরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় এসকল ঘাটতি পূরণ সাপেক্ষে পৌর অধিবাসিদের জন্য নগর পরিসেবা সহজলভ্য করতে হবে ।

সারণী- ২.৭: ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার ভিত্তিতে সামাজিক ও নগর পরিষেবাগুলির ঘাটতি

নগর পরিষেবা	নির্ধারিত মানদন্ড	মান অনুযায়ী ভূমির প্রয়োজন (একর)	মোট ঘাটতি (একর)
বিদ্যুৎ (সাব-স্টেশন)	১ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	৪.১১	৩.৭৪
পানি সরবরাহ	১ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	৪.১১	২.৬৩৩
টেলিকমিউনিকেশন	০.৫ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	২.০৫	১.৭৩
কঠিন বর্জ্য	৪ -১০ একর / উপজেলা	৭	৪.৬২
স্বাস্থ্যব্যবস্থা	১ একর / ২০০০০ জনসংখ্যা	৪.১১	৩.৯৬
শিক্ষা ও গবেষণা	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ৩-৫%	৯৬.২৪৫	-
স্বাস্থ্য	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ২.৫-৫%	৪৮.১২	৩৮.১৮
চিত্তবিনোদন	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ২-৩%	৫৭.৭৫	২৩.৪৭
সামাজিক সেবাসমূহ	মোট নির্মাণকৃত এলাকা ১০-২০%	৩৮৪.৯৬২	২১৯.১৩

সূত্রঃ পরামর্শক দ্বারা গণনাকৃত, ২০১৮

অধ্যায়- ০৩: নগর পরিষেবাগুলির জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকা

৩.১ নগর পরিষেবাসমূহের চাহিদা বিশ্লেষণ

টেলিকমিউনিকেশন

মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ল্যান্ডফোনের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিটিসিএল সেবা সহজতর এবং এখন দাম সস্তা। উন্নততর সেবা প্রদানের জন্য, নতুন ল্যান্ড ফোন কোম্পানি ভূগর্ভস্থ তারগুলি স্থাপন করার কথা ভাবতে পারে। আরেকটি সুবিধা হলো বাংলাদেশে অনেক নতুন ল্যান্ড ফোন কোম্পানি ওয়্যারলেস ফোন চালু করেছে। এই ধরনের সংযোগে কোন প্রকার তার লাগেনা। এর ফলে কোম্পানীর ব্যয় হ্রাস পায় এবং একই সাথে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপনের মত কঠিন কাজ থেকে বাচতে পারে।

পয়ঃনিষ্কাশন

পৌরসভাতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সংখ্যা ২২,৬৭৯ এবং পৌরসভাতে স্যানিটেশন কভারেজ প্রায় ৯৭%। পৌরসভাতে ১১ টি সরকারি শৌচাগার রয়েছে, প্রায় প্রতিদিন ৪৭৫০ জন লোক পৌরসভাতে আসে। বর্তমান স্যানিটারি টয়লেট সুবিধা স্তর শত ভাগ না। টয়লেট সিস্টেমের উন্নতির জন্য জনগণের সচেতনতা ও পৌরসভার পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কম খরচে স্যানিটারি সিস্টেম কম আয়ের এলাকায় উৎসাহিত করা যেতে পারে।

গ্যাস সরবারহ

পৌরসভাতে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যতে (১০ বছরের মধ্যে) যদি সরকার পৌরসভাতে গ্যাস সরবরাহ করে, তবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনা করা উচিত। গ্যাস ম্যানিফোল্ড স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে, পৌরসভার শহরতলীতে ছোট থেকে মাঝারি আকারের প্লট (৮.৪০ একর জমিতে) এর উপর স্থাপন করতে পারবে। উপজেলা নিয়ন্ত্রক স্টেশন ছোট প্লটে স্থাপন করা যাবে। এই স্টেশনগুলি প্রধান গ্যাস লাইনের বিরতি বিন্দুগুলোতে স্থাপিত করা হবে।

পৌরসভায় গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা শুরু হলে বিভিন্ন ব্যাসের ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের সাহায্যে সরবরাহ করা হবে। এই পাইপ লাইনগুলো রাস্তার জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে স্থাপন করা যাবে।

শিক্ষা ও গবেষণা

পৌরসভা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ। বর্তমানে ১০১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৌরসভাতে এবং প্রায় ৫০% প্রাথমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান। দৃশ্যটি দেখায় স্কুল চলন্ত শিশুদের প্রাপ্যতা পৌরসভাতে রয়েছে। আবার, ৫ টি কলেজ এবং ২ টি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ স্তরের শিক্ষাগত সুযোগের দাবি প্রমাণ করছে।

স্বাস্থ্য সুবিধা

সামগ্রিকভাবে, ২২ টি স্বাস্থ্য সুবিধা পৌরসভাতে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করছে এবং মোট জনসংখ্যা ৭৩,৩৮৫ (২০১৬)। অনুপাত অনুযায়ী, ৭,৩৩৮ জনসংখ্যার জন্য একটি ক্লিনিক (মোট ১০ টি ক্লিনিক), ১৮,৩৪৭ জনসংখ্যার জন্য একটি ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র (মোট ৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার) এবং ১২২৩০ জন জনসংখ্যা (৬ টি হাসপাতালের পৌরসভাতে) রয়েছে। দৃশ্যটি পৌরসভাতে খারাপ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রমাণ করে।

কমিউনিটি সুবিধা

ধর্মীয় সুবিধার সংখ্যা দেশে উপস্থিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুপাতকে প্রতিফলিত করে। পৌরসভের জনসংখ্যার বেশিরভাগই মুসলিম, ধর্মীয় গুরুত্ব অনুযায়ী মসজিদের সংখ্যা সর্বোচ্চ, মন্দিরগুলি দ্বিতীয় ধর্মীয় গোষ্ঠী অনুসরণ করে। ভৌত অবকাঠামো জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৯ ৫ টি মসজিদ, ১ টি গির্জা, ২০ টি মন্দির প্রকল্প এলাকায় দেখা যায়। ওয়ার্ড নং ২ এ সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে (২১)।

বিনোদনমূলক সুবিধাদি

পৌরসভাতে সামগ্রিকভাবে **১** টি সিনেমা হল, ২ টি অডিটোরিয়াম এবং ২ টি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী পরিষেবার অনুপাত থেকে দেখা যায় যে, ৭৩,৩৮৫ জনসংখ্যার জন্য **১** টি সিনেমা হল, ৩৬,৬৯৩ জনসংখ্যার জন্য **১** টি অডিটোরিয়াম এবং ৩৬,৬৯৩ জনসংখ্যার জন্য **১** টি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে।

ইউটিলিটি সার্ভিসের অভিক্ষেপ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং পৌরসভা অধিবাসীদের প্রয়োজনের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। ট্রেন্ড লাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যার অভিক্ষেপের পরে দেখা যায় যে ২০২৭ সালে এই এলাকার জনসংখ্যা হবে ৮২,৩১৫। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার উপর নির্ভর করে একটি নগরের পরিষেবাগুলির প্রক্কলন করা হয়।

পৌরসভাতে বর্তমান পরিষেবাসমূহ পর্যাপ্ত নয় এবং কোন মানদন্ড তৈরি না করে এগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত মানগুলি ইউটিলিটি সুবিধাগুলির গুণমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করার সাথে ভবিষ্যতের চাহিদা গণনা করার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.২ নগর পরিষেবার জন্য বিবেচিত মানদন্ডসমূহ

নিম্নলিখিত টেবিল পরিকল্পনার প্রস্তুতি বিবেচনা আদর্শ দেখায়। ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় মান উপর ভিত্তি করে গণনা করা হচ্ছে। নগর পরিষেবা পরিকল্পনা একই চিত্র প্রতিফলিত হবে।

সারণী- ৩.১: ইউটিলিটি সেবা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় মান

নগর পরিষেবা	**মানদন্ড**	**পরিষেবার অন্তর্ভূক্ত বর্তমান ভূমির পরিমাণ (একর)**	**ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ, ২০২৭ (একর)**
নিষ্কাশন	১.০০ একর / ২০,০০০ জনসংখ্যা	২১.০৬	৪.১১
পানি সরবরাহ	১.০০ একর / ২০,০০০ জনসংখ্যা	১.৪৩	৪.১১
কঠিন বর্জ্য নিস্পত্তি সাইট	৪-১০ একর / উপজেলা সদর দপ্তর হেড কোয়াটার	২.২৮	৭
বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন	০.২৫ একর / বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন	০.১	১
বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন	১.০০ একর / ২০,০০০ জনসংখ্যা	০.৩২	৪.১১
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০.৫ একর / ২০,০০০ জনসংখ্যা	০.৩	২.০৫
ফুয়েল স্টেশন	০.৫ একর / ২০,০০০ জনসংখ্যা	১.৯৩	২.০৫

উৎস: ডিটিআইডিপি, এলজিইডি

৩.৩ স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করার পদ্ধতি

পরিকল্পনা এলাকার বাস্তবায়ন শহুরে পরিষেবায় নিম্নলিখিত কৌশল অনুসরণ করতে হবে:

- সীমাবদ্ধ সমগ্র পৌরসভা এলাকার ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিষেবা উন্নয়নের খরচ পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হবে। এই প্রক্রিয়া খরচ কমাবে।
- কিছু এলাকায় নগরায়ণ দ্রুত এবং আসন্ন, সেসকল এলাকাকে নগর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছাড়া অন্যান্য সকল সেবা (পানি সরবরাহ, সুয়ারেজ,বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও গ্যাস) সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি প্রদান করবে।

এসকল নগর সেবাগুলির জন্য, পৌরসভাকে নিম্নলিখিত যথাযথ প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

- বর্তমানে বিদ্যমান পরিষেবাগুলির মধ্যে কোনটি বর্তমানে রোড করিডোরগুলিতে অবস্থিত নয়, থাকতে পারত বা থাকা উচিত এ কথা মাথায় রেখে পরিকল্পিত উন্নয়নের সুবিধার্থে রাস্তা করিডোরগুলিতে পরিষেবাগুলি স্থানান্তরিত করা উচিত। এক্ষেত্রে খরচের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।
- যে পরিষেবাগুলো একটি নেটওয়ার্কে স্থানান্তরিত করা যাবে না সেসকল পরিষেবাগুলোর জন্য করিডোর সংরক্ষণ করতে হবে।
- এই সংরক্ষিত এলাকাকে অন্যান্য সেবামুক্ত রাখতে হবে।

পরিষেবা নেটওয়ার্কের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য (স্যুয়ারেজের ক্ষেত্রে, সম্ভবত একটি নতুন নেটওয়ার্ক), পৌরসভাকে উপযুক্ত প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে যাতে জমি সংরক্ষণের বিষয়টি প্রয়োগ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পৌরসভার প্রয়োজন হবে-

- ❖ মাধ্যমিক, টারশিয়ারী ও সম্ভাব্য প্রাথমিক নেটওয়ার্কগুলি রাস্তার কোন করিডোরে স্থাপিত করা হয়েছে তা নির্ণয় করার মাধ্যমে পৃথকভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনা যাবে। সম্ভবত প্রাথমিক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক একটু ব্যাতিক্রম হতে পারে। এর স্কেল ও ব্যাপকতা পৃথক ভূমি সংরক্ষণের দাবি রাখে।
- ❖ যেখানে এটি অর্জন করা যাবে না, সেখানে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের আকার, তাদের সম্মতি, রুট ও আনুমানিক বাস্তবায়ন সময়সীমা সম্পর্কে সম্মত হতে পারে।
- ❖ সংরক্ষিত জমির অধিগ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা আসলে, পৌরসভা উক্ত প্রকল্প সংরক্ষিত এলাকা যেখানে শেষ হবে সেখানে স্থাপন করার অনুমতি দিতে পারবে। সংরক্ষিত এলাকা অন্যান্য ভবন বা সেবার সীমা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

অধ্যায়- ০৪: নগর পরিষেবা পরিকল্পনা

৪.১ নগর পরিষেবা সম্বলিত প্রস্তাবনা

জয়পুরহাট পৌরসভাতে জরিপকৃত সব নগর সেবা প্রস্তাব করে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি পরিষেবা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্য বিভাগে প্রস্তাব করা হয়েছে, তবে বার বার নয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে সমস্ত পরিষেবাগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক। প্রস্তাবগুলো ধারাবাহিকভাবে এখানে দেওয়া হল।

৪.১.১ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন

আবাসিক উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা: জয়পুরহাট পৌরসভার বর্তমান বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় এখানে বৃহৎ আকারের আনুষ্ঠানিক আবাসিক উন্নয়নের প্রস্তাবনা দেয়া যায়। সরকারী হাউজিং প্রকল্প, ঐতিহ্যগত সাইট ও পরিষেবাদি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্রেতারা নির্দিষ্ট মূল্যের প্লট কেনার জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট বিকাশের প্রবণতা এবং শহরের বাসিন্দাদের আয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে জয়পুরহাট পৌরসভাতে হাউজিং প্রকল্প সম্ভব। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ পৌরসভাতে আবাসন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে পারে। তবে, প্রচলিত আবাসন স্কিম ছাড়াও এটি জাতীয় আবাসন নীতি ও কাঠামো পরিকল্পনার সুপারিশ অনুসারে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। এই ধরনের নীতি আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনায় নির্দেশিত হাউজিং সেক্টরে জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করা প্রয়োজন। সক্রিয় কৌশল অনুসারে, ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি সম্ভাব্য হাউজিং এলাকায় সকল মৌলিক অবকাঠামো ও পরিষেবা সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করবে যা ভূমি মালিকদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের ঘর নির্মাণ করতে সক্ষম করবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলি খরচ ভাগ করে নেওয়ার (সুবিধাভোগীদের) ভিত্তিতেও গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার জন্য সুবিধা বয়ে আনবে। পদ্ধতিগুলো হলঃ -

প্রথমত, অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য জমি (যেমন রাস্তা) বিনা খরচে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্পগুলির জন্য কম বাজেট বরাদ্দ করলে অর্থ সংরক্ষণ করা যাবে এতে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ সংস্থান করা যাবে।

তৃতীয়ত, উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য সামান্য বা কোনও বাধ্যতামূলক ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে না, এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়সীমা কম লাগবে এবং এটি কম জটিলতার সৃষ্টি করবে।

চতুর্থত, অবকাঠামোর বিধানের সাথে রিয়েল এস্টেট সংস্থা হাউজিং সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে যা হাউজিং ডেভেলপমেন্ট এবং শহুরীকরণকে উন্নীত করতে সহায়তা করবে।

পঞ্চমত, সম্প্রদায়ের সেবা এবং সুবিধার ব্যবস্থা নগরায়ণ দ্রুততর হবে।

অংশগ্রহণমূলক ভূমি উন্নয়ন পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন দেশে অনুশীলন করা হয় যা পৌরসভাতে অনুশীলন করা যেতে পারে। উপরন্তু, অংশগ্রহণমূলক ভূমি উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবনী ধারণা অনুশীলন করা যেতে পারে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ক্রস-সাবসিডি কৌশল ব্যবহার করে, দরিদ্র এবং অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলির জন্য সাইট এবং পরিষেবাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। নগর পরিষেবা পরিকল্পনায়, দুই ধরণের অবাসন এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে-

ক) আবাসন এলাকা এবং নির্দিষ্ট ধরণের হাউজিংয়ের পরিকল্পনা।
খ) আবাসন এলাকা পরিবেশন করার জন্য অবকাঠামো ও পরিষেবাসমূহের সুপারিশ

<u>আবাসিক এলাকা সীমানা নির্ধারন এবং লেআউট পরিকল্পনা:</u> পৌরসভার জন্য, আবাসিক ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত জমি বিশেষভাবে আবাসিক এলাকা হিসাবে উন্নয়ন করার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে এবং সম্ভাব্য আবাসন এলাকাসমূহকে আবাসিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

<u>নগর আবাসিক ভূমি প্রয়োজন অনুমান:</u> বর্তমানে প্রতি একর জমিতে জনসংখ্যার মোট ঘনত্ব ১৫ জন। ভূমি জরিপ থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, পরিকল্পনা এলাকার প্রায় ৪১% জমি আবাসিক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনা এলাকার আবাসিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ভূমি ১৩৮৫ একর (মোট জমির ৩০.১৩%)। পৌরসভার জন্য ২০২৭ নাগাদ প্রতি একরে ১৮ জন ঘনত্ব ধরে আবাসিক এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা দল পৌরসভাতে শহুরে এলাকার মোট আবাসিক ঘনত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রতি একরে ৬০ ব্যক্তিকে সুপারিশ করেছে। জনঘনত্ব ঠিক রাখার জন্য নগর এলাকায় উচ্চ ঘনত্বের সুপারিশ করা হয়েছে।

২০২৭ সালের জন্য প্রতি একরে ৬০ জন বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০২৭ সাল নাগাদ আবাসিক এলাকা হবে ১৩৮৫ একর এবং ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার পরিমাণ দাড়াবে ৮২,৩১৫ তে। ফলে, ২০২৭ সালের মধ্যে আরও ৮২,৩১৫ (২০২৭) - ৭৩,২০৩ (২০১৭) = ৯,১১২ জনের অতিরিক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন পড়বে।

<u>নিম্নআয়ের জনসাধারণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল:</u> নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড নং ৭ এ একটি ৫০ একর আয়তনের ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রস্তাবিত জমি কৃষিজ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত, এই এলাকাগুলো পৌরসভার প্রান্তে অবস্থিত যেখানে জনঘনত্ব এখনও কম। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্ত এলাকা বিকাশের জন্য বিভিন্ন ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে।

<u>মাঝারি আয়ের জনসাধারণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল:</u> পৌরসভার পশ্চিম অংশে ১০০ একর জমিতে আরেকটি হাউজিং প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি জয়পুরহাট পৌরসভার উপশহর হিসাবে গঠন করা হবে। সব ধরনের নগর পরিষেবা ও সংশ্লিষ্ট রাস্তার সমন্বয়ে গঠিত এই আবাসিক এলাকায় একটি পরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে।

আবাসিক এলাকার জন্য অবকাঠামো ও পরিষেবাদি: স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় পৌরসভা বা জাতীয় হাউজিং কর্তৃপক্ষ সাইট ও সার্ভিস প্রোগ্রামের অধীনে হাউজিং এলাকায় রাস্তা, নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টারের মতো পর্যাপ্ত অবকাঠামো প্রদান করবে। এ ছাড়া নগর পরিষেবা পরিকল্পনায় পৌরসভা স্তরের সড়ক নেটওয়ার্কে অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক ও পৌর পরিষেবা কর্মসূচির প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

৪.১.২ বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান

<u>ব্যবসায় / মূলধন যোগান কার্যক্রম প্রচার:</u> নগর পরিষেবা পরিকল্পনায় ২০২৭ সাল নাগাদ নগর সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতায় সমগ্র নগর এলাকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাণিজ্যিক কর্মকান্ডগুলিতে পাইকারি, খুচরা ব্যবসা, বাণিজ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অফিসগুলি একত্রিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কেন্দ্রীয় কমপ্লেক্সের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সের জন্য বরাদ্দকৃত বেশিরভাগ ভূমি কৃষি ব্যবহারের অধীনে বা বর্তমানে পতিত অবস্থায় রয়েছে। কাঁচাবাজার ওয়ার্ড-ভিত্তিতে প্রতিটি কমপ্লেক্সের স্থলভাগে প্রস্তাব করা হয়েছে। ওয়ার্ড-ভিত্তিতে স্থাপিত এই সকল কমপ্লেক্সের নিচ তলায় কাঁচাবাজার এবং উপরতলায় শপিংমল প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় মিশ্র ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট জমিগুলোতেও বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুমোদন দেওয়া হবে। জমি অধিগ্রহণের সময় যত্ন সহকারে জোনিং মানচিত্রে প্রধান রাস্তা বরাবর রিবন উন্নয়নের প্রবণতা অনুসরণ করা হয়েছে যাতে বাণিজ্যিক অবকাঠামো তাদের সেরা অবস্থানে তৈরি করা যায়।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে হবে। বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা তৈরি করতে পারে।

শিল্প এলাকা: শহুরে বৃদ্ধি দ্রুততর করার জন্য সমন্বিত শিল্প বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে পৌরসভায় ১১৬.৪৪ একর জমি শিল্প এলাকার আওতাভুক্ত। ওয়ার্ড নং- ২ এ অবস্থিত ৬০ একর জমির উপরে একটি শিল্প এলাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্প সাইট ও পরিষেবাদি প্রকল্পের অধীনে শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন করার পরিবর্তে, শিল্প উদ্যোক্তাদের ভূমি মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কিনে তাদের শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করা হবে। শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন, টেলিফোন, সড়ক অবকাঠামো এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করবে। উন্নয়ন খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। শিল্প এলাকা শুধুমাত্র শিল্প ব্যবহারের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। পরিবেশগত অবনতি কমাতে শিল্প এলাকার চতুর্দিকে একটি সবুজ বেল্ট প্রস্তাব করা হয়েছে। শিল্প এলাকার মসৃণ বিকাশের জন্য কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত নীতিটি রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।

৪.১.৩ নেবারহুড কমপ্লেক্স সেন্টার (ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস)

পরিষেবাসমূহের উপযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণের জন্য, আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অনুপ্রেরণাজনক স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য, নিম্নলিখিত প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্স (ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস) প্রস্তাব করা হয়েছে। নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্স (ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসে) একটি পাঁচ/ছয় তলা ভবন হবে এবং সারণী-৪.২ এ উল্লিখিত বিভিন্ন সুবিধাগুলি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

সারণী- ৪.১: প্রস্তাবিত নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্স (ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস)

আইডি নং	ওয়ার্ড নং	মৌজার নাম	প্লট নং	আয়তন (একর)	পর্যায়
WCO 1	১	জয়পুরহাট	৮৫	০.২২	১ম
WCO 2	২	খঞ্জনপুর	৫৫০	০.১৬	১ম
WCO 3	৩	হাতিল	২৩৭	০.৫১	২য়
WCO 4	৪	জয়পুরহাট	৩০০৯, ৩০১৪	০.১	১ম
WCO 5	৫	জয়পুরহাট	৩৩৫৩, ৩৩৫১, ৩৩৫২, ৫১৩৬	০.১৮	১ম
WCO 6	৬	জয়পুরহাট	৩১৭৪-৩১৭৯	০.৮৭	২য়
WCO 7	৭	হারাইল	১৬৫-১৬৮, ১৭১	০.০৫	১ম
WCO 8	৮	জয়পুরহাট	১৭২৫, ১৭২৬	০.৩৩	১ম
WCO 9	৯	জয়পুরহাট	১০৭৯	০.০৭	১ম
মোট প্রস্তাবিত এলাকা				**২.৫০ একর**	

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

সারণী- ৪.২: WCO এর বিভিন্ন ব্যবহার (ফ্লোর ভিত্তিক)

ফ্লোর নং	প্রস্তাবনা
নিচ তলা	সুপার শপ
	পার্কিং ও উন্মুক্ত স্থান
২য় তলা	মাতৃসদন
	ব্যাংক
৩য় তলা	কাউন্সিলর অফিস
	গণ গ্রন্থাগার
	আইটি সেন্টার
	কনফারেন্স রুম
৪র্থ তলা	ডিপার্টমেন্ট স্টোর
৫ম তলা	কমিউনিটি সেন্টার
	দোকান

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

চিত্র- ৪.১: নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্সের একটি নমুনা নকশা (ফ্লোর ভিত্তিক ব্যবহারসহ)

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

চিত্র- ৪.২: নেবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্সের একটি নমুনা নকশা (৩-ডি নকশাসহ)

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

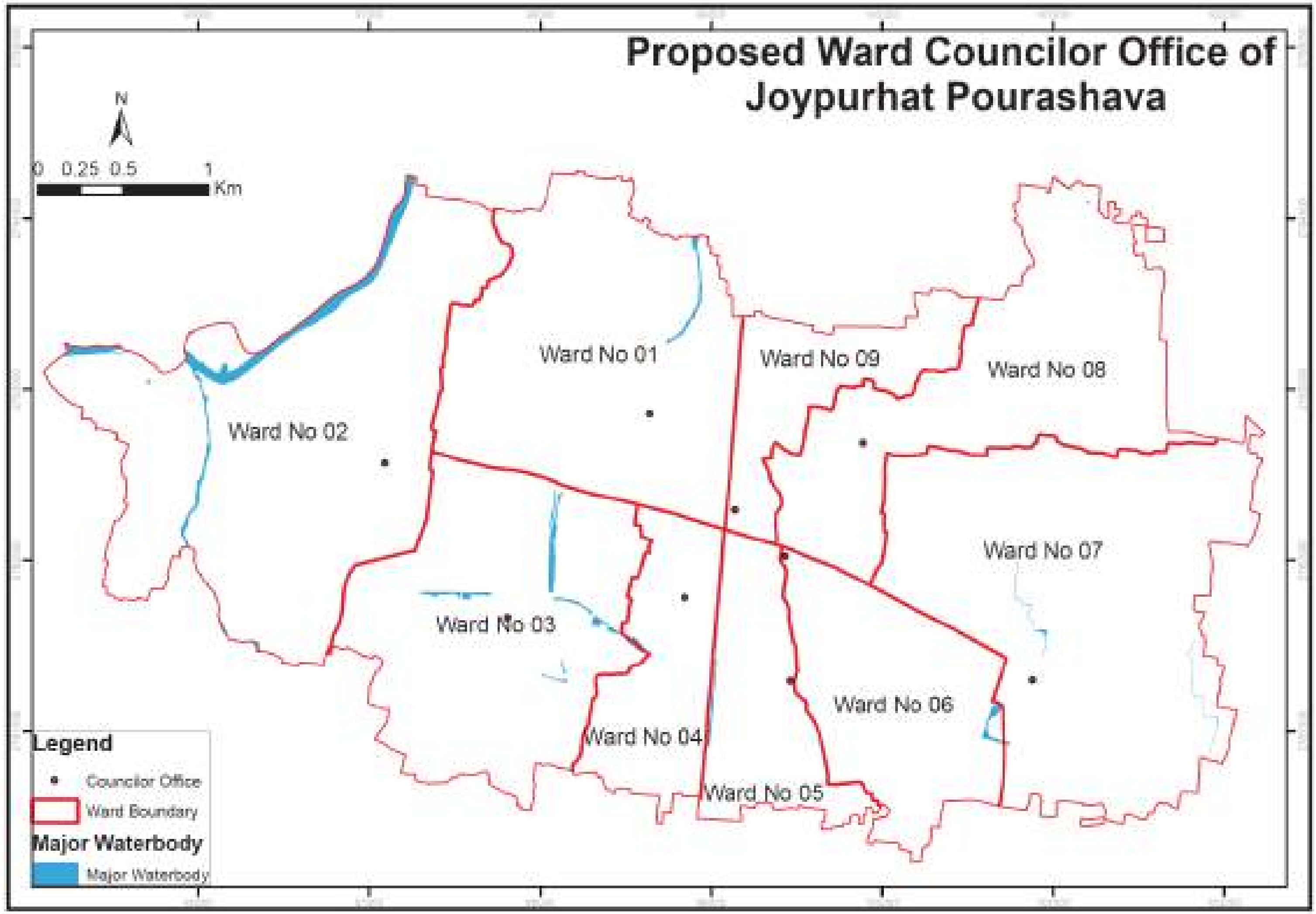

মানচিত্র- ৪.১: পৌরসভার প্রস্তাবিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসের অবস্থান

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

৪.১.৪ স্যানিটেশন উন্নয়নের প্রস্তাবনা

সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের অবস্থান বৃহৎ প্লটে (৮.৪০ একর জমিতে) বিশেষত পৌরসভার সংলগ্ন এলাকায় হতে পারে। স্যুয়েরেজ পাম্পিং স্টেশন পৌরসভা জুড়ে ছোট প্লটে তৈরি করে একটি সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে। একটি স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপিত হলে, স্যুয়েরেজ পাইপ এবং কালভার্টের মাধ্যমে বহন করা হবে। এর জন্য আলাদা জমি রিজার্ভের প্রয়োজন নেই, সড়ক এর জন্য রিজার্ভকৃত জমির মধ্যে এটি সম্পন্ন করা হবে। এই লক্ষ্যে পৌরসভার জন্য প্রয়োজন হবে-

- সেকান্ডারী, টারসিয়ারি পর্যায় এবং যেখানে সম্ভব প্রাথমিক নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত রাস্তার আওতাভুক্ত জমির মধ্যে তৈরি করা হবে যাতে পৃথক ভূমি রিজার্ভেশন প্রয়োজন কমানো যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি অর্জন করা যেতে পারে।
- যেখানে এটি অর্জন করা যাবে না, সেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় জমির আয়তন সম্পর্কে তাদের সম্মতি, সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের সময়-সীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- সম্মত রিজার্ভেশনের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা আসলে, পৌরসভা উক্ত প্রকল্প সংরক্ষিত এলাকা যেখানে শেষ হবে সেখানে স্থাপন করার অনুমতি দিতে পারবে। সংরক্ষিত এলাকা অন্যান্য ভবন বা সেবার সীমা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

গণশৌচাগার

পৌর অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের নিমিত্তে পৌর কর্তৃপক্ষ কিছু উন্নয়ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে থাকে। যার মধ্যে গণশৌচাগার পৌর অধিবাসিদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে পৌরসভাতে ছয়টি গণশৌচাগার অবস্থিত। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ও পৌরবাসিদের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে অতিরিক্ত নয়টি গণশৌচাগার প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হল:

সারণী- ৪.৩: প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের অবস্থান এবং আয়তন

উন্নয়ন প্রস্তাবনা	প্রস্তাবনার ক্রম.	ওয়ার্ড নং	মৌজার নাম	প্লট নং	আয়তন (একর)	পর্যায়
গণশৌচাগার	PT-1	৪	জয়পুরহাট	২৮৫৯	০.০২	১ম
	PT-2	৪	জয়পুরহাট	৩১৩৭		২য়
	PT-3	৭	জয়পুরহাট	২১৬৪		২য়
	PT-4	১	জয়পুরহাট	৬৫৮		১ম
	PT-5	২	খঞ্জনপুর	৬১৭		২য়
	PT-6	৮	বামনপুর	১০৪৯		২য়
	PT-7	১	জয়পুরহাট	৪১		২য়
	PT-8	১	কাশিয়াবাড়ি	২২৩		১ম
	PT-9	৭	বামনপুর	১০১৭		২য়

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

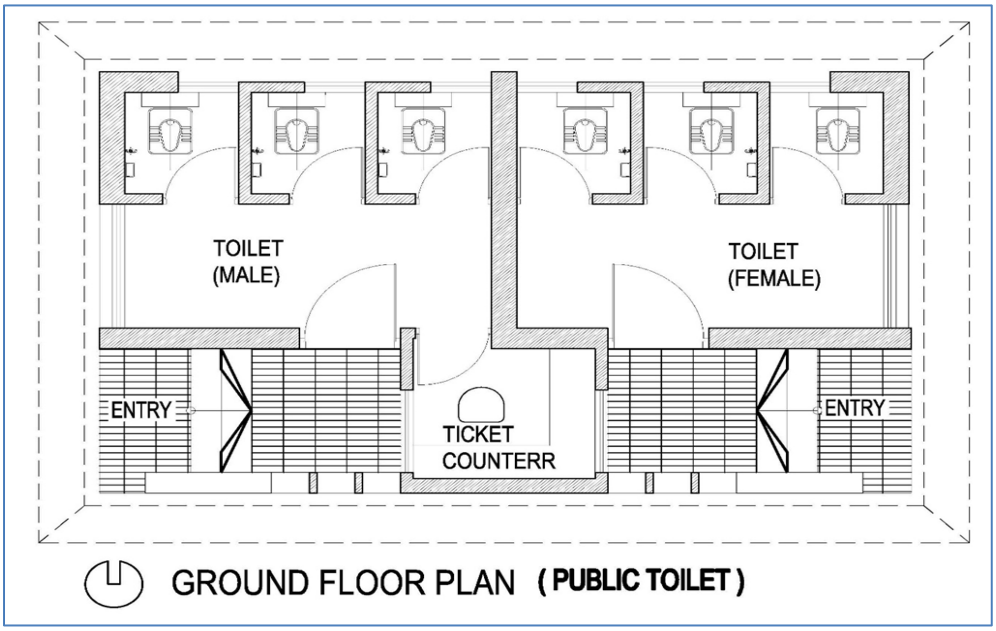

চিত্র- ৪.৩: একটি গণশৌচাগারের ফ্লোর প্ল্যান এবং ৩-ডি নকশার নমুনা

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

৪.১.৫ সামাজিক সেবা

যে কোন নগর কেন্দ্রের জীবনযাত্রার মান ঐ এলাকায় বিভিন্ন পরিষেবার প্রাপ্যতা এবং উন্নত সামাজিক অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন স্থানে প্রস্তাবিত কমিউনিটি সুবিধাগুলি ভূমি ব্যবহার অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সামাজিক অবকাঠামো সুবিধাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম (কবরস্থান), যোগাযোগ ও নিরাপত্তা বিষয়ক অবকাঠামো উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কমিউনিটি সুবিধাগুলি হল বিনোদন, ধর্মীয়, সামাজিক সুবিধাদি ও কমিউনিটি ইভেন্টসমূহ।

সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় সুবিধাদি পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, কাঁচাবাজার, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, ডাকঘর, পুলিশ স্টেশন, পাওয়ার প্ল্যান্ট, রিফিউলিং স্টেশন, পার্ক, খেলার মাঠ এবং কবরস্থান ইত্যাদি সামাজিক সুযোগ সুবিধাও পৌরসভায় অবস্থিত, তবে এর পরিমাণ পৌর এলাকার জন্য অপর্যাপ্ত। নগর পরিষেবা পরিকল্পনায় ২০২৭ সাল নগাদ যে জনসংখ্যা হবে তার চেয়ে বেশি ধরা হয়েছে এবং একই সাথে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত সামাজিক সুবিধা প্রদান করা হবে এবং এইভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

৪.১.৬ সামাজিক নিরাপত্তা

বর্তমানে পৌরসভায় একটি থানা রয়েছে, যা ০.৫ একর জমি নিয়ে অবস্থিত। মানদন্ড অনুযায়ী, ৩ থেকে ৫ একর জমি থানার জন্য এবং পুলিশ বক্সের জন্য ০.৫০ একর জমির প্রয়োজন হবে। কনসালট্যান্ট মনে করেন যে অন্য কোনও থানা, পুলিশ স্টল, পুলিশ বক্স, পুলিশ ফাঁড়ি বা থানা সম্প্রসারণের প্রয়োজন নেই। টহলরত পুলিশ ডিউটি অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর। আবার কমিউনিটি পুলিশ একটি বিকল্প হতে পারে।

৪.১.৭ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ক্লাব, ইত্যাদি

এই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দর্শনগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস বিল্ডিং (আশপাশ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত) এ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, ক্লাব ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্মকান্ডের জন্য ভূমি পরিকল্পনায় কোন জমি বরাদ্দ করা হয়নি, শুধুমাত্র ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস বিল্ডিংয়ের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪.১.৮ টেলিফোন

একটি অতিরিক্ত টেলিফোন নেটওয়ার্ক সেবা পৌরসভার জন্য অপ্রয়োজনীয়। এর জন্য একটি মাঝারি আকারের প্লট (১.২০ একর জমি) প্রয়োজন হবে, যদি না এটি একটি ট্রান্সমিশন / রিসেপশন টাওয়ার দিয়ে মিটমাট করতে পারে, এ ক্ষেত্রে মোটামুটি বড় একটি প্লটের (৪.২০ একর জমিতে) প্রয়োজন হবে। মাঝারি আকারের প্লট স্থানীয় এলাকার কেন্দ্রে প্রযোজ্য হবে। সকল ইউটিলিটি নেটওয়ার্ক সড়কের জন্য বরাদ্দকৃত জমির অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪.১.৯ উন্মুক্ত জায়গা এবং বিনোদনমূলক সুবিধাদি

মোট ১০.৬৫ একর এলাকা জুড়ে পৌরসভাতে ৮ টি খেলার মাঠ রয়েছে। পৌরসভাতে একটিমাত্র পার্ক (০.৭ একর) রয়েছে। জয়পুরহাট পৌরসভায় ৩.৬৫ একর জমি বিশিষ্ট একটি স্টেডিয়াম রয়েছে। স্থানীয় যুবকরা এটি খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। পৌরবাসিদের চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনায় চারটি কমিউনিটি পার্কের প্রস্তাব করা হয়েছে। যমুনা নদী বরাবর বাঁধ দিয়ে পথচারী রাস্তা তৈরি করা গেলে এটি একটি বিনোদনমূলক স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

সারণী- ৪.৪: প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক সুবিধাদির অবস্থান এবং আয়তন

উন্নয়ন প্রস্তাবনা	প্রস্তাবনার ক্রম.	ওয়ার্ড নং	মৌজার নাম	প্লট নং	আয়তন (একর)	পর্যায়
নারী ও শিশুদের জন্য পার্ক	Recreation-1	৩	চক গোপাল	১২৪, ২১৫, ২১৭-২৩৭, ৩৫২, ২২৬১-২৫৭, ২২৮৪	৯.৭৭	১ম
কেন্দ্রীয় পার্ক	Recreation-2	৪	জয়পুরহাট	২৮৫৮	৩.১৬	১ম
পার্ক ও অন্যান্য বিনোদন সেবাদি	Recreation-3	৭	জয়পুরহাট	২০৬০-২০৬২, ২০৬৪, ২০৭৮, ২০৯৪-২১০২, ২১৫৩, ২১৬৩, ২১৬৪	৯.৮৭	২য়
শিশু পার্ক	Recreation-4	৮, ৭	বামনপুর, জয়পুরহাট	৯৫৭-৯৬১, ৯৬৮-৯৭০, ১০১৩-১০১৭, ১০৩৫, ১৭৩৪, ১৭৩৫	৭.৩৪	২য়
সুইমিং পুল	Recreation-5	৪	জয়পুরহাট	২৮৫৮	০.৩৪	১ম
প্রস্তাবিত ওয়াটার ডেক	Recreation-6	১	খঞ্জনপুর	৯	০.৩৯	২য়

সূত্রঃ পৌরবাসির চাহিদার ভিত্তিতে পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

চিত্র- ৪.৪: যমুনা নদীর পাড় উন্নয়ন

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

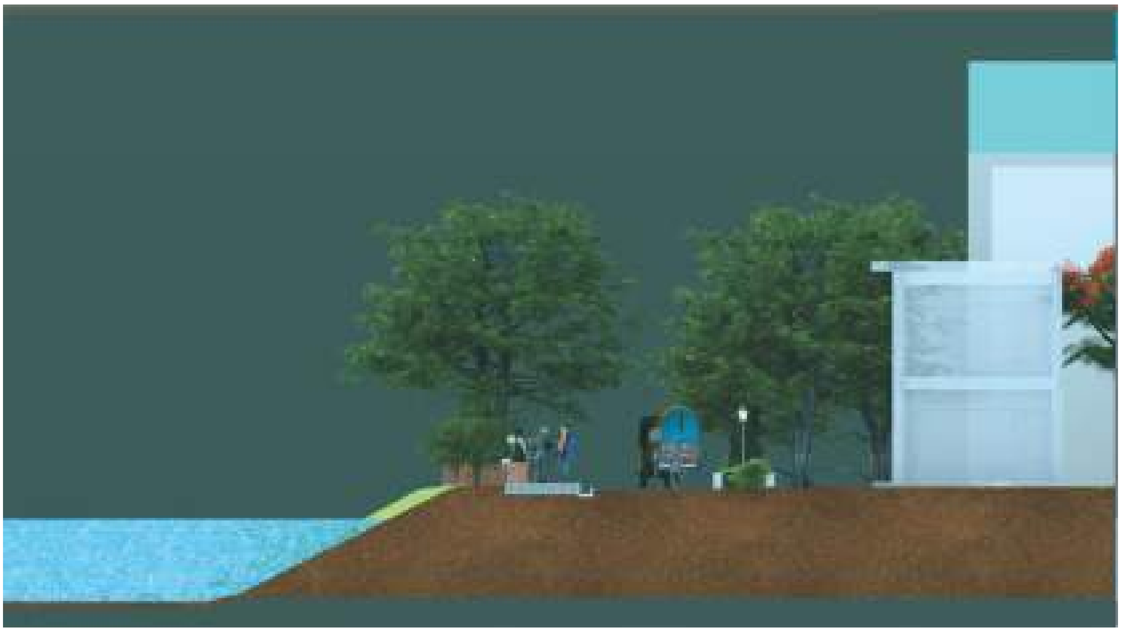

চিত্র- ৪.৫ (ক): যমুনা নদীর পাড় উন্নয়ন (পাড়ের প্রস্থচ্ছেদ)

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

চিত্র- ৪.৫ (খ): যমুনা নদীর পাড় উন্নয়ন (পাখির চোখে)

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

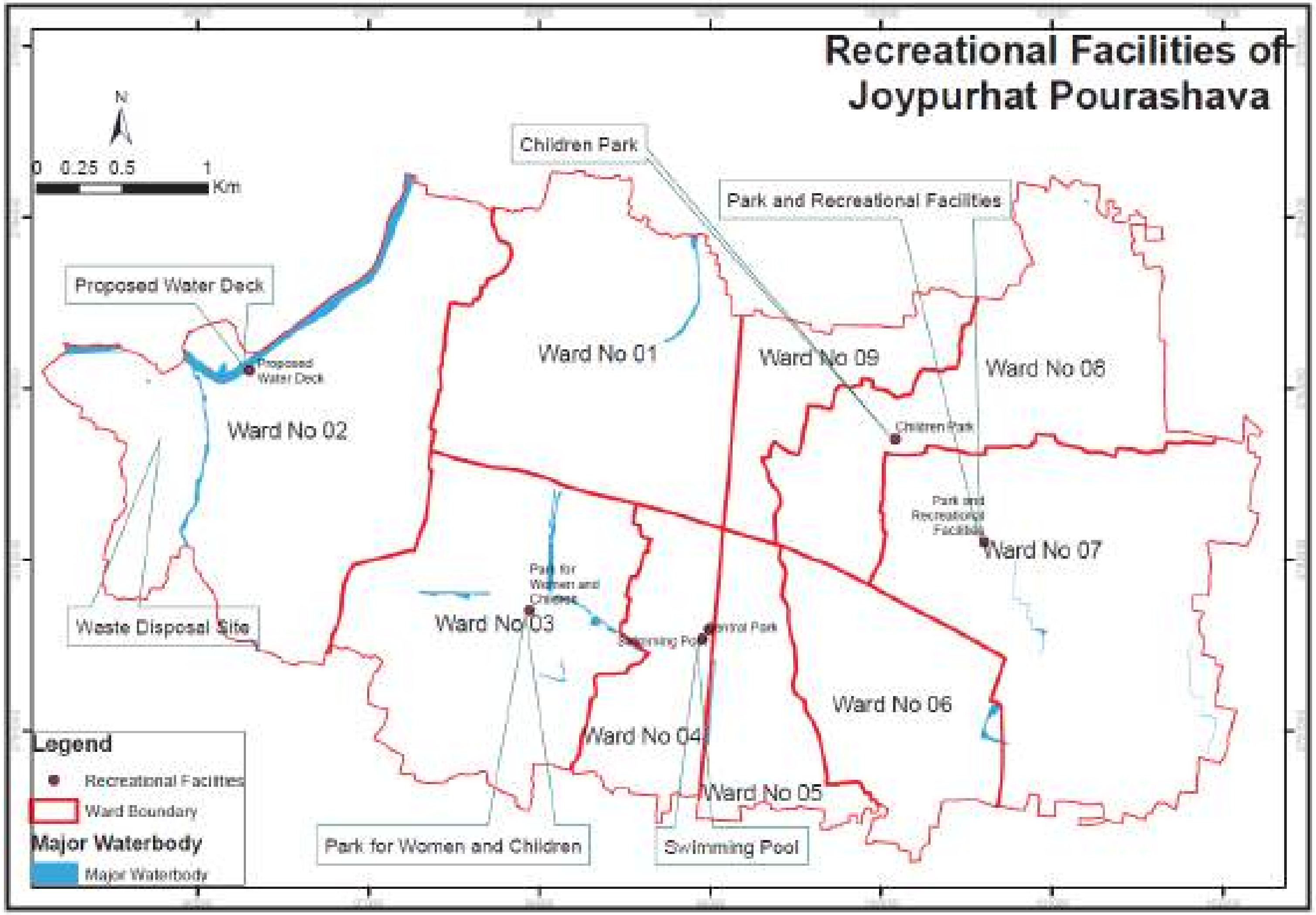

মানচিত্র- ৪.২: প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক সেবাদির অবস্থান

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

পার্ক

জয়পুরহাট পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকায় উন্মুক্ত স্থানের পরিমাণ অপ্রতুল। দুই ধরণের বিনোদন পার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে। যথা:

১. কেন্দ্রীয় পার্ক
২. কমিউনিটি পার্ক

একটি কেন্দ্রীয় পার্ক বর্তমানে পৌরসভাতে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করছে। তাই, পরিকল্পনায় ৫টি কমিউনিটি পার্কের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। পার্কগুলোর অবস্থান এমনভাবে নিরূপণ করা হয়েছে যাতে সকল ধরণের রাস্তার সাথে সংযোগ থাকে এবং পৌরসভার সকল এলাকার রোকজন এর সুবিধা পেতে পারে।

খেলার মাঠ

ভৌত জরিপ অনুযায়ী, পৌরসভাতে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ রয়েছে যা সকল ওয়ার্ডের লোকজন ব্যবহার করতে পারে। পরিকল্পনায়, কিছু খেলার মাঠের আধুনিকায়নের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। খেলার মাঠে স্বল্প পরিসরে বসার স্থান, হাটার রাস্তা, লাইটিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। সহজে প্রবেশের জন্য এই সকল খেলার মাঠে নতুন রাস্তার সাহায্যে সংযোগ তৈরি করতে হবে।

৪.১.১০ উপাসনাগার

প্রকল্প এলাকায় ৯৫ টি মসজিদ, ১৫ টি কবরস্থান, ১ টি গির্জা দেখা যায়। ওয়ার্ড নং ২ এ বেশিরভাগ ধর্মীয় সুবিধা রয়েছে (২১)। ধর্মীয় সুবিধা মানুষের নৈতিক ভিত্তি বিকাশ করে। স্থানীয় জনগণের নৈতিকতার উন্নতির জন্য এই সুবিধাগুলির যথাযথ বন্টন প্রয়োজন। কোন নতুন ধর্মীয় সুবিধা প্রস্‌তাব করা হচ্ছে না।

কবরখানা

১৮ টি কবরস্থান ৪.৪৭ একর জমি দখল করেছে। কবরস্থান গড় আকার ০.২ একর। পৌরসভাতে সবচেয়ে বড় কবরস্থান (১৮ টির মধ্যে) ০.৭৫ একর জমিতে অবস্থিত। বিদ্যমান কবরস্থানগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা খাস জমিতে অবস্থিত।

৪.১.১১ স্বাস্থ্য

পরামর্শক দল জয়পুরহাট পৌরসভার স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য অতিরিক্ত ১.৩৫ একর জমি প্রস্তাব করেছে। একটি মাতৃসদন প্রস্তাব করা হয়েছে।

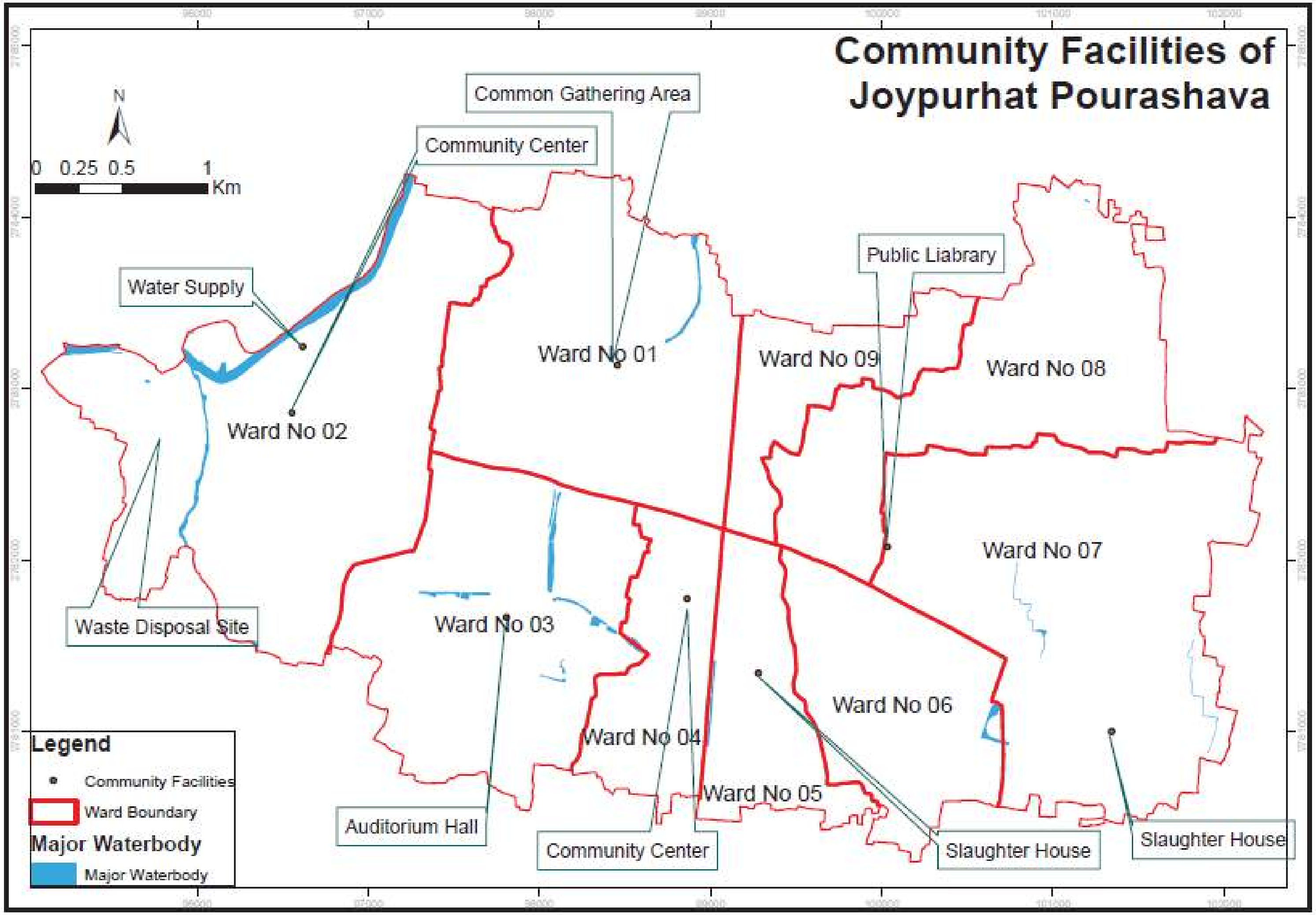

মানচিত্র- ৪.৩: প্রস্তাবিত কমিউনিটি সেবাদির অবস্থান

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

৪.২ নগর পরিষেবার প্রয়োজনীয় সংখ্যা এবং প্রস্তাবনা

নগর পরিষেবার সংখ্যা স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন ও ব্যবহৃত মানদন্ডের উপর নির্ভর করে। পরামর্শক দলের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তৈরিকৃত মানদন্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নগর পরিষেবার সংখ্যা নিম্নরূপ:

সারণী- ৪.৫: নগর পরিষেবার প্রয়োজনীয় সংখ্যা ও ঘাটতির পরিমাণ

নগর পরিষেবা	বর্তমান, ২০১৭	প্রয়োজনীয়, ২০২৭	ঘাটতি, ২০২৭	প্রয়োজনীয়, ২০৩৭	ঘাটতি, ২০৩৭
কিন্ডারগার্টেন	৯	১৫	৬	২২	৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১	৩০	৯	৪০	১০
উচ্চ বিদ্যালয়	২৩	২৯	৬	৩৪	৫
কলেজ	৫	৬	১	৮	২
ভোকেশনাল/ ট্রেনিং সেন্টার	২	৪	২	৬	২
বিশ্ববিদ্যালয়	০	১	১	৩	২
মাদ্রাসা	২২	২৫	৩	২৮	৩
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	৪	১০	৬	১৩	৩
মাতৃসদন	১০	১৪	৪	১৮	৪
হাসপাতাল	৮	৯	১	১২	৩
খেলার মাঠ	৮	১৩	৫	১৫	২
পার্ক	১	৯	৮	১০	১
কমিউনিটি পার্ক	১	৪	৩	১২	৮
স্টেডিয়াম	১	১	০	১	০
সিনেমা হল/ থিয়েটার	১	৬	৫	৮	২
অডিটরিয়াম/ ক্লাব	২	৯	৭	১৩	৪
মসজিদ/মন্দির/ চার্চ	১১৬	১১৬	০	১২০	৪
ঈদগাহ	২	৪	২	৫	১
কবরস্থান	১৫	১৭	২	১৮	১
কমিউনিটি সেন্টার	২	৫	৩	৭	২
পুলিশ স্টেশন	১	১	০	২	১
অগ্নি নির্বাপণ	১	১	০	২	১
গণশৌচাগার	৪	১০	৬	১৫	৫
কসাইখানা	০	২	২	৬	৪
গণপাঠাগার	১	৪	৩	৮	৪
ডে-কেয়ার সেন্টার	০	৪	৪	৬	২
বৃদ্ধাশ্রম	০	১	১	৩	২
নারী ও ভীন্নভাবে সক্ষমদের জন্য আয়ের ব্যবস্থা	০	২	২	৫	৩

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক গণনাকৃত, ২০১৮

পৌরসভার জন্য প্রস্তাবিত নগর পরিষেবার বিস্তারিত নিম্নের সারণীতে দেওয়া হল:

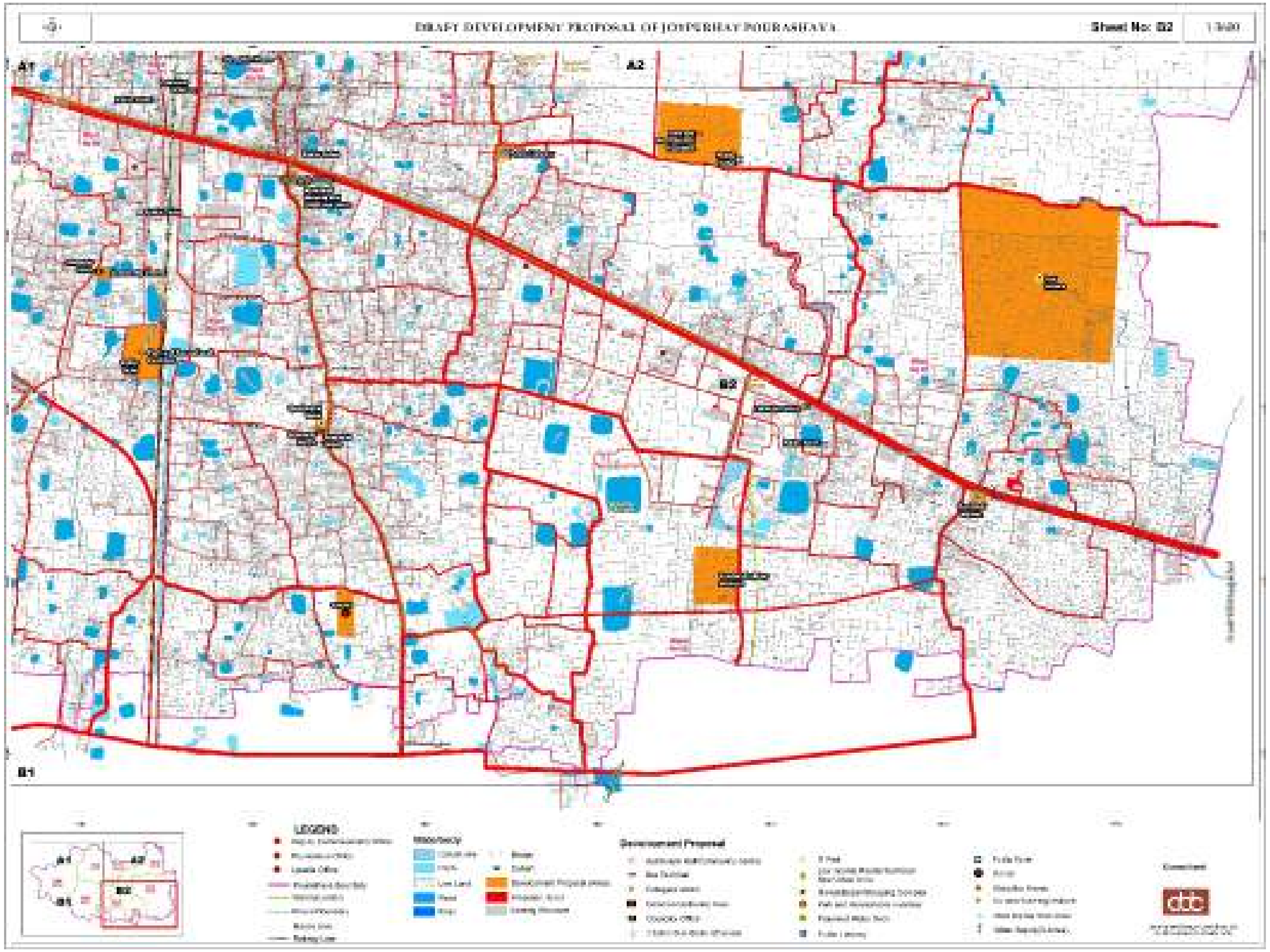

মানচিত্র- ৪.৪: প্রস্তাবিত নগর পরিষেবাদির অবস্থান (একাংশ)
সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

সারণী- ৪.৬: পৌরসভার প্রস্তাবিত নগর পরিষেবার অবস্থান

নগর পরিষেবা		
সেক্টর	**উন্নয়ন প্রস্তাবনা**	**সংখ্যা**
আবাসিক এলাকা	বসতি এলাকার পুন:উন্নয়ন	২
	নতুন নগর এলাকা	১
বাণিজ্যিক এলাকা	সুপার মার্কেট	১
	নতুনহাটের বর্ধায়ন	১
	পৌরমার্কেট উন্নয়ন	১
	আবাসিক হোটেল তৈরি	১
ড্রেন	সিমেন্ট ফ্যাক্টরি খাল, সুগার মিল খাল এবং ছোট নদীর পুন:খনন	২
	নতুন ড্রেন	১০২.২১ কি.মি.
	পুন:নির্মাণ (বিদ্যমান ড্রেন)	৩৪.৪০ কি.মি.
সড়ক	নতুন সড়ক নির্মাণ	২২.০৫ কি.মি.
	সড়ক মেরামত ও বর্ধিতকরণ	২০৭.৮১ কি.মি.
ফুটপাথ	নতুন	৯০ কি.মি.
বাই-সাইকেল সড়ক	নতুন	২৫ কি.মি.
ফুটওভার ব্রীজ	নতুন (বাটার মোড় রেলক্রসিং)	২
পার্ক	চকগোপালে নারী ও শিশুদের জন্য পার্ক ও একটি কেন্দ্রীয় পার্ক	৪
	সুইমিং পুল ও ওয়াটার ডেক	২
স্যানিটারি ল্যান্ডফিল	জয়পুর মৌজা	১
বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র	নতুন (মৌজা- হাতিল ও বামনপুর)	৩
সারফেস পানি শোধনাগার	নতুন (খঞ্জনপুর)	১
কসাইখানা	নতুন (মৌজা- জয়পুরহাট)	২
ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি	৯
পানি সরবরাহ লাইন	নতুন	৩০ কি.মি.
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ কেন্দ্র	নতুন	১
গণশৌচাগার	নতুন	৯
কমিউনিটি টয়লেট	১ টি করে প্রতিটি বসতিতে	৬

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক তৈরিকৃত, ২০১৮

৪.৩ বাস্তবায়ন কৌশল

মাল্টি সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়নঃ বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, গ্যাস লাইন, খোলা জায়গা এবং স্বাস্থ্যের সুবিধার মতো শহুরে সেবাগুলি প্রধানত সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। মাল্টি সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এমএসআইপি) এর মাধ্যমে জনকল্যাণে দক্ষ সমন্বয় প্রয়োজন।

একটি মাল্টি-সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এমএসআইপি) উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রবাহের সাথে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এমএসআইপি এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে দুটি মৌলিক কার্যাবলী রয়েছে। এক, সকল সরকারি সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রাধিকার এবং সময় নির্ধারণ করা হবে যাতে তারা যৌথভাবে নগর পরিষেবাদি পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে। দ্বিতীয়, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা জন্য তহবিলের উৎস এবং প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করা হবে।

আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন: আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার সমাধান করার জন্য কর্ম পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এর পদ্ধতি যা একটি গবেষণা, রিপোর্ট বা পরিকল্পনা পদ্ধতি হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি সহজে সনাক্তকরণ এবং সর্বনিম্ন সম্পদের প্রয়োজন হবে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন: পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল ভূমি ব্যবহার বিবেচনা করা। যেখানে কিছু প্রকার উন্নয়ন হবে, সেখানে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সাবধানে নিম্নলিখিত মতাদর্শগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- ❖ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন করা ;
- ❖ যেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে হবে ;
- ❖ কেমন উন্নয়ন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন ;
- ❖ কোন ধরনের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়;
- ❖ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের কোন পর্যায় বা স্তর প্রয়োজন;
- ❖ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কারা প্রভাবিত হবে;
- ❖ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কারা প্রভাবিত হবে এবং কিভাবে প্রভাবিত হবে;
- ❖ কখন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা উচিত;
- ❖ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য প্রভাব কি হবে;
- ❖ নিয়ন্ত্রণগুলি কীভাবে এবং কার দ্বারা পরিচালিত হবে এবং প্রয়োগ করা হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যন্ত্র হিসাবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণটি শহুরে পরিষেবাদি পরিকল্পনার মধ্যে নির্বাচনীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুতা এবং বিস্তারিত জানার ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণগুলিও ভিন্ন হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এসকল বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা উচিত। যেহেতু পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান সংবিধিবদ্ধ হয়ে উঠেছে, তার কম্পোনেন্ট প্ল্যানগুলির সাথে সম্পর্কিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণগুলিও সংবিধিবদ্ধ হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ সুবিধার মাধ্যমে বাস্তবায়ন: পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত আরেকটি পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগ এবং পরিচালনা সহজলভ্য করা হবে। সরকারী খাত দ্বারা ভূমি একীকরণ, প্লট সীমানা পুনর্নির্মাণ, প্লটগুলির দক্ষ বিন্যাস এবং স্থানীয় অবকাঠামোর বিধানের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আইনী ও কর্মক্ষম কাঠামো স্থাপন করে সরকার সহজেই এবং খুব কম খরচে এটি অর্জন করতে পারে। এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হ'ল:

- ❖ নগর এলাকার জমির দাম বৃদ্ধি পাবে এবং আরও ব্যক্তিগত জমি পাওয়া যাবে;
- ❖ স্থানীয় অবকাঠামোর জন্য বেসরকারি খাত এবং ভূমি-বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যয় বহন করবে;
- ❖ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকার কর্তৃক বিপুল নগদ অর্থ ছাড়াই উন্নয়নের জন্য জমি বৃদ্ধি পাবে এবং;
- ❖ সরকারী সুবিধাগুলির জন্য জমি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সরকারের কোন খরচ হবে না।

অধ্যায়- ০৫: নগর পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা

৫.১ প্রস্তাবনা সমন্বয় এর প্রবিধান

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের আইন নং XLXVIII) ৬ অক্টোবর ২০০৯ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সূচি অনুযায়ী ১০ নং এ, পৌরসভা জনসাধারণের ও বেসরকারি উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ করতে পারে। পানি সংরক্ষণ ও বন্টনের জন্য যেমন কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফ্রেম এবং জল সরবরাহের জন্য প্রকল্প কার্যকর করতে পারে। পানির সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎসের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, পৌরসভার অভ্যন্তরে পানি সরবরাহের সকল প্রাইভেট উৎসগুলি পৌরসভা নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন সাপেক্ষে থাকবে। কোনও নতুন ভাল, পানির পাম্প বা পানির অন্য কোন উৎস অনুমোদন ব্যতীত খনন, নির্মাণ বা সরবরাহ করা হবে না।

উপরে আলোচনা অনুযায়ী পৌরসভা এবং পৌরসভার বেসরকারি সংস্থা উভয়ই পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হবে। পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) দ্বারা পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। দ্বিতীয় সূচি অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর নং ১২, পৌরসভা পাবলিক ড্রেনের একটি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সরবরাহ করবে এবং এই সকল ড্রেনগুলি জনসাধারণের নিরাময় ও সুবিধার কারণে যথাযথভাবে নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, সাফ এবং খালি করা হবে। সমস্ত ব্যক্তিগত ড্রেনগুলি পৌরসভা দ্বারা নিয়ন্ত্রন এবং পরিদর্শন সাপেক্ষে থাকবে ।

জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪ (অধ্যাদেশ নং XXI, ১৯৪৪) ২০ শে মে ১৯৪৪ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল। ধারা ২ (ই) অনুযায়ী, "জনস্বাস্থ্য পরিষেবা" এবং "জনস্বাস্থ্য সংস্থার" ক্রম অনুসারে স্যানিটারি, জল- সরবরাহ, টিকা, সুয়ারেজ নিস্পত্তি, নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ সেবা এবং এই ধরনের পরিষেবাগুলির জন্য পরিচালিত সংস্থা এবং অন্য কোনও পরিষেবা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা যা সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জনস্বাস্থ্য পরিষেবা বা জনসাধারণ হিসাবে ঘোষণা করে। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠা।

প্রবিধানের ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের জন্য কার্যক্রম সম্পাদন করছে। যদি ডিপিএইচই এই প্ল্যানে উপস্থাপিত পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক অনুযায়ী তাদের পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে, তবে তাদের প্রবিধান হল সুরক্ষা।

টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের অধ্যাদেশ নং XLVII) ১৯৭৫ সালের ৩০ আগস্ট কার্যকর করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড (টি এন্ড টি বোর্ড) গঠন করা হয়েছিল। অধ্যাদেশের ধারা ৬ (১) বোর্ডের ফাংশন নির্ধারিত করেছে এবং বলছে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন পরিষেবা প্রদান ও এর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ এবং তা করার জন্য বোর্ডের কার্যকারিতা রয়েছে। বর্তমানে পৌরসভাতে একটি টি এন্ড টি বোর্ড ধারা ৬ (১) এ বর্ণিত ফাংশন সম্পাদন করছে। টি এন্ড টি বোর্ড একই কাজ করার একমাত্র কর্তৃত্ব এবং ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু মোবাইল টেলিফোন সিস্টেম সমাজে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে। বেশীরভাগ লোকেই মোবাইল ফোনে সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা এই সিস্টেম বিবেচনা করে না।

পোস্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের আইন নং VI) ২২ মার্চ ১৮৯৮ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের হতে নির্ধারিত ফাংশন অনুযায়ী সকল পরিষেবাদি কাজ করে। পৌরসভা ডাকঘর এছাড়াও ডাক কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এখন এটি প্রমাণ করে যে মোবাইল ফোন পরিষেবাটি পোস্ট অফিসের চেয়ে আরও দ্রুত এবং সহজ। পোস্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮ সালে নির্ধারিত ফাংশন জনগণের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে।

ইস্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস অর্ডিনান্স, ১৯৫৯ (Bc অধ্যাদেশ নং XVII ১৯৫৯) রাজধানী এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সালে অবহিত করা হয় এবং ১৯৭৬ সালে সংশোধিত হয়। এটি অগ্নি রক্ষণাবেক্ষণের, মালগুদাম এর লাইসেন্সিং এবং অন্য কিছু ব্যাপারের জন্য একটি অধ্যাদেশ। পৌরসভা ফায়ার ব্রিগেড অফিসের সাথে পৌরসভাতে আগুন সেবা কর্মকান্ড পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩, ১৯৭২) ২৭ নভেম্বর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পর্যটন উন্নয়নের জন্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাস্টার প্ল্যানে নির্ধারিত পর্যটন উপাদানগুলি এই আদেশ দ্বারা পরিচালিত হবে।

প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪ (১৯০৪ সালের আইন নং VII) ১৮ ই মার্চ ১৮৪২ সালে প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বা শৈল্পিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কার্যকর করা হয়েছিল। আবার প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রাচীনতম ট্রাফিকের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় খনন, এবং প্রাচীন স্মৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক বা শৈল্পিক বস্তুর কিছু ক্ষেত্রে সুরক্ষা ও অধিগ্রহণের জন্য, স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মাস্টার প্ল্যানে প্রস্তাবিত উপাদানগুলির তালিকা এই আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৯০৪ সালের ৯ মার্চ বাংলার পাবলিক পার্কস অ্যাক্ট, ১৯০৪ (বাংলা আইন II, ১৯০৪) আইন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে সরকারি উদ্যান ও উদ্যানের সুরক্ষার জন্য এই আইন এবং জনগণকে নির্যাতন ও বিরক্তি থেকে রক্ষা করার জন্য এই আইনটি ব্যবহার করা। পৌরসভা প্রস্তাবিত পার্কগুলি এই আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হবে।

খেলাধুলা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সালের অধ্যাদেশ নং XVI) ২ মে ১৯৬২ সালে দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োগ করা হয়। বিভাগ ২ (ও) অনুযায়ী, "ক্রীড়া" হকি, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, রেসলিং, ক্রিকেট, ওজন-উদ্ধরণ, স্কোয়াশ, র‍্যাকেটস, সাঁতার, বক্সিং, সাইকেল চালানো, বাস্কেটবল, গল্ফ, ভলিবল, রাইফেল শুটিং, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস, পোলো, রেসিং, শারীরিক-ভবন, স্কিইং, পর্বতারোহণ এবং যে কোনও কার্যকলাপ যা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এই একমাত্র অধ্যাদেশ যেখানে সকল ধরণের ক্রীড়া অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের আইন LVII) একটি আইন যা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কাউন্সিল গঠন এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া সমন্বয় সাধন করার একটি আইন। পৌরসভাতে খেলাধুলার উন্নতির জন্য, বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদের আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী পৌরসভা কর্তৃপক্ষ স্পোর্টস কাউন্সিলের সমন্বয় চাইতে পারে।

চলচ্চিত্র ক্লাব (রেজিস্ট্রেশন এবং রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০ সালের অ্যাক্ট নং XXVIII) চলচ্চিত্র ক্লাবগুলির নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন। আইনের মতে, "ফিল্ম ক্লাব" অর্থ কোনও ক্লাব, সমাজ, বা সংস্থা, যে কোনও নাম দ্বারা এটির সদস্যদের কাছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধরনের চলচ্চিত্র ক্লাবগুলির একটি ফেডারেশন বা সমিতি অন্তর্ভুক্ত করে। পৌরসভা অধিবাসীদের জন্য এটি একটি প্রধান বিনোদনমূলক বিষয়, কিন্তু পুরাশোয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। একই সাথে স্থানীয় সরকার পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ নিয়ন্ত্রণ ও নিবন্ধন পদ্ধতিতে কোন নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে না।

পাবলিক চিত্তবিনোদন অ্যাক্ট, ১৯৩৩ এর স্থানসমূহ (১৯৩৩ সালের বাংলা আইন X) ১৯৩৪ সালের ৯ নভেম্বরে (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) জনসাধারণের মনোরম স্থান এবং এই স্থানে জুয়া প্রতিরোধের জন্য আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ প্রদানের জন্য কার্যকর করা হয়েছিল। ধারা ২ (৩) অনুসারে, "জনস্বার্থের স্থান" অর্থ কোনও স্থান, ঘের, বিল্ডিং, বদনা, তাঁবু, বুথ বা অন্য ইমারশন, স্থায়ী বা অস্থায়ী, যেখানে সঙ্গীত, গান, নাচ বা কোন পরিবর্তন বা খেলা বা এগুলি বহন করার অর্থ প্রদান করা হয় এবং জনসাধারণকে

বিনামূল্যে বা অর্থ প্রদান বা অন্য কোন বিবেচনায় ভর্তি করা হয় এবং এতে কার্নিভাল, সার্কাস বা বিনোদন পার্ক অন্তর্ভুক্ত। যাত্রা শো এবং অন্যান্য বিনোদন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনের মধ্যে নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করবে।

৫.২ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

জনগণের কাছে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর পরিষেবাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। কোন ধরনের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা হবে, আইনের অধীনে নির্দিষ্ট উপাদান, নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং তাদের দ্বারা অনুসরণকৃত পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা হবে	নিয়ন্ত্রক বিধান	দায়িত্বশীলতা	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
পৌরসভার দ্বারা উপলব্ধ জল সরবরাহ যন্ত্রপাতি	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	পৌরসভা কর্তৃপক্ষের পানি বিভাগ	একটি পৃথক অর্গানোগ্রাম ভিত্তি করে রুটিন মেনে কাজ।
অধিবাসীদের ব্যবহার করা বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন সুবিধার যন্ত্রপাতি	জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)	ডিপিএইচই এবং পৌরসভার পারস্পরিক সহযোগীতায়।
টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন সেবা	টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৫	টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড	বেসরকারি টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের জন্য টি অ্যান্ড টি এবং পৌরসভার সহযোগিতায়।
পোস্টাল সার্ভিস	পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮	পোস্ট অফিস	ব্যক্তিগত কুরিয়ার পরিষেবাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য পোস্ট অফিস এবং পৌরসভার সহযোগিতায়।
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি	পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এবং সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৫৩	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল এভিয়েশন অথরিটি	বেসরকারি ভবনের আওতায় অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত নিবন্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ ও পৌরসভার সহযোগিতায়।
পর্যটন সুবিধা	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অর্ডার, ১৯৭২	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অর্ডার	পর্যটন নিবন্ধ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও পৌরসভার সহযোগিতায়।
পর্যটকদের জন্য প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণ	প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪	প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ	ঐতিহাসিক নিবন্ধের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এবং পৌরসভার মধ্যে সহযোগিতায়।
পাবলিক পার্ক এবং বাগান	বেঙ্গল পাবলিক পার্ক অ্যাক্ট, ১৯০৪	পার্ক কর্তৃপক্ষ	পার্ক বজায় রাখার জন্য পাবলিক পার্ক অথরিটি ও পৌরসভার মধ্যে সহযোগিতায়।
স্টেডিয়াম এবং ক্রীড়া ইভেন্ট	স্পোর্টস (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এবং বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪	বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল	বাংলাদেশ স্টেডিয়াম কাউন্সিল ও পৌরসভা প্রতিষ্ঠা স্টেডিয়াম এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য সহযোগিতায়।
সব ফিল্ম ক্লাব	চলচ্চিত্র ক্লাব (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮০	পৌরসভার কর্তৃপক্ষ	পৌরসভার লাইসেন্স অনুচ্ছেদ দ্বারা রেজিস্ট্রেশন প্রদান।
যাত্রা এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ	পাবলিক চিত্তবিনোদন অ্যাক্ট, ১৯৩৩ এর স্থান	জেলা প্রশাসক	যখন প্রয়োজন জেলা প্রশাসক সাহায্যে করা ।
বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	বাপাউবো এর গাইডলাইন অনুযায়ী।

৫.৩ বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, গ্যাস লাইন, খোলা জায়গা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার মতো শহুরে সেবাগুলি প্রধানত সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। মাল্টি সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এমএসআইপি) এর মাধ্যমে জনকল্যাণে দক্ষ সমন্বয় প্রয়োজন। এমএসআইপি এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে দুটি মৌলিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। প্রথমত, সকল সরকারি সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রাধিকার এবং সময় নির্ধারণ করা যাতে তারা যৌথভাবে নগর পরিষেবা পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাক ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকার জন্য তহবিলের উৎস এবং প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করা হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পন্থা হিসাবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ নগর পরিষেবা পরিকল্পনায় নির্বাচনীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুতা এবং বিস্তারিত জানার ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণগুলিও ভিন্ন হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা উচিত।

সরকার কর্তৃক গৃহীত আরেকটি পদ্ধতিতে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে নির্দেশনা দেওয়া এবং সহজতর করা হবে। সরকারী খাত দ্বারা ভূমি একীকরণ, প্লট সীমানা পুনর্নির্মাণ, প্লটগুলির কার্যকর বিন্যাস এবং স্থানীয় অবকাঠামোর বিধান সহজতর করার জন্য আইনী ও কার্যকরী কাঠামো স্থাপন করে সরকার সহজেই এবং খুব কম খরচে এটি অর্জন করতে পারে।

পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া

জনগণের কাছে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর পরিষেবাকে নিরীক্ষণ করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করছে। কোন ধরনের কর্মকান্ড নিরীক্ষণ করা হবে, নিরীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, অনুসরণকৃত নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং সময়সীমা নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনের পর (বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে উল্লিখিত) এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতির প্রয়োগ বাস্তবায়ন অনুযায়ী চলবে।

কম্পোনেন্ট পর্যবেক্ষণ করা হবে	দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	সময় ফ্রেম
পৌরসভার দ্বারা উপলব্ধ পানি সরবরাহ সুযোগ-সুবিধা	পৌরসভা	পরিদর্শন	সাপ্তাহিক
বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন যন্ত্রপাতি যা অধিবাসীরা ব্যবহার করেছে তা মুছে ফেলার জন্য	পৌরসভা এবং ডিপিএইচই	যৌথ কমিটির পরিদর্শন	সাপ্তাহিক
টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন সেবা	পৌরসভা এবং টিএন্ডটি	মাসিক রিপোর্ট সংগ্রহ এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
ডাক সেবা	পৌরসভা এবং ডাকঘর	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি	পৌরসভার এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	যৌথ কমিটির পরিদর্শন	মাসিক
পর্যটন সুবিধা	পৌরসভা ও পর্যটন কর্পোরেশন	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
পর্যটকদের জন্য প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণ	পৌরসভা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ডিপার্টমেন্ট	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
পাবলিক পার্ক এবং বাগান	পৌরসভার এবং পাবলিক পার্ক কর্তৃপক্ষ	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
স্টেডিয়াম এবং ক্রীড়া ইভেন্ট	পৌরসভা এবং ক্রীড়া পরিষদ	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
বিভিন্ন স্থানে ক্রীড়া ঘটনা	পৌরসভা	পরিদর্শন	ঘটনার সময়
সব ফিল্ম ক্লাব	পৌরসভা	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক
যাত্রা এবং অন্যান্য আমোদপ্রমোদ	জেলা প্রশাসক	পরিদর্শন	ঘটনার সময়
বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন	পৌরসভা এবং বাপাউবো	মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে পরিদর্শন	মাসিক

মূল্যায়ন পদ্ধতি

জনগণের জন্য সর্বোত্তম পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রাইভেট অর্গানাইজেশন ও পাবলিক অথরিটি দ্বারা বিতরণ করা শহুরে পরিষেবাসমূহের মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পদ্ধতিতে, এটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, উপাদান / কার্যকলাপ মূল্যায়ন করা হবে, কে একটি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে মূল্যায়ন করবে, মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে যা কর্তৃপক্ষ এবং সময় ফ্রেম মূল্যায়ন সময়ের হিসাবে বিবেচিত হবে।

জনগণের কাছে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর পরিষেবাকে মূল্যায়ন করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করছে। কোন ধরনের কর্মকান্ড মূল্যায়ন করা হবে, মূল্যায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, অনুসরণকৃত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সময়সীমা নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট পর্যবেক্ষণ করা হবে	দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	সময় ফ্রেম
জল সরবরাহ যন্ত্রপাতি	পৌরসভা	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	সাপ্তাহিক
বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন যন্ত্রপাতি	পৌরসভা এবং ডিপিএইচই	যৌথ কমিটি দ্বারা চিহ্নিত সমস্যা সমাধান করা	সাপ্তাহিক
মানুষের সন্তুষ্টি নিয়ে মোবাইল ফোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করণ	পৌরসভা এবং টি এন্ড টি	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	মাসিক
জনগণের সন্তুষ্টি নিয়ে কুরিয়ার সার্ভিস ডেলিভারি অফিস থেকে মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করা	পৌরসভা এবং পোস্ট অফিস	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	মাসিক
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি	পৌরসভার এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	মাসিক
পর্যটন সুবিধা	পৌরসভা এবং পর্যটন কর্পোরেশন	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	মাসিক
পর্যটকদের জন্য প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণ	পৌরসভার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ডিপার্টমেন্ট	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	মাসিক
পাবলিক পার্ক এবং বাগান	পৌরসভার এবং পাবলিক পার্ক কর্তৃপক্ষ	পরিদর্শন রিপোর্ট বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করার সেরা সম্ভাব্য উপায় খুঁজুন।	মাসিক
স্টেডিয়াম এবং ক্রীড়া ইভেন্ট	পৌরসভার এবং ক্রীড়া পরিষদ	পরিদর্শন কমিটি দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার সমাধান।	মাসিক
বিভিন্ন স্থানে ক্রীড়া ঘটনা	পৌরসভা	পরিদর্শন কমিটি দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার সমাধান।	ঘটনা সময়
সব ফিল্ম ক্লাব	পৌরসভা	পরিদর্শন কমিটি দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার সমাধান।	মাসিক
যাত্রা এবং অন্যান্য আমোদপ্রমোদ	জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত সমস্যা দূরীকরণ।	ঘটনা সময়
বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন	পৌরসভা এবং বাপাউবো	পরিদর্শন কমিটি দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার সমাধান।	মাসিক

খন্ড- ছঃ আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা

(২০১৭-২০২২)

অধ্যায় - ০১ : ভূমিকা
অধ্যায় - ০২ : পৌরসভার অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ঘাটতি
অধ্যায় - ০৩ : পৌরসভার পরবর্তী ৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনা
অধ্যায় - ০৪ : পৌরসভার পরবর্তী ৫ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা

অধ্যায়- ০১: ভূমিকা

এই অধ্যায়ে জয়পুরহাট পৌরসভার মহাপরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর পরিকল্পনা প্রণালী ও পদ্ধতি বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই **আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা** পৌরসভা বিনিয়োগের আর্থিক স্থায়িত্ব এবং এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করে থাকে। এই বিনিয়োগ পরিকল্পনাটি আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পগুলির বিশ্লেষণ (এডিবি, ২০০৫) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পটির প্রধান আর্থিক লক্ষ্যগুলি হচ্ছে একটি রোডম্যাপ এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াগুলির বিকাশ সাধন করে নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত চলকগুলি শক্তিশালী করা-

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- দায়বদ্ধতা এবং
- টেকসই লক্ষ্য

আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং দায়বদ্ধতা:

- কর নথিপত্র এবং পৌরসভা বিল সংগ্রহের প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ
- হিসাব ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ
- অবকাঠামোর তালিকা মূল্যায়ন এবং চিহ্নিতকরণ এবং
- আর্থিক জবাবদিহিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

টেকসই লক্ষ্য:

- **আয় বৃদ্ধি:** ইউজিপ প্রকল্পে গৃহীত নগর অবকাঠামো সুবিধাগুলির উন্নতির সাথে মূলত নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি পরস্পর সম্পর্কিত
- **কর সংগ্রহ উন্নতিকরণ:** কর খেলাপিদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উল্লেকযোগ্যহারে কর সংগ্রহ করা

উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নোক্ত উপায়ে অর্জন করা সম্ভব:

- পৌরসভার আর্থিক বিকল্পসমূহের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যত প্রবণতার পূর্বাভাস নিরুপণ
- **মাল্টি-সেক্টর বিনিয়োগ প্রোগ্রাম** প্রস্তুতকরণ
- উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং
- অন্যান্য নগর এলাকার আর্থিক বিষয়ক বিস্তারিত পর্যালোচনা।

১.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি

আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনাটি ৫ বছর সময়সীমার জন্য জয়পুরহাট পৌরসভার কর্মসংস্থান, ক্ষমতা ও এর তহবিলের স্বল্পতা চিহ্নিত করে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করবে। এছাড়াও, গত ৫ বছর বাজেট বরাদ্দ থেকে পৌরসভার আর্থিক উৎস এবং অগ্রাধিকার এলাকাসমূহ সনাক্ত করবে। পৌরসভার আর্থিক সামর্থ্য এবং ঘাটতি এই অনুমান থেকে চিহ্নিত করা হবে।

পুঁজি ব্যয়, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) খরচ, ঋণ সেবা এবং বকেয়া ঋণের জন্য বিধান সহ ভবিষ্যতের খরচ পূরণের মাধ্যমে পৌরসভার ক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য এর আর্থিক স্থায়িত্ব এবং কার্যক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হবে। একটি আর্থিক ছাড়প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ (ডিসিএফ) বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজস্ব উৎপাদনের সাব-প্রজেক্টগুলির জন্য আর্থিক রেট অফ রিটার্ন (এফআরআর) নির্ধারণ করে। প্রতিটি প্রজেক্টের আর্থিক কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক নেট বর্তমান মূল্য (এফএনপিভি) নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যে সকল সাব প্রজেক্টগুলি থেকে রাজস্ব উৎপাদন হয় না, সে সকল প্রজেক্টগুলির খরচ পূরণের জন্য পৌরসভার আর্থিক ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। নগর পরিসেবাদি প্রদানের জন্য পৌরসভার সামগ্রিক আর্থিক ক্ষমতার মূল্যায়ন এবং প্রকল্প বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান খরচ প্রদানের জন্য পৌরসভার অর্থনৈতিক অভিক্ষেপগুলি পরিচালনা করা হয়েছে।

আর্থিক ছাড়প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ (ডিসিএফ) বিশ্লেষণ এবং সাব-প্রজেক্টের দায়বদ্ধতা:

ডিসিএফ বিশ্লেষণ, এডিবির স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ২০১৭ এর ধ্রুবক মূল্য ব্যবহার করে প্রকৃত শর্তাবলীতে এটি গৃহীত হয়। সাব প্রজেক্টের মূলধন এবং O&M খরচগুলি প্রকৌশলীদের গণনা থেকে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে (ক) বাস্তব সম্ভাব্যতা এবং কর / শুল্ক সহ মূল ব্যয়, (খ) O&M ব্যয়, এবং (গ) প্রকল্পের অধীনে উন্নত সম্পদের মেরামত এবং পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত মূলধন ব্যয়। ২০১৭ সালে, FIRR পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাবিত ডিসকাউন্ট হারের তুলনায় কম ছিল। মূলধন ও কার্যসম্পাদিত অর্থ প্রবাহ এবং বাস্তব সম্ভাব্যতা যাচাই করে FIRR, ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস্তব শর্তে গণনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে, নির্মাণ ব্যয়/ সুদ এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যয়গুলি খরচ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়- ০২: পৌরসভার অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ঘাটতি

এই অধ্যায়ে জয়পুরহাট পৌরসভার আয় ও ব্যয়, নাগরিক পরিসেবা ও অবকাঠামোগত ঘাটতি, বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **SWOT Analysis** এর মাধ্যমে পৌরসভার অর্থনৈতিক সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিষয়ক বিষদ আলোচনার মাধ্যমে এই অধ্যায় শেষ করা হয়েছে।

২.১ প্রাতিষ্ঠানিক (পৌরসভার) ঘাটতি (লোকবল, সক্ষমতা, তহবিল ইত্যাদি)

রাস্তা:

জয়পুরহাট পৌরসভায় মোট ১৮৯.০৪ কি.মি. রাস্তা নিয়ে একটি পরিবহণ নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। পৌরসভারবেশ কিছু রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা অ-পরিকল্পিত, অমসৃণ মেঝে, উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত, প্রস্থে সংকীণএবং ফুটপাথ বিহীন এবং এসকল কারণে পৌরসভাররাস্তাগুলিযানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত নয়। কিছু রাস্তার পৃষ্ঠতল আংশিক বা সম্পূর্ণরূপেঅচল অবস্থায় থাকে। যদিও পৌরসভাটি বন্যা প্রবণ নয়, তবুও রাস্তার পাশের বসতবাড়ি বেশ উঁচু হওয়ার কারণে জলাবদ্ধতা ঘটে থাকে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তায় পানি জমে থাকে।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করাহয়েছে (উৎস: ভলিউম-১: প্রধান প্রতিবেদন, চূড়ান্ত প্রকল্প প্রতিবেদন: তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতকরণ (সেক্টর) প্রকল্প প্রস্তুতি; ইউজিআইআইপি-৩, পৃষ্ঠা-১৮৯):

- রাস্তা
- ব্রীজ/ কালভার্ট
- ড্রেন
- নগর পরিসেবা (বাজার, বাস/ ট্রাক টার্মিনাল ইত্যাদি)
- পানি সরবরাহ
- পয়:নিষ্কাশন
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- বস্তি উন্নয়ন

শিক্ষা:

পৌরসভার বাজেট বিবৃতি থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ আগের বছরের তুলনায় ১৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি মোট বাজেটের কেবলমাত্র ০.০৩% (সারণী-১, অধ্যায়-১২, সার্ভে রিপোর্ট- ২০১৭) যা খুবই নগণ্য। পৌরসভায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে এবং তাই, পৌরসভার সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতির প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা:

পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায়, ২০১৬ সালে এই সেক্টরে ১৬% ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে যা পৌরসভা দ্বারা এই সেক্টরে প্রদত্ত গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। ২০১৬/১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের প্রায় ০.১৪% এই খাতে ব্যয় করা হয়েছে (সারণী-১, অধ্যায়-১২, সার্ভে রিপোর্ট- ২০১৭)। তাই, এই সেক্টরের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ করা উচিত যদিও জয়পুরহাট পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা খুব ভাল।

পৌরসভা নিজস্ব লোকবল দ্বারা বা ইজারার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উপায়ে পাবলিক টয়লেট পরিচালনা করতে পারে। পাবলিক টয়লেটের ব্যবহারকারী টোল প্রদান করবে (পৌরসভা দ্বারা সংশোধিত) যা দ্বারা টয়লেটটি স্বাস্থ্যকরভাবে পরিষ্কার রাখা যাবে। এটি নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ ও আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। স্কুল টয়লেট স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। কমিউনিটি ল্যাট্রিন,কমিউনিটির লোকজন দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে ।

পৌরসভাতে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে। ৩ টি সরকারি হাসপাতাল এবং ১০ টি ক্লিনিক বেশিরভাগ স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। পৌরসভা ওয়ার্ড নম্বর ০৪ এবং ওয়ার্ড নং ০৭ এ ইউনানি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। বেশিরভাগ হাসপাতাল ওয়ার্ড নং-০৭ এ অবস্থিত।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের মত এই পৌরসভাতেও জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল।প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার জন্য মাত্র ৩ জন চিকিৎসক এবং ১ জন নার্স রয়েছে (আনুমানিক হিসাব MoHFW HRD, ২০১১ এর উপর ভিত্তি করে)। অনুমোদিত এবং নিয়োগকৃত স্বাস্থ্য কর্মীদের সংখ্যার মধ্যে বিস্তর ফাঁক রয়েছে। জয়পুরহাট পৌরসভায়, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের এবং তাদের পরিসেবার মানের বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য নেই।

মানব সম্পদ ঘাটতি পৌরসভার কার্যকারিতাকে বাধাদানকারী প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে, অবিলম্বে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয় যে,অনুমোদিত কর্মীদেরজয়পুরহাট পৌরসভায় নিয়োগ প্রদান করা হয়।

ড্রেনেজঃ

এই সেক্টরে উন্নয়ন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অবনতি (প্রায় ২৯%) ঘটেছে। পরবর্তী বছর থেকে এই অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। বিদ্যমান ড্রেনের বেশ কিছু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজ অবস্থায় আছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, ড্রেনগুলোর বেশিরভাগই ভাল আউটফল নেই। বন্যার সময়, পানি ড্রেন থেকে উপচে পড়ে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। এই সেক্টরে বিনিয়োগ পরিকল্পিত উপায়ে করলে, পৌরসভার পানি নিষ্কাশন বাবদ যে ব্যয় হয় তা কমবে এবং জনদুর্ভোগ লাঘব হবে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থাঃ

পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইনের ব্যবস্থা আছে যা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। আধুনিক পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় পৌরসভা সকল পৌর নাগরিকের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ।

২০১৬/১৭ অর্থবছরে পানি বিল সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ৭৮% থেকে ৮৮% হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, এই সেক্টরে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিকায়নের অভাবে এই সেক্টরে পৌরসভা কর্তৃক মোট ব্যয় গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কঠিন এবং মানব বর্জ্য সংগ্রহ, ডাম্প এবং শোধন এর জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোন তহবিল প্রদান করেনা। তাই, এই খাতে পৌরসভা সাহায্যের জন্য অনেক দাতব্য সংস্থার কাছে যোগাযোগ করেছে।

এই সেক্টরে পৌরসভা কর্তৃক মোট ব্যয় গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৬% বৃদ্ধি পেলেও তা মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১%। বেশিরভাগ ব্যয় কর রাজস্ব বাবদ বা ধার্যকৃত অর্থ থেকে করা হয়।

পৌরসভা আইন-২০০৯ অনুযায়ী, পৌরসভা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবে। পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা STIDP-1 & 2, STIFPP-2, UGIIP-1 & 2 থেকে সমর্থিত। পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়সংরক্ষণ

সুবিধা, সংগ্রহস্থল থেকে আবর্জনা সংগ্রহ, আবর্জনা পরিবহন, এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত। কিছু পৌরসভায় বাড়ি-বাড়ি কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে।

২.২ গত তিন অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ

পর্যায় -১ এর রাজস্ব আয় ২০১৬/১৭ অর্থবছরে ৯৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যায়-২ এর আয় ও বৃদ্ধির দিকে। পৌরসভার রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে, ভূমি ও সম্পত্তি কর; পেশা, ব্যবসা ও বাণিজ্য লাইসেন্স ফি; পানি কর;পৌর বাজার ভাড়া, হাটবাজার ইজারা, পৌর সম্পদ ভাড়া এবং বাজার বিদ্যুৎ পরিবহণ খরচ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

সারণী- ২.১: গত তিন অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ

বিবরণ		২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
রাজস্ব আয়	পর্যায়-১ এর রাজস্ব আয়	৭০,৫৭৩,৬৮৬	৫৫,৪৫৫,৩২৬	১০৬,২৫১,৯৮১
	পর্যায়-২ এর রাজস্ব আয়	১১,৭২৬,১৪২	১৪,৭৪০,০৪৫	১৮,৫৯৩,০৯১
মোট আয়		**৮২,২৯৯,৮৩০**	**৭০,১৯৫,৩৭৪**	**১২৪,৮৪৫,০৭৬**
মোট ব্যয়	পর্যায়-১	৬৬,৩৪৯,৩৭১	৫৫,৪৫৫,৩২৬	১০৬,২৫১,৯৮১
	পর্যায়-২	৯,৯৯৫,৪৫৬	১৪,৭৪০,০৪৫	১৮,৫৯৩,০৯১
মোট ব্যয়		**৭৬,৩৪৪,৮২৭**	**৭০,১৯৫,৩৭১**	**১২৪,৮৪৫,০৭২**
অবশিষ্ট আয়		**১২৭৭৬২৬১**	**১১৮৩৪৮৯৮**	**৪৬২৩১৪২২**
উন্নয়ন হিসাব	সরকারি অনুদান	৪,০০০,০০০	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
	রাজস্ব স্থানান্তর	৫,০০০,০০০	১৩,০০০,০০০	১৩,০০০,০০০
	ইফজিআইআইপি	২,১৩৫,৮২৬	৬,৪১৫,৪৮৩	২,৭৮৩,৫৯১
	মোট হিসাব	**১১,১৩৫,৮২৬**	**২৬,৪১৫,৪৮৩**	**২২,৭৮৩,৫৯১**
মূলধন হিসাব	**সর্বমোট আয়**	**২০,৯১৩,৫৩২**	**২১,২৮০,৩৮০**	**৩১,৭১৯,৭৩৪**
	সর্বমোট ব্যয়	**৬,৯৬৫,৪৪০**	**৮,৫৪৬,০৭১**	**১৭,৯৮৫,৪২৫**
	অবশিষ্ট রাজস্ব	**১৩,৯৪৮,০৯২**	**১২,৭৩৪,৩০৯**	**১৩,৭৩৪,৩০৯**

সূত্রঃ হিসাব শাখা, জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

<u>নিজস্ব রাজস্ব উৎসের অবস্থা:</u>

নিম্নলিখিত সারণীতে বিস্তারিত তথ্য সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সারণী- ২.২: নিজস্ব রাজস্ব উৎসের আয় (বিগত তিন বছরের হিসাব লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	টাকার পরিমাণ
২০১৪-১৫ অর্থবছর	৮২,২৯৯,৮৩০
২০১৫-১৬ অর্থবছর	৭০,১৯৫,৩৭৪
২০১৬-১৭ অর্থবছর	১২৪,৮৪৫,০৭২

সূত্রঃ হিসাব শাখা, জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৫২% রাজস্ব বৃদ্ধি, পৌরসভার উন্নয়নের একটি ভাল নির্দেশক।

২.৩ আর্থিক উৎসসমূহ এবং আর্থিক সহযোগী

আর্থিক উৎসসমূহ

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানীয় সরকারগুলির জন্যআর্থিক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন (১৯৮৮-৮৯) অনুযায়ী, একটি আধুনিক উন্নয়নশীল দেশে একটি কার্যকর পাবলিক সেক্টর "সংস্থার সম্পদগুলি ব্যবহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। "২১ শতকে প্রবেশ" এই বিষয়ের উপর লিখিত বিশ্ব উনয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৯-২০০০ এ বিকেন্দ্রীকরণ ও নগর বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এ ছাড়া, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান, যেমন এডিবি, ইন্টার আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং দ্বিপক্ষীয়প্রতিষ্ঠান, যেমন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগের (ডিএফআইডি), জিটিজেডএবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) বিভিন্ন উপায়ে উপ-জাতয়ী সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণ ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাগুলিকে ক্রমাগত সহায়তা করছে।

আর্থিক দাতাসংস্থাসমূহের সহায়তা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (ডিপিএইচই) বাস্তব পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও হাউজিং (পিপিডব্লিউএসএস ও এইচ) সেক্টরের অধীনে নগর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের প্রধান অংশীদার হলঃ

ক। এডিবি
খ। ওএফআইডি
গ। বিশ্বব্যাংক
ঘ। জিওবি

স্থানীয় পর্যায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান

অ-রাষ্ট্রীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ ধীরে ধীরে গ্রামীণ ও নগর উভয়ক্ষেত্রে, স্থানীয় শাসনের আওতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মানব, কারিগরি, আর্থিক এবং প্রয়োজন ভিত্তিক সহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় চাহিদাগুলি মোকাবেলার জন্য যে সম্পদ তারা ব্যয় করে তা মোটেও নগণ্য নয়। এধরণের অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা শিক্ষা খাতে সক্রিয় রয়েছে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য বিভাগীয়কার্যক্ষেত্রেও এরা সমানভাবে সংযুক্ত রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সোশ্যাল সিকিওরিটি নেট প্রোগ্রাম (এসএসএনপি) প্রায় ২৩ টি মন্ত্রণালয় / বিভাগের সাথে জড়িত রয়েছে।

সারণী- ২.৩ঃ উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিস ও প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিক/ আর্থিক ঘাটতি	ফলাফল
অর্থ মন্ত্রণালয়	সড়ক/ ব্রীজ/ কালভার্ট/ হাট-বাজার/ গ্রোথ সেন্টার/ পৌরসভা কমপ্লেক্স/ সাইক্লোন সেন্টার/ ড্রেন নির্মাণ/ খাল খনন	কর্মসম্পাদনে বিলম্ব অথবা আর্থিক অভাব	নিম্নমানের কাজ এবং বাস্তবায়ন সমস্যা
ভূমি মন্ত্রণালয়	সড়ক/ ব্রীজ/ কালভার্ট/ হাট-বাজার/ গ্রোথ সেন্টার/ পৌরসভা কমপ্লেক্স/ সাইক্লোন সেন্টার/ ড্রেন নির্মাণ/ খাল খনন	জমি অধিগ্রহণ বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে অসুবিধা	নিম্নমানের কাজ এবং বাস্তবায়ন সমস্যা

সূত্রঃ জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। এর বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল-

সারণী- ২.৪: স্থানীয় শাসন: একটি মাল্টি এজেন্ট বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	**কার্যক্রম**
সরকারি সংস্থা	অবকাঠামো সেবা বিধান নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ
স্থানীয় সরকার	রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বিচার সুরক্ষা সেবা প্রদান স্থানীয় অর্থনীতি প্রচারের জন্য অনুঘটক
এনজিও	সবোপ্রদান দরদ্রিদরে সংহতি পক্ষসমর্থন
কমিউনিটি সক্ষমতা/ সিবিও	স্বতঃস্ফূর্ততাবাদ বিরোধ নিষ্পত্তি বিদ্যুৎ সমস্যা মান সৃষ্টি
রাজনীতিক দল	চাহিদা স্পষ্টকরণ সুরক্ষা সামাজিক আন্দোলন বিদ্যুৎ সমস্যা
বেসরকারি খাত	সেবা প্রদান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
সহায়ক প্রতিষ্ঠান	সামর্থ্য বৃদ্ধি স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুঘটক
চিন্তাবিদ	এজেন্ডা প্রস্তুতি অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

সূত্র: হোসেইন জিল্লুর রহমান, ২০০২

স্থানীয় সম্পদ একত্রীকরণ

স্থানীয় সরকার হিসাবে পৌরসভার আয়ের উৎস যথেষ্ট না থাকার কারণে অনেকে মনে করে যে, পৌরসভার স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের জন্য সামর্থ নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজস্ব আদায় করে থাকে। এতে পৌরসভা অধিক পরিমাণে আয়কর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিম্লোক্ত তিনটি সংস্কার পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে:

- প্রতিটি স্তর এবং ইউনিটের জন্য পৃথক কর নির্ধারণের পরিবর্তে, সমস্ত এলজিআইগুলির জন্য একটি সমন্বিত ‘কর তালিকা’ প্রতিটি স্তর এবং ইউনিটের জন্য স্পষ্ট নীতিমালা দিয়ে প্রস্তুত করা উচিত যাতে এসকল কর্তৃপক্ষ দ্বিগুণ করের ঝুঁকি ছাড়াই নির্দিষ্ট আইটেমটিতে কর সংগ্রহ করতে পারে।
- জাতীয় কর নীতি অনুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে এলজিআই ট্যাক্সেশন এবং ট্যাক্স ভাগ করার সূত্র বিবেচনা করা উচিত।
- প্রতি বছর ব্যক্তিগতভাবে জমা দেওয়া ট্যাক্স রিটার্ন ফরম্যাট পরিবর্তন করা উচিত এবং এটি এলজিআই করগুলি প্রতিফলিত করা উচিত।

<u>পৌরসভার আয়ের উৎস সমূহ:</u>

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (সেকশন- ৪, অধ্যায়- ২) অনুসারে, পৌরসভার আয়ের উৎসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

সারণি- ২.৫: পৌরসভার আয়ের উৎস

উৎস	উপ-উপাদনসমূহ
সম্পদের কর	ভূমি এবং ভবনের বাৎসরিক কর
	সংরক্ষণ কর
	পানির বিল
	বিদ্যুৎ বিল
অংশীদারমূলক সম্পদের কর	সম্পতির মালিকানা হস্তান্তর করার চাঁদা
অন্যান্য কর	বাণিজ্য ও জীবিকার উপর কর আদায়
	গাড়ি ও পশুর উপর কর আদায়
	সিনেমা, নাটক এবং বিনোদনের উপর কর আদায়
	টোল এবং গৌণ কর (বিজ্ঞাপন, বিবাহ ইত্যাদির উপর)
	ফি এবং জরিমানা
	সম্পদের ভাড়া এবং মুনাফা
	অন্যান্য উৎস

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

জয়পুরহাট পৌরসভার ভিতরে পানি সরবরাহ করে ডিপিএইচই এবং পানির বিল সংগ্রহ করে জয়পুরহাট জেলা পরিষদ।

২.৪ অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ঘাটতি

অতীতের কিছু বছরের পৌরসভার আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলো নিচে দেয়া হল। সারণি ১৫-২ থেকে দেখা যায়, চাঁদা এবং অন্যান্য উৎস ব্যতীত পৌরসভার রাজস্ব আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০% রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী- ২.৬: রাজস্ব আয় (গত তিন বছরের)

বিবরণ		২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
মোট রাজস্ব আয়		৮২,২৯৯,৮৩০.০০	৭০,১৯৫,৩৭৪.০০	১২৪,৮৪৫,০৭৬.০০
মোট ব্যয়		৭৬,৩৪৪,৮২৭.০০	৭০,১৯৫,৩৭১.০০	১২৪,৮৪৫,০৭২.০০
উন্নয়ন হিসাব	সরকারি অনুদান	৯৭,৯৪২,৫৯৫.০০	২১২,৯৩৩,৩৯৭.০০	৫৭৫,৬১৩,৫৯১.০০
	মোট ব্যয়	৮৬,৮০৬,৭৬৯.০০	১৮৬,৫১৭,৫৫৪.০০	৫৫২,৮৩০,০০০.০০
মূলধন হিসাব	**মোট আয়**	**১০,৫৩৫,৪০৪**	**৭,৩৩২,২৮৮**	**১৮,৯৮৫,৪২৫**
	মোট ব্যয়	**৬,৯৬৫,৪৪০**	**৮,৫৪৬,০৭১**	**১৭,৯৮৫,৪২৫**

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

জয়পুরহাট পৌরসভার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন চাহিদা মেটানোর জন্য রাজস্ব আয়ের জন্য অন্যান্য উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ, তহবিলের আয়ের সাথে ব্যয়ের প্রায় ৫ কোটি টাকার ব্যবধান রয়েছে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

সারণী- ২.৭: পৌরসভার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়

ব্যয়ের খাত	অর্থবছর ২০১৬-২০১৭
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত	৫,০০,০০০
ব্রীজ/ কালভার্ট ব্যবস্থাপনা	৫,০০,০০০
ড্রেন ব্যবস্থাপনা	২,০০,০০০
ফার্নিচার ক্রয় ও মেরামত	১,০০,০০০
পরিবহণ মেরামত ও ফুয়েলিং	২০,৩০,০০০
কম্পিউটার মেরামত	৫০,০০০
বাস/ ট্রাক টার্মিনাল মেরামত	১,০০,০০০
হাট বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	৫,৫০,০০০
মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ দল	১০,৫০,০০০
পাম্প হাউস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২,৬০,০০০
পাইপ লাইন মেরামত	২,৮০,০০০
নলকূপ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮,০০,০০০
কবরস্থান / শ্বশান রক্ষণাবেক্ষণ	১,০০,০০০
স্যানিটেশন কাজ	৬,৭৬,৬৩৬
মোট ব্যয়	**৬৮,৯৬,৬৩৬**

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

সারণী- ২.৮: পৌরসভা তহবিলের অন্যান্য উৎসের বিন্যাস

খাত	অর্থবছর ২০১৪-১৫	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭
উন্নয়নের জন্য সরকারি অনুদান	৪,০০০,০০০	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
বিশেষ সরকারি অনুদান	৫,০০০,০০০	১৩,০০০,০০০	১৩,০০০,০০০
পৌরসভা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রকল্প (বিএমডিএফ)	৬৭,১৭৮,৬৩৪	৫৯,৮৬৫,৭৯৮	১০০,৬৪৭,০০০
ম্যাচিং ফান্ড বিএমডিএফ (১০%)	১০,৪৬৮,১৩৫	৬,৬৫১,৭৫৬	১১,১৮৩,০০০
মেজর সিটি উন্নয়ন ও নির্মাণ প্রকল্প	৯,১৬০,০০০	০	১০,০০০,০০০
ইউজিআইআইপি প্রকল্প	০	১২০০০০০০০	৪৩১০০০০০০
মোট আয়	**৯৫,৮০৬,৭৬৯**	**২০৬,৫১৭,৫৫৪**	**৫৭২,৮৩০,০০০**

সূত্র: জয়পুরহাট পৌরসভা, ২০১৭

বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি নিজস্ব উৎস থেকে ৯.৬ কোটি থেকে ৫৭.৩ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা একটি পৌরসভার উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

অধ্যায়- ০৩: পৌরসভার পরবর্তী ৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনার আর্থিক বিশ্লেষণ

বিনিয়োগ কর্ম পরিকল্পনাটি পৌরসভার সাথে পরামর্শ করার সাপেক্ষে পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত মহাপরিকল্পনা অগ্রাধিকার পরিকল্পনা এবং তাদের সম্ভাব্য খরচ হিসাব নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

৩.১ বর্তমান বিনিয়োগ প্রোগ্রাম

জয়পুরহাটকে বাংলাদেশের খাদ্যগুদাম বলা হয়ে থাকে। জয়পুরহাট কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে বিখ্যাত এবং শীর্ষস্থানীয়। জয়পুরহাটের অর্থনীতি প্রধানত মৌসুমী ফসল এবং চাল, আলু, গম, পেঁয়াজ, আম, কাঠাঁল, কলা ইত্যাদি ফলের উপর নির্ভরশীল। এটি প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপাদন করে এবং এখানে দেশের বৃহত্তম চিনিকল, জয়পুরহাট চিনিকল অবস্থিত। এই পৌরসভাকে শিল্প নির্ভর উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের কর্মসংস্থানের ব্যস্থা করায় হবে পৌরসভার প্রধান লক্ষ্য। পৌরসভার বর্তমান উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে:

সড়ক ও সেতু, রোড স্ট্রাকচার, বৃদ্ধি কেন্দ্র / বাজার / হাট, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, নির্বাচনী ডাটাবেসের জন্য সার্ভার স্টেশন নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো, বিদ্যালয়, খাদ্য গুদাম, বাণিজ্যিক ভবন, আবাসিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণ ও বিভিন্ন প্রকল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট দ্বারা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। তালিকাভুক্ত প্রকল্পসমূহ নিম্নে দেওয়া হল:

১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
২. স্থায়ী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরআইআইপি)
৩. উপজেলা রোডের (ইউজেডআর) উন্নতিকরণ - সম্পন্ন
৪. নির্বাচনী ডাটাবেস প্রকল্পের জন্য আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশন নির্মাণ - সমাপ্ত
৫. অংশগ্রহণমূলক ছোট আকারের পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
৬. গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও রোড রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম
৭. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ
৮. ভূমিহীন ও অব্যহতিপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হাউজিং নির্মাণ

৩.২ আগামী ৫ বছরের জন্য পৌরসভার আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা

আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা:

আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা হলো কোন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় কত, প্রাক্কলিত ব্যয়ের টাকার উৎস্য কি হবে, বিনিয়োগ শেষে সম্ভাব্য আয় কত টাকা হতে পারে তার পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্য তথ্য চিত্র। সুতরাং আর্থিক পরিকল্পনার আগে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনাও সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য আগামি ৫ বছরের নগদ অর্থ প্রবাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, নগর পরিষেবার অর্ন্তগত প্রকল্পসমূহ যেমন নিষ্কাশন, রাস্তা, সেতু, রাস্তার আলো এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি প্রকল্পের জন্য FIRR গণনা করা হয়নি। বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য নিম্নোক্ত কিছু ফ্যাক্টর অনুমান করা হয়েছে:

- রাজস্ব খাত থেকে প্রতিবছর আয় বৃদ্ধি ৫% ধরা হয়েছে
- অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি প্রতিবছর ২% ধরা হয়েছে
- FIRR, IRR, Benefit/Cost Ratio, Net Present Value ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসের হার ১৫% ধরা হয়েছে
- প্রকল্পের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত সুবিধাদি প্রকল্প গ্রহণের আগে পর্যালোচনা করতে হবে

পৌরসভার ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স ও গণ-শৌচাগার নির্মাণের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ:

রাজস্ব বর্ধক প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স ও গণ-শৌচাগার নির্মাণ এই দুইটি প্রকল্পের নমুনা আর্থিক বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হল:

সারণী- ৩.১: ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্সের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ

আর্থিক সুবিধাসমূহ	অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ
❖ হাউজিং কমপ্লেক্স থেকে আদায়কৃত ভাড়া	❖ উন্নত জীবন ব্যবস্থা।
❖ সম্পদের উপর আরোপিত কর	❖ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিকরণের মাধ্যমে অর্জিত পরিবেশগত সুবিধা।
❖ ইউটিলিটি চার্জ যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি	❖ উন্নত ইউটিলিটি সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুবিধা অর্জন।
❖ পৌরসভার পরিষেবাদির জন্য ফি। যেমন- পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি।	❖ গ্রামীণ এলাকায় নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের সৃষ্টি।
	❖ নতুন বাজার উন্নয়ন
	❖ গ্রামীণ এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে চাষযোগ্য জমি সংরক্ষণ করা যাবে।

সারণী- ৩.২: ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্সের আর্থিক বিশ্লেষণ

মূল্যায়ন কৌশল	লক্ষ টাকায়
মোট ব্যয় (নির্মাণ, অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় সহ)	৩৪৯.০০
মোট আয় (৫-১০ বছরের)	৭১৬.০০
Net Present Value (Tk million) @15%	১৭.৮
IRR (%)	২০.৯৯
Benefit/Cost Ratio	১.৬

উপরোক্ত সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্সের আয়-ব্যয়ের অনুপাত **১.৬** যা প্রকল্পের আর্থিক বিনিয়োগকে সমর্থ্য করে।

সারণী- ৩.৩: সেনিটেশন (পাবলিক টয়লেট) প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ

আর্থিক সুবিধাসমূহ	অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ
পৌরসভার পরিষেবাদির জন্য আরোপিত ফি।	❖ উন্নত সামাজিক জীবন ব্যবস্থা।
	❖ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিকরণের মাধ্যমে অর্জিত পরিবেশগত সুবিধা।
	❖ উন্নত ইউটিলিটি সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুবিধা অর্জন।
	❖ পরিবেশ বিশেষ করে জলাধার দূষণ থেকে রক্ষা

সারণী- ৩.৪: সেনিটেশন (পাবলিক টয়লেট) প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ

মূল্যায়ন কৌশল	লক্ষ টাকায়
মোট ব্যয় (নির্মাণ, অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় সহ)	২২.০০
মোট আয় (৫ বছরের)	১৩.০০
Benefit/Cost Ratio	০.৫

নগর পরিষেবাদির ক্ষেত্রে, আয়-ব্যয়ের অনুপাত কার্যকর না হলেও এধরণের প্রকল্প নাগরিকের সুবিধা নিশ্চিতের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

অধ্যায়- ০৪: পৌরসভার পরবর্তী ৫ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা

৪.১ অগ্রাধিকার পরিকল্পনার তালিকা

পৌরসভার অগ্রগতি বিবেচনায় এই বিনিয়োগ পরিকল্পনার নিয়মিত পর্যালোচনা করা উচিত। এটি পৌর-কর্তৃপক্ষকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সনাক্ত করতে এবং নাগরিকদের প্রকৃত চাহিদাগুলির প্রতি সাড়া দিতে সাহায্য করবে। নিম্নে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কিছু সেক্টর উল্লেখ করা হল:

১. আবাসন নির্মাণ
২. সড়ক নির্মাণ
৩. নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৪. ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস
৫. নদীর দুইধার উন্নয়ন
৬. স্যানিটেশন (প্রধানত পাবলিক টয়লেট)
৭. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং বিনোদনমূলক এলাকা
৮. পার্ক নির্মাণ

সারণি- ৪.১: অগ্রাধিকার পরিকল্পনা তালিকা

ক্রমিক নং	সেক্টর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা		পরিকল্পনা ধরণ		পরিমাণ
১.	ড্রেনেজ	ড্রেন	পৌরসভার অর্ন্তগত খালগুলোর পুনরুদ্ধার এবং ড্রেজিং		সম্পূর্ন
			নতুন ড্রেন		৩৪.৪৫ কিলোমিটার
			ড্রেন প্রশস্তকরণ		২২.২৭ কিলোমিটার
			ড্রেন মেরামত		০.৩৯ কিলোমিটার
		আওটফল	নতুন ও পুন:নির্মাণ		১০ টি
২.	যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা	রাস্তা	রাস্তার প্রশস্থকরণ	প্রাইমারি	২.৩৪ কি.মি.
				সেকান্ডারী	১২.৬০ কি.মি.
				টারশিয়ারি	১৭.৫৯ কি.মি.
				এক্সেস	২৫.০৬ কি.মি.
			নতুন রাস্তা	সেকান্ডারী	১.৭৬ কি.মি
				এক্সেস	১২.৪১ কি.মি.
		ফুটপাথ	দুইদিকে ফুটপাথ		১৫ কি.মি.
			এইদিকে ফুটপাথ		৫ কি.মি.
			রাস্তার সংযোগস্থলের উন্নয়ন		২ টি

ক্রমিক নং	সেক্টর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা		পরিকল্পনা ধরণ	পরিমাণ
		রাস্তার সংযোগস্থল	নতুন	২ টি
৩.	নগর সেবাসমূহ	প্রশাসনিক	কাউন্সিলর অফিস	৯ টি
		কমিউনিটি সুবিধাদি	কমিউনিটি সেন্টার	১ টি
			অডিটরিয়াম এবং নগর ভবন	১ টি
			কসাইখানা	১ টি
			গণ শৌচাগার	৩ টি
		বিনোদনমূলক সুবিধাদি	মহিলা ও শিশুদের জন্য পার্ক	১ টি
			কেন্দ্রীয় পার্ক	১ টি
			সুইমিং পুল	১ টি
		ইউটিলিটি সুবিধাদি	বর্জ্য নিষ্পত্তির জায়গা	১ টি
			পানি সরবরাহ (৩ একর)	১ টি
			বর্জ্য স্থানান্তরকরণ স্টেশন	২ টি
		শিক্ষা ও গবেষণা	কলেজ (৩ একর)	১ টি
			উচ্চ বিদ্যালয়	১ টি
			পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১ টি
৪.	আবাসিক সুবিধাদি	আবাসন	হরিজন পল্লীর আধুনিকায়ন	১ টি
৩.	বাণিজ্যিক	আবাসিক হোটেল	রউসন আরা ক্লিনিক সংলগ্ন আবাসিক হোটেল নির্মাণ	১ টি

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

৪.২ অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর খরচের হিসাব তালিকা

অগ্রাধিকার প্রকল্প যেগুলো প্রথম ৫ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে তার খরচের সারসংক্ষেপ নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি- ৪.২: অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (১ম পর্যায়ের উন্নয়ন)

উন্নয়ন খাত	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	১ম পর্যায় (২০১৭-২০২২)
ড্রেনেজ	নতুন ড্রেন	PRD2, PRD4, PRD6, SD2, SD4, SD7, SD9, SD14, SD15, SD20, SD21, SD24, SD25, SD29, SD30, SD32, SD35, SD42, SD43, SD44, SD50, SD52, SD72, SD73, SD74, SD76, SD77, TD1, TD3, TD4, TD5, TD6, TD7, TD8, TD9, TD16, TD17, TD18, TD27, TD28, TD39, TD46, TD50, TD51, TD52, TD53, TD54, TD60, TD62, TD63, TD64, TD65, TD66, TD67, TD68, TD69, TD70, TD71, TD72, TD73, TD74, TD81, TD106, TD113, TD115, TD116, TD117, TD118, TD142, TD206, TD210, TD213, TD214, TD215, TD230, TD234, TD235, TD237, TD238, TD239
	ড্রেন প্রশস্থকরণ	PRD1, PRD7, PRD8, PRD11, SD8, SD10, SD26, SD27, SD28, SD33, SD34, SD37, SD38, SD39, SD45, SD46, SD49, SD54, SD55, SD68, SD69, SD70, SD78, SD79, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24, TD26, TD55, TD56, TD58, TD59, TD75, TD76, TD90, TD91, TD92, TD93, TD94, TD124, TD125, TD126, TD127, TD128, TD129, TD135,

উন্নয়ন খাত	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	১ম পর্যায় (২০১৭-২০২২)
		TD168, TD217, TD218, TD219, TD220, TD221, TD222, TD227, TD232, TD245, TD246, TD247
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	নতুন সড়ক/ মিসিং লিঙ্ক	SR1, AR11, AR12, AR13, AR190, AR280, AR395, AR396, AR642, AR643, AR644, AR648, AR650, AR651, AR652, AR736
	সড়ক প্রশস্থকরণ	PR1, SR2, R545, Z5508, TR1, TR7, TR8, TR13, TR19, TR22, TR24, TR37, TR39, TR41, TR44, TR48, AR8, AR37, AR54, AR55, AR56, AR68, AR102, AR104, AR105, AR106, AR107, AR111, AR112, AR123, AR124, AR132, AR157, AR158, AR159, AR180, AR200, AR201, AR202, AR205 and others
আবাসিক	নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য বাসস্থান/ বসতিবাসী	Residential-03
নগর পরিষেবাসমূহ	শিক্ষাসেবা	Education-1, Education-5, Education-9
	বাণিজ্যিক	Commerce-1, Commerce-2, Commerce-4
	গণশৌচাগার	PT-01, PT-03, PT-04
	বর্জ্য নিস্পত্তির জায়গা/ বর্জ্য স্থানান্তরকরণ স্টেশন	Utility-2, Utility-3, Utility-4, Utility-5
	প্রশাসনিক	WCO-1, WCO-2, WCO-3, WCO-4, WCO-5, WCO-6, WCO-7, WCO-8, WCO-9
	পার্ক/ খেলার মাঠ/ অন্যান্য বিনোদনমূলক সেবাদি	Recreational-1, Recreational-2, Recreational-5
	কবরস্থান/ কসাইখানা/ কমিউনিটি সেন্টার	Community-2, Community-5, Community-6

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

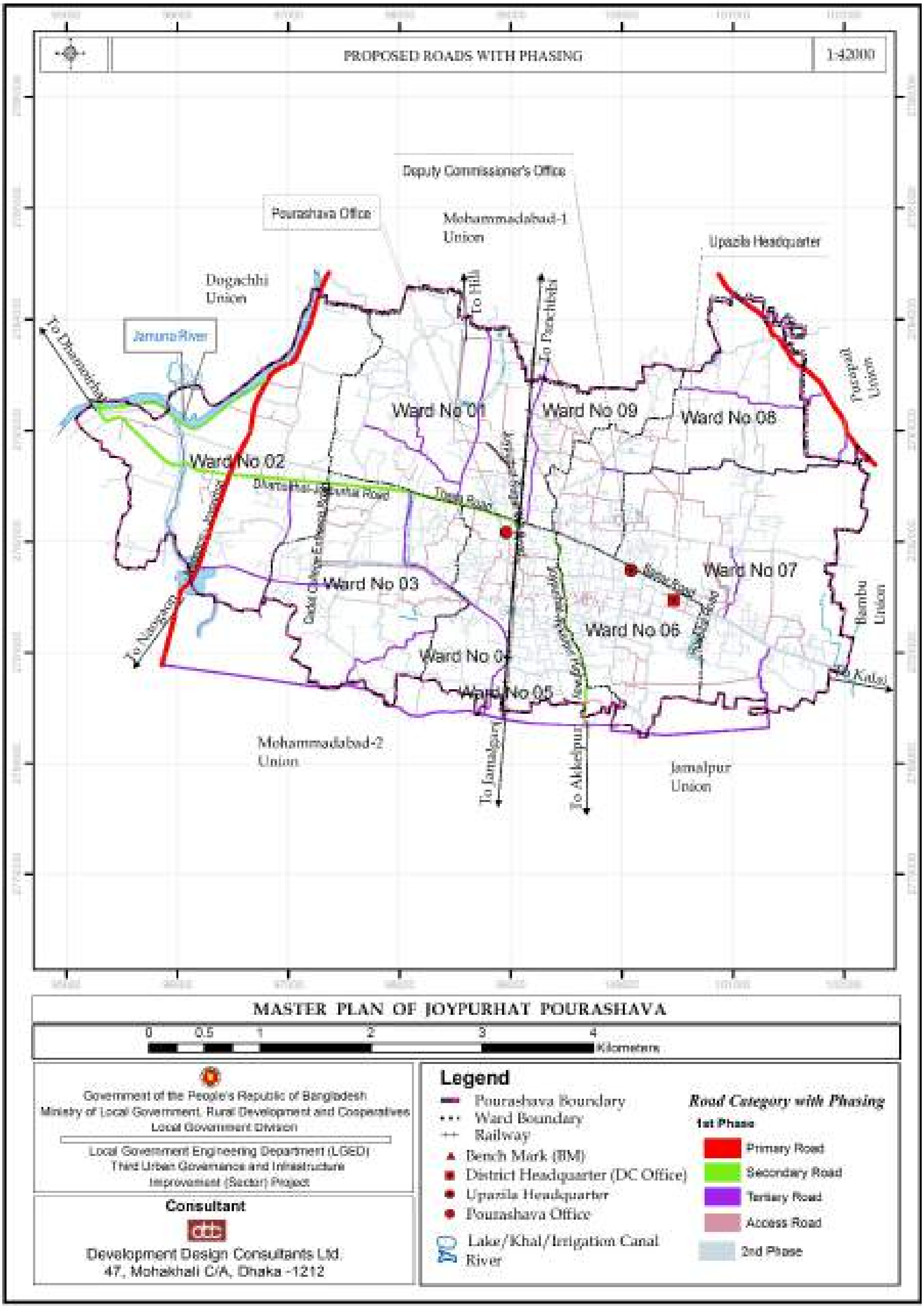

মানচিত্র- ৪.১: প্রস্তাবিত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়

সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

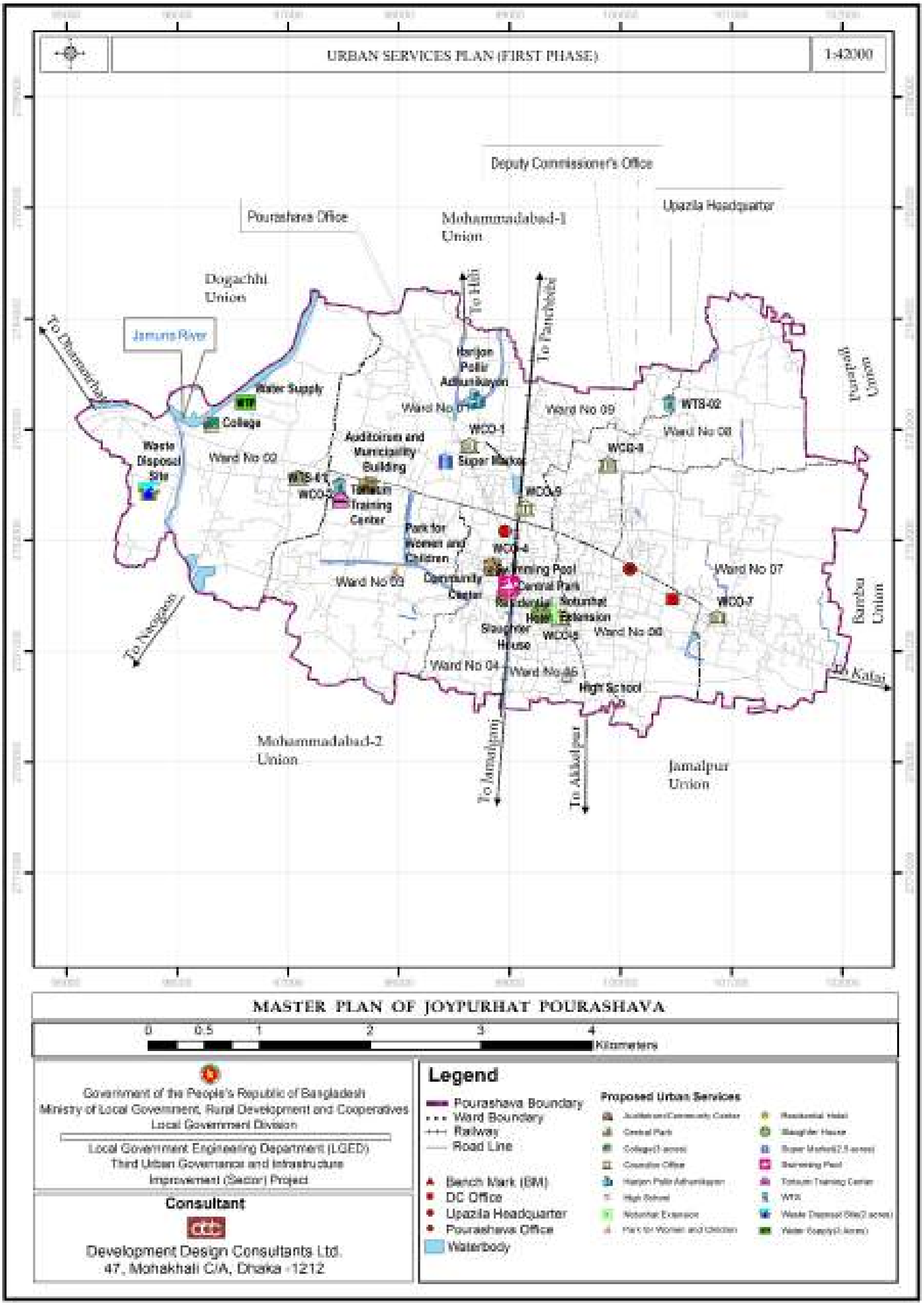

মানচিত্র- ৪.২: প্রস্তাবিত নগর পরিষেবার প্রথম পর্যায়
সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

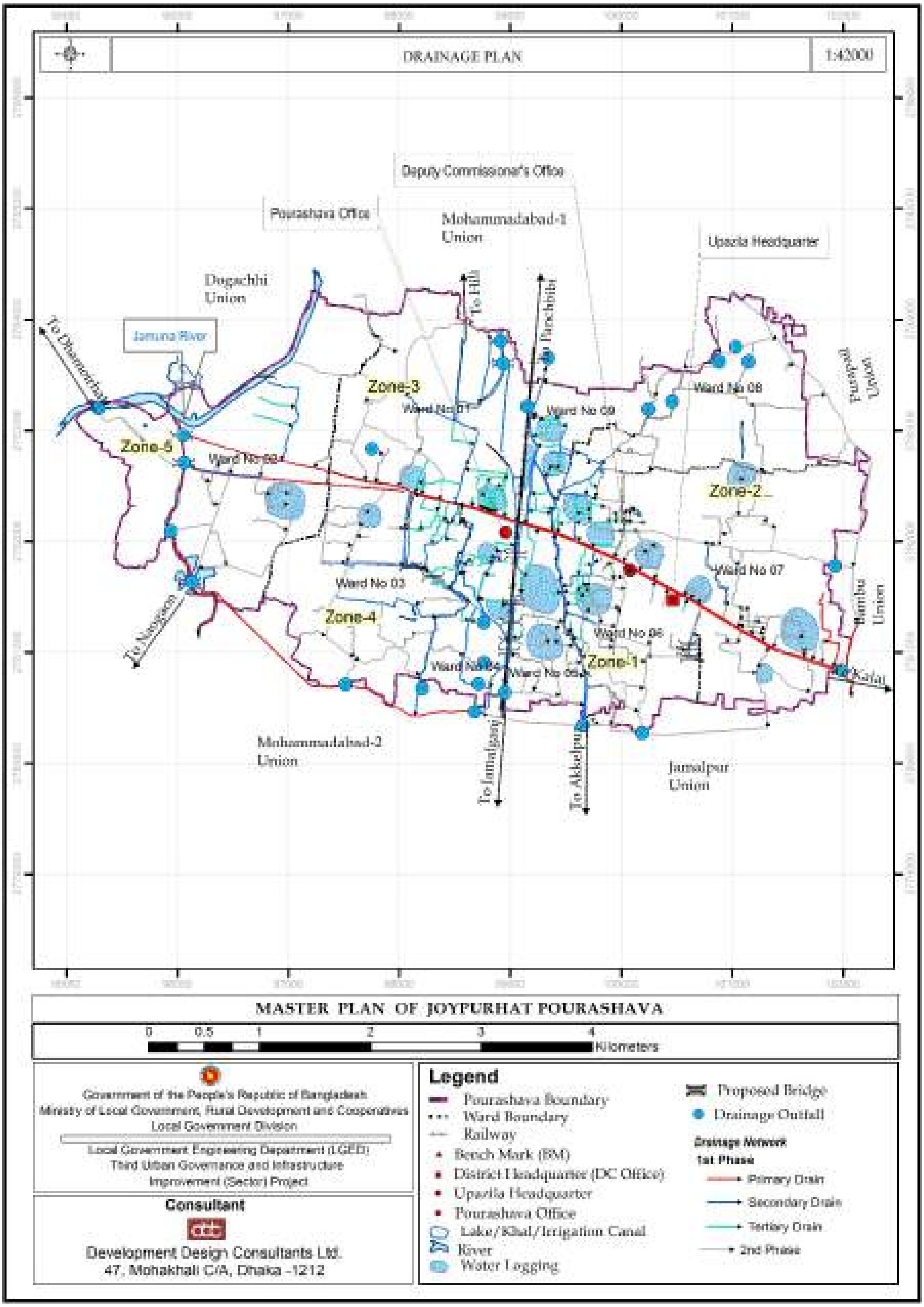

মানচিত্র- ৪.৩: প্রস্তাবিত ড্রেনেজ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়
সূত্র: পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

সারণি- ৪.৩: অগ্রাধিকার প্রকল্প বাবদ প্রথম পর্যায়ের খরচের হিসাব (বিস্তারিত)

সেক্টর	উন্নয়ন কাজের নাম		ইউনিট খরচ (টাকা)	পরিমাণ	মোট (টাকা)
ড্রেনেজ সিস্টেম	নতুন ড্রেন নির্মাণ	প্রাইমারি ড্রেন	২,০০,০০,০০০/ কি.মি.	৪.৮০ কি.মি.	৯,৬০,০০,০০০
		আরসিসি কভারসহ আরসিসি সেকেন্ডারী ড্রেন	১,৪৬,০০,০০০/ কি.মি.	১৮.২০ কি.মি.	২৬,৫৭,২০,০০০
		আরসিসি কভারসহ আরসিসি টারশিয়ারি ড্রেন	৯১,০০,০০০/ কি.মি.	১১.৪৫ কি.মি.	১০,৪১,৯৫,০০০
	ড্রেন প্রশস্থকরণ/ ড্রেন মেরামত	প্রাইমারি ড্রেন	১০,০০০,০০০/ কি.মি.	৭.৪৮ কি.মি.	৭,৪৮,০০,০০০
		আরসিসি কভারসহ আরসিসি সেকেন্ডারী ড্রেন	৭,৫০০,০০০/ কি.মি.	৯.২৩ কি.মি.	৬,৯২,২৫,০০০
		আরসিসি কভারসহ আরসিসি টারশিয়ারি ড্রেন	৫,০০০,০০০/ কি.মি.	৫.৯৪ কি.মি.	২,৯৭,০০,০০০
পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা	নতুন সড়ক নির্মাণ	এক্সেস সড়ক (প্রস্থ- ২০ ফুট)	১০,০০০,০০০/ কি.মি.	১২.৪১ কি.মি.	১২,৪১,০০,০০০
		সেকান্ডারী সড়ক (প্রস্থ: ৪১ - ৬০ ফুট)	৪০,০০০,০০০/ কি.মি.	১.৭৬ কি.মি.	৭০,৪,০০,০০০
	রাস্তা প্রশস্থকরণ		৮,০০০,০০০/ শস	৫৭.৫৯ কি.মি.	৪৬,০৭,২০,০০০
	বাস টার্মিনাল	জমির পরিমাণ ৩.২৫ একর	১৫০,৪৭২/ ডেসিমেল	৩২৫ ডেসিমেল	৪,৮৯,০৩,৪০০
		জমির উন্নয়ন	আনুমানিক		১,৯৫,১৪,০৪০
নগর পরিষেবা	পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		১৫০,৪৭২/ ডেসিমেল	৫৮২ ডেসিমেল	৮,৭৫,৭৪,৭০৪
	কাউন্সিলর অফিস		২,২৫,৭২,২০০/ অফিস	৯ টি	২০,৩১,৪৯,৮০০
	কসাইখানা		২,৩২,১০,৯৬৩	১ টি	২,৩২,১০,৯৬৩
	গণ শৌচাগার		২৪,০০,০০০/ টয়লেট	৩ টি	৭২,০০,০০০
	বর্জ্য স্থানান্তরকরণ স্টেশন		১৪,৪০,০০০/ স্টেশন	২ টি	২৮,৮০,০০০
	স্যানিটারি ল্যান্ডফিল		177,273/ ডেসিমেল	২০০ ডেসিমেল	৩,৫৪,৫৪,৬০০
	পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়ন		৬০,৭৪৯/ ডেসিমেল	১০০০ ডেসিমেল	৬,০৭,৪৯,০০০
	শপিং মল		৩,০০০/ ব. ফু.	১,০০,০০০ ব. ফু.	৩০,০০,০০,০০০
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	জমির পরিমাণ (৫ একর)	১৫০,৪৭২/ ডেসিমেল	১০০০ ডেসিমেল	৭৫,২৩৬,০০০
		বিল্ডিং (২ তলা)	৩,৮০০/ ব. ফু.	১০,০০০ ব. ফু.	৩,৮০,০০,০০০
	হরিজন পল্লীর আধুনিকায়ন		আনুমানিক		৫০,০০,০০০
সর্বমোট খরচ					**২১৪,০৯,৮৩,৫০৭**

সূত্রঃ পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত, ২০১৮

অগ্রাধিকার প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বান্দরবান পৌরসভার প্রথম ৫ বছরে যে অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলো পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে তা নিয়ে কাজ করেছেন। প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে যা পৌরসভা কর্তৃক পর্যালোচনা করতে হবে।

বাংলাদেশ পৌরসভাগুলোর রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল। ফলে রাজস্ব আয় খুবই কম হচ্ছে যে কারনে ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং দাতা তহবিলের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। রাজস্ব সংগ্রহ কম হওয়ার কারনের মধ্যে আছে - ক্রটিপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা, দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং আইনি বিষয়গুলো। দেখা গিয়েছে যে (আহমেদ, সালেহউদ্দিন, ২০১৪) ৫০% এর বেশি ট্যাক্স মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রায় পৌরসভার বিরুদ্ধে যায়। নিম্ন রাজস্ব আয়ের জন্য দুর্নীতিও দায়ী। পৌরসভার ব্যয়গুলো মূলত ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণে ব্যয় হয় যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। এর মধ্যে জনস্বাস্থ্য ১৫-২০% এবং প্রশাসনিক ৭-১৬%। অন্যদিকে, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় নগণ্য (চৌধুরি, ১৯৯৭ পৃ.৪২)।

বেশিরভাগ পৌরসভার যথাযথ ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টার অভাবে হোল্ডিং ট্যাক্স যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় না। প্রায় সকল পৌরসভার বাজেটে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্থানীয় আয় এবং ব্লক অনুদানের পরেও সম্পদের ঘাটতি থাকে। কর্তৃপক্ষের উচ্চভিলাষী লক্ষ্য আছে, কিন্তু তাদের সম্পদ আহরণের ক্ষমতা সীমিত। পৌরসভার আয় সৃষ্টি ও ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য আরও বাস্তবিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন।

জয়পুরহাট পৌরসভা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত; যেমন- ড্রেনেজ, রাস্তাঘাটের অভাব, পর্যাপ্ত বাস টার্মিনালের অনুপস্থিতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা, বিনোদন ও খোলা জায়গা সেবা। এগুলো একদম মৌলিক সেবা যা পৌরসভা এখন পর্যন্ত প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। সুব্যবস্থাপনার অভাব ছাড়াও, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পদের অভাব প্রধান সমস্যা।

স্থানীয় সম্পদ আহরণের পরিমাণ কম। উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, 'ক' শ্রেণীর পৌরসভায় জনপ্রতি গড় সম্পদের পরিমাণ মাত্র $৩.৩১ (Mott MacDonald, 2011) এবং 'খ' শ্রেণীর পৌরসভায় $০.৯৬। এটি অন্যান্য দেশের তুলনায়ও কম। সর্বনিম্ন আফ্রিকায় ছিল $.১৫ (১৯৯৩), এশিয়ায় $২৪৫ (১৯৯৩) এবং শিল্পোন্নত দেশে এটি $২৭৬৩ (১৯৯৩) (Mott Macdonald, 2011)। পৌরসভাগুলোকে আত্মনির্ভরশীল হতে হলে অবশ্যই নিজস্ব সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি করতে হবে। পৌরসভার হিসাব শাখা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অর্থায়ন উৎসের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:

দিক নির্দেশনা

পৌরসভার সম্পদ সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য পৌরসভার টেকসই উন্নয়ন কথা মাথায় রেখে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে পরামর্শক নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ করছে।

সম্পদ বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান অস্থায়ী এবং বিবেচনামূলক চর্চাগুলো বাতিল করা উচিত। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এটিকে তার সত্যিকার অর্থে অর্জন করতে হলে বাংলাদেশে একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন (এলজিএফসি) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতীয় রাজ্যগুলোতে স্বায়ত্তশাসিত অর্থ কমিশন (এসএফসি) আছে যা জাতীয় অর্থব্যবস্থা ও জনপ্রশাসনের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত যা নিয়মিত প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর অন্তর গঠন করা হয়। এর দায়িত্ব হলো পঞ্চায়েত রাজ ও নগর স্থানীয় সরকারের আর্থিক অবস্থানগুলোর মূল্যায়ন এবং পরিমার্জন করা। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয় এককেন্দ্রিক সরকার। এখানে সময় সময় স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন নিয়োগের চাইতে একটি স্থায়ী কমিশন বেশি কার্যকর হবে। ঋণপত্র উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি উৎস হতে পারে। নগর স্থানীয় সরকার উন্নয়ন তহবিল সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র বিক্রয় করার কথা বিবেচনা করতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে কিছু আইনি সংস্কার প্রয়োজন হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে মুডি এবং এস

এন্ড পি (Moody and S&P) থেকে ভাল সার্বভৌম ক্রেডিট রেটিং পেয়েছে। সার্বভৌম এবং পৌরসভার ঋণপত্র প্রদান করার প্রক্রিয়া এখনই শুরু করা যেতে পারে। নগর স্থানীয় সরকারগুলো কিছু বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাব্য প্রকল্পের জন্য বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। ড্যানিয়েলস এবং বিজয়কুমারের একটি অধ্যয়নে (২০০২) দেখা গেছে যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ২৯ টি দেশে ৪০০ টিরও বেশি স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার মেয়াদকালে পৌর বন্ডের পরিমাণ ছিল ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আহমেদ, সালেহউদ্দিন, ২০১৪)

এলজিইডি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় নগর কেন্দ্র সেবা উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য বিশেষ তহবিল তৈরির কাজ করছে। পৌরসভা সেবা প্রকল্প এবং বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল (BMDF) এধনের উদ্যোগের ফল। পৌরসভা সেবা প্রকল্প মূলত একটি চাহিদার উপর ভিত্তি করে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সংখ্যক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অর্জনে সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এটি জ্ঞাপিত যে, পৌরসভা সেবা প্রকল্পে (MSP) করা বিনিয়োগ পৌরসভা কর্মক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত নয় এবং তহবিল জন্য দাখিলকৃত প্রস্তাবগুলো কম অগ্রাধিকার পায়। তবে, অন্ততপক্ষে, পৌরসভা সেবা প্রকল্প পৌরসভাগুলোর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যেহেতু ব্যয় নিদর্শনগুলো একটি উর্ধ্বগামী ধারা দেখায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল, ৮৩৩১৮ মিলিয়ন অনুদান হিসেবে এবং ৮৫৮৫.৬ মিলিয়ন ঋণসহ জুলাই, ২০০৪ থেকে ডিসেম্বও, ২০১১ পর্যন্ত ১২৯ পৌরসভাকে মোট ৮৩৯০৪ মিলিয়ন বিতরণ করেছে। তবে, বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল, বাংলাদেশ সরকার বা অন্যান্য তহবিল সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করেনি (আহমেদ, সালেহউদ্দিন, ২০১৪)

অনুদঘাটিত পিপিপি, বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাব্য প্রকল্পগুলো থেকে আয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলোর জন্য খুব ভালো একটি উদ্যোগ হতে পারে। পিপিপি নলেজ ল্যাব পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে- "একটি সার্বজনীন সম্পদ অথবা সেবা প্রদান করার জন্য একটি বেসরকারী দল এবং একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যেখানে বেসরকারী অংশী উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি এবং ব্যবস্থাপনা দায়িত্বের ভার নেয়, এবং পারিশ্রমিক তার কর্মক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।" পৌরসভাগুলো কোনও নগদ বিনিয়োগ ছাড়াই বাণিজ্যিকভাবে টেকসই প্রকল্পগুলো হাতে নিতে পারে। এটি একদিক থেকে সরকারী অর্থ রক্ষা করবে, অন্যদিকে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য তহবিল সৃষ্টি করতে পারবে অথবা জনগনের সুবিধার জন্য সরাসরি অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন সেকশন ১০০(১) পৌরসভাকে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য যেকোনো বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তিতে যাওয়ার ব্যাপারে পৌরসভাকে ক্ষমাত প্রদান করে।

পৌরসভার নিজস্ব সম্পদ আহরণ ব্যাপকভাবে নির্ভর করে স্থানীয় স্তরে অর্থনৈতিক বিস্তারের উপর যা জনগণের কর্মসংস্থান এবং আয় বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে পৌরসভাকে কর ও চার্জ প্রদানের সামর্থ্য বাড়ায়। অতএব, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ যা স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে উন্নত করতে পারে। প্রত্যেক পৌরসভার নিজস্ব সম্ভাব্য আছে যেখানে বিনিয়োগ করলে তা বিনিয়োগকারীদের জন্য রাজস্ব নিয়ে আসতে পারে। পৌরসভাগুলোর তাদের সম্ভাবনাসমূহের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বিনিয়োগকারীদের সহায়ক কাজ করার কারণে, বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য পৌরসভার সম্ভাব্য সকল অবকাঠামো ও সেবা প্রদান করা উচিত। সেক্ষেত্রে, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হবে।

হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে। কিন্তু, দূর্ভাগ্যবশত, এখন পর্যন্ত খুব কম পৌরসভাই তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ এবং দুর্নীতি এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। পৌরসভাগুলোকে নিজেদের এই থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের কার্যক্রমগুলো তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং কর সংগ্রহ লক্ষ্য পৌঁছাতে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নগর পরিষেবার বিস্তারিত তালিকা

জয়পুরহাট পৌরসভা
মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

জুন, ২০১৯

তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিশিষ্ট - কঃ নগর পরিসেবার বিস্তারিত তালিকা

প্রস্তাবিত নগর পরিসেবার তালিকা

Name of the Development Proposal	Proposal ID	Ward No.	Mouza	Plot No.	Existing Landuse	Proposed Landuse	Area (Acre)	Phasing
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Councilor Office	WCO-1	1	Joypurhat	85	Residential	Administrative	0.22	1st
Councilor Office	WCO-2	2	Khanjanpur	550	Residential	Administrative	0.16	1st
Councilor Office/Auditorium Hall	WCO-3	3	Hatil	237	Vacant Land	Administrative	0.51	2nd
Councilor Office	WCO-4	4	Joypurhat	3009, 3014	Residential	Administrative	0.1	1st
Councilor Office	WCO-5	5	Joypurhat	3353, 3351, 3352, 5136	Residential	Administrative	0.18	1st
Municipal Building, Convention Hall and Councilor Office	WCO-6	6	Joypurhat	3174-3179	Administrative	Administrative	0.87	2nd
Councilor Office	WCO-7	7	Harail	165-168, 171	Residential	Administrative	0.05	1st
Councilor Office	WCO-8	8	Joypurhat	1725, 1726	Residential	Administrative	0.33	1st
Councilor Office	WCO-9	9	Joypurhat	1079	Commercial	Administrative	0.07	1st
Super Market (2.5 acres)	Commerce-1	1	Joypurhat	81-83, 306, 307	Vacant Land	Commercial	2.47	1st
Residential Hotel	Commerce-2	5	Joypurhat	3349-3352, 5136	Commercial	Commercial	0.18	1st
Municipal Market	Commerce-3	7	Harail	4001, 4006, 4032, 4394-4396, 4411	Commercial	Commercial	0.33	2nd
Notunhat Extension	Commerce-4	5	Joypurhat	3334-3339, 3349-3353, 3460, 3461, 3499, 3501, 5136	Commercial	Commercial	5.96	1st
Community Center	Community-1	1	Joypurhat	39-43	Agriculture	Community Facilities	0.68	2nd
Community Center	Community-2	4	Joypurhat	3010	Vacant Land	Community Facilities	0.26	1st
Public Library	Community-3	7, 8	Joypurhat	1920-1922	Residential	Community Facilities	0.41	2nd
Community Center	Community-4	2	Khanjanpur	117-119	Agriculture	Community Facilities	0.52	2nd
Auditorium and Municipality Building	Community-5	3	Hatil	2236-2239	Administrative	Community Facilities	0.6	1st
Slaughter House	Community-6	5	Joypurhat	3335	Commercial	Community Facilities	0.13	1st
Slaughter House	Community-7	7	Harail	4001	Commercial	Community Facilities	0.04	2nd
Public Toilet	PT-1	4	Joypurhat	2859	Vacant Land	Community Facilities	0.02	1st
Public Toilet	PT-2	4	Joypurhat	3137	Education and Research	Community Facilities	0.02	2nd
Public Toilet	PT-3	7	Joypurhat	2164	Education and Research	Community Facilities	0.02	2nd
Public Toilet	PT-4	1	Joypurhat	658	Commercial	Community Facilities	0.02	1st
Public Toilet	PT-5	2	Khonjonpur	617	Agriculture	Community Facilities	0.02	2nd
Public Toilet	PT-6	8	Bamonpur	1049	Mosque	Community Facilities	0.02	2nd
Public Toilet	PT-7	1	Joypurhat	41	Proposed Community Center	Community Facilities	0.02	2nd
Community Toilet	PT-8	1	Kashiabari	223	Slum	Community Facilities	0.02	1st
Public Toilet	PT-9	7	Bamonpur	1017	Park	Community Facilities	0.02	2nd
College (3 acres)	Education-1	2	Khanjanpur	8-13, 16	Agriculture	Education & Research	3.05	1st
Agriculture Research Centers	Education-2	6	Harail	515-530, 569-575, 580-583	Vacant Land	Education & Research	5.09	2nd

Name of the Development Proposal	Proposal ID	Ward No.	Mouza	Plot No.	Existing Landuse	Proposed Landuse	Area (Acre)	Phasing
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Primary School	Education-3	1	Joypurhat	46--51, 53, 1339	Agriculture	Education & Research	1.76	2nd
High School	Education-5	5	Joypurhat	3588, 3589, 3592, 3593, 3595, 3596	Agriculture	Education & Research	1.69	1st
College	Education-6	8	Joypurhat	1732-1735, 1740-1743, 1763, 1764	Agriculture	Education & Research	2.57	2nd
Proposed University	Education-7	2	Joypur	1-22, 209-248, 251, 253-255, 250	Agriculture	Education & Research	23.06	2nd
Proposed Medical College	Education-8	2	Khanjanpur	24-45, 48-54, 58, 108-117, 119	Agriculture	Education & Research	18.27	2nd
Tourism Training Center	Education-9	3	Khanjanpur	1233, 1240, 1242, 1246-1248, 2268-2278, 2286-2287, 2388, 2391-2411, 2418-2422	Vacant Land	Education & Research	5.58	1st
IT Park	Industry-1	8	Bamanpur, Joypurhat	868-893, 1048-1057, 1081-1090, 1094-1101, 1104-1108, 2000, 9999	Agriculture	Industrial	43.09	2nd
Park for Women and Children	Recreation-1	3	Chak Gopal	124, 215, 217-237, 352, 2261-257, 2284	Vacant Land	Recreational Facilities	9.77	1st
Central Park	Recreation-2	4	Joypurhat	2858	Vacant Land	Recreational Facilities	3.16	1st
Park and Recreational Facilities	Recreation-3	7	Joypurhat	2060-2062, 2064, 2078, 2094-2102, 2153, 2163, 2164	Agriculture	Recreational Facilities	9.87	2nd
Children Park	Recreation-4	8, 7	Bamanpur, Joypurhat	957-961, 968-970, 1013-1017, 1035, 1734, 1735	Vacant Land	Recreational Facilities	7.34	2nd
Swimming Pool	Recreation-5	4	Joypurhat	2858	Waterbody	Recreational Facilities	0.34	1st
Proposed Water Deck	Recreation-6	1	Khanjanpur	9	Waterbody	Recreational Facilities	0.39	2nd
New Urban Area	Residential-1	1, 2	Hatil, Khanjanpur	28, 30, 33, 37, 46, 47, 55-57, 78-95, 97-217, 292-295,300-364, 366, 371-382, 389, 390, 394, 1036-1089, 1094, 1095, 1110, 1111, 1114, 1266, 1268-1278, 1282-1243, 1345, 1347, 1471, 1474, 1477, 2001, 2015-2017, 2024, 2028	Agriculture	Residential	100.22	2nd
Low Income Housing	Residential-2	7	Bamanpur, Bamanpur	1554, 1555, 1617-1633, 1638-1644, 2029, 2032-2092, 2095-2111, 2115, 2116, 2124, 2127-2136, 2138-2168, 2171-2208, 2232, 2239-2252, 2264-2270, 2277, 2651	Agriculture	Residential	50.02	2nd
Modernization of Harijon Polli	Residential-3	1	Kashiabari	220, 221, 223-225	Residential	Residential	0.92	1st
Bus Terminal	Transport-1	2	Khanjanpur	575, 595, 597-600, 604-617, 619, 620	Agriculture	Transportation Facilities	3.25	2nd
Electric Sub-Station	Utility-1	1	Hatil	1330-1334, 1341, 1347-1357, 1369	Agriculture	Utility Facilities	2.04	2nd
Waste Disposal Site (2 acres)	Utility-2	2	Joypur	405, 408-415, 421, 423	Agriculture	Utility Facilities	2.02	1st
Water Supply (3 Acres)	Utility-3	2	Khanjanpur	50, 54-63, 65, 105, 106, 108	Agriculture	Utility Facilities	3.05	1st
WTS-01	Utility-4	3	Hatil	2258	Commercial	Utility Facilities	0.18	1st
WTS-02	Utility-5	9	Bamanpur	637	Commercial	Utility Facilities	0.17	1st
WTS-03	Utility-6	1	Bamanpur	637	Industrial	Utility Facilities	0.17	2nd
Total Area Required for Urban Services (in Acres)							**311.32**	

রোড নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তালিকা

জয়পুরহাট পৌরসভা
মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

জুন, ২০১৯

তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিশিষ্ট - খঃ রোড নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তালিকা

সড়কের বিস্তারিত তালিকা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নের সারণীতে বর্ণনা করা হলঃ

সারণী- সড়কের শ্রেনীবিভাগ এর সংজ্ঞা ও প্রস্থের মানদন্ড

সড়কের শ্রেনীবিভাগ	সংজ্ঞা	প্রস্থের মান (ফুট)
PR= প্রাইমারি সড়ক	জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক, প্রধান সড়ক, পৌরসভার বেশিরভাগ এলাকার সাথে সংযুক্ত সড়ক	>৬০
SR= সেকেন্ডারী সড়ক	– পৌরসভা ও প্রাইমারি সড়কের সাথে সংযোগ সড়ক – বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মোড় ও সরকারি, বেসরকারি কার্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত সড়ক	৪০-৬০
TR= টারশিয়ারী সড়ক	– যেসকল সড়ক আবাসিক এলাকা থেকে যানবাহন প্রাইমারি বা সেকেন্ডারী সড়কের সাথে সংযোগ করে; – রাস্তা সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে	৩০-৪০
AR= এক্সেস সড়ক	এই সড়ক আবাসিক এলাকা ও অন্যান্য ভূমি ব্যবহারের সাথে অন্যান্য সড়কের সংযোগ স্থাপন করে। এই সড়কের উপরে পার্কিং করা যাবে তবে শর্ত থাকে যে পার্কিং রাস্তা বন্ধ করবে না।	২৫-৩০

অন্যান্য সংক্ষিপ্ত শব্দঃ

PS= পৌরসভা

RHD= সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

BC= বিটুমিনাস কার্পেটিং

CC= সিমেন্ট কংক্রিট

RCC= রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট

HBB= হেরিং-বন বেন্ড

N/A= প্রযোজ্য নয়

প্রস্তাবিত রোড নেটওয়ার্কের তালিকা

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Primary Road													
R549	Naogaon - Joypurhat Highway	Primary	RHD	3901.63	BC	26.24	100	Widening	2nd	2	TR17,AR98,TR24,AR96,AR149,AR147,AR91,TR16,AR139,AR138,AR134,AR157,AR132,R545,AR121,TR9,TR14,AR109,AR104,AR105,TR11,AR103,AR102,AR101,SR1,TR3,AR99,TR10,AR897		Bridge-3
PR1	Joypurhat City By-pass	Primary	PS	2336.08	BC	18.37	100	Widening	1st	7, 8	AR895,AR896,AR738,TR38,AR740,AR743,AR745,AR746,AR747,TR39,TR41,		
Secondary Road													
SR1	Driveway (with walkway) along the Jamuna River	Secondary	PS	1758.93	New	0	60	New Road	1st	2	R549,AR101,AR104,AR96,R545		Bridge-1
SR2	Proposed By-pass	Secondary	PS	6494.44	RCC	9.84	60	Widening	1st	2, 3, 4, 5, 6, 7	R549,TR22,AR886,AR177,AR176,AR890,TR26,AR891,AR269,TR19,AR889,AR396,AR395,Z5508,AR893,AR498,AR894,AR892,AR626,AR604,AR625,AR650,AR624,AR623,AR621,AR616,AR619,AR615,AR612,R550	One Side, Partial	Culvert-102, 103, 106-108, Culvert-113
R545	Sadar Road	Secondary	RHD	4295.64	BC	26.24	50	Widening	1st	2, 3, 5	SR1,AR88,TR15,AR89,AR107,AR106,AR110,AR116,AR117,TR12,TR15,AR96,AR122,AR115,AR159,AR157,AR120,R549,AR114,AR125,AR126,AR111,AR128,AR123,AR129,AR113,TR13,TR13,AR118,AR124,AR119,AR191,AR203	Both Side, Partial	Bridge-2, Culvert-87
Z5508	Joypurhat-Akkelpur Highway	Secondary	RHD	1809.15	BC	22.96	50	Widening	1st	5	R550,AR399,AR523,AR524,AR527,AR529,AR402,AR453,AR542,AR455,TR33,AR452,AR435,AR564,AR562,AR558,AR440,AR515,AR584,AR442,TR45,AR448,AR594,AR411,TR31,AR473,AR414,AR342,AR348,AR354,AR482,AR354	Both Side, Partial	
R550	Sadar Road	Secondary	RHD	3213.79	BC	26.24	50	Widening	2nd	5, 6, 7	R545,TR44,AR394,AR397,AR398,TR38,AR809,Z5508,AR734,AR828,AR835,AR832,AR522,AR525,AR526,AR731,AR833,AR528,AR512,AR518,TR43,TR33,AR679,AR695,AR516,AR696,AR699,AR550,TR28,AR698,AR700,AR697	Both Side	Bridge-1, Culvert-6-12, 15-26, 54
Tertiary Road													
TR1	Stadium Road	Tertiary	PS	1630.73	BC	13.12	40	Widening	1st	1	TR2,AR12,TR4,AR14,AR15,AR36,TR5,AR8,AR43,AR41,AR51,AR6,AR7,TR7,R545	One Side, Partial	Culvert-111
TR2	Bel-Amla Road	Tertiary	PS	1134.9	RCC	9.18	40	Widening	2nd	1	AR21,TR3,AR23,TR1		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TR3	Joypurhat-Naogaon Highway to Bel-Amla Road	Tertiary	PS	1976.38	RCC	9.84	40	Widening	2nd	1	TR2,AR24,AR5,AR22,AR25,TR10,AR26,AR28,AR18,AR29,TR5,AR10,TR6,AR31,AR17,AR102,R549		Culvert-85, Culvert-94
TR4	Joypurhat-Hili Highway to Stadium Road via Kashiayabari Canal	Tertiary	PS	515.01	RCC	13.12	40	Widening	2nd	1	TR44,AR27,AR15,		Culvert-31, 32, 77
TR5	Stadium Road (near Joypurhat Sugar Mills) to TR-03	Tertiary	PS	887.02	RCC	6.56	40	Widening	2nd	1	TR7		Culvert-86
TR6	Bonobhivag Road (near Mondol Agro Industries) to TR-03	Tertiary	PS	951.69	RCC	9.18	40	Widening	2nd	1	TR3,AR10,AR33,TR8,AR1,AR50,TR9		Culvert-83
TR7	Stadium Road (near Joypurhat Stadium) to TR-05	Tertiary	PS	985.92	RCC	9.84	40	Widening	1st	1	TR5,AR2,TR8,AR61,AR3,AR4,AR66,AR62,TR1		Culvert-80, Culvert-81, Culvert-82, Culvert-89
TR8	Gulshan More Link Road	Tertiary	PS	598.08	RCC	9.84	40	Widening	1st	1	TR6,AR2,AR44,TR7		Culvert-93
TR9	Bon Bibhag Road	Tertiary	PS	1587.88	BC	11.48	40	Widening	2nd	1, 2	R549,AR111,TR11,AR113,AR118,AR112,AR1,AR119,TR6,AR192,AR52,AR61,AR72,R545		
TR10	TR-03 to Joypurhat-Naogaon Highway	Tertiary	PS	1221.57	RCC	8.2	40	Widening	2nd	2	R549,AR99,AR100,AR17,TR3		
TR11	Bonbhivag Road (opposite of Prebyterian Church) to Joypurhat-Naogaon Highway	Tertiary	PS	925.01	RCC	9.84	40	Widening	2nd	2	TR9,AR108,AR105,AR102,R549		Culvert-84
TR12	Buritola Road	Tertiary	PS	938.12	RCC	11.81	40	Widening	2nd	2	R545,AR127,AR130,AR98,AR144,AR143,AR151		Outfall-09
TR13	Sadar Road (near Khonjonpur Siddikia Jame Mosque) to Aushghara Indra Para via Cadet College Pond and BCSIR Mosque	Tertiary	PS	1306.99	BC	10.50	40	Widening	1st	2	R545,AR129,AR131,AR90,AR133,AR135,AR136,TR16,AR153,AR95,TR24,AR179		Culvert-99
TR14	Jaubari Road	Tertiary	PS	613.49	RCC	9.84	40	Widening	2nd	2	R549,AR96,TR15		
TR15	Registry Office Road	Tertiary	PS	1068.64	BC	9.84	40	Widening	2nd	2	R545,AR106		
TR16	Joypurhat-Naogaon Highway to TR-13	Tertiary	PS	882.03	RCC	7.22	40	Widening	2nd	2	TR13,AR140,AR94,AR92,AR141,R549		
TR18	Gariakanto Road	Tertiary	PS	766.44	RCC	9.84	40	Widening	2nd	3	R545,AR195,AR202,AR189,AR209,AR180,AR212,AR215,AR216,AR217,AR218,TR23,AR203,TR20		
TR19	Cement Factory West side Road to Debipur Road via Shantinagar Motshojibi Graveyard	Tertiary	PS	2597.88	BC	13.12	40	Widening	1st	3, 4	TR17,AR889,AR270,AR887,AR268,AR264,TR27,AR260,AR280,AR254,AR252,TR46,AR302,AR278,TR22,AR329,AR321,AR242,AR303,AR200,AR238,AR187,TR21,AR184,AR189,AR206,AR201,AR196,R545	One Side, Partial	Culvert-96
TR20	Gariakanto Road-02	Tertiary	PS	1058.01	RCC	9.84	40	Widening	2nd	3	TR23,AR203,AR190,AR243,TR24,TR25,AR222,AR231,AR161,AR163,AR1		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											62,AR165,AR166,AR169,AR168,AR164,TR22		
TR21	Walkway along the Cement Factory Lake to Aushgara Road	Tertiary	PS	1092.7	RCC	6.56	40	Widening	2nd	3	TR19,AR190,AR247,AR226,AR245,TR25,AR232,AR233,AR186,AR167,TR22		
TR22	Aushgara Road	Tertiary	PS	1627.77	BC	9.84	40	Widening	1st	3	TR19,AR247,AR295,AR229,AR251,AR225,AR230,AR250,AR249,AR253,AR160,TR26,AR171,TR21,AR170,AR174,AR172,AR173,TR20,AR175,TR17		
TR23	Walkway along the Cement Factory Lake	Tertiary	PS	500.76	RCC	6.56	40	Widening	2nd	3	TR19,AR188,AR234,AR237,AR236,TR20,TR18,AR203		
TR24	Gariakanto Road to Joypurhat-Naogaon Highway via Joypurhat Girls Cadet College	Tertiary	PS	1315.67	RCC	22.96	40	Widening	1st	3	R549,AR97,AR156,AR141,AR155,AR95,TR13,AR178,AR179,TR20		
TR25	TR-21 to Graiakanto Road	Tertiary	PS	442.2	RCC	0	40	Widening	2nd	3	TR21,AR228,AR244,TR20		
TR26	Aushgara Road to Proposed By-pass (near Vitty Uttar Jame Mosque)	Tertiary	PS	810.52	RCC	9.84	40	Widening	2nd	4	TR22,AR261,AR266,AR171,TR17		Culvert-104
TR27	Debipur Road	Tertiary	PS	762.35	RCC	13.12	40	Widening	2nd	5	Z5508,AR381,AR364,AR380,TR49,AR379,AR372,AR377,AR383,AR378,AR459,AR395,AR424,TR19,AR396		Culvert-69
TR28	Sadar Road (near Joypurhat Circuit House) to TR-30 via Disticnt Coder and Al-Hera Academy	Tertiary	PS	1252.15	RCC	9.84	40	Widening	2nd	6	R550,TR32,AR563,AR567,AR571,AR521,AR583,AR586,AR593,TR35,TR45,AR535,AR538,TR31,TR29,AR507,AR487,AR475,AR488,AR490,AR492,AR650,TR30	One Side, Partial	Culvert-1, 70, 71, 72, 75
TR29	TR-28 to Proposed By-pass Road via Gouripara-Muslimnagar Link Road	Tertiary	PS	1209.92	RCC	6.56	40	Widening	2nd	6	TR28,AR480,AR519,AR489,AR650,AR493,AR501,AR502,AR503,AR892		
TR30	Akkelpur Highway (near Biscuit Bakery) to	Tertiary	PS	611.54	RCC	9.84	40	Widening	2nd	6	Z5508,TR28,AR388,AR495,AR498,AR494,AR499,AR500,TR29		Culvert-71
TR31	Sardarpara-Arafatnagar-D.C. Bungalow Chottor Link Road	Tertiary	PS	480.41	RCC	11.48	30	Widening	2nd	6	Z5508,AR473,AR509,AR485,AR537,AR539,AR474,AR472,AR475,AR508,TR28	Both Side, Partial	Culvert-53
TR32	Adjacent Road of Collectorate Girls High School-2	Tertiary	PS	210.64	RCC	6.56	30	Widening	2nd	6	TR28,AR576,AR521,TR35		
TR33	Hazi Madrasa Road	Tertiary	PS	671.71	RCC	9.84	40	Widening	2nd	6	R550,AR546,AR516,AR469,AR551,AR556,AR553,AR512,AR555,AR554,AR549,AR511,AR545,AR526,AR510,AR559,AR558,AR548,AR552,Z5508	One Side, Partial	
TR34	Upazila Chottor Road to Police line (backside of Collectorate Girls High School)	Tertiary	PS	105.65	BC	9.18	40	Widening	2nd	6	AR521,AR480		
TR35	Adjacent Road of Collectorate Girls High School-1	Tertiary	PS	364.84	BC	9.18	40	Widening	2nd	6	TR34,AR521,AR535,TR32,TR28		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TR36	Pachurchok Road-02	Tertiary	PS	2156.28	BC	9.84	40	Widening	2nd	7	TR43,AR673,AR679,AR670,AR674,AR652,AR637,AR642,AR643,AR648,TR37,AR675,TR40,AR681,AR649,AR651,	One Side, Partial	Culvert-4, 5, 14, 45, 46,49-51
TR37	Pachurchok Babupara Road	Tertiary	PS	732.95	RCC	11.81	40	Widening	1st	7	TR36,AR682,AR638,AR705,AR708,AR710,AR629,AR709,R550	One Side, Partial	Culvert-47, 48, 55, 56, 59, 60
TR38	Shahid Zia College Road	Tertiary	PS	3675.22	RCC	7.87	40	Widening	2nd	8	R550,AR817,AR802,AR881,AR809,AR878,AR734,AR873,AR783,AR779,AR725,AR721,AR722,AR778,AR776,TR41,AR716,AR736,AR768,AR770,AR766,AR757,AR759,AR764,AR760,AR727,AR758,AR763,AR756,AR864,TR47,AR754,	One Side	Culvert-28, 29, 37, 38, 42
TR39	Shahid Zia College Road to Joypurhat City By-pass	Tertiary	PS	1487.62	BC	9.84	40	Widening	1st	8	PR3,AR901,AR753,AR718,TR40,AR714,AR749,AR720,AR752,TR38		
TR40	Pachurchok Road (near Noyapara Jame Mosque) to TR-39	Tertiary	PS	1515.59	RCC	9.84	40	Widening	2nd	8	TR39,AR733,AR762,TR41,AR661,AR655,AR662,AR663,AR649,AR667,AR671,TR36		
TR41	Pachurchok Road-01	Tertiary	PS	2710.23	BC	11.81	40	Widening	1st	8	TR38,AR772,AR736,TR42,AR652,AR715,AR648,AR765,AR654,AR639,AR733,AR655,AR656,AR659,AR657,TR40,AR653,AR717,AR902,PR3		Culvert-41, Culvert-43
TR42	Pachurchok Road to Sabujnagar Road (near Tanvir Store)	Tertiary	PS	474.27	RCC	9.84	40	Widening	2nd	8	TR41,AR783,AR664,AR793,AR635,AR803,TR43	One Side, Partial	Culvert-44
TR43	Sabujnagar Road	Tertiary	PS	945.52	RCC	9.84	30	Widening	2nd	8	R550,AR833,AR683,AR827,AR813,TR36,AR822,AR670,TR42,AR816,AR814,AR815,AR805,AR804,AR788,AR807,AR810,AR813,AR812,AR811,AR834,AR821,AR820,AR835,AR795,AR723,AR818,AR808,AR734	Both Side, Partial	
TR44	Joypurhat-Hili Highway	Tertiary	PS	1548.89	BC	18.04	30	Widening	1st	9	AR736,TR4,AR899,AR900,AR851,AR852,AR853,AR855,AR842,AR857,AR858,AR839,AR861,AR862,AR844,AR867,AR870,AR871,AR836,AR716,AR837,AR874,AR873,AR876,AR57,AR77,AR877,AR880,AR881,AR882,AR883,R550	Both Side, Partial	Culvert-34, Culvert-112
TR45	Akkelpur Highway to D.C. Bungalow Chottor	Tertiary	PS	508.52	BC	9.18	20	Widening	2nd	6	Z5508,AR509,AR587,AR590,AR580,AR537,AR581,AR591,AR530,AR469,AR531,TR28,TR35	One Side, Partial	
TR46	Shantinagar-Islamnagar Link Road	Tertiary	PS	1010.2	BC	9.84	30	Widening	2nd	4	TR19,AR300,AR252,AR251,AR255,AR256,AR257,AR258,AR259,AR263,AR261,AR264,AR266,AR269,TR19		Culvert-105
TR47	Hari pukurpar Link Road	Tertiary	PS	782.22	RCC	4.60	30	Widening	2nd	9	TR38,AR859,AR854,AR849,AR850,AR847,AR848,		Culvert-39
TR48	College Road	Tertiary	PS	1048.2	RCC	9.84	30	Widening	1st	4	R545,AR273,AR288,AR333,AR290,AR286,AR279,AR308,AR306,AR314,AR324,AR280,AR277,AR328,AR275,AR276		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TR49	Notun Hat Road (near Arman Medical Store) to Debipur Road	Tertiary	PS	534.56	RCC	9.84	30	Widening	2nd	5	AR414,AR334,AR339,AR349,AR350, AR356,AR355,AR358,AR359,AR367, AR338,AR372,TR27	One Side, Partial	
Access Road													
AR1	Khonjonpur Sakhidarpara Link Road	Access	PS	735.9	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	TR6, TR9		Culvert-90
AR2	Rupnagar Moholla Link Road-01	Access	PS	661.43	RCC	4.92	12	Widening	2nd	1	TR7,TR8		
AR3	Tajur More Mohollah Road, Link-01	Access	PS	85.04	HBB	3.28	12	Widening	2nd	1	TR7		
AR4	Sadar Road to Gulshan More Moholla Link Road-02	Access	PS	347.49	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	TR7,AR65,R545		
AR5	Bamonkunda Link Road	Access	PS	551.57	RCC	7.22	20	Widening	2nd	1	AR13,TR3		
AR6	Tajur More Mohollah Road, Link-02	Access	PS	142.06	HBB	3.94	12	Widening	2nd	1	TR1,AR51		
AR7	Stadium Road to Joypurhat Girls High School	Access	PS	363.31	RCC	3.28	12	Widening	2nd	1	TR1,AR59,AR63,AR73,AR58	One Side, Partial	
AR8	Joypurhat Sugar Mill Road	Access	PS	1733.85	RCC	13.12	20	Widening	1st	1	AR15,AR27,AR16,AR38,AR39,AR42, AR46,AR48,AR49,AR53,AR57,AR77, R545,AR58,AR55,AR47,AR45,TR1		
AR9	Masterpara Baridhara Internal Road-01	Access	PS	132.56	RCC	9.84	12	Widening	2nd	1	R545,AR83		
AR10	Rupnagar Moholla Link Road-02	Access	PS	419.6	RCC	11.48	12	Widening	2nd	1	TR6,AR33,TR3,TR5,		
AR11	Walkway along the Sugar Mill Lake	Access	PS	825.61	New Walkway	0	20	New Road	1st	1	AR23,AR12,AR5,TR5		Culvert-86
AR12	Walkway along the Sugar Mill Lake	Access	PS	645.94	New Walkway	0	20	New Road	1st	1	AR11,AR13,TR1,AR14,AR15		
AR13	Walkway along the Sugar Mill Lake	Access	PS	764.24	New Walkway	0	20	New Road	1st	1	AR12,AR14,AR15,TR5		Culvert-86
AR14	Walkway along the Sugar Mill Lake	Access	PS	941.44	New Walkway	0	20	New Road	2nd	1	AR12,TR4,TR1,AR14		
AR15	Walkway along the Sugar Mill Lake	Access	PS	971.04	New Walkway	0	20	New Road	2nd	1	AR12,TR4,AR8,TR1,AR13		
AR16	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-11	Access	PS	135.39	RCC	7.22	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR17	Hatil Hajipara Link Road	Access	PS	494.23	New	0	20	New Road	2nd	1	TR10,AR19,AR18,AR30,TR3		
AR18	Hatil Hajipara Internal Road-01	Access	PS	279.41	New	0	20	New Road	2nd	1	TR3,AR17		Culvert-85
AR19	Hatil Hajipara Internal Road-02	Access	PS	55.15	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	AR17		
AR20	Gulshan More Moholla Internal Road-03	Access	PS	30.43	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	1	AR61		
AR21	Nishir More Moholla Road	Access	PS	218.21	RCC	8.2	12	Widening	2nd	1	TR2		
AR22	Moharani Pukurpar Internal Road-01	Access	PS	218.24	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	TR3		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR23	Walkway along the Sugar Mill Lake	Access	PS	57.04	RCC	5.90	20	Widening	2nd	1	AR11,TR2		
AR24	Moharani Pukurpar Internal Road-02	Access	PS	85.85	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	TR3		
AR25	Bamonkunda Internal Road-01	Access	PS	41.16	Earthen	5.90	12	Widening	2nd	1	TR3		
AR26	Bamonkunda Internal Road-02	Access	PS	88.44	HBB	3.28	12	Widening	2nd	1	TR3		
AR27	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-12	Access	PS	202.1	RCC	7.22	12	Widening	2nd	1	TR4,AR8		
AR28	Bulupara Jame Mosque Road	Access	PS	99.93	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	TR3		
AR29	Bamonkunda Internal Road-03	Access	PS	31.91	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	1	TR3		
AR30	Hatil Hajipara Internal Road-03	Access	PS	29.4	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	1	AR17		
AR31	Hatil Hajipara Internal Road-04	Access	PS	86.18	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	TR3		
AR32	Bamonkunda Internal Road-06	Access	PS	31.66	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	1	TR5		
AR33	Khonjonpur Sakhidarpara Internal Road-02	Access	PS	195.28	HBB	3.28	12	Widening	2nd	1	TR6	One Side, Partial	
AR34	Bamonkunda Internal Road-04	Access	PS	99.14	HBB	4.92	12	Widening	2nd	1	TR5		
AR35	Bamonkunda Internal Road-05	Access	PS	79.56	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	TR5		
AR36	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-10	Access	PS	163.74	RCC	15	15	Maintenance	N/A	1	TR1		
AR37	Tajur More Moholla Link-06	Access	PS	374.71	RCC	6.56	12	Widening	1st	1	TR1,AR41,AR40,TR5		Culvert-86
AR38	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-08	Access	PS	149.82	RCC	9.84	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR39	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-09	Access	PS	51.57	HBB	7.22	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR40	Tajur More Mohollah Road, Link-05	Access	PS	144.62	RCC	4.92	12	Widening	2nd	1	AR37,AR41		
AR41	Tajur More Mohollah Road, Link-04	Access	PS	218.34	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	TR1,AR40,AR37		
AR42	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-07	Access	PS	164.07	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR43	Tajur More Kali Mondir adjacent Road	Access	PS	47.39	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	1	TR1		
AR44	Gulshan More Moholla Internal Road-01	Access	PS	396.61	RCC	5.58	12	Widening	2nd	1	TR8		
AR45	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-05	Access	PS	65.85	HBB	8.2	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR46	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-06	Access	PS	49.27	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	1	AR8,AR47		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR47	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-04	Access	PS	51.54	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	AR8,AR46		
AR48	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-03	Access	PS	153.42	RCC	8.2	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR49	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-02	Access	PS	50.76	HBB	6.90	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR50	Shishu Uddan Park Road	Access	PS	201.64	RCC	9.84	12	Widening	2nd	1	TR6,AR52		
AR51	Tajur More Mohollah Road, Link-03	Access	PS	231.32	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	TR1		
AR52	Shishu Uddan Park adjacent Road	Access	PS	420.01	RCC	8.2	12	Widening	2nd	1	AR50,TR9		
AR53	Joypurhat Sugar Mill Internal Road-01	Access	PS	145.92	RCC	7.22	12	Widening	2nd	1	AR8		
AR54	Gulshan More Moholla Internal Road-02	Access	PS	168.64	RCC	6.56	12	Widening	1st	1	AR61		
AR55	Sugar Mill Road to Stadium Road via Joypurhat Child Home Kindergarten	Access	PS	414.1	RCC	9.84	12	Widening	1st	1	AR8		
AR56	Gulshan More Moholla Internal Road-06	Access	PS	167.61	RCC	4.26	12	Widening	1st	1	AR65		
AR57	Joypurhat Hili Highway (adjacent to Mostafa Electric and Variety Store) to Sugar Mill Road	Access	PS	167.82	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1, 9	TR44,AR8		
AR58	Joypurhat Sugar Mill Road to Masterpara Govt. Primary School via Krishi Unnayan Bank	Access	PS	438.79	RCC	7.22	12	Widening	2nd	1	AR8,AR70,AR71,AR60,AR59,AR64,AR67,AR60,AR7,AR73,AR83	One Side, Partial	
AR59	Masterpara Internal Link Road-11	Access	PS	121.33	RCC	9.18	12	Widening	2nd	1	AR58,AR7		
AR60	Masterpara Jame Mosque Road	Access	PS	169.99	RCC	8.2	12	Widening	2nd	1	AR58,AR69,AR75,AR58		
AR61	Sadar Road to Gulshan More Moholla Link Road-01	Access	PS	405	RCC	8.2	12	Widening	2nd	1	TR7,AR61,AR54,AR65,AR20,TR9		
AR62	Stadium Road Moholla Internal Road-02	Access	PS	51.93	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	TR7		
AR63	Masterpara Internal Link Road-10	Access	PS	10.49	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	1	AR7		
AR64	Masterpara Internal Link Road-01	Access	PS	31.18	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	1	AR58		
AR65	Gulshan More Moholla Internal Road-04	Access	PS	137.15	RCC	8.2	12	Widening	2nd	1	AR4,AR56,AR68,AR61,		
AR66	Stadium Road Moholla Internal Road-01	Access	PS	95.79	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	TR7		
AR67	Masterpara Internal Link Road-02	Access	PS	29.35	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	1	AR58		
AR68	Gulshan More Moholla Internal Road-05	Access	PS	36.95	Earthen	3.94	12	Widening	1st	1	AR65		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR69	Masterpara Internal Link Road-03	Access	PS	69.24	HBB	7.22	12	Widening	2nd	1	AR71,AR60		
AR70	Masterpara Internal Link Road-04	Access	PS	103.65	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	AR71,AR58		
AR71	Sadar Road (near Moaj Coffe House) to AR-88 via Nazma Cinema Hall	Access	PS	399.47	RCC	9.84	12	Widening	2nd	1	R545,AR86,AR84,AR70,AR69,AR71, AR58	One Side, Partial	
AR72	Gulshan More Moholla Internal Road-07	Access	PS	43.96	Earthen	5.58	12	Widening	2nd	1	TR9		
AR73	Masterpara Internal Link Road-05	Access	PS	42.02	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	1	AR58,AR7		
AR74	Masterpara Internal Link Road-06	Access	PS	46.39	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	1	AR75		
AR75	Masterpara Internal Link Road-07	Access	PS	91.89	HBB	7.22	12	Widening	2nd	1	AR79,AR76,AR74,AR60	One Side, Partial	
AR76	Masterpara Internal Link Road-08	Access	PS	29.97	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	1	AR75		
AR77	Joypurhat Sugar Mill Road	Access	PS	126.58	RCC	9.84	12	Widening	2nd	1, 9	AR8,TR44		
AR78	Masterpara Internal Road (Link From Sadar Road)-03	Access	PS	95.11	HBB	9.84	12	Widening	2nd	1	R545	One Side, Partial	
AR79	Masterpara Baridhara Internal Road-03	Access	PS	177.22	RCC	6.56	12	Widening	2nd	1	R545,AR87,AR85,AR75,AR80		
AR80	Masterpara Baridhara Internal Road-02	Access	PS	298.71	RCC	9.84	12	Widening	2nd	1	R545,AR79		
AR81	Masterpara Internal Road (Link From Sadar Road)-01	Access	PS	52.42	HBB	6.56	12	Widening	2nd	1	R545		
AR82	Masterpara Internal Road (Link From Sadar Road)-02	Access	PS	57.39	HBB	9.02	12	Widening	2nd	1	R545		
AR83	Masterpara Internal Link Road-09	Access	PS	41.96	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	1	AR9,AR58		
AR84	Masterpara Baridhara Internal Road-07	Access	PS	30.88	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	1	AR71		
AR85	Masterpara Baridhara Internal Road-05	Access	PS	48.75	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	1	AR86,AR79	One Side, Partial	
AR86	Masterpara Baridhara Internal Road-06	Access	PS	157.32	RCC	4.92	12	Widening	2nd	1	AR71,AR85		
AR87	Masterpara Baridhara Internal Road-04	Access	PS	32.43	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	1	AR87	One Side, Partial	
AR88	Registry Office Moholla Internal Road-01	Access	PS	365.49	RCC	9.84	12	Widening	2nd	2	AR45		
AR89	Registry Office Moholla Internal Road-02	Access	PS	332.45	RCC	9.84	12	Widening	2nd	2	AR45		
AR90	Polibari-Khonjonpur Hotathpur Link Road	Access	PS	424.19	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	TR13,AR128,		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR91	Mission Bongobondhupara Internal Road-08	Access	PS	138.57	HBB	5.25	12	Widening	2nd	2	R549		
AR92	Khonjonpur Purbopara Internal Road-01	Access	PS	138.62	HBB	6.56	12	Widening	2nd	2	TR16,AR93		
AR93	Khonjonpur Purbopara Internal Road-02	Access	PS	122.66	RCC	9.84	12	Widening	2nd	2	AR141		
AR94	Khonjonpur Purbopara Internal Road-09	Access	PS	37.01	Earthen	2.62	12	Widening	2nd	2	TR16		
AR95	Polibari Internal Road-01	Access	PS	349.45	RCC	9.84	12	Widening	2nd	2	TR24,TR13		
AR96	Walkway along the Choto Nodi	Access	PS	1464.21	New Walkway	0	20	New Road	2nd	2	R549,R545,TR14		Culvert-110
AR97	Walkway along the Choto Nodi	Access	PS	868.59	New Walkway	0	20	New Road	2nd	2	TR24		
AR98	Walkway along the Choto Nodi	Access	PS	1328.17	New Walkway	0	20	New Road	2nd	2	TR12,AR151,R549,		
AR99	Naogaon-Joypurhat Highway towards Hatil Fakirpara Jame Mosque	Access	PS	657.89	RCC	7.87	20	Widening	2nd	2	R549,TR10		Culvert-91
AR100	Hatil Hajipara Moholla Link-02	Access	PS	239.9	RCC	5.90	12	Widening	2nd	2	TR10		
AR101	Khonjonpur Uttorpara Internal Road-02	Access	PS	236.05	RCC	19	19	Maintenance	N/A	2	SR1,R549		Culvert-76
AR102	Khonjonpur Uttorpara Internal Road-01	Access	PS	693.82	RCC	5.58	20	Widening	1st	2	TR3,TR11,R549		
AR103	Khonjonpur Uttorpara Internal Road-02	Access	PS	33.87	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	2	R549		
AR104	Joypurhat-Naogaon Highway to Khonjonpur Moha Shosan	Access	PS	232.74	RCC	8.2	12	Widening	1st	2	R549,SR1		
AR105	Baganbari Internal Road-01	Access	PS	451.83	RCC	3.28	12	Widening	1st	2	TR11,R549		
AR106	Registry Office Road	Access	PS	516.36	RCC	10.50	12	Widening	1st	2	TR15,R545		Culvert-109
AR107	Registry Office Moholla Internal Road-03	Access	PS	207.29	RCC	9.84	12	Widening	1st	2	R545		
AR108	Baganbari Internal Road-02	Access	PS	36.37	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	2	TR11		
AR109	Baganbari Internal Road-03	Access	PS	52.67	HBB	8.2	12	Widening	2nd	2	R549		
AR110	Registry Office Moholla Internal Road-04	Access	PS	39.6	Earthen	5.74	12	Widening	2nd	2	R545		
AR111	Hatil Sadar Road Moholla Internal Road-01	Access	PS	171.39	RCC	11.48	12	Widening	1st	2	TR9,545		
AR112	Khonjonpur Sakhidarpara Internal Road-01	Access	PS	53.7	HBB	4.26	12	Widening	1st	2	TR9		
AR113	Hatil Sadar Road Moholla Internal Road-02	Access	PS	171.01	RCC	8.2	20	Widening	2nd	2	R545,TR9		Culvert-78
AR114	Hatil Sadar Road Moholla Internal Road-03	Access	PS	136.44	RCC	8.2	12	Widening	2nd	2	R545		
AR115	Khonjonpur Hatkholapara Internal Road-01	Access	PS	85.14	HBB	6.56	12	Widening	2nd	2	R545		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR116	Registry Office Moholla Internal Road-05	Access	PS	186.86	RCC	5.74	12	Widening	2nd	2	R545		
AR117	Registry Office Moholla Internal Road-06	Access	PS	40.89	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	2	R545		
AR118	Hatil Sadar Road Moholla Link Road-01	Access	PS	135.91	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	R545,TR9		
AR119	Hatil Sadar Road Moholla Link Road-03	Access	PS	131.97	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	TR9,R545		
AR120	Khonjonpur Hatkholapara Internal Road-02	Access	PS	129.93	HBB	4.92	12	Widening	2nd	2	R545	One Side, Partial	
AR121	Khonjonpur Hatkholapara Internal Road-03	Access	PS	65.11	HBB	6.90	12	Widening	2nd	2	R549		
AR122	Mission Bongobondhupara Internal Road-01	Access	PS	49.4	Earthen	7.22	12	Widening	2nd	2	R545		
AR123	Hatil Sadar Road Moholla Internal Road-04	Access	PS	35.73	Earthen	9.84	12	Widening	1st	2	R545		
AR124	Hatil Sadar Road Moholla Link Road-02	Access	PS	52.57	HBB	3.94	12	Widening	1st	2	R545		
AR125	Khonjonpur Hotathpur Internal Road-01	Access	PS	393.99	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	R545,AR128		Culvert-92
AR126	Khonjonpur Hotathpur Internal Road-02	Access	PS	71.26	HBB	6.56	12	Widening	2nd	2	R545		
AR127	Registry Office Moholla Internal Road-07	Access	PS	114.35	RCC	8.2	12	Widening	2nd	2	TR12		
AR128	Polibari Internal Road-02	Access	PS	288.31	RCC	7.38	12	Widening	2nd	2	R545,AR125,AR90		
AR129	Polibari Internal Road-03	Access	PS	247.18	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	R545,TR13		
AR130	Buritola Link Road-02	Access	PS	916.68	RCC	9.84	20	Widening	2nd	2	TR12		
AR131	Polibari Internal Road-04	Access	PS	57.71	HBB	8.2	12	Widening	2nd	2	TR13		
AR132	Mission Bongobondhupara Internal Road-02	Access	PS	49.92	Earthen	6.56	12	Widening	1st	2	R549		
AR133	Polibari Internal Road-05	Access	PS	103.66	RCC	5.25	12	Widening	2nd	2	TR13		
AR134	Mission Bongobondhupara Internal Road-03	Access	PS	138.93	HBB	4.92	12	Widening	2nd	2	R549		
AR135	Polibari Internal Road-06	Access	PS	36.57	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	2	TR13		
AR136	Polibari Internal Road-07	Access	PS	113.85	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	TR13		
AR137	Mission Bongobondhupara Internal Road-04	Access	PS	97.46	HBB	4.92	12	Widening	2nd	2	AR-134		
AR138	Mission Bongobondhupara Internal Road-05	Access	PS	62.13	HBB	3.61	12	Widening	2nd	2	R549		
AR139	Mission Bongobondhupara Internal Road-09	Access	PS	36.77	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	2	R549		
AR140	Polibari Internal Road-08	Access	PS	125.92	RCC	1.97	12	Widening	2nd	2	TR16		
AR141	Khonjonpur Purbopara Link Road	Access	PS	384.31	RCC	9.84	12	Widening	2nd	2	TR24,AR152,AR150,AR148,AR146,AR93,AR92,AR145,TR16		
AR142	Buritola Internal Road-01	Access	PS	253.2	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	AR151		
AR143	Buritola Internal Road-02	Access	PS	42.04	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	2	TR12		
AR144	Waktia Jame Mosjid Road	Access	PS	17.64	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	2	TR12		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR145	Khonjonpur Purbopara Internal Road-03	Access	PS	17.82	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	2	AR141		
AR146	Khonjonpur Purbopara Internal Road-04	Access	PS	24.08	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	2	AR141		
AR147	Mission Bongobondhupara Internal Road-10	Access	PS	33.46	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	2	R549		
AR148	Khonjonpur Purbopara Internal Road-05	Access	PS	14.86	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	2	AR141		
AR149	Khonjonpur Purbopara Internal Road-06	Access	PS	195.8	HBB	11.48	12	Widening	2nd	2	R549		
AR150	Khonjonpur Purbopara Internal Road-07	Access	PS	126.06	HBB	4.92	12	Widening	2nd	2	AR141		
AR151	Buritola Link Road-01	Access	PS	622.28	RCC	11.48	20	Widening	2nd	2	AR98,TR12,AR142,AR154,		
AR152	Khonjonpur Purbopara Internal Road-08	Access	PS	107.39	RCC	3.28	12	Widening	2nd	2	AR141		
AR153	Polibari Internal Road-09	Access	PS	60.98	HBB	6.56	12	Widening	2nd	2	TR13		
AR154	Buritola Internal Road-03	Access	PS	153.7	RCC	6.56	12	Widening	2nd	2	AR151		
AR155	Khonjonpur Purbopara Internal Road-10	Access	PS	54.73	HBB	4.92	12	Widening	2nd	2	TR24		
AR156	Khonjonpur Purbopara Internal Road-11	Access	PS	67.5	HBB	4.92	12	Widening	2nd	2	TR24		
AR157	Khanjanpur Mission Girls High School Road	Access	PS	370.14	RCC	7.22	12	Widening	1st	2	R549,AR158,AR159,R545		
AR158	Mission Bongobondhupara Internal Road-06	Access	PS	216.64	RCC	7.22	12	Widening	1st	2	AR157		
AR159	Mission Bongobondhupara Internal Road-07	Access	PS	154.91	RCC	7.22	12	Widening	1st	2	R545,AR157		
AR160	Adorshopara Internal Road-01	Access	PS	355.77	RCC	6.56	20	Widening	2nd	3	TR22,AR247		
AR161	Chokgopal Internal Road-17	Access	PS	546.63	RCC	6.56	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR162	Chokgopal Internal Road-18	Access	PS	95.66	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR163	Chokgopal Internal Road-01	Access	PS	94.97	HBB	9.84	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR164	Chokgopal Internal Road-02	Access	PS	397.84	RCC	4.60	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR165	Chokgopal Internal Road-03	Access	PS	28.63	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR166	Chokgopal Internal Road-19	Access	PS	475.59	RCC	9.84	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR167	Patwarypara Internal Road-01	Access	PS	45.98	Earthen	4.60	12	Widening	2nd	3	TR21		
AR168	Chokgopal Internal Road-04	Access	PS	53.22	HBB	3.94	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR169	Chokgopal Internal Road-20	Access	PS	48.04	Earthen	4.60	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR170	Patwarypara Internal Road-02	Access	PS	50.97	HBB	3.28	12	Widening	2nd	3	TR22		
AR171	Patwarypara Link Road-01	Access	PS	384.14	RCC	9.84	20	Widening	2nd	3	TR26,AR175,TR22		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR172	Patwarypara Internal Road-03	Access	PS	40	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	3	TR22		
AR173	Patwarypara Internal Road-04	Access	PS	38.28	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	TR22		
AR174	Patwarypara Internal Road-05	Access	PS	226.99	RCC	6.56	20	Widening	2nd	3	AR175,TR22		
AR175	Patwarypara Link Road-02	Access	PS	760.6	RCC	6.56	20	Widening	2nd	3	AR171,AR174,AR176,TR22		
AR176	Borobari Jame Mosque Road	Access	PS	71.79	RCC	6.56	20	Widening	2nd	3	TR17,AR175		
AR177	Patwarypara Internal Road-07	Access	PS	119.19	RCC	3.28	12	Widening	2nd	3	TR17		
AR178	Joypurhat Cadet College Internal Road	Access	PS	1901.98	Cadet College Internal Road	23	23	Maintenance	N/A	3	TR24,AR203		
AR179	Bangladesh Science Research Center Internal Road	Access	PS	1158.44	Cadet College Internal Road	23	23	Maintenance	N/A	3	TR13,TR24		
AR180	Chokgopal Internal Road-21	Access	PS	379.61	RCC	5.58	20	Widening	1st	3	TR18,AR203		
AR181	Gulshan More adjacent Road-01	Access	PS	238.52	HBB	4.1	12	Widening	2nd	3	R545		
AR182	Sahebpara Link Road-01	Access	PS	341.44	RCC	9.84	12	Widening	2nd	3	R545,AR197,AR184		
AR183	Sahebpara Internal Road-01	Access	PS	138.11	HBB	9.02	12	Widening	2nd	3	AR200,AR199,AR197,AR207		
AR184	Sahebpara Link Road-02	Access	PS	329.8	RCC	9.84	12	Widening	2nd	3	AR185,AR204,AR210,AR182,AR213, AR187		
AR185	Sahebpara Link Road-03	Access	PS	282.97	HBB	7.22	12	Widening	2nd	3	AR211,AR207,AR184,AR200		
AR186	Rahmatpur Internal Road-02	Access	PS	81.4	HBB	9.84	12	Widening	2nd	3	TR21		
AR187	Walkway along the Cement Factory Lake starting from the Sadar Road near Gulshan More	Access	PS	644.12	New Walkway	0	20	New Road	2nd	3	R545,AR206,AR184,TR19		
AR188	Chokgopal Internal Road-05	Access	PS	529.91	RCC	0	12	New Road	2nd	3	TR23,AR216,AR189		
AR189	Gariakanto Road to Cement Factory Lake	Access	PS	351.37	New	0	12	New Road	2nd	3	TR19,AR188,TR18	One Side, Partial	
AR190	Walkway along the Cement Factory Lake	Access	PS	1519.37	New Walkway	0	20	New Road	1st	3	AR203,TR20,TR21,AR247		
AR191	Hatil Sadar Road Moholla Link Road-04	Access	PS	244.14	RCC	13	13	Surface Improvement	2nd	3	R545		
AR192	Hatil Sadar Road Moholla Link Road-05	Access	PS	41.69	Earthen	11.48	12	Widening	2nd	3	TR9,R545		
AR193	Hatil Gariakanto Moholla Internal Road	Access	PS	56.29	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	R545		
AR194	South Bulupura Internal Road-01	Access	PS	65.8	HBB	9.84	12	Widening	2nd	3	R545		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR195	South Bulupura Internal Road-02	Access	PS	87.47	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	TR18		
AR196	Sahebpara Internal Road-01	Access	PS	58.93	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	3	TR19		
AR197	Sahebpara Link Road-04	Access	PS	271.6	RCC	6.56	12	Widening	2nd	3	AR182,AR198,AR204,AR183,AR199	One Side, Partial	
AR198	Sahebpara Internal Road-02	Access	PS	109.64	RCC	5.74	12	Widening	2nd	3	R545,AR197		
AR199	Shahebpara Jame Mosque Road	Access	PS	180.74	RCC	9.02	12	Widening	2nd	3	R545,AR197,AR183		
AR200	Sadar Road (near Mafu Pharmacy) to Cement Factory Lake Road (near Tatipara Milon Mandir)	Access	PS	770.92	RCC	11.48	20	Widening	1st	3	R545,AR205,AR208,AR183,AR211,AR214,AR185,AR219,AR240,TR19	One Side, Partial	Culvert-87, Culvert-100
AR201	Talimul Islam Academy Road	Access	PS	38.79	Earthen	6.56	12	Widening	1st	3	TR19		Culvert-79
AR202	Hatil Gariakanto Moholla Link Road	Access	PS	499.68	RCC	6.56	20	Widening	1st	3	TR18,AR203		
AR203	Cadet College Entrance Road	Access	PS	947.36	RCC	25	25	Maintenance	N/A	3	R545,AR202,AR180,AR221,AR178,AR190,TR18,TR23,TR20		
AR204	Sahebpara Internal Road-03	Access	PS	270.8	HBB	5.90	12	Widening	2nd	3	AR184,AR197		
AR205	Sahebpara Internal Road-10	Access	PS	40.17	Earthen	3.28	12	Widening	1st	3	AR200		
AR206	Sahebpara Internal Road-04	Access	PS	54.64	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	TR19,AR187		Culvert-88
AR207	Sahebpara Internal Road-05	Access	PS	78.99	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	AR183,AR185		
AR208	Sahebpara Internal Road-11	Access	PS	116.07	RCC	7.22	12	Widening	2nd	3	AR200	One Side	
AR209	Chokgopal Internal Road-22	Access	PS	30.87	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	3	TR18		
AR210	Sahebpara Internal Road-06	Access	PS	74.57	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	AR184		
AR211	Sahebpara Internal Road-07	Access	PS	43.44	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	3	AR200,AR185		
AR212	Chokgopal Internal Road-06	Access	PS	44.23	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	TR18		
AR213	Sahebpara Link Road-05	Access	PS	116.99	RCC	2.30	12	Widening	2nd	3	AR219,AR184		
AR214	Tatipara Internal Road-01	Access	PS	331.41	RCC	7.22	12	Widening	2nd	3	AR200	One Side, Partial	
AR215	Chokgopal Internal Road-23	Access	PS	52	HBB	4.92	12	Widening	2nd	3	TR18		
AR216	Chokgopal Internal Road-07	Access	PS	128.83	RCC	6.56	12	Widening	2nd	3	AR188,TR18		
AR217	Chokgopal Internal Road-08	Access	PS	26.98	Earthen	4.26	12	Widening	2nd	3	TR18		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR218	Chokgopal Internal Road-24	Access	PS	349.3	RCC	4.92	12	Widening	2nd	3	AR203,TR18		
AR219	Tatipara Internal Road-02	Access	PS	219.35	HBB	4.26	12	Widening	2nd	3	AR200,AR213		
AR220	Chokgopal Internal Road-09	Access	PS	94.21	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	3	AR-234		
AR221	Chokgopal Internal Road-25	Access	PS	38.79	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	3	AR203		
AR222	Chokgopal Internal Road-26	Access	PS	25.48	Earthen	3.28	12	Widening	1st	3	TR20		
AR223	Adorshopara Internal Road-03	Access	PS	24.68	Earthen	6.56	12	Widening	1st	3	AR247		
AR224	Adorshopara Internal Road-04	Access	PS	25.49	Earthen	6.56	12	Widening	1st	3	AR247		
AR225	Adorshopara Internal Road-05	Access	PS	77.78	HBB	3.28	12	Widening	1st	3	TR22,AR247		
AR226	Rahmatpur Internal Road-01	Access	PS	39.27	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	AR247		
AR227	Adorshopara Internal Road-07	Access	PS	79.51	HBB	4.92	12	Widening	2nd	3	AR247		
AR228	Chokgopal Internal Road-10	Access	PS	24.54	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	TR21		
AR229	Adorshopara Internal Road-08	Access	PS	31.02	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	3	TR22		
AR230	Adorshopara Internal Road-09	Access	PS	31.75	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	3	TR22		
AR231	Chokgopal Internal Road-11	Access	PS	24.53	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR232	Rahmatpur Internal Road-03	Access	PS	32.05	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	3	TR21		
AR233	Rahmatpur Internal Road-04	Access	PS	33.21	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	3	TR21		
AR234	Chokgopal Internal Road-12	Access	PS	81.55	HBB	3.28	12	Widening	2nd	3	TR23		
AR235	Tatipara Internal Road-03	Access	PS	62.26	HBB	7.22	12	Widening	2nd	3	AR303		
AR236	Chokgopal Internal Road-13	Access	PS	36.77	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	TR23		
AR237	Chokgopal Internal Road-14	Access	PS	38.85	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	3	TR23		
AR238	Tatipara Internal Road-04	Access	PS	46.2	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	3	TR19		
AR239	Tatipara Internal Road-05	Access	PS	63.05	HBB	4.92	12	Widening	2nd	3	AR303		
AR240	Tatipara Internal Road-06	Access	PS	24.79	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	3	AR200		
AR241	Tatipara Internal Road-07	Access	PS	54.25	HBB	6.56	12	Widening	2nd	3	AR303		
AR242	Tatipara Internal Road-08	Access	PS	68.57	HBB	3.28	12	Widening	2nd	3	TR19		
AR243	Chokgopal Internal Road-06	Access	PS	146.22	RCC	6.56	12	Widening	2nd	3	TR20		
AR244	Chokgopal Internal Road-15	Access	PS	201.46	HBB	6.56	12	Widening	1st	3	TR25		
AR245	Chokgopal Internal Road-16	Access	PS	70.21	HBB	6.56	12	Widening	1st	3	TR21		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR246	Adorshopara Internal Road-10	Access	PS	23.07	Earthen	3.28	12	Widening	1st	3	AR247		
AR247	Adorshopara Link Road	Access	PS	696.17	RCC	9.84	20	Widening	1st	3	TR22,AR190,AR225,AR248,AR246,AR227,AR224,AR160,AR223,AR226,TR21,		Culvert-101
AR248	Adorshopara Internal Road-11	Access	PS	57.72	HBB	4.92	12	Widening	1st	3	AR247		
AR249	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-01	Access	PS	204.22	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	TR22		
AR250	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-02	Access	PS	49.19	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	4	TR22		
AR251	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-03	Access	PS	246.72	HBB	3.28	12	Widening	2nd	4	TR22		
AR252	Sagidarpara Internal Road-01	Access	PS	278.03	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	TR19,TR46		
AR253	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-04	Access	PS	42.81	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	4	TR22		
AR254	Sagorpara Internal Road-08	Access	PS	169.13	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	TR19		
AR255	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-05	Access	PS	16.17	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR256	Sagidarpara Internal Road-02	Access	PS	52.58	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR257	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-06	Access	PS	36.81	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR258	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-07	Access	PS	53.38	HBB	3.28	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR259	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-08	Access	PS	68.97	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR260	Sagorpara Internal Road-09	Access	PS	273.03	RCC	7.22	12	Widening	2nd	4	TR19		
AR261	Kader Mondolpara Link Road-01	Access	PS	368.23	RCC	9.84	20	Widening	2nd	4	TR46,AR262,TR26		
AR262	Kader Mondolpara Internal Road-01	Access	PS	208.98	RCC	4.92	12	Widening	2nd	4	AR261		
AR263	Adorshopara Internal Road-02	Access	PS	76.23	HBB	5.90	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR264	Adorshopara-Islamnagar Link Road	Access	PS	388.55	RCC	9.84	20	Widening	2nd	4	TR19,AR265,TR46		Culvert-114
AR265	Sagorpara Internal Road-03	Access	PS	34.51	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR264		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR266	Kader Mondolpara Link Road-02	Access	PS	444.05	RCC	5.25	20	Widening	2nd	4	TR46,AR267,TR26		
AR267	Kader Mondolpara Internal Road-02	Access	PS	53.88	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	AR266		
AR268	Islamnagar Internal Road-01	Access	PS	69.44	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	TR19		
AR269	Islamnagar Internal Road-02	Access	PS	346.35	RCC	6.56	20	Widening	2nd	4	TR46,TR17		
AR270	Islamnagar Internal Road-03	Access	PS	238.46	RCC	4.92	12	Widening	2nd	4	TR19		
AR271	Machua Bazar (adjacent Pourashava Office) towards Shantinagar Moholla	Access	PS	441.47	RCC	9.84	12	Widening	2nd	4	AR273,AR333,AR279,AR272,AR292, AR294		
AR272	Sadar Road (opposite side of Rahat Enterprise) to Comrade Auto Floor Mill via Dokkhiner Pukur	Access	PS	376.48	RCC	9.84	20	Widening	1st	4	R545,AR283,AR271		
AR273	Sadar Road (near Rani Super Market) to College Road (near Agrani Bank) via Rani Super Ice-cream	Access	PS	169.48	HBB	14.76	12	Widening	2nd	4	TR48,AR271,AR287,R545		
AR274	Shantinagar Link Road-01	Access	PS	320.58	RCC	9.84	12	Widening	2nd	4	AR303,AR320,AR313,AR302		
AR275	Joypurhat Govt. College Internal Road	Access	PS	198.78	RCC	9.84	12	Widening	2nd	4	TR48,AR327		
AR276	College Road Towards Joypurhat Govt. College Girls Hostel	Access	PS	74.1	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	TR48		
AR277	South side Road of Baroghati Pond via Ata Mass	Access	PS	115.92	RCC	9.84	12	Widening	2nd	4	AR280,AR296,TR48,AR278		
AR278	Baroghati Pukur to Aushgara Road (near Tamim Variety Store)	Access	PS	276.87	RCC	9.84	20	Widening	2nd	4	AR277,AR332,AR331,AR328,AR330, AR302,TR19		Culvert-98
AR279	College Road (near Railway Station) to Poschim Joypurhat City Govt. Primary School via Shapla Hotel	Access	PS	192.79	HBB	13	13	Surface Improvement	1st	4	TR48,AR302,AR290,AR271		
AR280	Railway Station Road	Access	PS	549.42	New	0	20	New Road	1st	4	TR19,AR299,AR297,AR277,TR48		
AR281	Sadar Road (Opposite side of Rani super Ice-cream) to Sunrise Foundation School	Access	PS	104	RCC	20	20	Maintenance	N/A	4	R550		
AR282	Sadar Road to Red Palace Restaurant	Access	PS	31.21	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	4	R550		
AR283	Joypurhat Thana Road	Access	PS	260.2	HBB	9.18	12	Widening	2nd	4	R545,AR272		
AR284	Sadar Garage to Bappy Poultry Shop	Access	PS	46.79	Earthen	7.22	12	Widening	2nd	4	R550		
AR286	Station Road	Access	PS	296.36	RCC	13.12	12	Maintenance	2nd	4	R545,AR288,TR48		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR287	Machua Bazar Jame Mosque Road	Access	PS	34.37	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	4	AR273		
AR288	College Road to Station Road Link via Ruchita Restaurant & Mini Chinese	Access	PS	41.98	Earthen	13	13	Surface Improvement	2nd	4	AR286,TR48		
AR289	Shantinagar Internal Road-01	Access	PS	158.63	HBB	10.50	12	Widening	2nd	4	AR294,AR291		
AR290	College Road Link-02	Access	PS	125.46	RCC	9.84	12	Widening	2nd	4	TR48,AR279		
AR291	Shantinagar Internal Road-02	Access	PS	29.59	Earthen	7.87	12	Widening	2nd	4	AR289		
AR292	Shantinagar Internal Road-03	Access	PS	44.61	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR271		
AR293	Shantinagar Jame Mosque Road	Access	PS	40.07	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	4	AR294		
AR294	Shantinagar Link Road-02	Access	PS	268.13	RCC	8.2	12	Widening	2nd	4	AR302,AR305,AR271,AR304,AR303, AR293,AR289		
AR295	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-09	Access	PS	48.9	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	4	TR22		
AR296	Shantinagar Internal Road-20	Access	PS	257.94	HBB	3.28	12	Widening	2nd	4	AR297,AR277		
AR297	Shantinagar Internal Road-22	Access	PS	276.94	HBB	3.28	12	Widening	2nd	4	AR280,AR299,AR296		
AR299	Shantinagar Internal Road-21	Access	PS	106.37	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	AR280,AR297		
AR300	Dokkhin Poschim Adorshopara Internal Road-10	Access	PS	27	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	TR46		
AR301	Shantinagar Internal Road-19	Access	PS	42.29	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR302		
AR302	Opposite side of Shapla Residential Hotel towards Joypurhat Govt. College	Access	PS	584.13	RCC	12.14	20	Widening	1st	4	AR279,AR301,AR306,AR294,AR312, AR313,AR317,AR319,AR318,AR322, AR274,AR326,AR327,AR278,TR19	One Side, Partial	
AR303	Shantinagar Link Road-03	Access	PS	547.35	RCC	8.2	12	Widening	2nd	4	TR19,AR241,AR239,AR235,AR307,AR321,AR274,AR316,AR315,AR309,AR294		
AR304	Shantinagar Internal Road-04	Access	PS	66.15	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	AR294,AR310		
AR305	Shantinagar Internal Road-05	Access	PS	17.36	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	4	AR294		
AR306	College Road Link-03	Access	PS	99.99	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	TR48,AR302		
AR307	Tatipara Internal Road-09	Access	PS	101.79	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	AR303,AR235		
AR308	College Road Link-05	Access	PS	41.99	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	TR48		
AR309	Shantinagar Internal Road-06	Access	PS	54.92	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	AR303	One Side	
AR310	Shantinagar Internal Road-07	Access	PS	61.57	HBB	6.56	12	Widening	2nd	4	AR313,AR311,AR304		
AR311	Shantinagar Internal Road-08	Access	PS	15.77	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR310		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR312	Shantinagar Internal Road-09	Access	PS	37.3	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR302		
AR313	Shantinagar Link Road-04	Access	PS	458.58	RCC	8.2	12	Widening	2nd	4	AR274,AR318,AR310,AR302		
AR314	Joypurhat Railway Station Internal Road	Access	PS	22.05	Earthen	21	21	Surface Improvement	2nd	4	TR48		
AR315	Shantinagar Internal Road-10	Access	PS	42	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	4	AR303		
AR316	Shantinagar Internal Road-11	Access	PS	74.87	HBB	6.90	12	Widening	2nd	4	AR303		
AR317	Shantinagar Internal Road-12	Access	PS	25.31	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR302		
AR318	Shantinagar Internal Road-13	Access	PS	204.26	HBB	3.28	12	Widening	2nd	4	AR302,AR313		
AR319	Shantinagar Internal Road-14	Access	PS	26.58	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	4	AR302		
AR320	Shantinagar Internal Road-15	Access	PS	59.3	HBB	3.61	12	Widening	2nd	4	AR274,AR321		
AR321	Shantinagar Link Road-05	Access	PS	304.15	RCC	6.56	12	Widening	2nd	4	AR303,AR320,AR323,AR325,TR19		
AR322	Shantinagar Internal Road-16	Access	PS	104.44	RCC	6.56	12	Widening	2nd	4	AR302		
AR323	Shantinagar Internal Road-17	Access	PS	86.31	HBB	4.92	12	Widening	2nd	4	AR321		
AR324	College Road Link-04	Access	PS	36.79	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	4	TR48		
AR325	Shantinagar Internal Road-18	Access	PS	39.45	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	4	AR321		
AR326	Joypurhat Central Liabrary Road	Access	PS	54.69	HBB	9.84	12	Widening	1st	4	AR302		
AR327	Joypurhat Govt. College Mosque Road	Access	PS	25.41	Earthen	13	13	Surface Improvement	1st	4	AR275,AR302		
AR328	Baroghati Pukur to Sifat Chatri Hostel	Access	PS	117.47	RCC	4.92	12	Widening	1st	4	TR48,AR278		
AR329	Baitun Nur Jame Mosque to Talukdar Chatrabash	Access	PS	22.48	Earthen	4.92	12	Widening	1st	4	TR19		
AR330	Shantinagar Internal Road-25	Access	PS	33.32	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	4	AR278		
AR331	Shantinagar Internal Road-24	Access	PS	71.88	HBB	3.28	12	Widening	2nd	4	AR278		
AR332	Shantinagar Internal Road-23	Access	PS	43.54	Earthen	6.56	12	Widening	1st	4	AR278		
AR333	College Road Link-01	Access	PS	55.76	RCC	13	13	Surface Improvement	2nd	4	TR48,AR271		
AR334	Sheikhpara Internal Road-01	Access	PS	136.52	RCC	4.92	12	Widening	2nd	5	AR414,TR49		
AR335	Dewanpara Internal Road-01	Access	PS	29.89	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR337		
AR336	Notun Hat Road, Link-01	Access	PS	20.38	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR337	Dewanpara Link Road-01	Access	PS	234.03	RCC	8.2	12	Widening	2nd	5	AR414,AR335,AR344,AR353,AR357	Both Side, Partial	

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR338	Sheikhpara Link Road-01	Access	PS	355.98	RCC	8.2	12	Widening	2nd	5	AR414,AR342,AR341,AR347,AR352, AR361,AR362,AR363,AR368,TR49	One Side, Partial	
AR339	Dewanpara Internal Road-02	Access	PS	267.92	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR414,TR49,		
AR340	Dewanpara Internal Road-03	Access	PS	36.91	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR424		Culvert-95
AR341	Notun Hat Vegetables Market Road	Access	PS	71.61	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR338		
AR342	Adjacent Road of Notun Hat	Access	PS	49.46	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR338		
AR343	Sheikhpara Internal Road-02	Access	PS	54.21	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR345		
AR344	Dewanpara Internal Road-04	Access	PS	23.2	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	5	AR337		
AR345	Sheikhpara Internal Road-03	Access	PS	46.42	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR343,AR346,AR350		
AR346	Sheikhpara Internal Road-04	Access	PS	29.78	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR347,AR345		
AR347	Sheikhpara Internal Road-05	Access	PS	57.24	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR338,AR346		
AR348	Joypurhat-Akkelpur Highway Road, Link-01	Access	PS	59	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	Z5508,AR354		
AR349	Dewanpara Internal Road-20	Access	PS	88.47	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	5	TR49		
AR350	Sheikhpara Internal Road-06	Access	PS	70.52	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR345,AR351,TR49		
AR351	Sheikhpara Internal Road-07	Access	PS	19.32	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR350		
AR352	Sheikhpara Internal Road-08	Access	PS	28.71	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR338		
AR353	Dewanpara Internal Road-05	Access	PS	58.88	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR337		
AR354	Joypurhat-Akkelpur Highway Road, Link-02	Access	PS	64.66	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	Z5508,AR348		
AR355	Dewanpara Internal Road-06	Access	PS	356.86	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	TR49,AR367		
AR356	Sheikhpara Internal Road-09	Access	PS	52.34	HBB	3.94	12	Widening	2nd	5	TR49		
AR357	Dewanpara Internal Road-07	Access	PS	175.73	HBB	7.22	12	Widening	2nd	5	AR424,AR360,AR337		
AR358	Dewanpara Internal Road-21	Access	PS	43.4	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	5	TR49		
AR359	Sheikhpara Internal Road-10	Access	PS	17.84	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	TR49		
AR360	Dewanpara Internal Road-08	Access	PS	84.52	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR357,AR365		
AR361	Sheikhpara Internal Road-11	Access	PS	49.81	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR338		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR362	Sheikhpara Internal Road-12	Access	PS	27.37	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR338		
AR363	Joypurhat-Akkelpur Highway Road, Link-03	Access	PS	212.01	HBB	7.22	12	Widening	2nd	5	Z5508,AR364,AR338		
AR364	Sheikhpara Link Road-02	Access	PS	238.43	RCC	7.22	12	Widening	2nd	5	TR27,AR376,AR368,AR363	One Side	
AR365	Dewanpara Link Road-02	Access	PS	274.72	RCC	8.86	12	Widening	2nd	5	AR370,AR367,AR366,AR360,AR424		
AR366	Dewanpara Internal Road-09	Access	PS	106.7	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	AR370,AR365		
AR367	Dewanpara Internal Road-10	Access	PS	175.31	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	AR365,AR374,AR355,TR49		
AR368	Sheikhpara Internal Road-13	Access	PS	118.12	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	AR364,AR338		
AR369	Joypurhat-Akkelpur Highway Road, Link-04	Access	PS	82.1	HBB	7.22	12	Widening	2nd	5	Z5508		
AR370	Dewanpara Link Road-03	Access	PS	287.61	RCC	9.84	12	Widening	2nd	5	AR374,AR365,AR366,AR371,AR424		
AR371	Dewanpara Internal Road-11	Access	PS	67.03	HBB	1.64	12	Widening	2nd	5	AR370		
AR372	Dewanpara Internal Road-12	Access	PS	199.58	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	TR27,TR49,AR375		
AR373	Joypurhat-Akkelpur Highway Road, Link-05	Access	PS	82.61	HBB	8.2	12	Widening	2nd	5	Z5508		
AR374	Dewanpara Internal Road-13	Access	PS	108.04	RCC	4.92	12	Widening	2nd	5	AR367,AR370,AR375		
AR375	Dewanpara Internal Road-14	Access	PS	54.97	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR372,AR374		
AR376	Al- Falah Jame Mosque Road	Access	PS	69.08	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR364		
AR377	Dewanpara Internal Road-15	Access	PS	30.33	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	TR27		
AR378	Dewanpara Internal Road-16	Access	PS	22.62	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	TR27		
AR379	Kazipara Internal Road-01	Access	PS	86.52	HBB	8.2	12	Widening	2nd	5	TR27		
AR380	Debipur Road to Akkelpur Highway Road (opposite of Nuruzzaman Rasedia Darul Ulum Kowmi Madrasa)	Access	PS	456.8	RCC	10.50	20	Widening	2nd	5	Z5508,AR384,AR385,TR27		Culvert-68, Culvert-73
AR381	Kinapara Internal Road-01	Access	PS	33.75	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	TR27		
AR382	Debipur Internal Road-01	Access	PS	229.66	RCC	9.84	20	Widening	2nd	5	AR384,AR468		
AR383	Kazipara Internal Road-02	Access	PS	131.57	HBB	7.22	12	Widening	2nd	5	TR27,AR468		
AR384	Kazipara Internal Road-03	Access	PS	265.8	RCC	9.84	20	Widening	2nd	5	AR380,AR387,AR382,AR468		
AR385	Kazipara Internal Road-04	Access	PS	77.34	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR380		
AR386	Joypurhat-Akkelpur Highway Road, Link-06	Access	PS	86.49	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	Z5508		
AR387	Kazipara Internal Road-05	Access	PS	119.4	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR384		
AR388	Gouripara Link Road	Access	PS	490.8	RCC	7.87	20	Widening	1st	5	Z5508,TR30,AR520		
AR389	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-18	Access	PS	23.9	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR453		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR390	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-19	Access	PS	20.81	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	5	AR453		
AR391	Dewanpara Internal Road-17	Access	PS	94.79	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR424		
AR392	Puraton Bicycle Bazar Road	Access	PS	47.45	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR393	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-01	Access	PS	57.67	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR442		
AR394	Sadar Road (near Baitul Aman Jame Mosque) to Local Food Distribution Centre	Access	PS	279.5	HBB	9.84	12	Widening	2nd	5	R550		
AR395	Debipur Link Road-01	Access	PS	461.52	New	0	20	New Road	1st	5	TR27,AR464,AR463,AR468,TR17		
AR396	Debipur Internal Road-	Access	PS	475	New	0	20	New Road	1st	5	TR27,AR463,AR468,TR17		
AR397	Mohila Collegepara Internal Road-01	Access	PS	64.54	HBB	5.60	12	Widening	2nd	5	R550	One Side, Partial	
AR398	Mohila Collegepara Internal Road-02	Access	PS	31.49	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	5	R550	One Side, Partial	
AR399	Joypurhat Govt. Mohila College	Access	PS	258.87	RCC	13	13	Surface Improvement	2nd	5	Z5508		
AR400	Local Food Distribution Center Internal Road	Access	PS	388.53	RCC	27	27	Maintenance	N/A	5	AR453		
AR401	Mohila Collegepara Internal Road-03	Access	PS	81.98	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR453		
AR402	Mohila Collegepara Internal Road-04	Access	PS	46.44	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	Z5508		
AR403	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-02	Access	PS	21.59	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR445		
AR404	Kolpona Boys Hostel Road	Access	PS	118.69	HBB	6.56	12	Widening	1st	5	AR-414		
AR405	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-03	Access	PS	56.04	HBB	4.92	12	Widening	1st	5	AR411		
AR406	Chitrapara Internal Road-01	Access	PS	99.38	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR407,AR408,AR446,AR424		
AR407	Chitrapara Internal Road-02	Access	PS	142.35	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR406,AR409		
AR408	Chitrapara Internal Road-03	Access	PS	48.22	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR409	Chitrapara Internal Road-04	Access	PS	24.72	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR445,AR407		
AR410	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-04	Access	PS	61.4	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR445		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR411	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-05	Access	PS	49.11	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR405,Z5508		
AR412	Chitrapara Internal Road-05	Access	PS	53.53	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR424		
AR413	Chitrapara Internal Road-06	Access	PS	24.32	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR414	Natun Hat Road	Access	PS	457.77	RCC	16.4	20	Widening	2nd	5	AR424,AR415,AR413,AR416,AR408,AR337,AR339,AR445,TR49,AR392,AR334,AR418,AR336,AR419,AR338,Z5508	One Side, Partial	
AR415	Dewanpara Internal Road-18	Access	PS	17.65	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR416	Dewanpara Internal Road-19	Access	PS	24.9	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR418	Roof Cover Vegetable Market Road-01	Access	PS	26.96	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR419	Roof Cover Vegetable Market Road-02	Access	PS	26.5	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR414		
AR420	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-20	Access	PS	16.12	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR453		
AR421	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-21	Access	PS	51.82	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR453		
AR422	Bongobondhu Road to Badar Uddin Road Link Road	Access	PS	166.36	RCC	9.84	12	Widening	2nd	5	AR453,AR452		
AR423	Bongo Bondhu Road to Friends Garden	Access	PS	69.3	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR453		
AR424	Badar Uddin Road to Debipur Road (along the Rail Line)	Access	PS	861.37	Walkway	9.84	20	Widening	1st	5	AR453,AR452,AR434,AR425,AR442,AR446,AR406,AR412,AR414,AR340,AR391,AR357,AR365,AR370,TR27	One Side, Partial	Culvert-3
AR425	Chitrapara Internal Road-07	Access	PS	192.51	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	AR452,AR424		
AR426	Chitrapara Internal Road-08	Access	PS	84.16	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR452		
AR427	Chitrapara Internal Road-09	Access	PS	30.33	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR452		
AR428	Chitrapara Internal Road-10	Access	PS	47.25	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	5	AR452		
AR429	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-22	Access	PS	24.24	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR452		
AR430	Poschim Zeniar Bagan Professor para Link Road	Access	PS	152.92	RCC	9.84	12	Widening	2nd	5	AR452,AR436,AR438,AR442		
AR431	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-06	Access	PS	64.11	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR452,AR437,AR436		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR432	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-07	Access	PS	73.63	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR452,AR437		
AR433	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-25	Access	PS	10.83	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	5	AR452		
AR434	Joypurhat Institute of Medical Technology Road	Access	PS	75.36	HBB	8.2	12	Widening	2nd	5	AR424		
AR435	Joypurhat-Akkelpur Highway to Chitrapar Road (near Muktamohol)	Access	PS	201.34	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	Z5508,AR442	One Side, Partial	
AR436	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-08	Access	PS	28.03	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	AR431,AR430		
AR437	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-09	Access	PS	55.7	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR432,AR431		
AR438	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-10	Access	PS	122.48	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR430,AR439		
AR439	Chitrapara Internal Road-12	Access	PS	66.33	HBB	4.92	12	Widening	2nd	5	AR442,AR438		
AR440	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-17	Access	PS	39.41	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	5	Z5508		
AR441	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-11	Access	PS	34.53	Earthen	6.56	12	Widening	1st	5	AR442		
AR442	Chitrapara Road	Access	PS	427.24	RCC	9.84	20	Widening	2nd	5	Z5508,AR448,AR435,AR450,AR441, AR393,AR430,AR444,AR443,AR439, AR445,AR424		
AR443	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-12	Access	PS	23	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR442		
AR444	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-13	Access	PS	20.3	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR442		
AR445	Chitrapara Link Road	Access	PS	206.83	RCC	9.84	12	Widening	1st	5	AR414,AR410,AR409,AR403,AR447, AR449,AR442		
AR446	Chitrapara Internal Road-13	Access	PS	132.88	RCC	6.56	12	Widening	2nd	5	AR424,AR449,AR451,AR406		
AR447	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-14	Access	PS	32.24	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR445		
AR448	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-15	Access	PS	93.13	HBB	6.56	12	Widening	1st	5	Z5508,AR442		
AR449	Chitrapara Internal Road-14	Access	PS	53.78	HBB	3.28	12	Widening	1st	5	AR445,AR446		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR450	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-16	Access	PS	46.21	Earthen	6.56	12	Widening	1st	5	AR442		
AR451	Chitrapara Internal Road-15	Access	PS	15.86	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR446		
AR452	Badar Uddin Road	Access	PS	350.07	RCC	9.84	20	Widening	1st	5	Z5508,AR433,AR432,AR429,AR455,AR431,AR430,AR428,AR454,AR427,AR426,AR425,AR456,AR424,AR422,AR453		
AR453	Bongo Bondhu Road	Access	PS	805.81	RCC	9.84	20	Widening	1st	5	R545,AR400,AR422,AR423,AR424,AR452,AR420,AR390,AR458,AR454,AR421,AR401,AR389,Z5508		Culvert-2
AR454	Bangabondhu Road to Badar Uddin Road via Baitun Nur Jame Mosque	Access	PS	198.22	RCC	4.92	12	Widening	2nd	5	AR453,AR456,AR452		
AR455	North Bengal Model School Road	Access	PS	156.99	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	Z5508,AR457,AR452		
AR456	Poschim Jeniar Bagan Professorpara Link Road	Access	PS	188.18	RCC	4.92	12	Widening	2nd	5	AR454,AR458,AR452		
AR457	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-23	Access	PS	109.39	HBB	3.28	12	Widening	2nd	5	AR455		
AR458	Poschim Zeniar Bagan Professor para Internal Road-24	Access	PS	48.95	RCC	4.92	12	Widening	2nd	5	AR453,AR456		
AR459	Debipur Link Road-02	Access	PS	179.79	RCC	9.84	20	Widening	2nd	5	TR27,AR468		
AR460	Debipur Internal Road-02	Access	PS	50.98	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR395		
AR461	Debipur Internal Road-03	Access	PS	13.37	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR468		
AR462	Debipur Internal Road-04	Access	PS	16.98	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR468		
AR463	Debipur Internal Road-05	Access	PS	52.24	HBB	6.56	12	Widening	2nd	5	AR468,AR395,AR396		
AR464	Debipur Internal Road-06	Access	PS	24.58	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	5	AR395,AR463		
AR465	Debipur Internal Road-07	Access	PS	19.69	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR468		
AR466	Debipur Internal Road-08	Access	PS	21.01	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR468		
AR467	Debipur Internal Road-09	Access	PS	29.81	Earthen	4.92	12	Widening	1st	5	AR468		
AR468	Debipur Link Road-03	Access	PS	423.51	RCC	9.84	20	Widening	2nd	5	AR396,AR395,AR463,AR461,AR462,AR459,AR382,AR467,AR465,AR466,AR383		
AR469	Arafatnagar-CO Colony Link Road	Access	PS	306.43	RCC	9.84	20	Widening	2nd	6	TR45,AR592,AR513,AR582,AR515,AR514,AR560,TR33		
AR470	Hospital Road	Access	PS	271.41	RCC	19.68	20	Widening	2nd	6	R550,AR627,AR533,AR506,AR480		
AR471	Purbo Sardarpara Jame Mosque Road	Access	PS	85.1	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR485,AR473		
AR472	Shaplanagar Internal Road-04	Access	PS	21.71	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	6	TR31		
AR473	Sardarpara Internal Road-01	Access	PS	232.24	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	Z5508,AR471,TR31		
AR474	Sardarpara Internal Road-02	Access	PS	32.14	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	TR31		
AR475	Al-Hera Nagar Internal Road-01	Access	PS	341.45	RCC	8.2	12	Widening	2nd	6	TR31,AR477,AR481,AR507,TR28		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR476	Sardarpara Internal Road-03	Access	PS	53.66	HBB	4.92	12	Widening	2nd	6	AR485		
AR477	Sardarpara Internal Road-04	Access	PS	28.26	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	6	AR475		
AR478	Sardarpara Internal Road-05	Access	PS	59.65	HBB	7.22	12	Widening	2nd	6	AR485		
AR479	Sardarpara Internal Road-06	Access	PS	38.22	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	AR485		
AR480	Police Line Internal Road	Access	PS	1385.11	RCC	12	12	Surface Improvement	2nd	6	AR506,AR470,TR34,TR29	One Side, Partial	
AR481	Sardarpara Internal Road-07	Access	PS	156.97	RCC	7.22	12	Widening	2nd	6	AR475,AR485		
AR482	Sardarpara Internal Road-08	Access	PS	150.05	HBB	4.92	12	Widening	2nd	6	AR485,AR505,Z5508		
AR483	Sardarpara Internal Road-09	Access	PS	44.48	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	6	AR485		
AR484	Jailkhana Internal Road	Access	PS	634.06	RCC	9.84	12	Widening	2nd	6	AR604		
AR485	Sardarpara Link Road	Access	PS	340.59	RCC	7.54	12	Widening	2nd	6	Z5508,AR486,AR505,AR483,AR482, AR481,AR479,AR478,AR476,AR471, TR31		
AR486	Al-Hera Nagar Internal Road-02	Access	PS	461.38	RCC	7.22	12	Widening	2nd	6	Z5508,AR485		
AR487	Gouripara-Alhera Nagar Link Road	Access	PS	501.81	RCC	6.56	20	Widening	1st	6	TR28,AR488,AR489,AR650		
AR488	Gouripara Internal Road-01	Access	PS	198.17	RCC	6.56	12	Widening	2nd	6	TR28,AR487		
AR489	Gouripara Internal Road-02	Access	PS	104.77	RCC	6.56	20	Widening	1st	6	TR29,AR487		
AR490	Akkelpur Highway to Al-Hera Academy School & College via Al-Helal Jame Mosjid	Access	PS	281.84	RCC	9.84	20	Widening	2nd	6	TR28,Z5508		
AR491	Al-Hera Nagar Internal Road-03	Access	PS	73.51	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	Z5508		
AR492	Al-Hera Nagar Internal Road-04	Access	PS	90.59	HBB	3.28	12	Widening	2nd	6	TR28		
AR493	Gouripara Internal Road-03	Access	PS	209.07	RCC	9.84	20	Widening	1st	6	AR650,AR494,TR29		Culvert-67
AR494	Gouripara Internal Road-04	Access	PS	322.08	RCC	9.84	12	Widening	2nd	6	AR493,AR497,TR30		Culvert-13, Culvert-74
AR495	Gouripara Internal Road-05	Access	PS	50.02	HBB	3.94	12	Widening	2nd	6	TR30		
AR496	Gouripara Internal Road-06	Access	PS	95.91	HBB	4.92	12	Widening	2nd	6	TR29		
AR497	Gouripara Internal Road-07	Access	PS	27.77	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	6	AR494		
AR498	Karimpara Link Road	Access	PS	254.64	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR30,AR520,TR17		
AR499	Karimpara Internal Road-01	Access	PS	42.67	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	6	TR30		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR500	Karimpara Internal Road-02	Access	PS	72.42	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR30		
AR501	Karimpara Internal Road-03	Access	PS	36.45	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	6	TR29		
AR502	Karimpara Internal Road-04	Access	PS	58.35	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR29		
AR503	Karimpara Internal Road-05	Access	PS	64.7	HBB	3.28	12	Widening	2nd	6	TR29		
AR504	Sowdagorpara Internal Road-01	Access	PS	74.18	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR542		
AR505	Akkelpur Highway Road to Shisu sikkha Govt. Primary School	Access	PS	78.34	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	Z5508,AR482,AR485		
AR506	Hospital Road	Access	PS	204.9	RCC	16	16	Surface Improvement	2nd	6	AR470,AR480		
AR507	Al-Hera Nagar Internal Road-05	Access	PS	125.42	RCC	6.56	12	Widening	2nd	6	TR28,AR475		
AR508	Arafatnagar Internal Road-09	Access	PS	100.98	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR31		
AR509	Sardarpara Internal Road-10	Access	PS	122.97	HBB	8.2	12	Widening	2nd	6	TR31,TR45		
AR510	Purbo Zeniar Bagan Professor para Link Road-01	Access	PS	151.88	HBB	11.48	12	Widening	2nd	6	AR515,TR33		
AR511	Purbo Zeniar Bagan Professor para Link Road-02	Access	PS	184.24	HBB	3.28	12	Widening	2nd	6	AR515,TR33	One Side, Partial	
AR512	Sadar Road (opposite side Shahjalal Islami Bank) to Hazi Madrasa Road	Access	PS	255.48	HBB	4.26	12	Widening	2nd	6	TR33,AR544,R550		
AR513	Purbo Zeniar Bagan Internal Road-01	Access	PS	91.01	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR469,AR581		
AR514	Arafatnagar Internal Road-01	Access	PS	82.83	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR469		
AR515	Purbo Zeniar Bagan Professor para Link Road-03	Access	PS	478.7	RCC	6.56	12	Widening	2nd	6	Z5508,AR570,AR579,AR569,AR585, AR510,AR577,AR511,AR574,AR554, AR578,AR517,AR469	One Side, Partial	
AR516	Sadar Road (near TVS showroom) to Hazi Madrasa Road via CO Colony Jame Mosque	Access	PS	203.93	HBB	9.84	12	Widening	2nd	6	R550,AR557,AR547,TR33	One Side, Partial	
AR517	Purbo Zeniar Bagan Internal Road-02	Access	PS	31.75	Earthen	7.22	12	Widening	2nd	6	AR515		
AR518	Aindoctorpara Internal Road-01	Access	PS	201.56	HBB	4.59	12	Widening	2nd	6	R550	One Side, Partial	
AR519	Gouripara Internal Road-09	Access	PS	47.78	Earthen	5.58	12	Widening	2nd	6	TR29		
AR520	Karimpara Internal Road-07	Access	PS	33.22	RCC	6.56	20	Widening	1st	6	AR498,AR388		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR521	Upazilla Chattor Link Road	Access	PS	487.61	RCC	13	13	Maintenance	N/A	6	TR34,TR35,AR534,AR566,AR561,AR588,TR32,AR575,AR572,TR28		
AR522	R.B. Govt. High School Road-01	Access	PS	115.97	RCC	11.15	12	Widening	2nd	6	R550		
AR523	Biharipara Internal Road-01	Access	PS	42.25	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	6	Z5508		
AR524	Biharipara Internal Road-02	Access	PS	36.48	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	Z5508		
AR525	R.B. Govt. High School Road-02	Access	PS	89.71	HBB	8.2	12	Widening	2nd	6	AR526,R550		
AR526	Sadar Road (near Joypurhat Model Govt. Primary School) to Hazi Madrasa Road (near Siddikiya Kamil Madrasa)	Access	PS	320.77	RCC	4.92	12	Widening	2nd	6	R550,AR525,AR541,AR544,AR543,TR33		
AR527	Biharipara Internal Road-04	Access	PS	97.21	HBB	5.90	12	Widening	2nd	6	Z5508		
AR528	Biharipara Internal Road-03	Access	PS	41.28	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	R550		
AR529	Sowdagorpara Road, Link-2	Access	PS	123.24	RCC	4.92	12	Widening	2nd	6	Z5508		
AR530	Shaplanagar Internal Road-01	Access	PS	120.88	HBB	4.92	12	Widening	1st	6	TR45	One Side, Partial	
AR531	Arafatnagar Internal Road-02	Access	PS	22.3	Earthen	5.90	12	Widening	1st	6	TR45		
AR532	Shaplanagar Internal Road-02	Access	PS	43.91	Earthen	6.56	12	Widening	1st	6	AR537	One Side, Partial	
AR533	D.C. Chottor Internal Road	Access	PS	705.49	RCC	9.84	12	Widening	1st	6	R550,AR470,AR536,AR566		
AR534	Upazilla Chottor Internal Road-01	Access	PS	21.59	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	6	AR521		
AR535	D.C. Bungalow Internal Road	Access	PS	374.12	RCC	9.84	12	Widening	2nd	6	TR28,TR35		
AR536	Courtpara Internal Road	Access	PS	121.54	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	6	AR533		
AR537	Sardarpara Internal Road-11	Access	PS	172.74	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR45,TR31		
AR538	Arafatnagar Internal Road-03	Access	PS	51.58	HBB	3.28	12	Widening	2nd	6	TR28		
AR539	Shaplanagar Internal Road-03	Access	PS	76.47	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR31		
AR540	Sowdagorpara Internal Road-02	Access	PS	47.15	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	6	AR542		
AR541	Madrasapara Internal Road-01	Access	PS	48.6	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	6	AR526,AR543		
AR542	Sowdagorpara Road, Link-2	Access	PS	102.4	RCC	8.2	12	Widening	2nd	6	Z5508,AR540,AR504		
AR543	Madrasapara Internal Road-02	Access	PS	43.88	Earthen	7.22	12	Widening	2nd	6	AR526,AR541		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR544	Madrasapara Link Road-01	Access	PS	110.17	HBB	3.61	12	Widening	2nd	6	AR512,AR526		
AR545	Madrasapara Internal Road-03	Access	PS	59.17	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR546	CO Colony Internal Road-01	Access	PS	38.89	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR547	CO Colony Internal Road-02	Access	PS	63.75	HBB	4.59	12	Widening	2nd	6	AR516		
AR548	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-19	Access	PS	57.62	HBB	4.26	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR549	Madrasapara Internal Road-04	Access	PS	39.01	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR550	Joypurhat Sadar Thana High School Road	Access	PS	69.22	HBB	16	16	Maintenance	N/A	6	R550		
AR551	Aindoctorpara Internal Road-02	Access	PS	51.31	HBB	3.28	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR552	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-20	Access	PS	29.33	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR553	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-01	Access	PS	65.24	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR554	Purbo Zeniar Bagan Professor para Link Road-04	Access	PS	170.28	RCC	11.48	12	Widening	2nd	6	AR515,TR33	One Side, Partial	
AR555	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-02	Access	PS	40.7	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR556	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-21	Access	PS	45.76	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR557	CO Colony Internal Road-03	Access	PS	46.4	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	AR516		
AR558	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-03	Access	PS	166.12	RCC	9.84	12	Widening	2nd	6	TR33,AR562,Z5508		
AR559	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-04	Access	PS	42.27	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	6	TR33		
AR560	Rofique Raju Cadet School Road	Access	PS	64.91	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR469	One Side, Partial	
AR561	Upazilla Chottor Internal Road-02	Access	PS	203.25	RCC	16	16	Maintenance	N/A	6	R550,AR565,AR568,AR521		
AR562	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-05	Access	PS	88.37	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR558,Z5508		
AR563	CO Colony Internal Road-04	Access	PS	57.52	HBB	7.87	12	Widening	2nd	6	TR28		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR564	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-06	Access	PS	28.67	Earthen	5.90	12	Widening	2nd	6	Z5508		
AR565	Upazilla Chottor Internal Road-03	Access	PS	86.39	HBB	20	20	Maintenance	N/A	6	AR561		
AR566	Upazilla Chottor Internal Road-04	Access	PS	182.43	RCC	16	16	Maintenance	N/A	6	R550,AR573,AR533,AR521		
AR567	CO Colony Internal Road-05	Access	PS	97.66	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	TR28		
AR568	Upazilla Chottor Internal Road-05	Access	PS	43.16	Earthen	16.4	12	Widening	2nd	6	AR561		
AR569	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-07	Access	PS	74.56	HBB	6.56	12	Widening	2nd	6	AR515		
AR570	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-08	Access	PS	16.1	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	6	AR515		
AR571	Arafatnagar Internal Road-04	Access	PS	59.93	HBB	4.92	12	Widening	2nd	6	TR28		
AR572	Upazilla Chottor Internal Road-06	Access	PS	39.05	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	6	AR521		
AR573	Upazilla Chottor Internal Road-07	Access	PS	93.78	HBB	13	13	Surface Improvement	1st	6	AR566		
AR574	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-09	Access	PS	151.18	RCC	4.92	12	Widening	1st	6	AR515,AR580,AR589		
AR575	Upazilla Chottor Internal Road-08	Access	PS	31.47	Earthen	9.84	12	Widening	1st	6	AR521		
AR576	Upazilla Chottor Internal Road-09	Access	PS	13.63	Earthen	6.56	12	Widening	1st	6	TR32		
AR577	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-10	Access	PS	86.62	HBB	6.56	12	Widening	1st	6	AR589,AR515		
AR578	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-11	Access	PS	116.88	HBB	6.56	12	Widening	1st	6	AR515,AR580,AR581		
AR579	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-12	Access	PS	18.31	Earthen	6.56	12	Widening	1st	6	AR515		
AR580	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-13	Access	PS	75.45	HBB	4.92	12	Widening	1st	6	TR45,AR590,AR589,AR578,AR574		
AR581	Purbo Zeniar Bagan Internal Road-03	Access	PS	86.33	HBB	8.2	12	Widening	1st	6	TR45,AR513,AR578		
AR582	Arafatnagar Internal Road-05	Access	PS	56.06	HBB	6.56	12	Widening	1st	6	AR469		
AR583	Arafatnagar Internal Road-06	Access	PS	23.45	Earthen	4.92	12	Widening	1st	6	TR28		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR584	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-14	Access	PS	29.39	Earthen	6.56	12	Widening	1st	6	Z5508		
AR585	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-15	Access	PS	76.34	HBB	6.56	12	Widening	1st	6	AR515		
AR586	Arafatnagar Internal Road-07	Access	PS	34.06	Earthen	3.61	12	Widening	1st	6	TR28		
AR587	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-16	Access	PS	90.66	HBB	6.56	12	Widening	1st	6	TR45	One Side, Partial	
AR588	Upazilla Chottor Internal Road-10	Access	PS	212.38	RCC	9.84	12	Widening	1st	6	AR521		
AR589	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-17	Access	PS	65.7	HBB	4.92	12	Widening	1st	6	AR580,AR590,AR574,AR577	One Side, Partial	
AR590	Purbo Zeniar Bagan Professor para Internal Road-18	Access	PS	66.25	HBB	6.56	12	Widening	1st	6	AR580,TR45,AR589		
AR591	Purbo Zeniar Bagan Internal Road-04	Access	PS	35.85	Earthen	4.92	12	Widening	1st	6	TR45		
AR592	Arafatnagar Internal Road-08	Access	PS	33.6	Earthen	5.90	12	Widening	1st	6	AR469		
AR593	Upazilla Chottor Internal Road-11	Access	PS	31.27	Earthen	13	13	Surface Improvement	1st	6	TR28		
AR594	Sardarpara Internal Road-12	Access	PS	37.26	Earthen	5.90	12	Widening	1st	6	Z5508		
AR596	Housing state Internal Road-01	Access	PS	794.2	RCC	7.87	12	Widening	2nd	7	AR651,R550,AR629	One Side	Culvert-62
AR597	Harail Internal Road-01	Access	PS	40.33	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	7	AR602		
AR598	Bagichapara Internal Road-01	Access	PS	137.53	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	AR604	One Side, Partial	
AR599	Bagichapara Internal Road-02	Access	PS	159.67	HBB	4.59	12	Widening	2nd	7	AR604		
AR600	Harail Internal Road-02	Access	PS	19.5	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	AR602		
AR601	Harail Internal Road-03	Access	PS	20.75	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	7	AR689		
AR602	Harail Road	Access	PS	517.24	RCC	9.84	20	Widening	1st	7	R550,AR692,AR600,AR597,AR689,AR628,R550	One Side, Partial	Culvert-10, Culvert-11
AR603	Harail Internal Road-04	Access	PS	177.19	RCC	5.576	12	Widening	2nd	7	AR628		
AR604	Sadar Road (near Bagicapara Jame Mosque) to Proposed By-pass (Joypurhat Women College)	Access	PS	915.01	RCC	6.56	20	Widening	2nd	7	TR17,AR650,AR484,AR713,AR607,AR598,AR599,R550	One Side, Partial	
AR605	Harail Internal Road-05	Access	PS	346.87	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	AR628		
AR606	Harail Internal Road-06	Access	PS	35.46	HBB	23	23	Surface Improvement	2nd	7	AR608		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing Surface	Existing Width (ft)	Proposed Width (ft)	Proposed Development Type	Proposed Phasing	Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR607	Bagichapara Internal Road-03	Access	PS	54.29	HBB	3.94	12	Widening	2nd	7	AR604		
AR608	Harail Internal Road-07	Access	PS	126.1	HBB	23	23	Surface Improvement	2nd	7	R550		
AR609	Harail Internal Road-08	Access	PS	94.66	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	R550		
AR610	Harail Internal Road-09	Access	PS	126.84	RCC	5.25	12	Widening	2nd	7	AR628,R550		
AR611	Muslimnagar Internal Road-01	Access	PS	172.76	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	R550		Culvert-6
AR612	Muslimnagar Internal Road-02	Access	PS	122.47	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR613	Muslimnagar Internal Road-03	Access	PS	148.49	HBB	5.248	12	Widening	2nd	7	R550		Culvert-64
AR614	Central truck Terminal Internal Road	Access	PS	231.57	HBB	9.84	12	Widening	2nd	7	R550		Culvert-19, Culvert-20
AR615	Muslimnagar Internal Road-04	Access	PS	132.66	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR616	Muslimnagar Link Road	Access	PS	923.35	RCC	6.56	20	Widening	2nd	7	R550,TR17		Culvert-7, Culvert-113
AR617	Harail Internal Road-10	Access	PS	10.59	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	R550		Culvert-27
AR618	Harail Internal Road-11	Access	PS	14.54	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	R550		Culvert-16
AR619	Bagichapara Internal Road-04	Access	PS	18.93	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	TR17		Culvert-113
AR620	Muslimnagar Internal Road-10	Access	PS	27.87	Earthen	15	15	Surface Improvement	2nd	7	R550		Culvert-8
AR621	Muslimnagar Internal Road-05	Access	PS	22.45	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR622	Muslimnagar Internal Road-12	Access	PS	181.01	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	7	R550		Culvert-15
AR623	Muslimnagar Internal Road-06	Access	PS	140.75	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR624	Muslimnagar Internal Road-07	Access	PS	39.31	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR625	Muslimnagar Internal Road-08	Access	PS	39.35	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR626	Muslimnagar Internal Road-09	Access	PS	25.87	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	7	TR17		
AR627	Adhunik Zila Hospital Internal Road	Access	PS	989	Zilla Hospital Internal Road	20	20	Surface Improvement	2nd	7	R550,AR470		
AR628	Harail Internal Road-12	Access	PS	341.32	RCC	6.56	20	Widening	2nd	7	R550,AR603,AR610,AR605,AR645,AR602		
AR629	Housing state Internal Road-02	Access	PS	733.04	RCC	7.87	12	Widening	2nd	7	R550,AR596,AR630,TR37	One Side, Partial	Culvert-55, Culvert-58, Culvert-61
AR630	Housing state Internal Road-03	Access	PS	152.62	HBB	8.86	12	Widening	2nd	7	AR629	One Side, Partial	
AR631	Patarpara Internal Road-01	Access	PS	225.45	HBB	3.28	12	Widening	2nd	7	AR709,AR707,AR706		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR632	Patarpara Internal Road-02	Access	PS	319.54	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	R550		
AR633	Sobujnagar Internal Road-01	Access	PS	27.97	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	AR699		
AR634	Sobujnagar Internal Road-02	Access	PS	60.95	HBB	8.53	12	Widening	2nd	7	AR676,AR679		
AR635	Sobujnagar Internal Road-35	Access	PS	491.5	RCC	3.28	12	Widening	2nd	7	AR670,TR42	One Side, Partial	
AR636	Sobujnagar Link Road-02	Access	PS	752.31	RCC	10.50	20	Widening	2nd	7	R550,AR647,AR678,AR699,AR676,AR679		
AR637	Sobujnagar Internal Road-03	Access	PS	141.59	HBB	3.28	12	Widening	2nd	7	TR36		Culvert-5
AR638	Pachurchok Noyapara Internal Road-01	Access	PS	269.44	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	TR37		
AR639	Pachurchok Sonarpara Internal Road-01	Access	PS	203.42	RCC	10.82	20	Widening	2nd	7	TR41,AR655		
AR640	Pachurchok Internal Road-01	Access	PS	234.04	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	AR649		
AR641	Sobujnagar Al-hera Nurani Hafezia Etimkhana & Madrasa	Access	PS	185.33	HBB	5.90	12	Widening	2nd	7	AR670,AR644		
AR642	Walkway along the Pachurchok Lake	Access	PS	692.1	New Walkway	0	20	New Road	1st	7	TR36,AR709		
AR643	Walkway along the Pachurchok Lake	Access	PS	890.4	New Walkway	0	20	New Road	1st	7	TR36,AR709,R550		Culvert-54
AR644	Sobujnagar Link Road-03	Access	PS	618.33	New	0	20	New Road	1st	7	AR648,AR652,AR641,AR670		
AR645	Harail Internal Road-13	Access	PS	29.19	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	AR788		
AR646	Harail Internal Road-14	Access	PS	20.65	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	7	AR689		
AR647	Sobujnagar Al-Falah Jame Mosque Road	Access	PS	17.21	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	AR636		
AR648	Sobujnagar-Pachurchok Noyarpara Link Road	Access	PS	1015.69	New	0	20	New Road	1st	7	TR36,AR667,AR668,AR644,TR41		
AR649	Pachurchok Fokirpara Link Road	Access	PS	764	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	TR36,AR640,TR40		Culvert-52
AR650	Gouripara-Muslimnagar Link Road	Access	PS	1309.36	New	0	20	New Road	1st	7	TR17,AR604,TR29,AR487,AR493,TR28		
AR651	Pachurchok Road to Sadar Road Link Road	Access	PS	837.97	New	0	20	New Road	1st	7	TR36,AR689,AR596,AR694,R550		Culvert-12
AR652	Sobujnagar Link Road-04	Access	PS	678.17	New	0	20	New Road	1st	7	TR41,AR644,TR36		
AR653	Debnathpara Internal Road-02	Access	PS	15.36	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	TR41		
AR654	Pachurchok Sonarpara Internal Road-11	Access	PS	30.31	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	7	TR41		
AR655	Pachurchok Sonarpara Link Road	Access	PS	567.64	RCC	9.84	20	Widening	2nd	7	TR41,AR659,AR658,AR639,AR660,TR40,AR665,AR667		
AR656	Pachurchok Sonarpara Internal Road-04	Access	PS	22.49	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	TR41		
AR657	Pachurchok Sonarpara Internal Road-05	Access	PS	16.22	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	7	TR41		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR658	Pachurchok Sonar Para Jame Mosjid Road	Access	PS	83.07	HBB	9.84	12	Widening	2nd	7	AR655		
AR659	Pachurchok Sonarpara Internal Road-06	Access	PS	125.96	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	AR655,TR41		
AR660	Pachurchok Sonarpara Internal Road-07	Access	PS	166.41	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	AR655		
AR661	Pachurchok Sonarpara Internal Road-08	Access	PS	92.65	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	TR40		
AR662	Pachurchok Sonarpara Internal Road-09	Access	PS	148.09	RCC	9.84	12	Widening	1st	7	TR40		
AR663	Pachurchok Sonarpara Internal Road-10	Access	PS	32.92	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	TR40		
AR664	Sobujnagar Internal Road-04	Access	PS	50.29	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	TR42		
AR665	Pachurchok Hafezia Madrasa Road	Access	PS	55.76	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	AR655		
AR666	Debnathpara Internal Road-03	Access	PS	77.25	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	AR905		
AR667	Pachurchok Noyapara Internal Road-02	Access	PS	695.32	RCC	9.84	20	Widening	2nd	7	AR648,AR655,TR40		
AR668	Pachurchok Noyapara Internal Road-06	Access	PS	10.28	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	AR648		
AR669	Sobujnagar Internal Road-05	Access	PS	87.76	HBB	6.56	12	Widening	1st	7	AR670		
AR670	Sobujnagar Internal Road-06	Access	PS	289.02	RCC	6.56	20	Widening	1st	7	TR36,AR641,AR644,AR669,AR672,AR635,TR43		
AR671	Pachurchok Internal Road-02	Access	PS	323.55	RCC	3.28	12	Widening	2nd	7	TR40		
AR672	Sobujnagar Internal Road-08	Access	PS	34.7	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	AR670		
AR673	Sobujnagar Internal Road-12	Access	PS	53.67	HBB	4.92	12	Widening	1st	7	TR36		
AR674	Sobujnagar Internal Road-16	Access	PS	59.38	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	7	TR36		Culvert-14
AR675	Pachurchok Noyapara Internal Road-03	Access	PS	92.9	HBB	3.94	12	Widening	2nd	7	TR36		
AR676	Sobujnagar Link Road-05	Access	PS	432.78	RCC	3.28	12	Widening	2nd	7	AR679,AR634,AR680,AR686,AR636		
AR677	Sobujnagar Internal Road-19	Access	PS	39.4	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	AR636		
AR678	Sobujnagar Internal Road-20	Access	PS	33.79	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	AR636		
AR679	Sadar Road (near Prapti Variety Store) to Pachurchok Road via Sobujnagar Durga Mondir	Access	PS	462.22	RCC	3.94	12	Widening	2nd	7	R550,AR676,AR634,AR634,AR636,TR36	One Side, Partial	
AR680	Sobujnagar Internal Road-21	Access	PS	55.33	HBB	5.25	12	Widening	2nd	7	AR676,AR679		
AR681	Pachurchok Noyapara Internal Road-04	Access	PS	109.36	RCC	4.92	12	Widening	2nd	7	TR36		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR682	Pachurchok Noyapara Internal Road-05	Access	PS	174.59	HBB	3.28	12	Widening	2nd	7	TR37		
AR683	Sobujnagar Internal Road-22	Access	PS	61.36	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	TR43		
AR684	Sobujnagar Internal Road-23	Access	PS	43.98	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	AR686		
AR685	Sobujnagar Internal Road-24	Access	PS	56.39	HBB	3.28	12	Widening	2nd	7	AR699		
AR686	Sobujnagar Internal Road-25	Access	PS	72.97	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	AR676,AR684,AR699		
AR687	Sobujnagar Internal Road-26	Access	PS	63.43	HBB	3.28	12	Widening	2nd	7	AR699		
AR688	Harail Internal Road-15	Access	PS	115.77	RCC	3.28	12	Widening	2nd	7	AR689		
AR689	Harail Internal Road-16	Access	PS	481.35	RCC	10.50	20	Widening	1st	7	AR651,AR690,AR692,AR688,AR691,AR646,AR601,AR602		
AR690	Harail Internal Road-17	Access	PS	43.25	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	7	AR689		
AR691	Harail Internal Road-18	Access	PS	35.49	Earthen	10.50	12	Widening	2nd	7	AR689		
AR692	Harail Internal Road-19	Access	PS	247.35	RCC	6.56	20	Widening	2nd	7	AR602,AR689		
AR693	Bagichapara Internal Road-05	Access	PS	63.68	HBB	3.94	12	Widening	2nd	7	R550		
AR694	Harail Internal Road-20	Access	PS	37.95	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	7	AR651		
AR695	Sobujnagar Internal Road-27	Access	PS	53.76	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	R550		
AR696	Sobujnagar Internal Road-28	Access	PS	66.8	HBB	8.2	12	Widening	2nd	7	R550		
AR697	Sobujnagar Internal Road-29	Access	PS	122.42	RCC	10.82	12	Widening	2nd	7	R550,AR702		
AR698	Sobujnagar Internal Road-30	Access	PS	80.72	HBB	3.28	12	Widening	2nd	7	R550		
AR699	Sobujnagar Link Road-01	Access	PS	387.24	RCC	6.56	12	Widening	2nd	7	R550,AR687,AR633,AR686,AR685,AR636		
AR700	Sobujnagar Internal Road-31	Access	PS	44.43	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	7	R550		
AR701	Sobujnagar Internal Road-32	Access	PS	128.67	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	AR-703		
AR702	Sobujnagar Internal Road-36	Access	PS	18.40	Earthen	8.2	12	Widening	2nd	7	AR697		
AR703	Sobujnagar Internal Road-33	Access	PS	145.89	HBB	9.84	12	Widening	2nd	7	R550		
AR704	Sobujnagar Internal Road-34	Access	PS	34.7	Earthen	13	13	Surface Improvement	2nd	7	R550		
AR705	Babupara Internal Road-01	Access	PS	50.89	HBB	7.22	12	Widening	2nd	7	TR37		
AR706	Patarpara Internal Road-03	Access	PS	254.01	RCC	3.28	12	Widening	2nd	7	AR709,AR631		
AR707	Patarpara Internal Road-04	Access	PS	252.89	HBB	6.56	12	Widening	2nd	7	AR631,R550,AR632		
AR708	Babupara Internal Road-02	Access	PS	120.12	HBB	4.92	12	Widening	2nd	7	TR37		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR709	Patarpara Internal Road-05	Access	PS	383.89	RCC	6.56	12	Widening	1st	7	TR37,AR643,AR642,AR706,AR631,R550		Culvert-57
AR710	Babupara Internal Road-03	Access	PS	43.66	Earthen	6.56	12	Widening	1st	7	TR37		
AR711	Housing state Internal Road-04	Access	PS	101.78	HBB	5.25	12	Widening	2nd	7	AR-629		
AR712	Adjacent Road to Joypurhat Bus Terminal	Access	PS	276.16	RCC	3.28	20	Widening	2nd	7	R550,AR713	One Side, Partial	
AR713	Bagichapara Internal Road-06	Access	PS	298	RCC	3.28	20	Widening	2nd	7	AR712,AR604		
AR714	Shahid Zia College Road (towards Helkunda) to TR-39	Access	PS	511.23	RCC	6.56	20	Widening	2nd	8	TR38,AR719,AR751,TR39		Culvert-30
AR715	Sobujnagar-Madarganj Link Road	Access	PS	542.27	RCC	6.56	20	Widening	1st	8	TR41,AR766,AR763,AR761,TR38		
AR716	Joypurhat-Hili Highway to Shahid Zia College Road	Access	PS	653.05	RCC	3.94	20	Widening	1st	8	TR38,AR769,AR771,AR725,AR872,AR838,AR862,AR837,TR44	One Side, Partial	Culvert-42
AR717	Debnathpara Internal Road-01	Access	PS	162	HBB	4.92	12	Widening	2nd	8	TR41,AR902		Culvert-43
AR718	Bamonpur Dottopara Link Road	Access	PS	660.29	RCC	9.84	20	Widening	2nd	8	TR39,AR748,AR744,AR742,AR739,TR38		
AR719	Bamonpur Dottopara Internal Road-11	Access	PS	45.54	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	8	AR714		
AR720	Bamonpur Madarganj Internal Road-01	Access	PS	521.7	RCC	6.56	12	Widening	2nd	8	TR39,TR38		Culvert-36, Culvert-40
AR721	Dhanmondi Internal Road-01	Access	PS	37.77	Earthen	4.26	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR722	Dhanmondi Internal Road-16	Access	PS	118.12	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR783,TR38		
AR723	Purbo Bazar Internal Road-01	Access	PS	107.85	HBB	7.54	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR724	C.R.D School to Dhanmondi Road	Access	PS	313.23	RCC	10.50	12	Widening	2nd	8	AR725,AR838,AR773,AR873		
AR725	Govt. Orphanage Road	Access	PS	628.02	RCC	9.84	20	Widening	1st	8	TR38,AR724,AR774,AR716,AR767,AR726,AR868,AR862	One Side, Partial	
AR726	Madarganj Internal Road-01	Access	PS	171.7	RCC	7.87	20	Widening	2nd	8	AR736,AR725		
AR727	Bamonpur Madarganj Link Road-01	Access	PS	594.08	RCC	6.56	20	Widening	2nd	8	TR38,AR841,AR840,AR736		Culvert-33, Culvert-35
AR728	Jobbar Mondolpara Internal Road-01	Access	PS	52.22	HBB	4.92	12	Widening	2nd	8	AR788,AR804,AR797,AR803		
AR729	Jobbar Mondolpara Internal Road-13	Access	PS	189.65	HBB	4.92	12	Widening	2nd	8	AR772		
AR730	Dhanmondi Internal Road-02	Access	PS	135.2	HBB	3.28	12	Widening	2nd	8	AR783,AR785,AR791		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR731	Sadar Road (near HATIL Furniture Shop) towards Mondolpara Jame Mosque	Access	PS	179.95	HBB	3.28	12	Widening	2nd	8	AR813,R550		
AR732	Bamonpur Madarganj Internal Road-02	Access	PS	395.99	RCC	6.56	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR733	Walkway along the Pachurchok Sonarpara Lake	Access	PS	874.74	RCC	9.84	20	Widening	2nd	8	TR40,TR41		
AR734	Purbo Bazar Masjid Road	Access	PS	253.97	RCC	13.12	20	Widening	1st	8	R550,TR43,AR809,AR800,AR789,TR38	One Side	
AR735	Jobbar Mondolpara Internal Road-02	Access	PS	33.55	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR788		
AR736	Joypurhat-Hili Highway to Pachurchok Road	Access	PS	1127.03	New	0	20	New Road	1st	8	TR44,AR899,AR860,AR727,AR726,TR38,TR41		
AR737	Jotishpara Link Road	Access	PS	424.81	RCC	11.48	20	Widening	2nd	8	TR38		
AR738	Bamonpur Dottopara Internal Raod-10	Access	PS	200.71	RCC	6.56	12	Widening	2nd	8	TR38,PR3		
AR739	Bamonpur Dottopara Internal Road-01	Access	PS	19.55	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR718		
AR740	Bamonpur Dottopara Internal Road-02	Access	PS	54.46	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	PR3		
AR741	Jotishpara Internal Road	Access	PS	53.93	HBB	5.25	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR742	Bamonpur Dottopara Internal Road-03	Access	PS	15	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR718		
AR743	Bamonpur Dottopara Internal Road-04	Access	PS	48.79	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	PR3		
AR744	Bamonpur Dottopara Internal Road-05	Access	PS	131.88	RCC	4.92	12	Widening	2nd	8	AR718		
AR745	Bamonpur Dottopara Internal Road-06	Access	PS	81.9	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	PR3		
AR746	Bamonpur Dottopara Jame Mosjid Road	Access	PS	233.08	RCC	6.56	12	Widening	2nd	8	PR3		
AR747	Bamonpur Dottopara Internal Road-09	Access	PS	91.77	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	PR3		
AR748	Bamonpur Dottopara Internal Road-07	Access	PS	54.93	HBB	5.90	12	Widening	2nd	8	AR718		
AR749	Hari Pukurpar Internal Road-09	Access	PS	255.83	RCC	6.56	20	Widening	2nd	8	TR39		
AR750	Hari Pukurpar Internal Road-10	Access	PS	119.79	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR751	Bamonpur Dottopara Internal Road-08	Access	PS	76.19	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR714		
AR752	Darus Salam Jame Mosjid Road	Access	PS	25.42	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	TR39		
AR753	Bamonpur Roispara Internal Road-02	Access	PS	22.82	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	TR39		
AR754	Madarganj Internal Road-02	Access	PS	28.09	Earthen	5.25	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR755	Madarganj Internal Road-03	Access	PS	48.96	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	8	TR38		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR756	Madarganj Internal Road-04	Access	PS	79.68	HBB	3.94	12	Widening	1st	8	TR38		
AR757	Madarganj Internal Road-05	Access	PS	153.78	RCC	3.94	12	Widening	1st	8	TR38		
AR758	Bamonpur Madarganj Jame Mosjid Road	Access	PS	76.42	HBB	3.28	12	Widening	1st	8	TR38		
AR759	Madarganj Internal Road-06	Access	PS	43.62	Earthen	3.94	12	Widening	1st	8	TR38		
AR760	Madarganj Internal Road-07	Access	PS	22.04	Earthen	3.28	12	Widening	1st	8	TR38		
AR761	Bamonpur Madarganj Internal Road-03	Access	PS	162.4	RCC	6.56	12	Widening	1st	8	AR715		
AR762	Pachurchok Sonarpara Internal Road-03	Access	PS	68.06	HBB	4.59	12	Widening	1st	8	TR40		
AR763	Bamonpur Madarganj Link Road-01	Access	PS	292.16	HBB	4.92	12	Widening	1st	8	AR715,TR38		
AR764	Madarganj Internal Road-08	Access	PS	144.75	HBB	4.59	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR765	Pachurchok Sonarpara Internal Road-02	Access	PS	298.54	RCC	4.92	12	Widening	2nd	8	TR41		
AR766	Bamonpur Madarganj Link Road-02	Access	PS	464.15	RCC	7.87	12	Widening	2nd	8	AR715,TR38		
AR767	Madarganj Internal Road-12	Access	PS	43.23	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR725		
AR768	Madarganj Internal Road-09	Access	PS	115.7	RCC	4.92	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR769	Madarganj Internal Road-13	Access	PS	42.6	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	8	AR716		
AR770	Madarganj Internal Road-10	Access	PS	33.48	Earthen	3.61	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR771	Dhanmondi Internal Road-03	Access	PS	34.66	Earthen	9.18	12	Widening	2nd	8	AR716		
AR772	Pachurchok Road (east side of Joypurhat Community Center) towards Dhanmondi Link Road	Access	PS	295.65	RCC	6.56	12	Widening	1st	8	AR783,AR729,AR776,TR41		
AR773	Dhanmondi Internal Road-18	Access	PS	176.69	HBB	6.56	12	Widening	1st	8	AR724		
AR774	Dhanmondi Internal Road-04	Access	PS	42.38	Earthen	3.28	12	Widening	1st	8	AR725		
AR775	Dhanmondi Internal Road-05	Access	PS	115.89	HBB	3.94	12	Widening	2nd	8	TR-38		
AR776	Dhanmondi Internal Road-17	Access	PS	148.45	RCC	6.56	12	Widening	2nd	8	AR772,TR38		
AR777	Adjacent Road of Joypurhat Central Graveyard	Access	PS	122.48	RCC	6.56	12	Widening	2nd	8	TR38		
AR778	Dhanmondi Internal Road-06	Access	PS	60.72	HBB	3.94	12	Widening	2nd	8	TR38		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR779	Dhanmondi Internal Road-07	Access	PS	28.64	Earthen	7.87	12	Widening	1st	8	TR38		
AR780	Dhanmondi Internal Road-08	Access	PS	58.66	HBB	4.92	12	Widening	1st	8	AR783	One Side	
AR781	Dhanmondi Internal Road-09	Access	PS	27.33	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	8	AR873		
AR782	Dhanmondi Internal Road-10	Access	PS	32.44	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR873		
AR783	Dhanmondi-Jobbar Modolpara Link Road	Access	PS	574.82	RCC	9.84	20	Widening	1st	8	TR38,AR784,AR730,AR722,AR780,AR834,AR772,AR788,TR42		
AR784	Dhanmondi Internal Road-11	Access	PS	41.03	Earthen	4.59	12	Widening	2nd	8	AR783		
AR785	Dhanmondi Internal Road-15	Access	PS	97.59	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR730,AR792,AR794,AR790,AR795		
AR786	Dhanmondi Internal Road-12	Access	PS	166.83	RCC	4.92	12	Widening	2nd	8	AR795,AR834	One Side, Partial	
AR787	Jobbar Mondolpara Internal Road-03	Access	PS	74.86	HBB	4.92	12	Widening	2nd	8	AR834	One Side, Partial	
AR788	Jobbar Mondolpara Link Road	Access	PS	200.92	RCC	4.92	20	Widening	2nd	8	AR783,AR735,AR796,AR728,TR43		
AR789	Purbo Bazar Internal Road-02	Access	PS	76.8	HBB	11.48	12	Widening	2nd	8	AR734		
AR790	Dhanmondi Internal Road-14	Access	PS	52.5	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR785		
AR791	Purbo Bazar Internal Road-03	Access	PS	43.85	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	AR730		
AR792	Iraqnagar Internal Road-08	Access	PS	33.75	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR785		
AR793	Jobbar Mondolpara Internal Road-04	Access	PS	64.04	HBB	3.28	12	Widening	2nd	8	TR42,AR797,AR796		
AR794	Iraqnagar Internal Road-11	Access	PS	15.19	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	8	AR785		
AR795	Iraqnagar Link Road-01	Access	PS	258.92	RCC	9.84	12	Widening	2nd	8	TR43,AR798,AR799,AR785,AR786,AR834	One Side, Partial	
AR796	Jobbar Mondolpara Internal Road-05	Access	PS	49.2	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	8	AR793,AR788		
AR797	Jobbar Mondolpara Internal Road-06	Access	PS	53.42	HBB	3.28	12	Widening	2nd	8	AR728,AR793	One Side, Partial	
AR798	Iraqnagar Internal Road-09	Access	PS	76.15	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR795		
AR799	Iraqnagar Internal Road-10	Access	PS	28.45	Earthen	9.84	12	Widening	2nd	8	AR795		
AR800	Purbo Bazar Internal Road-04	Access	PS	54.64	HBB	3.28	12	Widening	2nd	8	AR734		
AR801	Jobbar Mondolpara Internal Road-07	Access	PS	29.05	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	8	AR803		
AR802	Purbo Bazar Internal Road-06	Access	PS	11.05	Earthen	4.92	12	Widening	1st	8	TR38		
AR803	Jobbar Mondolpara Internal Road-08	Access	PS	60.07	HBB	3.28	12	Widening	1st	8	TR42,AR801,AR805,AR728		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR804	Jobbar Mondolpara Internal Road-09	Access	PS	58.67	HBB	3.94	12	Widening	1st	8	TR43,AR728		
AR805	Jobbar Mondolpara Internal Road-10	Access	PS	59	HBB	4.92	12	Widening	1st	8	TR43,AR803		
AR806	Jobbar Mondolpara Internal Road-11	Access	PS	49.71	Earthen	6.56	12	Widening	1st	8	TR43		
AR807	Jobbar Mondolpara Internal Road-12	Access	PS	25.05	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR808	Purbo Bazar Internal Road-05	Access	PS	49.11	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR809	Purbo Bazar kaporpotti Road	Access	PS	235.41	RCC	9.84	12	Widening	2nd	8	R550,AR817,AR734,TR38	One Side, Partial	
AR810	Sobujnagar Internal Road-07	Access	PS	15.15	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR811	Iraqnagar Internal Road-12	Access	PS	20.65	Earthen	4.92	12	Widening	1st	8	TR43		
AR812	Iraqnagar Internal Road-13	Access	PS	87.74	HBB	5.90	12	Widening	1st	8	TR43		
AR813	Mondolpara Jame Mosjid to Joypurhat Veterinary Hospital	Access	PS	297.05	RCC	8.2	12	Widening	1st	8	TR43,AR825,AR824,AR823,AR731,		
AR814	Sobujnagar Internal Road-09	Access	PS	30.12	Earthen	9.84	12	Widening	1st	8	TR43		
AR815	Sobujnagar Internal Road-10	Access	PS	10.29	Earthen	6.56	12	Widening	1st	8	TR43		
AR816	Sobujnagar Internal Road-11	Access	PS	30.51	Earthen	3.28	12	Widening	1st	8	TR43		
AR817	Purbo Bazar Internal Road-07	Access	PS	27.5	Earthen	3.28	12	Widening	1st	8	AR809,TR38		
AR818	Iraqnagar Internal Road-01	Access	PS	34.9	Earthen	6.56	12	Widening	1st	8	AR819,TR43		
AR819	Iraqnagar Internal Road-02	Access	PS	34.38	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	TR43,AR818		
AR820	Iraqnagar Internal Road-03	Access	PS	55.54	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR821	Iraqnagar Internal Road-14	Access	PS	55.76	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR822	Sobujnagar Internal Road-13	Access	PS	19.9	Earthen	1.64	12	Widening	2nd	8	TR43		
AR823	Sobujnagar Internal Road-14	Access	PS	21.6	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	8	AR813		
AR824	Sobujnagar Internal Road-15	Access	PS	75.29	HBB	4.92	12	Widening	2nd	8	AR813		
AR825	Sobujnagar Internal Road-17	Access	PS	36.01	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	AR813		
AR826	Iraqnagar Internal Road-15	Access	PS	26.46	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	AR835		
AR827	Joypurhat Veterinary Hospital Road	Access	PS	64.07	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	8	TR43		
AR828	Iraqnagar Internal Road-04	Access	PS	42.44	Earthen	13.12	12	Widening	2nd	8	R550		
AR829	Iraqnagar Internal Road-05	Access	PS	59.41	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR835,AR830		
AR830	Iraqnagar Internal Road-06	Access	PS	48.68	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	8	AR829		
AR831	Sobujnagar Internal Road-18	Access	PS	58.08	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	AR833		
AR832	Iraqnagar Internal Road-07	Access	PS	39.85	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	8	R550		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR833	Sadar Road (near Govt. Girls High School) to Sobujnagar Road (near Computer Kindergarten)	Access	PS	265.43	RCC	7.87	12	Widening	2nd	8	TR43,R550,AR831		
AR834	Sabujnagar Road (near Apon Variety Store) towards Dhanmondi Moholla	Access	PS	221.53	RCC	9.84	20	Widening	1st	8	AR783,AR787,AR786,AR795,TR43	One Side	
AR835	Sobujnagar Road to Sadar Road	Access	PS	216.59	HBB	6.56	12	Widening	2nd	8	TR43,AR826,AR829,R550		
AR836	Bissaspara Internal Road-01	Access	PS	109.44	HBB	4.92	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR837	Bissaspara Internal Road-02	Access	PS	290.03	HBB	6.56	12	Widening	2nd	9	AR873,AR716		
AR838	Bissaspara Internal Road-03	Access	PS	314.87	RCC	9.84	12	Widening	2nd	9	AR724,AR716		
AR839	Koshiabari Internal Road-01	Access	PS	57.28	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR840	Madarganj Shahpara Jame Mosjid Road	Access	PS	171.82	HBB	5.25	12	Widening	2nd	9	AR727		
AR841	Madarganj Internal Road-11	Access	PS	77.82	HBB	3.94	12	Widening	2nd	9	AR727		
AR842	Koshiabari Internal Road-02	Access	PS	86.76	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR843	Bissaspara Internal Road-04	Access	PS	231.32	HBB	1.64	12	Widening	2nd	9	AR871,AR867		
AR844	Koshiabari Internal Road-03	Access	PS	170.47	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	AR867,TR44		
AR845	Koshiabari Internal Road-04	Access	PS	136.38	HBB	2.62	12	Widening	2nd	9	AR862		
AR846	Kobirajpara Internal Road-01	Access	PS	170.59	HBB	6.23	12	Widening	2nd	9	AR862,AR860		
AR847	Hari Pukurpar Internal Road-01	Access	PS	331.36	RCC	4.92	20	Widening	2nd	9	TR38,TR47		
AR848	Hari Pukurpar Internal Road-02	Access	PS	418.87	RCC	4.59	12	Widening	2nd	9	TR47		
AR849	Hari Pukurpar Internal Road-04	Access	PS	582.52	RCC	4.264	12	Widening	2nd	9	TR47,AR850		
AR850	Hari Pukurpar Internal Road-05	Access	PS	146.63	HBB	3.35	12	Widening	2nd	9	TR47,AR849		
AR851	Koshiabari Internal Road-07	Access	PS	37.58	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR852	Koshiabari Internal Road-08	Access	PS	98.1	HBB	7.54	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR853	Koshiabari Internal Road-09	Access	PS	113.22	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR854	Hari Pukurpar Internal Road-06	Access	PS	62.4	HBB	4.92	12	Widening	2nd	9	TR47		
AR855	Koshiabari Internal Road-10	Access	PS	99.48	HBB	3.94	12	Widening	2nd	9	TR44		

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR857	Koshiabari Internal Road-11	Access	PS	21.95	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR858	Koshiabari Internal Road-12	Access	PS	68.66	HBB	3.94	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR859	Hari Pukurpar Internal Road-07	Access	PS	162.11	HBB	4.26	12	Widening	2nd	9	TR38,TR47		
AR860	Kobirajpara Internal Road-02	Access	PS	177.46	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	AR736,AR846		
AR861	Koshiabari Internal Road-13	Access	PS	33.06	Earthen	7.54	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR862	Bissaspara Link Road-01	Access	PS	633.09	RCC	9.84	20	Widening	1st	9	TR44,AR863,AR866,AR845,AR865,AR867,AR846,AR725,AR871,AR716	One Side, Partial	
AR863	Koshiabari Internal Road-14	Access	PS	51.72	HBB	4.59	12	Widening	2nd	9	AR862		
AR864	Hari Pukurpar Internal Road-08	Access	PS	43.43	Earthen	3.94	12	Widening	2nd	9	TR38		
AR865	Kobirajpara Internal Road-03	Access	PS	57.31	HBB	4.92	12	Widening	1st	9	AR862	One Side	
AR866	Koshiabari Internal Road-15	Access	PS	60.35	HBB	4.92	12	Widening	1st	9	AR867,AR862		
AR867	Darul Quran Nurani Academy to Kobirajpara Jame Mosque	Access	PS	335.45	RCC	7.87	20	Widening	2nd	9	TR44,AR843,AR869,AR844,AR866,AR862		
AR868	Shahpara Internal Road	Access	PS	124.35	HBB	9.84	12	Widening	1st	9	TR38		
AR869	Bissaspara Internal Road-05	Access	PS	54.28	HBB	7.22	12	Widening	1st	9	AR867		
AR870	Bissaspara Internal Road-06	Access	PS	56.14	HBB	9.84	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR871	Bissaspara Internal Road-07	Access	PS	225.13	HBB	4.60	12	Widening	2nd	9	AR862,AR843,TR44		
AR872	Bissaspara Internal Road-08	Access	PS	24.09	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	9	AR716		
AR873	Dhanmondhi Road	Access	PS	389.26	RCC	16.4	20	Widening	1st	9	TR38,AR782,AR781,AR724,AR876,AR875,AR837,TR44	One Side	
AR874	Bissaspara Internal Road-09	Access	PS	44.59	Earthen	7.22	12	Widening	2nd	9	AR873		
AR875	Bissaspara Internal Road-10	Access	PS	74.3	HBB	9.84	12	Widening	2nd	9	AR873		
AR876	Joypurhat-Hili Highway to Dhanmodi Road Link Road	Access	PS	84.15	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	AR873		
AR877	Sonar Potti Internal Road-01	Access	PS	33.85	Earthen	6.56	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR878	Sonar Potti Internal Road-02	Access	PS	111.88	RCC	5.90	12	Widening	2nd	9	TR38	One Side	
AR879	Sonar Potti Internal Road-03	Access	PS	147.3	HBB	6.56	12	Widening	2nd	9	AR881,AR884		
AR880	Modina Mohol Hafezia Madrasa Road	Access	PS	68.59	HBB	4.92	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR881	Sonar Potti Road	Access	PS	213.99	RCC	12	12	Maintenance	1st	9	AR879	One Side	

Road ID	Road Name/ From-To	Road Category	Ownership	Length (m)	Existing		Proposed			Ward No.	Links	Drain Info	Bridge/ Culvert Info
					Surface	Width (ft)	Width (ft)	Development Type	Phasing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR882	Post Office Road	Access	PS	40.86	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR883	Joypurhat Pouro Market Internal Road	Access	PS	57.6	HBB	3.28	12	Widening	2nd	9	TR44		
AR884	Kundupara Internal Road	Access	PS	83.36	RCC	8.2	12	Widening	2nd	9	AR879		
AR885	Muslimnagar Internal Road-11	Access	PS	165.68	HBB	6.56	12	Widening	2nd	Outside	R550		Culvert-9
AR886	Patwarypara Internal Road-06	Access	PS	60.6	HBB	8.2	12	Widening	2nd	Outside	TR17		
AR887	Islamnagar Internal Road-04	Access	PS	26.56	Earthen	3.28	12	Widening	2nd	Outside	TR19		
AR888	Gouripara Internal Road-08	Access	PS	64.22	HBB	10.17	12	Widening	2nd	Outside	AR893	One Side, Partial	
AR889	Outside Pourashava	Access	PS	67.67	HBB	4.92	12	Widening	2nd	Outside	TR19,TR17		
AR890	Outside Pourashava	Access	PS	71.82	HBB	4.92	12	Widening	2nd	Outside	TR17		
AR891	Outside Pourashava	Access	PS	67.88	HBB	3.28	12	Widening	2nd	Outside	TR17		
AR892	Karimpara Internal Road-06	Access	PS	135.83	HBB	4.92	12	Widening	2nd	Outside	TR29,TR17		
AR893	Mondol Para Main Road	Access	PS	123.05	RCC	9.84	12	Widening	2nd	Outside	Z5508,AR888		
AR894	Mondol Para Main Road	Access	PS	109.99	RCC	8.2	12	Widening	2nd	Outside	TR17		
AR895	Joypurhat By-pass Road, Link-01	Access	PS	125.87	RCC	4.92	12	Widening	2nd	Outside	PR3		
AR896	Joypurhat By-pass Road, Link-02	Access	PS	126.12	HBB	6.56	12	Widening	2nd	Outside	PR3		
AR897	Hatil Fakirpara Internal Road	Access	PS	145.95	HBB	13	13	Surface Improvement	2nd	Outside			
AR898	Hari Pukurpar Internal Road-03	Access	PS	204.5	RCC	8.2	12	Widening	2nd	Outside	TR38		
AR899	Koshiabari Internal Road-05	Access	PS	114.89	RCC	5.58	12	Widening	2nd	Outside	TR44,AR736		
AR900	Koshiabari Internal Road-06	Access	PS	53.78	HBB	4.26	12	Widening	2nd	Outside	TR44		
AR901	Bamonpur Roispara Internal Road-01	Access	PS	102.43	RCC	4.92	12	Widening	2nd	Outside	TR39		
AR902	Soguna Dokkhinpara Jame Mosjid Road	Access	PS	184.25	HBB	4.92	12	Widening	2nd	Outside	TR41,AR717		
AR903	Debnathpara Internal Road-02	Access	PS	162.59	HBB	4.92	12	Widening	2nd	Outside	PR-03		
AR904	Outside Pourashava	Access	PS	35.28	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	Outside	AR905		
AR905	Outside Pourashava	Access	PS	33.96	Earthen	4.92	12	Widening	2nd	Outside	AR904,AR666		

Primary Road (Total Length in Kilo Meters)	**6.24**
Secondary Road (Total Length in Kilo Meters)	**17.57**
Tertiary Road (Total Length in Kilo Meters)	**52.23**
Access Road (Total Length in Kilo Meters)	**153.80**
Total Road Network of Joypurhat Pourashava (in Kilo Meters)	**229.84**

ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তালিকা

জয়পুরহাট পৌরসভা
মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০২৭)

জুন, ২০১৯

তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিশিষ্ট - গঃ ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তালিকা

ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের বিস্তরিত তালিকা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নের সারণীতে বর্ণনা করা হলঃ

সারণী- ড্রেনেজের শ্রেনীবিভাগের সংজ্ঞা ও প্রস্থের মানদন্ড

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	সংজ্ঞা (মানুষসৃষ্ট ড্রেন)	প্রস্থের মান (মিঃ)	গভীরতার মানদন্ড (মিঃ)
PRD= প্রাইমারি ড্রেন	– সরাসরি বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি সরাসরি সংগ্রহ করে পৌরসভাকে বন্যামুক্ত বা জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করে – এই ধরণের ড্রেন সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেন থেকে পানি সংগ্রহ করে সরাসরি আউটফলে নিক্ষেপ করে।	১-২	১.৫-২
SD= সেকান্ডারী ড্রেন	– টারশিয়ারী ড্রেনের সাথে সংযুক্ত থেকে পানি ডিসচার্জ করে থাকে। – একটি সেকান্ডারী ড্রেনের সাথে এক বা একাধিক টারশিয়ারী ড্রেনের সংযোগ থাকতে পারে – সেকেন্ডারী ড্রেনের পানিধারণ ক্ষমতা ও আকার টারশিয়ারী ড্রেনের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে – এর ক্যাচমেন্ট এলাকাও অনেক বড় হবে এবং সেকেন্ডারী বা কিছু টারশিয়ারী সড়ক বরারবর থাকতে পারে	০.৮-০.৯	১
TD= টারশিয়ারী ড্রেন	– মহল্লা বা আবাসিক এলাকা থেকে পানি সংগ্রহ করে সেকেন্ডারী ড্রেনে সরবারহ করে থাকে – এর ক্যাচমেন্ট এলাকা অনেক ছোট হয়ে থাকে।	০.৫-০.৭	০.৮

অন্যান্য সংক্ষিপ্ত শব্দঃ

PS= পৌরসভা

RCC= রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট

N/A= প্রযোজ্য নয়

প্রাকৃতিক= প্রাকৃতিক খাল ও জলাধার যা ড্রেন্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে

প্রস্তাবিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের তালিকা

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Primary Drain															
PRD1	Primary	Pourashava	544.43	RCC	1.5	1.5	1.5	Upgrade	Open	1st	1	R545	Culvert-87	PRD6	Outfall-26
PRD2	Primary	Pourashava	2388.85	N/A	0	1.5	1.5	New	Covered, Footpath	1st	1, 2	AR191, TR09, TR14	Culvert-110, Culvert-116	Outfall	Outfall-07
PRD3	Primary	Pourashava	2334.13	Natural	15	5	15	Upgrade	Open	2nd	2	AR96, AR98	SG-1, Bridge-02, 03	Outfall	Outfall-02, Outfall-07, Outfall-09
PRD4	Primary	Pourashava	2003.03	N/A	0	1.5	1.5	New	Covered, Footpath	1st	2, 3	R545	Culvert-117, Bridge-02, Culvert-109	Outfall	Outfall-01
PRD5	Primary	Pourashava	3015.04	N/A	0	1	1	New	Covered, Footpath	2nd	2, 3	SR2	Bridge3, Culvert102, 103, 106, 107, 108, 113	Outfall	Outfall-02
PRD6	Primary	Pourashava	408.06	N/A	0	1.5	1.5	New	Covered, Footpath	1st	3	R545	Culvert-87, Culvert-116	Outfall	Outfall-26
PRD7	Primary	Pourashava	552.19	RCC	1	1.5	1.5	Upgrade	Open	1st	4	R545	Culvert-87	PRD6	Outfall-26
PRD8	Primary	Pourashava	3216.75	RCC	1	1.5	1.5	Upgrade	Open	1st	5, 6, 7	R550	Bridge-1, Culvert-6-12, 15-26, 54	Outfall	Outfall-06
PRD9	Primary	Pourashava	774.88	Natural	6	3	6	Upgrade (Re-Excavation)	Open	2nd	7	N/A	Bridge-01	Outfall	Outfall-06, Outfall-17
PRD10	Primary	Pourashava	830.49	Natural	4	2.5	4	Upgrade (Re-Excavation)	Open	2nd	7	N/A	Culvert-63	Outfall	Outfall-16
PRD11	Primary	Pourashava	3169.81	RCC	1	1.5	1.5	Upgrade	Open	1st	7, 8, 9	R550	Bridge-01, Culvert-6-12, 15-26, 54	Outfall	Outfall-06
Secondary Drain															
SD1	Secondary	Pourashava	2058.45	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	1	TR3, TR6	Culvert-90, 83, 85, 94	PRD2	Outfall-07
SD2	Secondary	Pourashava	583.66	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	1	TR1		Outfall	Outfall-13
SD3	Secondary	Pourashava	119.67	N/A	0	1	0.8	New	Open	2nd	1	TR4		Outfall	Outfall-05
SD4	Secondary	Pourashava	907.89	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	1	AR10, TR5	Culvert-86	SD9, SD8, SD28, SD24	Outfall-19
SD5	Secondary	Pourashava	1146	N/A	0	1	0.8	New	Open	2nd	1	TR8	Culvert-80 to Culvert-83, Culvert-89, Culvert-93	PRD6	Outfall-26
SD6	Secondary	Pourashava	992.51	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	1, 2	TR3		SD1, PRD2	Outfall-07
SD7	Secondary	Pourashava	849.81	N/A	0	1	0.8	New	Open	1st	1	AR8		SD29, SD38, SD34	Outfall-27
SD7	Secondary	Pourashava	484.55	N/A	0	1	0.8	New	Open	1st	1	AR8		SD29, SD38, SD34	Outfall-27

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SD8	Secondary	Pourashava	395.43	RCC	0.6	0.7	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	1	TR1	Culvert-87	SD28, SD24	Outfall-19
SD9	Secondary	Pourashava	325.75	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	1	TR1		SD8, SD28, SD24	Outfall-19
SD10	Secondary	Pourashava	181.46	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	1	TR1	Culvert-111	SD8, SD28, SD24	Outfall-19
SD11	Secondary	Pourashava	1016.65	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	2	R549	Bridge-03	Outfall	Outfall-02
SD12	Secondary	Pourashava	373.45	N/A	0	1	0.8	New	Open	2nd	2	AR139		Outfall	Outfall-09
SD13	Secondary	Pourashava	1303.83	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	2	R545	Culvert-109, Bridge-02	Outfall	Outfall-01, Outfall-08
SD14	Secondary	Pourashava	715.98	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	2	R545	Culvert-117, Bridge-02	Outfall	Outfall-01
SD15	Secondary	Pourashava	1048.43	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	2	AR102	Culvert-84	PRD2	Outfall-07
SD16	Secondary	Pourashava	1552.93	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	2	TR24		SD11	Outfall-02
SD17	Secondary	Pourashava	767.17	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	3	TR20	Culvert-102	Outfall	Outfall-20
SD17	Secondary	Pourashava	1257.26	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	3	TR20	Culvert-102	PRD5	Outfall-20
SD18	Secondary	Pourashava	324.26	N/A	0	1	0.8	New	Open	2nd	3	TR19	Culvert-79	Outfall	Outfall-21
SD19	Secondary	Pourashava	923.7	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	3	AR203		Outfall	Outfall-20, Outfall-18
SD20	Secondary	Pourashava	521.75	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	3	TR19	Culvert-96	Outfall	Outfall-18, Outfall-19, Outfall-21
SD21	Secondary	Pourashava	1077.18	N/A	0	1	0.8	New	Open	1st	3	TR25, AR247, AR160	Culvert101	SD25, PRD5	Outfall-02
SD22	Secondary	Pourashava	982.99	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	3	TR21, AR171		SD25, PRD5	Outfall-02
SD23	Secondary	Pourashava	878.45	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	3	TR22		SD17, PRD5	Outfall-20
SD24	Secondary	Pourashava	610.01	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	3	AR200	Culvert-100	Outfall	Outfall-19
SD25	Secondary	Pourashava	1301.85	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	3, 4	TR26	Culvert-104, Culvert-107	PRD5	Outfall-02
SD25	Secondary	Pourashava	562.64	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	3, 4	TR26	Culvert-104, Culvert-107	PRD5	Outfall-02
SD26	Secondary	Pourashava	590.35	Brick	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	1st	3, 4	AR289		SD38, SD34	Outfall-27
SD27	Secondary	Pourashava	332.16	Brick	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	1st	3, 4	N/A		SD37, SD39, SD33	Outfall-27
SD28	Secondary	Pourashava	181.72	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	3	AR200	Culvert-87	SD24	Outfall-19
SD29	Secondary	Pourashava	901.14	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	4	AR302	Culvert-98	SD38, SD34	Outfall-27
SD30	Secondary	Pourashava	813.72	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	4	TR19		SD35	Outfall-23, Outfall-24
SD31	Secondary	Pourashava	196.47	N/A	0	1	0.8	New	Covered	2nd	4	AR264	Culvert-114	Outfall	Outfall-25

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SD32	Secondary	Pourashava	869.66	N/A	0	1	0.8	New	Open	1st	4	TR46	Culvert-105, Culvert-108	Outfall	Outfall-24
SD33	Secondary	Pourashava	191.86	RCC	0.6	0.8	0.8	Upgrade	Covered	1st	4	TR19		Outfall	Outfall-27
SD34	Secondary	Pourashava	192.82	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	1st	4	TR19		Outfall	Outfall-27
SD35	Secondary	Pourashava	456.85	N/A	0	1	0.8	New	Open	1st	4	TR19	Culvert-105, Culvert-108	Outfall	Outfall-23, Outfall-24
SD36	Secondary	Pourashava	186.19	N/A	0	1	0.8	New	Covered	2nd	4	AR264	Culvert-114	Outfall	Outfall-25
SD37	Secondary	Pourashava	260.92	Brick	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	1st	4	N/A		SD39, SD33	Outfall-27
SD38	Secondary	Pourashava	338.43	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	1st	4	N/A	Culvert-98	SD34	Outfall-27
SD39	Secondary	Pourashava	339.43	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	1st	4	N/A	Culvert-98	SD33	Outfall-27
SD40	Secondary	Pourashava	341.17	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	5	AR459		Outfall	Outfall-10
SD41	Secondary	Pourashava	1491.41	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	5	AR445, AR417, AR380	Culvert-68, Culvert-73	SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD42	Secondary	Pourashava	197.18	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	5	Z5508		SD45, PRD8	Outfall-06
SD43	Secondary	Pourashava	639.26	N/A	0	1	0.8	New	Open	1st	5	AR424, AR453	Culvert-02	SD77	Outfall-03
SD44	Secondary	Pourashava	1083.02	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	5	Z5508		SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD45	Secondary	Pourashava	214.62	RCC	0.5	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	5	Z5508		PRD8	Outfall-06
SD46	Secondary	Pourashava	306.82	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	5	Z5508		SD42, SD45, PRD8	Outfall-06
SD47	Secondary	Pourashava	2449.94	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	5, 6, 7	SR2		SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD48	Secondary	Pourashava	813.8	N/A	0	1	0.8	New	Open	2nd	6, 7	AR470, AR506		SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD49	Secondary	Pourashava	385.24	N/A	0	1	0.8	Re-construction	Covered, Footpath	1st	6	Z5508		PRD8	Outfall-06
SD50	Secondary	Pourashava	469.1	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	6	Z5508		SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD51	Secondary	Pourashava	1607.07	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	6	TR28	Culvert-1, 75, 72, 70,13, 74	SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD52	Secondary	Pourashava	612.65	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	6	TR33, AR558		SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
SD53	Secondary	Pourashava	1212.89	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	6	TR29		SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD54	Secondary	Pourashava	342.84	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	6	Z5508		SD49, PRD8	Outfall-06
SD55	Secondary	Pourashava	330.61	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	6	TR31		SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
SD56	Secondary	Pourashava	192.05	RCC	0.8	0.6	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	6	TR31	Culvert-53	SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SD57	Secondary	Pourashava	160.62	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	6	Z5508		SD50, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
SD58	Secondary	Pourashava	1675.19	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7	TR36	Culvert-45,46, 51, 50, 49	Outfall	Outfall-17
SD59	Secondary	Pourashava	648.01	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	7	TR36	Culvert-4, Culvert-14, Culvert-5	Outfall	Outfall-15
SD59	Secondary	Pourashava	396.45	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	7	TR36	Culvert-4	PRD11	Outfall-06
SD60	Secondary	Pourashava	192.28	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7	TR36	Culvert-45,46	Outfall	Outfall-15
SD61	Secondary	Pourashava	917.87	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7	AR616		PRD8	Outfall-06
SD62	Secondary	Pourashava	2377.35	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7, 8	PR3		SD58	Outfall-17
SD63	Secondary	Pourashava	1122.32	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7	TR41	Culvert43, Culvert44	SD64, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
SD64	Secondary	Pourashava	778.41	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7, 8	TR42, AR783	Culvert-44	SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
SD65	Secondary	Pourashava	1066.23	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7	TR41	Culvert43, Culvert44	SD81, SD80, SD58	Outfall-17
SD66	Secondary	Pourashava	586.5	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	7	SR2	Culvert-113	SD61, PRD8	Outfall-06
SD67	Secondary	Pourashava	1174.59	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	8	TR38	Culvert-28, Culvert-29	SD62, SD58	Outfall-17
SD68	Secondary	Pourashava	821.9	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	8, 9	AR862		SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
SD69	Secondary	Pourashava	870.67	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	8, 9	TR38	Culvert-42	SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
SD70	Secondary	Pourashava	374.1	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	8	TR43, AR783		SD79, PRD11	Outfall-06
SD71	Secondary	Pourashava	601.06	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	8	PR3		Outfall	Outfall-14
SD72	Secondary	Pourashava	686.03	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	8, 9	AR809	Culvert-112	PRD11	Outfall-06
SD73	Secondary	Pourashava	214.46	N/A	0	1	0.8	New	Covered	1st	8	AR835		PRD11	Outfall-06
SD74	Secondary	Pourashava	141.18	N/A	0	1	0.8	New	Covered	1st	8	TR43		SD73, PRD11	Outfall-06
SD75	Secondary	Pourashava	347.51	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	2nd	9	TR44	Culvert-34	Outfall	Outfall-12
SD76	Secondary	Pourashava	1544.31	N/A	0	1	0.8	New	Covered, Footpath	1st	9	TR44	Culvert-34, Culvert-112	PRD11	Outfall-06
SD77	Secondary	Pourashava	581.2	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	5	AR424	Culvert-95, Culvert-3	Outfall	Outfall-03
SD78	Secondary	Pourashava	1120.91	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	9	TR44	Culvert-34, Culvert-112	PRD11	Outfall-06
SD79	Secondary	Pourashava	1455.59	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered, Footpath	1st	9	AR873	Culvert-34, Culvert-112	PRD11	Outfall-06
SD80	Secondary	Pourashava	392.93	RCC	0.8	1	0.8	Upgrade	Covered	2nd	7	AR640	Culvert-52	SD58	Outfall-17

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SD81	Secondary	Pourashava	700.38	N/A	0	1	0.8	New	Covered	2nd	7	TR40		SD80, SD58	Outfall-17
Tertiary Drain															
TD1	Tertiary	Pourashava	139.55	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR80		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD2	Tertiary	Pourashava	134.61	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	1	AR52		TD15, PRD2	Outfall-07
TD3	Tertiary	Pourashava	381.23	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	1	AR37		SD9, SD8, SD28, SD24	Outfall-19
TD4	Tertiary	Pourashava	441.92	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR55		SD8, SD28, SD24	Outfall-19
TD5	Tertiary	Pourashava	624.53	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR70		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD6	Tertiary	Pourashava	132.25	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR9		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD7	Tertiary	Pourashava	133.07	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR80		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD8	Tertiary	Pourashava	146.8	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR79		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD9	Tertiary	Pourashava	348.4	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR4		PRD2	Outfall-07
TD10	Tertiary	Pourashava	484.56	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	1	TR7		SD5, PRD6	Outfall-26
TD11	Tertiary	Pourashava	553.36	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	1, 2	AR1	Culvert-90	PRD2	Outfall-07
TD12	Tertiary	Pourashava	409.36	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	1	AR61		PRD2	Outfall-07
TD13	Tertiary	Pourashava	150.84	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	1	TR5		SD4, SD9, SD8, SD28, SD24	Outfall-19
TD14	Tertiary	Pourashava	415.05	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	1	TR1, TR2		SD2	Outfall-13
TD15	Tertiary	Pourashava	392.12	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	1	AR52		PRD2	Outfall-07
TD16	Tertiary	Pourashava	491.43	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	AR66		PRD2	Outfall-07
TD17	Tertiary	Pourashava	61.85	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	N/A	Culvert-116	TD9	Outfall-26
TD18	Tertiary	Pourashava	59.46	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	1	N/A		TD5, PRD1, PRD6	Outfall-26
TD19	Tertiary	Pourashava	776.47	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	1, 2	TR10		Outfall	Outfall-11
TD20	Tertiary	Pourashava	163.21	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	1	AR87		TD8, PRD1	Outfall-26
TD21	Tertiary	Pourashava	411.19	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	1	AR75		TD5, PRD1, PRD6	Outfall-26
TD22	Tertiary	Pourashava	157.78	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	1	AR69, AR71		TD5, PRD1, PRD6	Outfall-26
TD23	Tertiary	Pourashava	279.14	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	1	AR7		TD6, PRD1, PRD6	Outfall-26
TD24	Tertiary	Pourashava	45.75	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	1	N/A		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD25	Tertiary	Pourashava	139.54	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	1	TR6		SD1, PRD2	Outfall-07
TD26	Tertiary	Pourashava	93.85	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	1	AR70		PRD1, PRD6	Outfall-26
TD27	Tertiary	Pourashava	351.17	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	1st	2	TR11		SD15, PRD2	Outfall-07
TD28	Tertiary	Pourashava	372.68	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	2	AR105		SD15, PRD2	Outfall-07
TD29	Tertiary	Pourashava	175.48	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR111		SD14	Outfall-01
TD30	Tertiary	Pourashava	216.13	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	2	R549		SD14	Outfall-01
TD31	Tertiary	Pourashava	368.14	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR157		SD11	Outfall-02
TD32	Tertiary	Pourashava	222.24	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR129		SD16, SD11	Outfall-02
TD33	Tertiary	Pourashava	470.37	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR128		SD16, SD11	Outfall-02
TD34	Tertiary	Pourashava	374.64	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	2	TR16		SD16, SD11	Outfall-02

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD35	Tertiary	Pourashava	303.2	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR125	Culvert-92	TD33, SD16, SD11	Outfall-02
TD36	Tertiary	Pourashava	160.97	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR159		TD31, SD11	Outfall-02
TD37	Tertiary	Pourashava	392.98	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	2	AR141		SD16, SD11	Outfall-02
TD38	Tertiary	Pourashava	163.75	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	2	AR120		SD14	Outfall-01
TD39	Tertiary	Pourashava	181.36	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	3	AR199		TD55, SD24	Outfall-19
TD40	Tertiary	Pourashava	438.92	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	3	AR202		SD17	Outfall-20
TD41	Tertiary	Pourashava	379.15	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	3	AR180		SD17	Outfall-20
TD42	Tertiary	Pourashava	296.36	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	3	AR218		SD17	Outfall-20
TD43	Tertiary	Pourashava	416.99	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	3	TR23		Outfall	Outfall-18
TD44	Tertiary	Pourashava	557	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	3	AR247		SD21, SD25, PRD5	Outfall-02
TD45	Tertiary	Pourashava	361.84	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	3	AR164		SD17, PRD5	Outfall-20
TD46	Tertiary	Pourashava	108.87	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	3	AR198		TD55, SD24	Outfall-19
TD47	Tertiary	Pourashava	132.02	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	3	AR216		SD17	Outfall-20
TD48	Tertiary	Pourashava	173.22	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	3	AR161		SD17, PRD5	Outfall-20
TD49	Tertiary	Pourashava	390.3	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	3	AR166		SD17, PRD5	Outfall-20
TD50	Tertiary	Pourashava	432.71	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	3	AR204		Outfall	Outfall-21
TD51	Tertiary	Pourashava	271.59	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	3	AR207, AR185		SD24	Outfall-19
TD52	Tertiary	Pourashava	253.33	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	3	TR19		SD25, SD25,	Outfall-02
TD53	Tertiary	Pourashava	354.27	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	3	AR303	Culvert-97	Outfall	Outfall-19
TD54	Tertiary	Pourashava	102.46	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	3	AR182		TD50	Outfall-21
TD55	Tertiary	Pourashava	451.56	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	3	AR183, AR197		SD24	Outfall-19
TD56	Tertiary	Pourashava	123.82	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	3	AR200		SD26, SD38, SD34	Outfall-27
TD57	Tertiary	Pourashava	152.18	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	3	AR189		SD20	Outfall-18
TD58	Tertiary	Pourashava	121.07	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	3	AR214		SD24	Outfall-19
TD59	Tertiary	Pourashava	137.54	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	3	AR208		SD27, SD37, SD39, SD33	Outfall-27
TD60	Tertiary	Pourashava	266.95	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR294		SD29, SD38, SD34	Outfall-27
TD61	Tertiary	Pourashava	366.15	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	4	AR261		SD32	Outfall-24
TD62	Tertiary	Pourashava	179.49	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR303		SD26, SD38, SD34	Outfall-27
TD63	Tertiary	Pourashava	187.88	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR251		SD32	Outfall-24
TD64	Tertiary	Pourashava	162.77	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	TR19		SD33	Outfall-27
TD65	Tertiary	Pourashava	57.62	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	4	AR320		SD37, SD39, SD33	Outfall-27
TD66	Tertiary	Pourashava	53.58	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	4	AR303		SD25, PRD5	Outfall-02
TD67	Tertiary	Pourashava	191.64	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR252		SD32	Outfall-24
TD68	Tertiary	Pourashava	109.43	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR322		SD29, SD38, SD34	Outfall-27
TD69	Tertiary	Pourashava	173.59	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR290		SD29, SD38, SD34	Outfall-27
TD70	Tertiary	Pourashava	101.42	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR306		SD29, SD38, SD34	Outfall-27

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD71	Tertiary	Pourashava	102.28	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR296		TD72, SD38, SD34	Outfall-27
TD72	Tertiary	Pourashava	292.4	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	1st	4	AR277, AR278	Culvert-98	SD38, SD34	Outfall-27
TD73	Tertiary	Pourashava	179.05	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR313		SD29, SD38, SD34	Outfall-27
TD74	Tertiary	Pourashava	117.85	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	4	AR279		SD29, SD38, SD34	Outfall-27
TD75	Tertiary	Pourashava	54.19	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	4	AR309		TD62, SD26, SD38, SD34	Outfall-27
TD76	Tertiary	Pourashava	235.03	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	1st	4	AR302	Culvert-98	SD38, SD34	Outfall-27
TD77	Tertiary	Pourashava	78.64	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	4	TR19		SD35	Outfall-23, Outfall-24
TD78	Tertiary	Pourashava	172.16	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	4	SR2		SD35	Outfall-23
TD80	Tertiary	Pourashava	58.36	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	5	AR363		TD97, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD81	Tertiary	Pourashava	556.6	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	5	AR394, AR458, AR456		SD43, SD77	Outfall-03
TD82	Tertiary	Pourashava	471.48	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	5	AR370, AR375, AR372		Outfall	Outfall-03
TD83	Tertiary	Pourashava	356.88	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	5	AR384		SD41, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD84	Tertiary	Pourashava	145.97	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	5	AR468		TD83, SD41, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD85	Tertiary	Pourashava	441.58	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	5,6	TR30	Culvert-71	SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD86	Tertiary	Pourashava	341.86	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	5, 6	AR498		SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD87	Tertiary	Pourashava	84.94	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	5	AR338		TD96, TD97, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD88	Tertiary	Pourashava	101.54	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	5	AR348, AR354		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD89	Tertiary	Pourashava	122.85	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	5	AR373		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD90	Tertiary	Pourashava	64.84	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	5	AR397		PRD8	Outfall-06
TD91	Tertiary	Pourashava	16.9	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	5	AR398		PRD8	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD92	Tertiary	Pourashava	175.24	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	1st	5	AR424		SD41, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD93	Tertiary	Pourashava	106.25	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	5	AR435		SD46, SD42, SD45, PRD8	Outfall-06
TD94	Tertiary	Pourashava	233.03	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	5	AR357, AR337		SD77	Outfall-03
TD95	Tertiary	Pourashava	134.57	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	5	TR49		SD41, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD96	Tertiary	Pourashava	140.9	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	5	AR338		TD97, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD97	Tertiary	Pourashava	490.85	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	5	AR364		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD98	Tertiary	Pourashava	45.9	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	5	AR888		TD98, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD99	Tertiary	Pourashava	114.52	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	5	AR888		SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD100	Tertiary	Pourashava	385.3	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	5	AR414		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD101	Tertiary	Pourashava	344.78	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR475		TD136, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD102	Tertiary	Pourashava	543.76	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	6	AR537, AR485		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD103	Tertiary	Pourashava	128.55	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR518		SD52, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD104	Tertiary	Pourashava	285.61	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	6	AR490		SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD105	Tertiary	Pourashava	744.89	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	6	AR515, AR578, AR581		SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD106	Tertiary	Pourashava	312.22	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	6	AR525, AR526		SD52, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD107	Tertiary	Pourashava	120.85	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR507		TD136, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD108	Tertiary	Pourashava	367.79	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	6	AR489		SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing Construction Type	Existing Width (m)	Existing Depth (m)	Proposed Width (m)	Proposed Development type	Proposed Drain Status	Proposed Phasing	Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD109	Tertiary	Pourashava	199.13	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR488		SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD110	Tertiary	Pourashava	175.22	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR493	Culvert-67	SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD111	Tertiary	Pourashava	92.33	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	6	AR567		SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD112	Tertiary	Pourashava	87.59	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	6	AR516		SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD113	Tertiary	Pourashava	106.79	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	6	AR473		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD114	Tertiary	Pourashava	220.19	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR485		SD57, SD50, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD115	Tertiary	Pourashava	83.48	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	1st	6	AR544		SD52, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD116	Tertiary	Pourashava	109.72	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	6	AR554		TD124, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD117	Tertiary	Pourashava	117.27	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	6	AR511		TD124, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD118	Tertiary	Pourashava	150.54	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	6	AR510		TD124, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD119	Tertiary	Pourashava	423.3	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	6	TR33		TD105, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD120	Tertiary	Pourashava	103.36	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	6	AR516		PRD8	Outfall-06
TD121	Tertiary	Pourashava	151.38	RCC	0.4	0.5	0.5	Upgrade	Covered	2nd	6	TR33		TD119, TD105, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD122	Tertiary	Pourashava	27.22	RCC	0.4	0.5	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	TR33		TD119, TD105, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD123	Tertiary	Pourashava	27.51	RCC	0.4	0.5	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	TR33		TD119, TD105, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD124	Tertiary	Pourashava	309.64	RCC	0.4	0.5	0.5	Upgrade	Covered	1st	6	AR515		SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD125	Tertiary	Pourashava	45.5	RCC	0.4	0.5	0.5	Upgrade	Open	1st	6	AR554		TD124, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD126	Tertiary	Pourashava	29.21	RCC	0.4	0.5	0.5	Upgrade	Open	1st	6	AR515		TD124, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD127	Tertiary	Pourashava	176.23	RCC	0.5	0.5	0.5	Upgrade	Covered	1st	6	AR577, AR587, AR589		TD124, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD128	Tertiary	Pourashava	110.55	RCC	0.5	0.5	0.5	Upgrade	Covered	1st	6	TR45		SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD129	Tertiary	Pourashava	124.09	RCC	0.5	0.5	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	1st	6	TR31		SD55, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD130	Tertiary	Pourashava	71.18	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	AR532		TD102, SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD131	Tertiary	Pourashava	19.44	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	TR31		SD55, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD132	Tertiary	Pourashava	20.16	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	TR31		SD55, SD54, SD49, PRD8	Outfall-06
TD133	Tertiary	Pourashava	174.42	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	6	TR28		SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD134	Tertiary	Pourashava	178.51	RCC	0.4	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	6	AR530		SD56, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD135	Tertiary	Pourashava	192.06	RCC	0.4	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	6	AR505		SD44, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD136	Tertiary	Pourashava	416.16	RCC	0.4	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	6	TR28		TD104, SD51, SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD137	Tertiary	Pourashava	172.48	RCC	0.4	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	AR480		SD53, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD138	Tertiary	Pourashava	289.32	RCC	0.4	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	6	AR480		Outfall	Outfall-04
TD139	Tertiary	Pourashava	90.19	RCC	0.4	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	6	Z5508		SD50, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD140	Tertiary	Pourashava	89.85	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	6	Z5508		SD50, SD47, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD142	Tertiary	Pourashava	122.17	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	6	AR533		PRD8	Outfall-06
TD143	Tertiary	Pourashava	182.43	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR566		PRD8	Outfall-06
TD144	Tertiary	Pourashava	203.25	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	6	AR561		PRD8	Outfall-06
TD146	Tertiary	Pourashava	548.34	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR688, AR689		PRD11	Outfall-06
TD147	Tertiary	Pourashava	675.28	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	TR37	Culvert-56, Culvert-58, Culvert-47, Culvert-48	TD176, TD179, PRD11	Outfall-06
TD148	Tertiary	Pourashava	260.34	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR709		PRD11	Outfall-06
TD149	Tertiary	Pourashava	162.59	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR632		PRD11	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD150	Tertiary	Pourashava	743.77	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR713, AR607		SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD151	Tertiary	Pourashava	422.92	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR648		SD60	Outfall-15
TD152	Tertiary	Pourashava	209.43	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR628, AR603		PRD11	Outfall-06
TD153	Tertiary	Pourashava	120.24	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR610		PRD11	Outfall-06
TD154	Tertiary	Pourashava	320.43	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR602, AR692		PRD11	Outfall-06
TD155	Tertiary	Pourashava	350.78	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR602	Culvert-10	PRD11	Outfall-06
TD156	Tertiary	Pourashava	291.18	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR636		PRD11	Outfall-06
TD157	Tertiary	Pourashava	315.64	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR699		PRD11	Outfall-06
TD158	Tertiary	Pourashava	498.25	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR667		TD151, SD60	Outfall-15
TD159	Tertiary	Pourashava	249.39	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR655		TD158, TD151, SD60	Outfall-15
TD160	Tertiary	Pourashava	204.77	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR633		TD161, SD81, SD80, SD58	Outfall-17
TD161	Tertiary	Pourashava	318.95	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR655		SD81, SD80, SD58	Outfall-17
TD162	Tertiary	Pourashava	151.34	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR662		SD81, SD80, SD58	Outfall-17
TD163	Tertiary	Pourashava	263.96	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7, 8	AR717, AR902		SD65, SD81, SD80, SD58	Outfall-17
TD164	Tertiary	Pourashava	167.93	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR681		TD147, TD176, TD179, PRD11	Outfall-06
TD165	Tertiary	Pourashava	263.54	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR676, AR686		TD157, PRD11	Outfall-06
TD166	Tertiary	Pourashava	277.09	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR689		TD155, PRD11	Outfall-06
TD167	Tertiary	Pourashava	92.91	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR707		PRD11	Outfall-06
TD168	Tertiary	Pourashava	510.76	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	1st	7, 8	TR43		TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD169	Tertiary	Pourashava	102.58	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	7, 8	TR42		TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD170	Tertiary	Pourashava	27.66	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	AR635		TD195, TD169, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD171	Tertiary	Pourashava	68.25	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	TR43		SD59, PRD11	Outfall-06
TD172	Tertiary	Pourashava	245.83	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR679		PRD11	Outfall-06
TD175	Tertiary	Pourashava	51.23	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	AR630		TD176, TD179, PRD11	Outfall-06
TD176	Tertiary	Pourashava	232.42	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR629		TD179, PRD11	Outfall-06
TD177	Tertiary	Pourashava	87.21	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	AR596		PRD11	Outfall-06
TD178	Tertiary	Pourashava	224	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR596		TD179, PRD11	Outfall-06
TD179	Tertiary	Pourashava	200.35	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR629		PRD11	Outfall-06
TD180	Tertiary	Pourashava	294.57	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR596		PRD11	Outfall-06
TD181	Tertiary	Pourashava	114.58	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR596		TD180, PRD11	Outfall-06
TD182	Tertiary	Pourashava	110.46	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR596		TD146, PRD11	Outfall-06
TD183	Tertiary	Pourashava	103.22	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR596		TD146, PRD11	Outfall-06
TD184	Tertiary	Pourashava	119.52	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	AR712		TD150, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD185	Tertiary	Pourashava	195.66	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	AR598		TD150, SD66, SD61, PRD8	Outfall-06
TD186	Tertiary	Pourashava	168.84	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	TR37	Culvert-57, 56, 59, 60	Outfall	Outfall-22
TD187	Tertiary	Pourashava	162.67	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	7	SR2		PRD8	Outfall-06
TD188	Tertiary	Pourashava	119.16	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	AR645		TD155, PRD11	Outfall-06
TD189	Tertiary	Pourashava	207.8	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	7	AR670		TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD190	Tertiary	Pourashava	129.62	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR636		TD157, PRD11	Outfall-06
TD191	Tertiary	Pourashava	64.37	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	7	AR603		Outfall	Outfall-16
TD192	Tertiary	Pourashava	231.57	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR614		PRD11	Outfall-06
TD193	Tertiary	Pourashava	107.17	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR635		TD189, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD194	Tertiary	Pourashava	119.36	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR635		TD189, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD195	Tertiary	Pourashava	115.42	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR635		TD169, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD196	Tertiary	Pourashava	57.73	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR635		TD195, TD169, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD197	Tertiary	Pourashava	47.45	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	7	AR635		TD195, TD169, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD198	Tertiary	Pourashava	516.62	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	8	AR714	Culvert-30	TD200, TD228, SD62, SD58	Outfall-17
TD199	Tertiary	Pourashava	355.72	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8	AR737		SD67, SD62, SD58	Outfall-17
TD200	Tertiary	Pourashava	765.67	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8	TR39		TD205, SD81, SD80, SD58	Outfall-17
TD201	Tertiary	Pourashava	748.65	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8, 9	TR38	Culvert-37, Culvert-38	TD203, SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD202	Tertiary	Pourashava	498.98	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR715		SD64, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD203	Tertiary	Pourashava	628.73	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8, 9	TR38	Culvert-42	SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD204	Tertiary	Pourashava	358.57	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR766		TD203, SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD205	Tertiary	Pourashava	701.5	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8	TR40		SD81, SD80, SD58	Outfall-06
TD206	Tertiary	Pourashava	264.32	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	8	AR833		PRD11	Outfall-06
TD207	Tertiary	Pourashava	302.03	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR813		SD59, PRD11	Outfall-06
TD208	Tertiary	Pourashava	295.69	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR772		SD64, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing Construction Type	Existing Width (m)	Existing Depth (m)	Proposed Width (m)	Proposed Development type	Proposed Drain Status	Proposed Phasing	Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD209	Tertiary	Pourashava	218.56	N/A	0	0.8	0.5	New	Open	2nd	8	TR41	Culvert-41	SD64, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD210	Tertiary	Pourashava	151.76	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	8	AR776		TD208, SD64, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD211	Tertiary	Pourashava	119.54	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR746		SD62, SD58	Outfall-17
TD212	Tertiary	Pourashava	177.08	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8	AR788		TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD213	Tertiary	Pourashava	267.5	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	8	AR730, AR785, AR95		TD232, SD74, SD73, PRD11	Outfall-06
TD214	Tertiary	Pourashava	209.91	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	8, 9	AR724		TD217, SD79, PRD11	Outfall-06
TD215	Tertiary	Pourashava	272.31	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	1st	8	AR795, TR43, AR794		TD220, PRD11	Outfall-06
TD216	Tertiary	Pourashava	189.6	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR898		SD67, SD62, SD58	Outfall-17
TD217	Tertiary	Pourashava	106.02	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	8, 9	AR724		SD79, PRD11	Outfall-06
TD218	Tertiary	Pourashava	39.1	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	8	AR716		SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD219	Tertiary	Pourashava	62.17	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	8	AR780		SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD220	Tertiary	Pourashava	396.28	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	1st	8	AR784, AR809		PRD11	Outfall-06
TD221	Tertiary	Pourashava	139.35	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	8	AR795		TD215, TD220, PRD11	Outfall-06
TD222	Tertiary	Pourashava	127.66	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	8	AR787		TD212, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD223	Tertiary	Pourashava	23.12	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	8	AR797		TD229, TD230, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD224	Tertiary	Pourashava	23.12	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	8	AR797		TD229, TD230, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD225	Tertiary	Pourashava	13.09	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	8	N/A		TD229, TD230, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD226	Tertiary	Pourashava	13.09	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	8	N/A		TD229, TD230, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD227	Tertiary	Pourashava	32.85	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	1st	8	AR786		TD231, TD232, SD74, SD73, PRD11	Outfall-06
TD228	Tertiary	Pourashava	723.52	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	8	TR39		SD62, SD58	Outfall-17

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TD229	Tertiary	Pourashava	113.49	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR803		TD230, TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD230	Tertiary	Pourashava	59	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	8	AR805		TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD231	Tertiary	Pourashava	37.57	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	8	AR786		TD232, SD74, SD73, PRD11	Outfall-06
TD232	Tertiary	Pourashava	220.61	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	1st	8	AR834		TD168, TD165, TD157, PRD11	Outfall-06
TD233	Tertiary	Pourashava	735.76	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	2nd	9	AR849	Culvert-39	TD201, TD203, SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD234	Tertiary	Pourashava	227.44	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	9	AR871		SD76, PRD11	Outfall-06
TD235	Tertiary	Pourashava	164.17	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	9	N/A		SD76, PRD11	Outfall-06
TD236	Tertiary	Pourashava	435.52	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	2nd	9	TR47, AR847		TD233, TD201, TD203, SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD237	Tertiary	Pourashava	169.73	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	9	AR838		TD214, TD217, SD79, PRD11	Outfall-06
TD238	Tertiary	Pourashava	279.7	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered	1st	9	AR866, AR867		SD76, PRD11	Outfall-06
TD239	Tertiary	Pourashava	262.28	N/A	0	0.8	0.5	New	Covered, Footpath	1st	9	AR862		SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD240	Tertiary	Pourashava	58.21	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	9	AR862		SD76, PRD11	Outfall-06
TD241	Tertiary	Pourashava	45.1	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	9	AR851		SD76, PRD11	Outfall-06
TD242	Tertiary	Pourashava	96.84	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	9	AR852		SD76, PRD11	Outfall-06
TD243	Tertiary	Pourashava	96.9	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Open	2nd	9	AR865		TD239, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD244	Tertiary	Pourashava	107.94	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	2nd	9	AR859		TD233, TD201, TD203, SD69, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD245	Tertiary	Pourashava	112.74	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	9	AR878		SD72, PRD11	Outfall-06
TD246	Tertiary	Pourashava	195.98	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	9	AR879		SD76, PRD11	Outfall-06
TD247	Tertiary	Pourashava	142.38	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered	1st	9	AR881		SD72, PRD11	Outfall-06
TD248	Tertiary	Pourashava	54.81	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	9	AR862		TD239, SD68, SD70, SD79, PRD11	Outfall-06
TD249	Tertiary	Pourashava	79.09	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	9	AR862		SD76, PRD11	Outfall-06
TD250	Tertiary	Pourashava	66.38	RCC	0.5	0.8	0.5	Upgrade	Covered, Footpath	2nd	9	AR862		SD76, PRD11	Outfall-06
Primary Drain (Total Length in Kilo Meters)													**19.24**		
Secondary Drain (Total Length in Kilo Meters)													**62.60**		
Tertiary Drain (Total Length in Kilo Meters)													**56.22**		

Drain ID	Drain Category	Ownership	Length (m)	Existing			Proposed				Ward No.	Adjacent Road ID	Bridge/ Culvert Info	Linkage (towards Outfall)	Outfall
				Construction Type	Width (m)	Depth (m)	Width (m)	Development type	Drain Status	Phasing					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total Drainage Network of Joypurhat Pourashava (in Kilo Meters)													**138.06**		

পরিশিষ্ট - ঘঃ প্রত্যয়ন পত্র

জয়পুরহাট পৌরসভা কার্যালয়
জেলা- জয়পুরহাট।

টেলিফোন-০৫৭১
অফিস ঃ ৬২৩১১
বাসা ঃ ৬২৫৩০
ফ্যাক্স ঃ ৫১০১১

স্মারক নং- জয়পৌরস/প্রকৌঃ/২০১৯-২০২০/ ৫৫ তারিখ ঃ ২৪/০৬/২০১৯ খ্রীঃ

প্রত্যয়ন পত্র

অত্র পৌরসভার জন্য প্রণীত খসড়া মহাপরিকল্পনা (মাষ্টার প্ল্যান) টি পৌর পরিষদের গত ইং ২৫/০৫/২০১৯ খ্রিঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন অংশের (স্ট্রাকচার প্ল্যান, ভূমি ব্যবহার, সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন, পানি নিস্কাশন ও অত্যাবশ্যকীয় সেবা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সেবা, আর্থিক বিনিয়োগ ও এ্যাকশান প্ল্যান) সমন্বয়ে প্রণীত মহাপরিকল্পনা চুড়ান্ত করণের বিষয়ে অত্র পরিষদের সম্মতি আছে।

২৪/৬/২০১৯

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
মেয়র
জয়পুরহাট পৌরসভা
জেলা জয়পুরহাট।